রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড

এম্পায়ার অভ দা মোগল

অ্যালেক্স রাদারফোর্ড

সূচিপত্র

প্রধান চরিত্রসমূহ....4

প্রথম খণ্ড – পর্দার আড়াল থেকে....11

০১. অপ্রত্যাশিত বিপদ 11

০২. একটি কাটা মাথা....31

০৩. বয়সের পূর্ণতা....54

৪. উপহার হিসেবে প্রাপ্ত রক্ষিতা....80

০৫. দুধ এবং রক্ত 103

দ্বিতীয় খণ্ড – সূর্য, চাঁদ এবং আগুনের সন্তান 132

০৬. সম্রাটের বিজয় অভিযান 132

০৭. জাফরানী যোদ্ধা....146

০৮. হীরা বাঈ....170

৯. সেলিম 194

১০. জগতের একটি বিস্ময় 219

১১. ধূসর সাগর 236
১২. এক ডেকচি ভর্তি মস্তক 257
তৃতীয় খণ্ড – ক্ষমতা এবং গৌরব 290
১৩. বিজয়ের শহর 290
১৪. নারী জগতের সূর্য 317
চতুর্থ খণ্ড – আল্লাহ আকবর 343
১৫. 'তুমি সম্রাট হবে 343
১৬. স্বর্গ এবং নরক 360
১৭. জ্বলন্ত মশাল 387
১৮. যোদ্ধা যুবরাজ 406
১৯. কৌমার্যের রত্ন 422
পঞ্চম খণ্ড – ব্যাপক প্রত্যাশা 443
২০. অতল গহ্বর 443
২১. রাজমুকুটে একটি নতুন অলঙ্করণ 457
২২. আগ্রার দূর্গপ্রাচীর 476
২৩. ডালিমের প্রস্ফুটন 491

২৪. ইন্দুজ নদী 517

২৫. কাবুলের কোষাধ্যক্ষ 536

২৬. বিস্মৃতি 561

ষষ্ঠ খণ্ড – পৃথিবীর অধীশ্বর 582

২৭. একটি পাটের থলে 582

২৮. পিতা এবং পুত্র 614

২৯. পৃথিবীর অধীশ্বর 642

প্রধান চরিত্রসমূহ

আকবরের পরিবার

হুমায়ূন, আকবরের পিতা এবং দ্বিতীয় মোগল সম্রাট।

হামিদা, আকবরের মাতা।

গুলবদন, আকবরের ফুফু এবং হুমায়ূনের সৎবোন।

কামরান, আকবরের চাচা এবং হুমায়ুনের জ্যেষ্ঠ সৎভাই।

আসকারী, আকবরের চাচা এবং হুমায়ূনের মেজ সৎভাই।

হিন্দাল, আকবরের চাচা এবং হুমায়ুনের সর্বকনিষ্ঠ সৎভাই।

হীরা বাঈ, আকবরের প্রথম স্ত্রী, অম্বরের রাজকুমারী এবং সেলিমের মাতা।

সেলিম(জাহাঙ্গীর), আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মুরাদ, আকবরের মেজ পুত্র।

দানিয়েল, আকবরের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র।

মান বাঈ, সেলিমের স্ত্রী, খোসরুর মাতা এবং অম্বরের রাজা ভগবান দাশের কন্যা।

যোধ বাঈ, সেলিমের স্ত্রী এবং খুররমের মাতা।

সাহেব জামাল, সেলিমের স্ত্রী এবং পারভেজের মাতা।

খোসরু, সেলিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

পারভেজ, সেলিমের মেজ পুত্র।

খুররম, সেলিমের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র।

আকবরের পরিষদবর্গ

বৈরাম খান, আকবরের অভিভাবক এবং প্রথম প্রধান সেনাপতি(খান-ই খান)।

আহমেদ খান, প্রথমিক পর্যায়ে আকবরের প্রধান তথ্য সংগ্রাহক এবং পরবর্তীতে প্রধান সেনাপতি।

মাহাম আঙ্গা, আকবরের দুধমা।

আদম খান, আকবরের দুধভাই।

জওহর, হুমায়ূনের পরিচারক এবং পরবর্তীতে আকবরের গৃহস্থালী রসদভাণ্ডারের প্রধান।

আবুল ফজল, আকবরের প্রধান ঘটনাপঞ্জিকার এবং উপদেষ্টা।

তারদি বেগ, দিল্লীর প্রশাসক।

মোহাম্মদ বেগ, আকবরের সেনাপতি।

আলী গুল, আকবরের তাজিক সেনাকর্তা।

আব্দুল রহমান, আকবরের আহমেদ খান পরবর্তী প্রধান সেনাপতি।

আজিজ কোকা, আকবরের একজন তরুণ সেনাপতি।

মোগল রাজসভার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি

আতগা খান, আকবরের প্রধান ভাণ্ডার সংরক্ষক।

মায়ালা, আকবরের একজন প্রিয় রক্ষিতা।

আনারকলি, আকবরের ইটালীয় রক্ষিতা।

শেখ আহমেদ, একজন গোড়া সুন্নি এবং ওলামা পরিষদের প্রধান।

শেখ মোবারক, উচ্চপদস্থ ওলামা এবং আবুল ফজলের বাবা।

ফাদার ফ্রাঙ্গিসকো হেনরিকস, জেসুইট পুরোহিত।

ফাদার এ্যান্টোনিও মনসেরেট, জেসুইট পুরোহিত।

জন নিউবেরি, ইংরেজ বণিক।

সুলায়মান বেগ, সেলিমের দুধভাই এবং বন্ধু।

জাহেদ বাট, সেলিমের দেহরক্ষীদের অধিনায়ক।

জোবায়দা, সেলিমের শৈশবের সেবিকা এবং হামিদার পরিচারিকা।

দিল্লী

হিমু, হিন্দু সেনাপতি যে আকবরের কাছ থেকে অল্প সময়ের জন্য দিল্লী ছিনিয়ে নেয়।

ফতেহপুর শিক্রি

শেখ সেলিম চিশতি, একজন সুফি সাধক।

তুহিন দাশ, আকবরের স্থপতি।

গুজরাট

ইব্রাহিম হোসেন, গুজরাটের রাজ পরিবারের একজন বিদ্রোহী সদস্য।

মির্জা মুকিম, গুজরাটের রাজ পরিবারের একজন বিদ্রোহী সদস্য।

ইত্তিমাদ খান, গুজরাটের রাজ পরিবারের একজন বিদ্রোহী সদস্য।

কাবুল

সাইফ খান, কবুলের প্রশাসক।

গিয়াস বেগ, কাবুলের কোষাধ্যক্ষ।

মেহেরুন্নেসা, গিয়াস বেগের কন্যা।

বাংলা

শের শাহ, বাংলা থেকে আগত শাসক যে হুমায়ূনের আমলে মোগলদের হিন্দুস্তান থেকে বিতাড়িত করেছিলো।

ইসলাম শাহ, শের শাহ্ এর পুত্র।

শাহ দাউদ, আকবরের শাসনামলে বাংলার জায়গিরদার।

রাজস্থান

রানা উদয় সিং, মেওয়ার এর শাসক এবং বাবরের শত্রু রানা সাঙ্গার পুত্র।

রাজা রবি সিং, আকবরের একজন জায়গিরদার।

রাজা ভগবান দাশ, অম্বরের শাসক, হীরা বাঈ এর ভাই এবং মান বাঈ এর পিতা।

মান সিং, রাজা ভগবান দাশের পুত্র।

মোগলদের পূর্বপুরুষ

চেঙ্গিস খান

তৈমুর, পশ্চিমে পরিচিত তামুরলাইন হিসেবে যা তৈমুর-ই-ল্যাং(খোঁড়া তৈমুর) এর অপভ্রংশ।

উলাগ বেগ, তৈমুরের নাতি এবং বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ।

.

‘উদগিরণরত তীর এবং তলোয়ারের আঘাত
হাতির মজ্জা এবং বাঘের নাড়িভুড়ি বিদীর্ণ করে’
—-আবুল ফজলের আকবরনামা

প্রথম খণ্ড – পর্দার আড়াল থেকে

০১. অপ্রত্যাশিত বিপদ

উত্তর-পশ্চিম ভারত, ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ

এ্যাকাসিয়ার জঙ্গলের প্রায় ত্রিশ ফুট গভীর থেকে নিচু কিন্তু গম্ভীর গর্জন। ভেসে এলো। গর্জন শোনা না গেলেও আকবর বুঝতে পারছিলেন সেখানে বাঘ থাকতে পারে। কারণ পশুটির গায়ের উগ্র গন্ধ ঐ স্থানের বাতাসে ভাসছিলো। খেদাড়েরা (শিকারকে তাড়ানোর জন্য নিযুক্ত লোক) তাদের দায়িত্ব ভালোভাবেই পালন করেছে। দিল্লী থেকে একশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে যে পাহাড়ে আকবরের সৈন্যদল তাবু গেড়েছিলো সেখানে পুরো এলাকার উপর তখন চাঁদের রূপালী আলো ছড়িয়ে পড়ছে। তারা একটি ছোট বনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো যেখানে একটি বড় আকারের পুরুষ বাঘ দেখা গেছে। যে গ্রাম-প্রধান বাঘটির খবর আকবরের তাবুতে বয়ে এনেছিলো সে বলেছিলো সে শুনেছে, তরুণ মোগল সম্রাট শিকার করতে ভালোবাসেন এবং এটাও দাবি করে যে বাঘটি মানুষখেকো। বাঘটি পানি আনতে যাওয়া দুটি শিশু ও ক্ষেতে কর্মরত এক বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে গেছে।

গ্রাম-প্রধানটিকে আকবর উত্তমরূপে পুরস্কৃত করেছেন, সে চরম উত্তেজনা নিয়ে তাবুস্থল ত্যাগ করে। আকবরের অভিভাবক এবং প্রধান সেনাপতি খান-ই-খানান উপাধির অধিকারী বৈরাম খান এই যুক্তি দিয়ে আকবরকে বাঘ শিকার করা থেকে বিরত করার চেষ্টা করেন যে, মোগল সাম্রাজ্যের শত্রুরা যখন অগ্রসরমান তখন এই শিকারের চিন্তা চরম বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু আকবরের কাছে তখন অন্য কোনো বিষয় বাঘ শিকারের আকর্ষণ ও উত্তেজনার তুলনায় তুচ্ছ। কিছুতেই তাঁর মতো পরিবর্তন করা গেলো না। অবশেষে বৈরাম খান তাঁর শীর্ণ ও বহু ক্ষতচিহ্ন সমৃদ্ধ মুখে অনেক কষ্টে মৃদু হাসি টেনে শিকারে সম্মতি দিলেন।

খেদাড়েরা মোগলদের আদিনিবাস থেকে মধ্য-এশিয়ায় বয়ে আনা বহু পুরানো শিকারের কৌশল প্রয়োগ করছিলো। তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে অন্ধকার বনের মধ্যদিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো, আটশ জন লোকের তৈরি একমাইল প্রস্থের এক বিশাল বৃত্তের আকারে। সেই সাথে তারা পেতলের ঘন্টা এবং গলায় ঝোলানো সরু আকৃতির ঢোল পেটাচ্ছিলো। তারা বৃত্তটি ছোট করে আনতে শুরু করলো যার ফলে তাদের মানব-বেষ্ঠনী দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে লাগলো এবং সেই সঙ্গে বনের অন্যান্য জীবজন্তু যেমন-হরিণ, নীলগাই, বুনো-শূকর প্রভৃতি তাঁদের বৃত্তের কেন্দ্রে জড়ো হচ্ছিলো। একসময় বেড়ে উঠা আলোতে কয়েকজন খেদাড়ে বাঘের পায়ের ছাপ দেখলো এবং আকবরকে খবর পাঠালো যিনি তাঁদের পিছু পিছু হাতির পিঠে চড়ে আসছিলেন।

আকবর যে বিশাল হাতিটির পিঠে মণি-মাণিক্য খচিত হাওদায় বসে ছিলেন সেই জানোয়ারটিও বুঝতে পারছিলো বাঘটি কাছেই রয়েছে। বিপদের আশংঙ্কায় জানোয়ারটি তার বিরাট মাথাটি দুপাশে দোলাচ্ছিলো এবং বারবার শুড় গুটাচ্ছিলো। পেছনে যে হাতিগুলি আকবরের দেহরক্ষী ও পরিচারকদের বহন করছিলো সেগুলির বিশাল পায়ের অস্থির পদক্ষেপও তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন। আকবর তাঁর হাতির ঘাড়ের উপর কায়দা করে বসে থাকা শীর্ণ দেহের লাল পাগড়ী পরা লোকটিকে ফিসফিস করে বললেন, মাহুত, হাতিটাকে শান্ত কর। মাহুত তৎক্ষণাৎ তার হাতে থাকা লোহার ঈষৎ বাঁকা দন্ড দিয়ে হাতিটির বাম কানের পিছনে টোকা দিলো। উত্তম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতিটি তার পরিচিত সংকেত পেয়ে ধীরে শান্ত হয়ে এলো এবং স্থিরভাবে দাঁড়ালো। পেছনের হাতিগুলিও সামনেরটিকে অনুসরণ করে স্থির ও নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালো এবং চারদিক ভীষণ নিস্তবদ্ধ হয়ে পড়লো।

চমৎকার, আকবর ভাবলেন। এই মুহূর্তে তিনি নিজের মধ্যে চরম উদ্দীপনা অনুভব করলেন। তাঁর শিরায় রক্ত ছলকে উঠলো এবং তিনি নিজ হৃৎপিণ্ডের ধু ধু শব্দ শুনতে পেলেন, তবে সেটা ভয়ে নয় উত্তেজনায়। যদিও তাঁর বয়স এখনো চৌদ্দ পূর্ণ হয়নি, ইতোমধ্যেই তিনি অনেকগুলি বাঘ মেরেছেন। বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির খেলা, অনিশ্চয়তা ও বিপদের আশঙ্কা সর্বদাই তার মাঝে শিহরণ জাগিয়েছে। তিনি জানেন বাঘটি যদি আচমকা বেরিয়ে আসে, একমুহূর্তে তিনি পিঠে থাকা তূণীর থেকে তীর নিয়ে তাঁর দ্বি-বক্র ধনুকের ছিলায় পরিয়ে ফেলতে পারবেন-বেশিরভাগ শিকারী এধরনের পরিস্থিতিতে এই অস্ত্রই ব্যবহার করে। কিন্তু আকবরের জানতে কৌতূহল হচ্ছিলো তাঁর গাদাবন্দুকের সামর্থ কতোটুকু, বিশেষ করে এই কুখ্যাত বড় আকারের বাঘটার বিরুদ্ধে। গাদাবন্দুক

ব্যবহারে তার নৈপুণ্যের বিষয়ে তিনি গর্ব বোধ করেন এবং মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও লেখাপড়ার তুলনায় বন্দুক নিয়ে অনুশীলনেই অনেক বেশি সময় ব্যয় করেছেন। বন্দুক ছোঁড়ার নৈপুণ্যে যদি তিনি তার সৈন্যদলের যে কোনো সৈনিককে পরাজিত করতে পারেন তাহলে অশিক্ষিত হওয়া কি দোষের? বাঘটির গর্জন থেমে গেছে এবং জানোয়ারটি তার বাদামী চোখে তাকে লক্ষ করছে বলে আকবর অনুভব করতে পারলেন। খুব ধীরে তিনি তাঁর ম্যাচলক মাস্কেট (গাদাবন্দুক) এর কারুকার্য খচিত ইস্পাতের নলটি তার আসনের পার্শ্বে নিচু করে ধরলেন। বন্দুকে গুলি ও বারুদ আগেই ভরে রেখেছেন, এখন এর ছোট পলিতাটি (ফিউজ, যাতে আগুন ধরিয়ে এই বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে হয়। পরীক্ষা করলেন। তাঁর অনুচর তার পাশেই নিচু হয়ে পলিতায় অগ্নিসংযোগের জ্বলন্ত কাঠি ধরে রেখেছে।

সব ঠিক আছে নিশ্চিত হয়ে আকবর তার গাদাবন্দুকটি এ্যাকাসিয়ার জঙ্গলের সবচেয়ে ঘন ঝোঁপের দিকে তাক করলেন, তাঁর অনুমান বাঘটি ওখানেই লুকিয়ে আছে। হাতির দাঁতের কারুকাজ করা বন্দুকের কাঠের বাটটি তার কাঁধে দৃঢ়ভাবে চেপে ধরলেন। অনুচরকে ফিসফিস করে বললেন, অগ্নিসংযোগের কাঠিটা দাও এবং খেদাড়েদের সংকেত দাও। সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতির পিছনে অর্ধবৃত্তাকারে জড়ো হয়ে থাকা খেদাড়েরা উচ্চশব্দে চিৎকার করতে লাগলো এবং তাঁদের ঘন্টা ও ঢোলের তীব্র শব্দ তুললো। কয়েক মুহূর্ত পর যেনো প্রত্যুত্তর দিতেই বিকট গর্জন করে বাঘটি জঙ্গলের অন্ধকার চিড়ে বেরিয়ে এলো। বন্দুকের পলিতায় আগুন দেয়ার সময় আকবর বাঘটির বড় বড় সাদা দাঁত আর শরীরের সোনালী-কালো একটি ঝলক দেখতে পেলেন, ইতোমধ্যেই তাঁর হাতি লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্র আলো ঝলসে

উঠলো, সেইসাথে কানে তালা দেয়া গুড়ম শব্দ। বন্দুকের বিস্ফোরণের ধাক্কায় উল্টো ডিগবাজি খেয়ে আকবর তার আসনের একপাশে ছিটকে পড়লেন কিন্তু তার আগমুহূর্তে বাঘটিকেও ধরাশায়ী হতে দেখলেন দশগজ দূরে। ধোঁয়া সরে গেলে আকবর দেখলেন জানোয়ারটি নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে এবং সেটির ডান চোখের উপরে সৃষ্ট অমসৃণ ফুটো থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে।

আকবর বিজয় উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন। তিনি মাহুতের সাহায্য ছাড়াই হাতিটির হাঁটুতে ভর দিয়ে মাটিতে নামলেন, তার মুখে তখন আকর্ণ বিস্তৃত হাসি। তিনি চমৎকার দক্ষতায় বাঘটিকে হত্যা করেছেন। যারা সন্দেহ করতে গাদাবন্দুক এধরনের শিকার করার জন্য অত্যন্ত ধীর গতি সম্পন্ন, তাঁদের ধারণাকে তিনি ভুল প্রমাণিত করলেন। একজন ভালো বন্দুকবাজের জন্য এই অস্ত্র যথেষ্ট দ্রুত কাজ করতে পারে। মৃত জানোয়ারটিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করার জন্য তিনি এগিয়ে গেলেন। বাঘটির গোলাপি জ্বিহা সেটার মুখের একপাশে শিথিলভাবে নেতিয়ে আছে, তার উপর সবুজ-কালো বর্ণের মাছির দল ভন ভন করা শুরু করেছে। কিন্তু বাঘটির পেটে দুধের বাঁট লক্ষ্য করে তিনি অবাক হলেন। যে বাঘটিকে তিনি শিকার করতে এসেছেন সেটাতো পুরুষ হওয়ার কথা! এই ভাবনাকে অনুসরণ করে তার মনে যে ভাবনাটি এলো তার প্রতিক্রিয়ায় তার কিশোর বয়সী ঘাড়ের পিছনের চুলগুলি প্রায় দাঁড়িয়ে গেলো। তিনি কম্পিত আঙ্গুলে একঝটকায় কাঁধ থেকে ধনুক টেনে নিলেন এবং পিঠের তূণ থেকে একটি তীর ছিলায় পরানোর সময়ই বিশাল আকারের দ্বিতীয় বাঘটি আচমকা জঙ্গল থেকে ছিটকে বেরিয়ে সোজা তার দিকে এগিয়ে এলো। কোনোক্রমে আকবর তার তীরটি ছুঁড়তে পারলেন এবং সেইমুহূর্তে সময় যেনো তার কাছে স্থির হয়ে গেলো। তার পেছন থেকে আসা

সতর্কতাসূচক চিৎকার ও কোলাহলো যেনো অস্পষ্ট হয়ে এলো এবং তাঁর মনে হলো এখানে তিনি এবং বাঘটি ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি তাঁর ছোঁড়া তীরটিকে খুব ধীরে বাতাস চিড়ে ছুটে যেতে দেখলেন। তার মনে হলো লাফ দিতে উদ্যত বাঘটি স্থির হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ সময় যেনো আবার সচল হয়ে উঠলো এবং বাঘটি প্রায় তার উপর এসে পড়লো। আকবর লাফিয়ে একপাশে সরে গেলেন, তার চোখ প্রায় বন্ধ এবং তার মনে হলো যেকোনো মুহূর্তে বাঘটির ধারালো নখ তার শরীরের মাংস চিরে ঢুকে যাবে এবং সেটার দুর্গন্ধযুক্ত মুখের ধারালো দাঁতগুলি তাঁর গলা কামড়ে ধরবে। পক্ষান্তরে ধুপ করে আছড়ে পড়ার শব্দে তিনি চোখ মেলে দেখলেন বাঘটি তার পাশে নিথর পড়ে আছে, তীরটি সেটার গলা এফোড় ওফোড় করে ঢুকে আছে। এক মুহূর্ত আকবর স্তব্ধ হয়ে রইলেন, অনুভব করলেন এটা এমন অভিজ্ঞতা যার সাক্ষাৎ তিনি আগে কখনোও পাননি-আতঙ্ক এবং সেইসঙ্গে ভাগ্যের সহায়তা। তখনো স্তম্ভিত, আকবর অগ্রসরমান ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেলেন এবং পিছন ফিরে দেখলেন। সরু ডালপালা ও ঝোঁপঝাড় পেরিয়ে একজন অশ্বারোহী তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই শিবির থেকে আগত দূত, সন্দেহ নেই বৈরাম খান তাকে পাঠিয়েছেন তাগাদা দেবার জন্য। পাঁচ মিনিট আগে হলে এধরনের উৎপাতে তিনি বিরক্ত হতেন তার শিকারে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য। কিন্তু এখন তিনি কৃতজ্ঞবোধ করলেন একটু আগে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনার পরিণতি বিষয়ে তার চিন্তায় ছেদ টানার জন্য। খেদাড়েদের দল, রক্ষী এবং সেবকরা দুপাশে সরে দূতকে পথ করে দিলো। তার সবল উঁচু ঘোড়াটি ঘামে ভিজে গেছে এবং সে নিজে ধূলার আস্তরণে এমনভাবে আচ্ছাদিত হয়েছে যে তার পরনের উজ্জ্বল সবুজ রঙের মোগলাই উর্দিটি প্রায় খয়েরি বর্ণ ধারণ করেছে। আকবরকে কুর্নিশ করে সে

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলো, সংক্ষিপ্ত অভিবাদন শেষে এক নিঃশ্বাসে বললো, সম্রাট, বৈরাম খান অনুরোধ করেছেন আপনি যেনো এক্ষুণি শিবিরে ফেরেন।

কেনো? বিদ্রোহী হিমুর সেনাবাহিনীর একটি অগ্রবর্তী সৈন্যদলের কাছে দিল্লীর পতন হয়েছে।

*

চার ঘন্টা পর, আকবর এবং তাঁর শিকারের সঙ্গীরা শিবিরের প্রথম নিরাপত্তা বেড়া অতিক্রম করলো। সূর্য তখন পরিচ্ছন্ন নীল আকাশে উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। যদিও ছাতার ছায়ায় রয়েছেন, তারপরও আকবরের মাথা ব্যথা করছিলো। ঘামে তার পোষাক শরীরের সঙ্গে লেপ্টে গেছে, তবুও এইসব অসুবিধা তাঁকে খুব একটা কষ্ট দিচ্ছিলো না রাজধানী দিল্লীর পতনের ভয়াবহ সংবাদ তাকে যতোটা ভাবাচ্ছিলো। শাসনকার্য শুরুর আগেই কি তাঁর শাসন আমলের সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে?

দশ মাসও পার হয়নি এক মোগল শিবিরে অস্থায়ীভাবে ইটের তৈরি সিংহাসনে তড়িঘড়ি করে হিন্দুস্তানের সম্রাট হিসেবে তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার পিতা সম্রাট হুমায়ূনের আকস্মিক মৃত্যুর শোক এখনো তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত। কিছুটা বিব্রত কিন্তু গর্বিত ভঙ্গীমায় তিনি বৈরাম খান এবং অন্যান্য সেনাপতিদের অভিবাদন গ্রহণ করার জন্য শিবিরের সম্মুখে টাঙ্গানো রেশমের চাঁদোয়ার নিচে দাঁড়ালেন।

বর্তমানে যে দুঃসময় তারা অতিক্রম করছেন এর গুরুত্ব তাঁর মা হামিদা তাকে বুঝাতে পেরেছিলেন। পারসিক হওয়া সত্ত্বেও বৈরাম খান অন্য যে কোনো উপদেষ্টার চেয়ে তার নিরাপত্তা বিধানে অনেক বেশি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। বৈরাম খান আঁচ করতে পেরেছিলেন আকবরের পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য বিপদ সৃষ্টি হবে ভিতর থেকেই- উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতিরা ভাবছে এখন যখন হুমায়ূন মৃত এবং সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে গেছেন একটি মাত্র বালক পুত্রসন্তান, এটাই সিংহাসন দখলের উপযুক্ত সময় তাঁদের জন্য। তাদের অধিকাংশের মধ্যেই ভাবাবেগের অস্তিত্ব নেই। তাঁদের অনেকেই পুরানো মোগল গোত্র গুলির সদস্য যারা হিন্দুস্তানের শুষ্ক সমভূমিতে একটি নতুন সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনে আকবরের পিতামহ সম্রাট বাবরের সঙ্গী ছিলো। সিংহাসন অথবা খাঁটিয়া সর্বদা এই মনোভাব দ্বারাই তারা চালিত হয়েছে। যে কেউ নিজেকে যোগ্য এবং শক্তিশালী ভেবেছে সেই সিংহাসন অধিকারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। বিগত বছর গুলিতে অনেকেই এমন অনেকেই এমন প্রয়াস চালিয়েছে। এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে সন্দেহ নেই।

আকবর ভাবছেন যদি দিল্লীর পতনের দুঃসংবাদ সত্যি হয়ে থাকে তাহলে তার মা এবং বৈরাম খান তার জন্য এতোদিন যা কিছু করেছেন সব ব্যর্থতায় পর্যবশিত হলো। মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করার জন্য তারা হুমায়ূনের মৃত্যু সংবাদটি প্রায় দুসপ্তাহ গোপন রেখেছিলেন। মৃত সম্রাটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রায় একই দৈহিক গড়নের একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে হুমায়ূনের ভূমিকায় নিয়োজিত করেছিলেন তাঁরা। রীতি অনুযায়ী সে প্রতিদিন ভোরে সম্রাটের রেশমের সবুজ পোষাক এবং রত্নখচিত পাগড়ি পড়ে দিল্লীর

রাজপ্রাসাদ পুরানো-কেল্লার যমুনা তীরবর্তী বারান্দায় হাজিরা দিয়েছে প্রজাদের বোঝানোর জন্য যে সম্রাট এখনো জীবিত আছেন।

ইতোমধ্যে, মা হামিদা এবং ফুফু গুলবদন অনিচ্ছুক আকবরকে গোপনে দিল্লী ত্যাগ করতে রাজি করান। প্রদীপের কম্পিত আলোয় মায়ের উদ্বিগ্ন মুখটি এখনো তার চোখে ভাসছে যখন তিনি তাঁর শয়ন কক্ষে এসে তাকে ডেকে তুলেন এবং ফিসফিস করে বলেন, তাড়াতাড়ি করো, সঙ্গে কিছু নেবার দরকার নেই-জলদি! আচমকা ঘুম ভেঙ্গে উঠে আকবর দেখেন মা তার গায়ে মস্তক আবরণ যুক্ত একটি কালো আলখাল্লা পড়িয়ে দিচ্ছেন, তিনি নিজেও অনুরূপ একটি আলখাল্লা পড়ে আছেন। তখনো ঘুমের রেশ কাটেনি, মাথায় হাজারো প্রশ্ন নিয়ে প্রসাদের গুপ্ত সিঁড়ি পথে (যে সম্পর্কে আগে তিনি জানতেন না) তিনি তার মাকে অনুসরণ করে একটি অপরিচ্ছন্ন উঠানে উপস্থিত হোন। সেখানকার বাতাসে মানুষ অথবা পশুর প্রস্রাবের যে তীব্র গন্ধ ভাসছিলো-সেটা এখনো তার মনে আছে।

সেখানে একটি বড় টানা-গাড়ি অপেক্ষা করছিলো এবং আঁধারের ছায়ায় ফুফু গুলবদন এবং প্রায় বিশজন বৈরাম খানের অনুগত সৈন্য দাঁড়িয়ে ছিলো। গাড়িতে উঠে পড় হামিদা ফিসফিস করে বলে ছিলেন।

কেনো, আমরা কোথায় যাচ্ছি? তিনি জিজ্ঞেস করেন।

এখানে থাকা তোমার জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। আর কোনো প্রশ্ন করো না। যা বলছি করো।

আমি পালাতে চাই না। আমি কাপুরুষ নই। ইতোমধ্যেই রক্ত এবং যুদ্ধ দেখার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে... তিনি প্রতিবাদ করেন।

গুলবদন এগিয়ে এসে তার বাহু আকড়ে ধরে বললেন, যখন তুমি শিশু ছিলে এবং তোমার জীবন বিপন্ন হয়েছিলো তখন তোমাকে বাঁচাতে আমি নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছি। আমার উপর আস্থা রাখো এবং তোমার মা যা বলছে করো...।

তর্ক করা অব্যাহত রেখেই আকবর টানা-গাড়িতে চড়লেন, হামিদা ও গুলবদন তার পিছুপিছু গাড়িতে উঠে এলেন এবং তারা দ্রুত গাড়িটির পর্দা টেনে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা গাড়ি টানার হাতল কাঁধে তুলে নিয়ে রাতের নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে যাত্রা শুরু করলো। গুলবদন ও হামিদা চরম অনিশ্চয়তা নিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন এবং তাঁদের দুশ্চিন্তার অংশবিশেষ অবশেষে আকবরের মাঝে সঞ্চারিত হলো, যদিও তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না এসব কি হচ্ছে। এক সময় তারা যখন রাজপ্রাসাদ থেকে অনেক দূরে শহরের শেষ সীমায় পৌঁছালেন তখন তার মা মুখ খুললেন। জানালেন সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে আরোহনের আগেই তাকে হত্যা করার এক গোপন ষড়যন্ত্রের কথা।

দিল্লীর সীমান্তে বৈরাম খানের অনুগত আরো সৈন্য তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলো এবং নিরাপত্তা প্রদান করে তাঁদের শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী একটি শিবিরে নিয়ে

এলো। এক সপ্তাহ পর বৈরাম খান তার মূল সেনাবাহিনীসহ তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং আকবরকে তার ইটের সিংহাসনে বসিয়ে দিল্লীর সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দিলেন। তারপর ব্যাপক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে উপযুক্ত নিরাপত্তা প্রদান করে বৈরাম খান আকবরকে দিল্লীতে ফিরিয়ে আনেন এবং শুক্রবারের জুম্মার নামাজের সময় তাঁর নামে খুৎবা পাঠ করা হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে নতুন সম্রাট হিসেবে আকবরের পরিচিতি সমগ্র বিশ্বের কাছে ঘোষিত হয়। তখনো যাদের নতুন করে ষড়যন্ত্রের জাল বোনার সময় ছিলো তাদের বিরুদ্ধে এটি ছিলো। কৌশলগত পদক্ষেপ। এই ঘোষণার পর সকল মোগল নেতারা আকবরের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করলো।

এর ফলে আভ্যন্তরীণ শত্রুদের মোকাবেলা করা হলো, কিন্তু সাম্রাজ্যের দূরবর্তী রাজ্য গুলিতে আকবরের অভিষেক সংবাদের প্রভাব ততোটা জোড়াল ভাবে পড়লো না। পারতপক্ষে হিন্দুস্তানের উপর মোগলদের প্রভাব তখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যেসব রাজা এবং জায়গিরদারগণ অল্প সময় আগে আকবরের পিতা হুমায়ুনের প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করেছিলো তারা স্বাধীন হতে চাচ্ছিলো এবং সাম্রাজ্যের বাইরের শত্রুরা সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ চালাচ্ছিলো। কিন্তু তাদের সবার উপরে সবচেয়ে বিপদজনক হুমকি স্বরূপ দেখা দিলো হিমু। আগে তাকে শত্রু হিসেবে ততোটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি। সে ছিলো ছোটখাট গড়নের মিষ্টভাষী একটি লোক। তবে তার চেহারাটি কুৎসিত এবং সে নিচু বংশোদ্ভূত এক অজ্ঞাত চরিত্র, যে বলতে গেলে প্রায় শূন্য থেকে একটি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী গঠন করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং মোগল শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়। ইতোপূর্বে আকবর হিমুর ব্যাপারে বিন্দু মাত্র মাথা ঘামাননি কিন্তু এখন তিনি

ভাবছেন বাস্তবে সে কেমন ধরনের মানুষ এবং কোনো মন্ত্রবলে সে তার যোদ্ধাদের দলে টানলো। তাঁর এ সাফল্যের পিছনে কি রয়েছে?

*

আকবরের শিবির হিসেবে গড়ে তোলা বিশাল তাবুশহরের প্রাণকেন্দ্রে তিনি প্রবেশ করছিলেন। বিশালদেহী হাতিটির পিঠে নিরাপদ উচ্চতায় অবস্থিত হাওদা (হাতির পিঠে নির্মিত আসন) থেকে তিনি সামনে তাকালেন, কেন্দ্রস্থলে তার নিজের তাবুটি দেখলেন- সেটি উজ্জ্বল রক্তিম বর্ণের যা সম্রাটের প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে-সেটির পাশে প্রায় একই দৃষ্টিনন্দন আকর্ষণীয়তায় তৈরি বৈরাম খানের তাবুটি অবস্থিত। প্রধান সেনাপতি তাঁর জন্য তাবুর বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন, তাকে দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো আকবরের সেখানে পৌঁছানোর জন্য তিনি কতোটা অস্থির হয়ে ছিলেন।

আকবর হাতির পিঠ থেকে নামতে না নামতেই বৈরাম খান মুখ খুললেন। সম্রাট, আপনি খবরটা শুনেছেন-হিমুর সৈন্যরা দিল্লী দখল করে নিয়েছে। ইতোমধ্যেই আপনার তাবুতে যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কার্যক্রম শুরু করেছে এবং এখন আমাদের কি করণীয় সে সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা চলছে। আকবর বৈরাম খানকে অনুসরণ করে তাবুতে ঢুকে দেখলেন অন্যান্য সেনাপতি এবং পরামর্শদাতারা তার বসার জন্য নির্ধারিত সবুজ মখমলে আচ্ছাদিত সোনার পাত মোড়া একটি টুলের চারপাশে পুরু লাল-নীল বর্ণের শতরঞ্জিতে আসনসিঁড়ি হয়ে বসে আছে। আকবর আসন গ্রহণ করার পর সকলে

দাঁড়িয়ে তাকে সংক্ষিপ্ত অভিবাদন জানালো, কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন পুনরায় আসন গ্রহণ করার সময় তাঁদের নজর কতোটা সমীহের সঙ্গে তাঁর পাশে দাঁড়ানো বৈরাম খান কে প্রত্যক্ষ করলো। তারদি বেগকে তলব করো, সে তার বক্তব্য সম্রাটকে পুনরায় অবহিত করুক, বৈরাম খান আদেশ দিলেন। কয়েক মুহূর্ত পর দিল্লীর দায়িত্বে নিয়োজিত মোগল প্রশাসক সেখানে উপস্থিত হলো। আকবর তারদি বেগকে চিনতেন এবং পছন্দও করতেন। সে ছিলো উত্তর কবুলের পাহাড়ী এলাকায় জন্মলাভ করা এক অসীম আত্মবিশ্বাসী যোদ্ধা, পেশীবহুল বিশাল দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভরাট কণ্ঠের অধিকারী। তাঁর চোখজোড়া সর্বদা হাস্যকরভাবে মিটমিট করে কিন্তু এই মুহূর্তে সেগুলি রোদে-পোড়া, শুষ্ক এবং বিষণ্ন রূপ ধারণ করেছে।

তারদি বেগ, ম্রাট এবং মন্ত্রীসভার সম্মুখে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করো। বৈরাম খানের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ঠাণ্ডা শোনালো। বলো কীভাবে তুমি একজন যবক্ষার (নাইট্রিক এ্যাসিড) বিক্রেতা এবং তার অনুগত বিদ্রোহীদের কাছে সাম্রাজ্যের রাজধানীকে আত্মসমর্পণ করে পালিয়ে এলে।

তারা কোনো মামুলী বিদ্রোহী নয়, বরং অত্যন্ত শক্তিশালী, উত্তমভাবে অস্ত্রসজ্জিত এক সেনাবাহিনী। হিমু ছোট বংশোদ্ভূত হতে পারে কিন্তু যে কেউ তাকে ভাড়া করেছে তার জন্যই সে সফলভাবে যুদ্ধ জয় করেছে বহুবার। কিন্তু এখন সে আর ভাড়াটে সৈন্য নয়, সে এখন নিজের স্বার্থে লড়ছে। সম্রাটের পিতামহ যে পুরানো লোদী সাম্রাজ্যকে বিতাড়িত করেছিলেন হিমু তাদের অনুসারীদের আমাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেছে। বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে, বহু সৎ এবং গর্বিত ব্যক্তিও তাকে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে

সহায়তা করবে। আমাদের গুপ্তচরেরা খবর দিয়েছে একটি বিশাল অগ্রবর্তী বাহিনী পশ্চিমের সমভূমি থেকে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আর হিমুর মূলবাহিনীর আরো বিশাল, তাঁদের রয়েছে তিনশত যুদ্ধ-হাতি এবং তাদের অবস্থান দিনের (প্রতিদিন তারা যততা দূর অগ্রসর হচ্ছে) হিসাবে বেশি দূরেও নয়। এই অবস্থায় রাজধানী ত্যাগ না করলে আমরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতাম।

বৈরাম খানের মুখ রাগে কঠিন হয়ে উঠলো। দিল্লী থেকে পালিয়ে এসে তুমি প্রতিটি বিদ্রোহী এবং গোত্রপতিদের কাছে এমন ইঙ্গিত পাঠিয়েছে যে তারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে দ্বিধা করবে না। আমি তোমার সঙ্গে বিশ হাজার সৈন্যের একটি দল রেখে এসেছিলাম....

সেটা যথেষ্ট ছিলো না।

তাহলে তোমার উচিত ছিলো আমাকে বার্তা পাঠানো এবং রাজধানী রক্ষা করা যতোক্ষণ পর্যন্ত না আমি অতিরিক্ত সেনা পাঠাতাম।

তারদি বেগের চোখ জোড়া জ্বলে উঠলো এবং তার ডান হাতের আঙ্গুল গুলো কোমরবন্ধনীতে গুঁজে রাখা রত্নখচিত খাপ যুক্ত খঞ্জরটির (ড্যাগার বা ছোরা) হাতলের দিকে এগিয়ে গেলো। বৈরাম খান আপনি আমাকে বহু বছর ধরে চেনেন এবং আমরা পাশাপাশি যুদ্ধ করেছি ও রক্ত ঝরিয়েছি। আপনি কি আমার বিশ্বস্ততার প্রতি সন্দেহ পোষণ করছেন?

তোমার আচরণের জন্য ভবিষ্যতে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে, তারদি বেগ। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো তোমার হারানো রাজধানী কীভাবে পুনরুদ্ধার করা যায়। আমাদের উচিত... একজন বাদামি দাড়ি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাবুতে ঢুকতে দেখে বৈরাম খান থেমে গেলেন। আহমেদ খান, তুমি নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছো দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম। কি খবর এনেছে আমাদের বলো?

আকবর সর্বদাই আহমেদ খানের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, সে তার পিতা হুমায়ূনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুচরদের মধ্যে অন্যতম ছিলো। হুমায়ূন তাকে আগ্রার প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করেন। কিন্তু হিমুর সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর বৈরাম খান তাকে ডেকে পাঠান এবং তার সাবেক পদ-প্রধানদূত ও গোপন তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে নিযুক্ত করেন। তার ধূলিমলিন অবয়ব দেখে বোঝা যাচ্ছে সে সদ্য শিবিরে পৌঁছেছে।

হিমু তার মূল সেনাবাহিনীর দুই লক্ষ সৈন্য নিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যদি তার বর্তমান গতি বজায় থাকে তাহলে সে আনুমানিক দুই সপ্তাহের মধ্যে রাজধানীতে পৌঁছে যাবে। হিমুর দলের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা একদল সৈন্যকে আমার সেনারা পাকড়াও করে, তাদের কাছ থেকেই এই তথ্য উদ্ধার করা গেছে। তারা আরো জানায় রাজধানীতে পৌঁছে হিমু নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছে। ইতোমধ্যে সে নিজে পাদশাহ উপাধি ধারণ করেছে এবং নিজ নামে মুদ্রা (টাকা) তৈরির আদেশ প্রদান করেছে। আরো জানা গেছে, এই মর্মে বক্তব্য প্রদান করছে যে হিন্দুস্তানে মোগলরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, সেই মোগলদের

উত্তরসূরি এক বালক এখন শাসন ক্ষমতার অধিকারী এবং এই সাম্রাজ্যের শিকড় এতো নাজুক যে খুব সহজেই এর মূল উৎপাটন করা যাবে।

আহমেদ খানের বক্তব্যে মন্ত্রিসভার মধ্যে যেনো আচমকা প্রাণসঞ্চার হলো। আকবরের মনে হলো সকলে পরস্পরের দিকে ভীত দৃষ্টি বিনিময় করলো। আমাদের এখনই আঘাত করা প্রয়োজন-হিমু দিল্লীতে পৌঁছে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করার আগেই, বৈরাম খান বললেন। তাড়াতাড়ি অগ্রসর হলে সে দিল্লীতে পৌঁছানোর আগেই আমরা তার নাগাল পাবো।

কিন্তু সেটা খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হবে, হেরাত থেকে আগত এক সেনাপতি আপত্তি জানালো। আমরা যদি পরাজিত হই তাহলে আমাদের সবকিছু হারাতে হবে। আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে আমাদের আরো একটু সময় নেয়া উচিত...।

বাজে কথা। এমন শক্তিশালী অবস্থানে থেকে হিমু আলোচনার প্রস্তাবকে পাত্তা দিতে যাবে কেনো? বললেন মোহাম্মদ বেগ, তিনি বারাকসানি এলাকার একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা। আমি বৈরাম খানের সঙ্গে একমত।

তোমরা সকলে ভুল করছো, মুখ খুললেন আলী গুল, যে একজন তাজাক। আমাদের সামনে একটাই পথ খোলা রয়েছে-আমদের লাহোরে যাওয়া উচিত, সে স্থানটি এখনো মোগল নিয়ন্ত্রণে আছে এবং সেখানে আমরা শক্তিসঞ্চয় করতে পারি। তারপর যখন আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী হবো, তখন শত্রুদের বিতাড়িত করতে পারবো।

কেউ তার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, আকবর ভাবলেন-যখন ক্রুদ্ধ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সভাসদরা তার চারপাশে শোরগোল তুললো। বৈরাম খান এসব বরদাশত করতে পারছিলেন না এবং একাগ্রভাবে আকবরের দিকে তাকিয়েছিলেন। আকবর বুঝতে পারছিলেন তিনি তার পরবর্তী পদক্ষেপ বিবেচনা করছেন। তিনি এব্যাপারেও নিশ্চিত ছিলেন যে বৈরাম খানের প্রস্তাবই সঠিক-আক্রমণ করাই সেই মুহূর্তে শত্রুদের প্রতিরোধের শ্রেষ্ঠ উপায়। তাঁর পিতাও পরবর্তীতে স্বীকার করেছেন তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারকালে অনেক ক্ষেত্রে দেরির কারণে শত্রুরা শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছে। সেই মুহূর্তে আকবর মনস্থির করে ফেললেন। তাঁর বাবার মতো নিজেকে তিনি হিন্দুস্তান থেকে বিতাড়িত হতে দিবেন না। হিন্দুস্তান শাসন করা মোগলদের নিয়তি, তারচেয়েও বড় সত্য এটা তার নিয়তি এবং তিনি এখানে টিকে থাকার চেষ্টাই অব্যাহত রাখবেন।

আকবর নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়ালেন, সকলের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ হলো। যথেষ্ট হয়েছে! এই সাম্রাজ্য ত্যাগ করে পালানোর চিন্তা করার স্পর্ধা তোমরা কোথায় পেলে? তিনি উচ্চস্বরে বললেন। তোমাদের কোনো অধিকার নেই অত্মসমর্পণ করার। এখানে আমিই ন্যায়সঙ্গত। শাসক এবং সম্রাট। আমার দায়িত্ব-আমাদের দায়িত্ব-নতুন ভূ-খন্ড জয় করা এবং যেসব ভূ-খন্ড আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের জন্য জয় করে গেছেন সেগুলিকে শত্রুর কাছে সমর্পণ করে পালিয়ে যাওয়া নয়। এখনই আমাদের উচিত হিমুকে আক্রমণ করা এবং হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট হওয়া তরমুজের মতো তাকে ধ্বংস করা। আমি নিজে সৈন্যদের নেতৃত্ব দেবো।

আকবর বক্তব্য শেষ করে আসন গ্রহণ করার সময় এক মুহূর্ত বৈরাম খানকে লক্ষ্য করলেন, তিনি প্রায় দুর্বোধ্য মস্তক হেলানের মাধ্যমে আকবরের কঠোর বক্তব্যের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। অন্যান্য উপদেষ্টা এবং সেনাপতিরা তখন দাঁড়িয়ে আছেন এবং হঠাৎ তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের উচ্চ শব্দে তাবু প্রকম্পিত হলো, সকলে একই বাক্য উচ্চারণ করছেন: মির্জা আকবর! মির্জা আকবর! তিনি প্রথমে আশ্বস্ত হলেন এবং তারপর গর্ববোধ করলেন। তারা কেবল তাঁকে তৈমুরের বংশধর একজন আমিরজাদা হিসেবেই মেনে নিলো না- বরং সম্রাট হিসেবে তাঁর প্রথম যুদ্ধাভিযানে তাঁকে অনুসরণ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করলো। তিনি কিশোর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বক্তব্যকে তারা গুরুত্ব প্রদান করেছে, ফলপ্রসূ নির্দেশনা দিতে পেরে তিনিও তৃপ্তিবোধ করছেন।

একঘন্টা পর আকবর মহিলাদের জন্য নির্ধারিত অন্দর মহলে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তাঁদের শয়ন এবং গোসলের তাবুগুলি সোনার পাতে মোড়া উঁচু কাঠের তৈরি ঝাঁঝরি দিয়ে সুরক্ষিত যেগুলি ষাঁড়ের চামড়ার ফিতা দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। একটিমাত্র প্রবেশ পথ উত্তম ভাবে সুরক্ষিত। তিনি যখন মায়ের তাবুতে প্রবেশ করলেন চন্দনের মিষ্টি গন্ধ তাঁর নাকে ভেসে এলো।

হামিদা রেশমের ফুল সজ্জিত একটি কোলবালিশে শুয়ে ছিলেন এবং তাঁর পরিচারিকা জয়নাব তার লম্বা কালো চুল আচড়ে দিচ্ছিলো। আরেক দিকে ফুফু গুলবদন একগ্রচিত্তে একটি বীণার তারে সুর মূর্ঘনায় মগ্ন ছিলেন। হামিদার বিপরীত দিকে আকবরের দুধমা মাহাম আঙ্গা একটি কামিজের উপর নশা সূচিকর্ম করছিলেন। মোগল রীতি অনুযায়ী রাজপুত্র এবং দুধমার সম্পর্ক আজীবন অবিচ্ছিন্ন থাকে। একইভাবে আকবরের তুলনায়

কয়েক মাসের বড় মাহাম এর নিজ পুত্র আদম খান তার দুধ-ভাই এর মর্যাদা প্রাপ্ত এবং এই সম্পর্ক আপন ভাইয়ের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়।

আকবরকে দেখে এই তিনজন মহিলার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তার মা হামিদার বয়স তখনো ত্রিশ পেরোয়নি এবং তাঁর শরীর হালকা-পাতলা। ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আকবরকে জড়িয়ে ধরলেন। গুলবদন বীণা রেখে মৃদু হাসলেন। মাহাম আঙ্গাও তাঁকে উষ্ণ আলিঙ্গন করার জন্য এগিয়ে এলেন।

আকবর তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী তিন মহিলাকে একত্রে দেখে খুশি হলেন যাদের তিনি পৃথিবীতে সবচেয়ে আপন মনে করেন। আমি যুদ্ধ সংক্রান্ত সভা থেকে সরাসরি তোমাদের এখানে এসেছি। হিমুর অগ্রবর্তী সৈন্যরা দিল্লী দখল করে নিয়েছে কিন্তু তারা বেশিদিন দখলে থাকতে পারবে না। আগামীকাল আমার নেতৃত্বে আমাদের সেনাবাহিনী হিমু ও তার মূল সৈন্যদল এর গতিরোধ করবে তারা দিল্লীতে পৌঁছানোর আগেই। আমরা হিমুকে পরাজিত করে আমাদের অধিকার পুনরুদ্ধার করবো।

বাছা আমার, আবেগসিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন হামিদা, আমি সর্বদাই জানতাম, এমনকি যখন তুমি আমার পেটে ছিলে, যে একদিন তুমি এক মহান যোদ্ধা এবং নেতা হবে। আমার সেই স্বপ্ন আজ সত্যি হতে যাচ্ছে দেখে আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। আমি তোমাকে কিছু জিনিস দিতে চাই। তিনি জয়নাবকে ফিসফিস করে কিছু বললেন, সে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করলো। যখন ফিরে এলো দেখা গেলো তার হাতে সবুজ মখমলে জড়ানো কিছু রয়েছে যা সে হামিদার পায়ের কাছে শতরঞ্জির উপর রাখলো। হামিদা নিচু

হয়ে মখমলের আচ্ছাদন সরিয়ে দিলেন, আকবর দেখলেন সেখানে তাঁর পিতার সোনালী বক্ষবর্ম (ব্রেস্টপ্লেট) এবং ঈগলাকৃতির হাতল বিশিষ্ট তলোয়ার-আলমগীর, যার খাপে নীলা পাথরের অলঙ্করণ রয়েছে।

বর্ম এবং তলোয়ার প্রত্যক্ষ করে আকবরের মনের পর্দায় এতেঠ স্পষ্টভাবে তাঁর পিতার অবয়ব ভেসে উঠলো যে তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন যাতে তার মা তার চোখের অশ্রু দেখতে না পান। হামিদা এবং মাহাম আঙ্গা তাঁর বক্ষে বর্ম পরিয়ে দিলেন। হুমায়ূন লম্বা এবং পেশীবহুল ছিলেন কিন্তু আকবরও ইতোমধ্যে সেই গড়ন লাভ করেছেন। বক্ষবর্মটি তাঁর শরীরে ভালোই মানিয়ে গেলো। এবারে হামিদা তাঁর দিকে আলমগীর এগিয়ে দিলেন। আকবর ধীরে তলোয়ারটি খাপমুক্ত করলেন এবং শূন্যে সেটা কয়েকবার চালালেন। সেটার ওজন এবং ভারসম্য তিনি সন্তুষ্টিবোধ করলেন।

তোমার প্রস্তুতির জন্য আমি এতোদিন অপেক্ষা করছিলাম, হামিদা বললেন, যেনো তিনি আকবরের মনের কথা বুঝতে পারছেন। এখন তুমি প্রস্তুত। আগামীকাল যখন তুমি রওনা হবে, আমি মাতাসুলভ দুশ্চিন্তা অনুভব করবো ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে একজন সম্রাজ্ঞীর গর্বও। আল্লাহ্ যেনো তোমার সহায় হোন আমার বাছা।

.

০২. একটি কাটা মাথা

মধ্যাহ্ন শেষে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে দিগন্ত ঝিকমিক করছিলো যখন দাঁড়িয়ে থাকা আকবর বিচলিত মনে এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর দিলেন। দিল্লীর উত্তর-পশ্চিম দিকের এক বৈচিত্রহীন ছোট ছোট পাহাড় বেষ্ঠিত এলাকার সমভূমিতে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন তপ্ত বায়ুমণ্ডলের স্বচ্ছ পর্দা ভেদ করে প্রায় পঞ্চাশ জন সৈন্যের একদল অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে। তাদের আগমন লক্ষ্য করতে করতে তিনি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বৈরাম খানকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওদের সম্মুখে ওটা আহমেদ খান তাই না?

আমি নিশ্চিত নই। আপনার তরুণ চোখগুলি আমার থেকে ভালো, কিন্তু ওদের একজন যে পতাকাটি বহন করছে সেটা নিঃসন্দেহে আমাদেরই সবুজ রঙ চিহ্নিত মোগল পতাকা।

অল্পসময় পরেই বোঝা গেলো সেটা আহমেদ খানই, বৈরাম খানের পরামর্শে আকবর তাকে হিমুর অবস্থান ও সামরিক শক্তি সম্পর্কে অধিক নিশ্চিত হওয়ার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে পাঠিয়েছিলেন তিন দিন আগে। প্রায় পনেরো মিনিট পর সে তাঁদের কাছে পৌঁছালো এবং আকবরের সম্মুখে বিনীতভাবে অবনত হলো।

সোজা হউন, আহমেদ খান, কি সংবাদ এনেছেন বলুন?

কোনো ঝামেলা ছাড়াই আমরা হিমু এবং তার মূল সেনাবহিনীকে খুঁজে পেয়েছি। তারা পানিপথে শিবির স্থাপন করেছে, এখান থেকে মাত্র বার মাইল উত্তর দিকে। পানিপথ নামটি আকবরের পরিচিত এবং এরসঙ্গে তার খানিকটা গৌরবও জড়িয়ে আছে। ত্রিশ বছর আগে তাঁর পিতামহ বাবর দিল্লীর লোদী বংশীয় সুলতান ইব্রাহিমকে এই পানিপথের যুদ্ধেই পরাজিত করে মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। এবার আকবরের পালা পানিপথের আরেকটি যুদ্ধে মোগল বাহিনীকে নেতৃত্ব দেয়ার। বয়সে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে বংশীয় ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার জন্য।

হিমুর বাহিনীতে কতোজন সৈন্য আছে আহমেদ খান? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

আমরা ধারণা করছি প্রায় একলক্ষ বিশ হাজার, তাঁদের অর্ধেক অশ্বারোহী এবং উত্তম মানের। আর প্রায় পাঁচশত যুদ্ধ-হাতি রয়েছে।

আমরা যা ভেবেছিলাম সেটাই সত্যি হলো, আমাদের তুলনায় তার বিশ হাজার সৈন্য বেশি আছে। তাঁর কামান এবং বন্দুকের সংখ্যা কতো? আমরা যা ভেবে ছিলাম তার তুলনায় কম সংখ্যক কামান আছে ওদের, সর্বমোট ত্রিশটি হতে পারে, সেগুলির বেশিরভাগই ছোট আকারের। দূর থেকে যতোটা বুঝতে পেরেছি তার পদাতিক সৈন্যদের হাতে বন্দুকের পরিবর্তে তীর-ধনুক রয়েছে। তবে অল্পসংখ্যক বন্দুকধারী তার দলে রয়েছে।

বন্দুকের দিক থেকে আমরা ওদের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থানে আছি, কি বলেন বৈরাম খান? আকবর তার প্রধান সেনাপতির দিকে ফিরলেন। পানিপথে যুদ্ধ না করার মতো আমাদের তেমন কোনো যুক্তি নেই, আছে কি? সেটি আমাদের সৈন্যদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনা একটি স্থান। সেখানে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে আমাদের যোদ্ধারা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস পাবে, আমাদের সৈন্যসংখ্যা যদিও তুলনামূলকভাবে কম।

বৈরাম খান তাঁর অনুগ্রহভাজন তরুণ সম্রাটের উৎসাহ দেখে মৃদু হাসলেন। জ্বী সম্রাট, সেটি নিশ্চিতভাবেই যুদ্ধ করার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান। আমরা এই বন্ধ্যা সমভূমির উপর দিয়ে গুপ্ত আক্রমণের আশঙ্কা ছাড়াই দ্রুত সেখানে পৌঁছাতে পারবো।

আকবর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই আহমেদ খান বলে উঠলেন, মহামান্য সম্রাট, আপনি পানিপথকে মোগলদের বিজয়ের জন্য সৌভাগ্যজনক বলছেন। সেটা সত্যি-কিন্তু হিমুর জন্য এর কোনো তাৎপর্য নেই। হিমুর শিবিরে ব্যবসা করেছে এমন একজন সওদাগরকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি এবং তার কাছে একটি গল্প শুনেছি। সে দাবি করেছে যে হিমুর একান্ত ব্যক্তিগত এক সেবকের কাছে সে এই গল্পটি শুনেছে। কিন্তু এই গল্পটি হিমুর দলের সকলেই জানে। কারণ পরবর্তীতে আমাদের হাতে বন্দী আরেকজন সৈনিক একই গল্পের পুনরাবৃত্তি করেছে।

গল্পটি কি? আকবর জিজ্ঞাসা করলেন।

সেটা হলো বেশ কিছু রাত আগে হিমুর হস্তিদলের একটি বিশাল হাতি বজ্রপাতের আঘাতে মারা যায়। আস্তাবলের অন্য হাতিগুলি সামান্য আহতও হয়নি। পরদিন সকালে হিমু যখন সংবাদটি জানলো তখন সে স্বীকার করলো যে, একই রাতে সে একটি দুঃস্বপ্ন দেখেছে। সে দেখেছে সে তার হাতির পিঠ থেকে একটি খরস্রোতা নদীতে পড়ে গিয়েছে। সে যখন ডুবে যাচ্ছিলো তখন একজন মোগল যোদ্ধা তাকে টেনে তীরে তুলে। তারপর তাকে শিকল দিয়ে বাঁধে এবং তার গলায় একটি দড়ি পেচিয়ে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। হিমু তার অনুসারীদের কাছে স্বপ্নটি ব্যাখ্যা করে এভাবে-সে বলে তার বংশে এমন ঐতিহ্য রয়েছে যে তারা স্বপ্নে যা দেখে তাদের বাস্তব জীবনে তার বিপরীত ঘটনা ঘটে। অতএব শীঘ্রই সে মোগলদের তাঁদের হাতির উপরের সুরক্ষিত আসন থেকে ভূমিতে ধরাশায়ী করবে এবং আমরা সকলে তার কাছে বন্দীত্ব বরণ করবো। যদিও পরবর্তীতে পরিষ্কার বোঝা গেছে সে ভীষণ চিন্তিত এবং সে তার হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি মুক্তহস্তে উৎসর্গ প্রদান করছে।

এটা নিঃসন্দেহে একটি দৈব সংকেত, আকবর ভাবলেন। এসময় বৈরাম খান বলে উঠলেন, এই গুজব যদি সত্যি নাও হয়, এর প্রচার হিমুর শিবিরের যোদ্ধাদের মনোবল কমিয়ে দেবে। এই জন্যই আমি মনে করি এখনই আমাদের পানিপথের দিকে অগ্রসর হওয়া।

*

দুইদিন পরের ঘটনা। ভোর হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে রন্ধন কাজের জন্য জ্বালা আগুনের উজ্জ্বল কমলা রঙের শিখায় ভোরের ধূসর আধো-অন্ধকার অপসারিত হচ্ছিলো। আকবরের লোকেরা তড়িঘড়ি করে খাবার খেয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। কিছুটা বিচলিত মনে আঙ্গুলের সাহায্যে তারা তাদের তলোয়ারের ধার পরীক্ষা করছে এবং বারংবার ঘোড়ার পিঠে বাঁধা জিন যথেষ্ট শক্তভাবে এটে আছে কিনা দেখছে। সেইসঙ্গে বিড়বিড় করে আসন্ন যুদ্ধে সাফল্য লাভের জন্য তাদের স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করছে। অন্যদিকে যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ছোট কামানগুলিকে চব্বিশটি ষাঁড়ের সঙ্গে জোতা হয়েছে যাতে সেগুলি সৈন্যদের সঙ্গে একই গতিতে অগ্রসর হতে পারে। অন্যদিকে হস্তী বাহিনীর মাহুতেরা হাতিগুলিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছিলো। সেগুলিকে ইস্পাতের বর্ম পড়ান হচ্ছিলো এবং তাঁদের দাঁতে বাঁকা খঞ্জর বাঁধা হচ্ছিলো। এই সব প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পরেই তাদের পিঠে হাওদা বসান হবে যার উপর সৈন্যরা অবস্থান নেবে। হেকিমরা তাদের তাবুতে প্রয়োজনীয় মলম এবং ছোট ছোট শিশিতে ব্যাথা উপষমকারী ওপিয়াম ভরে সৈন্যদের জন্য প্রস্তুত রাখছিলো। সেই সঙ্গে মারাত্মক জখমের চিকিৎসার জন্য করাতো এবং ছ্যাকা দেয়ার দণ্ডও গুছাচ্ছিলো।

আকবরের ভালো ঘুম হয়নি। গৌরব ও বিজয়ের বিক্ষিপ্ত কল্পনা এবং দুঃশ্চিন্তা মিলেমিশে তাঁকে কেবলই সতর্ক করেছে বারবার, যেনো তাকে বলেছে- সাবধান! নিজের এবং তোমার পূর্বপুরুষের অমর্যাদা করোনা। শুধু শুধু শুয়ে না থেকে দুঘন্টা আগেই তিনি উঠে পড়েছেন। এখন তিনি পিতার বক্ষবর্ম এবং তলোয়ারে সুসজ্জিত। মাথায় পড়েছেন ঘাড়ের কাছে ধাতব পাত যুক্ত শিয়োস্ত্রাণ (হেলমেট)। তাঁর পাশে রয়েছেন বৈরাম খান এবং চওড়া কাঁধের অধিকারী তারদি বেগ, তারাও অস্ত্রে সজ্জিত এবং শিরোম্রাণ

পরিহিত। আকবর অনেক কষ্টে বৈরাম খানকে রাজি করিয়েছেন তারদি বেগকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দিয়ে আরেকবার তার যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ দেয়ার জন্য।

দেড়ঘন্টা পর একটি অগ্রবর্তী দলকে অনুসরণ করে আকবর তার দুধ-ভাই আদম খানকে পাশে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁর অবস্থান প্রায় একমাইল চওড়া অগ্রসরমান বাহিনীর মাঝামাঝি স্থানে। তার ঘোড়াটিও যেনো তাদেরই মতো যুদ্ধ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। বৈরাম খান তাদের থেকে অল্প দূরে ঘোড়া ছোটাচ্ছেন। তিনি আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন পার্শ্ববর্তী আশ্বারোহী বাহিনী এবং অগ্রবর্তী দলটি যেনো কোনোক্রমেই ষাঁড়-টানা গোলন্দাজ বাহিনী এবং হস্তী বাহিনীর কাছ থেকে বেশি দূরে সরে না যায়। আর পায়ে হেঁটে অগ্রসরমান তীরন্দাজ বাহিনীকেও তারা যেনো কাছাকাছি রাখে।

মোঘাচ্ছন্ন আকাশ নিয়ে ভোর হলো, নিচু মেঘগুলি বায়ুতাড়িত হয়ে ছুটে চলেছে। কিন্তু আকবর যখন উপরদিকে তাকালেন তখন মেঘগুলির মাঝে ফাঁক সৃষ্টি হয়ে সূর্য উঁকি দিলো, সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মি তাঁর বর্মের উপর পড়ে ঝলসে উঠলো। নিজের ঊর্ধ্বমুখী মুখের উপর তিনি আচমকা উষ্ণতা অনুভব করলেন, তিনি বৈরাম খানকে লক্ষ্য করে বললেন, এটা আমাদের সৌভাগ্যসূচক আরেকটি দৈব সংকেত, তাই না? এই সংবাদটি আমাদের যোদ্ধাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিন। উদিত সূর্য আজ একমাত্র আমার উপরই আলো ছড়াচ্ছে। আর হিমু কালো মেঘ দ্বারা আচ্ছাদিত। জয় আমাদেরই হবে। পরবর্তীতে আরো বিজয় আমরা অর্জন করবো। আমাদের সাম্রাজ্য চন্দ্রগ্রহণের মতো অন্য সব রাজ্যকে আচ্ছাদিত করবে এবং তার চমৎকারিত্বে সকলের চোখ ঝলসে যাবে।

বৈরাম খান আকবরের বক্তব্যকে সমর্থন জানাতে যখন তার দিকে ফিরলেন, সেই মুহূর্তে আকবর তার বাবার তলোয়ারটি কোষমুক্ত করে মাথার উপর ঘুরালেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢুলিদের যুদ্ধ-ঢাকের আওয়াজ জোরাল হলো এবং শিঙ্গার আর্তনাদে চারদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। জয় আমাদেরই হবে, আকবরের এই চিৎকার তার সমান্তরাল সকল যোদ্ধার মুখে উচ্চ স্বরে প্রতিধ্বনিত হলো।

কিন্তু সম্মুখ থেকে এর উত্তর ভেসে এলো, হিমুর যোদ্ধাদের সাহসী চিৎকার। হিমু, হিমু, হিমুপাদীশাহ! রেকাবে (ঘোড়ার পাদানী) ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আকবর দেখলেন তার সৈন্যদলের বাহিত সবুজ পতাকা ছাড়িয়ে প্রায় একমাইল দূরত্বে হিমুর হাতিগুলির বর্ম সূর্যের আলোয় ঝলসে উঠছে। তিনি হিমুর কৌশল বুঝতে পারলেন। হিমু তার যোদ্ধাদের আশেপাশের ছোট ছোট পাহাড় গুলিতে স্থাপন করেছে, বহু বছর আগে আকবরের পিতামহ বাবর একই কৌশলে তাঁর মহান বিজয় অর্জন করেছিলেন। আকবরের মতো হিমুও সম্মুখ আক্রমণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে।

আকবর বিস্ফোরণ উন্মুখ আগ্নেয়গিরির মতো উত্তেজনা অনুভব করলেন। তিনি তাঁর উঁচু কালো ঘোড়াটির পেটে লাথি মেরে সম্মুখে অবস্থিত যোদ্ধাদের মধ্য দিয়ে তীব্র বেগে এগিয়ে গেলেন, আদম খান এবং তার ঘাবড়ে যাওয়া দেহরক্ষীরা প্রাণপণে তাঁকে অনুসরণ করলো।

সম্রাট, আমাদের ডান-পার্শ্বস্থ যোদ্ধারা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে, এক সেনাকর্তা আধঘন্টা পর আকবরের কাছে এগিয়ে এসে বললো। তার মুখমণ্ডল ধূলা আর ঘামে মাখামাখি হয়ে গেছে এবং তার শিরোস্ত্রাণটি খোয়া গেছে। তার সাদা ঘোড়াটি জোড়ালো শ্বাস ফেলছিলো এবং সেটার পশ্চাদদেশে(পাছা) তলোয়ারের আঘাত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো। বৈরাম খান ইতোমধ্যে সম্মুখ সেনাদের অতিক্রম করা আকবরের উন্মত্ত গতি প্রতিরোধ করেছেন, এখন তিনি ও আদম খান তার পাশাপাশি আগাচ্ছেন। তারা তিনজন ছোট আকারের একডজন ব্রোঞ্জের কামানের বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করছে। কামানগুলি দাগার প্রস্তুতি চলছে। যেখানে সংঘর্ষ চলছে তার থেকে প্রায় একশ গজ পেছনে রয়েছেন তারা।

কূটনৈতিক শিষ্টাচারের তোয়াক্কা না করে আকবরের সম্মুখে বৈরাম খান সেনা কর্তাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তারদি বেগের ভূমিকা কি আশাব্যঞ্জক?

অবশ্যই জনাব, কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে সে জবাব দিলো। যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে তার পতাকা এখনো সমুন্নত। তারদি বেগ হিমুর সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধ হাতিগুলির সামনে পড়ে গেছেন। সেগুলি তারদি বেগের যোদ্ধাদের প্রায় পিষ্ট করে ঢুকে গেছে। আমাদের বন্দুকধারীদের ছোঁড়া গুলি হাতিগুলির ইস্পাতের মস্তক-আবরণ ভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছে। হাতিবাহিনীর আক্রমণকে অনুসরণ করে হিমুর পদাতিক সৈন্যরাও আক্রমণ করেছে। তাঁদের অনেকে পুরানো লোদী বংশীয় পতাকা বহন করছে। সর্বশেষ আমি দেখি তারদি বেগ প্রবল প্রতাপে শত্রু যোদ্ধাদের ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে গেছেন। কিন্তু ডান দিকে অবস্থিত আমাদের অশ্বারোহী সেনারা পিছু হটছে, কেউ কেউ তাদের সহযোদ্ধাদের

ত্যাগ করে অস্ত্র ফেলে পালাচ্ছে। যারা প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছে তাদেরকে ঘিরে ফেলে হত্যা করছে শত্রুরা।

উদ্বিগ্ন আকবর পুনরায় রেকাবে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ডান-পার্শ্বস্থ সেনাদের দিকে তাকালেন। তার পদাতিক বাহিনী সত্যিই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে। বৈরাম খান, আমাদের এক্ষুনি কিছু করা উচিত। আমি কি অতিরিক্ত সেনা নিয়ে ওদের সাহায্যে এগিয়ে যাবো?

না। এতে আরো বেশি প্রাণহানি হবে-আপনিও মারা যেতে পারেন কিন্তু তেমন কোনো ফল পাওয়া যাবে না। হিমুর সেনাদের আমাদের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসতে হবে, যেখানে আমরা এখনো অনেক শক্তিশালী। তারপর বাম দিক থেকে আমরা সেনা সমাগম বাড়াতে পারি।

এই কামান গুলির মাঝে আমরা কি যথেষ্ট শক্তিশালী? আকবর প্রশ্ন করলেন।

নিশ্চয়ই সম্রাট। আমি সেনাকর্তাদের নির্দেশ দিচ্ছি তারা যাতে পদাতিক তীরন্দাজদের কামানের বেষ্টনীর মধ্যে জড়ো করে। বৈরাম খান তার পার্শ্ববর্তী এক সেনা কর্তাকে হুকুম করলেন, মালবাহী গাড়িগুলিকে কামানগুলির ফাঁকে ফাঁকে জড়ো করে ফেলো সেগুলিকে আড়াল করার জন্য। অগ্রবর্তী সৈন্যদের আমাদের এখানে পিছিয়ে আসতে বলো এবং বাম দিকে যুদ্ধরত সৈনিকদের মধ্যে যারা অতিরিক্ত রয়েছে তাদেরও আসতে বলো।

বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আকবর তখন মরিয়া হয়ে চিন্তা করছেন, তার মাথায় একটি চিন্তা এলো। বৈরাম খান, ডান পাশের যোদ্ধাদের মধ্যে যারা রক্ষা পেয়েছে তাদেরকেও আদেশ করা যায় আমাদের দিকে পালিয়ে আসতে-তারা যখন আতঙ্কিতভাবে পালানোর ভান করবে হিমু তাদেরকে অধিক উৎসাহে অনুসরণ করে আমাদের পাল্টা আক্রমণের আওতায় চলে আসতে পারে।

বৈরাম খান একটু ভেবে সম্মতি জানালেন। আপনি যুদ্ধ-শিক্ষা ভালোই আয়ত্ত করেছেন। হিমুর সেনাদের প্রচণ্ড শক্তিতে আক্রমণ করার জন্য এখনো আমাদের হাতে অব্যবহৃত অশ্বারোহী এবং হস্তীবাহিনী রয়েছে। আদম খান, একডজন সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যাও এবং ডান পাশের সেনাকর্তাদের মধ্যে যাকেই পাও বলে তারা যেনো আতঙ্কের ভান করে আমাদের দিকে পিছিয়ে আসে।

আদম খান একদল অশ্বারোহী নিয়ে ঘোড়া ছোটালো এবং বিশৃঙ্খল যুদ্ধ ক্ষেত্রের মাঝে হারিয়ে গেলো।

দশ মিনিট পরের ঘটনা। আকবর তখনো কামান ঘেরা বৃত্তের মাঝখানে তাঁর কালো ঘোড়াটির পিঠে বসে আছেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন তাঁর দলের কিছু অশ্বারোহী তাঁর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে আসছে। তাদের শীর্ষে রয়েছে আদম খান। যেনো ভীষণ আতঙ্কিত, সে তার হাতে থাকা সবুজ রঙের মোগল পতাকাটি ছুঁড়ে ফেললো এবং ঘোড়ার ঘাড়ের কাছে উবু হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেটাকে ছোটাল। তাকে অনুসরণকারী অশ্বারোহীরাও তীব্র বেগে এগিয়ে আসছে। এসময় তিনি কয়েকটি বন্দুকের গুলির

আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং দেখলেন কয়েকজন অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে পড়ে গেলো। কিন্তু আদম খানের কিছু হলো না দেখে তিনি আস্বস্ত হলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রের ধূলা এবং বন্দুকের ধোঁয়ার আস্তরণের উপর দিয়ে তিনি হিমুর কয়েকটি যুদ্ধ-হাতির হওদাকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। তারা আকবরের আপাতদৃষ্টিতে পলায়নরত যযাদ্ধাদের বিপুল উৎসাহে তাড়া করে আসছে।

প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনীকে গোলা ছুঁড়তে বলল, আকবল বৈরাম খানের হুকুম শুনতে পেলেন। বন্দুকধারীরা, শত্রু পক্ষের হাতিগুলির মাহুতদের লক্ষ্য করে গুলি চালাও। আর তীরন্দাজেরা, সকলে একত্রে তীর ছোঁড়ার জন্য আমার হুকুমের অপেক্ষায় থাকো।

শত্রুদের দিকে তাক করা প্রতিটি কামানে অগ্নিসংযোগ করা হলো। পরপর ছয়টি প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেলো, সেই শব্দে আকবর প্রায় কালা হয়ে গেলেন এবং বারুদের ঝাঝালো গন্ধে তার প্রায় দম আটকে এলো, ধোঁয়ার কারণে স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ধোয়া খানিকটা সরে গেলে তিনি দেখলেন, হিমুর পাঁচটি হাতিকে কামানের গোলা আঘাত করেছে। প্রথম হাতিটি করুণভাবে ড় তুলে আর্তনাদ করছে এবং তিন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। সেটার চতুর্থ পাটি হাঁটুর নিচে রক্তাক্ত একটি খুঁটিতে পরিণত হয়েছে। বাকি তিনটি হাতি মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে আছে। তাঁদের মধ্যে একটি হঠাৎ মৃত্যুযন্ত্রণায় সেটার পিঠে থাকা হাওদার সৈন্যসহ গড়ান দেয়ায় সেনারা সেটার দেহের নিচে পিষ্ট হয়ে গেলো।

পঞ্চম হাতিটির পেটে সৃষ্টি হওয়া গভীর ক্ষত দিয়ে সেটার নীলচে-ধূসর বর্ণের নাড়িভুড়ি প্রায় বেরিয়ে এসেছে। আকবর দেখলেন সেটার হাওদাটি প্রায় মাটি ছুঁয়েছে, একজন সৈন্য মাটিতে পড়ে গেলো, কিন্তু কিছু অক্ষত তীরন্দাজ তখনো সেটার মধ্যে রয়ে গেছে। হাতিটি পালাচ্ছে এবং সৈন্যসহ হাওদাটি সেটার পেছনে মাটিতে ছেচড়ে যাচ্ছে। আতঙ্কিত হাতিটি আক্রমণ করতে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসতে থাকা অন্য হাতিগুলির সামনে পড়ে গেলো। একটি বিশাল হাতির সঙ্গে আহত হাতিটির প্রচন্ড সংঘর্ষ হলো এবং আহত হাতিটি সেটার দাঁতে আটকানো খঞ্জরের ফলায় বিদ্ধ হলো এবং তারা উভয়েই মাটিতে আছড়ে পড়লো। এগিয়ে আসা আরেকটি হাতি আহত হাতিটির ছেচড়ে নেয়া হওদার উপর হোঁচট খেয়ে ভূপাতিত হলো, ফলে সেটার হাওদায় থাকা সৈন্যরা ছাতু হয়ে গেলো। হিমুর হাতিগুলির আক্রমণের গতি শ্লথ হয়ে এলো, তারা তাদের ভূপাতিত স্বজাতীয়দের এড়িয়ে যেতে সচেষ্ট হলো।

তীর চালাও! যুদ্ধক্ষেত্রের গোলযোগ ছাড়িয়ে বৈরাম খানের আদেশ শোনা গেলো। সঙ্গে সঙ্গে হিমুর বাহিনীর উপর বৃষ্টির মতো তীর বর্ষিত হতে লাগলো। আকবর দেখলেন হওদার উপর থেকে শত্রুবাহিনীর বহু সৈন্য হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে। একটি হাতি সেটার চোখের ঠিক নিচের অরক্ষিত অংশে তীর বিদ্ধ হয়ে সেটার পাশে থাকা আরেকটি হাতির দিকে হেলে পড়ে সেটার পথরোধ করে দিলো। তখনই দ্বিতীয়বার কামান দাগার ফলে চারদিক অবার ধোঁয়ায় অস্পষ্ট হয়ে উঠলো এবং বিস্ফোরণের শব্দে আকবর কয়েক মুহূর্তের জন্য সম্পূর্ণ কালা হয়ে গেলেন। তিনি আদেশ দিতে থাকা বৈরাম খানের মুখ নড়তে দেখলেন কিন্তু কিছুই শুনতে পেলেন না। ধোঁয়া সরে গেলে তিনি বুঝতে পালেন বৈরাম খান কি আদেশ দিচ্ছিলেন। তার তীরন্দাজেরা শেষবারের মতো

একযোগে তীর নিক্ষেপ করলো এবং আকবরের যুদ্ধহাতি ও আশ্বারোহী সৈন্যরা হিমুর বিশৃঙ্খল সেনাদের দিকে প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করতে ছুটে গেলো। তাঁর হাতিগুলির পিঠে থাকা সবুজ পাগড়ি পড়া বন্দুকধারীরা গুলি ছুড়ছে। হিমুর হাতির পিঠে থাকা এক মাহুত গুলি বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। সে মুচড়ে হামাগুড়ি দিয়ে আগানোর চেষ্টা করলো একবার, তারপর স্থির হয়ে গেলো।

আরেকদিকে আকবর দেখলেন একজন মোগল অশ্বারোহী কেবল একটি বর্শা নিয়ে অসীম সাহসে হিমুর একটি বিশাল যুদ্ধ-হাতিকে আক্রমণ করলো। একহাতে লাগাম ধরে থেকে অন্যহাতে সে বর্শাটি হাতিটির চোয়ালের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিলো। হাতিটির মুখ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো এবং সেটি ঘুরে পেছন দিকে দৌড় দিলো।

আকবর এই মুহূর্তে যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য উত্তেজনায় ফেটে পড়ছেন এবং আদম খান এর বীরত্বপূর্ণ লড়াইকে অতিক্রম করে যুদ্ধে নিজের ভূমিকা রাখার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন। তিনি তার অবস্থান থেকে অল্প দূরে আদম খানের রণনৈপুণ্য দেখতে পাচ্ছিলেন। বৈরাম খান, আমরা কি এখন লড়াইএ প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে পারি না?

না, আপনি আপনার ধৈর্য বজায় রাখুন। একজন ভালো সেনাপতি অথবা একজন কৌশলী সম্রাটকে বুঝতে হবে কোনো মুহূর্তটি তার আক্রমণ করার জন্য আদর্শ। এই মুহূর্তে পেছনে থেকে আমাদের আক্রমণের ফলাফল বোঝার চেষ্টা করা উচিত। তলোয়ারের পাশাপাশি উত্তম বুদ্ধি এবং কৌশলও যুদ্ধ জয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দেখুন হিমুর বাহিনী কেমন বিভ্রান্ত, তাদের আক্রমণ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

আমরা এই সুযোগ কীভাবে কাজে লাগাতে পারি এবং হিমুর বাহিনীকে ধ্বংস করে পারি? আকবর জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর মন আক্রমণে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া অন্যকোনো পরামর্শ মানতে চাইছে না।

এখন আমাদের বামপার্শ্বের সৈন্যদের সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিতে পারি, তারা যেনো শত্রুদের ঘিরে ফেলতে পারে। যেহেতু তারা এখনো যুদ্ধে পুরোপুরি অংশ নেয়ার সুযোগ পায়নি ফলে তারা অধিক সতেজ এবং উৎসাহী হয়ে আছে। এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলে ওদের সহায়তায় নিশ্চিতভাবেই আমরা বিজয়ী হবো যখন কিছু সময় আগে আমরা পরাজয়বরণ করতে যাচ্ছিলাম। যুদ্ধে এমনটাই ঘটে।

আকবরের কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে বৈরাম খান হুকুম দিলেন। নির্দেশ পেয়ে তাঁদের অশ্বারোহী সেনারা হস্তীবাহিনীর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে শত্রুদের ঘিরে ফেলতে এগিয়ে গেলো। ইতোমধ্যে হিমুর একদল অশ্বারোহী সেনা পালানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। তাঁদের কেউ কেউ থেমে তাঁদের দলের মাটিতে পড়ে থাকা আহত যোদ্ধাদের তুলে নেয়ার চেষ্টা করছে। আকবর দেখলেন হিমুর প্রায় বিশটি হাতির সমন্বয়ে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ সেনাদলও পালায়ন শুরু করেছে। তাঁদের বন্দুকধারী এবং তীরন্দাজেরা পেছন থেকে তখনো গুলি এবং তীর ছুড়ছে। কেউ কেউ অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করছে।

সেই সময় প্রায় আধ মাইল দূরে হিমুর সৈন্য দলের প্রায় একহাজার অশ্বারোহী সৈন্যকে কিছু ভূ-লুণ্ঠিত হাতিকে ঘিরে সাহসের সঙ্গে লড়াই করতে দেখা গেলো। হাতিগুলির

মৃতদেহকে তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছিলো এবং মোগল বাহিনীকে পিছু হটানোর চেষ্টা করছিলো। আকবর অনুভব করলেন এখনো তার বিজয় অর্জিত হয়নি।

বৈরাম খান কিছু বলতে পারার আগেই আকবর তার ঘোড়ার পেটে লাথি মেরে সেই দিকে তীব্র বেগে ধাবিত হলেন। তিনি যখন সেই স্থানের কাছাকাছি পৌঁছালেন তার দেহরক্ষীরাও তাকে অনুসরণ করে সেখানে উপস্থিত হলো। হিমুর কিছু যোদ্ধা আকবরকে চিনতে পারলো। কমলা পাগড়িধারী এক সেনাকর্তার নেতৃত্বে তারা মৃত হাতিগুলির আড়াল থেকে বের হয়ে আকবরকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এলো।

আকবর দিক পরিবর্তন না করে তাদের দিকেই ঘোড়া ছোটালেন, তার রক্তে তখন লড়াই এর উন্মাদনা। মোগলদের ছোঁড়া গুলিতে শত্রু পক্ষের কয়েকজন ধরাশায়ী হলো কিন্তু সেনাকর্তাটি অক্ষত অবস্থায় এগিয়ে এলো। এই মুহূর্তে আকবর তার দেহরক্ষীদের কাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে চলে গেছেন। তিনি তার তলোয়ারটি সম্মুখে প্রসারিত করে সেনাকর্তাটির দিকে এগিয়ে গেলেন। যোদ্ধাটি হঠাৎ একপাশে সরে গিয়ে আকবরকে লক্ষ্য করে তার তালোয়ার চালালো, আকবর তখন অনেকটা অরক্ষিত। তার তলোয়ারের ফলা আকবরের শিরোস্ত্রাণ (হেলমেট) ছুঁয়ে ঘুরে যাওয়ার সময় সেটায় যুক্ত ময়ূরের পলকটি দ্বিখণ্ডিত করলো। তারা উভয়ে তীক্ষ্ম বাঁক নিয়ে আবার পরস্পরের দিকে ছুটে এলো। এইবার যোদ্ধাটির চালানো তলোয়ার আকবরের বক্ষ-বর্মের উপর আচড় কেটে বেরিয়ে গেলো এবং এই আঘাতে তিনি একপাশে কাত হয়ে গেলেন। তার একটি রেকাব (পাদানী) ছুটে গেলো এবং কোনোক্রমে তিনি ঘোড়ার পিঠ আকড়ে থাকলেন। হিমুর সেনাকর্তাটি আবার আক্রমণ করার জন্য তার ঘোড়াটি ঘুরিয়ে নিলো।

তার আঘাত ফলপ্রসূ হচ্ছে এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে দ্রুত লড়াইটার ইতি টানার জন্য তড়িৎ বেগে সে আকবরের দিকে ছুটে এলো এবং তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করার জন্য গলা লক্ষ্য করে তলোয়ার চালালো।

আকবর তার পরিকল্পনা অনুমান করতে পারলেন, তিনি শেষ মুহূর্তে একপাশে সরে গেলেন কিন্তু সেনাকর্তাটির তলোয়ারের অগ্রভাগ তার গলার কণ্ঠমণির (এ্যাডামস এ্যাপেল) ঠিক উপরে আঁচর কেটে ঘুরে গেলো। কিন্তু আকবর সেটা খেয়াল করলেন না। তিনি তাঁর তলোয়ারটি সেনাকর্তাটির ডান বগল বরাবর গভীরে ঢুকিয়ে আবার বের করে নিলেন, আকবরের গলা লক্ষ্য করে তলোয়ার চালানোর সময় শত্রুর ঐস্থানটি অরক্ষিত হয়ে পড়েছিলো। যোদ্ধাটি তার ঘোড়ার উপর থেকে মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে রইলো, তার বাহুসন্ধি থেকে পাথুরে মাটির উপর কালচে লাল রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিলো। দরদর করে ঘামতে থাকা আকবর বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিলেন। নিজ প্রাণ রক্ষা করতে পেরে তিনি অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করলেন এবং নিজের চারদিকে নজর বোলালেন। দেখলেন তাঁর দেহরক্ষীরা সেনাকর্তাটির অন্য সঙ্গীদের হত্যা করেছে। অল্প দূরে হিমুর কিছু সৈন্য তাঁদের ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, বাকিরা আত্মসমর্পণ করছে।

আকবর তার ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং কমলা পাগড়ী পড়া সেনাকর্তাটির দিকে ছুটে গেলেন। সে তখনো বেঁচে ছিলো। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে একহাতে তিনি তার মাথাটি তুললেন। তুমি খুব ভালো লড়েছ আকবর তাকে বললেন।

আমি আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম। আমি আপনার উপর আমার প্রভু হিমুর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম, সেনাকর্তাটি উত্তর দিলো। সে খুব কষ্ট করে কথা বলছে।

হিমুর পক্ষ থেকে আমার উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলে? তুমি কি বোঝাতে চাইছো?

আহত লোকটি ঘরঘর শব্দ করে শ্বাস নিলো এবং কিছু বলতে চাইলো, কিন্তু প্রথমে তার মুখ দিয়ে কথা নয়, রক্ত বেরিয়ে এলো। অবশেষে সে বলতে পারল, আমরা আপনার ডান-পার্শ্বস্থ সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করার ঠিক পরপরই আপনার সেনাদের ছোঁড়া একটি তীর আমার প্রভুর চোখে ঢুকে তাকে আহত করে। তিনি এখান থেকে সামান্য দূরে আমার সমমর্যাদার কিছু ব্যক্তিগত রক্ষীর তত্ত্বাবধানে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। লোকটির মুখে আবার রক্ত উঠে এলো এবং তার মাথাটি একদিকে নেতিয়ে পড়লো। স্পষ্ট বোঝা গেলো সে মারা গেছে। আকবর তাকে যত্নের সাথে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। ইতোমধ্যে তার রক্ষীরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তিনি তাঁদের বললেন, এই লোকটির ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী সৎকারের ব্যবস্থা করো। যদিও প্রভু নির্বাচনে সে ভুল করেছে, সে একজন উত্তম যোদ্ধা ছিলো।

আকবর বুঝতে পারলেন তিনি বিজয়ী হয়েছেন, তার ধূলিমাখা মুখে চওড়া আকৃতির হাসি ফুটে উঠলো। তিনি তাঁর প্রথম পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। তার ভবিষ্যৎ-মহান সম্রাটের ভবিষ্যৎ-নিশ্চিতভাবেই উজ্জ্বল। তার পরবর্তী অভিযানগুলি হবে সাম্রাজ্য বিস্তারের লড়াই। আকবর বৈরাম খানকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন কিন্তু কাছে আসার পর লক্ষ্য করলেন তার চেহারায় বিজয়ের উচ্ছ্বাস অনুপস্থিত।

আকবর, কেনো আপনি লড়াই এ যোগ দিলেন যখন আমি আপনাকে পেছনে থেকে যুদ্ধে নির্দেশনা প্রদানের পরামর্শ দিলাম? বৈরাম খান কোনো আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন ছাড়াই শুষ্ক কণ্ঠে বললেন।

আকবরের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠলো, তিনি তীব্র ক্রোধ অনুভব করলেন। তিনি একজন সম্রাট। যদিও বৈরাম খান তার অভিভাবক এবং প্রধান সেনাপতি, কিন্তু তিনি তার সঙ্গে এভাবে কথা বলার স্পর্ধা কোথায় পেলেন? এভাবে তার বিজয়ের মুহূর্তটিকে মাটি করে দিলেন। এটাতো সম্রাট হিসেবে তার প্রথম যুদ্ধ! তার পিতামহ বাবর তাঁর মতো বয়সেই নিজ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন। তারপর, তিনি উপলব্ধি করলেন বৈরাম খানের কাছে তিনি কতোটা ঋণী। তিনি তার ক্রোধ সংবরণ করে শান্ত গলায় বললেন, আপনি কি এমন একজন ব্যক্তিকে সম্রাট হিসেবে গ্রহণ করবেন, যে যুদ্ধ ক্ষেত্রের ভয়াবহতার মাঝে টগবগে রক্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিবর্তে কাপুরুষের মতো শীতলতা অনুভব করবে?

এবার বৈরাম খানের মুখমণ্ডল থেকে কঠোরতা সরে গিয়ে উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠলো। না সম্রাট, অবশ্যই না।

ঐ সেনা কর্মকর্তাটি মৃত্যুর আগে আমাকে জানিয়েছে মৃত হাতিগুলির আড়ালে কোথাও আহত হিমু পড়ে আছে। চলুন আমরা অনুসন্ধান করে দেখি।

উন্মুক্ত তলোয়ারধারী দেহরক্ষীদের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান নিয়ে আকবর এবং বৈরাম খান মাটিতে পড়ে থাকা মৃত হাতিগুলির দিকে হেঁটে গেলেন। কামানের গোলার আঘাতে যে হাতিগুলির নাড়িভুড়ি বেরিয়ে এসেছিলো সেগুলি থেকে তখন উৎকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। আকবর এবং বৈরাম খান একটি হাতিকে অতিক্রম করার সময় হঠাৎ সেটি যন্ত্রণায় মাথা ঘুরালো এবং শুঁড় দিয়ে মাটিতে আঘাত করলো। নিজের অজান্তেই আকবর তলোয়ারের দিকে হাত বাড়ালেন কিন্তু দেখলেন ঘাড়ের উপর বিশাল ক্ষত নিয়ে প্রাণীটি মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

হাতিটাকে তার মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে রেহাই দাও, তিনি একজন দেহরক্ষীকে আদেশ দিলেন। এবং আহত অন্যান্য হাতিগুলির একই ব্যবস্থা করো। এই আদেশ প্রদানের সময় আকবর লক্ষ্য করলেন সামান্য দূরে বিধ্বস্ত একটি কারুকার্য খচিত হাওদার পাশে একজন তরুণ যোদ্ধা মাটিতে শুয়ে থাকা ছোটখাট আকৃতির একজন ব্যক্তির দিকে ঝুঁকে আছে। মাটিতে শুয়ে থাকা ব্যক্তিটির মিনা করা নকশা শোভিত বর্ম দেখে বোঝা গেলো সে হিমু ছাড়া আর কেউ নয়। তরুণটি একটি রক্তাক্ত কাপড় দিয়ে তার মুখের বাম পাশটা মুছে দিচ্ছে আর লোকটি তাকে চিৎকার করে বলছে, আমাকে এখানেই মরতে দাও। কিছুদিন পর কোনো মোগল কয়েদখানায় মৃত্যুবরণ করার চেয়ে এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করাই আমার জন্য সম্মানজনক হবে।

তরুণটিকে বন্দী করো, বৈরাম খান আদেশ দিলেন। সাথে সাথে দুজন লম্বা দেহের দেহরক্ষী তাঁদের দিকে এগিয়ে গেলো এবং দুদিক থেকে তরুণটির বাহু জাপটে ধরে তাকে আহত লোকটার কাছ থেকে সরিয়ে আনলো। এইবার আকবর আহত লোকটিকে

পরিষ্কার দেখতে পেলেন। যেখানে তার বাম চোখটি ছিলো সেখানে একটি তীরের অগ্রভাগ বিধে আছে এবং তীরটির বাকি অংশ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। তার মুখ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সে নিশ্চয়ই অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করছে, কিন্তু মনে হলো তার যন্ত্রণা উধাও হয়েছে যখন আকবর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি হিমু?

নিশ্চয়ই। আর কে হতে পারে?

তোমার ন্যায়সঙ্গত সম্রাটকে তোমার কি বলার আছে?

আমি বলতে চাই আমার কোনো ন্যায়সঙ্গত সম্রাট নেই এবং আমি তোমাকে ঘৃণা করি মোগল অনুপ্রবেশকারী। হিমু আকবরকে লক্ষ্য করে একপ্রস্থ রক্তাক্ত থুথু ছুঁড়ে দিলো কিন্তু তা আকবরের কাছে পৌঁছালো না।

এখনই তাকে হত্যা করুন, সম্রাট, বৈরাম খান বললেন।

আকবর তার তলোয়ার উঠালেন কিন্তু কোনো কারণে তিনি আহত লোকটাকে আঘাত করতে ইতস্তত করলেন। এটা ঠিক হবে না বৈরাম খান। আমার বাবা আমাকে সর্বদাই বলতেন হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার তুলনায় ক্ষমাই একজন সম্রাটের জন্য বেশি মর্যাদাকর...

একথা শুনে হিমু অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালো এবং আকবরের দিকে এগিয়ে এলো। কিন্তু আকবরের দুজন রক্ষী সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেললো। কিন্তু নিজের ক্ষুদ্র খ্যাতি ও

মারাত্মক জখম যেনো তাকে হঠাৎ ভীষণ বল প্রদান করলো, হিমু প্রচণ্ডভাবে মোচড় খেয়ে এক মুহূর্তের জন্য রক্ষীদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলো। টলমল পায়ে আকবরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সে চিৎকার করে বললো, তোমরা আমাদের ভূ-খণ্ডকে কলুষিত কত ছো। তুমি স্বৈরাচারী তৈমুরের বংশধর, তুমি নিশ্চিতভাবে জানো না কে তোমার বাবা। আমি শুনেছি তোমার বাবা তোমার মাকে তার সেনাপতিদের ভোগে ব্যবহার করতে বেশ্যার মতো, যাতে তারা তার প্রতি অনুগত থাকে এবং তোমার মা- উট-মুখো বেশ্যা, সেটা উপভোগও...

হিমু আর কিছু বলতে পারলো না। তলোয়ারের এক কোপে আকবর তার ধড় থেকে মস্তক আলাদা করে দিলেন। ক্রোধে তার সর্বাঙ্গ থরথর করে। কাঁপছে, তার মুখ হিমুর ছিটকে আসা উষ্ণ রক্তে রঞ্জিত। কয়েক মুহূর্ত তিনি কোনো কথা বলতে পারলেন না, কিন্তু তারপর তিনি তলোয়ার কোষবদ্ধ করে মুখের রক্ত মুছলেন এবং বৈরাম খানের দিকে ফিরলেন। শান্ত গলায় বললেন, আপনার কথাই ঠিক। অযোগ্য ব্যক্তিকে আমাদের ক্ষমা প্রদর্শন করা উচিত নয়। ঐ নোংরা প্রাণীটির দেহটাকে শিবিরে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করুন। আর ওর মাথাটা দিল্লীতে পাঠান, কোনো জনসমাবেশে সেটা ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দিন। অন্যান্য প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহীদের জন্য সেটা একটা ভয়াবহ নিদর্শন হয়ে থাকুক।

আকবর বৈরাম খানকে নিয়ে শিবিরে ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরলেন, এসময় আদম খান তাঁদের দিকে এগিয়ে এলো। তার বাম হাতের আঙ্গুলে পট্টি বাঁধা। তুমি খুব ভালো লড়েছো দুধ-ভাই। আমি তোমার রণনৈপুণ্য দেখেছি।

শুনলাম তুমিও রক্তের স্বাদ লাভ করেছো, হিমুর দেহরক্ষী প্রধানকে হত্যা করে। কিন্তু একটি দুঃসংবাদ আছে। তারদি বেগ নিহত হয়েছেন।

কি?...কীভাবে উনি মারা গেলেন?

যখন তুমি আমাকে নির্দেশ দিলে তার সৈন্যদের অতঙ্কে পালানোর অভিনয় করিয়ে তোমার দিকে নিয়ে আসার তখন আমি এবং আমার সঙ্গীরা লড়াই করতে করতে তারদি বেগের অবস্থানে পৌঁছাই। আমরা দূর থেকে দেখতে পাই কয়েক জন ছাড়া তার অধিকাংশ দেহরক্ষীই মাটিতে লুটিয়ে আছে, আহত অথবা নিহত। সে নিজে ঘোড়া হারিয়ে ভূমিতে অবস্থান করছে এবং তাকে ঘিরে থাকা হিমুর যোদ্ধাদের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করছে। আমরা যখন তাকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে যাই শুনতে পাই শত্রু যোদ্ধারা তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলছে। কিন্তু সে চিৎকার করে বললো, না! আমি একজন মর্যাদাবান মানুষ, আমার সাম্রাজের প্রতি বিশ্বস্ত। আমি দেখলাম শেষ বারের মতো তিনি তার শত্রুদের দিকে ছুটে গেলেন এবং একজন শত্রু একটি বর্শা তার পেটে ঢুকিয়ে দিলো। আরেকজন হিমুর যোদ্ধা তার মাথা টেনে ধরে পশুর মতো তাকে জবাই করলো।

তুমি বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছ, তারদি বেগ, আমার ভাই, আমার তুগান। আজ রাতেই যেনো তোমার আত্মা জান্নাত লাভ করে এই কামনা করছি, বৈরাম খান বিড়বিড় করে বললেন। তোমাকে সন্দেহ করার জন্য আমি দুঃখিত।

দীর্ঘ বিরতির পর আকবর বৈরাম খানের সঙ্গে কথা বললেন। তারদি বেগকে শাস্তি বা মৃত্যুদন্ড প্রদান না করাটাই আমাদের জন্য উত্তম সিদ্ধান্ত ছিলো, তাই না? হিমুকে ক্ষমা প্রদর্শন করা ভুল ছিলো কিন্তু তারদি বেগকে মার্জনা করে আমরা তাকে তার হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারের সুযোগ দিতে পেরেছি। আমার পিতা সঠিক ছিলেন, কি বলেন? ক্ষমা এবং নিষ্ঠুরতা উভয়ই একজন মহান শাসকের জন্য উপযুক্ত।

জ্বী সম্রাট, বৈরাম খান বললেন এবং আকবর দেখলেন তার প্রধান সেনাপতির গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

.

০৩. বয়সের পূর্ণতা

লাহোরের দুর্গপ্রাসাদের মার্বেল পাথরের মঞ্চ থেকে আকবর নিচের দিকে তাকালেন। তিনি উঁচু পৃষ্ঠদেশ বিশিষ্ট সোনার সিংহাসনে বসে ছিলেন। বৈরাম খানের পরামর্শে হিমুর কোষাগারে সঞ্চিত স্বর্ণমুদ্রা গলিয়ে সিংহাসনটি নির্মাণ করা হয়েছে। গত ছয়মাস ধরে হিন্দুস্তানের যেখানেই। তিনি অবস্থান করেছেন সেখানেই সিংহাসনটি বয়ে নেয়া হয়েছে। প্রথম যুদ্ধ জয়ের পর প্রজাদের সম্মুখে নিজেকে উপস্থাপন করার বুদ্ধিটি তার নিজেরই, কিন্তু বৈরাম খানের পরামর্শে এই মোগল শক্তি প্রদর্শনের উদ্যোগ আরো চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

এই সফর আকবরের মনোবাসনা পূরণ করতে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। প্রিয় কালো স্ট্যালিয়ন ঘোড়াটির সোনা মোড়ান জিনে বসে লাগাম ধরে, পিতার ঝলমলে বক্ষ-বর্ম এবং তলোয়ার নিয়ে নিজ সাম্রাজ্য প্রদক্ষিণ করার সময় তাঁর নিজেকে ভীষণ শক্তিশালী এবং গর্বিত মনে হয়েছে। তাঁর পাশে ছিলেন বৈরাম খান এবং পেছন থেকে তাঁদের অনুসরণ করছিলো সেইসব সেনাপতি যারা হিমুর বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তাদের মাঝে তাঁর দুধভাই আদম খানও ছিলো। এই দলের পিছনে রণ তূর্য এবং ঢাক বাজিয়ে এগিয়ে আসছিলো তার অশ্বারোহী সৈন্যরা। তাঁদের হাতে ছিলো সবুজ পতাকা এবং ইস্পাতের ফলা যুক্ত উঁচিয়ে ধরা বর্শা। অশ্বারোহী বাহিনীকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসছিলো তীরন্দাজ বাহিনী, বন্দুকধারী সৈন্য এবং গোলন্দাজ বাহিনী। তাঁদের কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়ে আর বাকিরা পায়ে হেঁটে।

তীরন্দাজ, বন্দুকধারী এবং অশ্বারোহীদের পেছনে এগিয়ে আসছিলো বড় বড় টানা গাড়ি। সেগুলিতে ঠাসা ছিলো হিমুর শিবির থেকে বাজেয়াপ্ত করা মুদ্রা, অলঙ্কারের সিন্দুক এবং রেশমী বস্ত্রের গাঁট- একদল বিশিষ্ট রক্ষী সেগুলির পাহারায় নিযুক্ত ছিলো। তাঁদের থেকে প্রায় পৌনে একমাইল পেছনে ছিলো আকবরের যুদ্ধ-হাতির দল, কারণ সেগুলি সম্মুখে থাকলে তাদের পদাঘাতে সৃষ্ট ধূলিমেঘ সম্রাটের গতিপথ আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে। হাতিগুলি এখনো যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম পড়ে আছে, তাঁদের দাঁতে এখনো শোভা পাচ্ছে বাঁকা ফলা যুক্ত খঞ্জর, প্রদর্শনীর জন্য। হিমুর কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হাতিগুলি নিয়ে আকবরের হাতি সংখ্যা এখন ছয়শোর উপরে দাঁড়িয়েছে। তাদের পিছনে ছিলো কামান বহনকারী ষড়টানা গাড়ি। সর্বশেষে ছিলো তাবু, তৈজসপত্র, খাদ্য এবং জ্বালানী বহনকারী গাড়িবহর-রাজকীয় শিবির স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু তাতে মজুত ছিলো।

সর্বত্রই উৎসুক জনতা তাদের একনজর দেখার জন্য এমন ধাক্কাধাক্কি করছিলো যে রক্ষীরা তাঁদের ঠেকিয়ে রাখতে হিমশিম খাচ্ছিলো। এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও লোকজন ছুটে আসছিলো তাদের জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করার জন্য এবং সম্রাটকে তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করার জন্য। আকবরের ইচ্ছা ছিলো লাহোরে এসে এই মহড়ার সমাপ্তি টানা-অবশেষে তাই সেখানে পৌঁছে তিনি সন্তুষ্ট বোধ করলেন। লাহোর হলো সেই শহর যেখানে দুই বছর পূর্বে ১৫৫৬ সালের এক স্নিগ্ধ ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর পিতা হুমায়ূন হিন্দুস্তান পুনরায় জয় করার অভিযানে যাওয়ার সময় বিজয়ীর

বেশে প্রবেশ করেছিলেন। আকবর তাঁর সঙ্গেই ছিলেন এবং তখনকার সবকিছু তার স্পষ্ট মনে আছে।

নিজ পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আকবর পুনরায় একই সাজে লাহোরের প্রবেশপথ সাজানোর আদেশ দেন। এই মুহূর্তে উঁচু সিংহাসনে বসে নিচে সারিবদ্ধভাবে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকা গোত্রপতি এবং রাজাদের দিকে তাকিয়ে তিনি গভীর সন্তুষ্টি অনুভব করলেন। হিমু তাঁর হাতে পরাজিত হয়েছে এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর তারা যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করতে পারেনি। প্রতিদিন তাদের প্রেরিত দূতেরা তাঁদের কাছ থেকে বাহারী প্রশংসা বাক্য এবং অপরিমিত উপহার বয়ে নিয়ে এসেছে- শিকারী কুকুর, রত্নহার পরিহিত ঘুঘু পাখি, রংধনু বর্ণিল পালক, পান্নাখচিত ছোরা, হাতির দাঁতে বাধাই করা গাদাবন্দুক, পদ্মরাগমণি খচিত বাতিদান, কাছিমের খোলে তৈরি বাক্সে ভরা সুগন্ধী প্রভৃতি। এমনকি একটি খুব বড় আকারের চুনি পাথরও তিনি উপহার হিসেবে পেয়েছেন যেটা উপহারদাতার পরিবারের কাছে প্রায় পাঁচশ বছর ধরে ছিলো।

এই সব উপহার তিনি উদার চিত্তে গ্রহণ করেছেন কিন্তু ইতোমধ্যেই তিনি এমনটা বোঝার মতো যথেষ্ট বিচক্ষণতা অর্জন করেছেন যে, উপহার যতো বেশি মূল্যবান উপহার দাতার বিশ্বাসঘাতকতাও ততোই মারাত্মক। বৈরাম খানের সঙ্গে পরামর্শ করে আকবর এই সব আপাতদৃষ্টিতে অনুগত মিত্রদের লাহোরে তার সঙ্গে সাক্ষাত করার আদেশ দেন।

সকলে উঠে দাঁড়ান।

তারা সংখ্যায় প্রায় ষাট জনের মতো হবে, কেউ মসৃণ চকচকে চেহারার, কেউবা হৃষ্টপুষ্ট, রেশম এবং রূপার কারুকাজ করা জোব্বা বা আলখাল্লা পড়ে আছে, সেগুলির রং নীলার নীল থেকে শুরু করে জাফরানী হলুদ পর্যন্ত সকল বর্ণে বর্ণিল-কেউ কেউ পাহাড়ী অঞ্চল থেকে আগত গোত্রপতি, তারা মোটা হাতে বোনা কাপড়ের আলখাল্লা ও পাজামা পড়ে রয়েছে, সকলে উঠে দাঁড়ালো। তাদের হাত করোজোড়বদ্ধ এবং মাথা নিচু।

আমার হুকুম পালন করার জন্য এবং আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অল্প সময় আগে আমার পিতা লাহোর অতিক্রম করার সময় আপনারা তাঁকে যে আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন সে ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আপনাদের অনেকের চেহারাও আমি চিনতে পারছি। আকবর তাদের সকলের উপর একবার দৃষ্টি বুলালেন। বৈরাম খান এখানে আকবরের কি করা উচিত সে সম্পর্কে বিস্তারিত আগেই বুঝিয়েছেন। আকবর জানতেন এই গোত্রপতিদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কমপক্ষে দশজন রয়েছে যারা তাঁর পিতার প্রতি অনুগত্যের শপথ নিয়েছিলো ঠিকই কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কর প্রদান বন্ধ করে দেয়। এমনকি তাদের মধ্যে দুইজন হিমুর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে। তারা হয়তো ভাবছে আকবর তাঁদের কর্মকান্ড সম্পর্কে কতোটা জানেন? কাছাকাছি অবস্থিত মুলতান থেকে আগত ঐ বসন্তের দাগ বিশিষ্ট ভুড়িওয়ালা গোত্রপতিটি, যে একটু আগে তাকে একটি বাদামী রঙের চমৎকার স্ট্যালিয়ন ঘোড়া উপহার দিয়েছে এবং এই মুহূর্তে তাঁর পায়ের নিচে থাকা শতরঞ্জির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে, সেকি জানে আকবরের কাছে তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ

রয়েছে? আহমেদ খানের লোকেরা তার একজন দূতকে আটক করে যে হিমুর কাছে তার পাঠানো একটি চিঠি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো।

যাদের আনুগত্য প্রশ্নবিদ্ধ তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া যায় এ বিষয়ে লাহোরে আসার পথে আকবর বৈরাম খান এবং তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে বহু সময় ধরে আলোচনা করেছেন। কেউ বলেছে তার পিতামহ বাবরের সময় এসব ক্ষেত্রে কোনো ক্ষমা প্রদর্শন করা হতো না। অপরাধীকে হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করে হত্যা করা হতো অথবা তাদের হাত-পা ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দুদিক থেকে টেনে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। কিন্তু আকবর তারদি বেগের প্রতি তাঁর ক্ষমা প্রদর্শনের ফলাফল ভুলতে পারছিলেন না। এছাড়া তাঁর পিতা হুমায়ূন বলতেন, যে কোনো মানুষই প্রতিশোধ পরায়ণ হতে পারে। কিন্তু কেবল একজন মহান ব্যক্তিই ক্ষমাশীল হতে পারে।

আকবর তাঁর পিতার অনেক বিচার কাজ প্রত্যক্ষ করেছেন-এমনকি তার মা হামিদাও মনে করতেন যে তার পিতা কখনো কখনো অতিমাত্রায় দয়া প্রদর্শন করতেন। তবে আকবরের অনুভূতি বলে তাঁর পিতাই সর্বদা সঠিক ছিলেন। মোগলরা সর্বদাই নির্ভিক যোদ্ধা বলে বিবেচিত হবে এবং প্রয়োজনের সময় রক্ত ঝরাতে একটুও দ্বিধাগ্রস্থ হবে না। কিন্তু হিন্দুস্তানের মানুষের উপর শাসন ক্ষমতা বজায় রাখতে হলে তাদের ভীতি প্রদর্শনের পাশাপাশি তাদের শ্রদ্ধাও অর্জন করতে হবে। অতিরিক্ত হত্যাকান্ড অতিমাত্রায় শত্রুতার জন্ম দেয়। বৈরাম খান গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার যুক্তি শ্রবণ করেছেন এবং শেষে একমতও হয়েছেন কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁকে সতর্কও করেছেন।

মনে রাখবেন, আপনার শত্রুদের চিনে রাখতে ভুল করবেন না এবং গুপ্তচরেরা যা বলে তা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আপনি ক্ষমা প্রদর্শনের পরেও যদি তারা বিশ্বাসঘাতকতা অব্যাহত রাখে তাহলে তাদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।

আকবর তাঁর মনকে আবার বর্তমানে ফিরিয়ে আনলেন। উপস্থিত কেউ সরাসরি তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলো না। তিনি অনুভব করলেন এই মুহূর্তে তাদেরকে সামান্য ভীতি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। আমি জানি কেনো আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আপনারা বুঝতে পেরেছেন যুদ্ধের হাওয়া আমার অনুকূলে প্রবাহিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি ভাগ্যের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। আমার পূর্বপুরুষ তৈমুর হিন্দুস্তান জয় করেছিলেন এবং এই ভূ-খণ্ডের উপর মোগলদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমার পিতামহ বাবর এবং পিতা সেই অধিকার দৃঢ়ভাবে বজায় রেখেছিলেন এবং আমিও তার ব্যতিক্রম করবো না। যে কেউ আমার এই অধিকারের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করবে, তাকে ভয়ানক মূল্য দিতে হবে। যেমনটা হিমু দিয়েছে। আকবর একটু থামলেন তারপর দৃঢ়ভাবে পরিষ্কার কণ্ঠে আবার বলা শুরু করলেন, যদিও বহু প্রশংসা বাক্য এবং উপহার আপনাদের কাছ থেকে আমি লাভ করেছি, আমি জানি আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। হয়তো এই মুহূর্তেও কারো কারো মনে ষড়যন্ত্র খেলা করছে। আপনারা সকলে আমার দিকে তাকান, যাতে আমি আপনাদের দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করতে পারি।

ধীরে সকলে মাথা তুলে তাকালো, সকলের মুখে দুঃশ্চিন্তার ছাপ, এমনকি যারা কোনো অপরাধ করেনি এবং সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলো তারাও আতঙ্কগ্রস্ত। আকবরের বয়স কম

হলেও তিনি তার বাবার সংগ্রাম পর্যবেক্ষণ করে শিখেছিলেন যে অধিকাংশ মানুষই ক্ষমতা লোভী। তার সম্মুখে বিব্রতভাবে দাঁড়ানো অনেকেই তখন দরদর করে ঘামছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো হিমুর বিদ্রোহের সময় মোগলদের উপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহারের কথা কল্পনাও করেনি।

আপনাদের মধ্যে অনেকে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন, সেই প্রমাণ আমার কাছে আছে। আমার রক্ষীরা আমার মুখ থেকে একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণের অপেক্ষায় প্রস্তুত রয়েছে যার সঙ্গে সঙ্গে তারা ন্যায়দণ্ড কার্যকর করবে। তিনি লক্ষ্য করলেন গোত্রপতিদের দৃষ্টি বেদির দুদিকে অবস্থানরত কালো পাগড়িধারী এবং সবুজ জোব্বা পড়া লোকগুলির দিকে নিবদ্ধ হলো। লাহোরে পৌঁছানোর পর থেকেই আমি ভাবছি এবিষয়ে আমার কি করা উচিত... আকবর থামলেন। বসন্তের দাগ বিশিষ্ট ভুড়িওয়ালা লোকটি তখন কাঁপতে শুরু করেছে। কিন্তু আমি এখনো তরুণ, আমার শাসনকালও তরুণ। এই মুহূর্তে আমি আর রক্ত ঝরাতে চাই না, তাই আমি ক্ষমাশীল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনাদের অতীতের সকল অপরাধ আমি ভুলে যাবো এবং আশা করবো এখন থেকে আপনারা আমার প্রতি অবিচলভাবে বিশ্বস্ত থাকবেন। যদি তা পারেন তাহলে আমি আপনাদের প্রতি সদয় থাকব। আর যদি না পারেন তাহলে কোনো শক্তিই আপনাদের আর রক্ষা করতে পারবে না।

আকবর উঠে দাঁড়ালেন, উপস্থিত গোত্রপতি এবং নেতারা তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে আবারও মাথানত করলো, তিনি তাদের মাঝে স্বস্তির ভাব প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি নিজের উপর সন্তুষ্টি অনুভব করলেন। তিনি স্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তার বক্তব্য শেষ

করেছেন এবং তিনি নিজের প্রচণ্ড ক্ষমতাও উপলব্ধি করতে পারছেন। একটি মাত্র ইঙ্গিতে তিনি উপস্থিত যে কাউকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করতে পারতেন। তিনি নিজে যেমন এটা জানতেন, তারাও সেটা জানতো। এই অনুভূতি তাঁকে পুলকিত করছিলো যে, যে কোনো মানুষের জীবনের গতি পরিবর্তনের ক্ষমতা তার রয়েছে। এজন্য তিনি ক্ষমাশীল হওয়ার প্রেরণাও অনুভব করলেন।

সেই দিন রাতে নিজ শয়নকক্ষে ফেরার সময়ও আকবর গভীরভাবে চিন্তামগ্ন ছিলেন। তিনি দেখলেন একজন বৃদ্ধা মহিলা তার শয়ন কক্ষের প্রবেশ দ্বারে তার একজন পরিচারকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। সম্রাট এই মহিলাটিকে আপনার হেরেমের তদারকে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং সে আপনাকে কিছু বলতে চায়, পরিচারকটি বললো।

বৃদ্ধাটির কুঁচকে যাওয়া মুখের দৃষ্টি এই বয়সেরও উজ্জ্বল এবং তার ঠোঁটে মৃদু হাসি। আমি আপনার পিতারও খেদমত করেছি সম্রাট এবং তাঁর রক্ষিতাদের দেখাশোনা করেছি যখন তিনি তরুণ যুবরাজ ছিলেন, বৃদ্ধাটি মুখ খুললো। তারপর সে একটু বিরতি নিলো, আকবর অনুভব করলেন বৃদ্ধাটি সাগ্রহে তাকে পর্যবেক্ষণ করছে।

তুমি আমাকে কি বলতে চাও? রাতের আবহাওয়া আকবরের কাছে উষ্ণ ও ভারী বলে অনুভূত হচ্ছিলো এবং তিনি ক্লান্তি বোধ করছিলেন। কেনো যেনো তিনি পরিস্থিতি ঠিক ঠাহর করতে পারছিলেন না এবং বৃদ্ধাটির অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

সম্রাট, বর্তমানে আপনার হেরেমে অনেক মেয়ে রয়েছে, আপনার আনুকূল্য লাভের আশায় বিভিন্ন গোত্রপতি এবং রাজারা তাদের পাঠিয়েছে। আপনার দৈহিক গড়ন বহু প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ঈর্ষার বিষয় এবং সকল তরুণী এর প্রশংসায় অজ্ঞান। তাই ভাবলাম আপনার মর্জি হলে কোনো তরুণীকে আপনার কাছে পাঠাই অথবা আপনি নিজেই কাউকে বেছে নিতে পারেন। আকরব সরাসরি বৃদ্ধার দিকে তাকালেন, লজ্জায় তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ইদানিং তার দুধভাই আদম খান প্রায়ই তাকে নিয়ে কৌতুক করতো এই জন্য যে-যদিও আকবরের বয়স সেসময় পনেরোর কাছাকাছি, তখনো তার কৌমার্য বজায় আছে। বহু তরুণী-এমনকি তার মায়ের সেবিকারা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্ট করেছে। প্রতিবার তিনি ভীষণ লজ্জাবোধ করেছেন। তিনি বুঝতে পারেননি কি কারণে তার এমন অনুভূতি হয়েছে। সেটা কি এই জন্য যে, সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও তিনি নারী সংক্রান্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ? এবং সেটা প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা? এমনকি একজন রক্ষিতার কাছেও? কিন্তু সময় গড়িয়ে যাচ্ছিলো। তিনি সম্রাট হিসেবে তার প্রথম যুদ্ধ লড়েছেন এবং পূর্ণাঙ্গ পুরুষে পরিণত হচ্ছেন। তার তখন সময় হয়েছে একজন পুরুষের সুখানুভূতির স্বাদ নেয়ার। আদম খানের কৌতুক থেকে সৃষ্ট কৌতূহল এবং নিজস্ব যৌন অনুভূতি তাঁকে উদ্দীপিত করে তুললো। হেরেম তদারককারিনী বৃদ্ধাটির দৃষ্টি তার উপর তখনো নিবদ্ধ এবং তিনি অনুভব করলেন সম্ভবত সেও জানে তিনি ইতোপূর্বে নারীসঙ্গ লাভ করেননি।

আমি একটি মেয়েকে আপনার জন্য পছন্দ করে দেবো, সম্রাট? সে জিজ্ঞেস করলো।

আকবর ইতস্তত করলেন, তার রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলো, এক মুহূর্তের জন্য। ঠিক আছে, ভাবছেন অত্যন্ত মেপে ও অভিজ্ঞভাবে তিনি কথা বলতে পারছেন।

আপনি নিজেই কি হেরেমে আসবেন জাঁহাপনা?

আকবরের মনে হলো তিনি সেখানে যাওয়ার সময় সকলের দৃষ্টি এবং কান তার গতিবিধির উপর নিবদ্ধ হবে। লাহোরের এই রাজপ্রাসাদের হেরেমে রাজপরিবারের সকল মহিলা অবস্থান করছিলো, তাদের মধ্যে তাঁর মা, ফুফু এবং দুধমাও আছেন। নিজের উপর তাদের অনুমান ও কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি যতোই স্নেহসিক্ত হোক না কেনো-সেটা কল্পনা করে আকবর আবার লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। এটাই তার জন্য উপযুক্ত সময়।

না, আমি হেরেমে যাবো না, মেয়েটিকে আমার শয়ন কক্ষে পাঠিয়ে দাও। দেয়ালে মশাল জ্বালা করিডোর দিয়ে মহিলাটি অন্দর মহলের দিকে চলে গেলো। সে একসময় হয়তো নিজেই খুব সুন্দরী ছিলো, হয়তো তার পিতার রক্ষিতাঁদের একজন। আকবর শুনেছেন মায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহের পূর্বে হুমায়ূন একজন মহা নারী-প্রেমিক ছিলেন এবং তাঁর বহু রক্ষিতা ছিলো।

পরিচারকদের বিদায় করে দিয়ে আকবর একা অপেক্ষা করতে লাগলেন। এক অজানা উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠার মিশ্রণ তাকে নিষ্পেষণ করতে থাকলো। যতোই সময় গড়াচ্ছে ততোই তিনি অস্বস্তিতে আক্রান্ত হতে থাকলেন। তিনি ঠিক করলেন যে, হেরেমে খবর

পাঠাবেন এই বলে যে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু যেনো মুহূর্তে তিনি উঁচু দুভাগ বিশিষ্ট দরজার দিকে অগ্রসর হতে নিলেন, সেগুলি হঠাৎ খুলে গেলো এবং তার পরিচারক কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করলো। সম্রাট, মেয়েটি এসেছে। হেরেম তত্ত্বাবধানকারিনী বৃদ্ধাটি বলেছে সে রাজা তাল্ক এর সাবেক রক্ষিতা। রাজা তার খুব কদর করতেন এবং তাকে পাঠিয়েছেন এই আশা করে যে আপনাকেও সে পরিতৃপ্ত করতে পারবে। ওর নাম মায়ালা। আমি কি তাকে ভিতরে পাঠাবো?

আকবর মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। এক মুহূর্ত পর একটি লম্বা, ছিপছিপে আকৃতি মাথা ঢাকা ঢিলে পোষাকে আবৃত অবস্থায় কক্ষে প্রবেশ করলো। তার পেছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো। তার মাথার ঘোমটা এতো নিচু ছিলো যে তার মুখ দেখা যাচ্ছিলো না। এগিয়ে এসে সে কুর্ণিশ করলো। আকবর একটু ইতস্তত করে আলতোভাবে তার হাত ধরে তাকে সোজা করলেন। মেয়েটি তার সম্মুখে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তিনি তার নরম ও দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ পেলেন। তিনি যখন তার ঘোমটাটি পেছনে ঠেলে দিলেন তার লম্বা কালো চুল রেশমের মতো তার মসৃণ কাঁধে ছড়িয়ে পড়লো, আকবর জেসমিন ফুলের গন্ধ পেলেন। সে তখনো নতমুখ ছিলো, আকবর তার চিবুক ধরে মুখটা উপরে তুললেন।

আবলুস কালো একজোড়া চোখ তার দিকে পাল্টা দৃষ্টি হানলো। তিনি তার লাল প্রলেপ যুক্ত পূর্ণঠোঁট দেখতে পেলেন-সেখানে মৃদু হাসি। কয়েক মুহূর্ত পর আকবরের আড়ষ্ঠতা বুঝতে পেরেই যেনো, সে মোলায়েম ভাবে আকবরের হাতটি নিজের বুকের কাছে পোষাকের ফিতার উপর পৌঁছে দিলো। তিনি ফিতা খুলে দিলেন, মেয়েটির পোষাক

মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো। সে সম্পূর্ণ নগ্ন, কেবল তার কোমরে একটি সোনার শিকলি জড়িয়ে আছে যার মাঝে ছোট ছোট চুনি পাথর বসান। তার ঠোঁট জোড়া ভীষণ আকর্ষণীয়, তার স্তনযুগল সুডৌল এবং উন্নত, স্তনের বোটাদ্বয় মেহেদি রাঙা।

আকবর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি বাক্য হারিয়ে ফেলেছেন, মেয়েটি দুপা পিছিয়ে গেলো। তারপর আকবরের সম্মুখে ধীরে একপাক ঘুরলো। মনে হচ্ছে আপনার আমাকে পছন্দ হয়েছে জাহাপনা, সে ফিসফিস করে বললো। আকবর মাথা নাড়লেন। সে এবার তার দিকে এগিয়ে এলো এবং তিনি অনুভব করলেন সে খুব ধীরে দুষ্টুমিচ্ছলে তার পোষাক গুলি আলগা করে দিচ্ছে, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিজেও নগ্ন হয়ে পড়লেন। আকবরের পেশীবহুল দীর্ঘ শরীর একপলক প্রত্যক্ষ করে সে আবার হাসলো। আসুন সম্রাট আমার মাঝে পরিভ্রমণ করুন। আকবরকে তার পেলব আঙ্গুলে আকড়ে ধরে সে বিছানার দিকে এগিয়ে গেলো। আকবর যখন তার পাশে শায়িত হলেন সে আকবরের হাতটি নিয়ে নিজের উরুসন্ধির মাঝে পৌঁছে দিলো। অনুভব করছেন সম্রাট, প্রেমের আদ্র মন্দির, যেখানে শীঘ্রই আপনি প্রবেশ করবেন। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো....।

ছয় ঘন্টা পর, আকবর বিছানার উপর চিৎ হয়ে শায়িত, মেয়েটি তার পাশেই শুয়ে আছে, তাদের উভয়ের শরীরই ঘামে আবৃত। মেয়েটি তখন ঘুমাচ্ছে, তার হাত-পা ছড়িয়ে আছে, বক্ষ উঁচু-নিচু হচ্ছে এবং ঠোঁটজোড়া অর্ধউন্মুক্ত। তিনি তাকে দেখার জন্য মাথা ঘুরালেন, ভাবছেন কতো অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর জীবন সম্পূর্ণ বদলে গেলো। মেয়েটি তাঁকে সম্পূর্ণ অজানা এক অভিনব ইন্দ্রিয় সুখের জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো

যেখানে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। তারা ইতোমধ্যে তিনবার মিলিত হয়েছে। প্রথমে মৃদু অনুমান নির্ভর এবং তারপর আগ্রহী প্রবল ধাক্কা এবং হঠাৎ চরম পরিণতি। একসময় মেয়েটির নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি তার উপরে উঠলেন যা আরো অধিক সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন ও দীর্ঘস্থায়ী বলে সে তাকে বুঝিয়েছিলো। তিনি বুঝতে পারছিলেন তাঁর মতো মেয়েটিও প্রতিটি মুহূর্ত চরম সংবেদনশীতায় উপলব্ধি করছে এবং আনন্দ পাচ্ছে। এইসব ভাবতে ভাবতে তার মাঝে আবারো কামনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি মেয়েটির নিতম্বে মৃদু ধাক্কা দিলেন। মায়ালা ঘুমাচ্ছন্ন গাঢ় চোখ মেলে তাকালো। মিষ্টি করে হাসল। কেউ আর কখনোও তার পৌরুষ নিয়ে ঠাট্টা বা সন্দেহ পোষণ করবে না, আকবর ভাবলেন-তাঁর তরুণ নিতম্ব তীব্র সুখে আন্দলিত হতে লাগলো যখন তিনি পুনরায় মেয়েটির উপর সওয়ার হলেন।

*

আগ্রার দূর্গ-প্রাচীরের নীচ দিয়ে সর্পিলভাবে বয়ে যাওয়া যমুনা নদীর উপর বাঁকা আকৃতির নতুন চাঁদ যে হালকা আলো ছড়াচ্ছিলো তা প্রতিফলিত হয়ে অস্পষ্ট মায়াবী দ্যুতির জন্ম দিচ্ছে। কিন্তু আকবর নিরাপত্তা পাঁচিলের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় রাতের সেই মোহনীয় সৌন্দর্য খেয়াল করলেন না। হিমুকে পরাজিত করার পর বিজয়গৌরবের সঙ্গে তিনি হিন্দুস্তান পরিভ্রমণ করেছেন দুবছর আগে। এই বিশাল বালু-পাথর নির্মিত দূর্গে দশদিন আগে ১৫ই অক্টোবরে তিনি তাঁর সতেরো তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন করেছেন। দিল্লীর পরিবর্তে সেখান থেকে উজানে একশ বিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত এই আগ্রাকে তিনি তার নতুন রাজধানী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগ্রা তাঁর

পিতামহ বাবর এর রাজধানী ছিলো। পিতা হুমায়ূন বেঁচে থাকলে তিনিও হয়তো একে তাঁর রাজধানী বানাতেন। আকবরের মা, ফুফু এবং দুধমা এই সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন, তাঁর সকল সেনাপতি এবং উপদেষ্টারাও। একমাত্র বৈরাম খান এই সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেন। তিনি যুক্তি দেখান যেকোনো বিদ্রোহ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঠেকানোর জন্য কৌশলগত ভাবে দিল্লীই আদর্শ স্থান। সভাসদগণের সম্মুখে আকবরের সঙ্গে তর্ক এড়ানোর জন্য তিনি পরে আকবরের ব্যক্তিগত কক্ষে এসেছিলেন। কিন্তু আকবর তাঁর পরামর্শ কানে তোলেননি। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। বৈরাম খান আকবরের সঙ্গে তাঁর সর্বপ্রথম সত্যিকার বিরোধ থেকে ফ্যাকাশে মুখে ধীর পদক্ষেপে ফিরে যান।

স্মৃতি রোমন্থনের সময় আকবর ভ্রুকুটি করলেন। পরবর্তী মাস গুলিতে পরিস্থিতি ভালোর দিকে যায়নি। তিনি অনুভব করছিলেন বৈরাম খানের আচরণ ক্রমশ বিরক্তিকর এবং অনধিকারচর্চামূলক হয়ে উঠছে। তার মনে হচ্ছিলো তিনি যতোই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছেন এবং শাসনকার্যে অধিক সক্রিয় ভূমিকা রাখতে চাইছেন, বৈরাম খান ততোই তাকে নিরুৎসাহিত করতে চাইছেন। বৈরাম খানের প্রতিটি বিরোধীতার সাথে তালমিলিয়ে শাসনকার্যে তাঁর নিজের স্বাধীন হস্তক্ষেপের আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হচ্ছিলো।

সাম্রাজ্যের দুর্বল হয়ে পড়া সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা রক্ষায় বৈরাম খানের ভূমিকা স্মরণ করে এখনো পর্যন্ত তিনি তাঁর এই ভাবনাগুলি কাউকে জানাননি। কিন্তু কাউকে বিশ্বাস করে তাঁর এই গোপন অনুভূতি প্রকাশ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তিনি অনুভব করছিলেন। হয়তো তার মায়ের বিচক্ষণ মন তাঁকে এ ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করতে সক্ষম হবে।

নিরাপত্তা পাঁচিল থেকে চক্রাকার সিঁড়ি বেয়ে নেমে তিনি একটি ফুলবাগান শোভিত উঠান পেরিয়ে প্রধান হেরেমের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে সম্রাটের মায়ের উপযুক্ত সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং বিলাসবহুল কক্ষে তাঁর মা হামিদা থাকেন। কক্ষটির বারান্দা যমুনা নদীর উপর প্রসারিত যেখানে তিনি নদীর টাটকা বাতাসে শ্বাস নিতে পারেন। হামিদা তাঁর শয়ন কক্ষে বসে তাঁর প্রিয় পারসিক কবিতার বই পাঠ করছিলেন। আকবরকে ঢুকতে দেখে তিনি বইটা রেখে দিলেন। কক্ষটির চারদিকের দেয়ালের ফোঁকরে একাধিক সুগন্ধি-তেলের প্রদীপ এবং মোমবাতি জ্বলছে।

কেমন আছো তুমি? মায়ের শরীরের চন্দনের উষ্ণ সুগন্ধ আকবরকে আবৃত করলো যখন তিনি তাকে আলিঙ্গন করলেন। উত্তর না পেয়ে হামিদা একটু পিছিয়ে গেলেন এবং ভালো করে পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন।

কি হয়েছে? তোমাকে ভীষণ চিন্তিত মনে হচ্ছে।

সত্যিই তাই মা।

বসো, আমাকে সবকথা খুলে বল।

আকবর তাঁর সমস্ত ক্ষোভ এবং নৈরাশ্যের কথা বলতে শুরু করলেন এবং হামিদা একান্তচিত্তে সেসব শুনতে লাগলেন। আকবরের বক্তব্য যখন শেষ হলো তিনি এক মুহূর্ত

চুপ করে রইলেন। তার মাথা আবৃত করে থাকা পান্না শোভিত সোনার অলঙ্কারটির নিচে সুন্দর কপালটিতে কুঞ্চন দেখা গেলো। আকবরের পিতার তাকে দেয়া শেষ উপহার। অবশেষে বিষণ্ণ মুখে তিনি কথা বললেন।

যদিও তোমার কিছু অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত তবুও তোমার পরিবারের প্রতি বৈরাম খান যে উপকার করেছেন সেসব তুমি ভুলতে পারো কি? হয়তো আমার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন। এক যুদ্ধে তোমার পিতা তাঁর প্রাণ বাঁচানোর পর তিনি আজীবন মোগলদের পক্ষে লড়াই করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন। এমনকি যখন আমাদের ভাগ্যাকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছিলো তখনো তিনি আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। সেসময় সহজেই তিনি পারস্যে তাঁর শাহ্ এর চাকরিতে ফিরে যেতে পারতেন। তোমার পিতার মৃত্যুর পর তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা এবং সাহসের দ্বারাই তুমি রক্ষা পেয়েছে এবং আমাদের সাম্রাজ্য অক্ষত আছে।

আমি তা জানি কিন্তু...।

হামিদা তাকে থামার জন্য হাত তুলে ইশারা করলেন। এটা স্বাভাবিক, যখন তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে, তাঁর নির্দেশনা তোমার বিরক্তি উৎপাদন করছে এবং এটাও সত্য কখনো কখনো তিনি সহ্যের সীমা অতিক্রম করেন। কিন্তু এমন উপদেষ্টা যিনি প্রয়োজনের সময় সত্যি কথাটি বলতে দ্বিধা করেন না, তাদের তুলনায় উত্তম যারা তোমার প্রতিটি খেয়ালের প্রতি মধুমাখা সমর্থন প্রদান করে। তোমাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। যখন তোমার বয়স আঠারো হবে তখনোই তুমি সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিজের হাতে নেয়ার কথা চিন্তা

করতে পারো কোনো অভিভাবকের সাহায্য ছাড়া। তার আগপর্যন্ত অপেক্ষা করো, পর্যবেক্ষণ করো এবং শিখো। হিমুকে পরাজিত করার পর থেকেই কেবল তুমি প্রশাসনিক বিষয়ে আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে। তার আগে আমি এবং বৈরাম খান বহু চেষ্টা করেও তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারিনি। যেসব সভায় তোমার উপস্থিত থাকা জরুরি ছিলো সেসব উপেক্ষা করে তুমি উটের দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছো অথবা আদম খানের সঙ্গে বাজপাখি উড়িয়েছে। এখনো তুমি সাম্রাজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ না দিয়ে তোমার প্রিয় নারীদের সঙ্গে সময় কাটাও। আমি তোমাকে দোষারোপ করছি না। হেরেমের আনন্দ সত্যিই খুব মিষ্টি। একজন তরুণের কামনা বাসনা পরিতৃপ্ত করার প্রয়োজন থাকতেই পারে এবং এতো সংখ্যক সুন্দরী নারী যখন তোমার সকল বাসনা পূরণ করার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত-সেটা নিঃসন্দেহে তোমার জন্য তৃপ্তিদায়ক। কিন্তু নিজেকেই জিজ্ঞাসা করো সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেয়ার জন্য তুমি সত্যিই প্রস্তুত কিনা অথবা এটা নিছক তোমার তরুণ হৃদয়ের উদ্ধত আচরণ এবং ধৈর্যের অভাব কিনা। আমি প্রস্তুত...।

আমার বক্তব্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করোনা। শোন। তোমার ধৈর্যহীনতা বলতে আমি এই অস্থিরতাকেই বুঝিয়েছি। তোমার মধ্যে মনোযোগের অভাব রয়েছে-সে কারণে তুমি এখনো পড়তে শিখোনি। তোমার লেখাপড়ার জন্য যতোজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে সকলে ব্যর্থ হয়েছেন। বৈরাম খান নিজেও চেষ্টা করেছেন কিন্তু তুমি এড়িয়ে গেছে। তোমার পিতা এবং পিতামহ বিদ্বান ছিলেন এবং উত্তম যোদ্ধাও ছিলেন। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারা একজন ভালো শাসকের প্রধান গুণ, এমনকি তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকাও গুরুত্বপূর্ণ।

এটা আমার প্রতি অন্যায় হচ্ছে। বলে উঠলেন আকবর। ভাবছেন কেনো তাঁর মা বিষয়বস্তু পরিবর্তন করলেন? তিনি বহুবার তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, যখনই তিনি বই এর পাতার দিকে তাকান, তাতে লেখা অক্ষরগুলি তার চোখের সামনে নড়াচড়া করে এমন তালগোল পাকিয়ে যায় যে তিনি সেগুলির অর্থ বুঝতে পারেন না। কিন্তু তার মা যিনি নিজেও একজন আদর্শ পাঠক- তিনি তার এই সমস্যার বিষয়টি কিছুতেই বুঝতে পারেন না। আকবর উঠে দাঁড়ালেন। হামিদার সঙ্গে তার আলোচনা তার অভিপ্রায় পূরণ করতে পারেনি। তাই দ্রুত এর সমাপ্তি টানাই মঙ্গল। তিনি মায়ের প্রশ্নাতীত সমর্থন আশা করেছিলেন, অথচ তার পরিবর্তে তিনি তাকে পাল্টা আক্রমণ করলেন। তোমার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ, তিনি আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন।

রাগ করোনা আকবর। আমি কেবল তোমার মঙ্গলের জন্যই এসব কথা বললোম। আমি তোমার জন্য গর্বিত এবং তুমি একদিন একজন মহান সম্রাট হবে। সব ধরনের অস্ত্রে তুমি পারদর্শী। তোমার চেয়ে দক্ষ কোনো ঘোড়সওয়ার, কুস্তিগির, তীরন্দাজ অথবা তলোয়ারবাজ নেই। তুমি নির্ভীক এবং উদার মনের অধিকারী। প্রজাদের ভালোবাসা অর্জনের যোগ্যতা তোমার আছে। কিন্তু তোমাকে ধৈর্যের শিক্ষা নিতে হবে এবং তোমার নিকটবর্তী সেই সব মানুষের সঙ্গে সতর্কভাবে বোঝাঁপড়া করতে হবে যারা তোমার ইচ্ছার কাছে তাৎক্ষণিকভাবে মাথা নত করে না। আর সবকিছুর উপরে তোমাকে স্মরণ রাখতে হবে তোমার জীবনে আগত যাবতীয় মঙ্গলের জন্য তোমার কাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত।

আকবর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন যখন তার মা এগিয়ে এসে তার কপাল চুম্বন করলেন। মা তাকে অমনোযোগী এবং অকৃজ্ঞ বলছেন এই বোধ তাঁর মাঝে হতাশা এবং ক্রোধের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁকে চিন্তাহীন আরাম-সন্ধানী মনে করেন। তিনি কি সত্যিই এমন একজন তরুণ যে অসময়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চায়, সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছাড়াই? তার মেধা সম্পর্কেও মা কটাক্ষ করলেন। বৈরাম খানও তার প্রতি অনুরূপ মনোভাব পোষণ করেন। সজোরে দরজা খুলে বের হয়ে তিনি দ্রুত নিজের কক্ষে চলে গেলেন। মায়ের কথায় তাঁর অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয় কিন্তু তিনি কিছুতেই নিজের ভাবাবেগ সামলাতে পারছেন না। মা কেনো তাকে বুঝলেন না? তিনি তাকে সম্পূর্ণ অপদস্থ করেছেন।

তিনি তখনো গভীবভাবে চিন্তামগ্ন একটু পরে যখন তাঁর পরিচারক তার কক্ষে প্রবেশ করলো।

কি ব্যাপার?

মাহাম আঙ্গা আপনাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

তাঁর দুধমা আবার তাকে কি বলতে চায়? রুক্ষমুখে আকবর ভাবলেন মাহাম আঙ্গার কক্ষের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়। মা কি তাকে আকবরকে সংযমী এবং ধৈর্যশীল হওয়ার উপদেশ দিতে বলেছেন? যদি তাই হয় তাহলে তিনি বৈঠক সংক্ষিপ্ত করবেন- এই মুহূর্তে তিনি আর কোনো বক্তৃতা শুনতে প্রস্তুত নন। কিন্তু মাহাম আঙ্গা যখন

আকবরকে সম্ভাষণ জানালেন তখন তার মুখে আকবরের প্রতি শুধুমাত্র ভালোবাসা এবং দুর্ভাবনার আভাস দেখা গেলো।

আমি লক্ষ করেছি ইদানিং তুমি ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকছে। আমার পরিচারিকা বলেছে কিছুক্ষণ আগে কুদ্ধভাবে তুমি তোমার মায়ের কক্ষ থেকে বের হয়ে এসেছে। আকবর, কি সমস্যা হয়েছে? তার স্বচ্ছ বাদামি চোখ আকবরের চোখের উপর নিবদ্ধ হলো এবং তাঁর কণ্ঠস্বর তেমনই কোমল আর মিষ্টি যেমনটা আকবর শৈশবে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি সর্বদাই তাঁর কথা শ্রবণ করেছেন, তাঁকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। আকবর নতুন উদ্যমে তাঁর ক্ষোভের কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন। মাহাম আঙ্গা গভীর মনোযোগে কোনো ব্যাঘাত না ঘটিয়ে সম্পূর্ণটা শ্রবণ করলেন। আকবর যখন নিরব হলেন মাহাম আঙ্গা প্রশ্ন করলেন, তোমার মা এসব শুনে কি বললেন?

ধৈর্যধারণ করতে।

তিনি ঠিকই বলেছেন। তাড়াহুড়া করে কিছু করা বিচক্ষণতার লক্ষণ নয় এবং তোমার এখনো অনেক কিছু শেখার আছে।

তাঁর দুধমা তার মাকে সমর্থন করতে যাচ্ছেন, আকবর ভাবলেন।

এই জন্যই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি। আমার নিজের মাঝেও দুর্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি তুমি শাসন করার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠছে, কিন্তু

বৈরাম খান-একজন মহান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও সেটা স্বীকার করতে চাইছেন না। তিনি তার হাতে থাকা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাইছেন না।

আমার পিতার মৃত্যুর পর শুধু নামে ছাড়া আর সবক্ষেত্রেই তিনি সম্রাটের ভূমিকা পালন করছেন... আকবর দ্রুত বলে যাচ্ছেন। এখন তিনি ভাবছেন তার ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আমি কিছু বললে তিনি অসন্তুষ্ট হোন-যেমন আগ্রাকে রাজধানী করতে চাইলে তিনি এর বিরোধীতা করেন।

হয়তো সত্যিই তিনি নিজেকে সম্রাট ভাবছেন। আমি শুনেছি তিনি তাঁর অনুগামীদের মধ্য থেকে রাজপদের জন্য তোক নিয়োগ করেন তোমার অনুমতি ছাড়াই। আমি আরও জেনেছি, তার কণ্ঠস্বর নিচু হয়ে এলো, ইদানিং তিনি একজন সম্রাটের চেয়েও বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। আকবর, একটা বিষয় তোমার জানা দরকার, কিন্তু তোমাকে শপথ করতে হবে যে এই কথা আমি তোমাকে বলেছি সেটা তুমি কাউকে বলবে না।

নিশ্চয়ই বলবো না। বৈরাম খানের সম্রাটের চেয়ে বেশি সুবিধা ভোগের বিষয়টা বুঝিয়ে বলুন।

আমি জেনেছি রাজকীয় কোষাগার থেকে সম্পদ আত্মসাৎ করে তিনি নিজের ভাণ্ডার ভরছেন। বিশেষ করে তিনি একটি মহামূল্যবান ময়ূর আকৃতির রত্নখচিত হীরার হার আত্মসাৎ করেছেন যেটা হিমুর কোষাগারে ছিলো। পানি পথের বিজয়ের পর হিমুর

উজির তার প্রভুর মালিকানাধীন মূল্যবান সম্পদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে। সেই তালিকায় এই হারটির উল্লেখ ছিলো। কিন্তু তোমার সেনাকর্তাদের কেউ হারটি পায়নি। ফলে হিমুর কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত সম্পদের পাহারায় নিয়োজিত সৈন্যদের শাস্তি মূলক চাবুকপেটা করা হয় অবহেলার দোষারোপ করে।

আপনি নিশ্চিত যে বৈরাম খানই হারটি নিয়েছেন?

হ্যাঁ। প্রথমে আমি এই গল্প বিশ্বাস করিনি-কারণ রাজপ্রাসাদে কতোরকম ভিত্তিহীন গুজবই না প্রচলিত থাকে, বিশেষ করে হেরেমে গালগল্প ছাড়া আর তেমন কিছু করার থাকে না। কিন্তু কিছু সপ্তাহ আগে তোমার দুধভাই আমাকে বলে সে এমন একটা গল্প জানে-যা শুনে আমি মজা পাবো। সে আমাকে একজন রক্ষিতার কথা বলে যে অল্প কিছুদিন আগে বৈরাম খানের হেরেমে ছিলো এবং নিজের চোখে হারটি দেখেছে। অবশ্যই সে সেটা পড়েছে। আমার ধারণা বৈরাম খান বিশেষ মুহূর্তে তাঁর প্রিয় নারীটির নগ্ন দেহে হারটি পড়া দেখতে ভালোবাসেন। আদম খান গল্পটির তাৎপর্য বুঝতে পারেনি-সে মনে করেছে বৈরাম খানের এই গোপন স্বভাবের কথা জানতে পেরে আমি হাসবো। আমিও তাকে কিছু বলিনি এবং সে ধারণা করতে পারেনি যে হারটির বর্ণনা শুনে আমি সেটাকে চিনতে পেরেছি।

আমি বিশ্বাস করতে পারছি না বৈরাম খান এধরনের কাজ করতে পারেন। হয়তো এটাকে তিনি চুরি মনে করছেন না। হয়তো তিনি ভাবছেন এটা তার ন্যায্য অধিকার।

তিনি চার বছর ধরে তোমার অভিভাবকত্ব করছেন এবং ক্ষমতা মানুষের উপর বিস্ময়কর প্রভাব ফেলে আকবর।

কিন্তু তিনি গোপনে হারটি নিলেন কেনো? নির্দোষ রক্ষীদের ভোগান্তিতে ফেললেন কেনো?

খুব ভালো প্রশ্ন করেছো আকবর।

আকবর এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। মাহাম আঙ্গার তাঁকে মিথ্যা কথা বলার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আকবর বৈরাম খানের ব্যাপারে দুর্ভাবনায় ছিলেন বলেই তিনি তাঁকে গল্পটা বললেন। এটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছিলো যে বৈরাম খান ক্ষমতার প্রতি এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত উপরি সুবিধাগুলির প্রতি ক্রমশঃ আসক্ত হয়ে পড়ছিলেন। আকবর মনস্থির করে ফেললেন। মাহাম আঙ্গা, আপনি আমাকে যা বললেন তার ফলে আমি এ ব্যাপারে আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছি যে বৈরাম খানের প্রভাব থেকে আমার নিজেকে মুক্ত করতে হবে।

সম্রাটের প্রতি এই ধরনের প্রতারণা যদি তোমার পিতামহের আমলে ঘটতো তাহলে দোষী ব্যক্তিকে এর জন্য জীবন দিতে হতো।

কি বললেন? আকবর বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন। না, সে ধরনের কোনো চিন্তাই আমি করবো না। আমি আমার সবকিছুর জন্য বৈরাম খানের কাছে ঋণী এবং

আমি এখনো আমার জীবন বাজি রেখে তাকে বিশ্বাস করি। যতোই দামি হোক না কেনো, ঐ হীরার হারটির জন্য আমি তার প্রতি মোটেই অসন্তুষ্ট নই। কিন্তু আমাকে তার নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাকে একাই সাম্রাজ্য শাসনের দায়িত্ব নিতে হবে।

মনে হলো মাহাম আঙ্গা একমুহূর্ত কিছু ভাবলেন। তাহলে তাই হোক...তোমার পিতা যখন তোমার বিশ্বাসঘাতক চাচাঁদের প্রভাব থেকে নিজকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি তাদেরকে মক্কায় তীর্থ যাত্রায় পাঠিয়েছিলেন। বৈরাম খান এখন দিল্লীতে, সেখানে তিনি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শন করছেন তাই না? তাঁর কাছে একটা চিঠি পাঠাও। বলো তোমার স্বার্থ রক্ষায় তার বিশ্বস্ত অবদানের জন্য তুমি তার প্রতি কতোটা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যের সেবা করতে গিয়ে নিজে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন দেখে তুমি ভীষণ উদগ্রীব। বলল তোমার ইচ্ছা তিনি যাতে হজ্জ্ব পালন করেন, কারণ এর ফলে তার শরীর ও মন প্রশান্তি লাভ করবে। তাছাড়া তিনি যাতে এই সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করেন যাকে সুসংহত করার জন্য তিনি দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন। তুমি সম্রাট। তোমার এই আদেশ সে পালন করতে বাধ্য।

আকবর একটি গাঢ় কমলা রঙের রেশমের কোলবালিশে হেলান দিয়ে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। বৈরাম খানকে বিতাড়িত করার জন্য মাহাম আঙ্গার এই পরামর্শ নিঃসন্দেহে উত্তম। হজ্জ্ব পালন করতে তাঁর প্রায় একবছর লেগে যাবে। স্থল পথে গুজরাট গিয়ে সেখান থেকে জাহাজে চড়ে আরব দেশে পৌঁছাতে হবে। তারপর দীর্ঘ মরুপথ পারি দিয়ে তাকে মক্কায় পৌঁছাতে হবে। যখন তিনি ফিরে আসবেন ততদিনে

নিশ্চয়ই আকবর সব ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারবেন। তখন তিনি তাঁর পরামর্শদাতা সাবেক অভিভাবককে কোনো সমৃদ্ধ রাজ্য নির্বাচন করে সেখানে আরামদায়ক অবসরে পাঠাতে পারবেন।

কিন্তু একই সময়ে আকবরের মস্তিষ্কের আরেকটি অংশ তাঁকে বললো এই পরিকল্পনা খুবই অসম্মানজনক। তাঁর নিজের দিল্লীতে গিয়ে সামনাসামনি বৈরাম খানকে তাঁর অনুভূতির কথা বলাটাই যুক্তিসঙ্গত। তবে ইতোমধ্যে তিনি এধরনের চেষ্টা অনেকবারই করেছেন। সর্বদাই বৈরাম খান কথা ঘুরিয়ে ফেলেছেন এবং কৌশলে তাঁর ইচ্ছাকে দমন করেছেন। তার মোকাবেলা করার জন্য তিনি যদি মায়ের সমর্থন পেতেন তাহলে হয়তো ভিন্ন কিছু ঘটতো। কিন্তু হামিদা তার অনুভূতি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন....অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো...হয়তো এখন সময় হয়েছে মাকে এবং বৈরাম খানকে বোঝানোর, যে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি নিজেই এখন চিন্তা করতে পারেন এবং কর্ম সম্পাদন করতে পারেন।

মাহাম আঙ্গা, আমার পত্র লেখকের ভূমিকাটি আপনিই পালন করুন এবং এতোক্ষণ যা বললেন তা লিখুন বৈরাম খানকে। সেই সঙ্গে এটাও যুক্ত করবেন যে আমি তাকে সর্বদাই সম্মান করবো...তিনি আমার কাছে একজন পিতার মতোন।

নিশ্চয়ই। আকবর দেখলেন মাহাম আঙ্গা একটি পিতল দিয়ে বাঁধানো নিচু গোলাপ কাঠের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে একটি কালির দোয়াত এবং ময়ূরের পালক রাখা ছিলো। তিনি টেবিলের সামনে হাঁটুমুড়ে বসলেন। একটি কাগজ টেনে নিয়ে

মোমের কম্পিত আলোয় তিনি চিঠি লেখা শুরু করলেন যেটিকে আকবর নিজের মুক্তির সনদ বলে মনে করছেন। আকবর অনুভব করলেন সবকথা সঠিকভাবে লেখার ব্যাপারে তিনি তাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

৪. উপহার হিসেবে প্রাপ্ত রক্ষিতা

বৈরাম খানের সাথে কীভাবে এতো অকৃতজ্ঞের মতো আচরণ করলে! হামিদা আকবরের কাঁধ আকড়ে ধরলেন। কে তোমাকে এই বুদ্ধি দিলো? কেউ না। আকবর এবিষয়ে মাহাম আঙ্গার ভূমিকা প্রকাশ করতে চাইলেন না। তিনি তাঁর ইচ্ছাকেই রূপ দিয়েছেন এবং আগে পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা তার নিজেরই ছিলো। সেই মুহূর্তে আকবরের মনে হলো হামিদা তার গালে একটা চড় বসিয়ে দেবেন। তিনি তাকে কখনোই এতো ক্রুদ্ধ হতে দেখেননি।

তিনি দিল্লী থেকে ফিরে আসলে তাঁকে কথাটা বলতে পারতে, তাঁর ফেরার সময়তো প্রায় হয়ে এসেছিলো। তারচেয়েও খারাপ যেটা হয়েছে, কথাটা আমাকে সরাসরি বলার মতো সাহস না পেয়ে তুমি শিকার করতে চলে গেলে এবং আমি সবকিছু জানতে পারলাম স্বয়ং বৈরাম খানের পাঠানো চিঠি থেকে!

মায়ের বক্তেব্যের সত্যতায় আকবরের মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠলো। চিঠিটিতে নিজের সীলমোহর প্রদান করে সেটা তাঁর দূতের হাতে দিল্লীতে রওনা করিয়ে দিয়েই তিনি চার দিনের জন্য বাঘ শিকারে চলে যান। তাঁর এই সিদ্ধান্ত যদি সৎ হতো তাহলে মায়ের মুখোমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ইতস্তত করতেননা অথবা শিকারের নামে বাস্তবতা এড়াতে চাইতেন না। তবুও শিকার থেকে ফিরেই তিনি মাকে বলতে চেয়েছেন...কি বলবেন তা মনে মনে চর্চাও করেছেন। আসলে আগ্রা থেকে দিল্লী যাতায়াত করতে

একজন দূতের যতোটা সময় লাগে সে সম্পর্কে তার হিসাব ভুল ছিলো। তাই শিকার থেকে ফিরে দেখেন হামিদা তাঁর কক্ষেই তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

বৈরাম খান কি লিখেছেন?

লিখেছেন কোনো রকম পূর্ব সতর্কবাণী বা ব্যাখ্যা ছাড়াই তুমি তাঁকে হজ্জ্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছে এবং স্বয়ং আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে না পারার জন্য তিনি অনুতপ্ত। চিঠিটা পাওয়ার সাথে সাথে আমি তাঁকে অনুরোধ করে উত্তর পাঠাই তিনি যেনো রাজধানীতে চলে আসেন। আমার পত্রবাহক তার নাগাল পায় যখন তিনি দিল্লী থেকে কয়েক দিনের পথ দূরে। তিনি কি উত্তর দিয়েছেন শোন। আবেগ কম্পিত কণ্ঠে তিনি পড়তে শুরু করলেন: ফিরে আসতে বলে আপনি আমার প্রতি অসীম উদারতা প্রদর্শন করেছেন সম্রাজ্ঞী, কিন্তু তা সম্ভব নয়। আপনার পুত্র মহামান্য সম্রাট আমাকে হজ্জ্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। আমি আপনার স্বামীর প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত ছিলাম যিনি যুদ্ধে আমার জীবন বাঁচিয়েছিলেন, আমি বর্তমান সম্রাটের প্রতিও অনুরূপ বিশ্বস্ত থাকতে চাই। আপনার পরিবারের উপর স্রষ্টার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক এবং হিন্দুস্তানের বুকে তা আরো মহান হয়ে উঠুক এই কামনা করছি। বৈরাম খান একাধারে তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং উপদেষ্টা ছিলেন আকবর। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তুমি তাকে অসম্মানজনকভাবে প্রত্যাখ্যান করলে?

আমি সর্বদাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো, কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আমি প্রস্তুত-এবং তুমিও তাই। তিনি ফিরে এসে আমার সাফল্য

দেখতে পাবেন এবং আমি তাকে আমার সভায় কোনো সম্মানিত পদে নিযুক্ত করবো। আকবর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। কিন্তু বৈরাম খানকে তিনি যেভাবে চাকরিচ্যুত করেছেন সে ব্যাপারে তার মন এখন দ্বিধাবিভক্ত। তিনি কিছুতেই তার এই অনুভূতিকে উপেক্ষা করতে পারছেন না। তিনি কি ভুল করেছেন? সম্ভবত জীবনে এই প্রথম তিনি তাঁর গ্রহণ করা কোনো সিদ্ধান্তের বিষয়ে নিজের মনের কাছেই প্রশ্নবিদ্ধ হলেন। এখনো তার মা তাকে তিরস্কার করে চলেছেন।

তোমার এখনো অনেক কিছু শেখার বাকি আছে। তুমি কীভাবে ভাবছো যে বৈরাম খানের মতো একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ তোমার হাতে আবারো নাজেহাল হওয়ার ঝুঁকি নেবেন? তিনি আর আমাদের কাছে ফিরে আসবেন না এবং সেটা তোমার জন্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নয়।

তখনো হামিদা কথা বলে যাচ্ছেন, কিন্তু আকবর কল্পনায় মাহাম আঙ্গার মুখ দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত আস্থাভাজন এবং বৈরাম খানকে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন...মা তার নেয়া সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাকে দুর্বল করে ফেলছেন। মাকে এটা করতে দেয়া ঠিক হচ্ছেনা। বৈরাম খানকে আবার ফিরিয়ে আনলে শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে নেয়া তাঁর জন্য আরো কঠিন হয়ে পড়বে। তাছাড়া গুরুজনদের উপদেশের প্রভাবে দ্বিধান্বিত হওয়া বা নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা একজন সম্রাটের জন্য মোটেই সমীচিন নয়।

আকবর অন্যদিকে তাকালেন। হামিদা একমুহূর্ত ইতস্তত করলেন। তারপর ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, তুমি একটা নির্বোধ।

*

একমাস পরের ঘটনা। আকবর ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরে মায়ালার আরো নিকটবর্তী হলেন, তার উষ্ণ নগ্ন শরীর তার দেহের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। তারা দীর্ঘসময় ধরে তেজস্বী রতিকর্ম সম্পাদন করেছেন, এখন তার অচেতন দেহকে সেই তৃপ্তিই যেনো আচ্ছাদিত করে রেখেছে।

জাঁহাপনা ...জাহাপনা, উঠুন। কাঁধে কারো হাতের ছোঁয়া পেয়ে আকবর নিদ্রা আচ্ছন্ন চোখ মেলে হেরেম তদারককারিণীর কুঁচকান শুষ্ক মুখ দেখতে পেলেন।

কি হয়েছে? আকবরের হাত সহজাতভাবেই তার ছোরার খোঁজ করলো। সম্রাটকে হেরেমেও অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

একজন দূত এসেছে, সে আহমেদ খানের লোক। সে বলছে সে যে সংবাদ এনেছে তা এই মুহূর্তে আপনার জানা প্রয়োজন।

ঠিক আছে। আকবর উঠলেন, তারপর তার শয়নকালীন ঢোলা জামা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে চামড়ার চটি জোড়ায় পা গলালেন এবং বৃদ্ধাটিকে অনুসরণ করে হেরেমের দরজার

দিকে অগ্রসর হলেন। বাইরের প্রবেশ দ্বারের ভিতরে রক্ষীদের কাছ থেকে খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দূতটিকে তিনি চিনতে পারলেন। তাকে নোংরা এবং পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিলো কিন্তু আকবর বিচলিত হলেন তার মুখভাব দেখে।

কি ব্যাপার?

খারাপ খবর জাঁহাপনা। প্রায় চার সপ্তাহ আগে শিকার করতে বের হয়ে বৈরাম খান এবং তাঁর দশজন অনুচর আক্রান্ত হোন-তাঁর শিবির থেকে অল্প দূরে চম্বল নদীর তীরে।

বৈরাম খান কেমন আছেন? আকবরের মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছিলো। তিনি উত্তরটা অনুমান করতে পারছিলেন।

তিনি এবং তার শিকারের সঙ্গীরা সকলেই নিহত হয়েছেন জাঁহাপনা।

তুমি নিশ্চিত?

জ্বী। তাঁর শিবিরের রক্ষীরা নদীর পাশে নলখাগড়ার বোনে আধা লুকানো অবস্থায় তাদের মৃতদেহগুলি আবিষ্কার করে।

আমি নিজে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই। কি ঘটেছিলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাকে জানতে হবে।

শেষকৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেয়ার পর তারা এখন আগ্রার পথে রয়েছে জাহাপনা। তারা যে বার্তাবাহককে তাঁদের সম্মুখে প্রেরণ করেছিলো তার সঙ্গে আমার ধলপুরের অবকাশযাপন কেন্দ্রে দেখা হয়। আমার পরিচয় পেয়ে, যা ঘটেছে সবকিছু সে আমাকে বলে এবং আপনাকে দেয়ার জন্য এই চিঠিটা আমাকে দেয় যেটা বৈরাম খানের একজন কর্মকর্তা লিখেছে। দূতটি তার ধূলাময়লা যুক্ত সবুজ রঙের থলে থেকে একটি ভাজকরা কাগজ বের করলো।

আকবর যখন কাগজটির ভাঁজ খুললেন তখন ভেতরে থাকা রক্তের দাগযুক্ত আরেকটি ভাঁজ করা কাগজ মাটিতে পড়লো। আকবর সেটা তুললেন, তারপর প্রথম চিঠিটি দূতের হাতে দিয়ে বললেন, আমাকে পড়ে শোনাও। দূতটি পড়া শুরু করলো, মাননীয় সম্রাট, অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি যে বৈরাম খানকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা চম্বল নদীর তীরে তার এবং আমাদের অন্যান্য সাথীদের মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছি। সবাইকে তীর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়েছে, অনেকে পিঠে তীরবিদ্ধ হয়েছে। তবে বৈরাম খানের দেহ থেকে মাথা আলাদা করে ফেলা হয়েছে। আমরা মাথাটি খানিক দূরে পানির ধারে পাই। তাদের সকলের কাছ থেকে অলঙ্কার, অর্থ এবং অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়েছে। আক্রমণকারীরা কোনো দিকে গেছে জানার জন্য আমরা চিহ্ন ও আলামতো খোঁজার চেষ্টা করি কিন্তু তেমন কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি। হয়তো তারা নৌকায় করে পালিয়েছে। আমি যে সংবাদ দিলাম তার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ আরেকটি কাগজ পাঠাচ্ছি যেটা বৈরাম খানের দেহে পাওয়া গেছে।

আকবর ধীরে দ্বিতীয় চিঠিটা খুললেন। অন্য কারো তাকে এটা পড়ে শোনানোর দরকার ছিলো না। তিনি চিঠিটা চিনতে পেরেছেন-এটা তারই আদেশ যাতে মাহাম আঙ্গা বৈরাম খানের হজ্জে যাওয়ার নির্দেশ লিখেছিলেন।

*

তিন ঘন্টা পর আকবর তার কক্ষের বারান্দা থেকে আগ্রার দূর্গের নিরাপত্তা প্রাচীরকে উষ্ণ করা সূর্যের প্রথম রশ্মি ছড়িয়ে পড়তে দেখলেন। দৃশ্যটি তার মাঝে কোনো অনুভূতি সৃষ্টি করলো না। বরং তিনি এমনভাবে কাঁপছিলেন যেনো তার চারপাশের জগতটা বরফাবৃত। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বৈরাম খান মৃত। তিনি হত্যাকারীদের উপযুক্ত নৃশংস শাস্তি নিশ্চিত করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি নিজেও কি দোষী নন? তিনি যদি বৈরাম খানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করতেন তাহলে হয়তো তিনি এখনো বেঁচে থাকতেন। আর তার মা কি বলবেন?

আকবর বৈরাম খানকে চাকরিচ্যুত করেছেন জেনে তিনি যতোটা রেগে গিয়েছিলেন তেমনটা আর কখনোও দেখা যায়নি। বৈরাম খানকে হত্যা করা হয়েছে এই ঘটনা শুনে তাঁর প্রতিক্রিয়া কি হবে? নিচের উঠানে পিতলের ঘন্টা বাজিয়ে রক্ষী তার পালা শেষ হওয়ার সংকেত দিলো। শীঘ্রই সূর্যটা দিগন্তের অনেক উপরে উঠে যাবে। হামিদা অন্য কারো কাছ থেকে খবরটা জানতে পারেন এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ঠিক হবে না। যেমনটা বৈরাম খানের চাকরিচ্যুতির ক্ষেত্রে ঘটেছে। তার এখনি মায়ের কাছে যাওয়া উচিত। তিনি দ্রুত মুখে পানি ছিটিয়ে পরিচারকদের সাহায্য ছাড়াই পোষাক পড়ে

নিলেন, তারপর হামিদার কক্ষের দিকে যাত্রা করলেন। যদিও তখন সবে মাত্র ভোর হয়েছে, হামিদা উঠে পড়েছেন। তার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আকবর বুঝতে পারলেন তিনি দেরি করে ফেলেছেন।

আমাকে ক্ষমা করো মা। তুমি ঠিকই বলেছিলে। আমার বৈরাম খানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত হয়নি। সেজন্য আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিয়েছেন। আকবর তার মায়ের রাগে ফেটে পড়ার অপেক্ষায় থাকলেন। কিন্তু তিনি নিশ্চুপ রইলেন, তাঁর দৃষ্টি মেঝের দিকে নিবদ্ধ।

বৈরাম খান আমাদের পরিবারের একজন সদস্যের মতো ছিলেন। অবশেষে তিনি বললেন। তার মৃত্যুতে আমার হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তিনি খুন হওয়ার জন্য আমি তোমাকে দায়ি করছি না এবং তোমারও উচিত নয় নিজেকে দোষী ভাবা। তুমি তার: প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলে কিন্তু তাঁর কোনো ক্ষতি হোক সেটা তুমি চাওনি, আমি তা জানি। আকবর... তিনি সরাসরি তাকালেন। হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে যতোটা সম্ভব সবকিছু জানার চেষ্টা করো। হত্যাকারীদের খুঁজে বের করো-তারা সাধারণ ডাকাত, ভাড়াটে খুনী যেনো হোক-তাদের রক্তের বিনিময়েই তাদের অপরাধের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করো।

আমি তা করবো মা, শপথ করে বলছি। আকবর ছেলেমানুষের মতো আশা করলেন হামিদা হয়তো তাকে আলিঙ্গন করবেন, কিন্তু তার হাতগুলি দুপাশে স্থবির হয়ে রইলো। আকবর বুঝতে পারলেন তার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে। আকবর তখনই তার কক্ষে

ফিরলেন না। তিনি মুক্ত বাতাস এবং খোলা পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে দুর্গের নিরাপত্তা পাঁচিলের উপর উঠে গেলেন। সকালের সূর্যের আলো পড়ে যমুনার জল স্বচ্ছ হলুদাভ বাদামি বর্ণ ধারণ করেছে কিন্তু আকবরের মনের দৃশ্যপটে তখন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ছবি ফুটে উঠেছে- তিনি বৈরাম খান এবং পিতার সঙ্গে বিজয়ীর বেশে দিল্লীতে প্রবেশ করছেন; পিতার সমাধির পাশে বৈরাম খান তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন; ইস্পাতের ধারালো ফলা ঝলসে উঠছে যখন বৈরাম খান তাঁকে চাতুর্যপূর্ণ পারসিক তলোয়ার চালনার কৌশল শিখাচ্ছেন, আকবরকে বার বার চেষ্টা করতে বলছেন যতোক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারছেন; বৈরাম খানের নীলচে চোখে সন্তুষ্টির দৃষ্টি, যখন তিনি বন্দুক ছোঁড়া অনুশীলন করছেন।

কীভাবে তিনি তাদের মধ্যকার বিশ্বাসের বন্ধন উপেক্ষা করলেন এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেন? তিনি মাহাম আঙ্গাকে বৈরাম খানের বিরুদ্ধে তাঁর উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন স্বার্থপরতা, ধৈর্যহীনতা এবং চিন্তাহীনতার বশবর্তী হয়ে কারণ তিনি শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য বৈরাম খানের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করছিলেন। এটাই বাস্তবতা।

সূর্য তখন পশ্চিম থেকে ভেসে আসা মেঘ ছড়ানো ফ্যাকাশে নীল আকাশের অনেক উপরে উঠে গেছে যখন আকবর তার কক্ষে ফিরলেন। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারলেন একটা জিনিস তার ঘরে কেউ রেখে গেছে যেটা তিনি কক্ষ ত্যাগ করার সময় ছিলো না। হাতির দাঁত আর ঝিনুকের সমন্বয়ে নির্মিত তাঁর অলঙ্কার রাখার বাক্সটির উপর একটি কাপড়ের ফালি জাতীয় বস্তু দেখা যাচ্ছে। বিশেষ সাবধানতায় সেটি একটি

কাগজ চাপা দেবার হাতির দাঁতে তৈরি ভারবস্তু দিয়ে চাপা দেয়া রয়েছে। তিনি ফালিটি হাতে নিয়ে দেখলেন সেটা একটি ফ্যাকাশে সবুজ রঙের রেশমের কাপড়ের টুকরো যাতে কিছু লেখা রয়েছে। সেটার এখানে ওখানে কয়েকটি নীল কালির ছোপ ফেলা হয়েছে। দেখে মনে হলো কোনো শিশু এটা করেছে। এবং আকবর সেটা ছুঁড়ে ফেলতে নিয়েও ফেললেন না, কারণ এক অজানা অনুভূতি তাকে বাধা দিলো। তিনি সেটা নিয়ে বারন্দায় গেলেন যেখানে উজ্জ্বল আলো রয়েছে। লেখক কাগজের পরিবর্তে কাপড়ের উপর কেনো লিখলো? সে কি তার হাতের লেখার পরিচিতি গোপন করতে চেয়েছে? যদিও তার দৃষ্টিতে সবই সমান, কারণ তিনি পড়তে পারেন না। যতোই মনোযোগ দিয়ে তিনি লেখাগুলি দেখলেন ততোই কালির আচড় গুলি তাঁর চোখের সামনে নাচতে লাগলো। আকবর তাঁর পরিচারককে ডাকলেন। এটাতে কি লেখা রয়েছে?

সেবকটি এক মুহূর্ত সেটা পড়ল তারপর মুখ তুলে তাকালো, তার চোখে বিস্ময়।

এটা একটা সাবধানবাণী জাহাপনা, এখানে লেখা আছে, যদিও একই স্তন থেকে নির্গত এক নদী দুধের বন্ধনে তোমরা আবদ্ধ, তোমার দুধ-ভাই তোমার বন্ধু নয়। আদম খানকে জিজ্ঞাসা করো বৈরাম খানের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সে কি জানে।

তুমি নিশ্চিত একথাই লেখা রয়েছে? সেবকটি মাথা নাড়লো। ওটা আমাকে দাও। আকবর রেশমের টুকরাটি তার জোব্বার ভিতরে ঢুকিয়ে রাখলেন। এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলোনা। এটা আদম খানের কোনো শত্রুর লেখা বিদ্বেষসূচক চিরকুট ছাড়া কিছু নয়।

জ্বী জাহাপনা।

আকবর বার্তাটি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। যেই বার্তাটি লিখে থাকুক প্রকাশ্যে আদম খানকে অভিযুক্ত করার সাহস তার নেই। কেনো? সে কি শাস্তির ভয় পাচ্ছে নাকি নিছক গোলযোগ সৃষ্টি করতে চাইছে? ঢেলে দেয়া বিষকে আবার পাত্রে ফিরিয়ে নেয়া কঠিন কিছু ফোঁটা অজ্ঞাতই থেকে যায়। বিষয় যাই হোক না কেনো, এর প্রভাবে তার মনের শান্তি বিনষ্ট হয়ে গেছে। তিনি যে তরুণটির সঙ্গে একত্রে বেড়ে উঠেছেন এবং যাকে তিনি নিজের ভাইয়ের মতো ভালোবেসেছেন সেকি সত্যিই তার শত্রু হতে পারে? তাছাড়া আদম খানের মাতাই তাঁকে বৈরাম খানের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তিনি তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে একটি মারাত্মক ভুল করেছেন যার ফলে তাঁর একজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে বিসর্জন দিতে হলো। এখন অধৈর্য হয়ে আরেকটি ভুল করা উচিত হবে না।

*

আকবর দেখ! আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে আমার বাজপাখিটাই শ্রেষ্ঠ, আদম খান চিৎকার করে উঠলো। তাদের মাথার অনেক উপরে পাখিটা ধাওয়া করতে থাকা একটি কবুতরের উপর তীর বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি জিতেছি!

কিছু সময় পরে আদম খানের প্রসারিত হাতের কনুই পর্যন্ত লম্বিত ধাতব আবরণ যুক্ত চামড়ার দস্তানার উপর বাজ পাখিটি উড়ে এসে বসলো। সেটার বাঁকা ঠোঁটে রক্ত লেগে আছে, পায়েও রক্ত। বিজয়ীর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আদম খান পাখিটাকে মাটিতে গেঁথে রাখা একটি মাচার সাথে চামড়ার ফিতায় বেঁধে দিয়ে সেটার মাথায় ঠুলি পড়িয়ে দিলো। আমি স্বীকার করছি তোমার বাজপাখি তড়িৎ গতিতে শিকার করতে পারে, আকবর বললেন।

অমি তোমাকে বলেছিলাম তোমার নতুন তত্ত্বাবধানকারীটি তোমার পাখিগুলিকে ঠিকমতো প্রশিক্ষণ দিচ্ছে না। আমারটা যদি কয়েকদিনের জন্য তার হাতে পড়ে তাহলে সেটার অবস্থাও খারাপ হয়ে যাবে। আদম খানের চওড়া চোয়াল বিশিষ্ট বলিষ্ঠ মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি ফুটে রইলো।

তাই হয়তো। আকবর পাল্টা হাসলেন। আদম খান তার মনের কথা বুঝতে পারছে না ভেবে আকবর সন্তুষ্টি বোধ করলেন। তিনি এটাও ভেবে খুশি হলেন যে তাঁর আস্ফালনরত দুধভাই উচ্ছ্বাসে বিভোর থাকায় এ ব্যাপারে বিন্দু মাত্র চিন্তা করছে না যে আকবর হঠাৎ কেনো তার সঙ্গ কামনা করেছেন। হিমুকে পরাজিত করার পর হিন্দুস্তান পরিভ্রমণ শেষ হলে তাদের মধ্যে আর তেমন দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছিলো না। কিন্তু বৈরাম খানের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আদম খানের জড়িত থাকার বিষয়ে তার মনে সন্দেহ। দেখা দিলে তিনি আদম খানকে তাঁর সঙ্গে শিকার করা এবং বাজপাখি উড়ানোর আমন্ত্রণ জানান। পুরো সময়টা আপাতদৃষ্টিতে খেলার প্রতি মনোযোগী মনে হলেও আকবর সতর্কতার সঙ্গে তার দুধ-ভাইকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। কিন্তু আদম খান এমন কিছু

বলেনি বা করেনি যার ফলে আকবরের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। সে তার চিরাচরিত অহঙ্কারী এবং উচ্ছ্বাসপ্রবণ আচরণই প্রদর্শন করছিলো।

কিন্তু সেক্ষেত্রে আদম খান কার এতো ক্ষতি করেছে যার ফলে সে চিরকুট পাঠিয়ে তাকে আকবরের চোখে বৈরাম খানের হত্যাকান্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়? যদিও তিনি বিশাল অঙ্কের পুরষ্কার ঘোষণা করেছেন তবুও গত তিন মাসে বৈরাম খানের হত্যাকারীদের সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

যতোই দুর্বল বা অস্পষ্ট হোক ষড়যন্ত্রের আভাস আকবর উপেক্ষা করতে পারছিলেন না, কিন্তু তাঁকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। হিন্দুস্তানের বিপুল বিস্তৃত ভূ-খণ্ডের নিয়ন্ত্রিত এবং নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত রাজ্য সমূহের মধ্যে তথ্য চলাচলে বহু সময় লেগে যাচ্ছিলো। হয়তো আহমেদ খান এবং তার গুপ্তচরেরা শীঘ্রই কোনো সূত্র পেয়ে যাবে। হত্যাকরীদের খুঁজে বের করে শাস্তি না দেয়া পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম নেবেন না বলে মাকে কথা দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। মাকে রেশম কাপড়ে লেখা সতর্কবাণীটির কথা কি জানানো উচিত ছিলো? তিনি ভাবলেন। তিনি কয়েক বার তাঁকে জানাতে চেয়েছেন কিন্তু শেষপর্যন্ত বিরত হয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে এর ফলে তিনি আরো বিপর্যস্ত ও শঙ্কিত হবেন। তাছাড়া স্বভাবিক কারণেই এ বিষয়ে মাহাম আঙ্গাকেও তিনি কিছু বলতে পারেননি...

*

মন্ত্রীসভার বৈঠক ভীষণ দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর মনে হচ্ছিলো। আকবরের মাথা ব্যাথা করছিলো এবং তিনি অবকাশযাপনকেন্দ্র নির্মাণ বা রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে আর কিছু শুনতে চাইছিলেন না। কিন্তু যখন তিনি সভাকক্ষ ত্যাগ করে হেরেমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন তাঁর মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। কয়েকদিন আগে ঝিলাম নদী পরবর্তী পাহাড়ী রাজ্য থেকে তাঁর এক নতুন মিত্র তাঁর হেরেম খানার জন্য কয়েকজন রক্ষিতা পাঠিয়েছে। দলটি তিন রাত আগে আগ্রায় পৌঁছেছে এবং এখন নিজের চোখে মেয়েগুলিকে দেখার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। মায়ালার সঙ্গে তার প্রথম সলজ্জ ও আবেগতাড়িত মিলনের ঘটনাটি যেনো অন্য এক জীবনের কাহিনী। মায়ালা এখনো তাঁর প্রিয় কিন্তু তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে এমন আরো নারীর সন্ধান তিনি পেয়েছেন। হেরেমে পৌঁছে তিনি দরবারের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেলেন। সম্মুখের সতেজ আনন্দ উপভোগের চিন্তায় তার চলার গতি দ্রুত হলো।

বৃদ্ধা হেরেম তদারককারিণী আকবরের জন্য অপেক্ষা করছিলো, তাঁকে পথ দেখিয়ে সে একটি কক্ষে নিয়ে এলো। কক্ষটি আকর্ষণীয় রেশম কাপড় এবং রঙ্গিন কাঁচের অলঙ্করণে সাজানো। এসব সাজসজ্জাও তাঁর নতুন মিত্র পাঠিয়েছে। মেয়েগুলিকে আপনার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাঁরা আপনার সেবা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে জাঁহাপনা। আপনাকে শুধু কষ্ট করে আপনার পছন্দের মেয়েটিকে বেছে নিতে হবে। বৃদ্ধাটি তালি বাজানোর সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী গুপ্তকুঠরির দরজা খুলে গেলো। বুকে একইরকম আটসাট কাঁচুলি এবং কোমরে মুক্তার ঝালর বাঁধা ঢোলা সালোয়ার পরিহিত তিনজন তরুণী কক্ষে প্রবেশ করলো। তাঁদের কালো চুলে মেহেদীর দীপ্তি, রত্নখচিত ক্লিপ দিয়ে তা মাথার পিছনে বাঁধা। তাঁদের মধ্যে দুজন লম্বা গড়নের এবং আকর্ষণীয়

চেহারা বিশিষ্ট। তৃতীয় জন একটু খাট তবে কমনীয় গড়নের অধিকারী, তার চেহারায় রয়েছে নিখুঁত চমৎকারিত্ব। কিন্তু তার সৌন্দর্যের চেয়েও বেশি কিছু আকবরের দৃষ্টি কাড়লো। সে ভীষণ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলো এবং শিকারীর উপস্থিতি টের পাওয়া হরিণের মতো দ্রুত শ্বাস ফেলছিলো। তার অসহায়ত্ব আকবরকে নাড়া দিলো এবং তাঁকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই-একথা মেয়েটিকে বোঝানোর জন্য আকবর তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করলেন।

এই মেয়েটি। আকবর বলে উঠলেন।

ওর নাম শায়জাদা। আপনি উত্তম পছন্দ করেছেন জাঁহাপনা। হেরেম তত্ত্বাবধানকারিণী মন্তব্য করলো।

অন্য সকলে দয়া করে কক্ষ ত্যাগ করো, আকবর বললেন। তত্ত্বাবধানকারিণী যখন অন্য মেয়েগুলিকে নিয়ে চলে গেলো, আকবর দেখলেন শায়জাদার চোখে অশ্রু জ্বল জ্বল করছে। ভয় পেও না। তোমার যদি ইচ্ছা না থাকে, আমাকে বলো। আমি কোনো নারীর উপর বল প্রয়োগ করি না।

আমি আপনাকে ভয় পাচ্ছি না জাহাপনা। মেয়েটি মোগলদের পুরানো ভাষা তুর্কীতে কথা বললো এবং তার উচ্চারণ আকবরের কাছে অপরিচিত লাগলো।

তাহলে কি হয়েছে? আকবর তার কাছে গেলেন, তার মুখের কমনীয় ডিম্বাকৃতি এবং চোখের দুস্পাপ্য নীলচে দ্যুতি তাঁকে একমুহূর্তের জন্য বৈরাম খানের কথা মনে করিয়ে দিলো। তাকে এতো বেদনাদায়ক সুন্দরী দেখাচ্ছিলো যে আকবরের তাকে ছুতে ইচ্ছা করলো।

মেয়েটি একটু ইতস্তত করলো, তারপর কথা বলে উঠলো। আমি যখন জানতে পারি আমাকে আপনার দরবারে পাঠান হবে তখন আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করি এবং খুশি হই। আমার বড় দুই বোনও।

একটু আগে তোমার সঙ্গে যে দুটি মেয়ে ছিলো তারা?

না, তারা আমার বোন নয়।

তাহলে তোমার বোনেরা কোথায়?

মেয়েটির মুখ শক্ত হয়ে এলো। আমাদের দলটি যখন আগ্রা থেকে দুই দিনের পথ দূরে ছিলো, একদল মোগল সৈন্য আমাদের পথ আটকায়। তারা বলে তারা আপনার পাঠানো অগ্রবর্তী রক্ষী, তাঁদের আপনি পাঠিয়েছে আমাদেরু পরিদর্শন করার জন্য এবং সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে তখনই আপনার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আপনি অধৈর্য হয়ে পড়েছেন বলে আমার দুই বোনকে তারা নিয়ে যায়। আমি আগ্রায় পৌঁছে আপনার হেরেম তত্ত্বাবধায়কের কাছে আমার বোনদের খোঁজ করি। কিন্তু তিনি বলেন তিনি অন্য

কোনো মেয়ের খোঁজ জানেন না। দয়া করুন জাঁহাপনা, আমি আমার বোনদের জন্য ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছি...

আমি কোনো অগ্রবর্তী রক্ষী পাঠাইনি। তাঁদের হুকুমকর্তা কে ছিলো?

আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু আমার মনে হয় আমি শুনেছি একজন তাকে আদম খান নামে ডেকেছে।

আকবরের মাথাটি বিস্ময়ের ধাক্কায় পিছিয়ে গেলো। তুমি কি তাদের কারো মুখ দেখেছো?

তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিলো, এবং তাঁদের চোখের নিচের অংশ কাপড়ে ঢাকা ছিলো।

মেয়েটির গাল বেয়ে তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে এবং সে তা মোছার কোনো চেষ্টাই করছে না। কিন্তু ক্রোধ উন্মত্ত আকবর তখন আর মেয়েটিকে লক্ষ্য করছিলেন না। তুমি এখানেই অপেক্ষা করো। তিনি বললেন। কয়েক মিনিট পরে আকবরকে লম্বা লম্বা পা ফেলে তাঁর দুধমার কক্ষের দিকে যেতে দেখা গেলো। ইশারায় মাহামের সেবিকাদের সরে যেতে বলে তিনি তীব্র ধাক্কায় দরজা খুলে তার কক্ষে প্রবেশ করলেন। মাহাম আঙ্গা একটি খাতায় কিছু লিখছিলেন। আকবরের অগ্নিমূর্তি দেখে তিনি দ্রুত সেটা রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

কি হয়েছে আকবর?

আপনার ছেলে কোথায়?

ওতো শিকারে গেছে। গত এক সপ্তাহ ওর সাথে আমার দেখা হয়নি।

তাকে খুঁজে বের করুন-সে যেখানেই থাকুক-এবং তাকে বলবেন সে যেনো এই মুহূর্তে দরবারে ফিরে আসে?

নিশ্চয়ই বলবো। তোমার আদেশ তার জন্য শিরোধার্য। কিন্তু কেনো?

একটি মেয়ে, সে আমার হেরেমে নতুন এসেছে-আমার একজন নতুন মিত্র তাকে সম্মান এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে পাঠিয়েছো-মেয়েটি অভিযোগ করেছে আদম খান তার দুই বোনকে অপহরণ করেছে।

মাহাম আঙ্গার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। তার পুত্র যদি এই অপরাধ করেও থাকে তিনি সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

অভিযোগটি অত্যন্ত ভয়াবহ, এবার আকবর অপেক্ষাকৃত ভদ্র ভাবে বললো। আমার দুধভাই অভিযোগের জবাব দিক। সে যদি নিরপরাধ হয় তাহলে তার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

নিশ্চয়ই। মাহাম আঙ্গা আকবরের হাত ধরলেন। কিন্তু আকবর, হয়তো কোথাও ভুল হয়েছে। আমার ছেলে কখনোই.... তার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেলো।

আমি আশা করছি আপনার ধারণাই যেনো সঠিক হয়। প্র

কৃতপক্ষে আদম খান এবং তার শিকারের সঙ্গীরা আকবরের আদেশ পেয়ে আগ্রায় ফেরার তিন দিন আগেই আকবর নিখোঁজ মেয়ে দুটির ভাগ্যে কি ঘটেছে তা জানতে পেরেছিলেন। এক উট চালক তার পশুকে যমুনা নদীতে পানি খাওয়াতে নিয়ে গেলে সে মৃতদেহ গুলিকে দেখতে পায়। দেহগুলি নগ্ন ছিলো এবং গলা কাটা ছিলো।

*

কি হয়েছে আকবর? তুমি এতো রাতে আমাকে ডেকেছো কেনো? এখনো আমি আমার সফরের কারণে ক্লান্ত এবং অপরিচ্ছন্ন।

আদম খান তোমার মনে আছে কীভাবে আমরা কাবুলের দুর্গের সম্মুখের তৃণভূমিতে তীর বেগে আমাদের টাটুঘোড়া ছুটাতাম?

নিশ্চয়ই মনে আছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তুমি...।

সেটা ছিলো এক চমৎকার সময়। আমরা পরস্পরের কাছ থেকে কদাচিৎ বিচ্ছিন্ন হতাম। আকবর আদম খানকে থামিয়ে দিয়ে বললেন।

সেটাই তো একজন দুধভাইয়ের ভূমিকা হওয়া উচিত। আদম খান বললো।

সেটা তার চেয়েও বেশি। আমার নিজের কোনো ভাই বোন ছিলো না। তুমি না থাকলে আমি ভীষণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তাম। আর যখন আমার চাচারা আমাকে বাবা-মার কাছ থেকে অপহরণ করেছিলো, তখন তোমার মাই আমার একমাত্র রক্ষাকারিণী ছিলেন এবং তুমি নিজেও আমার সঙ্গে বন্দীত্ব বরণ করেছিলে। একই রকম কষ্ট ভোগ করেছে, একই বিপদ মোকাবেলা করেছো...এসব কারণেই আমি তোমাকে যা জিজ্ঞেস করতে চাই তা করা আমার জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমরা আর অল্প বয়সী বালক নই এবং আমি এখন সম্রাট, তাই আমাকে প্রশ্নটা করতেই হবে।

তুমি কি বলতে চাও আকবর? আদম খানের হালকা বাদামি চোখ গুলি তার মায়ের মতোই-আকবরের মুখের উপর নিবদ্ধ হলো এবং সেগুলিতে তখন আর হালকা ভাব বজায় ছিলো না।

তিন দিন আগে এক বৃদ্ধ উট চালক যমুনা নদীতে ভেসে থাকা দুটি তরুণীর লাশ আবিষ্কার করে। সে মৃতদেহগুলিকে একটি লম্বা লাঠি দিয়ে টেনে পড়ে তোলে এবং কর্তৃপক্ষকে অবগত করে। মৃতদেহগুলি তখন বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো।

আকবর জোর করে মৃতদেহগুলি দেখেছিলেন, চামড়া সরে যাওয়া দেহগুলি মাটিতে মাখামাখি হয়েছিলো। ইতোমধ্যে সেগুলিতে মাছি ভন ভন করছিলো। তাঁদের চোখ গুলি খোলা ছিলো যা শায়জাদার চোখের তুলনায় অনেক বেশি ফ্যাকাশে নীল। কাটা গলা রক্তে মাখামাখি হয়ে ছিলো। আকবরের মনে হচ্ছিলো যুদ্ধ ক্ষেত্রেও তিনি এতো ভয়াবহ দৃশ্য দেখেননি। আদম খান সামান্য মাথা নেড়ে বললো, শুনে আমার খারাপ লাগছে, কিন্তু এর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

ধৈর্য ধরো। আমি আমার হেকিমকে দেহ দুটি পরীক্ষা করতে বলি। সে আমাকে বলে গলা গুলি দক্ষভাবে গভীর করে কাটা হয়েছে–সম্ভবত ধারালো ছোরার সাহায্যে এবং তারা মারা গেছে দুই-তিন দিনের বেশি হয়নি। হেকিম আরো বলেছে তাদের ধর্ষণ করা হয়েছে। আদম খান, তুমি কি জানো এই তরুণী গুলি কারা ছিলো?

আমি কীভাবে জানবো?

আকবর তার দুধভাই এর রুষ্ট চেহারা পর্যবেক্ষণ করলেন। তুমি নিশ্চিত যে তুমি জানো না?

অবশ্যই। ওদের হত্যাকাণ্ডের জন্য তুমি কি আমাকে দায়ি করছো?

না। আমি কেবল জানতে চেয়েছি ওদের তুমি চিনতে কি না।

কিন্তু কেনো? কেউ হয়তো ষড়যন্ত্র করে আমাকে এর সঙ্গে জড়িয়েছে।

মৃত মেয়ে গুলির বোন শায়জাদা বলেছে আগ্রায় আসার পথে তাদের কাফেলাকে একদল মোগল সৈন্য থামায়। তারা তার বোনদের তুলে নিয়ে যায়। শায়জাদা শুনেছে তাদের একজন তাদের হুকুমকর্তাকে আদম খান নামে ডেকেছে।

এটা মিথ্যা কথা! কেউ হয়তো তাকে ঘুষ দিয়েছে আমাকে লাঞ্ছিত করার জন্য।

তাহলে তুমি কি আমার কাছে শপথ করছো যে তুমি বা তোমার লোকেরা ওদের অপহরণ বা খুনের সঙ্গে জড়িত নয়?

আমি তোমার দুধভাই হিসেবে শপথ করে বলছি। আদম খানের শক্ত হাত আকবরের হাত আঁকড়ে ধরলো। আমি কখনোই আমাদের মাঝের বন্ধনকে অবমাননা করিনি।

আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম।

শায়জাদা নামের মেয়েটি এখন কোথায়?

এখানে আমার হেরেমে। আমি তাকে তার বাড়িতে ফেরত পাঠানোর প্রস্তাব করেছিলাম কিন্তু সে যেতে চায়নি। আমার ফুফু তার ঘটনা শুনে তার প্রতি সদয় হোন এবং নিজের কাছে রাখার প্রস্তাব করেন।

আদম খান কিছু বললো না কিন্তু আকবর লক্ষ্য করলেন তার বুক দ্রুত উঠানামা করছে। তোমার ওকে দোষী ভাবা ঠিক হবে না আদম খান। যখন সে তোমার নাম বলেছে তখন সে জানতো না তুমি কে এবং তার শোনায় ভুলও হতে পারে। এছাড়া তখন সে প্রচণ্ড ভীতি এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলো। তবে আমি নিশ্চিত তাকে কেউ জোরপূর্বক বা ঘুষ দিয়ে অভিযোগের কথা বলায়নি। এখন এসো আমরা কোনো ভালো বিষয় নিয়ে কথা বলি। আমি একটি শংকর স্ট্যালিয়ন ঘোড়া দেখেছি যেটার ব্যাপারে তোমার মতামত প্রয়োজন...

সাধারণ বিষয়ের অবতাড়না করতে পেরে আকবর যেনো স্বস্তি বোধ করলেন। তাঁর দুধ-ভাইকে প্রশ্ন করে তিনি বিব্রত বোধ করছেন, কিন্তু এছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিলো না। আদম খান যেমন ক্ষুব্ধ ভাবে মরিয়া হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছে সেটাও আকবরের জন্য স্বস্তিকর ছিলো। তবে আকবর অনুভব করছিলেন তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। আদম খানকে তার নির্দোষ হওয়া না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাদের বাল্যকালের অন্তরঙ্গতার সমাপ্তি হয়েছে। কিন্তু এর ব্যতিক্রম করার উপায়ও ছিলো না কারণ তিনি এখন সম্রাট।

.

০৫. দুগ্ধ এবং রক্ত

মে মাসের এক আর্দ্র দুপুর। আকবর শুয়ে আছেন মায়ালার আকর্ষণীয় কোমল পেটের উপর মাথা রেখে। তাঁর মাথার উপর ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে তৈরি টানা পাখা বাতাস দিয়ে যাচ্ছে। এই মাত্র তারা অভিনব এক রতিকর্মের পালা উপভোগ করেছেন, যাতে শরীরের সব শক্তি প্রায় নিঃশেষিত হয়েছে। আকবরের চিন্তায় তখন কেবল আনন্দময় উপাদান থাকার কথা। কিন্তু পক্ষান্তরে অস্বাভাবিক কিছু দৃশ্য তাঁর মনের প্রেক্ষাপট দখল করে রেখেছিলো। তিনি কষ্টে প্রকম্পিত হচ্ছিলেন এবং মৃদু আর্তনাদও করছিলেন। কপালে একটি হাতের স্পর্শ পেয়ে তিনি চমকে উঠে বসলেন। সেটা ছিলো মায়ালার হাত, সে আকবরকে আরাম দিতে চেষ্টা করছিলো। সেই দুই তরুণীর মৃতদেহ আবিষ্কারের পর থেকেই তাঁর এমন অনুভূতি হচ্ছে, যদিও তারপর আট সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। প্রতিদিন তিনি আরো বেশি চিন্তাক্লিষ্ট ও সতর্ক হয়ে উঠছিলেন এক অজানা হুমকির আশংঙ্কায়। এই বোধ আরো ভয়াবহ হয়ে উঠছিলো কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন না আক্রমণটা কোনো দিক থেকে আসবে।

আকবর নিজের গরম হয়ে ওঠা কপালের উপর থেকে কালো চুলগুলি পেছনে ঠেলে দিলেন। তিনি তাঁর পিঠের উপর মায়ালার নগ্ন স্তনযুগলের স্পর্শ পেলেন, সে পেছন থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছে। সে আকবরের কানে ফিসফিস করে কিছু বলছিলো- একটি নতুন রতিভঙ্গিমার কথা-সিংহের মিলন রীতি- হয়তো তাকে সন্তুষ্টি প্রদান করতে পারবে। কিন্তু প্রস্তাবটি প্রলুব্ধকর হওয়া সত্ত্বেও তিনি মায়ালার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে

মুক্ত করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর মন্ত্রী এবং উপদেষ্টাদের নিয়ে সভা আহ্বান করেছেন আজই বিকালে এবং সভার আগে তাঁকে অনেক চিন্তাভাবনা করতে হবে।

বৈরাম খান নির্বাসিত এবং নিহত হওয়ার পর তাঁর প্রধানসেনাপতির পদটি শূন্য রয়েছে। এখন সময় হয়েছে এই পদে নতুন একজনকে নিয়োগ দেয়ার এবং একই সঙ্গে আরো কয়েকটি নিয়োগ দিতে হবে যাতে তিনি তাঁর গতানুগতিক কিছু দায়িত্ব নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন। তাছাড়া উজিরের পদটিও পূরণ করা দরকার-যদিও বৈরাম খান থাকতে এ পদে কাউকে নিয়োজিত করার প্রয়োজন ছিলো না। তবে উজির নিয়ে খুব একটা তাড়াহুড়া নেই। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়ার আগে সভাসদদের সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। একজন দুর্নীতিপরায়ণ এবং আত্মকেন্দ্রীক উজিরের চেয়ে কোনো উজির না থাকাই উত্তম। কিন্তু জরুরি ভিত্তিতে তার সেনাবাহিনীর জন্য একজন প্রধান ভাণ্ডার সংরক্ষক (চিফ কোয়ার্টার মাস্টার) প্রয়োজন। বর্তমানে যে এই পদে কর্মরত সে অত্যন্ত অল্পবয়সে আকবরের পিতামহ বাবরের অধীনে চাকরিতে যোগ দেয়। সে এখন এতো বুড়ো হয়েছে যে ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সে সর্বদা আকবরকে বাবর বলে সম্বোধন করে এবং এই মর্মে বিড়বিড় করে যে তিনি অনেক বদলে গেছেন। প্রধান অশ্ব বিশেষজ্ঞের (মাস্টার অফ হর্স) পদটিও তিনি পুনঃপ্রচলন করতে চান, এর দায়িত্ব হবে বিপুল সংখ্যক ঘোড়া ক্রয় করা, তার পরিকল্পনাধীন বিজয় অভিযান পরিচালনার জন্য।

আকবর জানতেন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁকে যোগ্য লোক নির্বাচন করতে হবে। ঐ সকল পদের অধিকারীদের বিশেষ সুবিধা এবং মর্যাদা রয়েছে, আরো রয়েছে নানা

প্রকার প্রলোভন। তিনি যাকে প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার ব্যাপারে আকবরের মনে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিলো না। হুমায়ূনের শাসন কালের প্রথম থেকেই মোগল পরিবারের প্রতি আহমেদ খান অকুণ্ঠ বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছে। এছাড়াও তিনি একজন বিচক্ষণ যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ। তিনি ভয়াবহ সকল লড়াই এবং নির্বাসনের বছর গুলিতে আকবরের পিতার অধীনে কাজ করেছেন এবং হিন্দুস্তান পুনঃবিজয়ের সময় কাবুল থেকে হুমায়ূনের সঙ্গে এক কাতারে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছেন। পরবর্তীতে আকবরের পক্ষে হিমুর বিরুদ্ধেও লড়াই করেছেন। আহমেদ খানকে প্রধান সেনাপতির পদে নির্বাচন করা হলে আকবরের অন্যান্য সেনাপতিরা হয়তো হতাশ হবে কিন্তু কেউই তার যোগ্যতাকে অস্বীকার করবে না।

কিন্তু প্রধান ভাণ্ডার সংরক্ষক এর পদটি জটিলতা পূর্ণ। যে এ পদের জন্য নির্বাচিত হবে তার দায়িত্ব হবে মোগল সৈন্যদের জন্য সব ধরনের রসদ সরবরাহ করা-ঘোড়াকে খাওয়ানোর জন্য শস্য থেকে শুরু করে গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য বারুদ এবং কামানের গোলা পর্যন্ত সবকিছু। সে সময় গৃহস্থালীর রসদ সরবরাহ করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো হুমায়ূনের এক সময়কার পরিচারক জওহর। তার বহু বছরের বিশ্বস্ত সেবার প্রতিদান হিসেবে তাকে এ পদে নিয়োগ করা হয়। মা হামিদার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি প্রধান ভাণ্ডার সংরক্ষক এর পদটির জন্য আতগা খানের নাম সুপারিশ করেন। আতগা খান একজন সেনাকর্তা এবং সে কাবুলের লোক। হুমায়ূন যখন হিন্দুস্তানে হামিদাকে ডেকে পাঠান তখন আতগা খান তাঁকে নিরাপত্তা প্রদান করে দিল্লীতে নিয়ে আসে। সে একজন বুদ্ধিমান এবং মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং তার দুই কন্যা আমার সেবায় নিয়োজিত। সে দীর্ঘ যাত্রায় আমার নিরাপত্তা রক্ষা করেছে এবং

আমি নিশ্চিত সে প্রধান ভাণ্ডার সংরক্ষক হিসেবে তোমার স্বার্থ রক্ষা করবে, হামিদা পরামর্শ দেন। আকবর নিজেও আগা খানের ব্যাপারে গোপনে খোঁজখবর করে সিদ্ধান্ত নেন যে মায়ের উপদেশই তিনি বাস্তবায়ন করবেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন এতে হামিদা তার উপর সন্তুষ্ট হবেন।

অশ্ব বিশেষজ্ঞের পদটির ব্যাপারে আকবর কারো সঙ্গে আলোচনা করেননি এবং সিদ্ধান্ত নেন এ পদটিতে তিনি তার দুধভাই আদম খানকে নিয়োগ করবেন। আদম খান ঘোড়ার মান নির্ণয় সম্পর্কে অত্যন্ত বিজ্ঞ ছিলো। তাছাড়া এর ফলে সকলে বুঝতে পারবে তার উপর এখনো আকবর আস্থাশীল যদিও তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তখন সভায় অনেক গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। আকবর তাঁর পরিচারকের কাছে জানতে পেরেছিলেন দুই তরুণী হত্যার বিষয়ে আদম খানকে তার জিজ্ঞাসাবাদের কথা কারো কাছে গোপন ছিলো না।

দুই ঘন্টা পর প্রথাগত শিঙ্গা ধ্বনির সাথে আকবর তাঁর দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন সিংহাসনের বাম পাশের উঁচু খিলান বিশিষ্ট দরজা দিয়ে-হিমুর ধনভাণ্ডারের সোনা গলিয়ে বানান সেই সিংহাসটিকে এখন এর স্থায়ী অবস্থানে বসানো হয়েছে। ইতোমধ্যে আকবর প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি সিংহাসনটিকে অলংকৃত করবেন ভবিষ্যতে যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত করা রত্ন দিয়ে। এটা হবে তার গৌরব এবং সাফল্যের প্রতীক। সিংহাসনের সবুজ মখমলের গদিতে আসন গ্রহণ করে আকবর ইশারায় তার সভাসদ এবং উপদেষ্টাদের বসতে বললেন।

বক্তব্য শুরু করার আগে আকবর তার পেছনে দেয়ালের উপরের দিকে অবস্থিত ছোট ছোট ফোকর বিশিষ্ট জাফরির দিকে তাকালেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন ঐ আড়ালের পেছনে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত আসনে হামিদা বসে আছেন তাঁর কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করার জন্য। আমি আপনাদের আজকের সভায় উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছি এই জন্য যে আমি কিছু পদে নিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আহমেদ খান, আতগা খান এবং তুমি আমার দুধভাই আদম খান, এগিয়ে এসো। তারা তিনজন আকবরে সম্মুখে হাজির হওয়ার পর তিনি আবার শুরু করলেন, আহমেদ খান, প্রথমে আমার পিতার অধীনে এবং পরে আমার অধীনে আপনার বহু বছরের বিশ্বস্ত সেবা মূল্যায়ন করে আমি আপনাকে আমার প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ দান করছি।

আহমেদ খানের লম্বা দাড়ি গুচ্ছের উপরে প্রসারিত হাসিতে তার আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। জাহাপনা আমি আমার সম্পূর্ণ সামর্থ প্রয়োগ করে অপনার সেবা করবো।

আমি জানি আপনি তা করবেন। শত্রুদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সম্রাটের চোখ এবং কান হিসেবে ভূমিকা পালন করার দায়িত্বও আপনার উপর অর্পিত হলো। আকবরের কাছ থেকে সংকেত পেয়ে তাঁর অনুচরেরা আহমেদ খানকে সম্মানের প্রতীক স্বরূপ সোনার কারুকার্যখচিত সবুজ রঙের রেশমি আলখাল্লা এবং রত্নখচিত খাপ বিশিষ্ট তলোয়ার প্রদান করতে এগিয়ে এলো।

এবার আকবর তার দুধভাই এর দিকে ফিরলেন। আদম খান, বাল্যকাল থেকেই তুমি আমার বন্ধু এবং সঙ্গী। আমি তোমাকে এমন একটি পদ প্রদান করতে চাই যার জন্য

প্রয়োজনীয় মেধায় তুমি সমৃদ্ধ। আশা করি তুমি এ পদটির দায়িত্ব সম্মানের সঙ্গে পালন করবে। আদম খানের বাদামি চোখ গুলি জ্বল জ্বল করছিলো।

এগিয়ে এসো আমার দুধভাই, আমার নতুন অশ্ববিশেষজ্ঞ হিসেবে আমি তোমাকে আলিঙ্গন করতে চাই। আকবর উঠে দাঁড়ালেন এবং যে মার্বেল পাথরের মঞ্চে তার সিংহাসন স্থাপিত ছিলো সেখান থেকে নেমে এলেন। তিনি আদম খানের কাঁধ জড়িয়ে ধরে তার গালে চুমু খেলেন। কিন্তু আকবর যদি তার কৃতজ্ঞতা আশা করে থাকেন তাহলে তাকে হতাশ হতে হলো।

আপনার অশ্ববিশেষজ্ঞ? কথাটি বলে আদম খান এক সেকেণ্ডের জন্য দেয়ালের উপরের জাফরির দিকে তাকালো। তার মা মাহাম আঙ্গা কি সেখানে রয়েছে?

হ্যাঁ আমার অশ্ববিশেষজ্ঞ, আকবর পুনরাবৃত্তি করলেন, তাঁর মুখের হাসি ধীরে অপসারিত হলো যখন তিনি আদম খানের বিভ্রান্ত ক্রুদ্ধ মুখভাব প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর দুধভাই কি আশা করছিলো?

আকবর তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন বুঝতে পেরে হঠাৎ আদম খান নিজেকে সংযত করলো। ধন্যবাদ জাঁহাপনা, সে আস্তে করে বললো। তার পদের জন্য নির্ধারিত ঐতিহ্যবাহী উপহার রত্নখচিত ঘোড়ার লাগাম এবং জিন গ্রহণ করলো আকবরের পরিচারকদের কাছ থেকে এবং তারপর মাথা নত রেখে পিছিয়ে গেলো।

আকবর তার সিংহাসনে ফিরে গেলেন। এবার তুমি আতগা খান। তোমার বহু সেবা মূল্যায়ন করে আমি তোমাকে আমার প্রধান ভাণ্ডার সংরক্ষকের পদে নিযুক্ত করলাম।

আতগা খান, একজন লম্বা গড়নের চওড়া কাঁধ বিশিষ্ট লোক। একটি চিকন সাদা ক্ষত তার বাম চোখের ভ্রু থেকে অক্ষিকোটরের নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত। বহু বছর আগে খাইবার গিরিপথের পাসাই উপজাতীয়দের এক গুপ্ত আক্রমণের স্মৃতিচিহ্ন। সে তার ডান হাতটি বুকের উপর রেখে ঝুঁকে কুর্ণিশ করলো। ধন্যবাদ জাঁহাপনা। আপনি আমাকে মহা সম্মানে ভূষিত করলেন। তাকেও আনুষ্ঠানিকভাবে কারুকাজ করা জোব্বা উপহার দেয়া হলো এবং জেড পাথরের সিলমোহর যা তার পরিচয়সূচক চিহ্ন বহন করে। এবারে আকবর উঠে দাঁড়ালেন এবং দরবার ত্যাগ করলেন।

সম্মুখে এবং পিছনে দেহরক্ষী নিয়ে আকবর যখন প্রায় তাঁর বিশ্রাম কক্ষের সামনে পৌঁছলেন ঠিক তখনই আদম খান পাশের একটি করিডোর দিয়ে তড়িৎ বেগে এগিয়ে এলো। সে ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে- সন্দেহ নেই আকবরের নাগাল পাওয়ার জন্য সে দরবার থেকে দৌড়ে এসেছে। সে কে চিনতে পারলেও আকবরের দেহরক্ষীরা আড়াআড়িভাবে বর্শা ধরে তার পথরোধ করলো। তাদের উপর হুকুম ছিলো অনুমতি ছাড়া কেউ যেনো সম্রাটের নিকটবর্তী হতে না পারে এবং একাজে অবহেলার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ঠিক আছে, আসতে দাও। আকবর রক্ষীদের আদেশ দিলে তারা বর্শা সরিয়ে পথ করে দিলো। কি ব্যাপার আদম খান?

দরবারের সকলের সামনে তুমি আমাকে অপমান করেছে। সে এতো ক্রুদ্ধ ছিলো যে আকবর লক্ষ করলেন তার কপালের শিরা দপ দপ করে লাফাচ্ছে।

তোমাকে অপমান করেছি? সতর্ক হয়ে কথা বলো আদম খান, আকবর নিচু স্বরে বললেন কিন্তু আদম খান নিজেকে নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টাই করলো না।

তুমি সকলের সামনে আমাকে বোকা প্রতিপন্ন করেছো! এবার মনে হলো তার গলার স্বর আরো একধাপ উপরে উঠেছে। তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কুস্তির কৌশলে মাটিতে শুইয়ে ফেলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলেন আকবর, যেমনটা বাল্যকালে বহুবার করেছেন। আদম খান সর্বদাই রাগী ছিলো কিন্তু আকবর ছিলেন তার চেয়ে দক্ষ লড়িয়ে। কিন্তু অতীতে সেটা ছিলো শিশুসুলভ বৈরিতা এবং তাদের মাঝে তখন অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিলো। হয়তো এখন তাঁদের মধ্যে আর সেই বন্ধুত্ব বজায় নেই...তার উদ্ধত আচরণ প্রত্যক্ষ করে আকবর ভাবলেন তিনি সত্যিকার অর্থে তাকে কতোটা চিনেন। এতোদিন তাঁর মনে হয়েছে তিনি তাকে ভালোই চিনেন কিন্তু হঠাৎ আজ মনে হচ্ছে তিনি এ ব্যাপারে আর নিশ্চিত নন।

দেহরক্ষী এবং অনুচরদের কৌতূহলী দৃষ্টির ব্যাপারে সচেতন হয়ে তিনি খপ করে আদম খানের হাত ধরলেন। তুমি যাই আমাকে বলতে চাও তার জন্য উপযুক্ত জায়গা এটা নয়। আমার সঙ্গে এসো। তাকে নিয়ে আকবর নিজ কক্ষে প্রবেশ করলেন। যখন তাদের পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো, তিনি আদম খানের হাত ছেড়ে দিয়ে তার মুখোমুখী হলেন। তুমি কি নিজের অবস্থান ভুলে গেছো, তিনি বললেন ঠাণ্ডা গলায়।

না, বরং তুমিই ভুলে গেছো আমি কে।

একটু আগে আমি তোমাকে আমার প্রধান অশ্ববিশেষজ্ঞের পদে নির্বাচন করেছি। ভেবেছিলাম এই পদ লাভ করে তুমি আনন্দিত হবে।

তোমার আস্তাবল রক্ষক হয়ে আমি আনন্দিত হবো? এর থেকে উন্নত পদ আমার জন্য প্রযোজ্য। হিমুর সঙ্গে যুদ্ধের পর থেকে আমার প্রতি তোমার আচরণ বদলে গেছে...আমরা এমন সাথী ছিলাম যারা সবকিছু এক সাথে করতো কিন্তু তুমি আমাকে বর্জন করেছো। তুমি আর এখন আমাকে জিজ্ঞাসা করো না আমি কি ভাবি। আমার শিরায়ও রাজকীয় মোগল রক্ত প্রবাহিত। আমার পিতা তোমার বাবার ফুফাতভাই ছিলেন...

কোনো পদটি তুমি আশা করেছিলে? আমার প্রধান ভাণ্ডার সংরক্ষকের পদটি, নাকি প্রধান সেনাপতির? আমি ঐ পদ গুলির জন্য এমন ব্যক্তি নির্বাচন করেছি যারা তাদের যোগ্যতা এবং বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছে...এমন ব্যক্তি যাদের আমি বিশ্বাস করতে পারি।

তোমার দুধভাই ছাড়া আর কাকে তুমি বেশি বিশ্বাস করতে পারো?

সেটা দুধ-ভাই এর উপরই নির্ভর করে। কথাগুলি আকবরের মুখ থেকে সহজাতভাবে বের হয়ে এলো, তিনি নিজেকে দমাতে পারলেন না।

তুমি কি বোঝাতে চাইছো? যখন আকবর, আদম খানের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না সে বলে চললো, তুমি সেই অপহৃত রক্ষিতাঁদের ঘটনা বোঝাতে চাইছো তাই না? আমি তোমাকে বলেছি, সে বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। সেটা একটা ষড়যন্ত্র ছিলো। কেউ ঐ ঘটনার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে আমাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলো।

কেনো কেউ এমনটা করবে? তুমি এমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ নও যাকে কেউ ধ্বংস করতে চাইবে...বৈরাম খান আমাকে সতর্ক করেছিলেন যে তুমি নিজের সম্পর্কে অনেক উচ্চ ধারণা পোষণ করো।

হ্যাঁ সেই মহান বৈরাম খান। তার উপদেশ যদি এতোই মূল্যবান ছিলো তোমার কাছে তাহলে তুমি তাকে নির্বাসিত করেছিলে কেনো?

আমদ খানের মুখে ফুটে উঠা বিদ্রুপের হাসি সহ্য করা আকবরের পক্ষে আর সম্ভব হলো না। নিজের অজান্তেই তিনি তার মুখের উপর প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলেন এবং আদম খান মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়লো। আকবর দুপা পিছিয়ে এসে প্রস্তুত হয়ে রইলেন যদি তার দুধভাই আচমকা তাঁকে আক্রমণ করে এই কথা ভেবে। কিন্তু আদম খান তেমন কিছু করলো না। সে উঠে দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে রইলো এবং তার রক্তাক্ত নাক দিয়ে ঘন ঘন শ্বাস নিতে নিতে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আকবরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আকবর এখন নিজের ক্রোধ দমন করার জন্য লড়ে যাচ্ছেন। তাঁর উচিত আদম খানের মাঝে বোধের উদয় ঘটানো। ভাই আমার, আমরা একত্রে অনেক কিছু করেছি এবং আমি তোমার মায়ের ঋণ কোনোদিন ভুলবো না। আমি ভেবেছিলাম অশ্ব বিশেষজ্ঞের পদটি তোমার পছন্দ হবে। আমি আমার সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি ঘটাতে চাই। কিন্তু তা করতে হলে প্রথমে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে আমার সেনাবাহিনী এর জন্য প্রস্তুত। দ্রুতগতি সর্বদাই মোগলদের একটি প্রধান শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আমাদের অশ্বারোহী যোদ্ধাদের জন্য, আমাদের অশ্বারোহী তিরন্দাজ এবং বন্দুকধারীদের জন্য শক্তিশালী এবং দ্রুতগামী ঘোড়া প্রয়োজন। হিমুর বিরুদ্ধে অভিযানের পর আমাদের আস্তাবলে নতুন সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তোমাকে সমগ্র সাম্রাজ্য ভ্রমণ করতে হবে প্রয়োজন হলে তুমি তুরস্ক, পারস্য আরব দেশে যাবে। কিন্তু তোমাকে জোগাড় করে আনতে হবে শ্রেষ্ঠ জানোয়ার গুলি।

আকবর তার দুধ-ভাই আদম খানের দিকে এগিয়ে গেলেন। এই মুহূর্তে যা ঘটলো এসো আমরা তা ভুলে যাই। আকবর তার হালকা সবুজ জোব্বায় নাক থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত উপেক্ষা করে তাকে আলিঙ্গন করলেন। কিন্তু আদম খানের আড়ষ্ট শরীর সাড়া দিলো না। আকবর তাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এলেন। আমি এ বিষয়ে মাহাম আঙ্গাকে কিছু বলবো না, এই ঘটনা শুনলে তিনি ভীষণ আহত হবেন।

কিন্তু আমি কি বলবো; এই, যে ঘোড়া থেকে পড়ে আমার নাক ভেঙ্গে গেছে? আদম খানের কণ্ঠে এখনো বিদ্রুপের ছোঁয়া।

তোমার যা খুশি বলতে পারো। ঐখানে গামলায় পানি আছে, নিজেকে পরিষ্কার করে নাও। আকবর ভাবলেন এভাবে রাগে উন্মত্ত হওয়া তার ঠিক হয়নি। এটা কিছুতেই তাঁর উপযুক্ত আচরণ নয়। তিনি এখন আদম খানের সম্রাট, তার সমপর্যায়ের নন। তাদের উভয়েরই সেটা মনে রাখা উচিত ছিলো।

*

এবারের বর্ষাকালটা বেশ আগেই শুরু হয়েছে, ধূসর মেঘে ঢাকা আকাশ থেকে ঝরা অবিরাম বৃষ্টি নিচের সিক্ত জগতটাকে যেনো গ্রাস করতে চাইছে। যমুনার ফেঁপে ওঠা জল দুই সপ্তাহ আগে এর পাড় প্লাবিত করেছে এবং তখন থেকে অস্বাস্থ্যকর জলজ প্রাণী, উদ্ভিদ এবং পলি দুর্গের ভিতর প্রবেশ করছে-ভেড়া এবং কুকুর গুলিকে ডুবিয়ে দিয়েছে, এমনকি একটি উটকেও। হিন্দুস্তানের এই ঋতুটিকে আকবর সবচেয়ে অপছন্দ করতেন, যখন সবকিছুই আর্দ্রতার আক্রমণে পঁচে যাওয়ার উপক্রম হয়। গ্রীষ্মের উষ্ণতার বিকল্প হিসেবে প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ কক্ষ গুলিতে এবং হেরেমে কয়েক ঘন্টার জন্য কর্পূরকাঠ জ্বালা হয়। যাতে মহামূল্য রেশম, কিংখাব এবং মখমল গুলি রক্ষা পায় পোকামাকড় এবং আর্দ্রতার আক্রমণ থেকে।

মায়ালার কক্ষে লাল চাদর ঢাকা বিছানায় নগ্ন অবস্থায় শুয়ে থাকা আকবর কর্পূরের হালকা ঝাঁঝালো ঘ্রাণ পাচ্ছিলেন। আকবরের শরীরকে আরাম দেয়ার জন্য এবং তার মাথা ব্যাথা দূর করার জন্য মায়ালা তাঁর পিঠ এবং কাঁধ মালিশ করে দিচ্ছিল খুবানির(বাদাম) তেল দিয়ে। প্রতি বর্ষাতেই তিনি এই মাথাব্যাথা দ্বারা আক্রান্ত হোন

এবং সারাদিন অস্বস্তি বোধ করেন। তাঁর পিতারও একই সমস্যা ছিলো। তরুণ অবস্থায় এর জন্য হুমায়ুনের প্রিয় উপসম ছিলো মদের মধ্যে ওপিয়াম গুলে পান করা। কিন্তু তার এই আসক্তির জন্য তিনি প্রায় সিংহাসন হারাতে বসেছিলেন এবং আকবরকে তিনি এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

মালিশ করে দেয়ার জন্য হুমায়ুনের যদি মায়ালার মতো কেউ থাকতো তাহলে হয়তো তাঁর ওপিয়ামের প্রয়োজন হতো না, আকবর ভাবলেন। তিনি তৃপ্তিতে ঘড় ঘড় শব্দ করছেন যখন মায়ালার নরম হাতের তালুগুলি দক্ষ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে তার পেশী সমূহের উপর কর্মরত। মায়ালা তাঁকে হাসাতেও পারে। একজন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক হিসেবে সে আকবরের দরবারের সকল সদস্যের অনুকরণ করতে পারতো। গৃহস্থালীর রসদ সংরক্ষক জওহর থেকে শুরু করে প্রধান সেনাপতি আহমেদ খান পর্যন্ত সকলেই তার নির্দয় অনুকরণের শিকার হতেন।

আকবর তাঁর বলিষ্ঠ শরীরটি টানটান করলেন-যা দৃঢ় এবং প্রস্তুত যুদ্ধের জন্য, তার অধীনস্থ যে কোনো সৈন্যের মতোই। মায়ালার দক্ষ মালিশের প্রভাবে তাঁর মাথাব্যাথা প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। উপুর অবস্থায় হাতের উল্টোপিঠে মাথা রেখে তিনি চোখ বন্ধ করলেন এবং ঘুমের দেশে হারিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু ঠিক তখনই উচ্চ স্বরে গোলযোগের শব্দ তার কানে এলো। ভীষণ ক্রুদ্ধ চিৎকার ছাপিয়ে একটি পরিচিত শব্দ ভেসে এলো ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষের শব্দ। কেউ লড়াই করছে। তিনি নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনলেন এবং তার পাশাপাশি তাঁর বহু পরিচিত গভীর একটি

কণ্ঠস্বর চিৎকার করছে, আকবর! কাপুরুষ, সাহস থাকলে বের হয়ে এসে আমার মুখোমুখি হও...

আকবরের নিদ্রাচ্ছন্নতা উবে গেলো, তিনি ঝট করে উঠে পড়লেন, একটু থামলেন শুধু তাঁর ছোরাটা নেয়ার জন্য, তারপর নিজের নগ্নতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে মায়ালার কক্ষ থেকে খোলা উঠানে বেরিয়ে এলেন। বৃষ্টি থেমে গেছে, সাধারণত উঠানের মধ্যবর্তী ঝর্নাটাকে ঘিরে মেয়েরা নাচে, গান গায় অথবা নিজেদের মধ্যে গল্প করে। কিন্তু এখন সেখানে একটি মাত্র লোক দাঁড়িয়ে আছে-আদম খান, হেরেমের প্রবেশ দ্বারের একটু ভিতরে। তার একহাতে একটি তলোয়ার এবং আরেক হাতে একটি ছোরা। তার পেছনে দুজন হেরেমরক্ষীর রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। আকবর আদম খানের দিকে তাকালেন।

তুমি এসব কি করেছো?

আদম খান দুলছিলো। আমি ঐ কুকুর আতগা খানকে খুন করেছি... তার কথা বলার ভঙ্গি প্রত্যক্ষ করে আকবর নিশ্চিত হলেন যা তিনি অনুমান করেছেন। সে আকণ্ঠ কড়া মদ পান করেছে।

কেনো? আতগা খান তো তোমার শত্রু ছিলেন না!

সে নিজেকে অনেক উৎকৃষ্ট ভাবতো, জমকালো জোব্বাটা পড়ে বসে ছিলো যেটা আমার হওয়ার কথা এবং অনুলেখক কে তার করণীয় বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছিলো। নির্বোধটা

আমার দিকে তাকিয়ে হেসেও ছিলো যখন আমি তার কক্ষে প্রবেশ করি। কিন্তু যখন আমি তলোয়ার দিয়ে তার হৃৎপিণ্ড ভেদ করি তখন সে আর হাসছিলো না...বরং তার চেহারায় ছিলো বিস্ময়, যেমনটা এখন তোমার মুখে দেখা যাচ্ছে।

আকবর শুনলেন মায়ালা তার পেছনে আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলো কিন্তু তিনি আদম খানের উপর থেকে দৃষ্টি সরালেন না। মাথা না ঘুরিয়েই বললেন, ঘরের ভিতর যাও মায়ালা এবং আমি বের হতে না বলা পর্যন্ত সেখানেই থাকো। একটা কুকুর পাগল হয়ে গেছে।

প্রায় তখনই রক্ষীদের চিৎকার এবং হেরেমের দিকে ছুটে আসতে থাকা পদশব্দ শোনা গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আদম খানের আচমকা আক্রমণে

পালিয়ে যাওয়া রক্ষীরা দলে ভারী হয়ে এসে হেরেমের সামনের উঠান ঘিরে ফেললো। তাঁদের মধ্যে বয়স্ক ভৃত্য রফিকও ছিলো। সে এক সময় হুমায়ূনের সেবা করেছে এবং এখন হামিদার সেবায় নিয়োজিত। বৃদ্ধটি কোথা থেকে যেনো জোগাড় করা একটি তলোয়ার ঝাঁকাচ্ছিলো। আকবর ইশারা করলেই রক্ষীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে আদম খানকে কেটে ফেলবে। কিন্তু আকবর অন্য কারো হাতে তার দুধভাই এর মৃত্যু ঘটাতে চাইলেন না, যে এই পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করেছে। এটা তাঁর দায়িত্ব। তিনি হাত নেড়ে রক্ষীদের পিছিয়ে যেতে বললেন।

একটু আগে তুমি আমাকে লড়াই এর আহ্বান জানাচ্ছিলে। তাই হবে। রফিক তোমার তলোয়ারটা আমাকে দাও। টলমল করতে থাকা আদম খানের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে রফিক পড়ো পড়ো অবস্থায় আকবরের কাছে গেলো। আকবর তার হাত থেকে তলোয়ারটা নিয়ে শূন্যে কয়েকবার চালালেন। সেটার পুরানো ধাচের বাটটি আকবরের কাছে কিছুটা অসুবিধা জনক লাগলো কিন্তু সেটার বাঁকা ফলাটি ছিলো ধারাল এবং চকচকে। তিনি রফিকের বাড়িয়ে দেয়া একটুকরো কাপড় তার নগ্ন কোমরে পেচিয়ে নিলেন।

ঠিক আছে আদম খান, আমাদের উভয়ের কাছেই এখন একটি করে ছোরা এবং তলোয়ার রয়েছে, কাজেই আমরা সমান সমান। দেখা যাক কি হয়, কি বলো?

আকবর আদম খানের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে স্থির হলেন, তাঁকে আক্রমণ করার জন্য আদম খানকে প্রলুব্ধ করতে চাইলেন। কিন্তু যদিও মদের প্রভাবে তার বুদ্ধি কিছুটা ভোতা হয়ে গিয়েছিলো, তখনো তার নিজের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ছিলো। সে শুরুতেই ভুল করতে প্রলুব্ধ হলো না। যখন তারা পরস্পর চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো তখন আকবর তার শিকারের কথা মনে করলেন- যখন তিনি অনুমান করার চেষ্টা করেন শিকারের প্রাণীটির পরবর্তী আচরণ কি হবে। হঠাৎ সুযোগ বুঝে তিনি ঝট করে সামনে বাড়লেন এবং আদম খানের তলোয়ারের বাটের উপরের অংশে যুক্ত আচ্ছাদনটিতে তলোয়ারের অগ্রভাগ ঢুকিয়ে দ্রুত মোচড় দিলেন। আদম খানের তলোয়ার তার হাত থেকে ছুটে পাথুরে মেঝেতে পড়লো। এটা একটা পারসিক কৌশল যা বৈরাম খান অনেক আগে আকবরকে শিখিয়েছিলেন। আকবর তাকে আঘাত করার আগেই আদম

খান ঝট করে পিছিয়ে গেলো। তারপর তার ছোরাটা তুলে আকবরের দিকে সজোরে নিক্ষেপ করলো। আকবর একপাশে সরে গেলেন কিন্তু যথেষ্ট দ্রুততার সাথে নয়। ছোরাটির অগ্রভাগ তার চোখের নিচে আচড় কেটে গেলো। আকবরের গলা বেয়ে তখন উষ্ণ রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তিনি তাঁর ছোরা এবং তলোয়ার ছুঁড়ে ফেললেন, তারপর তিনটি লম্বা লাফে এগিয়ে গিয়ে আদম খানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারা উভয়ে যখন মেঝের উপর আছড়ে পড়লো আকবর অনুভব করলেন আদম খান তার দেহের নিচ থেকে মুচড়ে বের হওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করছে। আকবর তার চুলের মুঠি ধরে সজোরে মাথাটা পাথুরে মেঝেতে ঠুকে দিলেন-একবার, দুবার, তিনবার। তারপর উঠে বসে ডান মুষ্ঠি দিয়ে তার মুখের উপর এতো জোরে ঘুষি বসালেন যে তার চোয়ালের হাড়ে মট করে শব্দ হলো। কুত্তার বাচ্চা.... তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

আদম খানের মুখ দিয়ে তখন একটি যন্ত্রণাকাতর ঘড় ঘড় শব্দ বেরিয়ে আসছিলো। আকবর তাকে সজোরে টেনে দাঁড় করালেন, তাঁর মুখে তখন নিজের রক্তের লোনা স্বাদ। আদম খানের আহত অসাড় দেহটাকে উপর্যুপরি আঘাতের মাধ্যমে নিষ্প্রাণ করে ফেলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলেন আকবর। কিন্তু একজন সম্রাটের আচরণ নিয়ন্ত্রণের বইরে চলে যাওয়া উচিত নয়। তিনি আদম খানের শিথিল দেহটাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেলেন এবং সেটা ভাঁজ হয়ে লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে।

তোমাকে হত্যার নির্দেশ প্রদানের আগে তোমার কি কিছু বলার আছে?

আদম খান অনেক কষ্টে তার মাথা তুললো। তুমি হয়তো এখন আমাকে পরাজিত করতে পেরেছে কিন্তু আমি বহু মাস ধরে তোমাকে বোকা বানিয়ে আসছি। ঐ নির্বোধ কুকুরী গুলি, অবশ্যই আমি তাদের অপহরণ করেছিলাম- তুমিই কেনো সবসময় উত্তম জিনিসগুলি পাবে? আমি তাদের হত্যা করেছিলাম যাতে তারা ঘটনাটা কাউকে বলতে না পারে।

আর বৈরাম খান?

তুমি কি মনে করো? আদম খানের বিধ্বস্ত মুখে এই মুহূর্তেও যেনো বিদ্রূপপূর্ণ বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠলো।

এটাই ওর জীবনের শেষ হাসি, আকবর নিজের অজ্ঞতা এবং বোকামীর জন্য নিজের উপরই তীব্র ক্রোধ অনুভব করে ভাবলেন।

রক্ষী ওকে নিয়ে প্রাচীরের উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করো।

আকবরের সামনে দিয়ে দুজন রক্ষী আদম খানের পা টেনে উঠানের অপরপ্রান্তে ছেচড়ে নিয়ে গেলো, পাথরের মেঝেতে তার রক্তের লম্বা দাগ ফুটে উঠল। পাঁচিলের প্রান্তে পৌঁছে রক্ষীরা আদম খানের পা ছেড়ে দিয়ে তার বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে তাকে উপুর করলো, তারপর মাথা নিচের দিকে দিয়ে ঠেলে বিশ ফুট নিচের চত্বরে ফেলে দিলো।

রক্ষীরা ঝুঁকে নিচে পড়ে থাকা আদম খানকে পর্যবেক্ষণ করলো, তারপর আকবরের দিকে ফিরে বললো, জাঁহাপনা সে এখনো নড়ছে।

তাহলে ওর চুল ধরে টেনে আবার উপরে নিয়ে এসো এবং আবার নিচে নিক্ষেপ করো।

রক্ষীরা সিঁড়ি বেয়ে চত্বরে নেমে গেলো এবং কয়েক মিনিট পরে আবার আবির্ভূত হলো আদম খানের খিচতে থাকা শরীরটার চুল ধরে টেনে। এবার আকবরও রক্ষীদের অনুসরণ করে পাঁচিলের ধারে উপস্থিত হলেন এবং আদম খানের দ্বিতীয় পতন প্রত্যক্ষ করলেন। এ যাত্রায় আদম খানের মাথার খুলির সঙ্গে পাথরের সরাসরি সংঘর্ষে তা বাদামের মতো ফেঁটে গেলো এবং মাথার গোলাপি-ধূসর মগজ ছিটকে পড়লো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আকাশ থেকে চিল নেমে এলো মৃতদেহটাকে ঠুকরে খাওয়ার জন্য। শীঘ্রই প্রায় একডজন চিল জুটে গেলো আকবরের বাল্যকালের সঙ্গীটির মৃতদেহ ভক্ষণ করার জন্য।

আকবর আর সেখানে দাঁড়ালেন না। সম্পূর্ণ ঘটনাটি তাঁর মনের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। তিনি এতো বোকামী করলেন কীভাবে? আবহাওয়া উষ্ণ হলেও তিনি ঠাণ্ডা অনুভব করলেন এবং কাঁপতে লাগলেন। একটা প্রশ্ন তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে প্রশ্নটি তিনি আদম খানকে করতে চেয়েও করেননি-হয়তো তিনি এর উত্তর কি হবে সে বিষয়ে শঙ্কিত ছিলেন। মাহাম আঙ্গা তার পুত্রের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কতটা জানেন? উঠানটিতে তখন ভিড় জমে গেছে। মেয়েরা তাদের ঘরং থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং

হেরেম রক্ষীদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অভাবিত ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছে। আমার জোব্বাটা এনে দাও, আকবর একজন পরিচারককে আদেশ দিলেন।

পনেরো মিনিট পর মনের মধ্যে একরাশ বিশৃঙ্খল ভাবনা নিয়ে আকবর। মাহাম আঙ্গার কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। ইতোমধ্যে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের তাঁর ঘর তল্লাশি করে ঘরের বাইরে পাহারায় থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। আদম খানের অর্ধমাতাল অবস্থা বিবেচনা করে অনুমান করা যায় সে একাই নিজস্ব আবেগের তাড়নায় উন্মত্ত আচরণ করেছে, যদিও তার ক্ষোভ এবং ঈর্ষা দীর্ঘদিন ধরে তার মাঝে পুঞ্জিভূত ছিলো। তা সত্ত্বেও আর কোনো বিশ্বাসঘাতক নিজের ঘরের মাঝে ওৎ পেতে আছে কিনা সেটা অনুসন্ধান করে দেখার এখনই উপযুক্ত সময় আকবরের জন্য। মাহাম আঙ্গার কক্ষের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা আকবরের দেহরক্ষীদের অধিনায়ক তাকে সংক্ষিপ্ত অভিবাদন জানালো।

আমরা কক্ষটি তল্লাশি করেছি। এখানে প্রবেশ করা আপনার জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ জাহাপনা।

কি ঘটেছে সে সম্পর্কে দুধমাকে তোমরা কিছু বলেছে?

না জাহাপনা।

তিনি কি তার পুত্রের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন?

না জাহাপনা।

আকবরের প্রবেশের জন্য যখন রক্ষীরা কক্ষের দরজা খুলে দিলো তিনি অনুভব করলেন, যে কাজ তিনি করতে যাচ্ছেন তা যে কোনো যুদ্ধের চেয়েও অধিক তিক্ততাপূর্ণ। রক্ষীদের অধিনায়কের বক্তব্য অনুযায়ী তার সঙ্গে আদম খানের লড়াই অথবা তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে মাহাম আঙ্গা কিছুই জানেন না, যদিও একজন ক্ষিপ্রগতির পরিচারকের মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লাগার কথা বার্তাটি মাহাম আঙ্গার কাছে পৌঁছানোর জন্য। মাহাম আঙ্গা তার কক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার চেহারা উদ্বিগ্ন।

আকবর, এসব কি হচ্ছে? হঠাৎ করে কেনো আমার সঙ্গে কয়েদির মতো আচরণ করা হচ্ছে? আকবরের মুখের উপর নিবদ্ধ তাঁর বাদামি চোখ গুলিতে নির্ভেজাল বিস্ময়। নিজেকে শক্ত করার জন্য আকবর কয়েক মুহূর্ত আগা খানের রক্তাক্ত মৃতদেহটির কথা ভাবলেন, যা তিনি কয়েক মিনিট আগে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এখন তার দেহটি কর্পূর দিয়ে ধুয়ে সামাহিত করার প্রস্তুতি চলছে।

মাহাম আঙ্গা, সারা জীবন আমি আপনাকে আমার মায়ের মতো মনে করেছি। আমি যা বলতে যাচ্ছি তা বলা আমার জন্য মোটেই সহজ হবে, তাই আমি সরাসরি বলতে চাই। এক ঘন্টা আগে আপনার ছেলে আমার প্রধান ভাণ্ডার সংরক্ষক আতগা খানকে হত্যা করেছে এবং সে সশস্ত্র অবস্থায় বলপূর্বক হেরেমে ঢুকে পড়ে আমাকে হত্যা করার জন্য।

না! মাহাম আঙ্গা এমন কোমলভাবে শব্দটি উচ্চারণ করলেন যে তা প্রায় শুনাই গেলো না। নিজের অসার হয়ে আসা দেহের পতন ঠেকানোর জন্য তিনি অন্ধের মতো কিছু আকড়ে ধরতে চাইলেন অবলম্বন হিসেবে কিন্তু তার হাতে একটি মিষ্টির থালা ব্যতীত আর কিছু ঠেকলো না, থালাটি সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেলো।

এখানেই শেষ নয়। আদম খান আমাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আহ্বান জানায় এবং আমি তাকে ন্যায্যভাবে লড়াই-এ পরাজিত করি। তারপর আমি আদেশ করি তাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে মৃত্যুদন্ড প্রদানের জন্য।

মাহাম আঙ্গা ধীরে তার মাথাটি দুপাশে নাড়ছিলেন এবং ফোঁপান ও বিলাপের মধ্যবর্তী একটি বেদনাদায়ক শব্দ করছিলেন। আমাকে বলল সে এখনো বেঁচে আছে, অবশেষে তিনি কান্না জড়িত স্বরে বলে উঠলেন।

আকবর তার কাছে এগিয়ে গেলেন। আমার আর কোনো উপায় ছিলো না। আমার নির্দেশে তাকে মাথা নিচের দিকে দিয়ে প্রাচীরের উপর থেকে নিচে ফেলা হয়। আমার কাছে তার অপরাধের যে কেবল চাক্ষুশ প্রমাণ ছিলো তাই নয়, দম্ভের সঙ্গে সে তার অন্যান্য অপরাধের কথাও স্বীকার করেছে-আমাকে পাঠানো মেয়ে গুলিকে সে আক্রোশ এবং ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে অপহরণ ও হত্যা করে। তার চেয়েও জঘন্য বিষয় হলো সে বিদ্রূপ করে আমাকে বলে বৈরাম খানের হত্যাকাণ্ড সেই পরিচালনা করেছে। এমন ঔদ্ধত্য এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া জরুরি ছিলো...তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়া ছাড়া আমি আর কি করতে পারতাম?

না! এবার শব্দটি আর্তচিৎকারের মতো উচ্চারিত হলো। আমি তোমাকে আমার স্তনের দুধ পান করিয়েছি যখন তুমি শিশু ছিলে। আমি আমার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তোমাকে বাঁচিয়েছি যখন তোমার চাচা তোমাকে কামান দেগে মারতে চেয়েছিলো এবং কাবুলে তোমাকে বন্দুকের গুলি থেকে রক্ষা করেছি। আর সেই তুমিই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে আমার একমাত্র ছেলেকে হত্যা করে-তোমার আপন দুধভাইকে! আমি আমার কোলে একটা বিষাক্ত সাপ পুশেছি, একটা শয়তানকে পুশেছি।

মাহাম আঙ্গা মেঝের উপর গড়িয়ে পড়লেন, প্রথমে বিকারগ্রস্তের মতো নখ দিয়ে শতরঞ্জিতে আচড় কাটলেন এবং তারপর আকবরের হাঁটুর নিচের মাংসে নখ বসিয়ে আঁচড় দিলেন। আকবরের পা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে শতরঞ্জির লাল রঙের সঙ্গে মিশে যেতে লাগলো।

রক্ষী! আকবর নিজে তার গায়ে হাত দেয়ার কথা ভাবতে পারলেন না। তার সঙ্গে ভদ্র আচরণ করো। উনি শোকের আঘাতে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। দুজন রক্ষী টেনে মাহাম আঙ্গাকে আকবরের কাছ থেকে সরিয়ে নিলো। এক মুহূর্ত পর তিনি মুক্ত হলেন কিন্তু পুনরায় আক্রমণের কোনো চেষ্ট করলেন না। শতরঞ্জির উপর বসে সামনে পিছনে দুলতে লাগলেন।

মাহাম আঙ্গা, আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, আপনার ছেলে যা করেছে সে সম্পর্কে কি আপনি জানতেন, আমাকে হত্যার চেষ্টা সম্পর্কে? তিনি তার অবিন্যাস্ত চুলের মধ্য দিয়ে আকবরের দিকে তাকালেন। না।

আর আপনি যে বৈরাম খানকে তীর্থ যাত্রায় পাঠানোর বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দিয়ে ছিলেন, সেটা কি এই জন্য যে আমার উপর তার প্রভাবের জন্য আপনি এবং আদম খান তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন? এবারে মাহাম আঙ্গা নীরব রইলেন। আপনাকে উত্তর দিতেই হবে এবং দিতে হবে সভাবে। এটাই সম্ভবত আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

আমি ভেবেছিলাম বৈরাম খান না থাকলে তুমি অন্যদের কাছ থেকে উপদেশ নেবে।

যেমন আপনার কাছ থেকে এবং আপনার ছেলের কাছ থেকে?

হ্যাঁ। আদম খান আমাকে জানায় সে তোমার অবহেলার শিকার এবং আমি তার সঙ্গে একমত পোষণ করি।

আর আপনি কি বৈরাম খানকে হত্যার বিষয়েও তার সঙ্গে একমত হোন, যাতে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী আর ফিরে আসতে না পারে? মাহাম আঙ্গার প্রতি তার কোমল অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও আকবর আবারও ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। এই জিজ্ঞাসাবাদ যতো তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততোই সকলের জন্য মঙ্গল।

আকবরের কণ্ঠস্বরে তিক্ততার আভাস পেয়ে তাঁর দুধমা কিছুটা শঙ্কিত হলেন। আমি কখনোও চাইনি বৈরাম খান নিহত হোক....এবং আমি নিশ্চিত তার হত্যাকাণ্ডের জন্য আমার ছেলে দায়ি নয়, তোমাকে দম্ভ করে সে যাই বলে থাকুক না কেনো।

মায়ের ভালোবাসার মতো অন্ধ আর কিছুই নয়, আকবর ভাবলেন।

আমি সর্বদাই তোমাকে ভালোবেসেছি আকবর, মাহাম আঙ্গা নিপ্রভাবে বললেন, যেনো তিনি তার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন।

তা সত্যি, কিন্তু আপনি আপনার নিজের ছেলেকে তারচেয়েও বেশি ভালোবেসেছেন। মাহাম আঙ্গা, আমি এখন যা করতে যাচ্ছি তা এই রকম। আগামীকাল আপনাকে দিল্লীর দূর্গে নিয়ে যাওয়া হবে, সেখানে জীবনের বাকি দিন গুলি আপনি নির্বাসনে কাটাবেন। আপনার ছেলের জন্য একটি জাঁকজমকপূর্ণ সমাধি নির্মাণের জন্য আপনাকে আমি অর্থ প্রদান করবো। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার এবং আমার পরিবারের সদস্যদের আর কোনো রকম সম্পর্ক থাকবে না। আকবর যখন মাহাম আঙ্গার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছেন তিনি শুনতে পেলেন সে পুনরায় বিলাপ শুরু করেছে। তাঁর অসংলগ্ন হাহাকার তখন আর শোক বাক্যের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই। তিনি তখন আকবরের উপর ঈশ্বরের অভিশাপ বর্ষিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করছেন এবং নিজ মৃত পুত্রের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ। সেই সব যন্ত্রণাক্লিষ্ট শাপ শাপান্তের প্রতিধ্বনি পেছনে ফেলে আকবর ঘোর লাগা মানুষের মতো তার আপন মায়ের কক্ষের দিকে রওনা হলেন। গুলবদন হামিদার

সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁদের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল ঘটনা সম্পর্কে তারা সবকিছু জানেন।

হামিদা আকবরকে বুকে জরিয়ে ধরে থাকলেন। আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তুমি নিরাপদে আছো। ঐ অকৃতজ্ঞ শয়তানটা কি করার চেষ্টা করেছিলো আমি শুনেছি...।

পাচিলের উপর থেকে নিচে ফেলে তাকে আমি হত্যা করেছি। আর মাহাম আঙ্গাকে দিল্লীর দূর্গে নির্বাসনে পাঠাচ্ছি।

মাহামকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত। তোমার দুধমা হিসেবে সে তার পবিত্র বন্ধনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। হামিদা রুঢ় কণ্ঠে বললেন।

না। তার ছেলের মৃত্যুই তার জন্য যথেষ্ট শাস্তি। তাছাড়া আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব নয় যে তিনি শৈশবে আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।

আমার মনে হয় মাহামকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে তুমি সঠিক কাজ করেছে, গুলবদন কোমল স্বরে বললেন। যে আসল হুমকি ছিলো তার উপযুক্ত ব্যবস্থা তুমি করেছে এবং একজন মহিলার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা নিপ্রয়োজন। হিন্দুস্তানের এক পরাজিত শাসকের মা যখন তোমার পিতামহকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করতে চেয়েছিলো, তিনি তাকে ক্ষমা করেছিলেন এবং সে জন্য অধিক শ্রদ্ধাও অর্জন করেছিলেন। তিনি হামিদার দিকে ফিরলেন। আমি বুঝতে পারছি তোমার অনুভূতি কেমন, কিন্তু তুমি যখন তোমার ক্রোধ

এবং আঘাতকে অতিক্রম করে যাবে তখন তুমি বুঝতে পারবে যে আমি ঠিক কথাই বলছি।

হয়তো, হামিদা আস্তে করে বললেন। কিন্তু গুলবদন, আমার মতো তুমিও জানো অতিরিক্ত ক্ষমা প্রদর্শনের পরিণতি কি। তোমার ভাই এবং আমার স্বামী বার বার তাদের ক্ষমা করেছেন যাদের তার হত্যা করা উচিত ছিলো এবং এর ফলে আমরা অনেক ভোগান্তির শিকার হয়েছি।

হুমায়ূন তাই করেছেন যা তিনি সঠিক বলে বিশ্বাস করেছেন এবং সেজন্য নিশ্চিতভাবেই তিনি নিজেকে অধিক মহৎ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

মা এবং ফুফুর কথাবার্তা আকবর তেমন মনোযোগের সঙ্গে আর শুনছিলেন না। আদম খানের বিশ্বাসঘাতকতা তার প্রতি আকবরের ভালোবাসাকে সম্পূর্ণ মুছে দিতে পারেনি। তিনি যদি তাকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারতেন তাহলে হয়তো তাকে গুরুতর অপরাধগুলি সংঘটন করা থেকে বিরত করতে পারতেন। আদম খানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার কোনো উপায় কি তার জানা ছিলো?

হঠাৎ আকবর অনুভব করলেন তার মা ও ফুফু কথা বন্ধ করে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার বোঝা উচিত ছিলো কি ঘটতে যাচ্ছে, তিনি বললেন। বৈরাম খানের ব্যাপারে মাহাম আঙ্গার পরামর্শ গ্রহণ করা আমার উচিত হয়নি বরং নিজের কাছেই প্রশ্ন করা উচিত ছিলো এতে তার কি লাভ ছিলো। শায়জাদা যখন তার বোনের অপহরণকারী

হিসেবে আদম খানের নাম উল্লেখ করলো তখন আমার উচিত ছিলো আদম খানকে আরো কঠোরভাবে প্রশ্ন করা। এমনকি আমি এই মর্মে একটি সতর্কবাণী পেয়েছিলাম যে বৈরাম খানের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে- কেউ একটি চিরকুট আমার কক্ষে রেখে গিয়েছিলো।

আমি জানি। আমার পরিচারকই তা করেছিলো। সে একটু আগে আমাকে এ কথা বলেছে। বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও রফিক অনেক কিছু দেখতে ও শুনতে পায় যা অন্যরা বুঝতে পারে না। সে আড়িপেতে শুনে যে আদম খান বৈরাম খানের মৃত্যুর জন্য আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করছে এবং ধারণা করে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। যদিও তার কাছে কোনো প্রমাণ ছিলো না তবুও সে তোমাকে সতর্ক করতে চেয়েছিলো। নিজের জামার হাতা ছিঁড়ে সে চিরকুট বানায় কারণ কাগজ যোগাড় করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না এবং সুযোগ বুঝে তোমার ঘরে রেখে আসে। আকবর, রফিক ভয় পাচ্ছে তার সন্দেহের কথা সাহস করে সরাসরি তোমাকে না বলায় তুমি হয়তো তাকে শাস্তি দেবে।

না। আমি তার কাছে দ্বিগুণ ঋণী। একটু আগে আমি যখন হেরেমে নিরস্ত্র ছিলাম তখন সে আমাকে একটি তলোয়ার দিয়েছিলো। তাকে জানিও আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তার বিশ্বস্ততার উপযুক্ত পুরষ্কার আমি তাকে দেবো। যে অঘটন ঘটে গেছে তার সকল দায় আমার। রফিকের সতর্কবাণী সত্ত্বেও আমি আদম খানকে তেমন ভাবে চাপ দেইনি। আমি বোকার মতো কাজ করেছি। আমি আদম খান এবং মাহাম আঙ্গাকে ভালোবাসতাম এবং তারা সেই ভালোবাসা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এখন থেকে আমার চারপাশের

সকলের উদ্দেশ্যের বিষয়ে আমাকে সন্দেহ ও প্রশ্ন করতে হবে- এমনকি যারা আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী তাঁদের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য হবে। একজন সম্রাটের ভূমিকা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ এই বাস্তবতা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। একজন শাসকের কারো উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখা উচিত নয়।

তুমি যদি এই দুঃখ জনক বাস্তবতা থেকে কিছু শিখে থাক তাহলে আজকের ঘটে যাওয়া ঘটনার ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে, হামিদা বললেন, তার চেহারা বিষণ্ণ। আজ থেকে বহু বছর পরে তুমি যখন আজকের দিনটির কথা মনে করবে তখন তুমি উপলব্ধি করবে এটা ছিলো সেই সময় যখন তুমি কৈশোরকে অতিক্রম করে বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষে এবং একজন ম্রাটে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীতে আমাদের মর্যাদা যাই হোক না কেনো, সকলের জীবনই বহু তিক্ত উপাদানে পূর্ণ। আজ তুমি এর কিছুটা স্বাদ পেয়েছে, দোয়া করি ভবিষ্যতে তুমি আরো বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় খণ্ড – সূর্য, চাঁদ এবং আগুনের সন্তান

০৬. সম্রাটের বিজয় অভিযান

এই মাত্র সূর্য ডুবেছে, আকাশে তখন হালকা গোলাপি আভা ছড়িয়ে পড়েছে, যে অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হতে চলেছে তার উপযুক্ত পটভূমিকা যেনো প্রকৃতি স্বয়ং রচনা করেছে, আকবর ভাবলেন। আগ্রার দূর্গের সম্মুখবর্তী কুচকাওয়াজের মাঠ বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত পারসিক শতরঞ্জিতে ঢেকে ফেলা হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছিলো যেনো একটি ফুল বাগান। মাঠের দুপাশে সারিবদ্ধভাবে সোনার পাত মোড়া কাঠের রেলিং-এর পিছনে আকবরের সেনাপতি এবং উচ্চপদস্থ সভাসদগণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর সম্মুখে তৃতীয় দলটিতে উপস্থিত ছিলেন সেই সব শাসক যারা আকবরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। মধ্যবর্তী স্থানে সবুজ রেশমের শামিয়ানার নিচে মার্বেল পাথরের মঞ্চের উপর একটি বিশাল সোনার দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হয়েছে। এর সোনার থালা দুটির এক একটি পাঁচ ফুট ব্যাপ্তি বিশিষ্ট এবং চারদিক হীরকাকার গোলাপ-সিলিকা এবং মুক্তা দ্বারা আবৃত। আট ফুট উঁচু ওক কাঠের কাঠামো থেকে মোটা শিকলে বাঁধা অবস্থায় পাল্লার থালাগুলি ঝুলছে।

দেহে সোনার কারুকাজখচিত সবুজ রঙের শক্ত আলখাল্লা, গলায় বাঁকা আকৃতির পান্না শোভিত মালা এবং মাথায় আলো বিচ্ছুরণকারী হীরকখচিত পাগড়ি পড়ে আকবর ঢাকের

গম্ভীর শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দাঁড়িপাল্লাটির দিকে এগিয়ে গেলেন। জ্বেলে রাখা মশালের আলোতে দাঁড়িপাল্লার পাশে রাখা অনেকগুলি ঢাকনা খোলা সিন্দুক থেকে রাশি রাশি মণিমাণিক্য জ্বল জ্বল করছে। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আকবর সন্তুষ্ট হলেন। এছাড়াও মঞ্চের উপর বহু সোনা ও রূপার তৈরি শিকল কুণ্ডলী করে রাখা হয়েছে-যেনো এক একটি সাপ। সেইসাথে সোনা-রূপার কারুকাজ করা অনেকগুলি থলে ইচ্ছাকৃত ভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় উপচে ভরা হয়েছে সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য। মণিমাণিক্যের পাশে পিতলের তালায় থরে থরে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন সুস্বাদু মশলা। এর পাশে জেড পাথরের পাত্রে রয়েছে দুপ্রাপ্য সুগন্ধী। আরো সাজানো রয়েছে কারুকার্যখচিত সূক্ষ্ম রেশমী কাপড়ের গাঁট।

সেখানে আরেকটি জিনিস ছিলো-বিশটি বিশাল লৌহখন্ড। আকবর লক্ষ্য করলেন অনেকগুলি কৌতূহলী দৃষ্টি সেগুলি পর্যবেক্ষণ করছে। তিনি যখন মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়িপাল্লার দিকে এগিয়ে গেলেন ঢাকের ছন্দবদ্ধ দামামা থেমে গেলো এবং শিঙ্গার একক ধ্বনি চারদিক প্রকম্পিত করলো। শিঙ্গার সংকেত লাভের সঙ্গে সঙ্গে পরিচারকগণ লৌহখণ্ড গুলি তুলে নিলো এবং দাঁড়িপাল্লার বিশাল একটি থালায় সেগুলি ভরতে লাগলো। লৌহখণ্ডের চাপে পাল্লার থালাটি মেঝে স্পর্শ করলো। আদম খানকে হত্যার পর দুই বছর পার হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ের অধিকাংশ তিনি এই ভাবনায় ব্যয় করেছেন যে, কেনো তিনি আদম খানের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি পূর্বেই অনুমান করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং কীভাবে তিনি তার সভাসদগণের মধ্যে নতুন কোনো ষড়যন্ত্রের বিকাশ দমন করতে পারবেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন একটা কারণে তিনি আদম খানকে সন্দেহ করতে ব্যর্থ হয়ে ছিলেন, সেটা হলো আদম খান ও মাহাম আঙ্গা

বাল্যকাল থেকে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত থাকার জন্য। বৈরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর কাছাকাছি এমন পর্যায়ে আর কেউ নেই। ভবিষ্যতে আর কাউকে তিনি এমন অবস্থানে আসতে দিবেন না এবং কাউকে এতোটা বিশ্বাসও করবেন না। তাকে তার নিজের অনুভূতির উপর নির্ভর করতে হবে। যদিও আদম খান ও মাহাম আঙ্গার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আংশিকভাবে তাঁদের ষড়যন্ত্রের প্রতি তাঁর অন্ধত্বের কারণ কিন্তু তিনি নিজেও কম আত্মতুষ্ট ছিলেন না, নিজ ক্ষমতা ও মর্যাদা নিয়ে তিনি এততাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, তিনি ভাবতে পারেননি কেউ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে।

ভবিষ্যতে এ ধরনের গোলযোগ এড়ানোর জন্য একটি বুদ্ধি হঠাৎ করেই তার মাথায় আসে। একদিন তাঁর সেবক আকবরকে তাঁর পিতামহের স্মৃতি সম্বলিত বই পড়ে শোনাচ্ছিলো। বাবরের বিচক্ষণ মতামত গুলির মধ্যে দুটি বিষয় আকবরের মনোযোগ কাড়ে: যুদ্ধ এবং লুণ্ঠিত সম্পদ ব্যক্তিকে সৎ রাখে এবং তোমার অনুসারীদের প্রতি সদয় হও। তারা যদি অনুভব করে, যে অন্য কারো তুলনায় তোমার কাছ থেকেই তারা বেশি লাভবান হবে তাহলে তারা তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সফল হয়ে থাকেন তিনি হবেন বাবার এবং তাঁর কাছ থেকেই আকবরের শিক্ষা নেয়া উচিত। এ কারণেই তিনি সভাসদ, সেনাপতি এবং মিত্রদের আজ এখানে জমায়েত করেছেন তিনি তাদের বলবেন শীঘ্রই তিনি বিজয় অভিযান শুরু করতে চান যার ফলে রাজকীয় কোষাগারগুলি সোনা এবং রত্নে উপচে পড়বে এবং সেই অবশ্যম্ভাবী পুরষ্কারের সামান্য স্বাদ তিনি আজ তাদের প্রদান করতে চান। আকবর সংক্ষিপ্তভাবে হাসলেন তারপর হাত তুলে সবাইকে নীরব হতে বললেন।

পূর্বে আমার পিতা যেমনটা করেছেন অনুরূপভাবে হিন্দুস্তানের শাসকদের প্রথা অনুসারে আমি জনসম্মুখে মূল্যবান ধন-রত্নের সঙ্গে নিজেকে ওজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি বছরে দুবার এই অনুষ্ঠান পালন করবো-একবার আমার চন্দ্র বছরের জন্মদিনে, যেটা আজকের দিন এবং আমার সৌর বছরের জন্মদিনে। ওজন করার পর ধন-সম্পদ গুলি আমন্ত্রিতদের মাঝে বিতরণ করা হবে। আজ এই কার্যক্রম আপনারা প্রত্যক্ষ করবেন। আপনাদের প্রতি আমার বিশেষ শুভেচ্ছা প্রদর্শনের জন্য আজকের এই প্রথম অনুষ্ঠানে আমি আপনাদেরকে আমার দেহের ওজনের তুলনায় বেশি ধন-সম্পদ প্রদান করবো। এই লৌহ খন্ডগুলির ওজন আমার ওজনের তুলনায় দ্বিগুণ। আকবর একমুহূর্ত সময় দিলেন তার কথাগুলি উপস্থিত সকলকে অনুধাবন করার জন্য। তারপর তিনি আসনসিঁড়ি হয়ে দাঁড়িপাল্লার খালি থালাটিতে বসলেন।

আকবরের পরিচারকগণ সঙ্গে সঙ্গে অপর থালাটি ভরা শুরু করলো এবং প্রথমে তারা সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান গুলি তুলতে লাগলো। দশ সিন্দুক রত্ন উঁচু করে থালাটিতে জড়ো করার পর আকবরের বসে থাকা থালাটি ধীরে মেঝে থেকে উপরে উঠতে লাগলো। চারদিকে ভীষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে এবং আকবর অনুভব করলেন সকলের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ, এবং প্রত্যেকে মনেমনে হিসাব করছে তাদের ভাগে লুটের মালের কতোটা অংশ আসবে। মোগল বংশ অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে, তিনি চিন্তা করলেন, তখন রত্নগুলি সরিয়ে থালায় সোনা এবং রূপার শিকল ভরা হতে লাগলো এবং তারপর স্বর্ণমুদ্রার পোটলা। আগের সময়ে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপ্ত লুটের মাল পুরষ্কার হিসাবে প্রদান করা হতো, তখনো হয়তো শত্রুদের মৃতদেহ গুলিতে উষ্ণতা বজায় থাকতো। প্রত্যেক গোত্রপতি তার ভাগের লুণ্ঠিত সম্পদের উপর

নিজের ঢাল রাখতে তারপর তা টেনে নিয়ে যেতো নিজের দলের লোকদের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার জন্য। কিন্তু সেটা ছিলো এমন সময় যখন মোগলদের কোনো স্থায়ী আবাস ছিলো না। সেদিন এখন আর নেই। তিনি এখন হিন্দুস্তানের সম্রাট এবং তার উচিত অনুগামীদের অধিক পুরষ্কার প্রদান করা। সেটা কেবল যুদ্ধ অভিযানে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নয় বরং সফলভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্যেও।

ওজন পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহামূল্যবান উপহার সমূহ বিতরণ করার কাজ শুরু হলো। গৃহস্থালির রসদ সংরক্ষক জওহর এর সহায়তায় আকবর হিসাব করেছেন প্রত্যেকে কতোটা সম্পদ পাবে এবং সে আকবরের নির্দেশে তা খাতায় লিপিবদ্ধ করেছে। আকবর দেখতে লাগলেন জওহর একে একে সকলের নাম ধরে ডাকছে এবং তার সভাসদ, সেনাপতি এবং মিত্ররা তাদের জন্য নির্ধারিত অর্থ, রত্ন এবং রেশমীকাপড় নিতে এগিয়ে আসছে। তাদের সন্তানদের জন্যেও উপহার ছিলো: সোনালী পতায় পেচানো খুবানি (বাদাম), খেলনা মোগল সৈন্য-অশ্বারোহী, তীরন্দাজ এবং বন্দুকধারী এবং কানে রূপার দুল পড়া মেয়ে পুতুল, গলার হার, বালা ইত্যাদি। দূরবর্তী প্রদেশগুলির রাজ্যপালদের পাঠানোর জন্যেও আকবর কিছু ধন-রত্ন সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেন। এছাড়া সম্রাজ্যের শহরগুলিতে অবস্থিত শস্যভাণ্ডার গুলিতে পাঠানোর জন্যেও তিনি শস্য, চাল এবং তেল সংরক্ষণ করতে বলেন যাতে সাধারণ প্রজারাও তাঁর উদারতার ভাগ পায়। সেই দিন রাতে বিশাল উঠানের গোলাপজল প্রবাহিত ঝর্নাকে ঘিরে জমে উঠে রাজকীয় ভোজ সভা। সেখানে মখমল ঢাকা বেদির উপর সোনার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আকবর আমন্ত্রিতদের সঙ্গে ভোজে অংশ নেন। তাঁর দক্ষ বাবুর্চিদের তৈরি উপাদেয় খাবারে টেবিল ভরপুর। আস্ত ভেড়ার ঝলসানো মাংস, শুকনো

ফল ও বাদামের উপর সাজানো রান্না করা হাঁস এবং তিতির জাতীয় পাখির মাংস, জাফরান ও উপাদেয় মসলা যুক্ত মাখনের আখনি, দৈ এবং মসলায় পাকানো মুরগি প্রভৃতি। প্রাচুর্যের আরেক মাত্রা যোগ করার জন্য আকবর নির্দেশ দেন থালায় রাখা বিনিয়ানির ঢিবির চারদিকে রত্ন ছড়িয়ে রাখার জন্য। ঘি দিয়ে পাকানো বিরিয়ানিতে কিসমিস, আলুবোখারা, খোবানি, পেস্তাবাদাম প্রভৃতি যোগ করা হয়েছে। কাবুল থেকে বিশেষ ভাবে বরফসহ মোড়কে বেঁধে তাজা আঙ্গুর এবং তরমুজও আনা হয়েছে।

আকবর অপেক্ষা করলেন যততক্ষণ পর্যন্ত না বেশিরভাগ অতিথি মুখ মুছে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। এখন সময় হয়েছে তাঁদের কাছে তাঁর পরিকল্পনার কথা বলার। তাঁদের উজ্জ্বল পরিতৃপ্ত মুখগুলি যখন আকবরের দিকে ফিরলো তখন তিনি এমন আত্মবিশ্বাস অনুভব করলেন যে তারা যেকোনো স্থানে তাকে অনুসরণ করতে রাজি হবে।

এখন আমি আপনাদেরকে আমার ইচ্ছার কথা জানাতে চাই। আমার পিতামহ বাবর হিন্দুস্তান জয় করার পর চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে। অকালমৃত্যুর কারণে তিনি তাঁর রাজ্যের সীমা বাড়াতে পারেননি এবং একই কারণে আমার পিতাও একাজে অগ্রগতি সাধন করতে পারেননি। কিন্তু আমি তরুণ এবং আমার পূর্বপুরুষের যোদ্ধারক্ত আমার শিরায় সবলভাবে স্পন্দনরত। এর কাছ থেকে আমি নির্দেশনা পাই যে একটি টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই আমার নিয়তি। এমন একটি সাম্রাজ্য যাকে কেবল একটি যুদ্ধের সাহায্যে পরাজিত করা সম্ভব হবে না বরং অনাগত শতাব্দীগুলিতে বিস্ময়কর মর্যাদায় মাথা উঁচু করে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একমাত্র উপায় রাজ্য জয় করা। আজ আমি আমাদের সাম্রাজ্যের কিছু ধন-সম্পদ আপনাদের প্রদান করেছি, কিন্তু আগামী বছর গুলিতে আমি আপনাদের যে সোনা ও মহিমা উপহার দেবো তার তুলনায় এই পরিমাণ খুবই সামান্য- আপনাদের সহায়তায় আমি যখন মোগল সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করবে তখন আপনারা সেটা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। আমার রাজত্ব বিস্তৃত হবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, সাগর থেকে সাগরে। দক্ষিণ দিকে তা দাক্ষিণাত্যের বিশাল মালভূমি ছাড়িয়ে গোলকোন্দার হীরক খনি পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এবং সেই উৎকৃষ্ট হীরা আমার সিংহাসনে এবং আপনাদের স্ত্রী ও রক্ষিতাঁদের দেহে দীপ্তি ছড়াবে। এসব অলস দম্ভোক্তি নয়। এখানে আপনাদের সকলের সামনে আমি শপথ করছি নতুন ভূখণ্ড পরাভূত করার কেবল আমাদের সীমান্ত বর্তী ছোট ছোট গোত্র গুলি নয় যারা মনে করে আমাদের বিরোধীতা করে তারা পার পেয়ে যাবে, বরং সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাজ্য গুলিও। যদি তারা তাদের গর্বিত মস্তক মোগল আধিপত্যের কাছে নত করে তাহলে তারা আমাদের ক্ষমা, সম্মান এবং মহত্ত্বের অংশিদার হতে পারবে। কিন্তু যদি তারা প্রতিরোধ করে তাহলে আমার সেনাবাহিনী তাদের যোদ্ধাদের হাড় চূর্ণ করে ধূলায় মিশিয়ে দেবে এবং তাঁদের প্রাসাদ ও দূর্গকে ধ্বংসতূপে পরিণত করবে।

তাই আমি আহ্বান করছি, আপনারা সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন! প্রথমে যে আমাদের ক্ষমতার তেজ অনুভব করবে সে হলো মেওয়ার এর রানা উদয় সিং, রানা সাঙ্গার পুত্র। রানা সাঙ্গাকে আমার পিতামহ বাবর চল্লিশ বছর আগে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। মেওয়ার এর রানারা দাবি করে তারা রাজপুতদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য রাজপুত রাজারা বহু দিন আগে থেকেই আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে আসছে। কিন্তু

উদয় সিং এখন আমাদের প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহী আচরণ প্রদর্শন করছে। তার যোদ্ধারা কয়েকদিন আগে মোগল বণিকদের গুজরাট উপকূলগামী একটি কাফেলায় আক্রমণ করে। আমি উদয় সিং এর কাছে এরজন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করলে সে আমাকে একটি অপমানজনক বার্তা পাঠায়: তুমি উত্তরের অসভ্য ঘোড়া চোরদের বংশধর। কিন্তু আমি ভগবান রামের উত্তরসূরি এবং সেই সূত্রে চন্দ্র, সূর্য এবং আগুনের সন্তান। কাজেই আমার উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই।

উদয় সিং টের পাবে তার উপর আমার কর্তৃত্ব আছে কি নেই। আগামী তিন মাসের মধ্যে আমরা আমাদের সামরিক প্রস্তুতি শেষ করে উদয় সিংকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য অভিযান চালাবো। কিন্তু আজ আপনারা উপভোগ করুন আপনাদের জন্য যে আমোদের ব্যবস্থা আমি করেছি! উপস্থিত সকলে আকবরের সমর্থনে উল্লাসধ্বনি করে উঠলো, আকবর তাঁর পান্নাখচিত পান পাত্রটি উঁচিয়ে ধরে বললেন, মোগলদের জয় হোক।

*

আট সপ্তাহ পরের ঘটনা। আকবর ও আহমেদ খান আগ্রার দূর্গের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। সূর্যের তীব্র আলোর কারণে আকবরের চোখ গুলি কুচকে ছোট হয়ে আছে। তিনি সেখান থেকে যমুনা নদী পারের শুকনো মাটিতে প্রশিক্ষণরত একদল সৈন্যকে দেখছিলেন। সৈন্যরা সারিবদ্ধভাবে একজনের পিছনে আরেকজন ঘোড়ার পিঠে বসে ছিলো। তাদের সামনে মাটিতে একসারিতে পাঁচ গজের ব্যবধানে বিশটি বর্শা গাঁথা

ছিলো। এক একজন সৈনিক গেঁথে রাখা বর্শাগুলির মধ্য দিয়ে তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আকাবাঁকা পথে এগিয়ে যাচ্ছিলো। শেষ বর্শাটির কাছে পৌঁছে তারা নিজেদের ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে রেকাবে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিলো এবং সেখান থেকে প্রায় দশ গজ দূরে স্থাপিত একটি খড়ের মানবাকৃতিতে তাদের বর্শা ছুঁড়ে মারছিলো। প্রত্যেকে লক্ষভেদে সফল হচ্ছিলো।

চমৎকার, আকবর বলে উঠলেন। সেনাবাহিনীর যাত্রা শুরু করতে আর কতোদিন লাগতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

আর এক মাস-এর আগেও হতে পারে। যদিও আমাদের গোলন্দাজদের নতুন নকশার বড় আকারের কামানে গোলার ভরার প্রশিক্ষণের জন্য আরো কিছু দিন সময় প্রয়োজন। এই নতুন ধরনের অধিক শক্ত নল বিশিষ্ট কামান গুলি তুর্কী কারিগরেরা আমাদের ঢালাই কারখানায় প্রস্তুত করেছে। এছাড়া লাহোরের দক্ষ বন্দুক কারিগরদের কাছে ফরমায়েশ করা অতিরিক্ত গাদাবন্দুক গুলিও, এসে পৌঁছায়নি। নিশানা দূরত্ব বাড়াতে এই নতুন বন্দুকগুলিতে বর্তমান বন্দুকের তুলনায় দ্বিগুণ বারুদ ভরা যাবে-একথা আমাকে জানানো হয়েছে এবং সেগুলি হাতে বিস্ফোরিত হওয়ার ভয়ও নেই। ওগুলি যখন আমাদের হাতে এসে পৌঁছাবে তখন আমাদের আশেপাশে হাজার মাইলের মধ্যে অমাদের মতো শক্তিশালী আর কোনো সেনাবাহিনী থাকবে না। এমনকি আমরা পারস্যের শাহ্দের চেয়েও অধিক ক্ষমতাধর বলে বিবেচিত হবে।

যমুনা পারে প্রশিক্ষণরত একজন সৈন্য যখন মাটিতে গেঁথে রাখা বর্শাগুলি তুলে নিল তখন সমগ্র দলটি নতুন করে সম্ভব হলো। এখন তারা সারিবদ্ধভাবে মাটিতে সাজানো মাটির পাত্র ছুটন্ত ঘোড়া থেকে বর্শায় গেঁথে তুলে নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু এবারে তাদের প্রচেষ্টা আগের মতো ভালো হলোনা। একজন ঘোড়সওয়ার লক্ষচ্যুত হয়ে তার বর্শাটি মাটিতে গেঁথে ফেলায় ডিগবাজী খেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে উল্টে পড়লো এবং পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা পেলো।

আকবর হাসলেন। তার নিজের দেহেও আঘাতের অনেক চিহ্ন আছে। তিনি এখন নিয়মিত প্রশিক্ষণ করছিলেন। গাদাবন্দুক, তলোয়ার এবং যুদ্ধকুঠার নিয়ে তিনি অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন যততক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলিকে তাঁর নিজের শরীরের অংশ মনে হচ্ছিলো। তিনি তাঁর সেনাকর্তাদের সঙ্গে কুস্তিও লড়ছিলেন। প্রথমে তারা আকবরকে সমীহ করার কারণে তাঁকে মাটিতে আছড়ে ফেলতে ইতস্তত করছিলো। কিন্তু আকবরের দক্ষতা, গতি এবং কৌশলের চাপে পড়ে শীঘ্রই তারা সব ব্যবধান ভুলে গেলো।

দ্রুত গাঢ়লাল বর্ণ ধারণ করতে থাকা আকাশের দিকে একপলক তাকালেন আকবর। আর মাত্র আধ ঘন্টা পরেই চারদিক অন্ধকার হয়ে আসবে। আদম খান আমি নদী তীরের ঐ সৈন্যগুলির সঙ্গে পোলো খেলতে চাই। কিন্তু এখনতো সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

একটু ধৈর্য্য ধরুন, তারপর বুঝতে পারবেন।

আধ ঘন্টা পর, সাধারণ জোব্বা এবং পাজামা পড়ে, একটি ছোট আকারের কিন্তু পেশীবহুল বাদামি রঙের ঘোড়ায় চড়ে আকবর দূর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি কুচকাওয়াজের মাঠ পার হয়ে নদী তীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। পোলো খেলার সরঞ্জাম নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করছে পরিচারকরা। নদীর তীরে পৌঁছে আকবর ঘোড়ার পাঁজরে মৃদু গুতো দিয়ে সেটাকে অর্ধবল্পিত (দ্রুততম গতির তুলনায় কিছুটা কম গতি) গতিতে ছুটালেন এবং কিছুটা দূরে থাকা ঘোড়সওয়ারদের কাছে উপস্থিত হলেন। সম্রাটকে দেখে তারা ঘোড়া থেকে নেমে অভিবাদন জানানোর উদ্যোগ নিলো।

না। তোমরা জিনের উপরেই থাক। আমি একটা পরীক্ষা চালাতে চাই, আকবর বললেন।

আধারের কালচে নীল ছায়া যখন নদীটিকে ঢেকে দিলো তখন আকবর তাঁর পরিচারকদের আদেশ দিলেন তাঁর অভিনব পোলো খেলার আয়োজন সম্পন্ন করার জন্য। তারা উপস্থিত লোকগুলির মাঝে পোলো খেলার লাঠি বিতরণ করলো, গোলের লাঠিগুলি গেড়ে তার পাশে মশাল পুতে দিলো এবং অবশেষে কয়লা জ্বালা পায়াওয়ালা ধাতব ঝুড়ির মধ্যে পোলো খেলার কাঠের বলটি রাখল। বলটি রাখার প্রায় সাথে সাথেই সেটা ধিকি ধিকি করে জ্বলতে লাগলো, কিন্তু চার পাঁচ মিনিট পরেও সম্পূর্ণরূপে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো না। আকবর হাসলেন। তাহলে তৈমুরের গল্পটি সত্যি! যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা প্রদানের পর বেশ কিছুদিন সন্ধ্যায় আকবর তাঁর কোর্চিকে(ব্যক্তিগত সেবক) তৈমুরের বীরত্বপূর্ণ অভিযানের লিখিত উপাখ্যান পড়ে শোনাতে বলেন। উদ্দেশ্য, যদি কোনো ব্যতিক্রমী বিষয় তিনি তার মহান পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারেন। সেখানে উল্লেখ ছিলো তৈমুর দৈবক্রমে আবিষ্কার করেন যে, সোমরাজ গাছের শক্ত কাঠে

আগুন দেয়া হলে তা ধিকি ধিকি করে কয়েক ঘন্টা ধরে জ্বলে। তখন তৈমুর তার যোদ্ধাদের আদেশ দেন সোমরাজ গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি জ্বলন্ত বল নিয়ে সারারাত পোলো খেলার জন্য। এভাবে তিনি তাদেরকে যুদ্ধের জন্য সবল করে তুলতেন। এই কাহিনী শোনার পর থেকে নিজেই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার জন্য আকবর উদগ্রীব ছিলেন।

বলটি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলো, আকবর আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন পরিচারক লম্বা সাঁড়াশি দিয়ে বলটি ঝুড়ি থেকে তুলে ছুঁড়ে দিলো। আগেই আকবর সেদিকে ঘোড়া ছুটিয়েছেন এবং কাছে পৌঁছে তিনি জ্বলন্ত গোলকটিকে পোলোর ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করলেন। খেলা শুরু, তিনি চিৎকার করলেন। শীঘ্রই আধার ঘেরা নদীর তীরটিতে ঘোড়ার খুরের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো এবং সেই সঙ্গে হাস্যরত মানুষের উল্লসিত চিৎকার। খেলা চললো ততক্ষণ পর্যন্ত যখন চাঁদ আকাশের অনেক উপরে পৌঁছে যমুনার কাদাজলকে তরল রূপায় পরিণত করলো।

সেদিন রাতে যখন হেকিম আকবরের আড়ষ্ট পেশীগুলি গরম তেল দিয়ে মালিশ করছিলো তখন আকবর চিন্তা করছিলেন কেনো তৈমুর একবারও যুদ্ধে পরাজিত হননি। তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রমণ করতে পছন্দ করতেন- আঘাত এবং তারপর পলায়ন। এভাবেই তিনি সমগ্র এশিয়াতে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, কোনো বস্তুগত বা মানুষের বাধা তা যতোই শক্তিশালী হোক, তার অগ্রগতিকে প্রতিহত করতে পারেনি। বরফে জমাট বাধা হিন্দুকুশ পর্বতের খাড়া ঢাল বেয়ে নামার সময় তিনি মানুষখেকো

উপজাতিদের আক্রমণ এতো সহজে মোকাবেলা করেছেন যেনো তিনি তাঁর লোমশ পোষাকের গা থেকে মাছি তাড়িয়েছেন।

তৈমুরের যুদ্ধ কৌশলগুলি হয়তো রানা উদয় সিং এর মতো আধুনিক শত্রুদের মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যারা কামান দ্বারা সুসজ্জিত এবং মরুভূমিতে গড়ে তোলা উঁচু দেয়াল বিশিষ্ট দূর্গে অবস্থান করছে, আকবর ভাবলেন। কিন্তু তৈমুরের আত্মবিশ্বাস এবং লক্ষ থেকে বিচ্যুত না হওয়ার চূড়ান্ত প্রত্যয় দুশ বছর আগে যেমন ছিলো, এখনো তেমনি ভাবে কার্যকরী। যোদ্ধা পূর্বপুরুষের সমকক্ষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এমন দুরন্ত শক্তিতে আকবরের রক্তের শিরায় চঞ্চলতা সৃষ্টি করছিলো যে তিনি হেকিমের মালিশরত হাতের নিচে স্থির থাকতে পারছিলেন না। কিন্তু সেই দিন আর বেশি দূরে নয় যখন আগ্রা দূর্গের সিংহদ্বার থেকে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে এবং মোগল সৈন্যরা দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত রাজস্থানের ফ্যাকাশে কমলা বর্ণের মরুভূমি দিয়ে মেওয়ার এর দিকে যাত্রা করবে উদ্ধত রানাকে শায়েস্তা করার জন্য। আকবরের মা হামিদা তাঁর কাছে রাজস্থানের মরুভূমির এতো পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন যে তিনি আগ্রায় বসেই সেখানকার শুষ্ক বালুময় বাতাস এবং সেখানে বিচরণকারী ময়ূরের কর্কশ ডাকের আবহ অনুভব করছেন। রাজস্থান সম্পর্কে হামিদার এই সুগভীর জ্ঞান অস্বাভাবিক কিছু নয়। তিনি সেখানকার একটি ছোট মরুশহরে আকবরকে জন্ম দিয়েছেন যখন তিনি এবং হুমায়ুন রাজপুত রাজার ধাওয়ার মুখে আত্মগোপন করেছিলেন। ঐ রাজা শপথ নিয়েছিলো সে আকবরকে হামিদার গর্ভ থেকে জীবন্ত কেটে বের করে অজাত (এখনো যার জন্ম হয়নি) শিশুটিকে শের শাহ্ এর কাছে উপহার হিসেবে পাঠাবে। শের শাহ্ সেসময় হুমায়ূনকে সিংহাসন চ্যুত করেছিলো।

সেই রাজপুত রাজা এখন মৃত। কিন্তু উদয় সিংকে দমন করা এবং মেওয়ার এর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা তখন সময়ের দাবি। আগ্রা থেকে দক্ষিণ দিকে যাওয়ার একমাত্র পথে মেওয়ার এর অবস্থান হওয়ায় কৌশলগত ভাবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কল্পনার চোখে আকবর দেখতে পেলেন তাঁর সৈন্যরা উদয় সিং এর রাজধানী চিত্তরগড় দূর্গের দরজা আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলছে, যেখানে তার পরিবার আটশ বছর ধরে বসবাস করছে। রাজপুতদের নেতা উদয় সিংকে পরাজিত করতে পারলে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে তাঁকে সকলে ভয় পাবে এবং সম্মান করবে এবং আর কেউ তার বিরোধীতা করার সাহস পাবে না।

.

০৭. জাফরানী যোদ্ধা

ডিসেম্বরের এক মেঘশূন্য দিন। তখন ভোরবেলা, আকবর মেওয়ার এর রানার বিশাল দুর্গ-শহর চিত্তরগড়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন-তার পাশে আহমেদ খান দাঁড়িয়ে আছেন। দুর্গের বালুপাথরের দেয়াল তিন মাইলের বেশি দীর্ঘ। রাজস্থানের শুষ্ক মালভূমি থেকে খাড়া পাঁচশ ফুট উপরে পাথুরে দেয়াল নিয়ে বর্ধিত হয়ে আছে দুর্গের কাঠামো। দুর্গপ্রাচীরের ভিতর রয়েছে মন্দির, রাজপ্রাসাদ, বাড়িঘর, বাজার এবং সেনা শিবির।

ইতোমধ্যে ছয় সপ্তাহ ধরে দুর্গশহরটিকে অবরোধ করে রাখার পরও কোনো প্রতিক্রিয়া না হওয়ায় আকবর ভীষণ হতাশ হয়েছেন। প্রাথমিক ভাবে তিনি নিজেদের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। তারা চিত্তরগড়কে সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলেছেন, শহরগামী খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে এবং রাজপুতদের পাঠানো অনুসন্ধানী দলের সদস্যদের হয় বন্দী করা হয়েছে নয়তো হত্যা করা হয়েছে। বন্দীদের কাছ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পাওয়া গেছে। একটি দশ বছর বয়সি হাড্ডিসার বালক তার দুই বড়ভাই সহ ধরা পড়েছে। তারা মরিয়া হয়ে দূর্গের বাইরের দিকের দেয়াল বেয়ে নেমে এসেছিলো খাদ্যের সন্ধানে। আকবরের সৈন্যরা বালকটিকে তার ভাইদের কাছ থেকে পৃথক করে ফেলে এবং সদ্য ঝলসানো ভেড়ার মাংসের লোভ দেখায়। অনেক মিষ্টি কথায় প্ররোচিত করার পর সে বলে, উদয় সিং নিজে প্রতিরোধকারী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করছে না। জয় মাল এবং পাট্টি নামের দুইজন সেনাপতিকে সে এ দায়িত্বে নিযুক্ত করেছে। বালকটি

আরো বলে, উদয় সিং আরাভাল্লি নামক পার্বত্য এলাকায় নিজের নামানুসারে উদয়পুর নামের একটি নতুন রাজধানী নির্মাণে ব্যস্ত আছে।

বালকটির ভাইয়েরা যখন জানতে পারলো সে তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছে তখন তারা তাদের ছোটভাই এর প্রতি যে প্রতিক্রিয়া দেখালো তাতে রাজপুতদের নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। তারা বালকটিকে আক্রমণ করে তার গলাটিপে মারার চেষ্টা করে কিন্তু রক্ষীরা বাধা দেয়ায় ব্যর্থ হয়। কিন্তু পরের দিন তারা আবারও আক্রমণ করে যখন তাদের তিনজনকে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে অবরোধ তৈরির জন্য পাথর ভাঙ্গার কাজে নিয়োগ করা হয়। এবারে সবচেয়ে বড় ভাইটি বালকটির মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করে মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করলো। যখন আক্রান্ত বালকটির কাছ থেকে তার ভাইকে সবলে টেনে সরানো হচ্ছিলো সে চিৎকার করে বলে, তুমি নাস্তিক আক্রমণকারীদের কাছে তথ্য ফাঁস করেছে। তুমি আর আমার ভাই নও। এমনকি তুমি এখন এক নজন রাজপুতও নও।

আকবর ঘটনাটি শুনে বালকটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, ভালো কাপড় পড়িয়ে শিবিরের রান্নাঘরে কাজে নিয়োজিত করার আদেশ দেন। এসম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, খাবারের প্রতি দুর্বলতার কারণে চিত্তরগড়ের আক্রমণকারীদের রান্নাঘরে কাজ করা তার উপযুক্ত নিয়তি। কিন্তু বালকটির কাছ থেকে চিত্তরগড়ে প্রবেশ করার কোনো গোপন পথ সম্পর্কিত তথ্য উঘাটন করা গেলো না। বয়স্ক বন্দীদের বলপূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ এবং নির্যাতন করেও এ জাতীয় কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। হয়তো সেখানে প্রবেশের কোনো গোপন পথ আদতে নেই।

আকবর এবং তাঁর সেনাপতিরা দুর্গে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার শুরুর দিকের সাফল্যের আশা ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছিলো। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন দুর্গ থেকে বর্ষণ করা কামানের গোলার বিপরীতে তার সৈন্যরা ঢেউ এর পরে ঢেউ এর মতো করে আক্রমণ চালাবে। উদ্দেশ্য মালভূমি থেকে শহরের প্রধান ফটক পর্যন্ত পাঁচশ গজ দীর্ঘ সর্পিলভাবে উপরের দিকে প্রসারিত পথটিকে আঘাত করা। প্রধান ফটকটি পাহাড়ের বর্ধিত অংশের শীর্ষে অবস্থিত। কিন্তু আকবরের আক্রমণকারী সৈন্যদের কেউ পথটির নিচ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছিলো না। যখনই তারা ঘোড়া ছুটিয়ে পথটির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো-আকবর অসহায়ভাবে দেখছিলেন, কমলা রঙের পাগড়ি পরিহিত রাজপুতরা মোগলদের ছোঁড়া কামান এবং গাদা বন্দুকের তোপ উপেক্ষা করে চিত্তরগড়ের প্রতিরক্ষা প্রাচীরের পেছন থেকে মোগল সৈন্যদের দিকে গাদাবন্দুকের গুলি এবং বৃষ্টির মতো তীর ছুঁড়ছিলো। এতে মোগল সৈন্য এবং তাঁদের ঘোড়াগুলি বিপুল সংখ্যায় মারা পড়ছিলো অথবা আহত হচ্ছিলো এবং অনেক আহত সৈন্য দুর্গের সামনের উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকছিলো। হতাশ আকবর দেখছিলেন তাঁর আরো সৈন্য মারা পড়ছে যখন তারা তাদের আহত সঙ্গীদের নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিলো।

উদ্ধার প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে ক্রমান্বয়ে এতো সৈন্যের মৃত্যু হলো যে আকবর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হলেন সেনা কর্তাদের আদেশ করতে যাতে তারা অন্ধকারের আড়াল ছাড়া উদ্ধার কার্য চালাতে না দেয়। রাজপুতরা এতো সফল ভাবে মোগল সৈন্যদের আহত বা হত্যা করছিলো যে মনে হচ্ছিলো চাঁদের আলোতেও তারা ভালো দেখতে ও শুনতে পাচ্ছে।

পরবর্তী দিন গুলিতে মোগল সৈন্যদের আক্রমণ অব্যাহত থাকলো কিন্তু আহত সৈন্যদের সাহায্যের আবেদন, পানি খাওয়ার আকুতি এবং শেষ মুহূর্তে তাদের মা ও আল্লাহর কাছে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের প্রার্থনা আকবর এবং তাঁর সেনাকর্তাদের ভীষণ কষ্ট দিতে লাগলো। আহত ঘোড়াগুলির যন্ত্রণাক্লিষ্ট হেষাধ্বনিও একই রকম কষ্টদায়ক মনে হচ্ছিলো। ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহগুলিকে মাছির ঝাক ঘিরে ধরছিলো এবং সেগুলি থেকে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিলো। এই দুর্গন্ধ আকবরের শিবিরের চারপাশের বাতাস বিষাক্ত করে তুললো এবং তা থেকে খানিকটা রেহাই পাওয়ার জন্য তিনি চন্দন কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালাতে আদেশ দিলেন।

হার না মানার দৃঢ় সংকল্পে আকবর সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর শিবিরে ঘুরে ঘুরে টহল দিচ্ছিলেন সৈন্যদের উৎসাহ প্রদানের জন্য। তিনি রাতের বেলা পাথর এবং মাটি ছুঁড়ে ঢিবি বা অবরোধ তৈরির আদেশ দিয়েছিলেন যাতে দিনের আক্রমণের সময় সেগুলির আড়াল পাওয়া যায়। যদিও সৈন্যরা আহত বা নিহত হয়ে দুর্গগামী ঢালু পথটির গোড়ায় পৌঁছাতে পেরেছিলো কিন্তু তারা আর অগ্রসর হতে পারছিলো না, বরং প্রতি আক্রমণের চাপে তারা বাধ্য হচ্ছিলো পিছিয়ে এসে ঢিবির আড়ালে আশ্রয় নিতে এবং সম্ভব হলে আহতদের সাথে করে নিয়ে আসতে।

একদল দক্ষ মোগল যোদ্ধা দুর্গগামী পথটিতে পুনরায় আঘাত হানার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। এবার আকবর এবং তাঁর সেনাপতিরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আক্রমণের অগ্রভাগে হাতি ব্যবহার করবেন। সৈন্যরা হাতির পিঠের হাওদার উপর উঠতে লাগলো। সাফল্যের

সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য হাতিগুলিকে সাধারণের তুলনায় অধিক পুরু ইস্পাতের বর্ম পড়ানো হয়েছে। হাওদাতেও ভারী কাঠের আস্তরণ যোগ করা হয়েছে এতে অবস্থানকারী বন্দুকধারী ও তীরন্দাজদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য। হাওদাগুলি সৈন্য দ্বারা পূর্ণ হওয়ার পর হাতিগুলির কানের পিছনে ঘাড়ের উপর বসে থাকা মাহুতেরা বিশেষ কায়দায় টোকা মেরে তাঁদের দাঁড়ানোর সংকেত দিলো। পিঠে ও শরীরে অতিরিক্ত বোঝা নিয়ে অনেক ধীরে গদাইলস্করি চালে হাতি গুলি উঠে দাঁড়াতে লাগলো। হাতির পেছনে পদাতিক এবং অশ্বারোহী যোদ্ধারাও সঙবদ্ধ হচ্ছিলো।

আকবর তার উঁচুপাটাতনের উপর থেকে দেখতে পেলেন চিত্তরগড়ের প্রতিরোধকারীরা দুর্গের রক্ষাপাচিলের কাছে বিপুল সংখ্যায় সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। তারা আঁচ করতে পেরেছে তাদের উপর আরেকটি আক্রমণ শুরু হতে যাচ্ছে। মোগলরা বন্দুকের সীমানার বাইরে থাকলেও রাজপুতরা দুর্গ থেকে তাঁদের দিকে তীর বর্ষন করলো। অনেক তীর গতি হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো এবং হাতি বা সৈন্যদের বর্ম ভেদ করতে পারলো না, বাকিগুলি ঢাল দিয়ে প্রতিরোধ করা হলো। কিন্তু কিছু তীর ঘোড়াগুলিকে এবং অপেক্ষাকৃত কম প্রতিরোধ বিশিষ্ট পদাতিক সৈন্যদের আহত করলো।

আহমেদ খান, আক্রমণে সফল হওয়ার জন্য আমাদের এখনই অগ্রসর হওয়া উচিত। হাতিগুলিকে সামনে আগানোর আদেশ দিন এবং তাদের রক্ষা করার জন্য কামান ও তীর ছুঁড়তে বলুন। আমি অশ্বারোহীদের প্রথম দলের সঙ্গে হাতিবাহিনীর পিছু পিছু অগ্রসর হবো।

আহমেদ খানের নির্দেশ পেয়ে অতিরিক্ত বোঝায় ভারাক্রান্ত হাতিগুলি ধীরে শুষ্ক পাথুরে মাটির উপর দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো। এবারও প্রতিরোধকারীদের তীরের আক্রমণ তেমন সফল হলোনা। তীরগুলি হাতির ইস্পাতের বর্মে বাড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো কিম্বা কোনো ক্ষতি না করে হাওদার কাঠের আচ্ছাদনে বিধে থাকছিলো। কিন্তু মোগলরা যখন বন্দুকের গুলির আওতায় পৌঁছালো তখন একটি হাতি হঠাৎ থমকে গেলো, মনে হলো গুলি খেয়েছে। তারপর সেটি আবার তার সঙ্গীদের অনুসরণ করে শ্রান্তভাবে এগুতে শুরু করলো কিন্তু হাটার সময় পাথুরে মাটির উপর সৃষ্টি করলো রক্তের রেখা। মাঝে মধ্যে দুই এক জন সৈন্য আহত হয়ে হাওদার উপর থেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলো কিন্তু তীব্র উত্তেজনা নিয়ে আকবর প্রত্যক্ষ করলেন হাতিবাহিনী পূর্বের যেকোনো আক্রমণের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর হতে পারছে। খুব শীঘ্রই তারা দূর্গগামী পথের পাদদেশে পৌঁছে যাবে। এখন সময় হয়েছে তাঁর নিজের অশ্ব বাহিনীকে প্রস্তুত করার।

সকলে আমাকে অনুসরণ করো। চিত্তরগড় আমাদের হবে, নিজের ঘোড়াটি দুলকি চালে ছুটিয়ে আকবর চিৎকার করে উঠলেন। হাতিগুলি যদি দুর্গগামী পথের কাছে পৌঁছাতে পারে তাহলে তিনি তার অশ্ববাহিনী নিয়ে পরবর্তী আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত থাকতে চান। এ সময় তিনি দেখলেন কিছু আগুন ভরা মাটির পাত্র চিত্তরগড়ের দুর্গপ্রাচীর থেকে হাতিগুলির দিকে ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সেগুলি হাতিরগুলির উপর পড়লো না বরং কোনো ক্ষতি না করে ছড়িয়ে থাকা পাথরের উপর বিস্ফোরিত হলো। হঠাৎ দুর্গের ধাতু নির্মিত প্রধান ফটকের মাঝে সংযুক্ত ছোট দড়জা দিয়ে কমলা-পাগড়ি পড়া কিছু রাজপুত বেরিয়ে এলো। প্রথম লোকটি জ্বলন্ত কাঠি দিয়ে তার হাতে থাকা বড় একটি মাটির পাত্রে আগুন ধরাল। তারপর পাত্রটিতে বাধা দড়ি ধরে সেটা মাথার উপর ঘুরাতে ঘুরাতে

ঢালু পথ বেয়ে হাতিগুলির দিকে ছুটে আসতে লাগলো। তাকে অনুসরন করে আসা অন্য রাজপুতদের হাতেও অনুরূপ আগুনের হাড়ি দেখা যাচ্ছে। যুদ্ধের সরোগোল তখন তুঙ্গে উঠেছে, আকবর দেখলেন হাওদার উপর থাকা সৈন্যরা বন্দুক এবং তীর ছোঁড়া শুরু করেছে। গুলি খেয়ে অনেক রাজপুত আগুনের পাত্রসহ ঢালু পথের উপর গড়িয়ে পড়ল কিন্তু বাকিদের দৌড় অব্যাহত থাকলো। বন্দুকের গুলিতে হাড়ি ফেটে তাদের একজনের গায়ে আগুন লেগে গেলো। একসময় অগ্রসরমান মানব মশালটি অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়ে লুটিয়ে পড়লো কিন্তু তার আগে হাত তুলে সাথীদের এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান করলো। কিছু রাজপুত আক্রমণকারী, গুলি বা তীর বিদ্ধ হয়ে পথের পার্শ্বস্থ নিচু দেয়াল টপকে নিচের মাটিতে আছড়ে পড়লো। বাকিরা তাঁদের সঙ্গীদের মৃত্যুদৃশ্য উপেক্ষা করে এবং তাঁদের দিকে ধাবিত গুলি বা তীরের তোয়াক্কা না করে এগিয়ে আসতে লাগলো।

রাজপুতরা দূর্গ থেকে বের হয়ে আসার এক দুই মিনিট পরের ঘটনা। তাদের সর্ব সম্মুখে থাকা লোকটি তার হাতের জ্বলন্ত পাত্রটি আকবরের প্রথম হাতিটির দিকে ছুঁড়ে মারলো, হাতিটি তখন দুর্গগামী ঢালু পথটির উপর সবেমাত্র সেটার সামনের একটি পা রেখেছে। লোকটি এক মুহূর্ত পর কপালে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়লো কিন্তু তার ছুঁড়ে দেয়া পাত্রটি প্রথম হাতিটির মাথায় বিস্ফোরিত হলো এবং আলকাতরার তরল আগুন সেটার বর্ম বেয়ে ছড়িয়ে পড়লো। আগুন সম্ভবত হাতিটির চোখ আক্রান্ত করলো অথবা বর্মের ভিতর ঢুকে গেলো কারণ, ব্যাথায় সেটি পাগলের মতো মাথা দুলিয়ে আর্তচিৎকার করতে লাগলো এবং হুড়মুড় করে ঘুরে পেছনের হাতিটিকে আঘাত করলো, একই সাথে পেছনের হাতিটির হাওদায় আগুন লাগিয়ে দিলো। ছুটে আসা রাজপুতদের মধ্যে যারা বেঁচে গিয়েছিলো তাঁদের ছোঁড়া পাত্রগুলিও তখন লক্ষ্যভেদ করলো।

আতঙ্কিত আকবর দেখলেন আগুন আক্রান্ত হাতিগুলির হাওদা থেকে তাঁর সৈন্যরা মাটিতে লাফিয়ে পড়ে পিছিয়ে আসতে লাগলো। কেউ কেউ মাটিতে গড়িয়ে গায়ের অগুন নেভানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো। আরো হাতি ঘুরে যেতে শুরু করলো শরীরে জ্বলতে থাকা আগুন নিয়ে। আকবর দেখলেন একজন মাহুত তার হাতিটির মাথায় ইস্পাতের শলাকা গেথে দিলো। মাহুতরা আহত হাতিদের উন্মত্ততা রোধ করার জন্য এভাবে তাদের হত্যা করে। বিশাল হাতিটি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে স্থির হয়ে রইলো। আরেকজন মাহুত মনে হলো ততোটা সাহসী নয়। সে তার হাতির ঘাড় থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে পালালো। চালক বিহীন হাতিটি হাওদায় জ্বলতে থাকা আগুন নিয়ে উন্মত্তের মতো মোগলদের তৈরি করা কৃত্রিম ঢিবির দিকে ছুটে এলো। একটি ঢিবির সাথে সংঘর্ষের পর সেটি গড়িয়ে পড়লো। পড়ার পর সেটার অরক্ষিত পেটটি আকবরের বন্দুকধারীদের নিশানার শিকার হলো। মৃত্যুবেদনায় সেটি জ্বলন্ত হাওদাসহ প্রচণ্ড শক্তিতে গড়ান মেরে তাতে আটকা পড়া সৈন্যদের পিষ্ট করে তাদেরও মরণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলো। মানুষ এবং পশুর মাংসপোড়া তীব্র গন্ধ তখন বারুদের গন্ধের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। আকবরের নাকে সেই গন্ধ পৌঁছালো এবং তিনি বুঝতে পারলেন এই আক্রমণটি পূর্বের সকল আক্রমণের মতোই ব্যর্থ হয়েছে। নিষ্ফল মৃত্যুর হাত থেকে সৈন্যদের বাঁচানোর জন্য তিনি হাত তুলে ইশারা করলেন পিছিয়ে আসার এবং নিজের ঘোড়াটিকেও ঘুরিয়ে নিলেন। তিনি এই অচল অবস্থা কীভাবে অতিক্রম করবেন?

*

সেই সন্ধ্যায় আকবর তার যুদ্ধকালীন প্রিয়বেশ সোনার পাত মোড়া বক্ষ বর্মের কাঁধে ডুবন্ত সূর্যের প্রতিফলন নিয়ে গাঢ় লাল বর্ণের যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ তাবুতে প্রবেশ করলেন। তাঁর চেহারা বিষণ্ণ। তাবুটিতে যুদ্ধমন্ত্রণাসভা আহ্বান করা হয়েছে। কার্যকর হতে পারে এমন কোনো নতুন যুদ্ধ কৌশল আকবরের মাথায় খেলছে না। অর্ধবৃত্তাকারে আসনসিঁড়ি হয়ে বসে থাকা আহমেদ খান এবং অন্যান্য সেনাপতিদের মাঝখানে তার জন্য নির্ধারিত ছোট আকারের সিংহাসনে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। এই মুহূর্তে এদের সহযোগিতা এবং উপদেশ তিনি যতোটা প্রয়োজন মনে করছেন তেমনটি আর কখনোও করেননি। তাঁর এটাও মনে হচ্ছে যে এই দলটি খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ। যেমন এদের মধ্যে রয়েছে মোহাম্মদ বেগ, তিনি মোগল সেনাবাহিনীতে আহমেদ খানের চেয়েও পুরানো। যৌবনে তিনি পানি পথে বাবরের পক্ষে লড়েছে, পরে হুমায়ূনের পক্ষে। তারপর রয়েছে চৌকো কাধ বিশিষ্ট আলী গুল। সে অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং তাজাকিস্তানের লোক। সে কেবল হুমায়ূনের শেষের দিকের কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। বাকিরা আরো নতুন অনুগামী। যেমন বিশাল এবং শক্ত গড়নের অধিকারী রাজা রবি সিং, এই মুহূর্তে সে সশব্দে কাঠবাদাম চিবুচ্ছে। সে একজন রাজপুত এবং হিমুকে পরাজিত করার পর পর সে আকবরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। আকবরের এই সেনাপতিদের পরিচয় বা বয়স যাই হোক না কেনো, তাঁদের প্রত্যেকের মুখে তখন লজ্জার ভাব বিরাজ করছিলো।

আজকের আক্রমণের সময় কতজন নিহত হয়েছে? আকবর জিজ্ঞাসা করলেন।

আহমেদ খান উত্তর দিলেন। আমরা আমাদের শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধ হাতিগুলিকে হারিয়েছি এবং তিনশোর উপরে সৈন্য মারা গেছে। আরো অনেকে মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়েছে, তারা হয়তো বাঁচবে না।

অনেক ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও এই আক্রমণের প্রয়োজন ছিলো, আকবর বললেন। আমাদের আরো অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে যেমনটা আমরা হাতির হাওদা গুলিকে তীর এবং গুলি রোধক করার ক্ষেত্রে করেছি। আমরা চিত্তরগড় দখল করার আগে রাজা উদয় সিং যাতে আরো সমন্বিত সেনাবাহিনী গঠন করতে না পারে বা অন্যান্য রাজপুতদের সঙ্গে মিত্রতার মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ না পায় সেই উপায় বের করতে হবে।

তার পক্ষে মিত্র যোগাড় করা সম্ভব হবে না, রবি সিং শান্ত স্বরে বললো।

সমগ্র রাজস্থানে একক আধিপত্য বিস্তারের জন্য দীর্ঘদিন ধরে মেওয়ার এর রানারা পরস্পরের প্রতি বৈরী মনোভাব সম্পন্ন।

শুনে খুশি হলাম। কিন্তু কেউ কি বলতে পারেন, আগে কখনোও চিত্তরগড়কে দখল করা সম্ভব হয়েছিলো কিনা, বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া?

হ্যাঁ, মোহাম্মদ বেগ উত্তর দিলো, তার বন্ধুর ও ভাঙ্গা নাকটি চুলকাতে চুলকাতে। দুইশ বছরের বেশি সময় আগে আলাউদ্দিন খিলজি চিত্তরগড় জয় করেছিলো এবং ইদানিং কালে গুজরাটিরা।

আমরা তাঁদের যুদ্ধ কৌশল থেকে কিছু শিখতে পারি কি?

আলাউদ্দিন খিলজি কীভাবে চিত্তরগড় দখল করেছিলেন আমি তা জানি না, সে কাহিনী ইতিহাসের গর্ভে অনেক আগে হারিয়ে গেছে। আপনার পিতা চাম্পনির অবরোধ করার পর আমি গুজরাটে ছিলাম এবং তখন এক বুড়ো গুজরাটের কাছে আমি চিত্তরগড় দখলের কাহিনী শুনি। সে বলে, তারা ঢিবির অবরোধ সামনে এগিয়ে নিয়ে-এখন আমরা যেমন করছি, সেভাবেই প্রথমে সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। এমনকি তারা করিডোরের মতো লম্বা আড়ালও তৈরি করেছিলো পশুর চামড়া মোটা ভাবে স্থাপন করে এবং সেটার সাহায্যে ঢালু দুর্গমুখী পথের বেশ খানিকটা অগ্রসরও হয়েছিলো। কিন্তু আমি জানতে পারি তাঁদের চূড়ান্ত জয় হয়েছিলো অবরুদ্ধ দুর্গবাসীদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ এবং রোগ ছড়িয়ে পড়ার কারণে। আমি করিডোর এর মতো ঢাকনার কথা আগেই হয়তো বলতাম কিন্তু আমার মনে হয়েছে সেটার সাহায্যে তীরের আক্রমণ ঠেকানো গেলেও কামান বা বন্দুকের গুলি ঠেকানো সম্ভব হবে না।

কিন্তু ঢাকনাটির পাশে পাথর ও মাটি লাগিয়ে এবং ছাদে পুরু তক্তা লাগিয়ে আমরা কি সেটার সহ্যক্ষমতা বাড়াতে পারতাম না? আহমেদ খান জিজ্ঞাসা করলো।

সেটা করতে অনেক সময় লাগবে এবং অনেক প্রাণহানিও ঘটবে, আলী গুল বলে উঠলো।

কিন্তু এ পর্যন্ত করা নিষ্ফল আক্রমণগুলিতেও আমাদের অনেক প্রাণহানি ঘটেছে, আকবর যুক্তি দিলেন। আমার পিতামহ বাবর একবার বলেছিলেন যে কোনো সম্রাটের যুদ্ধ জয় বা রাজ্যের প্রসার ঘটানোর জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রস্তুতি থাকতে হবে- বিশেষ করে তার নিজের, নিজ পরিবারের এবং নিকটবর্তী অনুগামীদের জীবন। একমাত্র বিজয় অর্জন করার পরেই সে যুদ্ধে নিহতদের পরিবারকে সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারে এবং সাধ্য মতো ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারে। করিডোরের মতো ঢাকনার বুদ্ধিটি আকর্ষণীয়। আপনারা সেটা তৈরির খসড়া পরিকল্পনা অঙ্কন করুন। যথেষ্ট পাথর এবং কাঠ জোগাড় করার জন্য লোক পাঠান। যারা করিডোরটি নির্মাণ করবে তাদের নিরাপত্তার জন্য গুজরাটিদের মতো মোটা চামড়ার আবরণ তৈরি করুন। এর সাহায্যে তীরের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হবে। তাছাড়া রাজপুতরা অনির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে অহেতুক কামান বা বন্দুক ছুড়বে না, তাঁদের বারুদের মজুত শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়।

*

সদ্য তৈরি করা দুটি করিডোরের একটির প্রবেশ পথের সামনে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন আকবর। তিনি বেশ আশান্বিত বোধ করছেন। যা অনুমান করেছিলেন তার তুলনায় কম সময়ে সেগুলি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত বন থেকে উত্তম মানের কাঠ যোগাড় করা গেছে। বন্দীদের পাথর জোগাড় করার কষ্টসাধ্য কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিলো। আকবরের অনুমান অনুযায়ী চিত্তরগড়ের প্রতিরোধকারীরা কামান বা বন্দুক ছুঁড়ে তাদের বারুদের অপচয় করেনি। চামড়ার তৈরি

পর্দা দিয়েও তীরের আক্রমণ অনেকটা প্রতিরোধ করা গেছে। তারপরও করিডোর তৈরির সময় প্রতিদিন প্রায় একশ মজুর নিহত হয়েছে। এই দরিদ্র লোক গুলিকে রৌপ্যমুদ্রার লোভ দেখিয়ে কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিলো। আকবর তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জীবিত এবং মৃত মজুরদের নামের তালিকা প্রস্তুত করার আদেশ দেন, যাতে যুদ্ধ জয়ের পর জীবিতদের এবং মৃতদের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যায়।

যে করিডোরটির ভিতর আকবর প্রবেশ করছিলেন সেটা বিশাল আকারে তৈরি করা হয়েছে। মোহাম্মদ বেগকে এ কাজের তদারকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিলো। সে গর্বের সঙ্গে নিশ্চয়তা প্রদান করে বলেছে- এটি পাশাপাশি দশজন অশ্বারোহীর স্থান সংকুলানের মতো চওড়া এবং একদল ষাঁড় ছোট আকারের কামান সহ এর মধ্যে এটে যাবে। তাছাড়া সেটি একটি বড় আকারের যুদ্ধ হাতি হেঁটে যাওয়ার মতো উঁচু।

মোহাম্মদ বেগ, করিডোরটি এখন পর্যন্ত কতোদূর প্রসারিত হয়েছে? আকবর জিজ্ঞাসা করলেন।

এর শেষ মাথা দুর্গমুখী পথের গোড়া থেকে এখনো প্রায় একশ গজ দূরে আছে। তিনদিন আগে আমরা একটি বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। এক রাজপুত যোদ্ধা করিডোরের ছাদের কয়েকটি তক্তায় আগুন ধরাতে সক্ষম হয়, কিন্তু আমাদের সাহসী মজুররা শিবিরের কুয়া থেকে বালতি করে পানি নিয়ে সেই আগুন নিভিয়ে ফেলে। ফলে করিডোরের সামনের অংশ ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

এমন লোকদের নাম আমাকে জানাবেন যারা বুদ্ধির জন্য বিশেষ পুরষ্কারের দাবিদার।

জ্বী জাহাপনা।

এখন আমি নিজে ভিতরটা যাচাই করে দেখতে চাই। আকবর তার কালো ঘোড়াটির পাঁজরে আলতো গুতো মেরে করিডোরের প্রবেশ পথের ভিতর ঢুকে গেলেন, তাঁকে অনুসরণ করলেন মোহাম্মদ বেগ। পুরু কাঠের ছাদের জন্য ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু ভেজা মাটি, ধোয়া, ঘাম, মানুষ এবং পশুর প্রস্রাব ও মলের সম্মিলিত গন্ধ আকবরের নাকে ধাক্কা দিলো। মাঝে মধ্যে দেয়ালে গোজা মশাল থেকে কিছুটা আলো পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিটি মশালের সামনে একজন করে মজুর চামড়ার বালতিতে বালু এবং পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যাতে ছাদের রজন কাঠে আগুন লেগে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা নেভাতে পারে। এই সব মজুররা কেবল ছিন্ন পিরান এবং নেংটি পরে আছে। আকবর তাঁদের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় তারা ঝুঁকে সম্মান জানালো। মাঝে মধ্যে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে তাঁদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বাক্য বিনিময় করছিলেন। তারা কোথা থেকে এসেছে কিম্বা তাঁদের পরিবারে কতোজন সদস্য আছে, এই জাতীয় প্রশ্ন করছিলেন তিনি। আবার এগিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাদের একটি করে মুদ্রাও উপহার দিচ্ছিলেন। একজন কুচকে যাওয়া চামড়া বিশিষ্ট সাদা চুলের মশালধারী আকবরের পাশাপাশি হাটছিলো আর বর্ণনা করছিলো দিল্লীর কাছে গুরগাঁও নামের ছোট গ্রামে তার সর্দারীর গল্প। সেই মুহূর্তে একটি ভোতা শব্দের সঙ্গে করিডোরের দেয়াল কেঁপে উঠলো, ছোট ছোট বহু পাথর এবং বড় একটি দুটি দেয়াল থেকে খসে পড়লো। মশালধারীটি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে উবু হয়ে শুয়ে পড়ল কিন্তু আকবরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কোনো রকমে

আবার হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ালো। আকবর তখন তাঁর পিছিয়ে যেতে চাওয়া ঘোড়াটিকে শক্তভাবে টেনে ধরে রেখেছেন। মশালধারীটি লজ্জিত ভাবে বললো, আমি দুঃখিত জাঁহাপনা। আপনার মতো দাঁড়িয়ে থেকে কামানের গোলার মোকাবেলা করার সাহস আমার নেই।

তুমি তোমার অবস্থানে স্থির থেকেই যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছো, আকবর বললেন। আর একটা কথা মনে রাখবে। কথাটি আমার বাবা যুদ্ধ সম্পর্কে বলেছেন। তুমি যদি কোনো বিস্ফোরণ বা সংঘর্ষের শব্দ শুনতে পাও, বুঝে নেবে তুমি আঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছ।

মশালধারীটি সংক্ষেপে হাসলো। আমি মনে রাখবো জাঁহাপনা। আকবর লোকটিকে কয়েকটি মুদ্রা দিলেন এবং সে হিন্দু কেতায় দুহাত মাথার উপর তুলে তাকে অভিবাদন জানালো। আকবর ঘোড়া চালিয়ে করিডোরের সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। একটু পরেই তিনি এর আকাবাকা বাঁক সত্ত্বেও শেষ মাথার হালকা আলো দেখতে পেলেন। মাঝে মাঝে উভয় পক্ষের বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিলো। একবার তিনি একটি মরণ চিৎকার শুনতে পেলেন, বুঝা গেলো আরেকজন মজুর নিহত হয়েছে।

শীঘ্রই আকবর করিডোরের শেষ মাথায় পৌঁছালেন। সেখানে পাথর এবং কাঠ জড়ো করে রাখা ছিলো অগ্রভাগ বর্ধিত করার জন্য। সুরঙ্গের একটু ভেতরে মজুররা শুকনো মাটিতে পানি মেশাচ্ছিলো দেয়ালকে সুসংহত করার সিমেন্ট হিসেবে ব্যবহারের জন্য। আকবর এবং মোহাম্মদ বেগ ঘোড়া থেকে নামলেন। জাহাপনা আপনি এখানে এলে

চিত্তরগড়ের প্রতিরক্ষা প্রাচীরটি ভালোভাবে দেখতে পাবেন, একজন সেনাকর্তা একটু দূরে খোলা জায়গায় অবস্থিত ঢিবির কাছ থেকে বললো।

সাবধান জাহাপনা। আপনি যদি তাঁদের দেখতে পান, তারাও আপনাকে দেখতে পাবে এবং আপনার সোনার বক্ষ-বর্ম দেখে আপনাকে চিনেও ফেলতে পারে, মোহাম্মদ বেগ বললো।

আমার সৈন্যরা প্রতিদিন এমন ঝুঁকি নিচ্ছে, কাজেই একই কাজে আমি পিছিয়ে যাওয়া উচিত নয়, আকবর বললেন। তিনি সেনাকর্তাটির দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখান থেকে দুর্গের প্রতিরক্ষা প্রাচীরের কিনারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো, সেখানে নজরদারীর জন্য কোনো ধরনের মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে। দুই এক মিনিট তাকিয়ে থাকার পর আকবর লক্ষ্য করলেন দুজন লোক প্রহরা মঞ্চে হাজির হয়ে সূক্ষ্মভাবে মোগলদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছে। তাদের একজন-লম্বা গড়নের এবং কালো দাড়ি বিশিষ্ট, সঙ্গীকে কিছু দেখাতে চাইছে। সূর্যের আলোয় তার আঙ্গুলের আংটির ঝলক এবং চালচলন প্রত্যক্ষ করে আকবর অনুমান করলেন নিশ্চয়ই সে গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবে। আকবর তাঁর সেনাকর্তাটিকে আদেশ করলেন, আমার জন্য দুটি গুলি ভরা বন্দুক আর বন্দুক রাখার তেপায়া এনে দাও, আমি ঐ ভদ্রলোক গুলিকে গুলি করে নিচে ফেলতে চাই।

তৎক্ষণাৎ করিডোরের মুখে অবস্থানকারী দুইজন বন্দুকধারী তাদের বন্দুক এবং তেপায়া আকবরকে দিয়ে দিলো। উপরের দিকে, ছয়ফুট লম্বা বন্দুক তাক করতে হলে আকবরকে মাটিতে অর্ধশায়িত হতে হবে। নিঃশব্দে এবং সতর্কভাবে অত্যন্ত দ্রুত

আকবর আংটি পরিহিত লোকটির দিকে বন্দুক তাক করলেন। নিজেকে যতোটা সম্ভব স্থির করার জন্য দম আটকালেন, তারপর গুলি করলেন। বন্দুকের বারুদের তীব্র ধোয়ায় কাশতে কাশতে আকবর দেখলেন লোকটি মঞ্চ থেকে সামনের দিকে ঝুঁকলো এবং তাঁর থেকে কয়েক গজ দূরে ধুপ শব্দে আছড়ে পড়লো। দ্বিতীয় বন্দুকটি নিয়ে প্রস্তুত হওয়ার আগেই তার সঙ্গীটি অদৃশ্য হলো।

মৃতদেহটা নিয়ে এসো, দেখা যাক আমরা কাকে মারতে পেরেছি। আকবর আদেশ দিলেন। দুইজন সৈন্য ভগ্ন দেহটিকে হেচড়ে তাদের কাছে নিয়ে এলো, আকবরের মনে হলো তাঁর গুলিটি লোকটির ডান কানের উপর আঘাত করেছে। তবে তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারলেন না, কারণ উপর থেকে পতনের ফলে তার মাথার পেছনের অংশের পুরোটাই রক্তাক্ত হয়ে আছে।

স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে সে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলো কিন্তু আমি তাকে চিনতে পারছি না, মোহাম্মদ বেগ বললেন।

আমিও চিনতে পারছি না, আকবর বললেন, কিন্তু রাজা রবি সিং একে চিনতে পারে যদিও এর চেহারা অক্ষত নেই, মেওয়ার এর বহু নেতা তার পরিচিত।

*

কয়েক মাস আগে কাদা এবং পাথর দিয়ে কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা একটি ঢিবির উপর আকবর রাজা রবি সিংকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখানে দাঁড়িয়ে চিত্তরগড়কে একটু ভালোভাবে দেখা যায়। রাজা রবি বলে উঠলো, জাহাপনা সেদিন আপনি আপনার দক্ষ লক্ষ্যভেদের মাধ্যমে জয় মালকে হত্যা করার পর থেকে দুর্গের মধ্যে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। জয় মালের মৃতদেহ ফেরত দেয়ার সময় যদিও রাজপুতরা আপনার উত্থাপিত আত্মসমর্পণের শর্ত প্রত্যাখ্যান করেছে তবুও পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে তারা তার মৃত্যুতে এবং করিডোরের অগ্রগতিতে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তারা করিডোর এবং এর ভিতর দিয়ে টেনে নেয়া কামান ধ্বংসের জন্য আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু আমরা তাঁদের আক্রমণ সহজেই প্রতিহত করতে পারছি। তাছাড়া ইদানিং আমরা তাঁদের যতো সংখ্যক অন্বেষণকারী দলকে পরাস্ত করেছি তার থেকে অনুমান করা যায় তাদের খাদ্যের মজুতও শেষ হয়ে এসেছে।

এরপর তারা কি করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না জাঁহাপনা। তারা দুইজন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। এসময় হঠাৎ আকবর দেখলেন দুর্গের মধ্যে একই সঙ্গে কয়েক জায়গা থেকে কমলা বর্ণের আগুনের শিখা এবং কালো ধোয়া সর্পিল ভাবে আকাশে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তিনি সেখানে এধরনের আগুন পূর্বেও দেখেছেন, তবে তা নির্গত হয়েছে এক জায়গা থেকে। রাজা রবি সিং বলেছিলো সেগুলি যুদ্ধে নিহত গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের চিতার আগুন। জয় মালের মৃতদেহ ফেরত দেয়ার পর যে আগুনটি জ্বালা হয়েছিলো সেটা ছিলো

ভয়াবহ। কিন্তু এখন যে আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে তার তুলনায় সেটি নিতান্তই তুচ্ছ।

ওখানে কি হচ্ছে রবি সিং?

দুর্গ রক্ষাকারীরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে যুদ্ধে জয়ী হওয়া আর তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা নিজেরাই নিজেদের মৃত্যু নির্ধারণ করতে চায়। তারা জওহর সম্পাদন করছে। আপনি যে আগুন দেখতে পাচ্ছেন সেগুলি চিতার জন্য জ্বালা কাঠের স্থূপের আগুন। বিশেষ ভাবে তৈরি মঞ্চ থেকে রাজপুত মহিলা এবং তরুণীরা ঐ আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জীবন্ত পুড়ে মরার জন্য। মায়েরা তাদের শিশুদের বুকে চেপে ধরে আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে। আকস্মিক যে কমলা এবং হলুদ বর্ণের আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে, তার কারণ লোকেরা তখন চিতার মধ্যে বালতিতে করে তেল এবং ঘি ঢালছে, যাতে আগুনের তাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা কষ্ট কম পেয়ে দ্রুত মৃত্যুবরণ করে। তাদের স্ত্রী এবং সন্তানেরা আগেই নিহত হলে তারা আর কষ্ট পাবে না এবং শত্রুর হাতে পড়ে লাঞ্ছিতও হবে না এই ধারণা তাদের মনে সাহস যোগাবে। এই সাহসে বলিয়ান হয়ে আগামী কাল সকাল বেলা ঐ রাজপুত পুরুষ এবং তরুণরা তাঁদের জাফরানী যুদ্ধ পোষাক পরিধান করবে। তারপর নিজেদের ভ্রাতৃত্ববোধ কে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এবং আঘাতের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য সকলে ওপিয়াম মেশান পানি পান করবে। তারপর শেষবারের মতো আকস্মিক বেগে বীরত্বপূর্ণ আঘাত হেনে যতো বেশি সংখ্যক সম্ভব শত্রুকে হত্যা করে নিজেরা মৃত্যুবরণ করবে।

রাজা রবি সিং এর কণ্ঠে একটি শান্তভাব এবং সম্মান সূচক প্রশংসার রেশ পাওয়া গেলো। বস্তুত রবি একজন রাজপুত, আকবর ভাবলেন। যদিও এমন আত্মবিসর্জনের ঘটনা আকবরের কাছে অপরিচিত এবং বিতৃষ্ণাজনক লাগছিলো তবুও তিনি ঐসব মহিলা ও তরুণীদের জন্য কিছুটা হলেও শ্রদ্ধা অনুভব করলেন। ওদের কষ্ট কমার জন্য ঐ আগুন সাদা হয়ে উঠুক, তিনি প্রার্থনা করলেন। তারপর রবিকে বললেন, আপনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ওদের মরণ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নেয়া উচিত। আরো বেশি সংখ্যক কামান করিডোরের ভিতর দিয়ে পাঠানোর নির্দেশ দিন এবং সেগুলিকে যতোটা সম্ভব আড়াল করে দুর্গমুখী পথের দিকে মুখ করে স্থাপন করতে বলুন। আর বন্দুকধারী এবং তীরন্দাজেরা যেনো ভোরবেলায় সুরঙ্গ থেকে বেরিয়ে অবস্থান নেয়। যে মুহূর্তে দুর্গের প্রবেশ দ্বারের পিছনে তৎপরতা দেখা যাবে তখনই অশ্বারোহী এবং হস্তী বাহিনীকে করিডোরের সুরঙ্গে ঢোকার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলুন। কারণ হাতি এবং ঘোড়া সুরঙ্গের অন্ধকারে অবস্থান করতে থাকলে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

পরদিন ভোর বেলা চিত্তরগড়ের দুর্গগামী ঢালু পথের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া করিডোরের ঠিক বাইরে আকবর দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ বেশ পরিধান করে আছেন এবং তাঁর সেনাপতিরা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। সোনার পাত মোড়া বক্ষ-বর্ম তাঁর শরীরে আট করে বাঁধা, মাথায় শিরোস্ত্রাণ এবং কোমরে ঝোলান রয়েছে পিতামহের তলোয়ার আলমগীর-এটি নতুন করে শান দিয়ে ধারালো করা হয়েছে। গতকাল রাতে মোগল সৈন্যরা যখন করিডোরের কাছে এবং ঢালের কাছাকাছি তাড়াহুড়া করে অতিরিক্ত প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছিলো তখন চিত্তরগড়ের প্রতিরোধকারীরা তাঁদের উপর

বিক্ষিপ্তভাবে গুলি বর্ষণ করে। গুলিতে কামান টানতে থাকা তিনটি ষাড় নিহত হয়। বাকি ষাঁড়গুলি ভয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লে কামানটি উল্টে পড়ে এবং কিছু তীরন্দাজ আহত হয়। কিন্তু বাকি কামানগুলি যথাযথ জায়গায় স্থাপন করার সময় রাজপুতরা চুপচাপ ছিলো, বোঝা যাচ্ছিলো পরের দিনের শেষ আক্রমণের জন্য তারা তাদের শক্তি এবং বারুদ মজুত রাখছিলো।

ভোর হওয়ার অনেক আগেই চিত্তরগড়ের পাহারা মিনারের ফাঁক দিয়ে যুদ্ধ ঢাকের উচ্চ শব্দ ভেসে আসতে থাকে। আকবর এতো প্রচণ্ড ঢাকের শব্দ আগে কখনোও শুনেননি। বেশ কয়েক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে কিন্তু ঢাকের ছন্দ সম্মোহনের মতো অব্যাহত রয়েছে, তার সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে যুক্ত হচ্ছে শিঙ্গার আর্তনাদ। মাঝে মধ্যে একত্রে অনেক কণ্ঠের সম্মিলিত গর্জন ভেসে আসছিলো সব শব্দকে ছাপিয়ে। সেটা প্রতিরোধকারীদের হিন্দু দেবতার কাছে প্রার্থনার রব বলে রবি সিং ব্যাখ্যা করে।

তারা কখনো আক্রমণ করবে রবি সিং?

আর বেশি দেরি নেই। তারা ওপিয়ামের প্রভাবে এতোই উন্মত্ত হয়ে উঠেছে যে নিজেদের আর বিরত রাখতে পারবে না।

পনেরো মিনিট পর ধীরে ধীরে বিশাল লোহার গজাল বসানো এবং ধাতব বেষ্টনী যুক্ত দুর্গ দ্বারটি উপরে উঠে যেতে লাগলো এবং এর পেছনের কাঠের দরজাটি খুলে যেতে লাগলো। কাঠের দ্বারে পর্যাপ্ত ফাঁক সৃষ্টি হতেই জাফরানী পোষাক পরিহিত এক যোদ্ধা

একটি সাদা ঘোড়া নিয়ে বাকা তলোয়ার উঁচিয়ে ঢালু পথের উপর দিয়ে ছুটে এলো। তার পিছু পিছু অসংখ্য ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এলো। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলো বয়স্ক এবং তরুণ পদাতিক যযাদ্ধারা। সকলে জাফরানী যুদ্ধ পোষাক পরিহিত এবং সকলের হাতে অস্ত্র ঝলকাচ্ছে। তারা যে রণহুঙ্কার দিচ্ছিলো আকবর তার অর্থ বুঝলেন না। রবি সিং এর অর্থ বুঝিয়ে দিলো, জীবন সস্তা কিন্তু সম্মান সস্তা নয়।

তোমরা সময় বুঝে আক্রমণ শুরু করো। আকবর গোলন্দাজ, বন্দুকধারী এবং তীরন্দাজদের আদেশ দিলেন। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিক্ষিপ্ত কামানের গোলা একটি কালো ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা যোদ্ধাকে আঘাত করলো। সে যখন পড়ে গেলো তার উপর আরেকটি ঘোড়া হোঁচট খেলো এবং পিঠের সওয়ারীকে নিয়ে ঢালু পথটির নিচু পাঁচিল অতিক্রম করে প্রায় একশ ফুট নিচের মাটিতে আছড়ে পড়লো। কিছু যোদ্ধা বন্দুকের গুলি বা তীর বিদ্ধ হলো, কিন্তু বাকিরা নিরবিচ্ছিন্ন গতিতে এগিয়ে এলো হতাহতদের ঠেলে, ঢাল থেকে নিচে ছিটকে পড়া কিম্বা বহমান জাফরানী স্রোতের নিচে পদদলিত হওয়ার দিকে তাদের খেয়াল নেই। আকবরের প্রথম গোলন্দাজ যখন কামানের স্পর্শরন্ধ্রে সবেমাত্র অগ্নিসংযোগ করতে যাচ্ছে ঠিক তখনই তার সামনে হাজির হলো সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়া নেতৃত্বদানকারী যোদ্ধাটি। অগ্নিসংযোগের আগেই দুইজন গোলন্দাজকে তলোয়ার চালিয়ে কেটে ফেললো সে, তারপর দ্বিতীয় কামানটির গোলন্দাজের দিকে ধেয়ে গেলো। কিন্তু এই গোলন্দাজটি আক্রান্ত হওয়ার আগেই কামানে অগ্নিসংযোগ করতে সক্ষম হলো। কামানের গোলাটি একদম কাছ থেকে প্রচণ্ড শক্তিতে নেতাটির পেটে আঘাত করলো এবং তার দেহের উপরের অংশ নিচের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়লো। আশ্চর্যজনকভাবে তার ঘোড়াটি অক্ষত রইলো এবং

আকবরের সৈন্যদের অবস্থানের দিকে ছুটে গেলো। সেটার সাদা শরীর তখন কালচে রক্তে রঞ্জিত এবং সেটার রেকাবে তখনো সওয়ারীর পা আটকে আছে।

এই মুহূর্তে অন্যান্য রাজপুতরা ঢালু পথের নিচে পৌঁছে গেছে এবং মোগল সৈন্যদের আক্রমণ করার জন্য ছড়িয়ে পড়ছে। লড়াই এর আকাক্ষা তাঁদের মধ্যে এতো তীব্র যে, কোনো প্রকার সমর কৌশলের তোয়াক্কা না করে তারা যে দিকে নজর যায় আক্রমণ করতে লাগলো। তাদের এক একজনকে ঠেকাতে একধিক বন্দুকের গুলি বা তীর ছোঁড়ার প্রয়োজন হচ্ছিলো। যতো মারাত্মক ভাবেই জখম হোক না কেনো আকবরের সৈন্যদের কাছে পৌঁছাতে পারলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে সেনাদের মাটিতে আছড়ে ফেলছিলো এবং সাথে থাকা ভারী দ্বিধার তলোয়ার বা খাঁজকাটা খঞ্জর দিয়ে কোপ মারছিলো। আকবর তাঁর একদল বন্দুকধারীকে আক্রান্ত হওয়ার আগেই বন্দুকে গুলি ভরার সময় নেয়ার জন্য তীরন্দাজদের কাছে পিছিয়ে আসার আদেশ দিলেন। দূর্গদ্বারের কাছ থেকে নীচ পর্যন্ত ঢালু পথটি তখন রক্ত এবং হতাহত যোদ্ধাদের দেহে ছয়লাব হয়ে গেছে।

সম্মুখ যুদ্ধে নিজের সৈন্যদের ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে দেখে আকবর স্বস্তি ও পুলক অনুভব করলেন। তাঁর সৈনিকরা রাজপুত যোদ্ধাদের ছোট ছোট দলকে ঘিরে ফেলছিলো। এখন চিত্তরগড়ের দুর্গদ্বার দিয়ে অনেক অল্প সংখ্যক যোদ্ধা বেরিয়ে আসছে। পথের নীচ পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই তারা গুলি বা তীর বিদ্ধ হয়ে হতাহত সাথীদের দেহের উপর লুটিয়ে পড়ছে। যদিওবা কেউ নিচে পৌঁছাচ্ছে সে আকবরের অশ্বারোহী বাহিনীর হাতে কচুকাটা হচ্ছে। রাজপুতদের ছোট ছোট প্রতিরোধগুলি আকবরের

সৈন্যদের নিয়মতান্ত্রিক আক্রমণে বিধ্বস্ত হচ্ছিলো। আকবর অনুভব করলেন এই প্রথম বৈরাম খানের নির্দেশনা ছাড়া তাঁর বহুকক্ষিত বিজয় সন্দেহাতিতভাবে অর্জিত হতে যাচ্ছে। এটি সম্ভবত ভবিষ্যতে আরো অনেক বিজয়ের প্রথমটি। আপন অনুপ্রেরণার পাশাপাশি রাজপুতদের নগ্ন বীরত্ব তাঁকে অভিভূত করলো। এধরনের যোদ্ধারা শত্রুর চেয়ে মিত্র হিসেবেই বেশি কাম্য।

শীঘ্রই যুদ্ধক্ষেত্র স্থবির হয়ে পড়লো। আকবর রবি সিংকে কাছে ডাকলেন। এই সব বীর যোদ্ধাদের তাদের ধর্মমত অনুযায়ী সৎকারের ব্যবস্থা করুন। যেহেতু জয় মালের মৃত্যুর পর উচ্চ পদস্থ সেনাকর্তারা অমার দেয়া আত্মসমর্পণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে তাই তাঁদের কেউ এখনো বেঁচে থাকলে হত্যা করুন। মৃত্যুবরণ করা তাদের জন্য কঠিন হবে না কারণ বেঁচে থাকা তাঁদের জন্য নিজস্ব যুদ্ধনীতির লঙ্ঘন। তারপর দুর্গটি ধ্বংস করুন, যাতে দুর্গটিকে আর আমাদের বিরুদ্ধে কেউ ব্যবহার করতে না পারে এবং অন্যান্য রাজপুত নেতাদের জন্য এটা হবে একটি সতর্কবার্তা যারা আমার মিত্রতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সাহস দেখাতে চাইবে।

.

০৮. হীরা বাঈ

জাহাপনা, প্রভু রায় সূর্যন আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়। রাহুস্তর দূর্গশহরের সীমার ভিতর অবস্থিত নাগরিকদের প্রাণ রক্ষার বিনিময়ে তিনি আপনার জায়গিরদার হওয়ার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। লম্বা এবং তারের মতো পাকানো দেহের অধিকারী বয়স্ক রাজপুতটি মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তার গর্বিতভাব স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছিলো। কথাগুলি বলতে তাকে নিজের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়েছে।

আকবর বিজয়ীর হাসি গোপন করলেন। চিত্তরগড় বিজয়ের পর হত্যা করা যোদ্ধাদের কথা মাঝে মাঝে তার মনে এসেছে কিন্তু সে ব্যাপারে তাঁর কোনো অনুশোচনা নেই। চিত্তরগড় ধ্বংস করার আদেশ প্রদানের বিষয়েও তার মাঝে কোনো খেদ নেই-সে সময় রাজস্থানের বিস্তির্ণ মরুভূমি থেকে শহর ধ্বংসের লাল এবং কমলা রঙের আগুনের শিখা এবং সাথে ধূসর বোয়ার কুণ্ডলী কয়েক দিন পর্যন্ত দেখা গেছে। তাঁর নিষ্ঠুরতার প্রদর্শনী প্রত্যাশিত ফল প্রদান করেছে। আকবর রাহুস্তর নামের আরেকটি রাজপুত দুর্গশহর অবরোধ করেছিলেন যেটা এর নিরেট ইটের দেয়াল এবং উঁচু মিনার বিশিষ্ট দুর্ভেদ্য গঠনের জন্য সমগ্র হিন্দুস্তানে সুপরিচিত ছিলো। কিন্তু হার মানতে সেটি এক সপ্তাহেরও কম সময় নিল। রায় সূর্যন যদি তার বশ্যতা স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে সকল নেতৃস্থানীয় রাজপুত যুবরাজ তাঁর আধিপত্য মেনে নিয়েছে। অবশ্য মেওয়ারের রানা উদয় সিং ছাড়া। চিত্তরগড় এবং এর আশেপাশের এলাকা হারিয়ে সে যদিও আরাভাল্লির পার্বত্য এলাকায় আত্মগোপন করে আছে কিন্তু তারপরেও পরাজয়

মেনে না নিয়ে আকবরের সেনাবাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে এবং চিত্তরগড়ের পতনের পর এখনো এক বছর অতিক্রান্ত হয়নি। উত্তর ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজস্থানী যুবরাজগণ এবং তাদের জাফরানী যোদ্ধারা যদি পাশে থাকে তাহলে আকবরের কাছে কোনো কিছুই আর অজেয় থাকবে না।

তোমার প্রভুকে বলবে আমি তার প্রস্তাব গ্রহণ করেছি এবং রাহ্থম্ভরের সকল অধিবাসীকে পরিত্রাণ প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আজ রাত পর্যন্ত সে সম্মানের সঙ্গে তার দুর্গে অবস্থান করতে পারে, কিন্তু আগামীকাল ভোরে যখন সূর্য দিগন্ত থেকে এক বর্শা উচ্চতায় অবস্থান করবে তখন আমি তাকে এবং তার সেনাপতিদের আমার শিবিরে অভ্যর্থনা জানাতে চাই এবং আমাদের মিত্রতার উৎসব উদযাপন করতে চাই।

ঐ দিন রাতে একজন অনুলেখককে আকবর তার তাবুতে ডাকলেন। কোনো কোনো বিশেষ মুহূর্তের শক্তিশালী আবেগ ঘন অনুভূতি তিনি নিজে লিখে রাখতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু এখনো লিখতে জানেন না বলে তিনি সত্যিকার অনুতাপ বোধ করলেন। আগ্রায় ফিরে তিনি একজন বা একাধিক সভা ঘটনাপঞ্জি লেখক নিয়োগ করবেন। তারা তার এবং তাঁর পিতা ও পিতামহের রাজত্বকালের কৃতিত্বসমূহ লিপিবদ্ধ করবে। কিন্তু এই মুহূর্তে একজন অনুলেখকই যথেষ্ট। আকবর অপেক্ষা করলেন যতোক্ষণ পর্যন্ত না তরুণ অনুলেখকটি তার গলায় ঝুলানো কালির দোয়াতটির মুখ খুলে এবং লেখার পালকে ধার দিয়ে প্রস্তুত হলো। আকবর তলিপি প্রদান শুরু করলেন।

আমার শাসনকালের এই বছরটিতে যুদ্ধের আগুনের শিখা রাজস্থানের আকাশের বহু উচ্চে পৌঁছেছে। আমার সৈন্যদের দৃঢ়তা এবং শক্তি প্রত্যক্ষ করে শত্রুদের সাহস বালুতে শুষে যাওয়া বৃষ্টির মতো বিলুপ্ত হয়েছে। এখানে আমার বিজয় সম্পন্ন হয়েছে যা ভবিষ্যতের অনাগত গৌরব গুলির উপযুক্ত ভিত্তি প্রস্তর...

অনুলেখক চলে যাওয়ার অনেক পড়ে যখন সমগ্র শিবিরের কোলাহল থেমে গেছে, তখনো আকবরের ঘুম আসছিলো না। তাঁর শ্রুতলিখনের বাক্যগুলি হৃদয় থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে উত্থিত হয়েছে। তার ভবিষ্যতও গৌরবময় হবে বলে তিনি নিশ্চয়তা অনুভব করছিলেন। রচিত ঘটনাপঞ্জির মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাঁর কীর্তি সম্পর্কে জানুক এটাই তার বাসনা। কিন্তু মানুষের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে একটি মাত্র তীর বা বন্দুকের গুলি অথবা আততায়ীর ছোরার আঘাতে যে কোনো মুহূর্তে তিনি মৃত্যুবরণ করতে পারেন। তখন তাঁর সাম্রাজ্যের কি হবে? তাঁর কোনো বংশধর না থাকায় এই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য তখন টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। হিন্দুস্তানে মোগলদের অর্জনকে সম্মিলিতভাবে টিকিয়ে রাখার পরিবর্তে গোত্রপতিরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হবে। তাহলে তাঁর পরাজয় ঘটবে, যেমন পরাজয় ঘটতে পারে উদাসীনতা বা আত্মতুষ্টির কারণে তিনি যদি তার সেনাবাহিনীকে পতনের দিকে ঠেলে দেন, তাহলে।

এমন কিছু ঘটতে দেয়া ঠিক হবে না। তিনি এখন বিশ বছরে পদার্পন করেছেন, এখন তাঁর দায়িত্ব সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও গন্তব্য নিশ্চিত করা। তাই এখন তাকে বিয়ে করতে হবে এবং সন্তান জন্ম দিতে হবে। তিনি বিয়ে করলে তার মা এবং ফুফু নিঃসন্দেহে খুশি

হবেন। তারা বেশ কিছুদিন ধরে তাকে এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে আসছেন, এমনকি সম্ভাব্য কনের ব্যাপারেও পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু রাজস্থান জয়ের পরিকল্পনায় ব্যস্ত থাকার কারণে আকবর এ বিষয়ে তেমন মনোযোগ দিতে পারেন নি এবং বাস্তবতা হলো বিয়ে করার জন্য তিনি তেমন আকাঙ্ক্ষাও অনুভব করেননি। কারণ হারেমে তিনি সীমাহীন যৌনতৃপ্তি লাভ করছিলেন। তাঁর পিতা মাতার মতো আন্তরিক সম্পর্ক তাঁর নিজের জীবনেও সৃষ্টি হোক এমন তাগিদ তিনি উপলব্ধি করছিলেন না। আদম খান এবং মাহাম আঙ্গার বিশ্বাসঘাতকতার পর ঘনিষ্ট কারো প্রতি নিজের বিশ্বাস অর্পণের বিষয়েও তিনি সন্দিহান রয়েছেন। কিন্তু এখন এখানে অস্থিরচিত্তে এবং একা বসে থেকে তার মনে হলো, বিয়ে করার সময় হয়েছে। এটা তাঁর নিজের জন্য না হলেও সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন। বিশেষভাবে যা কাম্য তা হলো স্বাস্থ্যবান ও সবল পুত্র সন্তান কিন্তু বিয়ের মাধ্যমে তিনি মিত্রতাও তৈরি করতে পারেন। কোর্চির পড়ে শোনানো বাবরের দিনলিপির কিছু কথা আকবরের মনে পড়লো: আমি এমনভাবে আমার স্ত্রীদের নির্বাচন করেছি যাতে আমার গোত্রপতি এবং শাসকেরা আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে।

বাইরে থেকে হঠাৎ ভেসে আসা তীক্ষ্ম চি চি শব্দে বোঝা গেলো পেঁচা বা অন্যকোন নিশাচর শিকারী ছোট কোনো জীবকে আক্রমণ করেছে। সেই মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পেরে পরিতৃপ্ত আকবর দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গলেন। তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রী নির্বাচনে ততোটাই সতর্কভাবে চিন্তা করবেন যতোটা তিনি যুদ্ধ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে করে থাকেন। হামিদা এবং গুলবদন যে মেয়েগুলির কথা বলেছেন তাঁদের একজন পুরানো মোগল রাজবংশের মেয়ে-একজন তার দূরসম্পর্কের খালাতো বোন এবং আরেকজন কাবুলের প্রশাসকের কন্যা-কিন্তু এই নারীগুলি সত্যিই কি হিন্দুস্তানের সম্রাটের জন্য

উপযুক্ত? এদের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি হলে সেইসব নেতারা কি তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত হবেন যাদের তিনি মিত্র হিসেবে কামনা করেন?

*

আকবর যে উটটির পিঠে বসে ছিলেন সেটার পাঁজরের শেষাংশের মাংসল জায়গায় পায়ের গোড়ালি দাবিয়ে দিলেন। উটটি যমুনার চওড়া মেটে পারের উপর দিয়ে তীব্র বেগে সামনে ধাবিত হলো। উটের দৌড় প্রতিযোগীতা চলছে। নিরাপত্তা রক্ষাকারী সৈন্যদের বর্শার অগ্রভাগে অবস্থান করা জনতা উৎসাহ প্রদান করতে সম্মিলিত গর্জন তুললো। আকবর তার বাম পার্শ্বে অবস্থানকারী উজ্জল রঙের পোষাক পরিহিত রাজঅতিথিদের দিকে এক পলক তাকালেন-এদের মধ্যে লাল এবং কমলা পাগড়ি মাথায় রাজপুত রাজারা রয়েছেন যারা তার নতুন মিত্র-আগ্রার দুর্গপ্রাচীরের সম্মানিত স্থানে জড়ো হয়ে আছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রতিযোগীতায় জয় ছাড়া আর কোনো চিন্তা মাথায় আসা উচিত নয়। আকবরের বাম এবং ডান পা উটটির হাড় সর্বস্ব গলাকে পেচিয়ে একত্রিত হয়ে আছে। তার এক হাতে ধরা লাগামটি প্রাণীটির নাকে লাগানো পিতলের আংটার মধ্য দিয়ে টানা, আরেক হাতে একটি বাঁশের লাঠি। ঘোড়ার ছন্দবদ্ধ ও মসৃণ গতির তুলনায় উটের অসুবিধাজনক ভঙ্গির দৌড়ের বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছিলো।

তিনি নিজের উটটি ভালোই নির্বাচন করেছেন-পাকা শস্যের মতো রঙ বিশিষ্ট উটটি অল্প বয়সী পুরুষ, পিছনের পায়ের রান বলিষ্ঠ এবং দাঁতের বাড়ি খাওয়া শব্দ এবং থুতু ফেলার প্রবণতা দেখে এর সঞ্চিত শক্তির আভাস পাওয়া যায়। এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে

আকবর বুঝতে পারলেন তিনি অন্য পাঁচজন প্রতিযোগীর তুলনায় এগিয়ে আছেন, কিন্তু দুই মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে এবং এসময়ের মধ্যে যে কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তার নিচে মাটিকে ঝাপসা দেখা যাচ্ছিলো কিন্তু হঠাৎ আরেকটি উট আঁকি দিয়ে তার পাশে হাজির হলো এবং সেটার চালকের উরু তার পায়ের সঙ্গে বাড়ি খেলো। সে রাজা অম্বর এর চৌদ্দ বছর বয়সী পুত্র মানসিং, তার কালো চুল মাথার পেছনে উড়ছে। রাজপুতরা খ্যাতিমান চালক কিন্তু মোগলরাও তাদের চাইতে কম দক্ষ নয়...হট! হট! আকবর তার লাঠি উঁচিয়ে চিৎকার করলেন কিন্তু তাকে লাঠিটি ব্যবহার করতে হলো না। তাঁর উটটি ঘাড় ফিরিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখে নিজে থেকেই দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিলো।

কয়েক মুহূর্তের জন্য জানোয়ার দুটি সমপর্যায়ে রইলো, কিন্তু তারপর আকবর আবার এগিয়ে গেলেন। তাঁর চতুর্দিকে সবকিছু দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ ও পশুর সম্মিলিত ঘামের গন্ধ নাকে আসছে। হট! হট! তিনি আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, এর ফলে তাঁর উত্তেজনা যেমন প্রশমিত হলো, একই সাথে উটটিকেও তাগাদা দেয়া হলো। তাঁর গলা ধূলায় পূর্ণ এবং মুখ থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে কিন্তু তাঁর একমাত্র মনোযোগ দুইশ গজ সামনে মাটিতে গাঁথা দৌড়ের শেষ সীমা নির্ধারণকারী দুটি বর্শার দিকে। ঘাড় ফিরিয়ে তিনি দেখলেন মানসিং এর কাছ থেকে তিনি প্রায় পাঁচ গজ সামনে এগিয়ে আছেন। তাঁর মনে হলো তিনি উড়ছেন এবং দ্রুতবেগে নিশ্চিত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু হঠাৎ আকবরের উটটি হোঁচট খেলো, সেটির সামনের পা দুটি বেকায়দা ভাবে শুকনো কাঁটা ঝোঁপের মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে, দৌড়ের শেষ সীমায় দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় আকবর ঝোঁপটি খেয়াল করেননি। উটটির সামনের পা দুটি যখন আটকে গেলো, তখন আকবর যতোটা সম্ভব পিছনে হেলে পড়লেন কুঁজের উপর- সেইসঙ্গে শক্তভাবে জানোয়ারটির পাজরের সঙ্গে বাম পা আটকে নিজের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করলেন। একই সাথে আকবর লাগাম শিথিল করলেন উটটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সুযোগ দেয়ার জন্য যদিও তার সহজাত প্রবৃত্তি বলছিলো সেটা শক্তভাবে টেনে রাখার জন্য। কিন্তু উটটির মাথা তখন প্রায় মাটি ছুঁয়েছে এবং সেটি মাটিতে আছড়ে পরার উপক্রম করলো। লাগাম সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে আকবর সামনের দিকে ছিটকে গেলেন এবং প্রাণীটির ঘাড়ের পিছনের মাংসল অংশে দৃঢ়ভাবে এঁটে থেকে অনুমান করার চেষ্টা করলেন সেটি কোনো পাশে পড়তে পারে, যাতে সেটার নিচে চাপা পড়তে না হয়। কিন্তু কোনোক্রমে উটটি আবার স্বাভাবিক হতে পারলো এবং ঝোঁপটিকে পেরিয়ে সামনে ধেয়ে গেলো। আকবর লাগাম আঁকড়ে ধরে সবলে নিজেকে সোজা করে ভারসাম্য রক্ষা করলেন। সম্পূর্ণ ঘটনাটির ব্যাপ্তি কয়েক মুহূর্ত কিন্তু তা মানসিংকে আকবরের কাছে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ দিলো। তারা আবার সমপর্যায়ে এসে পড়লো। হট, আকবর চিৎকার করলেন, হট! এবং উটটি আবার তার চিৎকারে সাড়া দিলো, সেটির গলা প্রায় সমান্তরাল এবং প্রবলভাবে নাক দিয়ে শ্বাস টানছে। পাঁচ কদম পেরিয়ে আকবর বর্শা দুটির মাঝ দিয়ে অতিক্রম করে গেলেন, তিনি তখন মানসিং এর কাছ থেকে এক ফুট সামনে। আকবর দৌড়ের সীমা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত থাকা ঢুলিরা ঢোলের সম্মিলিত গর্জন তুলে তাঁর বিজয় ঘোষণা করলো। আকবর তার উত্তাপ ছড়াতে থাকা

উটটির পিঠ থেকে লাফিয়ে নামলেন, বেঁচে যাওয়া এবং জয়ী হওয়ার জন্য প্রচণ্ড উল্লাস নিয়ে।

*

দুই ঘন্টা পরের ঘটনা। ঘনিয়ে আসতে থাকা আধারের পটভূমিতে ছায়ার আকারে বাদুরের দল তাদের নিশি অভিযানে যাত্রা করছে। আকবর আগ্রার দুর্গের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন, সদ্য গোসল করে সোনার কারুকাজখচিত জোব্বা আর পাজামা পড়েছেন। গলায় বক্র পান্না দিয়ে তৈরি সোনার মালা। উটের দৌড়ের প্রতিক্রিয়ায় তার শরীরের পেশীগুলি এখনো ব্যথা করছে কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁর রাজপুত অতিথিরা চারপশে জড়ো হয়ে আছেন উৎসবের পরবর্তী আয়োজন উপভোগ করার জন্য। রাজপুতদের অহমিকার কথা মনে রেখে আকবর এমন জমকালো উৎসবের আয়োজন করেছেন যে, তারা নিজেদের রাজ্যে ফিরে যাওয়ার আগেই তাদের প্রজারা জেনে যাবে মোগল সম্রাট তাদের শাসকদের কতোটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

আকবরের কাছ থেকে সংকেত পেয়ে আতশবাজী ছোঁড়া হলো, সেগুলি বন্দুকের চেয়েও উচ্চশব্দে সোনালী এবং সবুজ রঙ ধারণ করে আকাশে বিস্ফোরিত হলো এবং একে অনুসরণ করলো রূপালী এবং লাল আলোর ঝলকানি। এরপর বিস্ফোরিত হলো জাফরানী হলুদ, একে যে তীব্র শব্দ সঙ্গ দিলো-মনে হলো সেটা কোনো দানবাকৃতির ঈগলের চিৎকার। তারপর আকাশে সূক্ষ্ম কুয়াশার মতো গাঢ় লাল এবং গোলাপি আভার বিচ্ছুরণ হলো। নিজের চারপাশে এবং যমুনার পারে জড়ো হওয়া জনতার মাঝে ছড়িয়ে

পড়া উত্তেজিত ধ্বনি আকবরের কানে এলো। কাশগড়ের জাদুকররা এই মনোমুগ্ধকর আতশবাজির প্রদর্শনীতে বিশেষ দক্ষ। আকবর তাঁদের আদেশ করেন তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য এবং তারা তাকে নিরাশ করেনি। হঠাৎ হুশ হুশ শব্দের সাথে আকাশে দেখা দিলো বিশালদেহী একটি বাঘ, সেটি এতো বড় হা করে আছে যেনো পুরো জগতটা গিলে ফেলবে। কয়েক মুহূর্ত সেটি আকাশে স্থির থাকলো-চমৎকারিত্বপূর্ণ এবং হিংস্র, তারপর কমলা এবং কালো ডোরা গুলি ছোট ছোট উজ্জ্বল তারার আকারে বিলীন হয়ে গেলো।

আমরা সবাই এখন বাঘের ছায়া দ্বারা আবৃত, অম্বরের রাজা ভগবান দাশ বললেন, তিনি বেটে আকারের পাকানো শরীরের অধিকারী একজন মানুষ বয়স ত্রিশের কোঠায়, নাকটি ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো তার পুত্র মানসিং এর মতোই, কপালে হিন্দুরীতির সিদুরের তিলক রয়েছে।

বাঘ হলো আমার রাজবংশের ঐতিহ্য, আপনি ঠিকই বলেছেন, আকবর উত্তর দিলেন, কিন্তু আমরা সকলেই কি জানোয়ারটির সাহস এবং শক্তিকে সমীহ করি না? আমাদের মাঝে এমন কেউ কি আছেন যিনি প্রাণীটির শক্তি এবং চাতুর্যপূর্ণ শিকারের কৌশলের বিপরীতে অসহায় বোধ করেননি? আমার আশা একদিন সমগ্র হিন্দুস্তানের মানুষ এই বাঘকে আলিঙ্গন করবে তাঁদের সম্মিলিত শক্তির প্রতীক হিসেবে।

হয়তো তাই হবে জাঁহাপনা, ভগবান দাশ আর একবার আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে রহস্যময়ভাবে উত্তর দিলেন, সেখানে এখন কেবল রাতের তারারা ঝিকমিক করছে।

আমি প্রার্থনা করি তা হোক এবং আপনি ও আমি সত্যিকার সহযোদ্ধা হিসেবে বহুবার যুদ্ধ এবং বিজয় অভিযানের উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছুটাই, আকবর নিজের মনোভাব বজায় রেখে বললেন এবং লক্ষ্য করলেন ভগবান দাশ তাঁর দিকে দ্রুত একপলক তাকালো। তিনি যেসব রাজপুত নেতাকে আগ্রায় তলব করেছেন তাঁদের মধ্যে বিকানার, জয়সলমীর এবং গোয়ালিয়র এর শাসকরা রয়েছেন। কিন্তু এদের মধ্যে ভগবান দাশ সবচেয়ে শক্তিশালী এবং তুলনামূলকভাবে অধিক চৌকশ এবং উচ্চাভিলাষী এবং মেওয়ারের রানা উদয় সিং এর সঙ্গে তার মিত্রতা নেই। উদয় সিং যদি পাহাড়ী অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসে তার হারানো ভূ-খণ্ড পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে তাহলে তার মোকাবেলা করার জন্য আকবরের ইচ্ছা ভগবান দাসের সেনাবাহিনী মোগলদের পাশে থাকুক। তার আজ রাতের পরিকল্পনা যদি সফল হয় তাহলে ভগবান দাশ নিশ্চিতভাবেই সমগ্র জীবনের জন্য তাঁর মিত্র হবেন। আকবর তাঁর হাতটি ভগবান দাশের কাঁধে রেখে বললেন, আসুন ভগবান দাশ, আমরা একসঙ্গে ভোজ সভায় অংশ নেই যেমনটি সত্যিকার মিত্রদের করা উচিত।

আকবর, ভগবান দাশ এবং অন্যান্যদের পথ দেখিয়ে একটি চারকোণা উঠানে নিয়ে এলেন। তিনটি আট ফুট উঁচু ঝাড়বাতিদান উঠানটি আলোকিত করে রেখেছে। বাতিদান গুলির প্রত্যেকটিতে এক ডজন করে বার ফুট লম্বা জেসমিন এর ঘ্রাণযুক্ত মোমবাতি

স্থাপন করা। এছাড়াও সমগ্র উঠান জুড়ে রত্নখচিত সোনালী ছোট ছোট বাতিদানে ছোট আকারের মোমবাতি এবং সুগন্ধী তেলের প্রদীপ জ্বলছে। মেঝেতে রেশমের শতরঞ্জি বিছানো। তিন দিকে স্থাপিত খাবারের নিচু টেবিল গুলিকে ঘিরে কিংখাব মোড়া তাকিয়া রাখা হয়েছে বসার জন্য। চতুর্থ দিকে সোনালী নকশা বিশিষ্ট সবুজ মখমলের শামিয়ানার নিচে চওড়া মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে। মঞ্চে রয়েছে একটি টেবিল, একটি সোনার ছোট সিংহাসন এবং সাথে সোনার পাত মোড়া একাধিক ডিভান।

আকবর এবং তাঁর প্রধান রাজপুত অতিথিরা মঞ্চে আসন গ্রহণ করার পর অতিথিদের সভাসদরা তাঁদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় আসন গ্রহণ করলেন। পরিচারকরা আকবরের রাজকীয় রান্নাঘরের সর্বোৎকৃষ্ট খাবার থালায় করে পরিবেশন করতে লাগলো। পাখি ও চতুষ্পদ জন্তুর ঝলসানো মাংস, মাখন এবং উপাদেয় মসলায় রান্না করা ঝোলযুক্ত খাবার; ঘি, শুকনো ফল এবং বাদাম দিয়ে রান্না করা বিরানী, টাটকা ভাজা রুটি-এর মধ্যে রাজপুত কেতায় ঘোল দিয়ে তৈরি করা বজরা এবং অন্যান্য শস্যের রুটিও রয়েছে। আরো রয়েছে আঙ্গুর, তরমুজ এবং বহু প্রকার মোগলাই মিষ্টান্ন। সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে আকবর সন্তুষ্টি বোধ করলেন। অতিথিদের মধ্যে সামান্য জড়তার ভাব বিরাজ করছিলো, কিন্তু তা খুবই স্বাভাবিক-কারণ মাত্র কয়েক মাস আগেই তিনি উপস্থিত বেশ কয়েকজন অতিথির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। আবার তাদের নিজদের কারো কারো মধ্যেও বৈরিতা রয়েছে। এই ভোজসভার উদ্দেশ্য হলো-যে রাজপুত যুবরাজেরা সর্বোচ্চ গর্বিতদের চেয়েও বেশি অহঙ্কারী, যারা দাবি করে তারা সূর্য এবং চন্দ্রের উত্তরসূরি-তাঁদের বুঝানো যে, এই প্রীতিকর মিত্রতা তাদের এবং আকবরের উভয়ের স্বার্থের জন্যই মঙ্গলকর।

ভোজন শেষে পরিচারকরা অতিথিদের হাত মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা করলো বেসন এবং সুগন্ধী পানি দিয়ে। অতিথিরা হাতের তেল-চর্বি পরিষ্কার করে মুখ ধুয়ে আরাম করে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসলেন। এবারে আকবর উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে অনুরোধ করলেন এবং নিজের বক্তব্য শুরু করলেন।

আমার বংশের লোকেরা হিন্দুস্তানকে ধ্বংস করে এর ধন-সম্পদ লুট করে নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য আসেননি। তারা এসেছিলেন তাঁদের ন্যায্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য-যেমন করে কোনো বর তার বহু প্রতীক্ষিত স্ত্রীকে বরণ করার জন্য আসে। আমি কেনো বলছি যে হিন্দুস্তানের দাবিদার মোগলরা? কারণ প্রায় একশ ষাট বছরেরও বেশি সময় আগে আমার পূর্বপুরুষ তৈমুর হিন্দুস্তান জয় করেছিলেন। যদিও তিনি এখানে স্থায়ী হননি, তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে শাসক নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে এই ভূ-খণ্ড অবৈধ দখলকারীদের হাতে চলে যায়। অন্যদিকে উত্তরে নিজেদের দ্বন্দ্ব মোকাবেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ায় মোগলরা তখন এ বিষয়ে আর কিছুই করতে পারেনি। তারপর চল্লিশ বছর আগে আমার পিতামহ বাবর এখানে ফিরে আসেন এবং সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু আমি হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের প্রজা হিসেবে গণ্য করিনা অথবা তাদেরকে মোগল গোত্রগুলির তুলনায় নিকৃষ্টও মনে করি না। আমার চোখে সকল জাতি সমান। যদিও বিশ্বাসঘাতকরা কোনো প্রকার ক্ষমা লাভ করবে না, কিন্তু যারা আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে তারা উত্তম রূপে পুরস্কৃত হবে। তাদেরকে আমার রাজ সভায় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত করা হবে, আমার সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন পদ গুলিতে নিয়োগ দেয়া হবে বিশেষ করে আপনাদের, যারা

আমার রাজপুত বন্ধুরা জন্মগতভাবে যুদ্ধে পারদর্শী। আপনাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য আজ থেকে আমি ঘোষণা করছি আপনারা আমার ঘরের লোক বলে বিবেচিত হবেন। আমি আরো ঘোষণা করছি আজ থেকে আপনারা আপনাদের রাজ্যগুলি শাসন করবেন আমার নিযুক্ত প্রতিনিধি হিসেবে নয় বরং ওয়াতান হিসেবে নিজস্ব বংশধারার সদস্যরা যেভাবে রাজ্য শাসন করে।

আকবর আসন গ্রহণ করার সময় ভগবান দাশের দিকে এক পলক তাকালেন যিনি তার ডান পাশে বসে ছিলেন। আপনি আমাদের সম্মানিত করলেন জাহাপনা, রাজপুতটি বললেন।

এবং এখানে উপস্থিত হয়ে আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন, ভগবান দাশ, আমি আপনাকে আরো কিছু বলতে চাই। আমি বিয়ে করতে চাই। আপনার সবচেয়ে ছোট বোন হীরা বাঈ এর সৌন্দর্য এবং মর্যাদা সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি। তাকে আমার স্ত্রী হিসেবে সমর্পণ করতে কি আপনি রাজি আছেন?

ভগবান দাশ যেনো বজ্রাহত হয়েছেন, উত্তর না দিয়ে তিনি এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, হীরা বাঈকে কেনো বিয়ে করতে চাইছেন জাহাপনা? হিন্দুস্তানের এতে নারীর পরিবর্তে আপনি আমার বোনকে কেনো নির্বাচন করলেন?

রাজপুতদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যে। হিন্দুস্তানের সকল মানুষের মধ্যে আপনাদের সঙ্গেই মোগলদের সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্য রয়েছে-যারা যুদ্ধের শ্বেত উত্তাপে বলিষ্ঠ, গর্বিত এবং শক্তিশালী। আর সমস্ত রাজপুতদের মধ্যে আপনি ভগবান দাশ, সবচেয়ে অগ্রবর্তী। ইতোমধ্যে উটের দৌড়ের সময় আমি আপনার পুত্রের সাহস প্রত্যক্ষ করেছি। আমি নিশ্চিত আপনার বোন একজন উপযুক্ত সম্রাজ্ঞী বলে বিবেচিত হবে। আর খোলামেলা ভাবে বলছি- আমি আমার মিত্রদের আমার সঙ্গে কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাই। এবং এ ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধনের চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে?

তাহলে এটাই আপনার অভিপ্রায়-রক্তের বন্ধনে আমার বংশের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা? ভগবান দাশ ধীরে ধীরে বললেন, যেনো তিনি আকবরের প্রস্তাবের গূঢ় অর্থ আত্মস্থ ও ওজন করার চেষ্টা করছেন।

হ্যাঁ।

এবং পরবর্তীতে আপনি আরো বিবাহ করবেন?

নিশ্চয়ই, আমার সাম্রাজ্যকে সুসংহত করার জন্য তা প্রয়োজন হবে। কিন্তু আমি আপনার কাছে শপথ করছি, ভগবান দাশ, আমি সর্বদা আপনার বোনকে আমার প্রথম স্ত্রী হিসেবে এবং একজন রাজপুত রাজকন্যা হিসেবে উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করবো।

ভগবান দাশ কপালে কুঞ্চন নিয়ে বললেন, কিন্তু ইতোপূর্বে কোনো রাজপুত নারী তার নিজের সমাজের বাইরের কাউকে বিবাহ করেনি...এবং আপনার নিজের পরিবারও পূর্বপুরুষের রক্তের ধারা বিঘ্নিত করেনি।

আপনার কথা সত্যি। কিন্তু আমি হিন্দুস্তানে জন্মগ্রহণ করা প্রথম মোগল সম্রাট। হিন্দুস্তান একাধারে আমার দেশ ও জন্মভূমি। তাহলে কেনো আমি একজন হিন্দুস্তানী স্ত্রী গ্রহণ করবো না?

কিন্তু আমরা রাজপুতরা হিন্দু। আমার বোনের জন্য নিজের সমাজের বাইরে বিয়ে করার চেয়েও অধিক কঠিন নিজের ধর্মের বাইরে বিয়ে করা। সে আপনার মুসলিম ধর্মমত গ্রহণ করতে পারবে না।

আমি তাকে মুসলিম হতে বলবো না। আমি তার ধর্মকে শ্রদ্ধা করি যা আমার অন্যান্য বহু প্রজারও ধর্ম। আমি কখনোই আমার প্রজাদের ধর্মের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিনি, তাহলে আমি হীরাবাঈ এর সেই স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করবো কেনো?

ভগবান দাশের ঈগল সদৃশ চেহারা বিষণ্ণই রয়ে গেলো, এবারে আকবর তার দিকে কিছুটা ঝুকলেন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যা একজন সম্রাটের জবান- আমি হীরা বাঈকে কখনোই তার ধর্ম পরিত্যাগের জন্য জোর করবো না এবং রাজকীয় হারেমের মধ্যে মন্দির বানিয়ে সে তার দেবতাদের পূজা করার অধিকার পাবে।

কিন্তু হয়তো আপনার নিজের পরিবার-আপনার সভাসদরা এবং আপনার মোল্লারা- এর প্রতিবাদ করবে?

সাদা পাগড়ি, কালো আলখাল্লা এবং লম্বা দাড়ি বিশিষ্ট মোল্লাগণ যেখানে বসে ছিলো আকবর সেদিকে তাকালেন। তারা উপলব্ধি করবেন যে সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তিনি বললেন, তারপর কণ্ঠে ইস্পাত দৃঢ়তা নিয়ে যোগ করলেন: তারা এটাও বুঝতে পারবেন যে এটা আমার ইচ্ছা।

হয়তো বুঝবে, হয়তো নাও বুঝতে পারে...আর আমার বোন আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট-কিছুটা একগুঁয়ে এবং জেদি প্রকৃতির মেয়ে, সে হয়তো এ প্রস্তাবে...

আপনার বোন একজন সম্রাজ্ঞী হবে এবং হয়তো পরবর্তী মোগল সম্রাটের জননীও- আর আপনি হবেন তার মামা। ভগবান দাশ, আপনি আপনার মতামত দিন। দয়া করে আমাকে নিরাশ করবেন না।

ভগবান দাশ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন, গলায় পড়া তিন প্যাঁচের মুক্তার মালায় তার আঙ্গুলগুলি খেলা করছে। অবশেষে তিনি হাসলেন। জাহাপনা, আপনার এই প্রস্তাব আমার পরিবারের জন্য সম্মানজনক। হীরা বাঈ আপনারই হবে। প্রার্থনা করি এই ঐক্যের প্রতি আমাদের সকল ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

*

কমলা এবং সোনালী সুতার কারুকাজ করা ঘন লাল রঙ্গের ঘোমটায় ঢাকা মেয়েটি একদম স্থির হয়ে বসে ছিলো। মাথায় পড়া মুকুটটি মুক্তা এবং সোনার সুতায় তৈরি করা ফুল পাতায় অলংকৃত। এটি আকবরের দেয়া বিয়ের উপহার। সাদা পোষাক পরিহিত হিন্দু পুরোহিত বিয়েতে তার ভূমিকাটুকু সম্পন্ন করেছেন এবং এখন আকবরের পক্ষে একজন মাওলানা মুসলিম রীতি অনুযায়ী কোরান থেকে আয়াত পাঠ করবেন। মাওলানা যখন সুললিত ছন্দে তেলাওয়াৎ করছেন আকবর লক্ষ্য করলেন মেয়েটির একটি সরু পেলব চরণ পোষাকের নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেটি মেহেদীর জটিল নকশায় কারুকাজ করা।

আকবর নিজের হাতের দিকে তাকালেন, তাঁর হাত দুটিতেও মেহেদীর কারুকাজ-মা ও ফুফু সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে তাকে মেহেদী পড়িয়ে দিয়েছেন। তারা এখন উইলো গাছের শাখা দিয়ে তৈরি আড়ালের পেছন থেকে বিবাহ উৎসব প্রত্যক্ষ করছেন।

এক সময় তেলাওয়াৎ শেষ হলো, মাওলানা তার হাতির দাঁতের মলাট বিশিষ্ট কোরানটি বন্ধ করে সেটি পরিচারকের হাতে দিয়ে দিলেন। এর পর মাওলানা একটি গোলাপজলের জগ নিয়ে আকবরের বাড়িয়ে দেয়া হাত দুটিতে গোলাপজল ঢাললেন প্রতীকি পবিত্রতা আনয়নের জন্য। তারপর সলোমানি পাথরে (আকিক পাথর) তৈরি পাত্র থেকে আকবরের হাতে তরল পানীয় ঢাললেন এবং বললেন, বিবাহ বন্ধন নিশ্চিত করার জন্য পান করুন জাহাপনা।

আকবর সামান্য পান করলেন, তারপর হীরা বাঈ এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তাকে নিয়ে বিবাহ ভোজে যোগ দেয়ার জন্য। হিন্দু রীতি অনুযায়ী এই ভোজের আয়োজন করেছে কনে পক্ষ। আকবর ভগবান দাশকে আগ্রা দূর্গে উত্তম সাজ-সজ্জা বিশিষ্ট কয়েকটি কক্ষ প্রদান করেছেন তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য সফরসঙ্গী ও কর্মচারী-ভৃত্যদের নিয়ে থাকার জন্য। আজকের দিন থেকে একমাস ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। উপহার প্রদান, শোভাযাত্রা, শিকার, হাতির লড়াই, যুদ্ধমহড়া প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই উৎসব মাস উদ্যাপিত হবে। কিন্তু ভোজসভা যতো অগ্রসর হচ্ছিলো ততোই আকবর আসন্ন রাত সম্পর্কে সামান্য অনিশ্চয়তা অনুভব করছিলেন। রক্ষিতাঁদের সঙ্গে আদান-প্রদানকৃত উপভোগের তৃপ্তি তার জন্য পরিচিত আনন্দপূর্ণ একটি বিষয় ছিলো। তাদের নরম পেলব হাত এবং সুগন্ধযুক্ত শরীর তাকে রাজকার্যের বোঝা থেকে সর্বদাই নিস্কৃতি দিয়ে এসেছে। কিন্তু একজন কুমারী রাজপুত রাজকন্যা শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে তার জন্য অভিনব অভিজ্ঞতা হবে।

পাশে বসে থাকা হীরা বাঈ এর দিকে আকবর এক পলক তাকালেন, এখনো ঝলমলে ঘোমটার আড়ালে তার মুখ ঢাকা। মেয়েটি কেমন হবে? এই প্রশ্ন শততম বারের মতো তাঁর মনে উদয় হলো। রাজপুত নারীরা তাঁদের চোখ ঝলসানো রূপের জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু এই মেয়েটি যদি তেমন সুন্দর নাও হয় তাতে কোনো সমস্যা নেই, আকবর নিজেকে বললেন। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, এই বিবাহের মাধ্যমে তিনি অম্বর রাজ্যটিকে নিজের সঙ্গে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। এ ধরনের আরো মিত্রতা ভবিষ্যতে সম্পাদিত হবে।

আকবর ভোজের পাশাপাশি আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিকে মনোযোগ প্রদানের চেষ্টা করলেন। কমলা রঙের পাগড়ি পড়া সুঠামদেহী উন্মুক্ত বক্ষের দুলিদের উদ্দাম ঢাকের তালে তালে এবং মোহনীয় বাঁশির সুরে ময়ূরনীল ঘাগড়া পরিহিত অম্বরের নর্তকীরা তাঁর সামনে ঘুরে ঘুরে নাচছে। রাজপুত গায়করা যুদ্ধক্ষেত্রের বিক্রম প্রকাশক কোনো গান গাইছে উচ্চ স্বরে, বাজিকররা আগুন জ্বলা দড়ির ফাঁসের মধ্যদিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পার হচ্ছে, আয়নার কাঁচ বসান জোব্বা পরিহিত এক বৃদ্ধ তার পোষাকে মোমর আলোর প্রতিফলন ঘটিয়ে ঝুড়ির মধ্য থাকা একটি অজগর সাপকে প্রলুব্ধ করে খেলা দেখাচ্ছে।

অবশেষে এলো সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত যা আকবর নিজে পরিকল্পনা করেছেন। আকবরের প্রধান শিকারী উৎসব কক্ষে প্রবেশ করলো। তার পিছু পিছু এলো একটি বলিষ্ঠ দেহের অল্পবয়সী চিতাবাঘ। বাঘটির তামাটে গলায় চুনি ও হীরা খচিত গ্রীবাবন্ধনী সংযুক্ত। সেটার চোখের নিচের অশ্রুজলের দাগ পড়া অংশটি সোনা দিয়ে গিলটি করা, মনে হচ্ছে যেনো কোনো পৌরাণিক কল্পকাহিনী থেকে বেরিয়ে আসা একটি জানোয়ার। আচমকা সেটার লেজের ঝাঁপটায় একটি পানপাত্র মাটিতে আছড়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে শিকারীটি বাঘটির গলার সঙ্গে যুক্ত চামড়ার রজ্জুটি গুটিয়ে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করলো।

আকবর উঠে দাঁড়ালেন এবং ভগবান দাশকে লক্ষ্যকরে বললেন, এই বাঘটির নাম জালা, আমার প্রিয় শিকারী চিতাটির বাচ্চা। এই শুভ উৎসবে ওকে আমার পক্ষ থেকে আপনাকে উপহার হিসেবে প্রদান করতে চাই।

রাজার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আকবর জানতেন ভগবান দাশ তাঁর মতোই শিকার করতে পছন্দ করেন। এর থেকেও যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো চিতাবাঘ অত্যন্ত বিরল এবং মূল্যবান, সত্যিকার রাজকীয় প্রাণী। এটা নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী উপহার। রাজা প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। রাজার উচ্ছ্বসিত মুখভাব এক নজর প্রত্যক্ষ করে আকবর আবার বললেন, আমার শিকারীরা ওর প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখবে এবং যখন তার প্রশিক্ষণ শেষ হবে আমি তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো। আকবর জালার কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তার নত মার্জিত মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। তোর বাবা যেমন আমার শিকারের সময় তড়িৎ এবং নির্ভীক আচরণ করে তেমনি তুইও তোর নতুন মনিবের জন্য করিস।

বিয়ের অনুষ্ঠান যখন শেষ হলো চাঁদ তখন আকাশের অনেক উপরে, এর ঠাণ্ডা ফ্যাকাশে আলো যমুনার পানিকে তরল রূপায় পরিণত করেছে। যমুনার জল হীরা বাঈ এর জন্য নির্ধারিত হেরেম কক্ষের তিরিশ ফুট নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বাজিয়েদের অনুসরণ করে আকবর হীরাবাঈকে নিয়ে কক্ষটিতে পৌঁছেছেন। আকবরের পরিচারকরা যখন তার পোষাক খুলে দিচ্ছিলো তখন তিনি কক্ষের এক প্রান্তে স্থাপিত সোনার কারুকাজ করা এবং ফুল ও তারা খচিত পর্দার দিকে তাকালেন-গুজরাটের বিখ্যাত তাঁতীরা দক্ষ হাতে সেটি তৈরি করেছে-ওটার আড়ালে নববধূর বিয়ের পোষাক খুলে সুগন্ধী তেল মেখে বাসর শয্যার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। যখন শেষ পরিচারকটি বিদায় নিল, আকবর তার সবুজ ঢিলা আলখাল্লাটি খুলে রেখে পর্দার কাছে উপস্থিত হলেন এবং পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। হীরাবাঈ তাঁর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, স্বচ্ছ জাম রঙের মসলিন পোষাকের মধ্যদিয়ে তার ছিপছিপে শরীরের আবয়ব স্পষ্ট বোঝা

যাচ্ছিলো। তার গাঢ় লাল মেহেদী দেয়া চুল উজ্জ্বল ঢেউ এর মতো নিতম্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। আড়ষ্ট কাঁধ দুটি দেখে আকবর অনুমান করতে পারলেন সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আছে।

হীরাবাঈ...ভয় পেও না। আমাকে ভয় করার মতো কিছু নেই। আকবর তার কাঁধে দুহাত রেখে আলতোভাবে নিজের দিকে ঘুরালেন। হয়তো তার চোখের অভিব্যক্তি-চিতার মতোই বুনো-আকবরকে সতর্ক করলো। হীরাবাঈ মুচড়ে আকবরের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যখন ডান হাতটি উপরে তুললো, আকবর তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেমনটা করে থাকেন তেমনি তড়িৎ বেগে এগিয়ে গিয়ে তিনি বজ্রমুষ্ঠিতে তার কব্জি আকড়ে ধরলেন, ব্যথায় হীরাবাঈ চিৎকার করলো এবং একটি চওড়া ফলার ধারালো ছুরি তার হাত থেকে খসে পড়লো।

কেনো এমন করলে? আকবর চাপা স্বরে জানতে চাইলেন, এখনো তিনি শক্ত করে তার কব্জি ধরে আছেন। কেনো? আকবর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এবার তার গলার স্বর খানিকটা উচ্চে উঠলো, হীরাবাঈ এর মুখ আকবরের মুখ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। কিন্তু হীরাবাঈ চুপ করে রইলো।

তার চোখ দুটি তার ভাইয়ের মতোই ঘন কালো রঙের, সেখানে এক রাশ ঘৃণা জমে আছে। অবশেষে সে কথা বলে উঠলো। কারণ আপনি আমার স্বজাতীয়দের শত্রু- চিত্তরগড়ের অগণিত বীর রাজপুতের হত্যাকারী এবং তাদের নারীদের, যারা আপনার সৈন্যদের লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার জন্য জওহর সম্পাদন (আগুনে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা

করা) করেছে। আমি নিজেও ওদের সঙ্গে মরতে পারলে ভালো হতো। আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণের পরিবর্তে আমি খুশিমনে আগুনকে আলিঙ্গন করতে পারতাম।

আকবর হীরাবাঈকে ছেড়ে দিলেন, সে এলোমেলো ধাপে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে নিজের ভারসাম্য ঠিক করলো, তারপর নিজের কব্জি ডলতে লাগলো। আকবর তাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, যদিবা আর কোনো অস্ত্র তার কাছে থাকে, কিন্তু তার প্রায় নগ্ন শরীরে তেমন কিছু দেখা গেলো না। তোমার বড়ভাই স্বেচ্ছায় তোমাকে আমার কাছে সোপর্দ করেছেন। তিনি কি তোমার মনোভাব সম্পর্কে জানেন? একটি নতুন ভাবনা আকবরের মাথায় এলো। হয়তো তিনি জানতেন তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও। তিনিও কি তোমাকে এ বিষয়ে উস্কে দিয়েছেন?

এই প্রথমবারের মতো হীরাবাঈকে শঙ্কিত মনে হলো। না, তিনি কিছুই জানেন না। নিজ পরিবারের নারীদের তিনি খুব একটা সময় দেন না। এমনকি আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে যাচ্ছে এ খবরটিও আমি জানতে পেরেছি চিঠির মাধ্যমে।

আমার এখন উচিত রক্ষীদের তলব করা এবং সূর্যোদয়ের আগেই তোমার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা।

এখনই তা করুন।

তুমি কি সত্যিই মরতে চাও? সমগ্র জগত যখন জানবে তুমি কি করতে চেয়েছিলে, তখন তোমার বড়ভাইকে বাকি জীবনটা লজ্জা এবং অসম্মানের সঙ্গে কাটাতে হবে। এমন লোকের সঙ্গে কোনো রাজপুত নেতা সম্পর্ক রাখতে চাইবে যার বোন সকল সভ্য দায়িত্ববোধ এবং সম্মানকে বিসর্জন দিতে চেয়েছে। রাজপুতরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ, গোপন হত্যাকাণ্ড বা প্রতারণার জন্য নয়।

হীরাবাঈ ফুঁসে উঠলো। প্রথম বারের মতো আকবরের চোখে তার অপরূপ সৌন্দর্য ধরা পড়লো, ডিম্বাকৃতি মুখটির হাড়ের গঠন বিড়ালের মতোই সুন্দৰ প্রা পুলভিশ্বকৃতি মুশুনি কমনীয় এবং কোমল ত্বক একদম নতুন মধুর রঙের মতো। কিন্তু তার এই সৌন্দর্য তখন আকবরের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে তিনি তার দুই কাঁধ আকড়ে ধরলেন।

শোনো। একটি বোকা মেয়ের নির্বুদ্ধিতার জন্য আমি রাজপুত রাজ্যগুলির সঙ্গে আমার বহু প্রত্যাশিত মিত্রতা নষ্ট করবো না। চিত্তরগড়ের পতনের পর যে সব যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছে, সম্মানজনক মৃত্যুই তাঁদের প্রত্যাশা ছিলো। রাজপুত যুদ্ধরীতি অনুযায়ী বেঁচে থাকা তাঁদের জন্য লজ্জাকর হতো। তোমার নিশ্চয়ই এটা অজানা নয়? সে কিছু বললো না, কিন্তু আকবর অনুভব করলেন হীরাবাঈ এর শরীর থেকে যুদ্ধংদেহী তেজ ক্রমশঃ অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। তিনি তার কাঁধে রাখা হাত দুটিও শিথিল করলেন। একটু আগে যা ঘটলো আমি সে সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবো না এবং তুমি যদি তোমার পরিবারের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চাও তাহলে তুমিও কিছু বলবে না। তুমি

আমার স্ত্রী এবং একজন স্ত্রীর কর্তব্য তোমাকে পালন করতে হবে। তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছো?

হীরা বাঈ সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।

তাহলে আমার স্ত্রী হিসেবে এখন তুমি তোমার প্রথম দায়িত্ব পালন করো। আকবর বিছানার দিকে তাকালেন। হীরাবাঈ একটু সরে গেলো এবং কোমরে বাধা মুক্তার বন্ধনটির বাধন খুলতেই তার মসলিনের অন্তর্বাসটি মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো। তার কমনীয় বাক বিশিষ্ট শরীরটি প্রলুব্ধকর দেখালো, কিন্তু আকবর যখন নিজের শরীরটি তার উপর স্থাপন করলেন তখন তাঁর মনে কামনার পরিবর্তে ক্রোধই বেশি প্রভাব বিস্তার করে আছে। আকবরের দেহ আন্দোলিত হতে লাগলো কিন্তু তার চোখ হীরাবাঈ এর মুখের উপর থেকে সরলো না। হীরাবাঈ এর চেহারায় ব্যথা বা অস্বস্তির কোনো অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো না যখন তার শরীরে আকবরের প্রবেশের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হলো। তৃপ্তিলাভের পরিবর্তে কাজটি সম্পন্ন করার জন্যই আকবর তখন উদগ্রীব। তার কুমারী স্ত্রীর সঙ্গে বাসর রাতটি এভাবে কাটবে বলে তিনি ভাবেননি। আদম খানের মতো তাঁর নবপরিণতা স্ত্রীও তার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। হীরাবাঈ, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মোকাবেলা করা যে কোনো শত্রুর মতোই বৈরী। কিন্তু আদম খানের মতো অন্য শত্রুরাও তাঁদের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছে যে আকবরের সঙ্গে বিরোধিতা তাঁদের অনুকূলে যায়নি। হীরাবাঈ হয়তো জীবন থাকতেই তা বুঝতে পারবে।

৯. সেলিম

আমি দুঃখিত জাহাপনা, ওনার মাসিক রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়নি। খাজানসারা (হেরেম তদারককারি) ভীত দৃষ্টিতে আকবরের দিকে তাকালো যেনো হীরাবাঈ এর গর্ভধারণের ব্যর্থতার দোষটি কোনোভাবে তার উপরই বর্তেছে। রানীমা সর্বদাই বিষণ্ণ থাকেন, আপনাদের বিয়ের পর থেকেই যেমনটা রয়েছেন। তিনি ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করেন না। তিনি কদাচিৎ নিজের কক্ষ ছেড়ে হেরেমের বাগানে বেড়াতে যান। তিনি অম্বর থেকে সাথে করে আনা পরিচারিকাদের সঙ্গেই কেবল কথা বলেন এবং হেরেমের অন্য নারীদের থেকে দূরে থাকেন। তাঁদের কোনো খেলা বা বিনোদনে যোগ দেন না। হয়তো তার কোনো অসুখ হয়েছে...আমি কি আরেকবার হেকিম কে খবর দেবো?

না। মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে একজন বৃদ্ধ চিকিৎসক মাথা কাপড়ে ঢেকে (হেরেমের নারীদের যাতে দেখতে না পারেন) দুইজন খোঁজার তত্ত্বাবধানে হীরাবাঈকে পরীক্ষা করে গেছেন। আকবরও তখন কক্ষে ছিলেন। খোলের মধ্য থেকে উঁকি দেওয়া একটি কাছিমের মতো হাত বাড়িয়ে তিনি হীরাবাঈ এর পোষাকের নিচে শরীর হাতড়ে পরীক্ষা করেছেন। আমি কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না জাহাপনা, অবশেষে তিনি মন্তব্য করেন। ওনার জরায়ু পথ দৃঢ় এবং সুগঠিত।

আকবর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে খাজানসারার দিকে তাকালেন। তিনি হীরাবাঈ এর কথা ভাবছেন। প্রতিবারই তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় তিনি কোনো প্রকার পরিবর্তন আশা করেছেন

কিন্তু সে শিথিল হয়ে শুয়ে থেকেছে, কোনো প্রকার সাড়া দেয়নি। তিনি তার নিস্পৃহতায় যতোটা বিরক্ত হয়েছেন বাধা দান করলে হয়তো ততটা হতেন না। সে কি এখনো তাঁকে ছুরিকাঘাত করার স্বপ্ন দেখে? তিনি খাজানসারাকে সতর্ক করেছেন কোনো ধারাল বস্তু যেনো রানীর কক্ষে না থাকে। তত্ত্বাবধায়কটি কিছুটা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলো, কিন্তু আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। হীরাবাঈ এর নিজের নিরাপত্তা এবং তার নিরাপত্তার জন্য এই আদেশ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। কারণ মাঝে মাঝে আকবরের আশঙ্কা হয়েছে সে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করতে পারে। তিনি তাকে একটি দ্বিতল কক্ষে স্থানান্তর করেছেন যার বারান্দা থেকে যমুনা দেখা গেলেও মার্বেল পাথরের আচ্ছাদনের কারণে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়া অসম্ভব।

জাহাপনা?

আকবর ভুলে গিয়েছিলেন খাজানসারা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পারো। একমাস পরে আবার আমার সঙ্গে দেখা করবে-আল্লাহর ইচ্ছায় হয়তো তখন আমাকে দেয়ার জন্য তোমার কাছে কোনো ভালো সংবাদ থাকবে।

আকবর কিছুক্ষণ একা বসে থাকলেন। বাইরে পরিচ্ছন্ন মেঘহীন আকাশ। বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেছে। এখন তার উচিত বাজপাখি উড়াতে যাওয়া বা শিকার করতে যাওয়া। কিন্তু হীরাবাঈ সংক্রান্ত ভাবনা কেনো তাকে আচ্ছন্ন। করে রেখেছে? হয়তো সেটা ভালোবাসা নয়, হয়তো সেটা তার অহংকার... সকলেরই অনুমান করতে পারার কথা যে সম্রাট এবং রানীর মধ্যে কোনো প্রকার সমস্যা হয়েছে। একমাত্র রাতে হীরাবাঈ এর বিছানায় হানা

দেয়া ছাড়া তারা একসঙ্গে আহার করেন না বা সময় কাটান না। তারপরও রাতের কাজ শেষে তিনি নিজের পৃথক কক্ষে ফিরে আসেন। আজ পর্যন্ত একদিন ভোরেও হীরাবাঈ এর বাহুতে তাঁর ঘুম ভাঙ্গেনি।

হয়তো মা তাকে এ বিষয়ে কোনো বিচক্ষণ উপদেশ বা সান্তনা দিতে পারবেন। এখনো পর্যন্ত মায়ের কাছে সবকিছু প্রকাশ করতে তিনি ইতস্তত বোধ করেছেন। প্রতি মাসেই তিনি আশা করেছেন হীরাবাঈ এর গর্ভধারণের সংবাদ পাবেন। কিন্তু সময় বয়ে যাচ্ছিলো এবং তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডে মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। বৃদ্ধ জওহর যে কথাটি তাকে বলেছে সেটা যদি সত্যি হয়-অধিক ক্ষতিকর কোনো পরিস্থিতি হয়তো দানা বেধে উঠছে। আকবরের একজন অমুসলিমকে বিয়ে করার বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা হবে, ভগবান দাশের এই অনুমানটি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। মাওলানারা গোপনে এমন কথা বলাবলি করছিলো যে, আকবরের সন্তান না হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তি, কারণ তিনি একজন বিধর্মী হিন্দুকে বিয়ে করেছেন।

*

হামিদা পড়ছিলেন, কিন্তু আকবরকে দেখে তিনি তাঁর কবিতার বইটি নামিয়ে রাখলেন। কি হয়েছে? তোমাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে।

একটু আগে খাজানসারার সঙ্গে কথা হলো।

সে কি বললো?

হীরাবাঈ এখনো গর্ভধারণ করতে পারেনি।

তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। তুমি মাত্র ছয় মাস আগে বিয়ে করেছে।

আমি নিজেকে একথা বলেই সান্তনা দেই। কিন্তু আর কতো দিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে?

তোমার বয়স এখনো কম। প্রয়োজনে আরো স্ত্রী গ্রহণ করবে। তোমার সন্তান নিশ্চয়ই হবে-এমনকি পুত্রও-তবে তারা হীরাবাঈ এর গর্ভে নাও হতে পারে।

বিষয়টি এখন আর আমার ধৈর্যহীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দুই সপ্তাহ আগে জওহর আমার কাছে এসেছিলো। তাকে আমার উজির বানানোর পর থেকে আরো বেশি তথ্য তার কাছে পৌঁছাচ্ছে।

রাজপ্রাসাদে প্রচলিত গুজবের কোনো গুরুত্ব নেই।

কিন্তু এটির আছে। কিছু উচ্চপদস্থ মাওলানা-মানে ওলামারা-দাবি করছেন যে হীরাবাঈ কখনোই সন্তান ধারণ করতে পারবে না। একজন বিধর্মীকে বিয়ে করে আমি ইসলামের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছি, তারজন্য এভাবে আল্লাহ্ আমার বিচার করছেন।

সাম্রাজ্য শাসন করো তুমি, ওলামারা নয়।

আমি তাদেরকে বা তাদের সংকীর্ণ কুসংস্কারকে ভয় করি না। তবে স্বীকার করছি প্রথমে আমার মনে হয়েছে তাঁদের কথায় হয়তো কিছুটা সত্য থাকতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে আমি যতোই গভীর ভাবে চিন্তা করেছি ততই আমার মনে হয়েছে যে একজন ক্ষমাশীল করুণাময় আল্লাহ বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে তার সৃষ্ট মানুষকে কিছুতেই বর্জন করতে পারেন না। কিন্তু ওলামাদের বক্তব্য যতোই অসম্ভব হোক না কেনো হয়তো আমার প্রজাদের কেউ কেউ তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। এর ফলে রাজ্যে ঘৃণা এবং বিভক্তি সৃষ্টি হতে পারে। ওলামারা ভালো করেই জানেন কেনো আমি একজন হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছি-কেবল আমার সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্যই নয় বরং এটাও প্রমাণ করার জন্য যে মোগল শাসন ধর্মনিরপেক্ষ।

তুমি বিচক্ষণ, হামিদা বললেন। তুমি সম্ভাব্য বিপদ আগেই অনুমান করতে পারো।

আমার পিতা আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছিলেন তার সন্তইরা যে তার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেবে সেটা তিনি অনেক দেরিতে বুঝতে পেরেছিলেন।

সেটা সত্যি। এর জন্য আমরা প্রায় জীবন হারাতে বসেছিলাম।

একই রকম ভুল আমি করতে চাই না, যদিও আমি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তার প্রকৃতি ভিন্ন।

আমাকে হীরাবাঈ সম্পর্কে বলো। আমি জানি তুমি ওকে নিয়ে খুশি নও...আমাকে ক্ষমা করো বাবা, কিন্তু আমার এবং গুলবদনের কানে অনেক কথাই আসে। হীরাবাঈ কি তোমাকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে?

সে আমাকে ঘৃণা করে।

কেনো?

চিত্তরগড়ের যোদ্ধাদের হত্যার জন্য সে আমাকে দোষারোপ করে এবং দূর্গশহর ধ্বংস করার জন্য...সে আমাকে তার স্বজাতীয়দের সর্বনাশের কারণ মনে করে।

সে এমন মনোভাব কীভাবে পোষণ করে যখন তারই ভাই তোমার মিত্র হতে পেরে এতো খুশি?

আকবর কাঁধ ঝাঁকালেন। আমার মনে হয় এর জন্য সে তার ভাইকেও অপছন্দ করে...কিন্তু সরাসরি আমাকে সে এ কথা বলেনি।

তুমি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে তুমি তাকে পুরোপুরি বুঝো? হয়তো আমাদের রাজপ্রাসাদ তার কাছে আপন মনে হয় না এবং রাজস্থানের জন্য তার মন কাঁদে। এক সময় হয়তো তার পরিবর্তন হবে।

আমি তাকে ভালোই বুঝতে পারি মা। বিয়ের রাতে সে আমাকে ছুরিকাঘাত করতে চেয়েছিলো। আকবর কথাটি বলতে চাননি কিন্তু নিজেকে বিরত করতে তিনি ব্যর্থ হলেন।

সে কি করেছে বললে? পুত্রবধূর প্রতি হামিদার সমস্ত সমবেদনা নিমিষেই উবে গেলো এবং তার চোখ দুটি রাগে ঝলসে উঠলো। এর জন্য তাকে তোমার মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত ছিলো যেমন তোমার পিতার উচিত ছিলো প্রাথমিক বিদ্রোহের সময়ই তার ভাইদের হত্যার আদেশ দেয়া। তুমি একটু আগেই বললে তোমার পিতার ভুল গুলি থেকে তুমি শিক্ষা নিয়েছে, অথচ এখনো তুমি ঐ মেয়েটির সঙ্গে বিছানায় যাও যে তোমার মৃত্যু কামনা করে। আমি এর কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি জানতাম তুমি বুঝবে না। তাই আমি এতোদিন তোমাকে কিছু বলিনি। আমি হীরাবাঈকে ত্যাগ করিনি কারণ তাকে আমি মিত্রতার প্রতীক মনে করি। এই বিবাহের ফলে রাজপুতরা খুশি হয়েছে। তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলে এই মিত্রতা কি বজায় থাকতো? আর নিজ দেবতাদের উপাসনা করার যে স্বাধীনতা হীরাবাঈ পেয়েছে তা আমার হিন্দু প্রজাদের জন্য একটি জীবন্ত প্রমাণ। এর ফলে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে আমার কাছ থেকে তাদের ভয়ের কিছু নেই। বাইরের মানুষ আমাদের রাজপ্রাসাদের

জীবন সম্পর্কে কিছুই জানে না। তারা খুশি মনে দেখছে যে মোগল সম্রাট একজন হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ করে নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করছে।

হামিদা চুপ করে ছিলেন, তাঁর সুন্দর ভ্রু দুটি চিন্তায় কুচকে আছে। হয়তো তোমার ভাবনাই ঠিক, অবশেষে তিনি বললেন। আঘাত এবং মাতৃত্বসুলভ ক্রোধের কারণে আমি বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। আমি হীরাবাঈ এর ঐ আচরণের কথা কাউকে বলবো না- এমনকি গুলবদনকেও না। তবে আমি আমার পরিচারিকাদের নির্দেশ দেবো তার উপর নজর রাখতে যাতে সে তার গর্ভধারণ প্রতিরোধের জন্য কিছু করতে না পারে। গর্ভধারণ প্রতিরোধের অনেক কৌশল প্রচলিত আছে। যেমন, তিক্ত ভেষজ ঔষধ সেবন, মিলনের আগে ভিনিগারে ভেজানো স্পঞ্জ যযানি পথের ভিতর ঢুকিয়ে রাখা, এমনকি মিলনের পরে ভেড়ার লোম পেচানো ছোট ডাল দিয়ে জরায়ু পরিষ্কার করার পদ্ধতিও রয়েছে। রাজপুত নারীদেরও নিজস্ব কৌশল থাকতে পারে।

ইতোমধ্যেই তার উপর নজর রাখা হয়েছে। খাজানসারা জালি পর্দার আড়াল থেকে মিলনের সময় আমাদের উপর নজর রাখে যদিবা হীরাবাঈ মিলনের আগে বা পরে অস্বাভাবিক কিছু করে তা আবিষ্কারের জন্য...আমার প্রতি তার ঘৃণার কারণে কি তার গর্ভধারণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে? সে প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এবং মন শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যদিও বা সে সন্তান জন্ম দেয় তা কি মঙ্গল জনক হবে?

এসব বোকার মতো চিন্তা, আকবর। আর কেই বা বলতে পারে...হীরাবাঈ এর বয়স এখনো অনেক কম, সন্তানের মা হলে হয়তো তার মন পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

তার বয়স ততোটা কম নয় বাবাকে বিয়ে করার সময় তোমার বয়স যতোটা কম ছিলো।

আমি ভাগ্যবতী। তোমার বাবা আমাকে ভালোবেসে পছন্দ করেছিলেন এবং আমিও তাকে ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু আমি কেবল একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা ছিলাম, হীরাবঈ এর মতো রাজকন্যা নয়। তোমার বাবা এবং আমার মধ্যকার সম্পর্ক অনেক বেশি সহজ ছিলো।

আকবর, আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারবো। গুলবদন আমাকে শেখ সেলিম চিশতি নামের একজন সুফি সাধকের কথা বলেছে। সে তার সঙ্গে দেখা করেছে এবং বলেছে আমার পিতামহের মতো তিনিও ভবিষ্যৎ দেখতে পান। হয়তো তিনি তোমাকে এমন কিছু বলতে পারবেন যা শুনে তুমি শান্তি পাবে।

তিনি কোথায় থাকেন?

শিক্রিতে, এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

আমি জায়গাটা চিনি। আমি একবার শিকার করতে গিয়ে ঐ জায়গায় থেমেছিলাম পানি খাওয়ার জন্য।

*

আকবরের নেতৃত্বে ছোট আকারের একটি সৈন্যদল ধূলিময় পথের উপর দিয়ে শিক্রির মালভূমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। তার দুটি প্রিয় শিকারী কুকুর পাশাপাশি দৌড়াচ্ছিলো এবং দুইজন শিকারের সহচর ও একজন কোর্চি ছাড়াও কিছু সংখ্যক দেহরক্ষী তাকে অনুসরণ করছে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা একটি অল্প বয়সী হরিণকে তিনি হত্যা করেছেন এবং সেটা ইতোমধ্যে আগ্রার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ঘোড়ার পিঠে হরিণটিকে ঝুলিয়ে বেঁধে একজন শিকারের সহচর সেটা নিয়ে গেছে। তিনি যে অভিযানে বেরিয়েছেন সেটা শিকারের অভিযান, কোনো সাধুর সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয় নয়-এমন ধারণা সৃষ্টি করাই যুক্তিসঙ্গত বলে আকবরের মনে হয়েছে।

দুপুরের রোদের উষ্ণ আবরণের মধ্য দিয়ে দূরে মালভূমির প্রান্তে মাটির ইটে তৈরি ঘরবাড়ির আবয়ব দেখা গেলো, সেটাই শিক্রি। রৌদ্রের তাপ কিছুটা কমে না আসা পর্যন্ত আমরা ওখানে বিশ্রাম করবো, তিনি কোর্চিকে বললেন। আমি একজন সুফি সাধকের গল্প শুনেছি যিনি ঐ গ্রামে থাকেন এবং আমার কৌতূহল হচ্ছে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। তুমি ঘোড়া চালিয়ে ওখানে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো সম্রাটের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন কি না।

তরুন কোর্চিটি যখন ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলো আকবর মালভূমির খাড়া ঢাল বেয়ে ধীরে তাকে অনুসরণ করলেন। গ্রামে পৌঁছে একটি ঘন বিন্যস্ত আমগাছের পাশে তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন। কয়েক মিনিট পর তিনি তার কোর্চিকে ফিরে আসতে দেখলেন।

জাহাপনা, শেখ সেলিম চিশতি হুজুর আপনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। আমার সঙ্গে আসুন।

আকবর গ্রামের মধ্য দিয়ে তার কোর্চিকে অনুসরণ করে একটি নিচু একতালা বাড়ির সামনে উপস্থিত হলেন। বাড়িটিতে প্রবেশের দরজার দুইপাশে জানালা হিসেবে মাত্র দুটি ফোঁকর রয়েছে। ভেতরে প্রবেশ করে তিনি নিজেকে অন্ধকারের মধ্যে আবিষ্কার করলেন। তারপর যখন তাঁর চোখে আধার সয়ে এলো তখন তিনি সামনের মেঝেতে একজন মোটা কাপড়ের সাদা আলখাল্লা পরিহিত ব্যক্তিকে কেবলামুখী হয়ে নামাজ পড়তে দেখলেন।

মাফ করবেন জাহাপনা, আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছিলাম যাতে তার নির্দেশনায় আমি আপনার উপকার করতে পারি। কথা বলতে বলতে বৃদ্ধটি একটি মাটির মোমদানিতে মোম জ্বালালেন। মোমের হালকা আলোয় আকবর সুফিটির আখরোটের মতো কুঞ্চিত মুখ দেখতে পেলেন।

আপনি কীভাবে জানলেন আমি আপনার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছি? আকবর তার আশেপাশে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞাসা করলেন। মেঝেতে পাতা একটি গাঢ় লাল রঙের

জায়নামাজ, একটি অমসৃণ কাঠের তৈরি বাক্স এবং বিছানা হিসেবে ব্যবহৃত দড়ির চৌপায়া ছাড়া কক্ষটিতে আর কিছু নেই।

যারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাঁদের সকলেই আমার কাছে ঐশ্বরিক সহযোগীতা কামনা করেন, যদিও তারা নিজেরা মনে করেন তারা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আমার কাছে এসেছেন। মনে হচ্ছে আপনি অবাক হয়েছেন জাহাপনা। আপনি হয়তো ভাবছেন আমি নিজের সম্পর্কে বাড়িয়ে বলছি। আমার যে সামান্য ক্ষমতা রয়েছে তা অর্জনের জন্য আমি কখনোও প্রার্থনা করিনি, কিন্তু আল্লাহর ঐশ্বরিক কৃপায় কখনো কখনো আমি তার মধ্যস্ততাকারীর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হই। এগিয়ে এসে আমার সামনে বসুন যাতে আমি আপনাকে ভালো করে দেখতে পারি।

আকবর সাধুর সামনে পাতা মাদুরে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন। বেশ কিছু সময় সাধুটি কিছু বললেন না। কিন্তু তার পেচার মতো উজ্জ্বল চোখের তারা দুটি আকবরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো, যেনো আকবরের মনের ভিতরে কি আছে তাও তিনি জেনে যাবেন। একসময় তিনি সামান্য দুলতে লাগলেন, তাঁর লম্বা সরু হাত দুটি বুকের উপর ভাঁজ করা, তিনি নিচুস্বরে একটি প্রার্থনা বাক্য পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন, আমাকে জ্ঞান দাও, আমাকে পথ দেখাও। সাধুটি কখনো তাকে জিজ্ঞাসা করবেন তাঁর আগমনের কারণ? আকবর ভাবলেন। কিন্তু তিনি যখন অপেক্ষা করছিলেন, একটি প্রশান্তিময় অনুভূতি তাঁর মনে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। তার চোখ দুটি বন্ধ হয়ে এলো এবং তার দেহ ও মন চাপ ও দুঃশ্চিন্তা মুক্ত হতে লাগলো। তার কামনা এবং

উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলিও ক্রমশ তার মধ্য থেকে অপসারিত হতে লাগলো যতোক্ষণ পর্যন্ত না তিনি একটি শিশুর মতো দুঃশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে পড়লেন।

এখন আরম্ভ করার জন্য আমরা প্রস্তুত। সাধুটি হাত বাড়িয়ে আলতোভাবে আকবরের কাঁধ স্পর্শ করলেন। আকবর চমকে চোখ খুললেন, ভাবছেন কতোক্ষণ ধরে তিনি এমন অর্ধ নিদ্রিত হয়ে ছিলেন যা আশ্চর্যজনক ভাবে অত্যন্ত আরামদায়ক ছিলো। আপনি আমার কাছে কি জানতে চান জাহাপনা?

জানতে চাই আমার স্ত্রী কোনো পুত্র সন্তান জন্ম দিতে পারবে কি না।

আর কিছু জানতে চান না? এটাতো খুব সাধারণ একটি প্রশ্ন।

হয়তো ততটা সাধারণ নয়। আপনি কি জানেন আমার স্ত্রী একজন হিন্দু?

নিশ্চয়ই জানি জাহাপনা। সমস্ত হিন্দুস্তানের মানুষ তা জানে।

নিজে একজন মুসলমান হিসেবে আপনি কি মনে করেন আমার স্ত্রীর সন্তান না হওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপর বর্ষিত শাস্তি, যেহেতু আমি একজন বিধর্মীকে বিয়ে করেছি?

না। একজন সুফি হিসেবে আমি বিশ্বাস করি আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর একাধিক পথ রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব নিজেদের নির্দিষ্ট পথটি খুঁজে বের করা।

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস যেমনই হোক?

হ্যাঁ। আল্লাহ্ আমাদের সকলেরই স্রষ্টা।

সুফি ঠিক কথাই বলেছেন, আকবর ভাবলেন। তিনি বোকার মতো ওলামাদের কথার গুরুত্ব দিয়েছেন। হীরাবাঈ তাকে ঘৃণা করে বলে সন্তান ধারণ করছে না এমন ধারণাও তার বোকামী। তিনি কখনোও ভাবেননি তার অহংকার এবং মর্যাদাকে অতিক্রম করে একজন অপরিচিত মানুষের মুখ থেকে তিনি এই সত্য উদঘাটন করবেন।

আমার স্ত্রী আমাকে ভালোবাসে না। যখনই আমি তার সঙ্গে মিলিত হতে যাই, আমি তার মাঝে আমার প্রতি ঘৃণা দেখতে পাই....আমি তার সঙ্গে যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করেছি...কিন্তু...

সুফি হাত তুলে আকবরকে থামিয়ে দিলেন। আরো কাছে আসুন।

আকবর সামনের দিকে ঝুকলেন এবং সুফি তার মুখ ধরে নিজের কপালের সঙ্গে আলতো ভাবে তার কপাল স্পর্শ করালেন। আবারো ভালো লাগার একটি বিস্ময়কর

অনুভূতি আকবরকে পাবিত করলো, তাঁর মনে হলো তিনি যেনো আলোর বন্যায় স্নানরত।

আপনি দুঃশ্চিন্তা করবেন না জাঁহাপনা। আপনার স্ত্রী শীঘ্রই একটি পুত্র সন্তান ধারণ করবেন এবং আপনার আরো দুইজন সন্তান হবে। মোগল বংশের রক্তপ্রবাহ হিন্দুস্তানের বুকে বহু প্রজন্ম পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

ধন্যবাদ শেখ সেলিম চিশতি, অসংখ্য ধন্যবাদ। আকবর তার মাথা নত করলেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে এসেছে, সবরকম আত্মসন্দেহ দূর হয়ে গেছে। তিনি অনুভব করলেন সবকিছুই তার পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবে রূপ নেবে। নিজ সন্তানদের সহায়তায় তিনি একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করবেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তারা অগ্রসর হতে থাকবে...মোগল বংশ আরো ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে। আপনি যা বললেন সেসব যখন বাস্ত বায়িত হতে থাকবে তখন আমি শিক্রিকে একটি সমৃদ্ধ শহরে পরিণত করবো আপনার সম্মানে। এখানে নির্মিত রাজপ্রসাদ, ঝর্না, বাগান প্রভৃতি সমগ্র পৃথিবীর জন্য বিস্ময়ে পরিণত হবে এবং আমি আমার রাজপ্রাসাদ আগ্রা থেকে এখানে স্থানান্তরিত করবো।

আপনার স্ত্রী যখন অন্তঃসত্ত্বা হবেন তাকে এখানে পাঠাবেন। এই গ্রামের বাইরে ছোট একটি আশ্রম আছে, সেখানে রানীমার যত্নের ব্যবস্থা করা যাবে। আর, হয়তো রাজপ্রাসাদের বাইরে এলে তার মনও অনেক শান্তি লাভ করবে এবং তখন তিনি আরো সহজে মাতৃত্বের প্রস্তুতি নিতে পারবেন।

সে কি এখানে তার ধর্মের চর্চা করতে পারবে?

নিশ্চয়ই পারবে। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি স্রষ্টাকে পাওয়ার একাধিক পথ রয়েছে।

তাহলে অবশ্যই আমি তাকে এখানে পাঠাবো। আকবর উঠে দাঁড়ালেন।

আপনাকে আবারো ধন্যবাদ। আপনি আমাকে স্বস্তি এবং আশা প্রদান করেছেন।

আমি নিজেও আনন্দিত। কিন্তু আরেকটি বিষয় আপনাকে আমার জানানো উচিত এবং সেটি আপনার পছন্দ নাও হতে পারে।

সেটা কি? আকবর অত্যন্ত নম্রভাবে সুফির কাঁধে তাঁর হাত রাখলেন।

যদিও আপনি তিন জন বলিষ্ঠ পুত্রসন্তান লাভ করবেন, কিন্তু মনে রাখবেন-ক্ষমতার লোভ এবং তা অধিকার করার আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে নিবিড় পারিবারিক বন্ধনকেও বিষাক্ত করে তুলতে পারে। সহজাত ভাবেই আপনার পুত্ররা আপনাকে ভালোবাসবে কিম্বা নিজেদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে এমনটা আশা করবেন না।

তার মানে? আপনি কি বুঝাতে চাইছেন আমার পিতা যেমন পারিবারিক বৈরিতার শিকার হয়েছিলেন তেমনি আমিও হবো?

এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই জাঁহাপনা। আমি প্রত্যক্ষ করেছি আপনি পুত্র সন্তান লাভ করবেন এবং আপনার সাম্রাজ্য সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে, কিন্তু এর বাইরে আমি কালো ছায়াও দেখতে পেয়েছি। কিন্তু এখনো তা সম্পূর্ণ আকৃতি লাভ করেনি, এর মাঝে অবশ্যই কোনো সতর্কতা সংকেত নিহিত রয়েছে। আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে জাহাপনা। আমার কথা গুলি মনে রাখবেন। আপনার পুত্ররা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তাঁদের প্রতি নজর রাখবেন যাতে এই কালো ছায়া তাঁদের মাঝে ক্রিয়াশীল হওয়ার আগেই আপনি এর প্রভাব থেকে তাঁদের মুক্ত করতে পারেন।

সেদিন দিন শেষে আগ্রার পথে ফেরার সময় আকবর সুফির সতর্কবাণী নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ তৈমুরের সময় থেকে শুরু করে বহুবার মোগলরা বাইরের শত্রুর পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে কলহে জড়িয়ে পড়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পতিত হয়েছে। তিনি এ জাতীয় লক্ষণের দিকে সর্বদা নজর রাখবেন। কিন্তু সেসব অনেক দূরবর্তী ভবিষ্যতে অবস্থিত। এই মুহূর্তে তিনটি পুত্র সন্তান লাভের স্বপ্নে পাবিত আকবর অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে তাঁর ঘোড়া ছুটালেন।

*

ছয় সপ্তাহ পর আকবর খাজানসারার কাছে শুভ সংবাদটি পেলেন।

জাহাপনা, রানীমা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন।

সন্তান কবে ভূমিষ্ঠ হবে?

হেকিম জানিয়েছেন অগাষ্ট মাসে।

আমি এখনই হেরেমে যাব। আকবর অনন্দ অশ্রু সংবরণ করতে করতে প্রায় দৌড়ে মহিলা মহলের দিকে অগ্রসর হলেন। হীরাবাঈ এর কক্ষে প্রবেশ করে তিনি আগরবাতির পরিচিত মিষ্টি ঘ্রাণ পেলেন। একটি হাসিহীন বহু বাহু বিশিষ্ট দেবী মূর্তির সামনে রাখা পিতলের পাত্রে হীরাবাঈ সর্বদাই এই আগরবাতি জ্বালিয়ে রাখে। সে একটি বার্ণিশ করা নিচু রাজপুত-অসনে বসেছিলো এবং পরিচারিকা তার চুল আচড়ে দিচ্ছিলো। আকবরের মনে হলো তাঁর স্ত্রীর আড়ষ্ট এবং অনিশ্চিত চেহারা ইতোমধ্যে নরম হতে শুরু করেছে এবং ত্বকে নতুন করে উজ্জ্বলতা তৈরি হতে শুরু করেছে। কিন্তু তার স্বাভাবে কোনো কোমলতা যদি তিনি আশা করে থাকেন তাহলে তাকে হতাশ হতে হলো। সে যখন মুখ তুলে তাকালো আকবর লক্ষ করলেন তার মুখভাব আগের মতোই অনমনীয় এবং দূরবর্তী।

তুমি যেতে পারো, আকবর পরিচারিকাটিকে আদেশ দিলেন। সে চলে যেতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যিই কি তুমি মা হতে চলেছো?

হ্যাঁ। নিশ্চয়ই খাজানসারা আপনাকে এ কথা বলেছে।

আমি একজন সাধারণ স্বামীর মতো তোমার মুখ থেকেই সংবাদটি শুনতে চেয়েছিলাম। হীরাবাঈ-আমার ঔরসজাত সন্তান তোমার গর্ভে, হয়তো সে আগামী মোগল সম্রাট হবে। এই মুহূর্তে আমি কি এমন কিছুই করতে বা বলতে পারি না যাতে তুমি আমার প্রতি সদয় হতে পারো এবং নিজে খুশি হতে পারো?

একমাত্র অম্বরে আমাকে ফেরত পাঠালেই আমি খুশি হতে পারি, কিন্তু তা অসম্ভব।

শীঘ্রই তুমি একজন মা হবে। তোমার কাছে কি এর কোনো তাৎপর্য নেই? হীরাবাঈ ইতস্তত করলো। আমি সন্তানটিকে ভালোবাসবো কারণ তার শিরায় আমার স্বজাতীয়দের রক্তও প্রবাহিত হবে। কিন্তু আপনার প্রতি আমার যে ভালোবাসা নেই তার মিথ্যা অভিনয় আমি করতে পারবো না। আমি প্রার্থনা করি আপনি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে আমাকে শান্তিতে থাকতে দিবেন।

আমাকে একটি সুস্থ্য পুত্র উপহার দাও, কথা দিচ্ছি তোমার সঙ্গে আর কোনো দিন আমি শোব না। হীরাবাঈ কিছু বললো না। আমি চাই আজ থেকে এক সপ্তাহ পর একটি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য তুমি প্রস্তুত

আপনি আমাকে কোথায় পাঠাতে চান? প্রথম বারের মতো হীরাবাঈ এর শিথিল আচরণের মধ্যে খানিকটা উৎকণ্ঠার আভাস পাওয়া গেলো।

ভয়ের কিছু নেই। তোমাকে আমি একটি শুভ আশীর্বাদপূর্ণ স্থানে পাঠাতে চাই-শিক্রিতে। আমি তোমাকে আগে কথাটি বলিনি কারণ আমি জানি তুমি আমার ধর্মকে অবিশ্বাস করো, কিন্তু শিক্রিতে একজন মুসলিম সুফি বাস করেন। তিনি ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে তুমি আমার জন্য একটি সন্তান ধারণ করবে এবং আমাকে বলেছিলেন তোমাকে সেখানকার একটি আশ্রমে পাঠাতে যেখানে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত তোমার পর্যাপ্ত যত্ন নেয়া হবে। আমার শ্রেষ্ঠ হেকিমদের তোমার সঙ্গে পাঠাবো এবং তুমি যে কয়জন ইচ্ছা পরিচারিকা সাথে নিতে পারো। সেখানকার আবহাওয়া খুবই ভালো-আগ্রার তুলনায় ঠাণ্ডা ও স্বাস্থ্যকর। এই সব সুবিধা তোমার এবং তোমার গর্ভের সন্তানের উপকারে আসবে। এছাড়া তুমি সেখানে তোমার ধর্মও চর্চা করতে পারবে।

হীরাবাঈ তার কোলের উপর ভাজ করে রাখা হাতের দিকে তাকালো। আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু হবে।

আমি কি তোমার ভাইকে খবরটা জানাবো?

হীরাবাঈ মাথা নাড়লো। সে আরো কিছু বলতে পারে এমন আশা করে আকবর কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন। আমি সন্তানটিকে ভালোবাসবো, সে বলেছে, কিন্তু বাস্তবে কি তা হবে? সে যদি বাবাকে ঘৃণা করে তাহলে সন্তানটির জন্য তার কতোটুকু ভালোবাসা সৃষ্টি হতে পারে? সুফির সতর্কবাণী এক মুহূর্তের জন্য তার মনে এলো। তাঁর স্ত্রীর বৈরিতা কি সুফির প্রত্যক্ষ করা দূরবর্তী ছায়া গুলির একটি আরেকবার হীরাবাঈ এর

আন্তরিকতাহীন চেহারা পর্যবেক্ষণ শেষে আকবর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং অনুভব করলেন তার মাঝে আবার আনন্দ উচ্ছ্বাস ফিরে আসছে। তিনি প্রথম বাবা হতে চলেছেন...

*

যে পবিত্র মানুষটি তোমার জন্মের ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন তাঁর নাম অনুসারে আমি তোমার নাম সেলিম রাখলাম।

মোচড়াতে থাকা সদ্য জন্মলাভ করা শিশুটিকে কোলে নিয়ে আকবর বললেন। শিশুটি তার বাম হাতে ধরা। এবার ডান হাতে একটি পিরিচ ভর্তি ছোট ছোট স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে তিনি খুব যত্নের সঙ্গে শিশুটির মাথায় ঢাললেন। সেলিম তার ক্ষুদ্র হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রেখেছে এবং তার মুখ কুচকে গেলো কিন্তু সে কাঁদলো না। গর্বের হাসি দিয়ে আকবর সেলিমকে উঁচু করে ধরলেন যাতে সকলে তাকে দেখতে পায়। তারপর তিনি তার বয়স্ক উজির জওহর এর ধরে থাকা সবুজ মখমলের চওড়া গদিতে তাকে শুইয়ে দিলেন। এবার কালো পাগড়ি পরিহিত প্রধান ওলামা শেখ আহমেদ এর বক্তব্য প্রদানের পালা। একটি হিন্দু মায়ের গর্ভজাত সন্তানকে আশীর্বাদ করার ব্যাপারে তার মনোভাব কেমন হতে পারে? তার ঘন দাড়ি আচ্ছাদিত মুখ বৈশিষ্টহীন। তার মনের মধ্যে যাই থাকুক তা প্রকাশ পাচ্ছিলো না, যদিও তার অভিসন্ধিমূলক ফতোয়াকে ব্যর্থ করে দিয়ে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

সেলিমের জন্মের জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ওলামা বয়ান শুরু করলেন: এই ভুবন আলো করা শিশুটির মঙ্গলময় আগমনকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ওলামা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যাদের মহানুভব সম্রাট শিক্রিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মানিত করেছেন। যুবরাজ সেলিম, আল্লাহ আপনাকে পথপ্রদর্শন করুন এবং এক সমুদ্র ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য আপনার উপর বর্ষিত হোক এই কামনা করছি।

ঐদিন সন্ধ্যায় শিক্রির মালভূমিতে টাঙ্গানো বহু সংখ্যক শামিয়ানার নিচে সেলিমের জন্ম উপলক্ষে আয়োজিত ভোজসভা চলছিলো। মোগলদের আদি জন্মস্থান থেকে বয়ে আনা রীতিতে নাচ গানের অনুষ্ঠানও চলছিলো। রীতি অনুযায়ী আকবর, আহমেদ খান এবং অন্যান্য সেনাপতিদের হাতে ধরে চক্রাকারে নাচের ভঙ্গিতে কয়েক বার পাক খেলেন। এ সময়ে আকবরের মনে হলো তাঁর এখন আরেকটি জিনিস করা দরকার।

তখন রাত আরো গম্ভীর হয়েছে। আকবর ঘোড়ায় চড়লেন এবং অল্প কয়েকজন রক্ষী নিয়ে হীরাবাঈ যে আশ্রমে অবস্থান করছে সে দিকে রওনা হলেন।

সম্রাট এসেছেন! তার একজন রক্ষী চিৎকার করে জানান দিলো, যখন তারা আশ্রমের তোরণের সামনে উপস্থিত হলেন। অম্বর থেকে আগত কমলা পাগড়ি পরিহিত রাজপুত সৈন্যরা পাহারায় ছিলো। বর্তমান অবস্থায় তাদের রাজকন্যার নিরাপত্তা প্রদানের জন্য আকবর তাঁদের অনুমতি দিয়েছেন। সৈন্যরা সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবং তাদের দলনেতা এগিয়ে এলো।

স্বাগতম জাহাপনা।

আকবর ঘোড়া থেকে নামলেন এবং নিজের কোর্চির দিকে লাগামটা ছুঁড়ে দিয়ে প্রবেশ পথ দিয়ে একটি স্বল্প আলোকিত উঠানের দিকে অগ্রসর হলেন। আবার কেউ চিৎকার করে ঘোষণা দিলো, সম্রাট এসেছেন! এবারে হীরাবাঈ এর একজন রাজপুত সেবিকা ছায়ার মধ্য থেকে প্রদীপ হাতে এগিয়ে এলো।

আমাকে আমার স্ত্রীর কাছে নিয়ে চলো।

হীরাবাঈ নীল রঙের তাকিয়ার ঠেস দিয়ে নিচু বিছানায় শুয়ে ছিলো। সেলিম তার বুকের দুধ পান করছিলো এবং আকবর হীরাবঈ এর চেহারায় এমন একটি তৃপ্তির ভাব লক্ষ্য করলেন যা তিনি আগে কখনোও প্রত্যক্ষ করেননি। সেটা এতোই অপ্রত্যাশিত যে তাকে তার কাছে অচেনা মনে হলো। কিন্তু যখন সে আকবরের দিকে তাকালো, তার চেহারা থেকে সেই পরিতৃপ্তির আভা অদৃশ্য হলো। আপনি কেনো এসেছেন? আপনারতো এখন ভোজ সভার অতিথিদের সঙ্গ দেয়ার কথা।

হঠাৎ আমার পুত্রের মুখ দেখতে ইচ্ছা হলো...এবং আমার স্ত্রীকে।

হীরাবাঈ কিছু বললো না, কিন্তু সেলিমকে স্তনের বোঁটা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার পরিচারিকার কোলে দিলো। হঠাৎ দুধ পান করা বাধাগ্রস্ত হওয়ায় শিশুটি কাঁদতে লাগলো, কিন্তু হীরাবাঈ ইঙ্গিতে তাকে আকবরের কাছে নিয়ে যেতে বললেন।

হীরাবাঈ, আমি শেষ বারের মতো তোমার কাছে আবেদন করতে এসেছি। জীবনের বাকি সময়টা সেলিম আমাদের মাঝে রক্ত-মাংসের সংযোগ সূত্র হয়ে থাকবে। আমরা কি অতীতকে ভুলে তার জন্য আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করতে পারি না? আমি চাই আমার বাকি সন্তানদেরও তুমি ধারণ করো যাতে পরবর্তী জীবনে তারা পরস্পরকে সহযোগীতা করতে পারে আপন ভাই হিসেবে।

আমার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। আমি আপনাকে আগেই বলেছি আমাকে একা শান্তিতে থাকতে দিতে। আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন পুত্র সন্তান উপহার দিলে আপনি তা করবেন। আপনার বাকি সন্তানদের বাবা হওয়ার জন্য অন্য নারীদের গ্রহণ করুন।

সৎভাই থাকলে ভবিষ্যত সম্রাট হিসেবে সেলিমের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়বে। সৎ ভাইরা তার প্রতি কম বিশ্বস্ত থাকবে। তুমি কি সেটা বিবেচনা করেছো? তোমার পুত্রের অবস্থান যথাসম্ভব শক্তিশালী করার জন্য তোমার কি কোনোই দায়বদ্ধতা নেই?

আমার পুত্রের শিরায় রাজপুত রক্ত প্রবাহিত। সে যে কোনো বিরোধীতা ধূলায় পদদলিত করবে। হীরাবাঈ চিবুক উঁচু করে বললো।

হীরাবাঈ এর এমন নিরুদ্বেগ একগুঁয়ে অহমিকা এবং দুনিয়া সম্পর্কে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী আকবরকে ভীষণ হতাশ করলো। একবার তার মনে হলো ভবিষ্যত সম্পর্কে সুফির নেতিবাচক অনুমানের কথা হীরাবাঈকে জানাবেন। কিন্তু তিনি অনুভব করলেন সে তাতে

মতো পরিবর্তন করবে না। তবে তাই হোক, কিন্তু তিনি এমন মেয়ের কাছে তাঁর পুত্রের লালন পালনের ভার অর্পণ করবেন না।

ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু তুমি যা করতে চাচ্ছ তার একটি মূল্য তোমাকে দিতে হবে। তোমার যখন ইচ্ছা হবে তুমি সেলিমকে দেখতে পারবে, কিন্তু তাকে আমি আমার মায়ের তত্ত্বাবধানে রাখবো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোগল যুবরাজরা তাদের আপন মায়ের বদলে বয়োজ্যষ্ঠ রাজমাতাদের তত্ত্বাবধানে লালিত হয়। আমার মা ওর জন্য একজন দুধ-মা নিযুক্ত করবেন যা মোগল রীতিরই অংশ। আমার পুত্র রাজপুত নয় বরং মোগল রাজপুত্র হিসেবে মানুষ হবে।

হীরাবাঈ আকবরের দিকে তাকালো। কিন্তু তার মাঝে কষ্টবোধ বা প্রতিবাদের কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। সামান্য শক্ত হয়ে উঠা চোয়াল থেকেই তার একমাত্র প্রতিক্রিয়া বুঝা গেলো। আপনি সম্রাট। আপনার কথাই আইন। তার কণ্ঠস্বর কিছুটা উদ্ধত শোনালো। আকবর এসেছিলেন একটা শেষ চেষ্টা করতে যদিও তিনি আগেই অনুভব করেছিলেন হীরাবাঈ এর মনের বন্ধ দরজা কিছুতেই উন্মুক্ত করা সম্ভব নয়।

.

১০. জগতের একটি বিস্ময়

আপনি আমাকে ব্যাপক সম্মান প্রদান করলেন এবং আমার উপর অত্যন্ত বিশাল দায়িত্ব অর্পণ করলেন জাহাপনা।

আমি জানি তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে তোমার দায়িত্ব পালন করবে আবুল ফজল। আমি চাই আমার শাসন আমলের ঘটনাপঞ্জি পরবর্তী প্রজন্মগুলির জন্য অনুসরণীয় গ্রন্থ হয়ে থাকুক। এতে ভালো বা মন্দ সব ঘটনার সত্য বিবরণ তুমি লিপিবদ্ধ করবে। কখনোই আমার তোষামোদ করবে না।

আমি অকৃত্রিমতার ঘ্রাণযুক্ত কলম দিয়ে প্রতিটি শব্দ লিপিবদ্ধ করবো জাহাপনা।

আকবর তাঁর সদ্য নিয়োগকৃত প্রধান ঘটনাপঞ্জিলেখকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। যদিও তাঁর অন্য একাধিক অনুলেখক ছিলো তবুও তিনি এমন একজন লেখকের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন যে তাঁর প্রদান করা বক্তব্যের চেয়েও বেশি কিছু লিখতে পারবে-যে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর রাজত্ব কালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সমূহ লিপিবদ্ধ করবে যখন তিনি বেঁচে থাকবেন না তখনো। আবুল ফজল একজন বৃষস্কন্ধ এবং বক্র পা বিশিষ্ট লোক এবং বয়সে তার চেয়ে সামান্য ছোট। তার পিতা শেখ মোবারক যিনি একজন ধর্মতাত্ত্বিক পণ্ডিত, কয়েক বছর আগে পারস্য থেকে সপরিবারে মোগল রাজ দরবারে আগমন করেন। একজন উপদেষ্টা এবং রাজনীতিক বিশ্লেষক হিসেবে আবুল

ফজলের দক্ষতা ইতোমধ্যেই আকবরের নজর কেড়েছে। কিন্তু তাঁর উজির জওহর এর সুপারিশে তিনি তাকে প্রধান ঘটনাপঞ্জিলেখকের পদে নিয়োগ করলেন। জওহর বলেছিলো যদিও আবুল ফজল একজন নিষ্ফল এবং নির্লজ্জ তোষামোদকারী তবুও তার মধ্যে চাতুর্য এবং বিশ্বস্ততা রয়েছে। ঘটনা সমূহের কেন্দ্রে অবস্থান করায় সে সেগুলিকে মহিমান্বিত করে তুলবে এবং তুলনামূলকভাবে সংযত এবং অবসরগামী লেখকদের চেয়ে কাজটি অধিক দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পারবে। আবুল ফজলের পরিচ্ছন্নভাবে কামানেনা মুখের বিগলিত হাসি দেখে আকবর অনুমান করতে পারছিলেন এমন একটি আস্থানির্ভর কাজের দায়িত্ব পেয়ে সে কতোটা কৃতজ্ঞ বোধ করছে।

সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় আমি যে সংস্কার করতে যাচ্ছি তার বিবরণ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তোমাকে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ঘটনাপঞ্জি লিপিবদ্ধ করার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো আমার উত্তরসূরিদের নির্দেশনা প্রদান করা।

নিশ্চয়ই জাঁহাপনা। তড়িৎ বেগে হাত নেড়ে আবুল ফজল একজন পরিচারককে ইঙ্গিত করলো। পরিচারকটি একটি উঁত কাঠের তৈরি ছোট আকারের ঢালু লেখার টেবিল তার সামনে রাখলো এবং কাগজ, কলম ও কালি সরবরাহ করলো।

তাহলে শুরু করা যাক। আকবর উঠে তার কক্ষের মধ্যে পায়চারী শুরু করলেন। আমি ইতোমধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রথমত আমি আমার সকল কর্মকর্তাদের একটি মাত্র ক্রমবিভক্ত ধারায় সংগঠিত করতে চাই। তারা সেনাবাহিনীর সদস্য হোক বা না হোক প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যের দলনেতা হিসেবে নিযুক্ত থাকবে। তোমাকে

বিস্মিত দেখাচ্ছে আবুল ফজল, কিন্তু এমন বিশাল এবং অসম সাম্রাজ্যের জন্য আমাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। এমনকি এদের মধ্যে রাজকীয় রন্ধনশালার প্রধানও অন্তর্ভূক্ত হবে-সে ছয়শো সৈন্যের দলনেতা হিসেবে নিযুক্ত হবে। আমার উপদেষ্টা এবং ঘটনাপঞ্জিকার হিসেবে তুমি চার হাজার সৈন্যের দলনেতা হিসেবে নিযুক্ত হবে।

আবুল ফজলের মুখে সন্তুষ্টির হাসি দেখা গেলো এবং সে আবার নুয়ে লিখতে শুরু করলো যখন আকবর বলা শুরু করলেন। দ্বিতীয়ত আমার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত কিছু ভূমি রাজ সম্পত্তি হিসেবে অধিগ্রহণ করা হবে এবং আমার কর্মকর্তাগণ সেগুলির উপযুক্ত কর সংগ্রহ করে সরাসরি আমার কোষাগারে পাঠাবে। বাকি ভূখণ্ড একাধিক জায়গিরে বিভক্ত করা হবে-এবং সেগুলি আমার সভাসদ এবং সেনাপতিদের অধীনে শাসনের জন্য প্রদান করা হবে। সেখানকার কর আদায়ের দায়িত্ব তাঁদের এবং করের একটা অংশ তারা সিংহাসনের পক্ষে লড়তে আগ্রহী একটি সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখতে পারে। এর ফলে যখন আমার যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন হবে তখন খুব কম সময়ের মধ্যে আমি একটি বৃহৎ আকারের সুপ্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী গঠন করতে পারবো।

জায়গিরের প্রশাসকরা কি তাদের সন্তানদের উক্ত জায়গির প্রদান করতে পারবে জাহাপনা?

না। তাদের মৃত্যু হলে জায়গির আমার তত্ত্বাবধানে ফেরত আসবে এবং আমার প্রমোদের ব্যয়ভার মেটানোর জন্য ব্যবহৃত হবে। আকবর থামলেন। আমার অধীনস্থ প্রতিটি

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সাম্রাজ্যের কর্মচারী(জায়গিরদার) হিসেবে নিযুক্ত হবে। গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের আমি জায়গির থেকে বিতাড়িত করবো এবং জায়গিরদারদের মৃত্যু হলে আমি সেই জায়গির বাজেয়াপ্ত করবো। এর ফলে আমার প্রশাসকরা আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এবং আমার বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে বিদ্রোহ করতে পারবে না। আকবর থামলেন এবং কিছুক্ষণের জন্য কেবল আবুল ফজলের কলম চালানোর খস খস শব্দ শোনা গেলো। সব পরিস্কার ভাবে বুঝেছো? এতোক্ষণ যা বললোম তার সব কিছু ঠিক মতো লিখতে পেরেছো?

জ্বী জাহাপনা। আমি বিস্তারিত বিবরণ সহ সবকিছু অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছি। যারা এই বিবরণী পাঠ করবে তারা আপনার মহান বিচক্ষণতা, অতুলনীয় দূরদৃষ্টি এবং সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পর্কে অধ্যয়ন করে সীমাহীন উপকার লাভ করবে।

আবুল ফজল এতো বেশি বকর বকর করে কেন? আকবর ভাবলেন। বোধহয় সে মনে করে লাগাতার চাটুকারীতা তার অধিক আস্থাভাজন হওয়ার একমাত্র পথ। পারসিকরা কি এরকম আচরণই করে? কিন্তু বৈরাম খান তো এমন ছিলেন না। তাঁর সাবেক অভিভাবকের স্মৃতি এবং তার প্রতি তাঁর আচরণের বিষয়টি এখনো তার জন্য বেদনাময় এবং আকবর জোর করে তাঁর মন থেকে এই চিন্তা সরিয়ে দিতে চাইলেন।

চলো আমরা বাইরে যাই। বাকি কথা আমরা সেখানে যেয়ে আলাপ করবো। আকবর তাঁর ব্যক্তিগত কক্ষ থেকে আবুল ফজলকে নিয়ে বাইরের উঠানে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁর তিন পুত্র খেলা করছিলো। পাঁচ বছরের সেলিম একটি খেলনা গাড়িতে

বসে ছিলো এবং তার থেকে এগারো মাসের ছোট মুরাদ গাড়িটা টানছিলো। অন্য জন দানিয়াল, তার বয়স সাড়ে তিন বছর। একটি নিম গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা আকবর এবং আবুল ফজলের উপস্থিতি তারা টের পায়নি এবং খেলা চালিয়ে যাচ্ছিলো। সেলিম দ্রুত বেড়ে উঠছিলো। তার দৈহিক গড়ন হীরাবাঈ এর মতো চিকন এবং ছিপছিপে। তার ঘন কালো চুল এবং লম্বা লম্বা চোখের পাপড়িও মায়ের মতোই। মুরাদ ওর কাছাকাছি লম্বা কিন্তু অধিক স্বাস্থ্যবান, অনেকটা আকবরের মতোই, কিন্তু জয়সলমিরের রাজপুত রাজকন্যা মায়ের মতো তামাটে চোখ তার। ছোট্ট দানিয়াল নাদুস নুদুস গড়নের, কিন্তু সে আকবর বা তার সুন্দরী পারসিক মায়ের চেহারা বা গড়ন পায়নি।

আকবর সন্তুষ্ট চিত্তে তাদের পর্যবেক্ষণ করছিলেন যেমনটা তিনি সবসময় করে থাকেন। শেখ সেলিম চিশতি যেমন ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন তেমনটাই ঘটেছে, তিনি তিনটি বলিষ্ঠ পুত্র লাভ করেছেন। ওদেরকে দেখো আবুল ফজল, উত্তরসূরি হিসেবে ঐরকম তিনজন স্বাস্থ্যবান পুত্রের মতো সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের চেয়ে আমার সাম্রাজ্যের জন্য বেশি আর কি করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো? আল্লাহ্ আমার প্রতি অনেক সদয় হয়েছেন।

নিশ্চয়ই জাহাপনা। আল্লাহ্ তাঁর ঐশ্বরিক আলো আপনার উপর বর্ষণ করেছেন।

শিশুদের গাড়িটা উঠানের অন্য প্রান্তে পৌঁছে থেমে গেছে এবং মুরাদ সেটায় চড়ার চেষ্টা করছে, সন্দেহ নেই এবার তার পালা। সেই মুহূর্তে সুফির সতর্কবাণীর কথা মনে পড়তেই আকবরের পরিতৃপ্তভাব বাধাগ্রস্ত হলো। তাদেরকে একাগ্রচিত্তে পর্যবেক্ষণ করতে করতে আকবর ভাবলেন তাঁকে তাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

করতে হবে এবং তাঁদের মধ্যে হিংসা বা বৈরিতার কোনো লক্ষণ দেখা যায় কি না সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু দেখা গেলো সেলিম হাসতে হাসতে মুরাদকে গাড়িতে বসার জায়গা ছেড়ে দিলো। তারা এখনো অনেক ছোট....তিনি বোকার মতো চিন্তা করছেন। তার ভাবনার অবকাশ সৃষ্ঠি হতে এখনো বহু বছর বাকি আছে- যদিওবা কোনো দুশ্চিন্তার অবকাশ সৃষ্টি হয়। তিনি তাদের কাছে এগিয়ে যেতে নিলেন কিন্তু সেই সময় কোর্চি তাঁর দিকে এগিয়ে এলো।

জাহাপনা, শিক্রির নির্মাণ পরিকল্পনা আলোচনা করতে স্থপতিরা এসেছেন।

চমৎকার। আমি এখনই আসছি। তুমিও আমার সঙ্গে এসো আবুল ফজল। আমি চাই এই প্রকল্পের সবকিছু তুমি জানো। শেখ সেলিম চিশতিকে দেয়া ওয়াদা অনুযায়ী আমি শিক্রিতে একটি নতুন রাজধানী নির্মাণ করতে যাচ্ছি, এই সুফি সাধক আমার তিন পুত্রের জন্মের ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন। স্থাপত্যশিল্পের প্রতি আপনার আগ্রহের কথা সর্বজনবিদিত জাহাপনা। দিল্লীতে আপনার পিতার সমাধিটি সারা হিন্দুস্থানের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপনা।

এই প্রথম বারের মতো আবুল ফজল বাড়িয়ে বলছিলো না। আকবর ভাবলেন। বালুপাথর এবং মার্বেল পাথরে তৈরি হুমায়ূনের অষ্টভুজ সমাধিটি সত্যিই দৃষ্টিনন্দন। এর দ্বিতল গম্বুজ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ রুচিশীল বিন্যাস সমরকন্দে অবস্থিত তৈমুরের সমাধির কথা মনে করিয়ে দেয়, যার অঙ্কন চিত্র আকবর দেখেছেন।

তোমাকে এর বিস্তারিত বিবরণ ঘটনাপঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে আবুল ফজল। শিক্রির গঠন শৈলী সবকিছু থেকে ভিন্ন মাত্রার হবে-এ পর্যন্ত আমার, আমার পিতার অথবা আমার পিতামহের দ্বারা হিন্দুস্তানে যা কিছু নির্মিত হয়েছে তার তুলনায়। আমি আমার হিন্দু প্রজাদের নির্মাণশৈলীতে শহরটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই জন্য আমি হিন্দু স্থপতিদের নির্বাচন করেছি। ইতোমধ্যে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আমি বহু ঘন্টা ব্যয় করেছি। নির্দেশনা পাওয়ার জন্য তাঁদের কাছে প্রাচীন অনেক গ্রন্থ রয়েছে যাতে সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। কীভাবে উত্তম ইট তৈরি করতে হয় তার থেকে শুরু করে স্থাপনার অবস্থান কেমন হলে এর অধিবাসীদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে, এর সবকিছু।

আকবরের সম্মেলন কক্ষে দুইজন স্থপতি অপেক্ষা করছিলো। তাঁদের একজন লম্বা এবং মধ্যবয়সী এবং অপরজন অনেক তরুণ এবং তার বগলে কিছু লম্বা আকারের পেচানো কাগজ দেখা যাচ্ছিলো। তারা আকবরকে কুর্ণিশ করলো। আকবর তাঁদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ তাকে সম্বোধন করলেন। স্বাগতম তুহিন দাশ, তোমার পরিকল্পনা জানার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে আছি। তোমার ছেলের হাতের ঐ কাগজগুলিতে কি রয়েছে?

এগুলিতে কিছু প্রাথমিক অঙ্কন চিত্র রয়েছে জাঁহাপনা।

ওগুলি খুলে ধরো, আমি দেখতে চাই।

নিশ্চয়ই। মোহন, জাঁহাপনা যা বললেন করো।

আকবর অপেক্ষা করতে লাগলেন যখন মোহন টেবিলের উপর একটা একটা করে নকশা গুলি মেলে ধরে সেগুলির চারকোণায় পাথর চাপা দিতে লাগলো। তার আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলি কালি মাখা এবং সেগুলি সম্ভবত উত্তেজনায় সামান্য কাঁপছিলো। মোহনের কাগজগুলি মেলে রাখার কাজ শেষ হওয়ার আগেই আকবর সাগ্রহে তার উপর ঝুঁকে পড়লেন। কাগজগুলি চতুর্ভুজ দাগ বিশিষ্ট যার বিভিন্ন অংশে স্থাপনাগুলি চিহ্নিত করা আছে।

জাহাপনা আমরা এই অঙ্কনটা দিয়ে শুরু করলে ভালো হয়। তুহিন দাশ সবচেয়ে বড় আকারের অঙ্কনটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এখানে আমি সমগ্র রাজপ্রাসাদের ভবনগুলির যৌগিক বিন্যাস অঙ্কন করেছি। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী প্রধান শহরটিকে নিচে রেখে মালভূমির উপরে এর অবস্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর তিন দিকে প্রাচীর থাকবে এবং উত্তর-পশ্চিম অংশে থাকবে বিশাল হ্রদ। এই হ্রদ শিক্রির নিরাপত্তাই শুধু রক্ষা করবে না বরং এর পানির চাহিদাও পূরণ করবে। আকবর সম্মতি সূচক মাথা নাড়লেন।

আমি প্রস্তাব করছি রাজপ্রাসাদ, মসজিদ এবং অন্য সকল ভবনগুলি অঙ্কিত ঢালের শীর্ষে অবস্থিত এই রেখা বরাবর নির্মাণ করা হোক যা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রসারিত। কিন্তু দয়া করে মনে রাখতে হবে জাহাপনা, যদিও আমরা আপনার ইচ্ছা বাস্তবায়নের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তবুও এই অঙ্কনগুলি আমাদের প্রাথমিক ধারণার বাস্তবায়ন মাত্র।

এই নকশাটি আমাকে আরেকটু বুঝাও। আকবর বললেন।

রাজপ্রাসাদটি ধারাবাহিক ভাবে সংযুক্ত একাধিক উঠানের সংযোগে গঠিত হবে। আজ আমরা প্রসাদের প্রধান ভবন গুলির অঙ্কিত নকশা নিয়ে এসেছি। এগুলি আপনার পছন্দ হলে আপনাকে আরো স্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্য আমরা এদের কাঠের তৈরি ক্ষুদ্র সংস্করণ বানিয়ে আনবো।

এই জায়গাটা কি? আকবর অঙ্কন চিত্রের একটি বিশাল দেয়াল ঘেরা অংশ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

এটা হেরেম সারা-আপনার নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচশো নারী যাতে তাদের পরিচারিকাদের নিয়ে আরামে বসবাস করতে পারে তেমন বড় করে এর কাঠামো অঙ্কিত হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশেরই এই প্রাসাদে কক্ষ থাকবে, এর নাম পাঁচমহল। তুহিন দাশ একটি উঁচু পাঁচতলা ভবনের নকশা আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন। আমি পারস্য ভ্রমণের সময় যে সব ভবন দেখেছি তার অনুকরণে এর নমুনা তৈরি করেছি। পারসিকরা অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে ভবন গুলিতে ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহের জন্য জাফরি এবং সুরঙ্গের ব্যবস্থা রেখেছে এবং আমিও এই ভবনটিতে একই ব্যবস্থা রেখেছি। আমি এই প্রাসাদের সৌন্দর্যের দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছি-এই দেখুন, প্রতিটি তলা কেমন সরু স্তম্ভের উপর ভর করে আছে। একদম উপরের তলায় অঙ্কিত হয়েছে হাওয়া মহল-এখানে গম্বুজ আকারের আচ্ছাদনের নিচে প্রচুর হাওয়া বাতাসের মধ্যে মহিলারা বসে সময় কাটাতে পারবে।

ভালো, আকবর বললেন। তাঁর স্ত্রী এবং রক্ষিতাঁদের উপযুক্ত বিলাসিতার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সংখ্যায় ক্রমবর্ধমান রক্ষিতাদের মধ্যে এখনোও তিনি মায়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কামনার চেয়ে এতোদিনের ভালোবাসাই বোধহয় এর কারণ। যদিও অন্যরা আরো অধিক দৈহিক আকাক্ষা সৃষ্টি করতে পারছে। নবাগত একটি রুশ দেশীয় মেয়ে-যাকে এক ধনী মোগল সওদাগর উপহার হিসেবে পাঠিয়েছে-মেয়েটি তার নীলা সদৃশ চোখ, ফ্যাকাশে চামড়া এবং সূর্যালোকের বর্ণে বর্ণিল চুল নিয়ে ইদানিং আকবরের অধিক মুনোযোগ কাড়ছিলো।

এই যে ভবনগুলির নকশা দেখছেন, এগুলি আপনার মাতা, ফুফু এবং প্রধান স্ত্রীদের জন্য নির্ধারণ করেছি জাঁহাপনা।

আকবর তুহিন দাশের অঙ্কিত কতিপয় অভিজাত প্রাসাদের নকশার উপর চোখ বুলালেন। রানী হীরাবাঈ এর জন্য তুমি কোনো প্রসাদটি প্রস্তাব করছো?

এটি জাহাপনা। দেখুন, এর ছাদের উপর একটি ছত্রী রয়েছে যেখানে তিনি চাঁদ দেখার জন্য যেতে পারবেন এবং পূজা অর্চনাও করতে পারবেন।

আকবর সতর্কতার সঙ্গে নকশাটি দেখলেন। যদিও তিনি কদাচিৎ হীরাবাঈ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তবুও প্রথম স্ত্রী এবং বড় ছেলের মা হিসেবে তার উপযুক্ত মর্যাদা প্রদানের দিকে তার মনোযোগ ছিলো।

চমৎকার! কিন্তু আমার প্রাসাদ কোনটি?

এই যে, হেরেমের পাশেই এর অবস্থান। এটি ছাদ বিশিষ্ট হাঁটাপথ এবং ভূগর্ভস্থ সুরঙ্গের মাধ্যমে হেরেমের সঙ্গে যুক্ত। আপনার প্রাসাদের সম্মুখের বিশাল উঠানটিতে থাকছে অনুপ তালাও বা অতুলনীয় জলকুণ্ড। এটি বার ফুট গভীর এবং হ্রদের সঙ্গে একাধিক জলনালী দ্বারা সংযুক্ত, ফলে সর্বদা আপনি জল প্রবাহের সতেজ কলধ্বনি শুনতে পাবেন।

সমগ্র শহরে সরবরাহ করার মতো যথেষ্ট পানি হ্রদটিতে থাকবে, এ বিষয়ে তুমি কি নিশ্চিত?

প্রকৌশলীরা এ বিষয়ে আমাদের ইতিবাচক আশ্বাস প্রদান করেছে জাহাপনা।

এটা কি? আকবর তার প্রস্তাবিত প্রাসাদের একপাশে বেশ বড় জায়গা নিয়ে তৈরি একটি আয়তক্ষেত্রাকার আকৃতি সামান্য বিভ্রান্তি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

এটা আপনার ব্যক্তিগত চত্বর জাঁহাপনা, তবে এর মেঝে সাধারণ পাথরের বর্গাকার খণ্ড বিছিয়ে তৈরি না করে দাবার ছকের মতো করে তৈরি করার প্রস্তাব করছি আমি। আপনি এবং আপনার সভাসদগণ এখানে বিশাল আকৃতির ঘুটি বসিয়ে দাবা খেলতে

পারবেন অথবা বিশ্রাম নিতে পারবেন। চমৎকার। তুমি ব্যাপক উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছো তুহিন দাশ। আর এটা কি?

আমি এর নাম দিয়েছি দেওয়ান-ই-খাস, আপনার ব্যক্তিগত সভার স্থান। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে এটি দ্বিতল বিশিষ্ট ভবন কিন্তু বাস্তবে এটি একটি কক্ষ। মোহন তোমার অঙ্কন করা অভ্যন্তরীণ নকশাটা দেখাও।

এখন মোহনকে খানিকটা আত্মবিশ্বাসী মনে হলো। সে তার বাম কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগ থেকে একটি কাগজের পাতা বের করে টেবিলের উপর মেলে ধরলো। আকবর সেখানে অঙ্কিত একটি উঁচু ছাদ বিশিষ্ট কক্ষ দেখতে পেলেন যার ঠিক মধ্যখানে কারুকার্যখচিত স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভটির নিম্নাংশ সরু কিন্তু সেটা উপর দিকে প্রসারিত হয়ে বৃত্তাকার ঝুলবারান্দার ভর কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে এবং ঝুলবারান্দার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কক্ষের চার দিকে প্রসারিত চারটি সেতু। সত্যিই আকর্ষণীয়, কিন্তু এটা কি ধরনের ঘর?

আমি ঠিক বুঝলাম না। অতো উঁচুতে অবস্থিত বরান্দা কি কাজে আসবে?

ঐ বারান্দায় সিংহাসনে বসে আপনি প্রজাদের বক্তব্য শ্রবণ করবেন জাহাপনা। আর আপনার সাম্রাজ্য যেহেতু পৃথিবীর একচতুর্থাংশ ভূখণ্ডে প্রসারিত তাই এই বাস্তবতার প্রতীক হিসেবে সেতু চারটি স্থাপন করা হয়েছে। যে কেউ আপনার কাছে বক্তব্য পেশ

করতে চাইবে সে ঐ সেতুগুলির একটি দিয়ে আপনার কাছে অগ্রসর হবে। বাকি সভাসদরা নিচে অবস্থান করে সবকিছু দেখবে ও শুনবে।

আকবর একাগ্রচিত্তে নকশাটি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। তিনি আশা করেছিলেন তুহিন দাশ সম্রাটের উপযুক্ত একটি সাধারণ সভা কক্ষের পরিকল্পনা করবে কিন্তু সে তার নিজের অবস্থানকে অতিক্রম করে গেছে। যতোই তিনি নকশাটি পাঠ করলেন এবং সেটার তাৎপর্য অনুধাবন করলেন ততোই বেশি তিনি সেটা পছন্দ করলেন।

তুমি এই ধারণা কোথায় পেলে? পারস্যের শাহ এর কি এমন কোনো স্থাপনা রয়েছে?

অন্য কোনো রাজা বা সম্রাটের এমন নকশার ভবন বা কক্ষ নেই জাহাপনা। এটা সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব পরিকল্পনা। আপনি কি এতে সন্তুষ্ট?

বোধহয় আমি সন্তুষ্ট...কিন্তু কেন্দ্রস্থলের এই স্তম্ভটি, মনে হয় এটি কাঠ দিয়ে তৈরি করা হবে এবং সেটা চন্দন কাঠ?

না জাহাপনা। সেতুগুলির ভার সহ্য করার জন্য আমাদেরকে এটি বালুপাথর দিয়ে তৈরি করতে হবে।

অসম্ভব! এর নকশা অত্যন্ত জটিল।

আমার ভিন্ন মতের জন্য দুঃখিত জাঁহাপনা, কিন্তু আমি নিশ্চিত ভাবে জানি এই জটিল নকশা বালুপাথর দিয়েই তৈরি করা সম্ভব। হিন্দুস্তানের কারিগররা এতোই দক্ষ যে তারা বালুপাথরকে কাঠের মতোই কেটে বা খোদাই করে নকশা সৃষ্টি করতে পারবে-কোনো নকশাই তাঁদের জন্য কঠিন নয়।

তোমার কারিগররা যদি সত্যিই তা করতে পারে তাহলে সমগ্র রাজপ্রাসাদের প্রতিটি স্তম্ভ, ঝুলবারান্দা, জানালা এবং প্রবেশ পথ বালুপাথর (স্যাণ্ডস্টোন) দিয়ে তৈরি করা হোক। আমরা এমন একটি গোলাপ লাল শহর তৈরি করবো যা সমগ্র জগতের মাঝে একটি বিস্ময় হয়ে থাকবে... মনের দৃষ্টিতে ইতোমধ্যেই আকবর তার নতুন রাজধানী দেখতে পাচ্ছিলেন, একটি গহনার বাক্সের মতোই সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত, বালুপাথরের সুদৃঢ় গাঁথুনীতে বলিষ্ঠ। এটি কেবল শেখ সেলিম চিশতির উপযুক্ত শ্রদ্ধার্ঘই হবে না বরং মোগল শ্রেষ্ঠত্বের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেও অমর হয়ে থাকবে।

*

তুহিন দাশকে আকবর শিক্রির নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেও নিযুক্ত করেছেন। সে জানিয়েছে ইতোমধ্যেই ত্রিশ হাজার নির্মাণ শ্রমিক সেখানে কাজ করছে এবং এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। প্রতিদিন জ্বলন্ত সূর্যের নিচে অসংখ্য পুরুষ এবং কতিপয় নারীর লম্বা রেখা মালভূমি পর্যন্ত প্রসারিত বিশেষভাবে তৈরি মাটির রাস্তা দিয়ে প্রয়োজনীয় মালালাম চূড়ায় নিয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন বর্জ ও পাথরকুচি ঝুড়িতে করে মাথায় নিয়ে নেমে আসছে। দূর থেকে তাঁদের দেখতে অনেকটা পিঁপড়ের সারির মতো লাগে যারা সূর্যোদয়

থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্তহীন ধৈর্য এবং পরিশ্রমের সঙ্গে চলমান। তাঁদের পরিধানে অপ্রতুল পোষাক-পুরুষদের পরনে ময়লা ধূতি অথবা নেংটি এবং মহিলাদের পরনে সুতির শাড়ি। কোনো কোনো মহিলার পিঠে আবার তাঁদের দুগ্ধপোষ্য শিশু ঝুলিয়ে বাঁধা রয়েছে। মেটেবর্ণের বস্ত র আচ্ছাদনের নিচে পাতা মাদুরে রাতে তাদের ঘুমানোর ব্যবস্থা এবং সেখানেই তারা ঘুঁটে দিয়ে ডাল, সজি এবং হাতে বানানো চ্যাপ্টা গোলাকৃতির রুটি বানিয়ে আহার করে।

আকবর যখন ঘোড়ায় চড়ে নির্মাণ এলাকা পরিদর্শন করছিলেন তখন তাঁর মনে হলো এ যেনো তাঁর নেতৃত্বাধীন একটি ভিন্ন ধরনের সেনাবাহিনীর যুদ্ধরত অবস্থা। তিনি তুহিন দাশকে নিয়ে প্রায়ই নির্মাণ কর্ম পরিদর্শনে আসেন। তুহিন দাশ সন্তুষ্টিপূর্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করছিলো। দেখুন জাঁহাপনা ইতোমধ্যেই কতোটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ভূমি সমতল করা শেষ এখন তা ভবন নির্মাণের জন্য প্রস্তুত। শীঘ্রই আমরা প্রথমিক ভিত্তিপ্রস্তর গুলি খুড়তে পারবো।

আর বালুপাথর আহরণের কাজের অগ্রগতি কতোটা?

দুইহাজার অমসৃণ প্রস্তর খণ্ড ইতোমধ্যেই কাটা সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী সপ্তাহে সেগুলি বলদটানা গাড়িতে করে এখানে নিয়ে আসা শুরু হবে। তারপর এখানে কারিগররা সেগুলিকে আকৃতি প্রদানের কাজ শুরু করবে।

আমার মাথায় একটি বুদ্ধি এসেছে যার ফলে কাজের গতি আরো দ্রুততর হবে। আমাদের হাতে সব নির্মিতব্য ভবনের বিস্তারিত নকশা রয়েছে। তাই পাথর সংগ্রহের স্থানেই প্রধান খণ্ডগুলি কেটে প্রতিটি ভবনের আকৃতি প্রদান করা যায়। তারপর সেগুলিকে শিক্রিতে এনে যথাস্থানে জুড়ে দিলেই হবে।

চমৎকার বুদ্ধি জাহাপনা। এর ফলে ভবনগুলি অল্প সময়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হবে এবং নির্মাণ এলাকার হট্টগোল ও ভিড় হ্রাস পাবে।

আমি চাই সকল শ্রমিককে উত্তম পারিশ্রমিক দেয়া হোক। ঘোষণা দাও আমি তাদের দৈনিক মজুরী দ্বিগুণ করে দিচ্ছি এবং কাজ যদি ভালো গতিতে আগায় তাহলে সপ্তাহে একদিন রাজশস্যভাণ্ডার থেকে তাদের বিনামূল্যে শস্য সরবরাহ করা হবে। আমি চাই প্রতিদিন শ্রমিকরা চাঙ্গা ভাব নিয়ে কাজে যোগ দিক এবং আমি আরেকটি উত্তম উদাহরণ সৃষ্টি করতে চাই।

কীভাবে জাঁহাপনা?

আমাকে পাথর সংগ্রহের স্থানে নিয়ে চলল। আমার প্রজাদের সঙ্গে আমি পাথর কাটতে চাই এবং তাঁদের দেখাতে চাই যে তাঁদের সম্রাট কঠোর শারীরিক পরিশ্রমকে ভয় করেন না।

দুই ঘন্টা পরের ঘটনা। আকবরের নগ্ন গা বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। তিনি দৃঢ় মনোযোগের সঙ্গে পথরের উপর গাঁইতি চালাচ্ছিলেন। ঠিক লড়াই এর সময় তিনি যেমন করে যুদ্ধকুঠার বা বর্শা চালান তেমনি অব্যর্থ লক্ষে গাইতির চোখা অগ্রভাগ পাথরের সঠিক অবস্থানে আঘাত হানছিলো। সেটা ছিলো প্রচণ্ড দৈহিক শক্তির কাজ। আগামীকাল তার শরীরের পেশীগুলি তেমনই আড়ষ্ট হয়ে পড়বে যেমনটা হয়ে থাকে যুদ্ধের কঠিন লাড়ই এর পর। কিন্তু কদাচিৎ তিনি এমন আনন্দবোধ করেন। নিয়তি তাঁর জন্য অনেক মহান কর্ম নির্ধারণ করে রেখেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে একজন সাধারণ মজুরের মতো কঠোর পরিশ্রম করতে তাঁর মোটেই খারাপ লাগছিলো না, যৌবনের শক্তিতে গৌরবান্বিত এবং ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা মুক্ত হয়ে।

১১. ধূসর সাগর

জাঁহাপনা আপনি যখন গুজরাটের সমরাভিযান শেষ করে ফিরবেন ততোদিনে নতুন শহরের রক্ষাপ্রাচীরের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তুহিন দাশ আকবরকে বললো। আকবর, আবুল ফজল এবং তুহিন দাশকে নিয়ে ঘোড়ায় করে শিক্রির প্রতিরক্ষা প্রাচীর পরিদর্শন করছিলেন। বর্তমানে প্রাচীরটি ছয় ফুট উচ্চতায় পৌঁছেছে।

তোমার কথা তোমাকে রক্ষা করতে হবে, আকবর উত্তর দিলেন। আমার যুদ্ধাভিযান বেশি দীর্ঘ হবে না। আহমেদ খান এবং অন্যান্য সেনাপতিদের সাথে নিয়ে আমার পিতা প্রায় চল্লিশ বছর আগে গুজরাট জয় করেছিলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। শেরশাহ্ বলপূর্বক আমার পিতাকে গুজরাটের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করেছিলো। এইবার আমি গুজরাট জয় করার পর তা চিরকাল মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকবে।

ক্যাম্বে এবং সুরাত দিয়ে যে সব তীর্থযাত্রী আরবের উদ্দেশ্যে পবিত্র ধর্মযাত্রা করেন তারা যদি যাত্রা পথে নিরাপত্তা লাভ করেন, তাহলে তারা ব্যাপক ভাবে আপনার প্রশংসা করবেন জাহাপনা। গুজরাটের রাজ পরিবার গুলির অন্তঃকলহের ফলে সেখানে আইন-শৃক্ষলা পরিস্থিতির যে অবনতি ঘটেছে তার কারণে ভ্রমণকারীদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে, আবুল ফজল সুললিত কণ্ঠে বলে উঠলো। গুজরাজ আবার মোগলদের নিয়ন্ত্রণে

এলে এর বন্দরগুলি থেকে যে কর আদায় হবে, আমি নিশ্চিত তা আমাদের রাজস্ব আয়ের একটি বিরাট অংশ পূরণ করবে।

তুমি ঠিকই বলেছো আবুল ফজল। গুজরাজ এখনোও একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র। আমার ইচ্ছা শিক্রির অলংকরণের জন্য সেখান থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ যুদ্ধ লুণ্ঠিত মালামাল নিয়ে আসা।

কথা শেষ করে আকবর সেখানে তুহিন দাশ ও আবুল ফজলকে রেখে ঘোড়া ছুটিয়ে মালভূমি পেরিয়ে নিচের সমতল ভূমির দিকে রওনা হলেন। সেখানে তার সৈন্যরা শিবির স্থাপন করেছে। আকবর যখন সেদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন তিনি অনুশীলনরত সৈন্যদের গাদাবন্দুকের গুলিবর্ষনের ধোয়া দেখতে পেলেন। আরেক দিকে গোলন্দাজবাহিনী নতুন তৈরি করা ব্রোঞ্জের কামানের ধ্বংস ক্ষমতা পরীক্ষা করছিলো। আকবরের নিজের কারখানায় কামানগুলি নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন আবিষ্কার থেকে বেশি সুবিধা লাভের জন্য তিনি পরীক্ষামূলক ভাবে এমন বিশাল নলের কামান তৈরি করিয়েছেন যে আহমেদ খানের ধারণা সেটা স্থানান্তর করতে একহাজার ষাঁড় দরকার হবে। যদিও আকবর জানতেন আহমেদ খান বাড়িয়ে বলছেন তারপরও তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গুজরাট অভিযানে এই দানবাকৃতির অস্ত্রগুলি না নেয়ার। কারণ তাঁর ধারণা, অবরোধ সৃষ্টি করার বহু সময় পরেও দেখা যাবে ঐ অস্ত্র যথাস্থানে স্থাপন করে কার্যক্রম শুরু করা যায়নি।

আকবর দেখলেন আহমেদ খান এবং মোহাম্মদ বেগ একটি তাবুর পাশে দাঁড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে তর্ক করছে। আকবরকে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসতে দেখে উভয়ে কুর্ণিশ করলো।

আপনারা দুজন কি বিষয়ে তর্ক করছেন?

যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ এবং শস্য সংগ্রহের সময় নিয়ে জাহাপনা, আহমেদ খান বললেন।

আমি এক মাস দেরি করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম জাঁহাপনা, মোহাম্মদ বেগ বললেন, এই সময়ের মধ্যে আমরা যাতে পর্যাপ্ত শস্য সংগ্রহ করতে পারি।

কিন্তু জাহাপনা, আমার বক্তব্য হলো-আমরা যদি কম মালামাল নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে পারি তাহলে আমাদের অপেক্ষাকৃত কম রসদ প্রয়োজন হবে। আবার অন্যদিকে গুজরাটের রাজপরিবারের ভিন্নমতাবলম্বী সদস্যরা বিশেষ করে মির্জা মুকিম এর উপর আমরা নির্ভর করতে পারি প্রয়োজনীয় রসদের জন্য।

আমি আপনার সঙ্গে একমত আহমেদ খান, আকবর বললেন। যুবরাজ মুকিম আমার হস্তক্ষেপ কামনা করে যে বার্তা পাঠিয়েছেন তার জন্য আমাদের গুজরাট আক্রমণ অধিক বৈধতা লাভ করবে এবং তার কাছ থেকে আমি সৈন্য ও রসদ সহায়তা নেবো। সেক্ষেত্রে আমরা কবে রওনা হতে পারি?

এক সপ্তাহের মধ্যেই জাহাপনা, মোহাম্মদ বেগ বললেন।

ঠিক আছে, তাহলে আমরা এক সপ্তাহের মধ্যেই রওনা হচ্ছি।

*

জাহাপনা, আপনি কি দিগন্তের ঐ ধূলার মেঘ দেখতে পাচ্ছেন? নিশ্চয়ই বহু সংখ্যক মানুষ একসঙ্গে যাত্রা করেছে, আকবর এবং আহমেদ খান একদল অগ্রবর্তী সৈন্য নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তারা গুজরাটের আহমেদাবাদ শহরের কাছাকাছি অবস্থিত পাকতে থাকা শস্যের মাঠ অতিক্রম করছেন। আকবর তার ধাতব দস্তানা পরিহিত হাতের সাহায্যে চোখের উপর ছায়া সৃষ্টি করে ধূলার তরঙ্গের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালেন। ওটা নিশ্চয়ই গুজরাটের স্বঘোষিত শাহ্ ইত্তিমাদ খানের বাহিনী। মির্জা মুকিমের অনুমানই সঠিক। তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় সে বলেছিলো আকবর যদি দ্রুত অগ্রসর হোন তাহলে আহমেদাবাদের কাছে মোগল বাহিনী ইত্তিমাদ খানের মুখোমুখী হতে পারে। আমি নিশ্চিত ওটা ইত্তিমাদ খানের বাহিনী। যদি তাই হয়, তহলে আমরা ওদের চমকে দেয়ার সুবিধা পাবো।

আমরা শীঘ্রই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবো জাঁহাপনা। আমি কি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দেবো?

নিশ্চয়ই।

কয়েক মিনিট পর কালো স্ট্যালিয়নের পিঠে সওয়ার আকবর একদল ঘনবিন্যস্ত সৈন্যকে নেতৃত্ব দান করে পাকা ফসলের ক্ষেত মাড়িয়ে ধূলি মেঘের দিকে অগ্রসর হলেন। আকবরের মাথায় ময়ূর পুচ্ছ যুক্ত গম্বুজাকৃতির শিরোস্ত্রাণ, দেহে সোনার পাত মোড়া বক্ষবর্ম এবং হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার আলমগীর। তার ঠিক পেছনেই দুইজন কোর্চি সবুজ মোগল পতাকা বহন করছে ঘোড়ায় চড়ে। তাঁদের ঘোড়ার প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে গুজরাটি অশ্বারোহীদের অবয়ব অধিক স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আকবর পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে শত্রুপক্ষ তাঁর বাহিনীকে চিনতে পেরেছে এবং পিছিয়ে গিয়ে আহমেদাবাদ এর প্রাচীরের আড়ালে আশ্রয় নেয়ার পরিবর্তে তারা সোজা তদের দিকে ধেয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাপিয়ে আকবর চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা সংখ্যায় কতো জন হবে আহমেদ খান?

বলা কঠিন, হয়তো পাঁচ হাজার জাঁহাপনা।

তারা নিশ্চয়ই ভাবছে তারা সংখ্যায় আমাদের তুলনায় যথেষ্ট বেশি, কিন্তু বাস্তবতা সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না, কি বলেন?

এই মুহূর্তে উভয় বাহিনীর মধ্যে দূরত্ব এক হাজার গজেরও কম এবং দ্রুত এই দূরত্ব কমে আসছে। আকবরের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে তার অশ্বারোহী তিরন্দাজেরা রেকাবে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রথম পশলা তীর ছুড়লো গুজরাটিদের দিকে। এ সময় গুজরাটিরাও

পাল্টা তীর ছুড়লো। আকবর দেখলেন অগ্রবর্তী একজন গুজরাটির ঘোড়া ঘাড়ে দুটি তীর বিদ্ধ হয়ে আছড়ে পড়লো। সেই সাথে সেটির সওয়ারী ফসলের উপর ছিটকে পড়লো। একই সঙ্গে আরেকজন সওয়ারী গালে তীর বিদ্ধ হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে লুটিয়ে পড়লো। আকবর নিজের পিছনে পতনের শব্দ পেলেন এবং সেই সঙ্গে আর্তচিৎকার। তার সৈন্যদের কেউ তীর বিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু পেছনে দেখার সময় নেই কারণ তখনই উভয় পক্ষের ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে মুখোমুখী তীব্র সংঘর্ষ হলো। শেষ মুহূর্তে এক গুজরাটি আকবরকে চিনতে পেরে নিজের বাদামি ঘোড়াটি তার ঘোড়র উপর উঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো। আকবরের মাঝে দ্রুত প্রতিক্রিয়া হলো। লাগামে হেচকা টান মেরে তিনি নিজের স্ট্যালিয়নটিকে কিছুটা ঘোরাতে সক্ষম হলেন। কিন্তু তার ঘোড়াটি প্রতিপক্ষের ঘোড়াটির নিতম্বে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত হানলো। ফলে ঘোড়াটি যেমন পড়ে গেলো একই সাথে এর সাহসী সওয়ারীটিও সেটার পিঠ থেকে যেনো প্রায় উড়ে গেলো। সংঘর্ষের তীব্র বেদনা নিয়ে আকবরের স্ট্যালিয়নটি পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে প্রায় দাঁড়িয়ে গেলো এবং আকবর সেটার পিঠ থেকে নিজের পতন ঠেকাতে সেটার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে দুই হাঁটু দিয়ে সর্বশক্তিতে সেটার পেট আকড়ে থাকলেন। তিনি প্রায় সফল হচ্ছিলেন, কিন্তু ঘোড়াটির সামনের পা দুটি যখন মাটি স্পর্শ করলো সেটা একদিকে কাত হয়ে গেলো এবং মাটিতে পড়ে থাকা মোগল পতাকার কাপড়ে সেটার পা জড়িয়ে গেলো। প্রথম সংঘর্ষের সময়ই আকবরের এক পায়ের রেকাব ছুটে গিয়েছিলো, এবার তিনি আর আসনে স্থির থাকতে পারলেন না-জিন থেকে একপাশে পিছলে নেমে গেলেন এবং বাম হাতে লাগাম ধরে স্ট্যালিয়নটির সঙ্গে ঝুলে রইলেন।

কয়েক মুহূর্ত পর আরেক জন গুজরাটি তাঁর দিকে ধেয়ে এলো, উদ্দেশ্য বর্শার ফলায় তাঁকে বিদ্ধ করা। আকবর লাগাম ছেড়ে একপাশে ঝাঁপ দিলেন। তবে পড়ার সময় তিনি শত্রুকে লক্ষ করে দ্রুত তলোয়ার চালালেন। কঠোর মুষ্ঠিতে আলমগীর ধরে থাকা সত্ত্বেও সেটি অপর হাতের ধতব দস্তানার সঙ্গে সশব্দে ঘসা খেলো, তবে লক্ষ্যচ্যুত হলো না। আলমগীরের ধারালো ফলা শত্রুর হাঁটুর হাড়মাংস ভেদ করে তার ঘোড়ার নিতম্বে আঘাত করলো। ঘোড়া সহ সে ভূপাতিত হলো এবং আকবরের এক অগ্রসরমান সৈনের ঘোড়ার খুরের নিচে তার মস্তক পিষ্ট হলো।

মোগলদের প্রথমিক আক্রমণের চাপে গুজরাটিরা কিছুটা পিছিয়ে গেছে এবং এই মুহূর্তে আকবরের দেহরক্ষীরা তাঁকে ঘিরে আছে। তার স্ট্যালিয়নটি মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। আলমগীর কোষবদ্ধ করে তিনি মাটিতে পতিত পতাকাটি উঠিয়ে নিলেন এবং ছুটে গিয়ে নিজের ঘোড়ার পিঠে চড়লেন। সকলে অগ্রসর হও, আমাদের এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে, তিনি চিৎকার করে হুকুম দিলেন। স্ট্যালিয়নটি তার প্রণোদনা পেয়ে সামনে এগুলো এবং উড়ন্ত পতাকা নিয়ে আকবর গুজরাটি অশ্বারোহীদের দিকে ধেয়ে গেলেন। দাঁত দিয়ে লাগাম কামড়ে ধরে তিনি এক স্থূলকায় শত্রুর দিকে আলমগীর চালালেন কিন্তু তলোয়ারটির ফলা তার বক্ষবর্মের উপর ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেলো। কিন্তু তার পরবর্তী আঘাত অপর একজন গুজরাটির বাহুর সামনের অংশে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করলো এবং পর মুহূর্তে তিনি বিশৃঙ্খল লড়াই এর আরেক পাশে নিজেকে আবিষ্কার করলেন। এখানে আবার তাঁর দেহরক্ষীরা তাকে ঘিরে ফেললো। তাদের একজনের হাতে পতাকা দিয়ে আকবর চারদিকে তাকাতে তাকাতে দম নিলেন। এখনো তীব্র লড়াই চলছে, বিশেষ করে তার বাম পাশে প্রায় দুইশ গজ

দূরে যেখানে গুজরাটিদের লাল পতাকা দেখা যাচ্ছে। দ্রুত চোখের উপর জমা ঘাম মুছে তিনি সেদিকে ঘোড়া ছুটালেন। সেই মুহূর্তে একরাশ অক্ষত থাকা শস্য গাছের মধ্যে তিনি একজন লাল পাগড়ি পড়া গুজরাটিকে টলমলপায়ে উঠে দাঁড়াতে দেখলেন। সে তার হাতে থাকা লম্বা ছোরাটি আকবরকে লক্ষ্য করে ছুড়লো। তার হাতের টিপ উত্তম, কিন্তু আকবর সময়মতো তাঁর ঘোড়ার ঘাড়ের উপর নুয়ে পড়ায় ছোরাটির ফলা তার শিরোস্ত্রাণের সঙ্গে ঘষা খেয়ে ছিটকে পড়লো। অন্যদের হাতে যোদ্ধাটিকে ছেড়ে আকবর সামনে এগিয়ে গেলেন। শীঘ্রই তিনি লাল পতাকার চারদিকের বিশৃঙ্খলা ঠেলে এগুতে লাগলেন এবং ডানে বামে প্রচণ্ড শক্তিতে তলোয়ার চালাতে লাগলেন।

বাদামি রঙের ঘোড়ার পিঠে বসা একজন লম্বা গড়নের গুজরাটি বর্শা নিয়ে আকবরকে আক্রমণ করলো। শেষ মুহূর্তে আকবর তাকে দেখলেন এবং তলোয়ার চালিয়ে বর্শার আঘাত প্রতিহত করলেন। সর্বশক্তিতে লাগাম টেনে ধরে গুজরাটি যোদ্ধাটি আবার আকবরকে আক্রমণ করলো কিন্তু এবার তিনি প্রস্তুত ছিলেন। যোদ্ধাটির আক্রমণকে পাশ কাটিয়ে তিনি তার শরীরের বাম অংশে গভীর ভাবে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিলেন এবং আক্রমণের ধাক্কায় সে ঘোড়ার উপর থেকে মাটিতে আছড়ে পড়লো।

আকবর ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছেন, তিনি দেখলেন সংখ্যা গরিষ্ঠ মোগলদের প্রচণ্ড আক্রমণে ধীরে ধীরে গুজরাটিরা পিছু হটছে এবং অনেকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে আহমেদাবাদ এর প্রাচীরের নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটছে। আকবর একদল পলায়নরত প্রতিপক্ষকে ধাওয়া করতে চাইলেন কিন্তু তার হাঁপ ধরা স্ট্যালিয়নটি প্রথমে তেমন সাড়া দিলো না। সেই মুহূর্তে ফসলে জলসেচের নালা ঘোড়া সহ লাফিয়ে পার হওয়ার সময় এক

গুজরাটির ঘোড়া ভেজা মাটিতে পিছলে পড়ে গেলো। ক্রমান্বয়ে আরো তিন জন ঘোড় সওয়ার প্রথম জনের পিছনে ধারাবাহিক ভাবে হোঁচট খেয়ে পড়লো। পড়ে যাওয়া একজন যোদ্ধা অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করলো কিন্তু গলায় আকবরের একজন দেহরক্ষীর তলোয়ারের কোপ খেয়ে নালার মধ্যে পড়ে গেলো। তার ক্ষত থেকে উৎক্ষিপ্ত লাল রক্ত নালার সবুজ পানিতে ছড়িয়ে পড়লো। বেশ কয়েকজন গুজরাটি তাদের ঘোড়ার গতি কমিয়ে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে যাওয়া সঙ্গীদের উদ্ধারের চেষ্টা করছিলো। আকবর তাদের একজনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। নিজেদের জীবন বাঁচাও। আমার দেহরক্ষীরা তোমাদের ঘিরে ফেলেছে এবং উত্তম লড়াই এর পর আত্মসমর্পণ করার মাঝে কোনো লজ্জা নেই। আকবর প্রতিপক্ষের যোদ্ধাটিকে চিৎকার করে বললেন। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করতে করতে সে তার আশেপাশে থাকা অবশিষ্ট সঙ্গীদের পর্যবেক্ষণ করলো, তার গালে সৃষ্ট ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে-তারপর নিজের তলোয়ারটি হাত থেকে ফেলে দিলো। তার সঙ্গীরাও তাকে অনুসরণ করলো।

আকবরের রক্ষীরা যখন যুদ্ধবন্দীদের বাঁধছিলো তখন তিনি দেখলেন মোহাম্মদ বেগ কিছু সৈন্য নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁদের মধ্যে একজন সৈন্য একটি ছাই রঙের ঘোড়ার লাগাম ধরে রয়েছে। ঘোড়াটির পিঠে ছিপছিপে গড়নের একজন অল্পবয়সী তরুণ বসা। সে সাদা আলখাল্লার উপর চুনি খচিত বক্ষবর্ম পড়ে আছে। এটি ইত্তিমাদ খান জাঁহাপনা। আমরা তাকে তার মৃত ঘোড়ার পাশে শস্য ক্ষেতের মধ্যে লুকানো অবস্থায় আবিষ্কার করেছি। তার দেহরক্ষীরা তাকে ত্যাগ করে পালিয়েছে।

তুমি কি সত্যিই ইত্তিমাদ খান? আকবর জিজ্ঞেস করলেন।

জ্বী এবং আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি, তরুণটি মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে করে বললো।

তুমি কি তোমার সৈন্যদের লড়াই বন্ধ করার আদেশ দিতে প্রস্তুত এবং আহমেদাবাদ সহ তোমার নিয়ন্ত্রিত গুজরাটের অন্যান্য অঞ্চল আমার অধীনে ছেড়ে দিতে রাজি আছো? যদি এতে সম্মত হও তাহলে তোমাকে এবং তোমার অধীনস্ত লোকদেরকে প্রাণে মারবো না এবং তোমার পছন্দ মতো গুজরাটের কোনো একটি ছোট রাজ্যে তোমাকে পুনর্বাসিত করবো।

ইত্তিমাদ খানের মসৃণ মুখে স্বস্তি ফিরে এলো। আমি স্বেচ্ছায় আপনার আদেশ পালন করবো। আপনি যদি আটককৃত, ঐ বন্দীদের কয়েকজনকে মুক্তি দেন তাহলে আমি তাঁদের দূত হিসেবে পাঠাতে পারি।

আকবরের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে তার কয়েকজন রক্ষী বন্দীদের মুক্ত করতে এগিয়ে গেলো কিন্তু তাদের বাধন খোলার আগেই ইত্তিমাদ খান আবার কথা বলে উঠলো। জাহাপনা, আপনাকে জানাতে চাই যে ক্যাম্বে ও সুরাত বন্দরের উপকূল এবং তাদের পশ্চাত্বর্তী অঞ্চল সমূহ আমার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আমার বিদ্রোহী চাচাতো ভাই ইব্রাহিম হোসেন ঐ সব অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে। ইত্তিমাদ খান একটু থামলো, তারপর আবার নিচু

স্বরে বলতে লাগলো, এছাড়াও আশঙ্কা করছি আমি আত্মসমর্পণের আদেশ দেয়া সত্ত্বেও আমার কতিপয় সেনাপতি হয়তো আমার হুকুম মানবে না।

আমি উপকূল এলাকার পরিস্থিতি জানি এবং শীঘ্রই সেখানে হামলা করে হিব্রাহিম হোসেনকে পরাস্ত করবো। আর তোমার সেনাপতিরা তোমার অদেশ পালন করলেই ভালো করবে। আমার পক্ষ থেকে তাদের কাছে নির্দেশ পাঠাও যে তারা একবার মাত্র আত্মসমর্পণের সুযোগ পাবে। এই সুযোগ যদি কাজে না লাগায় তাহলে নিশ্চিত ভাবে তারা মৃত্যুবরণ করবে। ইত্তিমাদ খান সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো। আকবর ঘোড়া ঘুরিয়ে অন্য দিকে রওনা হলেন। ইত্তিমাদ খানের করুণ পরিণতি তাকে কিছুটা বিব্রত করেছে। আকবর অনুভব করছিলেন এমন লজ্জাকর পরিস্থিতির শিকার হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানোর মতো পর্যাপ্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট এবং শক্তি তার রয়েছে এবং এজন্য তিনি কৃতজ্ঞও বোধ করলেন। যখন তাঁর পুত্র এবং তাদের পুত্ররা আবুল ফজলের লিখিত ঘটনাপঞ্জি পাঠ করবে তখন তারা তার যুদ্ধাভিযানে এমন লজ্জাকর দুর্বলতা বা ব্যর্থতার নিদর্শন পাবে না, বরং তার বিজয় এবং ক্ষমতার প্রতিপত্তি প্রত্যক্ষ করে উল্লাসিত হবে।

*

সাগর তখন শান্ত, ছোট ছোট ঢেউ গুলি কমলা বর্ণের বালুতীরে ধীরে অছড়ে পড়ছে। সৈকত ঘিরে থাকা নারকেল গাছের পাতা মৃদুমন্দ উত্তরা বাতাসে দুলছে। আকবর দেখতে পাচ্ছিলেন সোয়া মাইল দূরে উপকূল রেখা বরাবর সাগরের দিকে বর্ধিত হয়ে থাকা উচ্চভূমিতে (শৈলান্তরীপ) অবস্থিত ছোট আকারের একটি দূর্গের ভিতরে এবং

বাইরে ইব্রাহিম হোসেনের সৈন্যরা সন্নিবেশিত হচ্ছে। ঐ দূর্গটি সমুদ্র বা স্থলপথে ক্যাম্বেতে আগতদের প্রতিরোধ করার লক্ষে নির্মাণ করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি জাহাজ উচ্চভূমি সংলগ্ন বন্দরে নোঙর করা রয়েছে। আকবর আহমেদ খানের দিকে ফিরলেন। আপনি তো আমার বাবার সঙ্গে ক্যাম্বেতে এসেছিলেন, বলতে পারেন ঐ জাহাজ গুলো কিসের জন্য ওখানে নোঙর করা?

ওগুলোর বেশির ভাগই আরবদের জাহাজ। তারা হজ্জ্বের তীর্থ যাত্রীদের আরব দেশে আনা নেওয়া করে এবং অন্য সময় মশলা এবং কাপড়ের বাণিজ্য করে। আমি আগে যখন এখানে এসেছিলাম তখনো ওগুলোকে দেখেছি। তবে ঐ যে তিনটি কালো রঙ্গের চৌকো আকৃতির উঁচু কিনার বিশিষ্ট জাহাজ দেখা যাচ্ছে ঐ ধরনের জলযান আমি আগে দেখিনি।

ওগুলোর একটার পেছন দিকের ফোকর দিয়ে বেরিয়ে থাকা নলটি কি কামান?

আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না জাঁহাপনা।

আহমেদ খান যখন কথা বলছিলেন তখন তিনটি জাহাজের মধ্যে যেটি তাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী, সেটার নাবিকদের পাল তুলতে দেখা গেলো। পাল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হওয়ার পর আকবর সেটাতে বিশাল আকারের লাল রঙে আঁকা ক্রুশচিহ্ন দেখতে পেলেন। কিছু নাবিক জাহাজটি থেকে নামানো একটি দাঁড়বাওয়া নৌকায় চড়ছিলো এবং জাহাজটির সঙ্গে নৌকাটি দড়ির সাহায্যে যুক্ত ছিলো। শীঘ্রই ছোট নৌকাটির নাবিকদের দাঁড়

বাওয়ার টানে এবং উন্মুক্ত পালে লাগা বাতাসের চাপে বড় জাহাজটি ধীরে ধীরে অকবরদের অবস্থানের দিকে ঘুরতে লাগলো।

ইত্তিমাদ খানকে পরাজিত করার পর এই সমুদ্র উপকূলে পৌঁছাতে আকবরের ছয় সপ্তাহ সময় লেগেছে। তিনি তাঁর সকল ভারী সরঞ্জাম পেছনে ফেলে ক্লান্তিহীন ভাবে ঘোড়া ছুটিয়েছেন। পথে যেখানেই ইব্রাহিম হোসেনের সৈন্যদের সম্মুখীন হয়েছেন তাঁদের পরাজিত করে ছত্রভঙ্গ করেছেন। গতকাল আকবরের সৈন্যরা উপকূল বরাবর কয়েক মাইল দূরে একটি অর্ধভগ্ন ছোট আকৃতির দূর্গ দখল করে। দূর্গটির ভিতর তারা পাঁচটি প্রাচীন নকশার কামান আবিষ্কার করে। আকবরের নির্দেশে তার লোকেরা আশেপাশের গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে মালটানা ষাঁড় ক্রয় করে। আকবর সেই কামানগুলি সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন এই ভেবে যে ক্যাম্বে আক্রমণের সময় হয়তো সেগুলি কাজে লাগতে পারে। তাই এই মুহূর্তে কামান বিশিষ্ট জাহাজটিকে তাঁদের দিকে ঘুরতে দেখে তিনি ঘাবড়ালেন না।

কামান প্রস্তুত করো, যাতে প্রয়োজনে ঐ জাহাটির দিকে গোলা বর্ষণ করা যায় এবং বন্দুকধারীদের তৈরি হতে বলো, আকবর আদেশ দিলেন। আধ ঘন্টা পর মোগলদের অবস্থানের ঠিক বিপরীত দিকে, সমুদ্র উপকূল থেকে মাত্র পৌনে একমাইল দূরে পালে কুশ অঙ্কিত কালো রঙের জাহাজটি নোঙর করলো। দেহে উজ্জল বক্ষবর্ম পরিহিত লম্বা গড়নের একটি লোক দড়ির মই বেয়ে জাহাজটি থেকে দাঁড়বাওয়া নৌকাটিতে নামলো যোটি জাহাজটিকে অবস্থান নিতে এতোক্ষণ সাহায্য করেছে। লম্বা লোকটিকে অনুসরণ করে সাদা পাগড়ি এবং বেগুনি আলখাল্লা পরিহিত আরেকটি লোক নৌকায় চড়লো।

তারা দুজন যখন ছোট নৌকাটিতে বসলো তখন নাবিকরা সেটার বড় জাহাজটির সঙ্গে যুক্ত বাঁধন খুলে দাঁড় বেয়ে তীরের দিকে রওনা হলো। নৌকাটি যে মুহূর্তে অগভীর জলে পৌঁছালো লম্বা লোকটি তার সঙ্গীকে নিয়ে পানিতে লাফিয়ে নেমে পানি ভেঙে তীরের দিকে আসতে লাগলো। তারা উভয়েই মাথার উপর হাত তুলে রেখেছে বোঝানোর জন্য যে তারা নিরস্ত্র।

আকবর কৌতূহল নিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। যখন তারা নিশ্চিতভাবে জানে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী তখন কি উদ্দেশ্যে তারা তার কাছে আসছে? অস্ত্র আছে কিনা দেখার জন্য ওদের দেহ তল্লাশী করে আমার কাছে নিয়ে এসো, তিনি তাঁর দেহরক্ষীদের অধিনায়ককে আদেশ দিলেন। অধিনায়কটি দৌড়ে আগন্তুকদের দিকে এগিয়ে গেলো এবং তারা তাকে তল্লাশী করার সুযোগ দিলো। তারা নিরস্ত্র এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে অধিনায়কটি তাঁদের আকবরের কাছে নিয়ে এলো। তারা কাছে আসার পর আকবর বুঝতে পারলেন বেগুনি পোষাক পরিহিত লোকটি গুজরাটি কিন্তু তার লম্বা সঙ্গীটি একজন বিদেশী। বিদেশীটির মুখভর্তি বাদামি রঙের দাড়ি এবং নাকটি অত্যন্ত খাড়া ও লম্বা। তার সমতল বক্ষবমটি কেবল বুক ঢেকে রেখেছে এবং শরীরের নিচের অংশে হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ কালো এবং সোনালী ডোরা বিশিষ্ট পাৎলুনের মতো পোশাক। তার হাঁটুর নিচের অংশে মোজা রয়েছে এবং তার লবনের দাগ বিশিষ্ট কালো পাদুকাটি এমন নকশার যা আকবর আগে কখনোও দেখেননি।

তোমরা কে? আকবর জিজ্ঞেস করলেন যখন তারা তাঁকে কুর্ণিশ করছিলো।

আমি সৈয়দ মোহাম্মদ, গুজরাটের লোক, বেগুনি পোশাক পরিহিত লোকটি উত্তর দিলো, এবং ইনি হলেন ডন ইগনাসিও লোপেজ, পর্তুগালের লোক। ঐ তিনিটি বড় জাহাজের অধিনায়ক তিনি। আমি ওনার দোভাষীর কাজ করি।

তাহলে এই বাদামি দাড়ি বিশিষ্ট লোকটি একজন পোর্তুগীজ এরা ইউরোপের দূরবর্তী অঞ্চল থেকে কয়েক বছর আগে গোয়ায় এসেছে নতুন বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য। আকবর সতর্কতার সঙ্গে অশান্তকটির যোগ্যতা নিরূপণের চেষ্টা করলেন। তিনি আগেই পোর্তুগীজদের কথা শুনেছেন। তারা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র সরবরাহের জন্য প্রশংসা অর্জন করেছে, এছাড়া তারা জাহাজ নিয়ে যুদ্ধ করতেও বেশ পারদর্শী। কিন্তু এই প্রথম তিনি তাদের একজনের মুখোমুখী হলেন।

ও আমাকে কি বলতে চায়? আকবর জিজ্ঞেস করলেন। দোভাষীটি পোর্তুগীজটির সঙ্গে এমন এক ভাষায় কথা বললো আকবর যা আগে শুনেননি এবং উত্তর জেনে নিয়ে সে আকবরের দিকে ফিরলো। ডন ইগনাসিও নিজ রাজার পক্ষ থেকে আপনাকে সম্ভাষণ জানিয়েছেন। দুঃসাহসী যোদ্ধা এবং শক্তিশালী সম্রাট হিসেবে তিনি আপনার পরিচয় জানেন। তার ঐ তিনটি জাহাজ বহু শক্তিশালী কামান এবং গোলাবারুদে সজ্জিত। ইব্রাহিম হোসেন তাকে একাধিক সিন্দুক ভর্তি ধন-রত্নের বিনিময়ে তার পক্ষে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুরোধ করেছিলো। কিন্তু তিনি এই যুদ্ধের ব্যাপারে নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকতে চান।

এ কথা শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। কিন্তু তার এই সিদ্ধান্তের বিনিময়ে সে কি আমার কাছে কোনো উপকার আশা করে?

দোভাষীটি আবার বিদেশী ভাষায় তার প্রভুর সঙ্গে আলাপ করলো, তারপর বললো, আপনি ক্যাম্বে বন্দর জয় করার পর তিনি এখানে বাণিজ্য করার অনুমতি চান।

যখন এই বন্দর আমার হবে তখন আবার ওকে বলবে আমার কাছে প্রস্তাব পেশ করতে এবং সে তখন ইতিবাচক উত্তর পাবে। এখন তোমরা তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। ইব্রাহিম হোসেনের উপর আক্রমণের জন্য আমি আর দেরি করতে চাই না।

ডন ইগনাসিও এবং তার দোভাষী আকবরকে ঝুঁকে কুর্ণিশ করলো, তারপর যে পথে এসেছিলো সেই পথেই নৌকায় ফিরে গিয়ে নিজেদের জাহাজের দিকে অগ্রসর হলো। তাদেরকে আকবরের অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা ছিলো কিন্তু এই মুহূর্তটি কৌতূহল মেটানোর উপযুক্ত সময় নয়, তিনি যুদ্ধের ময়দানে রয়েছেন। তিনি আহমেদ খানের দিকে ফিরলেন। আক্রমণের আদেশ দিন। আমরা সৈকতের ধারে অবস্থিত নারকেল গাছ গুলি বরাবর অগ্রসর হবো যেখানে বালু অপেক্ষাকৃত দৃঢ়। ইব্রাহিম হোসেন এবং তার লোকেরা এখন শঙ্কিত হয়ে আছে কারণ পোর্তুগীজটির কাছে তাদের সাহায্যের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এছাড়া ধারাবাহিক ভাবে আমরা তাদের সকল প্রতিরোধ মোকাবেলা করে এসেছি এবং বর্তমানে তাদের তুলনায় আমাদের সৈন্য সংখ্যা বেশি।

আধ ঘন্টা পরে, আকবর সৈকতের উপর দিয়ে তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার কালো স্ট্যালিয়নটির খুরের আঘাতে বালু ছিটকে পড়ছিলো। তার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে তার দেহরক্ষীরা, এদের মধ্যে চারজন সবুজ মোগল পতাকা বহন করছে, আরো দুইজন শিঙ্গা বাজাচ্ছে। তারা যখন ইব্রাহিম হোসেনের অগ্রবর্তী প্রতিরোধ প্রাচীরের কাছাকাছি পৌঁছালো বোঝা গেলো সেগুলি তাড়াহুড়া করে বালু খুঁড়ে অস্থায়ী ভাবে বানানো হয়েছে। এর পেছনে অবস্থিত দূর্গের ইটের প্রাচীর অত্যন্ত নিচু এবং ভাঙাচোরা। কিন্তু স্পষ্ট বুঝা গেলো ইব্রাহিম খানের কামান রয়েছে। কারণ আকবর দেখতে পেলেন দূর্গের ভিতরে অবস্থিত একটি দোতলা ভবন থেকে কমলা বর্ণের আগুনের হল্কা এবং ধোঁয়া ছুটছে। সেই মুহূর্তে কামানের প্রথম গোলার আঘাতে তার একজন শিঙ্গাবাদকের মস্তক বিচ্ছিন্ন হলো।

আরো কিছু অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে ভূপাতিত হলো, তারা বন্দুকের গুলি বা তীর বিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু ইব্রাহিম হোসেনের লোকেরা কামান পুনরায় ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত করতে অনেক বেশি সময় নিচ্ছিলো। ইতোমধ্যে আকবর ঘোড়া সহ লাফিয়ে প্রথম প্রতিরোধ এবং তার পেছনের খাদ পেরিয়ে গেছেন। তবে খাদ পেরিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তার মধ্যে অবস্থিত এক তীরন্দাজকে লক্ষ করে তলোয়ার চালিয়েছেন। আঘাতটি তার মুখের একপাশ কেটে দিয়েছে।

আকবর এ সময় আরেকবার কামান দাগার শব্দ শুনলেন এবং তার উপর বালুকণার বৃষ্টি হলো। গোলাটি তাঁর সামনে অবস্থিত প্রতিরোধের উপর আঘাত হেনেছে। গুজরাটি গোলন্দাজ কামানের নল নিচু করে অগ্রসরমান মোগল সেনাদের দিকে গোলা বর্ষন

করতে চেয়েছিলো কিন্তু সেই গোলার আঘাতে তাদেরই তৈরি করা প্রতিরোধ প্রাচীর ভেঙে গেছে। ঘোড়ার লাগাম সবলে টেনে ধরে আকবর নতুন সৃষ্ট ফাটলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেন। সেখানে বালুর উপর দুজন গুজরাটি যোদ্ধার ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে ছিলো।

আকবর পাশে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর সহযোদ্ধারা একই পদ্ধতিতে প্রতিরোধ পেরিয়ে ঢুকে পড়ছে। তার থেকে কিছুটা সামনে এক দল মোগল যোদ্ধা ঘোড়া থেকে নেমে দূর্গের ভাঙা প্রাচীর বেয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। তিনি তাঁদের দিকে অগ্রসর হলেন। ইতোমধ্যে কয়েক জন দূর্গের ভিতর ঢুকে পড়েছে। আকবর লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন এবং তাঁর সৈন্যদের অনুসরণ করলেন। বাম হাতের মুষ্টিতে দেয়ালে গাঁথা একটি ধাতব শলাকা আকড়ে ধরে নিজের শরীরকে টেনে তুললেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের পিছু পিছু শত্রুদের শক্ত ঘাঁটি দোতলা ভবনটির দিকে অগ্রসর হলেন। এখান থেকে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন দূর্গের প্রাচীরের ভিতর ওটাই একমাত্র ভবন।

আবার কামানের গোলা বর্ষিত হলো। তার একজন সৈন্য পড়ে গেলো কিন্তু পরমুহূর্তেই ধড়মড় করে আবার উঠে দাঁড়ালো, বুঝা গেলো গোলার আঘাতে নয়, সে হোঁচট খেয়ে পড়েছে। সম্ভবত একটি কামান ভবনের ভিতর এখনো সক্রিয় আছে। পলায়নকারী গোলন্দাজদের খুলে রেখে যাওয়া দরজা দিয়ে আকবর এবং তার সৈন্যরা ঢুকে পড়লো। ভেতরের অন্ধকার চোখে সয়ে আসতেই তারা একটি পাথরে তৈরি খাড়া সিঁড়িপথ দেখতে পেলো এবং সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলো। সিঁড়ি পেরিয়ে এসে তারা দেখলো সেখানে এক গুজরাটি সেনাকর্তা একাই কামানের একটি ভারী গোলা কামানে ব্রার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। পেছন থেকে আকবরের এক সৈন্য প্রায় এক ফুট লম্বা ফলা

বিশিষ্ট একটি ছোরা তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো। পিঠে ছোরাবিদ্ধ হয়ে সেনাকর্তাটি কামানের কাঠ নির্মিত গাত্তি উপর পড়ে গেলো।

জলদি করো, আকবর তার দুইজন দেহরক্ষীকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠলেন, তুমি ছাদে গিয়ে আমাদের পতাকা উড়িয়ে দাও, এর ফলে বুঝা যাবে আমরা দূর্গটি দখল করতে পেরেছি। আর তুমি, মোহাম্মদ বেগকে খুঁজে বের করো। তাঁকে বলো তিনি যাতে বাকি সৈন্যদের আদেশ দেন যতো দ্রুত সম্ভব এই দূর্গটির চারদিক ঘিরে ফেলার জন্য যাতে গুজরাটিরা পালিয়ে উত্তরে ক্যাম্বে শহরে ফিরে যেতে না পারে।

*

ঐদিন সন্ধ্যায় আকবর ক্যাম্বে বন্দর রক্ষাকারী বাঁধের উপর নির্মিত ছোট একটি পাহারাচৌকির উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই মুহূর্তে তিনি যুদ্ধের উত্তেজনার সঙ্গে মিশ্রিত বিজয়োল্লাস অনুভব করছেন। গুজরাট এখন নিশ্চিতভাবে তার বর্ধিষ্ণু সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত। বন্দরের প্রধান ভবনগুলির ছাদে মোগল পতাকা শোভা পাচ্ছে। ইব্রাহিম হোসেন কাঁধে কুঠার বিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় আত্মসমর্পণ করেছে এবং বন্দীত্ব বরণ করে সে এখন নিয়তির অপেক্ষায় রয়েছে।

সম্মুখে অবস্থিত সাগরটি কি অপূর্ব এর ধূসর তরঙ্গের উপর বেলা শেষের সূর্যটি বেগুনি মেঘের আগ্রাসনে পশ্চিম দিগন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আকবর সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি

স্বশরীরে সমুদ্রের সান্নিধ্য গ্রহণ করবেন, সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ার অভিজ্ঞতা এর আগে তার হয়নি।

একঘন্টা পর দেখা গেলো আকবর একটি পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ আরবী জাহাজের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে আছেন। সেটি ক্রমশ উঁচু হতে থাকা ঢেউ এর ধাক্কায় উঠা নামা করছিলো। জাহাজের অধিনায়ক আকবরকে আগেই সতর্ক করেছেন যে দিগন্তে আবির্ভূত কালো মেঘ সামুদ্রিক ঝড়ের পূর্বসংকেত। কিন্তু আকবর জেদ ধরেন তিনি কিছুক্ষণের জন্য হলেও জাহাজ থেকে সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করবেন। আকবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণ কোর্চিটি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে নিজের পোশাকের উপর বমিও করে দিয়েছে। আরেকজন মাস্তুলের নিচে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে প্রাণে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা কছে।

হঠাৎ বিশাল আকারের একটি ঢেউ জাহাজের কিনার অতিক্রম করে আকবর এবং তার পাশে দাঁড়ানো আহমেদ খানকে উষ্ণ ফেনিল জলে গোসল করিয়ে দিলো। আহমেদ খানকে বেশ বিচলিত মনে হলো যখন তিনি আকবরের দিকে ফিরলেন। জাহাপনা চলুন আমরা আরেকটু নিরাপদ অবস্থানে যাই, সেটাই এই মুহূর্তে বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে। আকবরের দীর্ঘ ভেজা চুল বাতাসে পেছন দিকে উড়ছিলো। তিনি তাঁর পা দুটি ঈষৎ ফাঁক করে দাঁড়িয়ে জাহাজের এই অপরিচিত দোলার সঙ্গে একাত্ব হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তিনি আহমেদ খানের প্রস্তাবের উত্তরে মাথা নাড়লেন। সমুদ্রের এই স্পন্দন আমাকেও কিছুটা ভীত করছে। কিন্তু জাহাজের অধিনায়ক আমাকে জানিয়েছে বড়টির প্রচণ্ডতা কিছুক্ষণের মধ্যেই কমে যাবে। সমুদ্রের ঝঞ্জা উপেক্ষা করে আমি আমার নিজের

সাহস পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। এই মুহূর্তে ঝড়ের তান্ডব এবং এর ফলে সৃষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আমি শিখছি...আছড়ে পড়া প্রলয়ঙ্করী ঢেউ এবং সমুদ্রের অসীম শক্তি আমাকে বিনয়ের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে অতিঅহঙ্কারী বা সীমাহীন আত্মবিশ্বাসী হওয়া আমরা উচিত হবে না। যদিও আমি অন্য অনেক রাজার তুলনায় অধিক শক্তিশালী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছি, মহান বিজয় অর্জন করেছি, কোষাগার উপচে পড়া ধন-রত্ন আহরণ করেছি এক কোটি কোটি মানুষের শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছি-তবুও আমি একজন সাধারণ মানুষ, নগন্য এবং প্রকৃতির অনন্ত অস্তিত্বের তুলনায় নিতান্তই রূণশীল একটি প্রাণী।

.

১২. এক ডেকচি ভর্তি মস্তক

চমৎকার নকশা করেছ। বাঘটিকে দেখে মনে হচ্ছে সেটা যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপ দেবে, আকবর তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কারিগরটিকে বললেন। তারা দুজন শিক্রির বালুপাথর খোদাই করা আকর্ষণীয় ভবনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন না যা আকবর গুজরাট বিজয়ের পর ফিরে এসে পরিদর্শন করেছেন। তারা আগ্রার যমুনা তীরবর্তী কাঠের জেটিতে দাঁড়িয়ে একটি নতুন তৈরি করা জাহাজের সম্মুখের চেহারা দেখছিলেন। সম্মুখে বাঘ বিশিষ্ট এই জাহাজটি বংলায় যুদ্ধাভিযানে আমার প্রতীক হিসেবে চমৎকার ভূমিকা পালন করবে।

আকবর শিক্রিতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার দায়িত্বে নিয়োজিত তাঁর প্রধান সেনাপতি মুনিম খানের কাছ থেকে সংবাদ আসে। প্রথম সংবাদটি থেকে জানা যায়, বাংলার তরুণ শাসনকর্তা শাহ দাউদ, যে কিছুদিন আগে পিতার মৃত্যুর পর ঐ এলাকার জায়গিরদার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে সে বিদ্রোহ করেছে। এছাড়াও সে রাজকীয় কোষাগার সমূহ এবং প্রধান মোগল অস্ত্রাগার লুট করেছে। তবে বার্তাটিতে মুনিম খান উল্লেখ করেন যে তিনি নিজেই দাউদকে এই ধৃষ্টতার জন্য শাস্তি দেবেন। দ্বিতীয় বার্তাটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, উল্লেখ করা হয়েছে, শাহ দাউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান যেমন অনুমান করা হয়েছিলো তার তুলনায় কঠিন হয়ে পড়েছে এবং মুনিম খানের আরো সৈন্য সহায়তা প্রয়োজন। এই বার্তা দুটি পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তৃতীয় আরেকটি বার্তা আসে। এতে স্বয়ং আকবরকে সেখানে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে এই জন্য যে,

সেখানে মারাত্মক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ মুনিম খান দাউদের পাটনা দূর্গ অবরোধ করেছেন ঠিকই কিন্তু পর্যাপ্ত সৈন্যের অভাবে তার এই অবরোধ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

সদ্য পশ্চিম উপকূলে সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে পূর্বদিকে বাংলা এবং এর উপকূলবর্তী অঞ্চল নিজের করতলগত করার সুযোগ আকবরকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছে। তিনি তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই মুনিম খানের তৃতীয় বার্তাটির তাৎক্ষণিক উত্তর প্রদান করেছেন। উত্তরে আকবর মুনিম খানকে জানিয়েছেন তিনি যাতে নিজের বাহিনীর সদস্যদের অহেতুক বিপদের সম্মুখীন না করেন। পাশাপাশি আকবর সেখানে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত রসদ এবং যুদ্ধসরঞ্জাম যথাসম্ভব সংরক্ষণের চেষ্টা করেন। এছাড়াও আকবর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে মুনিম খানকে জানিয়েছেন, নিশ্চিত বিজয়ের জন্য পর্যাপ্ত সৈন্য সংগৃহীত হওয়ার আগে তিনি যাত্রা শুরু করবেন না। তাছাড়া তার সৈন্যদের নিয়ে জলপথে পাটনা আসার জন্য পর্যাপ্ত জলযান যোগাড় করতেও কিছুটা সময় লাগবে। এর অর্থ পাটনা পৌঁছাতে তার কমপক্ষে তিন মাস বা তার কিছু বেশি সময় লাগবে।

আকবর তাৎক্ষণিক ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যেহেতু পাটনা যেতে হলে তাঁকে তাঁর সাম্রাজ্যেন প্রধান দুটি নদীপথ যমুনা ও গঙ্গা দিয়ে অগ্রসর হতে হবে তাই এর উভয় পারের প্রজাদের মধ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টির জন্য বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। তাকে এমন আকর্ষণীয় একটি নৌবহর নিয়ে অগ্রসর হতে হবে যা ঐসব অঞ্চলের মানুষ আগে কখনোও দেখেনি। যেদিন মুনিম খানের চিঠির উত্তর দিয়েছেন সেই দিনই তিনি

তার প্রকৌশলী এবং জাহাজ নির্মাতাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁদের প্রশস্ততল বিশিষ্ট নৌকা ও জাহাজ নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন যেগুলিতে করে যুদ্ধতি এবং বিশাল আকৃতির কামন ও গোলা বহন করা সম্ভব হবে। তার সৈন্যদের বহন করার মতো যথেষ্ট সংখ্যক নদীগামী জলযানও সংগ্রহ ও পুনর্নির্মাণ করতে বলেছেন।

*

জাহাপনা, আজ আমাদের পক্ষে যাত্রা করা সম্ভব হবে না, আহমেদ খান বললেন। প্রচণ্ড বর্ষণের কারণে বন্যার পানি এতো তীব্র বেগে ভাটির দিকে প্রবাহিত হচ্ছে যে জাহাজের অধিনায়করা আশঙ্কা করছেন এই মুহূর্তে রওনা হলে জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং দিন শেষে যাত্রা বিরতির সময় সেগুলিকে নোঙর ফেলে একস্থানে স্থির রাখাও সম্ভব হবে না। এছাড়া যে অশ্বারোহী বাহিনী নদী তীর দিয়ে আমাদের সঙ্গে অগ্রসর হবে তারাও গভীর কাদা এবং ডোবা নালা অতিক্রম করতে অসুবিধার সম্মুখীন হবে।

আকবর এক মুহূর্ত ভাবলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আহমেদ খান অনেক বেশি সাবধানী হয়ে উঠছেন। না, আজই রওনা হওয়ার ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, আমাদের যদি ধীরেও অগ্রসর হতে হয় তাতে কোনো সমস্যা নেই। আমরা যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করবো এবং প্রয়োজনে একটার বেশি জাহাজ ছাড়বো না। কিন্তু যাত্রা আমরা আজই শুরু করবো। যখন কেউ নদী পথে যাত্রা করার সাহস করবে না তখন যদি আমরা অগ্রসর হই সেটা আমাদের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা প্রকাশ হবে, যা সম্পর্কে

আমি আমার প্রজাদের অবগত করতে চাই। বিশেষ করে শাহ্ দাউদকে। আমি যতোটা ভাবছি সে যদি তার তুলনায় অধিক নির্বোধ না হয়, তহলে সে অবশ্যই আমার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করেছে।

এক ঘন্টা পরের ঘটনা। বৃষ্টি পড়া সাময়িক ভাবে বন্ধ আছে এবং সাদা মেঘের ফাঁক দিয়ে বৃষ্টিস্নাত আবছা সূর্য দেখা যাচ্ছে। আকবর তার পতাকাবাহী জাহাজের অগ্রভাগে খোদাই করা বাঘের মস্তকের ঠিক উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। শুধুমাত্র নেংটি পরিহিত দাড়িরা (বইঠা বাওয়ার লোক) সামনে পিছনে নুয়ে বইঠা বাইছে আর দরদর করে ঘামছে। তারা বহু কষ্টে স্রোতের বিপরীতে জাহাজটিকে মাঝ নদীতে রাখার চেষ্টা করছে। অন্যান্য বিশাল আকৃতির নৌকা গুলিকে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের নৌকার সাহায্যে টানা হচ্ছে। দুই একবার প্রশস্ততল নৌকাগুলি পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাওয়া ছাড়া বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। আকবর ঈশ্বরের কাছে এই মর্মে প্রার্থনা করলেন যাতে তার অভিযানে কোনো বড় ধরনের বিঘ্ন না ঘটে। তাছাড়া এই অভিযানের সাফল্যের জন্য তার নিজের সতর্কতা ও পরিকল্পনারও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

*

দিগন্তে বিস্তৃত কালো মেঘে উজ্জ্বল পাতের মতো বিদুৎ ঝলসে উঠছে। তার মাঝে ভৃত্যরা সারিবদ্ধভাবে জাহাজ থেকে তীরে ফেলা কাঠ নির্মিত ঢালু সিঁড়ি বেয়ে কিছুক্ষণ আগে শিকার করা পশুর মৃতদেহ বয়ে আনছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আটটি বাঘ-তার মধ্যে একটির মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সাত ফুটের কম নয়-বাঁশের সাথে বেঁধে

চারজনের এক একটি দল সেগুলো কাঁধে বয়ে আনছে। তাদের পিছনে অন্যরা বয়ে আনছে নাড়িভুড়ি অপসারিত হরিণের দেহ, সেগুলি চামড়া ছিলে টুকরো করলেই সান্ধ্য ভোজের জন্য রান্না করা যাবে। লাইনের শেষের ভৃত্যদের কাঁধে ঝুলছে স্থির হয়ে থাকা হাঁসের গুচ্ছ।

আকবর ইতোমধ্যে তাঁর বৃষ্টিতে ভেজা কাদামাখা পোষাক ছেড়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে নতুন পোষাক পরিধান করছেন। লাল শাস বিশিষ্ট তরমুজের রসে চুমুক দিতে দিতে তিনি যাত্রার চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। রওনা হওয়ার পর থেকে অধিকাংশ অপরাহ্নেই আকবর শিকার করার উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। জাহাজের নাবিকরা তাঁর এই ইচ্ছার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। আকবর যুক্তি দেখান যে, শিকার করার ফলে অশ্বারোহীরা অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছে এবং বন্দকধারীরাও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারছে। সেই সঙ্গে তাঁর নিজের শখও পূরণ হচ্ছে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে সপ্তাহে অন্তত একবার। তখন তিনি মোহাম্মদ বেগ, রবি সিং এবং অন্যান্য সেনাপতিদের আদেশ করেছেন- যেকোনো শুকনো নদীপারে পদাতিক সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করানোর জন্য। দশ দিন আগে তিনি যমুনা এবং গঙ্গা নদীর সঙ্গম স্থলের পাশে অবস্থিত পবিত্র নগরী এলাহাবাদে নেমেছিলেন। তারপর সেখানকার প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে ঐ নগরীতে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করেন। পরে সন্ধ্যায় তাঁর সফর সঙ্গী হিসেবে আগত কাশগড়ের জাদুকরেরা শহর প্রাচীরের উপর এক বর্ণাঢ্য আতশবাজি প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

আকবর তাঁর পাশে থাকা আহমেদ খানের দিকে ফিরলেন। পাটনা পৌঁছাতে আমাদের আর কয় সপ্তাহ সময় লাগবে বলতে পারেন?

হয়তো এক মাস লাগবে, কিন্তু এক্ষেত্রে মূলত, বর্ষা পরিস্থিতির উপর সবকিছু নির্ভর করছে। এখনো পর্যন্ত আমাদের ভাগ্য ভালোই রয়েছে স্বীকার করতে হবে। সবচেয়ে ক্ষতিকর দুর্ঘটনা ছিলো সেটাই, যখন দুটি প্রশস্ততল নৌকা পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনটি কামান যমুনা গর্ভে হারিয়ে যায়। তবে এখন যেহেতু গঙ্গা নদী ক্রমশ চওড়া হচ্ছে তাই আমরা আমাদের গতিপথে অধিক সংখ্যক অগভীর এবং কর্দমাক্ত তীর পাবো। ফলে তীরে নামার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। শাহ দাউদ আমাদেরকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্য ঐসব জায়গায় গুপ্ত আক্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারে। আমি জানতে পেরেছি সে কতিপয় নদীদস্যুকে আমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য উৎকোচ প্রদানের চেষ্টা করেছে।

কিন্তু নদীদস্যুরা বিচক্ষণতার সঙ্গে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই না?

জ্বী জাহাপনা। তাঁদের কেউ কেউ বিষয়টি সরাসরি আমাদেরকে জানিয়েছেও। তাছাড়া আমাদেরকে নদীদূর্গ গুলির প্রতিও সতর্ক থাকতে হবে যেগুলি পাটনার প্রবেশপথ রক্ষায় নিয়োজিত। আমাদের তথ্য সংগ্রহকারীরা জানিয়েছে সেগুলি পর্যাপ্ত লোকবল এবং রসদ সমৃদ্ধ।

নদী পথে চলতে চলতে আমি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছি যে কীভাবে তরুণ শাহ দাউদ এর মনোবল নষ্ট করা যায় এবং তার প্রতি তার সৈন্যদের আস্থা দুর্বল করা যায়। এখন সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার উপযুক্ত সময়।

আপনি কি বোঝাতে চাইছেন জাঁহাপনা? কীভাবে তা সম্ভব? আহমেদ খানকে ভীষণ অবাক মনে হলো।

আমার সেনাবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আমি তাকে একটি চিঠি লিখতে পারি এবং প্রস্তাব দিতে পারি সে যাতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে আমার দাবি যাচাই করে। তাকে আরো জানাতে পারি যে- সৈন্য সংখ্যা, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য রসদ সমৃদ্ধ হয়ে আমি যে সুবিধাজনক অবস্থানে আছি তা কাজে লাগানো থেকে আমি বিরত হবো যদি সে কেবল একটি যুদ্ধের মাধ্যমে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে রাজি হয়।

কিন্তু সে রাজি হলে কি করবেন?

আমি নিশ্চিত সে রাজি হবে না, কিন্তু রাজি হলেও সমস্যা নেই। যে কোনো লোকের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আমার কোনো দ্বিধা নেই, আর সে তো একজন অনভিজ্ঞ তরুণ হিসেবে সুপরিচিত। একটি যুদ্ধে সবকিছু সমাধান হয়ে গেলে অনেক মানুষের প্রাণ বেঁচে যাবে, সেইসঙ্গে সময় এবং জটিলতাও।

সে ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে বলে আপনি মনে করেন?

সে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে, কিন্তু সে যদি সত্যিকার সাহসী না হয় অথবা ভালো অভিনেতা, তাহলে তার আশেপাশের লোকজন তাকে বিচলিত হতে দেখবে। তার সৈন্যরা যখন আমার প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে পারবে এবং সেটা আপনাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে-তখন তারা আমাদের আত্মবিশ্বাস প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হবে। একক যুদ্ধের প্রস্তাব দাউদ প্রত্যাখ্যান করার পর তারা তাকে কাপুরুষ বলে গণ্য করবে এবং তাদের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়বে।

এই বুদ্ধিতে কাজ হতে পারে জাঁহাপনা, আহমেদ খান বললেন, তবে তাকে সন্দিহান মনে হলো।

কাজ হবেই। আমার নিজের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে যে আমার পিতামহ বাবরের এই বক্তব্যটি সঠিক ছিলো। সেটা হলো যতো যুদ্ধ সৈন্যরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুখোমুখী লড়াই করে জয়ী হয় ঠিক সম সংখ্যক যুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক ভাবে বিজিত হয়। তবে যাই হোক, শাহ দাউদকে প্রস্তাব পাঠাতে আমাদের তেমন কোনো ক্ষয় স্বীকার করতে হবে না।

সেই মুহূর্তে মাথার উপর বজ্রপাতের গর্জন শোনা গেলো এবং পুনরায় বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। সেই ঘন বর্ষার মাঝে আকবরের নৌবহর যাত্রার প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

*

আকবর ও আহমেদ খান গঙ্গা নদীর কর্দমাক্ত পারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের দৃষ্টি পাটনার প্রবেশ মুখের পাশে অবস্থিত দূর্গের দিকে। দূর্গটির দেয়াল প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু। দেয়ালের নিচের অংশ পাথরে তৈরি এবং উপরের দিকে ইটের গাথুনি। দূর্গ প্রাচীরের ফোকরে ব্রোঞ্জ নির্মিত কামানের নল দেখা যাচ্ছিলো। নদী এবং নদী তীরের ধান ক্ষেত কামানগুলির নিশানার আওতায় রয়েছে। নদী তীরের অধিকাংশ ভূমি জুড়ে ফলে থাকা ধানগাছ গুলি উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের। দূর্গের প্রাচীরে আঘাত হানার জন্য মোগল সৈন্যদের এই ধান ক্ষেত পেরিয়ে দ্রুত বেগে অগ্রসর হতে হবে।

আকবরের অনুমান অনুযায়ী একক যুদ্ধের প্রস্তাবের কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি শাহ্ দাউদ। তাঁর রণতরী সমূহ বর্ষা জনিত অসুবিধা অতিক্রম করে গঙ্গা নদীর বর্তমান অবস্থানে পৌঁছেছে দুই দিন আগে। গত রাতে একটি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ সভা শেষে আকবর আদেশ দেন তাঁর নৌবহরের একাংশ যাতে রবি সিং এর নেতৃত্বে রাতের আধার আড়ালকে ব্যবহার করে দূর্গ পেরিয়ে অগ্রসর হয় এবং কিছুটা ভাটিতে পৌঁছে একটি শক্তিশালী বাহিনী তীরে নামিয়ে দেয়। যাতে তারা সেদিক থেকে দূর্গ আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসতে পারে। আকবর বুঝতে পারছিলেন যে ভাগ্য তাকে সহায়তা করছে। কারণ ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার সময় বর্ষার কালো মেঘ চাঁদকে ঢেকে রেখেছিলো এবং অবিরাম বৃষ্টি ঝরছিলো। ফলে দূর্গের প্রায় সামনে দিয়ে জাহাজ গুলি পেরিয়ে যাচ্ছিলো অস্তিত্ব গোপন রেখে। কিন্তু শেষ দিকে দূর্গের এক প্রহরী বিপদ সংকেত দিলে সেখান থেকে কামানের গোলা বর্ষণ শুরু হয়। পাঁচটি হাতি বহনকারী একটি প্রশস্ততল

পোর্টুন (মালবাহী বড় আকারের নৌকা) কামানের গোলার আঘাতে ডুবতে শুরু করে, ভাটিগামী প্রচণ্ড স্রোতের তোড়ে কিছু তীরন্দাজ বহনকারী নৌকা অর্ধনিমজ্জিত পোনটুনটির সঙ্গে ধাক্কা খেলে জলসীমার নিম্নভাগে ফুটো হয়ে যায়। ফলে সেটিও ডুবতে শুরু করে এবং দূর্গ থেকে সেটার যাত্রীদের লক্ষ্যকরে কামান ও বন্দুকের গোলা বর্ষণ শুরু হয়। বহু তীরন্দাজ আহত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। যারা বেচে ছিলো তারা তাদের বক্ষবর্ম এবং অস্ত্র ত্যাগ করে সাঁতড়ে পারে উঠার চেষ্টা করে বা অন্য নৌকা গুলিতে উঠার চেষ্টা করতে থাকে। হঠাৎ কালো জলে কিছু সর্পিল আকৃতিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়- একটু পরে বুঝা যায় সেগুলি রক্তের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে আসা কুমির। পানিতে থাকা লোকগুলি একে একে অদৃশ্য হতে শুরু করে এবং কুমিরের ধারাল দাঁতের আগ্রাসনে হাতিগুলি রক্তাক্ত মাংস পিণ্ডে পরিণত হয়।

সকালের প্রথম আলোতে আকবরের লোকেরা তীরন্দাজদের ডজন খানেক ছিন্নভিন্ন মৃত দেহ আবিষ্কার করে যেগুলি ভাটির দিকের অগভীর জলে ভাসছিলো। মৃতদেহ ভক্ষণ করতে এগিয়ে আসা একদল হাড্ডিসার বেওয়ারিশ কুকুরের দলকেও তাড়া করে সরিয়ে দিতে হয়েছে। এই ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও আকবর এই মর্মে শুভ সংবাদ পেলেন যে রবি সিং এর নেতৃত্বাধীন বাকি জাহাজগুলি সংঘর্ষ এড়িয়ে নিরাপদে দূর্গের ভাটি এলাকায় পৌঁছেছে অপেক্ষাকৃত কম হতাহত যাত্রী নিয়ে এবং সেখানে সৈন্য ও সরঞ্জাম পারে নামাচ্ছে। যুদ্ধসভায় গৃহীত কৌশল অনুযায়ী দূর্গটি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ করার প্রস্তুতি চলছে।

আহমেদ খান, আমরা যে সৈন্যদের উজানে নামিয়ে দিয়েছি তাদের সঙ্গে ভাটিতে নামা সৈন্যদের মিলিত হতে কততক্ষণ সময় লাগবে?

হয়তো আর এক ঘন্টা জাহাপনা। দূর্গ থেকে তাদের বাধা দানের কোনো চেষ্টার খবর পাওয়া যায়নি।

ভালো। আর কামানবাহী পোন্টুন গুলি কি দূর্গের কাছাকাছি অবস্থান নিয়েছে, যেখান থেকে আমার আদেশ পেলে তারা আমাদের সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য দূর্গের দিকে গোলা বর্ষণ করতে পারবে?

জ্বী, গোলন্দাজেরা কামানে গোলা ভরে প্রস্তুত রয়েছে। এছাড়া যেসব সৈন্য দূর্গের নদীমুখী প্রবেশ পথ আক্রমণ করবে তারাও দাঁড়বাওয়া নৌকায় চড়ে প্রস্তুত রয়েছে।

এক ঘন্টা পর আকবরের আদেশ পেয়ে মধ্য নদীতে অবস্থান করা কামানবাহী দশটি পন্টুন নোঙ্গর তুলে অগ্রসর হতে লাগলো। নাবিকদের বৈঠার টানে বিশাল কাঠের জাহাজগুলি দ্রুত ভাটির দিকে অগ্রসর হলো। কামানবাহী পন্টুনগুলিকে নেতৃত্বদানকারি লোকটি লম্বা গড়নের, তার মুখভর্তি দাড়ি এবং সর্বাঙ্গে লাল পোশাক পরিহিত। দূর্গটি গোলাবর্ষণের আওতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে সে তার অধীনস্ত দুটি কামান ছোঁড়ার আদেশ দিলো।

ক্যানভাসের আচ্ছাদনের নিচে থাকা সত্ত্বেও কামানগুলির কাছে বৃষ্টির ছাট আসছিলো। সাবধানে হাতের সাহায্যে অগ্নিসংযোগকারী লাঠি ঢেকে দুই গোলন্দাজ কামানের স্পর্শরন্ধ্রে আগুন ছোঁয়ালো। আর্দ্রতার আগ্রাসন সত্ত্বেও দুটি কামানই প্রচণ্ড শব্দে গোলাবর্ষণ করলো এবং বিস্ফোরণের ধাক্কায় পন্টুনটি ভীষণভাবে দুলে উঠলো। ফলে একজন গোলন্দাজ ছিটকে নদীতে পড়ে গেলো, তবে সঙ্গীর সহায়তায় পরক্ষণেই সে আবার জলযানে উঠে পড়তে সক্ষম হলো। তারা যখন তাদের আন্দোলিত হতে থাকা জলযানে আবার মরিয়া হয়ে কামান প্রস্তুত করতে লাগলো তখন অন্য পন্টুনে থাকা কামানের গোলা বর্ষিত হলো এবং নদীর ঐ অংশ বিস্ফোরণের সাদা ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত হতে লাগলো।

পার থেকে নদীর মধ্যে বর্ধিত হয়ে থাকা একটি উদগ্রভূমিতে আকবর দাঁড়িয়ে ছিলেন। ধোঁয়ার মাঝে সৃষ্ট সাময়িক ফাঁক দিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন দূর্গের জলদ্বার (পানি পথে দূর্গে প্রবেশের দরজা) কামানের গোলার আঘাতে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এর বিশাল কাগুলি দেয়াল থেকে প্রায় আলগা হয়ে গিয়েছে। প্রতিপক্ষ ক্ষতি মেরামত করার আগেই এখন আক্রমণ করতে হবে। নৌকার সৈন্যদের অগ্রসর হতে বলল, তিনি চিৎকার করে উভয় দিকের কামানের গর্জন ছাপিয়ে নিজের কণ্ঠস্বর শ্রবনযোগ্য করতে চাইলেন।

এ সময় আকবর দেখতে পেলেন তার যুদ্ধ হাতিগুলো কাদাপানি পূর্ণ ধানক্ষেত মাড়িয়ে দূর্গের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হাতির পিঠে অবস্থিত হাওদা থেকে বন্দুকধারীরা দূর্গের গোলন্দাজদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে। পদাতিক সৈন্যরা বহুকষ্টে কাদাপানির উপর

দিয়ে হাতির দেহকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকে দূর্গের প্রাচীর বেয়ে উঠার জন্য লম্বা মই বহন করছিলো। একটি হাতি মাথায় কামানের গোলার আঘাত লেগে ধান ক্ষেতে লুটিয়ে পড়লো। মোগল পদাতিকরা সেটার আড়ালে জড়ো হতে লাগলো দূর্গের প্রাচীরে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য। বর্তমানে সব কিছু ভালো মতোই আগাচ্ছে।

হঠাৎ গঙ্গা নদীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আকবর দেখতে পেলেন মোগল সৈন্যতে পূর্ণ একটি নৌকা সৈকত থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে রয়েছে যেটি দূর্গের জলদ্বারে (পানি পথে দূর্গে প্রবেশের দরজা) আঘাত হানার জন্য অগ্রসর হয়েছে। আহমেদ খান হাত বাড়িয়ে আকবরকে বিরত করতে চাইলেন কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করে অগভীর পানির উপর দিয়ে দৌড়ে নৌকাটির দিকে অগ্রসর হলেন, কুমিরের আক্রমণের আশঙ্কাকেও গুরুত্ব দিলেন না। সোনা মোড়া বক্ষবর্ম দেখে নৌকার সৈন্যরা আকবরকে চিনতে পারলো এবং উল্লাসে চিৎকার করতে করতে তাকে সবলে টেনে নৌকায় তুললো। দ্রুত তিনি নৌকার সম্মুখ ভাগে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়িদের দূর্গের জলদ্বারের কাছে যাওয়ার জন্য তাগাদা দিতে থাকলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে হঠাৎ আকবরের মনে হলো কোনো দৈত্যাকৃতি হাত তাকে বুকের উপর সজোরে ধাক্কা মেরেছে। তিনি বেশ খানিটা পিছিয়ে বেকায়দাভাবে নৌকার পাটাতনের উপর পড়ে গেলেন। কি হলো? তিনি বিভ্রান্তবোধ করলেন। তিনি রক্তক্ষরণের কোনো আলামত পেলেন না কিন্তু তার শরীরের ডান পাশটা অবশ মনে হলো। আকবর হাতড়ে তাঁর বক্ষবর্মটি পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেটা কোথাও ফুটো হয়নি তবে এক জায়গায় টোল খেয়েছে এবং শরীরের সেই স্থানে ভোঁতা

ব্যাথা অনুভূত হচ্ছে যা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। এখন আকবর অনুমান করতে পারলেন এটা গাদাবন্দুকের গুলির আঘাত।

তাকে ঘিরে থাকা সৈন্যদের হাত নেড়ে সরিয়ে তিনি উঠে বসলেন নৌকার অবস্থান জানার জন্য। দেখলেন নৌকাটি দূর্গের জলদ্বার থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে রয়েছে। ভাগ্যের সহায়তায় বা খুব ভালো নিশানার বদৌলতে তার ভাসমান কামান থেকে ছোঁড়া গোলার আঘাতে দশ ফুট উঁচু কাঠের দরজাটির সম্মুখের লোহার জাফরিটি(গ্রিল) ভেঙ্গে গেছে এবং কাঠের দরজাটিও উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে অন্য আরেকটি মোগল নৌকা থেকে সৈন্যরা লাফিয়ে তীরে নেমে আকাবাকা গতিতে দ্বারটির দিকে ছুটছিলো যাতে দূর্গ প্রাচীরের উপর থেকে তাঁদের দিকে ছোঁড়া তীর বা গুলি লক্ষভ্রষ্ট হয়। কিন্তু তবুও আকবর দেখলেন তাঁদের অনেকে আক্রান্ত হয়ে পড়ে গেলো এবং বাকিরা পালাতে লাগলো। কেউ কেউ তাদের আহত সঙ্গীদের টেনে দরজা থেকে দশ গজ দূরে অবস্থিত জেটির পাশের ছোট পাথরের কুটিরের আড়ালে কিছুটা নিরাপদ আশ্রয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিলো। আকবর তাঁর নৌকাটি তীর স্পর্শ করার আগেই এক ফুট পানির মধ্যে লাফিয়ে নামলেন, পানি ছিটিয়ে তীরের দিকে দৌড়ে যাওয়ার সময় তিনি চিৎকার করলেন, জলদ্বারের দিকে আমাকে অনুসরণ করো সবাই। যতো দ্রুত দৌড়াবে বিপদ তত কমে যাবে। যতোটা সম্ভব সামনের দিকে ঝুঁকে তলোয়ার বাগিয়ে ধরে তিনি এগিয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ তিরিশ জনের মতো সৈন্য তাঁকে অনুসরণ করলো, বন্দুকের গুলি এবং তীর তাঁদের আশপাশের বাতাস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। আকবরকে অগ্রসর হতে দেখে পাথরের কুটিরটির আড়ালে আশ্রয় নেয়া সৈন্যরাও এগিয়ে এলো।

সবুজ পাগড়ি পরিহিত আকবরের এক সেনাকর্তা প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত দরজাটি পার হলো। কিন্তু সে চিৎকার করে নিজের লোকদের অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয়ার পর পরই কপালে বন্দুকের গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়লো। তবে তার লোকেরা তার শেষ আদেশ পালন করলো এবং আকবর যখন সেখানে পৌঁছালেন তার আগেই প্রায় এক ডজন সৈন্য সেখানে পৌঁছে গেলো। তারা যতোটা সম্ভব দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে এগুতে লাগলো যাতে প্রতিপক্ষের গুলি এবং তীর থেকে রক্ষা পেতে পারে। আরো অনেকগুলি নৌকা থেকে নামা সৈন্যরাও তখন এগিয়ে আসছে।

আকবর উপরে দূর্গপ্রাচীরের দিকে তাকালেন। তিনি বুঝতে পারলেন দূর্গরক্ষাকারী সৈন্যরা স্থলভাগ দিয়ে এগিয়ে আসা মোগলদের নিয়েই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, ফলে জলদ্বার দিয়ে অগ্রসর হওয়া সৈন্যদের দিকে তাদের মনোযোগ কমে গেছে। চল্লিশ গজ দূরে অবস্থিত একটি পাথরের ঊর্ধ্বমুখী সিঁড়ি পথের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে আকবর চিৎকার করে বললেন, চলো আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠি এবং দূর্গরক্ষাকারীদের পেছন থেকে আক্রমণ করি, এবং নিজে দেয়াল ঘেষে দৌড়ে এগিয়ে গেলেন। একটি তীর আকবরের বক্ষবর্মে আঘাত করে ছিটকে পড়লো কিন্তু আরেকটি তার ঠিক পেছনে অবস্থিত সৈন্যটির গলায় বিধলো। আকবর থামলেন না, জোরে শ্বাস টানতে টানতে খাড়া সিঁড়ি পথের গোড়ায় পৌঁছে গেলেন এবং সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।

হঠাৎ দূর্গ প্রাচীরের উপর থেকে বর্শাবিদ্ধ এক সৈনিক আকবরের ঠিক সামনে সিঁড়ির উপর সশব্দে আছড়ে পড়লো। তিনি দেহটিকে পাশ কাটিয়ে উঠে গেলেন এবং সেটা গড়িয়ে নিচে চলে গেলো। বাকি ধাপ গুলি লাফ দিয়ে দিয়ে পার হয়ে তিনি দূর্গপ্রাচীরের

উপরে পৌঁছে গেলেন। সেখানে একজন ছোটখাট গড়নের সৈন্য প্রাচীরের গায়ে আকবরের সৈন্যদের স্থাপন করা মই ঠেলে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছিলো। আকবরের তলোয়ার তার গলায় আঘাত করলো। সে পড়ে যেতেই দ্বিতীয় আরেক জনকে আকবর আঘাত করলেন যে কার্ণিশের উপর ঝুঁকে মই বেয়ে উঠতে থাকা মোগলদের দিকে গুলি করছিলো। আঘাতটি তার হাঁটুর পেছনের মাংসপেশী কেটে দিলো এবং সে প্রচীরের উপর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে নিচে পড়ে গেলো। তৃতীয় একজন আকবরের মুখোমুখী হলো এবং তিনি তার আনাড়ি হাতের তলোয়ারের আক্রমণ সহজেই নিজ তলোয়ার দ্বারা প্রতিহত করলেন, তারপর আরেক হাতে থাকা লম্বা ফলাযুক্ত ছোরা লোকটির পাঁজরের মধ্যদিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন। ছোরাটা টেনে বের করতেই লোকটি পড়ে গেলো এবং তার মুখ এবং ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হতে লাগলো।

আশেপাশে তাকিয়ে আকবর দেখতে পেলেন তার সৈন্যদের অনেকেই এই মুহূর্তে মই বেয়ে অথবা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। এবং দূর্গরক্ষাকারীদের তুলনায় তারা সংখ্যায় বেড়ে গেছে। দূর্গের সৈন্যরা কিছুক্ষণ সাহসের সঙ্গে লড়াই করলো, কিন্তু তারপর আহত এবং কোণঠাসা হয়ে নিজেদের তলোয়ার ফেলে আত্মসমর্পণ করতে লাগলো।

দূর্গটি এখন আমাদের, আকবর বিজয় উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন। খেয়াল রেখ দূর্গের কেউ যাতে পালাতে না পারে।

তার আরেকটি বিজয় অর্জিত হলো।

*

সেইদিন সন্ধ্যায় আকবর পাটনায় প্রবেশ পথের সদ্য অধিকার করা দূর্গের উঠানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অগণিত মশা তার চারপাশে বিরক্তিকর ভন ভন শব্দে পাক খাচ্ছে। মানুষ অথবা জানোয়ার কেউই তাঁদের সূচাল হুলের আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আহমেদ খানের দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে কি?

একজন উচ্চ পদস্থ সেনাকর্তা আমাদের জানিয়েছে আপনার একক যুদ্ধের প্রস্তাবে শাহ্ দাউদ এর মাঝে অস্বস্তি প্রকাশ পেয়েছে। সে আরো বলে, দাউদ চিঠিটি দুই তিন বার পাঠ করে, প্রতিবার পাঠের সময় তার চেহারা ফ্যাকাশে থেকে ফ্যাকাশেতর হতে থাকে, তারপর সে তার কপালে জমে উঠা ঘাম মুছতে মুছতে চিঠিটি দলামোচড়া করে আগুনে নিক্ষেপ করে। চিঠিটি পাওয়ার দুই দিন পরে সে এ বিষয়ে তার মতামত প্রকাশ করে। সে বলে যে, সাধারণ চোর ডাকাতরা তাদের ঝগড়া মেটানোর জন্য এমন কৌশল অবলম্বন করে, রাজাদের বিরোধ মেটানোর উপায় এটা নয়। যাইহোক সেনাকর্তাটি আমাদের আরো জানিয়েছে যে, দাউদ তার দেহরক্ষীর সংখ্যা দ্বিগুণ করেছে আপনি তার উপর গুপ্ত আক্রমণ করতে পারেন এই আশঙ্কায়।

তরুণ দাউদের সাহস এবং সিদ্ধান্তকে আমাদের এ ধরনের পরীক্ষা দ্বারা যদি সহজেই প্রভাবিত করা যায়, তাহলে তাকে আরেকটু ভয় দেখানোর জন্য আমাদের নতুন কিছু

চিন্তা করা উচিত। কথা বলতে বলতে আকবরের দৃষ্টি উঠানের অপরিচ্ছন্ন একটি কোণের দিকে নিবদ্ধ হলো। সেখানে তার একজন নিম্নপদস্থ সেনাকর্তা শত্রু সৈন্যদের মৃতদেহ স্তূপ আকারে জড়ো করার কাজ তদারক করছিলো। হঠাৎ তার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো এবং তিনি আবার বলা শুরু করলেন,ঐ মৃত লোকগুলির আত্মা তাদের দেহ ত্যাগ করে বহু দূরে চলে গেছে, তাই না আদম খান?

আমাদের ধর্ম থেকে আমরা এমন শিক্ষাই পাই জাঁহাপনা।

কিন্তু তবুও ঐ মৃতদেহগুলি তাদের স্বপক্ষের যোদ্ধাদের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে শাহ্ দাউদকে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে আত্মসমর্পণে প্ররোচিত করে।

কীভাবে তা সম্ভব?

পঞ্চাশটি মৃতদেহের ধর থেকে মাথা আলাদা করে মাথাগুলিকে একটি বড় রান্নার ডেকচির মধ্যে ভরুন। তারপর ডেকচির মুখ সোনালী রেশমের কাপড় দিয়ে ঢেকে শক্ত করে বাধুন। এরপর সেটিকে যুদ্ধবিরতির সাদা পতাকাবাহী নৌকায় করে পাটনা শহরের দিকে পাঠিয়ে দিন। সঙ্গে একটি চিঠিও যুক্ত করে দিবেন। তাতে লেখা থাকবে, আবারও আমি তাকে একক যুদ্ধের সুযোগ দিতে চাই এবং সে যদি এবারও আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তার আরো সৈন্য এভাবে অকারণে মাথা হারাবে এবং এই মৃত্যুর জন্য সেই দায়ি থাকবে।

এ ধরনের কিছু করলে আমাদেরকে কি অসভ্য বর্বর মনে হবে না, আমাদের শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ প্রায়শই করে থাকে? আহমেদ খানকে কিছুটা মর্মাহত মনে হলো।

অধিক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর এটাই একমাত্র উপায়। আমরা নিজেরা জানি আমরা বর্বর নই এবং শাহ্ দাউদ ও তার দলের লোকদের মাঝে আমরা যতো বেশি ভীতি সৃষ্টি করতে পারবো ততো দ্রুত তারা আত্মসমর্পণ করবে। এখনই গলা কাটার কাজ শুরু করতে বলুন।

*

মুণ্ডু ভর্তি ডেকচি আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে জাঁহাপনা। যখন সেটি শাহ্ দাউদের কাছে পৌঁছায় তখন গরমের কারণে মাথা গুলিতে পচন ধরে গিয়েছিলো। যখন সে বাঁধন খুলে ঢাকনাটি উন্মুক্ত করিয়ে ভিতরে কি আছে দেখার জন্য উঁকি দেয়, সেই মুহূর্তে কড়াই এর মুখ দিয়ে সহস্র মাছি দ্বারা সৃষ্ট কালো মেঘের পাশাপাশি অকল্পনীয় পচা গন্ধ বেরিয়ে আসে। শাহ্ দাউদ ছিটকে সরে গিয়ে হরহর করে বমি করতে থাকে এবং সেখানে উপস্থিত সকলের একই অবস্থা হয়। এর অল্পক্ষণ পরেই সে পাটনা ত্যাগের আদেশ দেয় এবং দুই ঘন্টার মধ্যেই সৈন্যসামন্ত সহ পাটনার সিংহদ্বার অতিক্রম করে চলে যায়।

আকবরের মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি দেখা গেলো। তাঁর শাহ্ দাউদ সম্পর্কিত মূল্যায়ন সঠিক হয়েছে এবং হাড়ি ভর্তি মাথা অনেক প্রাণ রক্ষা করতে নিশ্চিতভাবে সফল হয়েছে। একেই বলে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। আপনি এভোকিছু জানলেন কীভাবে? আকবর জিজ্ঞাসা করলেন।

কিছু সৈন্য সহ একজন সেনাপতিকে শাহ্ দাউদ পিছনে রেখে যায় এবং তাকে আদেশ দেয় যতোক্ষণ সম্ভব শহরটিকে আমাদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে। সেনাপতিটি সময় নষ্ট না করে আমাদের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে যে, তার জীবনের বিনিময়ে সে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত।

নিশ্চয়ই আপনি তার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেছেন?

জ্বী।

প্রমাণ করুন আমরা আদতেই বর্বর বা অসভ্য নই। ঐ সেনাদলের সঙ্গে উত্তম আচরণ করার আদেশ দিন। এক মুহূর্ত পর আকবর যোগ করলেন, দুই তিন দিন পরে কিছু সৈন্যকে পালানোর সুযোগ করে দেবেন। পলাতক সৈন্যরা দূরবর্তী দূর্গগুলিতে অবস্থিত তাদের স্বপক্ষের লোকদের কাছে এই সংবাদ বয়ে নিয়ে যাবে যে তাদের প্রতি অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে তাদের সঙ্গীরাও আত্মসমর্পণ করতে প্রলুব্ধ হবে।

জ্বী জাঁহাপনা।

শাহ্ দাউদ এর গন্তব্য কোথায়?

সে প্রাচীর বেষ্টিত শহর গোমরার দিকে অগ্রসর হচ্ছে যেটি তার পূর্বপূরুষের অধিকৃত ভূখণ্ডের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত।

শহরটির অবস্থান কোনো দিকে এবং সেটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন?

শহটি উত্তর দিকে অবস্থিত জাঁহাপনা। এটি প্রাচীরে ঘেরা এবং শাহ্ দাউদ হয়তো সেখানে শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করছে। এছাড়া সেখানে অবস্থানকারী তার বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়রা হয়তো তার তুলনায় অধিক সাহসী এবং তাদের সহায়তায় সে পুনরায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে পারে।

সেখানে পৌঁছানোর আগেই আমাদের উচিত তাকে বাধা দেয়া।

*

পাটনার আত্মসমর্পণের পর দুই সপ্তাহ পার হেয়েছে। ভারী বর্ষণ স্থগিত হলেও নিচু দিয়ে ভেসে চলা ধূসর মেঘ গুলি সকালের সূর্যের আলো ফোঁটায় অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। একটি নিচু পাহাড়ের উপর আকবর দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মাথার উপরের নারকেল গাছের আচ্ছাদন থেকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির পানি পড়ছে। তিনি যেখানে রয়েছেন সেখান

থেকে পৌনে এক মাইল দূরে আরেকটি পাহাড়ের উপরে মাটির দেয়াল ঘেরা ছোট একটি শহরে শাহ্ দাউদ শিবির স্থাপন করেছে। আকবর যে পাহাড়টির উপর দাঁড়িয়ে আছেন সেটার উচ্চতা মধ্যম পর্যায়ের হলেও এখান থেকে আশপাশের জলাভূমি স্পষ্ট নজরে আসে। মোগলদের বিশ হাজার সৈন্যের একটি বিশাল অগ্রগামী দল, যাদের মধ্যে বহু অশ্বারোহী বন্দুকধারী এবং তীরন্দাজ রয়েছে, গতকাল বিকালে এই অবস্থানে এসে পৌঁছায়। তাঁদের দেখে শাহ্ দাউদের বাহিনী অবস্থান ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করেনি। পক্ষান্ত রে সারা রাত ঝড়ো আবহাওয়ায় মধ্যে তারা মশালের আলোতে সাধ্যমতো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। মালগাড়ী উল্টে মাটির প্রাচীরের ফাঁক পূরণ করেছে এবং বৃষ্টিতে ক্ষয়ে যাওয়া অংশ ঠেকা দেয়ার চেষ্টা করেছে।

আকবর ভাবছেন তার প্রতিপক্ষ অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট ভালো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলেন। কারণ শাহ্ দাউদ তাঁর মতোই দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য সাথে করে কেবল হালকা ছোট আকারের কামান গুলি নিয়ে এসেছে। তাছাড়া দাউদের সৈন্য সংখ্যা তার সৈন্যদের প্রায় কাছাকাছি হলেও তাঁদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ গাদাবন্দুক রয়েছে এবং তাদের অবরোধ উপস্থিত উদ্ভাবনী চিন্তা কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হলেও যথেষ্ট দৃঢ় মনে হচ্ছে। আকবরের তথ্য সংগ্রহকারীরা জানিয়েছে তাদের শত্রুপক্ষ শহরবাসীদের বিছানা, তৈজসপত্র এবং ঘরের দরজাও অবরোধ তৈরির কাজে ব্যবহার করেছে। তাদের এতো ঐকান্তিক পরিশ্রম সত্ত্বেও আকবর উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে, একটি সমন্বিত আক্রমণই শহরটিকে দখল করার শ্রেষ্ঠ উপায়। আর শাহ্ দাউদকে পরাজিত করার মাধ্যমেই বাংলার বিদ্রোহের অবসান ঘটবে এবং এই উর্বর সমৃদ্ধ ভূমি তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হবে। আহমেদ খান

যথারীতি আকবরের পাশেই ছিলেন। আকবর তার দিকে ফিরলেন। আমাদের অশ্বারোহীদের কি শহর ঘেরাও করা শেষ হয়েছে?

জ্বী। এক ঘন্টা আগেই সে কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

তাহলে এখন কেবল শিঙ্গাবাদক এবং দুলিদের আদেশ দিলেই তারা আমাদের সৈন্যদের চারদিক থেকে সমন্বিত আক্রমণের জন্য সশব্দ সংকেত দিতে পারে।

জ্বী জাঁহাপনা, তবে আপনার পিতার একজন সহযোদ্ধা হিসেবে এবং আপনার বর্ষিয়ান প্রধান সেনাপতি হিসেবে আপনার কাছে আমি একটি বিনীত অনুরোধ করতে চাই। নদী দূর্গে আক্রমণের সময় যেরকম ঝুঁকি আপনি নিয়েছিলেন দয়া করে এবার আর তেমনটা করবেন না। আমার মনে আছে আপনার পিতা হুমায়ূন আপনাকে রাজবংশের স্বার্থে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে আদেশ দিয়েছিলেন এবং একইভাবে বৈরাম খান আপনাকে উপদেশ দিয়েছিলেন হিমুর বিরুদ্ধে লড়াই এর সময়। আপনার পুত্ররা এখনো শিশু। আপনার কিছু হলে তাঁদের জীবন বিপন্ন হবে এবং সাম্রাজ্যেরও অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

আমি জানি আপনি বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে কথাগুলি বলেছেন এবং আপনি যা বললেন তা নিঃসন্দেহে উত্তম উপদেশ। কিন্তু আমি আমার সহজাত প্রতিক্রিয়ার কারণে ঝুঁকি নেই, হয়তো এর আরেকটি কারণ এই যে আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করা আমার ভাগ্যে লেখা নেই- অন্তত এতো তাড়াতাড়ি নয় যখন আমি আমার সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ বিস্তৃত করতে পারিনি। আমার নিজের বিশ্বাস এবং জ্ঞানী সাধুগণ,

যাদের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি তারাও মতো দিয়েছেন যে, আমার জন্য যা মারাত্মক বিপদ বলে গণ্য হতে পারে তার অবস্থান যুদ্ধক্ষেত্রে নয়।

কিন্তু আপনার পিতা উপলব্ধি করেছিলেন, কোনো মানুষের কর্মই তার চূড়ান্ত নিয়তি নির্ধারণ করে, তারা পরিকল্পনা বা নিয়তি সম্পর্কিত ভাবনা নয়...যদিও আপনার আত্মবিশ্বাস এবং সাহস অদ্যাবধি অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডে আপনাকে সাফল্য এনে দিয়েছে যেখানে অন্যরা হয়তো ব্যর্থ হতো, আপনার উচিত নয় সর্বদা এমন অনুভূতির উপর নির্ভর করা।

আকবর সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। যুদ্ধের সময় তাকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কখনো কখনো একজন নেতা হিসেবে উদাহরণ সৃষ্টি করা এবং বেপরোয়া আচরণের মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়, সেটা আমি জানি। এই বাস্তবতা যতোটা সম্ভব আমি স্মরণ রাখার চেষ্টা করবো। ইতোমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজকের প্রথম আক্রমণটি মোহাম্মদ বেগের নেতৃত্বে ছেড়ে দেবো। আমি এবং আমার দেহরক্ষীরা সঞ্চিত শক্তি হিসেবে অবস্থান করবো যাতে প্রয়োজনের সময় আপনাদের আক্রমণে সহায়তা করতে পারি।

তাহলে আমি কি এখন মোহাম্মদ বেগকে আক্রমণ শুরু করতে আদেশ দেবো?

হ্যাঁ।

আকবর এবং আহমেদ খান দর্শকের ভূমিকা নিলেন যখন শিঙ্গার সূচনা সংকেত পেয়ে মোগল অশ্বারোহীরা চারদিক থেকে জলাবদ্ধ মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত শহরটির দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। গভীর জল এড়িয়ে, চকচকে কালো পিচ্ছিল কাদা পেরিয়ে যেতে তাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছিলো। মোহাম্মদ বেগ এবং তার দেহরক্ষী একদম সম্মুখবর্তী দলে সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিলো। তাদের কয়েক জন সবুজ মোগল পতাকা বহন করছিলো। তারা যখন গাদাবন্দুকের নিশানার আওতার মধ্যে পৌঁছালো, তখন থেমে থেমে দাউদের সৈন্যদের বন্দুক ছোঁড়ার ধোঁয়া দেখা যেতে লাগলো। এখানে সেখানে কয়েকটি ঘোড়া গুলি বিদ্ধ হলো এবং আরোহী সহ কাদাপনিতে আছড়ে পড়লো। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়া সৈন্যরা পিছন থেকে এগিয়ে আসা অশ্বারোহীদের ঘোড়ার খুরের নিচে চাপা পড়ছিলো। পিঠে আরোহীবিহীন ঘোড়াগুলি ভারমুক্ত হওয়ায় দৌড়ে অনেক সামনে চলে যাচ্ছিলো। এরকম একটি ঘোড়া সর্বপ্রথম, সবচেয়ে সম্মুখবর্তী একটি প্রতিরোধ লাফিয়ে পেরিয়ে গেলো।

সৈন্যদের অগ্রগতি ভালোভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে, আকবর ভাবলেন। কিন্তু হঠাৎ মোহাম্মদ বেগ তার লোকদের নিয়ে যেদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন সেদিকের মাটির প্রতিরোধের উপর থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্মিলিত গুলিবর্ষণের শব্দ পাওয়া গেলো। তারপর মাটির দেয়ালের একটি ফাঁক অবরোধ করে রাখা মালগাড়ি ঠেলে সরানো হলো এবং সেখান দিয়ে একদল অশ্বারোহী পাহাড়ের ঢাল বেয়ে প্রতিআক্রমণ করার জন্য এগিয়ে এলো। তাদের দেহ ঘোড়ার ঘাড়ের উপর নুয়ে আছে, হাতে বর্শা। মোহাম্মদ বেগের অগ্রসরমান সৈন্যরা এই আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা পিছিয়ে এলো। তাদের অনেকে তাল সামলাতে না পেরে ঘোড়াসহ কাদার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। এ সময় দেয়ালে আরো

ফাঁক সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে আরো অশ্বারোহী যুদ্ধে অংশ নিতে এগিয়ে এলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে আরো বেশি সংখ্যক মোহাম্মদ বেগের লোক হতাহত হলো এবং একটি মাত্র মোগল পতাকা খাড়া থাকলো।

আকবর আর স্থির থাকতে পারলেন না-যুদ্ধের সামগ্রিক ফলাফলের জন্য এই লড়াইটির গুরুত্ব অপরিসীম এবং তার এখন উচিত স্বশরীরে মোগলদের নেতৃত্ব দেয়া। তিনি এক টানে খাপ থেকে আলমগীর বের করে আনলেন এবং সংঘর্ষের এলাকার দিকে তার ঘোড়া ছুটালেন। বিশ্বস্ত দেহরক্ষীরা তাকে অনুসরণ করলো। পাহাড়ে পৌঁছাতে তার সর্বোচ্চ তিন মিনিট সময় লাগলো, যদিও একটি জলাশয় লাফিয়ে পার হওয়ার সময় তার ঘোড়াটি কাদায় পিছলা খেলো।

তিনি যখন তার ঘোড়াটিকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে লড়াই এর এলাকায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করতে লাগলেন, তখন তিনি শাহ দাউদের বন্দুকধারীদের নিশানার আওতায় পৌঁছে গেলেন। শাহ দাউদের লোকেরা তার সোনা মোড়া বক্ষবর্ম দেখে তাকে চিনতে পারলো এবং তার উপর গুলি বর্ষণে মনোযোগী হয়ে উঠলো। আকবর শুনতে পেলেন বন্দুকের গুলি এবং তীর তার দুপাশ দিয়ে বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তাঁর ঘোড়াটি এক মুহূর্তের জন্য টলমল করে উঠলো এবং তিনি অনুভব করলেন সেটার রক্ত তাঁর ডান উরু ভিজিয়ে দিচ্ছে। পাঁজর এবং পায়ের সংযোগস্থলে বন্দুকের গুলি খেয়ে ঘোড়াটি আর এগুতে পারছিলো না, সেটার মাথাটিও ক্রমশ মাটির দিকে নুয়ে পড়ছিলো। ঘোড়াটি আছড়ে পড়ার আগমুহূর্তে আকবর কাদার

উপর লাফ দিলেন এবং ঝট করে এক পাশে সরে গেলেন তাকে কাছ থেকে অনুসরণ করা দেহরক্ষীটির সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য।

দেহের ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার পর তিনি চিৎকার করে তার এক রক্ষীর কাছে আরেকটি ঘোড়া চাইলেন। তৎক্ষণাৎ রক্ষীটি ঘুরে এসে তার ঘোড়ার লাগামটি আকবরের হাতে দিলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি আবার ঘোড়ায় চড়ে বসলেন এবং কাদার পুরু আবরণযুক্ত বুট জোড়া সেটার রেকাবে ঢুকিয়ে নিলেন।

আকবরের ঘোড়াটি আহত হওয়ার কারণে তার এবং তার দেহরক্ষীদের আক্রমণের গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়েছে। শাহ্ দাউদের কিছু অশ্বারোহী সৈন্য প্রায় তাদের কাছে পৌঁছে গেছে। আকবর ঠিক সময় মতো ঘোড়া নিয়ে কিছুটা সরে গেলেন যখন বিশাল দেহী একজন বাঙ্গালী তার কাটাযুক্ত যুদ্ধকাস্তে আকবরের শিরোস্ত্রাণবিহীন মাথা লক্ষ্য করে ঘুরালো। কিন্তু লোকটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপর থেকে ছুটে আসার কারণে নিজ ঘোড়ার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না। সবলে লাগাম টেনে ধরা সত্ত্বেও সে আকবরকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলো, তবে আকবর লোকটির মাথার পেছনে আলমগীরের কোপ বসাতে দেরি করলেন না। আকবর নিজের হাতে তীব্র ঝাঁকি অনুভব করলেন তবে এটা নিশ্চিত হলেন যে তাঁর তলোয়ারের আঘাত লক্ষ্যভেদ করেছে।

কয়েক মুহূর্ত পর আকবর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসা দ্বিতীয় অশ্বারোহী বাঙ্গালীটিকে লক্ষ্য করে তলোয়ার চালালেন কিন্তু সে মাথা নিচু করে আঘাতটি ব্যর্থ করে দিলো। লোকটি ঘুরে আবার আকবরের দিকে এগিয়ে এলো কিন্তু

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

এবারে আকবর ঢালের উপরের দিকে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন। ফলে বাঙ্গালীটি পুরু কাদার স্তর পেরিয়ে আকবরের কাছে পৌঁছানোর আগেই তিনি তার কাছে গিয়ে তলোয়ারের আঘাতে তার হাতের বর্শাটি ফেলে দিলেন এবং তারপর আলমগীরের ধারালো ফলা লোকটির উরু ও পেটের সংযোগ স্থলে ঢুকিয়ে দিলেন।

আসন্ন বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে আকবর হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখে জমে উঠা ঘাম মুছলেন এবং আশেপাশে তাকালেন। বাম দিকে তাঁর কাছ থেকে ষাট গজ দূরে মোহাম্মদ বেগের খাড়া থাকা সবুজ পতাকাকে ঘিরে তুমুল লড়াই চলছে। দেহরক্ষীদের তাঁকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রের বিশৃঙ্খল ভীড় ঠেলে মোহাম্মদ বেগের দিকে অগ্রসর হলেন। বন্দুক এবং কামানের সম্মিলিত গোলা বর্ষণের চাপে মোহাম্মদ বেগের আক্রমণ প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। বহু ঘোড়া কাদার মধ্যে পড়ে ছিলো। আকবর খেয়াল করলেন একটি ঘোড়া নিস্তেজভাবে সেটার পিছনে পা ছুড়ছে। আরেকটি ঘোড়ার নিচে চাপা পড়া অবস্থায় তিনি মোহাম্মদ বেগের মৃত কোর্চিকে দেখতে পেলেন।

তীব্র লড়াই চলছে। কিছু সংখ্যক বাঙ্গলীকে দেখা গেলো মোহাম্মদ বেগের ঘোড়াচ্যুত সৈন্যদের বর্শায় গেথে ফেলার চেষ্টা করছে। ঐ সৈন্যরা একটি পাথরে হেলান দিয়ে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে থাকা কাদা মাখা দেহকে রক্ষার চেষ্টা করছিলো। সেটা স্বয়ং মোহাম্মদ বেগ, তাকে চিনতে পেরে আকবর আতঙ্কিত বোধ করলেন। তিনি মরিয়া হয়ে সেদিকে অগ্রসর হলেন। যুদ্ধরত উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের কেউই তাঁর উপস্থিতি খেয়াল করলো না। তিনি তাঁর কাছাকাছি অবস্থিত এক বাঙ্গালীর ঘোড়ার পাছায় তলোয়ারের

চওাপ্টা অংশ দিয়ে আঘাত করলেন। তিনি যা চেয়েছিলেন তাই ঘটলো, ঘোড়াটি পিছনের পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠে সেটার আরোহীকে ফেলে দিলো এবং আরোহীটি আকবরের ঘোড়ার খুরের আঘাতে পিষ্ট হলো।

এরপর আকবর আরেকজন বাঙ্গালীর ঘাড়ে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেন যে একজন কোর্চিকে বর্শাবিদ্ধ করতে এগিয়ে যাচ্ছিলো। আঘাতের পর তার হাত থেকে বর্শাটি খসে পড়লো। এই সময়ের মধ্যে আকবরের দেহরক্ষীরা আরো তিনজন বাঙ্গালীকে ধরাশায়ী করলো এবং বাকিরা লড়াই করার সাহস হারিয়ে ঘুরে শহর প্রাচীরের দিকে ফিরতে চেষ্টা করলো আঠালো মাটি পেরিয়ে। তাঁদের মধ্যে একজন কেবল সফল হলো তবে প্রাচীর অতিক্রম করার পূর্বে সে তার বাহুর উপরের অংশে নিক্ষিপ্ত ছোরা বিদ্ধ হলো।

একটু থেমে অকবর একজন কোর্চিকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, মোহাম্মদ বেগের কি হয়েছে?

তিনি যখন আমাদের সবুজ পতাকার সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন বাঙ্গালীরা তাকে আমাদের একজন সেনাপতি হিসেবে চিনে ফেলে। একটি কামানের গোলা তার কাঁধে আঘাত করে। ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার সময় তিনি মাথায় আঘাত পান এবং পরে একজন বাঙ্গালী তার উরুতে বর্শা দিয়ে আঘাত করে।

তাকে যতদ্রুত সম্ভব হেকিমের কাছে নিয়ে যাও। তিনি যথেষ্ট শক্ত না হলে এতোক্ষণ পর্যন্ত বাঁচতেন না।

এবারে আকবর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে শহরের প্রতিরোধ প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর কিছু সৈন্য ইতোমধ্যে দেয়ালের বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে ঢুকে গেছে এবং এখন তারা গুচ্ছ গুচ্ছ মাটির কুটিরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আকবরের তিন জন বন্দুকধারী একটি কুয়ার আড়ালে নিচু হয়ে বসে সেটার দেয়ালের উপর বন্দুক রেখে গুলি বর্ষণ করছিলো এগিয়ে যাওয়া সঙ্গীদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য।

এ সময় অকবর দেখলেন শাহ্ দাউদ এর হলুদ পতাকা বিশিষ্ট কুটির গুলির পিছনে পাহাড়ে সবুজ মোগল পাতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। স্পষ্ট বুঝা গেলো তার লোকেরা শহরের বিভিন্ন অংশের প্রাচীর অতিক্রম করে ঢুকে পড়েছে এবং লড়াই করে শত্রুদের পর্যদস্ত করতে পেরেছে। কয়েক মুহূর্ত পর তিনজন লোক কয়েকটি কুটির থেকে বেরিয়ে এলো। তাদের একজন আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে হাত তুলে আকবরের লোকেদের দিকে এগিয়ে এলো। বাকি দুজন প্রথমে তাদের হাতে থাকা হলুদ পতাকা কাদায় ছুঁড়ে ফেললো এবং তারপর মাথার উপর হাত তুললো। তার বিজয় হয়েছে, ভবতে ভাবতে আকবর তার মাথার উপর শূন্যে ঘুষি চালালেন। কি ঘটেছে। উপলব্ধি করে তার সৈন্যরাও বিজয় এবং বেঁচে যাওয়ার মিলিত আনন্দে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগলো।

ওকে বল শাহ দাউদকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসতে, আকবর চিৎকার করে আদেশ দিলেন। যে বাঙ্গলীটির উপর আদেশটি বর্তালো তার চেহারা আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো কিন্তু সে বিলম্ব না করে পেছন দিকের একটি কুটিরের মধ্যে অদৃশ্য হলো। কয়েক মিনিট কাউকে দেখা গেলো না এবং যেই আকবর বলপূর্বক তাদের ধরে আনার

আদেশ দিতে যাবেন সেই মুহূর্তে একজন শীর্ণ চেহারা বিশিষ্ট দীর্ঘদেহী লোক কুটিরের দ্বারে আবির্ভূত হলো এবং মাথা নিচু করে আকবরের দিকে এগিয়ে এলো। আকবরের কাছ থেকে পনেরো ফুট দূরে থাকতে সে অধোমুখে মাটির উপর পতিত হলো। স্পষ্টই বোঝা গেলো তার বয়স শাহ্ দাউদের মতো উনিশ বছর নয় বরং এর দ্বিগুণ।

তুমি কে? শাহ্ দাউদ কোথায়? সে যদি ভিতরে লুকিয়ে থাকে, এক্ষুণি তাকে আমার সামনে হাজির হতে বলল।

আমার নাম ওস্তাদ আলী, আমি শাহ্ দাউদের মামা। তার উত্থানের সমগ্র সময়টায় আমি তার প্রধান উপদেষ্টা ছিলাম। সে যা কিছু করেছে তার সকল দায়ভার আমার। আমি যখন গতরাতে বুঝতে পারলাম কঠিন লড়াই সত্ত্বেও আমরা জিততে পারবো না তখন আমি শাহ্ দাউদকে ছদ্মবেশে এখান থেকে সরিয়ে দেই। তার সমস্ত ধন-রত্ন ঐ কুটির গুলির মধ্যে রয়েছে। এই ধন-সম্পদ এবং বাংলাকে আমি তার পক্ষ থেকে আপনার কাছে সমর্পণ করছি।

*

একটি উঁচু অগ্রভাগ বিশিষ্ট কাঠের ডাউ (আরব নাবিকদের ব্যবহৃত এক মাস্তুল বিশিষ্ট জাহাজ) এর পাটাতনে দাঁড়িয়ে আকবর বঙ্গোপসাগরের বিস্তৃত জলরাশির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। গুজরাটের পশ্চিম উপকূলে সমুদ্র দর্শনের পর পুনরায় তা দেখার আকাঙ্ক্ষা তার মনে রয়ে যায়। তাই এবারে তিনি পূর্বের সমুদ্র দর্শন করে তার সেই ইচ্ছা পূরণ

করছেন। এ সময় হঠাৎ উষ্ণ দমকা হাওয়া ডাউটির তিনকোণা পালে আঘাত করলে সেটি দুলে উঠলো এবং আকবর তাঁর পা দুটি আরেকটু ফাঁক করে দাঁড়ালেন। তখন মধ্যাহ্নের পর কিছু সময় পেরিয়েছে এবং সাগরের জল এতো উজ্জ্বল রূপালী বর্ণের দেখাচ্ছিলো যে সেদিকে তাকিয়ে থাকাই কষ্টকর মনে হচ্ছিলো। আকবর ঠোঁটে সাগরের লোনা স্বাদ পাচ্ছিলেন।

তাঁর সেনাবাহিনী বাংলার সকল প্রধান শহর বন্দর করতলগত করেছে। কিন্তু শাহ দাউদকে এখনো পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে বন্দী করা যাবে। সমগ্র বাংলা এখন মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ। আজ সকালেই তিনি অবুল ফজলের কাছ থেকে আরো সুসংবাদ পেয়েছেন। সে জানিয়েছে পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে শান্তি বজায় রয়েছে এবং শিক্রির নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সাগরের ঢেউ দেখতে দেখতে তিনি হাসলেন। আকবরের মনে হচ্ছিল তাঁর শাসন আমলের একটি অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে তাঁর পিতা, পিতামহ এবং নিজের আকাক্ষার চেয়েও অধিক বিস্তৃত করতে পেরেছেন। তবে তিনি তার এই সাম্রাজ্য বিস্তার অব্যাহত রাখবেন, কেবল তাঁর অনুসারীদের যুদ্ধের উত্তেজনা ও লুণ্ঠিত সম্পদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই নয়, বরং এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের উপর তাঁর শাসন ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্যেও। একদিন যে সাম্রাজ্য তিনি তাঁর বংশধরদের দান করে যাবেন তা অবশ্যই অজেয় হতে হবে। এই পরিকল্পনা সফল করার জন্য তাকে নতুন, পুরাতন, হিন্দু, মুসলিম সকল প্রজার সম্মান অর্জন করতে হবে। প্রজারা যাতে তাকে একজন শক্তিশালী দখলকারী বা বহিরাগত শত্রু মনে না করে তা নিশ্চিত করতে

হবে। এমনটা ভাবা যতো সহজ, বাস্তবায়ন করা ততোটা সহজ নয়। কিন্তু তিনি এই নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এবার লড়াই শুরু করবেন।

তৃতীয় খণ্ড – ক্ষমতা এবং গৌরব

১৩. বিজয়ের শহর

ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে বাংলা এবং গুজরাটের মহান বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমি এই শহরের নতুন নাম দিচ্ছি "ফতেহপুর শিক্রি", "শিক্রি, বিজয়ের শহর"। আগামী সময়ে যারা ফতেপুর শিক্রির এই উঁচু লাল বালুপাথরের প্রাচীর প্রত্যক্ষ করবে তারা সেইসব বীর মোগল যোদ্ধাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে যারা এই বিজয়ে অবদান রেখেছে। আজ যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন তারা সকলে ঐ সব কীর্তির অংশীদার। আপনাদের পুত্র, দৌহিত্র এবং যে প্রজন্ম এখনো জন্মগ্রহণ করেনি তারা সকলে এই সত্য জেনে গর্ববোধ করবে যে আপনাদের বীরত্বপূর্ণ রক্ত তাঁদের শিরায়ও প্রবাহিত হচ্ছে। মার্বেল পাথরে তৈরি অনুপ তালাও বা অতুলনীয় জলকুণ্ড নামক শাপলা ফোঁটা জলাশয়ের পিছনে অবস্থিত বিশাল রাজপ্রাসাদের বারান্দায় বসে আকবর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তার পরনে হিরা এবং চুনি খচিত মাখন রঙের রেশমের জোব্বা। নিচের বিশাল উঠানে সবুজ রেশমের শামিয়ানার নিচে তার সেনাপতি এবং সেনাকর্তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য শুনছেন। সামনের সারিতে নকশা খোদাই করা একটি কাঠের লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যুদ্ধাহত মোহাম্মদ বেগ। লাঠিটি আকবর তাকে উপহার দিয়েছেন। হেকিমের অক্লান্ত চিকিৎসায় বর্ষিয়ান যোদ্ধাটি দ্রুত সুস্থ্য হয়ে উঠছেন। কিন্তু তার আঘাত গুলি এতো মানাত্মক। যে ভবিষ্যতে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ

করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন আহমেদ খান। তার দীর্ঘ দাড়িগুচ্ছ এই প্রথম বারের মতো যত্ন সহকারে আচড়ানো দেখা যাচ্ছে। তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আকবরের স্ত্রীর বড়ভাই রাজা ভগবান দাশ এবং সেনাপতি রাজা রবি সিং। আকবরের উচ্চপদস্থ সেনাপতিদের পিছনে পদাধিকার অনুসারে অন্যান্য সেনাকর্তাগণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে আকবরের তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চওড়া বক্ষ বিশিষ্ট বিশালদেহী অলীগুল নজরে পড়লো। সে তার তাজিক সঙ্গীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার চিরাচরিত সুতির পোষাকের পরিবর্তে সোনারূপার কারুকাজ খচিত বেগুনী ও সোনালী রঙের জোব্বা পড়েছে। তার পেছনে রয়েছে বারাকসানি সেনাকর্তাগণ।

আকবরের বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থিত সকলে একত্রে প্রশংসাসূচক ধ্বনি তুললো। তাদের চেহারায় যেনো আকবরের নিজের গৌরবই প্রতিফলিত হলো। সাফল্যের স্বাদ অত্যন্ত মিষ্টি। তিন দিন আগে একটি জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দান করে আকবর শিক্রিতে আগমন করেন। মিছিলের সম্মুখে ছিলো মণিমাণিক্যখচিত লাগাম এবং হীরা খচিত মস্তক আবরণ বিশিষ্ট কালো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ঢোল এবং শিঙ্গা বাদক। তাঁদের সঙ্গে ছিলো একদল অভিজাত অশ্বারোহী। তাদের পেছনে ছিলো আকবরের সবচেয়ে উঁচু এবং সম্ভ্রান্ত যুদ্ধ হাতির দল। একদম সম্মুখের হাতিটির পিঠের মণিমাণিক্যের আবরণযুক্ত হাওদায় আকবর স্বয়ং বসে ছিলেন। পূর্বেই অনুচরেরা তার চলার পথে গোলাপ এবং জেসমিন ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে অগ্রসর হয়েছে। সকল অস্ত্রের ফলা শান দিয়ে ঝকঝকে করা হয়েছে, সকল ব্রোঞ্জ কামান পালিশ করা হয়েছে। আকবরের নির্দেশে তাঁর এক হাজার যুদ্ধহাতির সারা দেহ সোনালী রঙ করা হয়েছে দেখানোর জন্য যে তারা যুদ্ধ থেকে বিজয়ীর বেশে ফিরছে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

বাংলা জয় করে ফেরার পর থেকেই আকবর তার বক্তৃতা প্রস্তুত করতে সময় ব্যয় করছেন। সেই সব উত্তম বাক্য চয়ন এবং মুখস্ত করেছেন যা তার শাসন আমলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। তিনি ইতোমধ্যে অনেক গৌরব অর্জন করেছেন কিন্তু তাঁর লোকদের বুঝাতে হবে মোগল সাম্রাজ্যের জন্য আরো অধিক মহত্বর গৌরব ভবিষ্যতে অপেক্ষা করছে। তার সিংহাসনের ডান পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তিন পুত্রের দিকে তিনি সহজাত প্রেরণায় এক পলক তাকালেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পর তিনি তাদের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারেননি। তবে তিনি উপলব্ধি করছিলেন ভবিষ্যতের কোনো এক সময়ে তারাই সাম্রাজ্যের নিয়তির ধারক বাহক হবে। সাত বছর বয়সী সেলিমকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছিলো, সবুজ রেশমের পাগড়ির নিচে অবস্থিত তার নিখুঁত গড়নের মুখটি প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিলো। ছয় বছর বয়সী মুরাদকে দেখেও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো সে অনুষ্ঠানটি স্বতস্ফূর্তভাবে উপভোগ করছে। তিনজনের মধ্যে অকবরের অনুপস্থিতির সময় তার মাঝেই সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন এসেছে। সে এখন প্রায় সেলিমের সমান লম্বা। তার বাম চোয়াল এবং গালে কালশিরে পড়েছে। তার শিক্ষক জানিয়েছেন আমগাছে উঠে পাখীর ডিম সন্ধান করতে গিয়ে পড়ে গিয়ে তার এই দশা হয়েছে। ছোট্ট দানিয়াল এখনো নধর রয়েছে, সে চোখ গোল করে অবাক দৃষ্টিতে বিশাল জনসমাবেশ প্রত্যক্ষ করছে।

আকবর হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলেন এবং উৎফুল্ল সরোগোল শান্ত হয়ে এলো। ইতোমধ্যে আপনাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ প্রদত্ত জাগতিক উপঢৌকন সমূহ আপনারা লাভ করেছেন সম্মানসূচক আলখাল্লা, রত্নখচিত ছোরা এবং

তলোয়ার, বাতাসের মতো দ্রুতগামী ঘোড়া, উচ্চতর পদমর্যাদা এবং শাসনের জন্য অধিক সমৃদ্ধ জায়গির। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের দেহের ওজনের সমান স্বর্ণও লাভ করেছেন। আপনারা এইসব উপহার নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করে অর্জন করেছেন এবং আমি কথা দিচ্ছি আগামী বছরগুলিতে আরো বেশি উপহার আপনারা পাবেন।

এমন কে আছে যে আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে? মাত্র গতকাল আমি বংলা থেকে একটি বার্তা পেয়েছি। তা থেকে জানা গেছে। শাহ্ দাউদ, যে কিনা বোকার মতো মোগল ক্ষমতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো, তাকে পাকড়াও করে হত্যা করা হয়েছে। এই মুহূর্তে তার ছিন্ন মস্তক ফতেহপুর শিক্রির পথে রয়েছে এবং তার দেহটি বাংলার প্রধান শহরের বাজারে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। শাহ্ দাউদ তার প্রতারণার জন্য যে পরিমাণ মৃত্যু এবং দুর্ভোগ বয়ে এনেছে তার মূল্য নিজের জীবন দিয়ে পরিশোধ করছে। সে যদি আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতো তাহলে আমার পক্ষ থেকে তার ভয়ের কিছু ছিলো না। কিন্তু সে অধ্যায় এখন অতীত। এখন আমাদের দায়িত্ব আমাদের সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। আমরা ইতিহাস থেকে শিখেছি যে নতুন ভূখণ্ড জয় করার তুলনায় একে নিয়ন্ত্রণে রাখা অনেক বেশি কঠিন। আমার পিতামহ বাবরের আগমনের পূর্বে নয়টি রাজবংশ হিন্দুস্তান শাসন করেছে। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। তাদের আলস্য এবং অতিমাত্রায় আত্মগর্বের কারণে ঐ সব শাসকেরা যা কিছু অর্জন করেছিলো তা মুঠির ফাঁক দিয়ে পড়ে যাওয়া বলুর মতো নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারা যেসব ভুলের কারণে ধ্বংস হয়েছে সেসব ভুল আমরা করবো না। আপনাদের সহায়তায় আমি মোগল সাম্রাজ্যকে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এক বিস্ময়কর

সাম্রাজ্যে পরিণত করবো। এই সাম্রাজ্য সমৃদ্ধিশালী হবে কেবল এই জন্য নয় যে আমাদের সেনাবাহিনী সবচেয়ে নির্ভীক ও শক্তিশালী, বরং যারা এর সীমানার মধ্যে বাস করবে তারা এই সাম্রাজ্যের একজন প্রজা হওয়ায় জন্য গর্বও বোধ করবে।

আমি কেবল সেই সব প্রজাদের কথা বলছি না যারা মুসলমান, বরং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এই সাম্রাজ্যের সুযোগ সুবিধা সমান ভাবে ভোগ করবে। অনেক হিন্দু শাসক- যেমন রাজা রবি সিং যাকে আমি সামনে দেখতে পাচ্ছি- ইদানিংকার যুদ্ধ গুলিতে আমার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন। তিনি এবং তার অনুসারীরা মোগলদের স্বার্থে রক্ত ঝরিয়েছেন। সেটা এই জন্য যে তারা এবং আমার প্রতি বিশ্বস্ত যে কোনো ধর্মের অনুসারী ব্যক্তি আমার রাজ সভায় এবং সেনাবাহিনীতে আনুকূল্য ও সমৃদ্ধি লাভ করবেন। এবং এটা সকলের অধিকার এবং প্রাপ্য সম্মান যে প্রত্যেকে কোনো প্রকার হয়রানি বা উৎপীড়নের শিকার না হয়ে নিজ নিজ ধর্ম পালন কারার স্বাধীনতা পাবে।

আকবর একটু থামলেন এবং সহজাত প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে দুজন কালো আলখাল্লা পরিহিত মুসলিম যাজকের দিকে তাকালেন। তারা অনুপ তালাও এর একপাশে হাঁটাপথের আচ্ছাদনের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন মজবুত গড়নের বর্ষিয়ান লোক, তরমুজের মতো গোলাকার ভুড়ির উপর দুহাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছেন। আকবর তাকে ভালোভাবে চিনেন-শেখ আহমেদ, একজন গোঁড়া সুন্নি এবং ওলামাদের প্রধান, যারা আকবরের উচ্চপদস্থ ধর্মীয় উপদেষ্টা। এই শেখ তাঁদের মধ্যে অন্যতম যারা আকবরের হিন্দু নারী বিয়ে করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা

করেছে। দ্বিতীয় যাজকটি হলেন আবুল ফজলের বাবা শেখ মোবারক, যার শীর্ণ বসন্তের দাগ বিশিষ্ট মুখটিকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছিলো।

দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ কণ্ঠে আকবর আবার বক্তব্য শুরু করলেন। মোগল সাম্রাজ্য কেবল তখনই প্রকৃত সমৃদ্ধি অর্জন করবে যখন এর সকল প্রজার জীবনে সমান উন্নতি ঘটবে। আমি যা বললোম তার প্রত্যক্ষ বাস্তায়নের নমুনা স্বরূপ আমি ঘোষণা করছি যে আজ থেকে অমুসলিমদের উপর আরোপ করা সকল সাম্প্রদায়িক কর রহিত করা হলো। কারণ কোনো ব্যক্তির উপর ইসলাম ধর্ম অনুসরণ না করার জন্য অতিরিক্ত কর আরোপ করা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে না। তাছাড়া আমি মোগল আমলের পূর্ব থেকে প্রচলিত হিন্দু তীর্থ যাত্রীদের উপর আরোপ করা কর প্রথাও বিলোপ করছি।

শেখ আহমেদ প্রকাশ্যে মাথা নাড়ছিলো। অনুবিধা নেই মাথা নাড়াক। শীঘ্রই তিনি এমন আরো অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করবেন যাতে তার সম্মতি থাকবে না। শিক্রিতে আসার অবকাশযাত্রার সময় যে সব শহর এবং গ্রাম আকবর অতিক্রম করেছেন সেগুলির নেতা বা প্রধানদের ডেকে পাঠিয়ে তিনি আলাপ করেছেন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানার জন্য। এর আগে তিনি জানতেন না হিন্দু প্রজাদের উপর ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে অতিরিক্ত কর আরোপের প্রথা চালু রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি যতোই চিন্তা করেছেন ততোই উপলব্ধি করেছেন যে এ ধরনের কর শুধু অন্যায়ই নয় বরং এর ফলে সাম্প্রদায়িক বিভেদও সৃষ্টি হচ্ছে। সাম্রাজ্যের ঐক্য নিশ্চিত করার জন্য তিনি একাধিক হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ করেছেন এবং তাদের নিজ নিজ ধর্মচর্চার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছেন।

নিশ্চিতভাবেই এটা তার একটি বিচক্ষণ এবং ন্যায্য পদক্ষেপ-সকলের মধ্যে সহনশীলতা এবং সমতার বোধ সৃষ্টি করার জন্য।

তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি ক্রমশ অধিক উৎসুক হয়ে উঠছিলেন। অতীতে তিনি যখন এই ধর্মটি নিয়ে ভেবেছেন তখন তাঁর কাছে একে অদ্ভুত, দুর্বোধ্য এমনকি ছেলেমানুষী সুলভ বিশ্বাস বলে মনে হতো যা মূর্তিপূজা এবং কতিপয় কাল্পনিক কাহিনী নিয়ে গঠিত। কিন্তু রবি সিং তাঁকে দুটি চমৎকারভাবে বাধাই করা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ উপহার দিয়েছে-একটি উপনিসদ এবং অপরটি রামায়ণ-ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করা। শোভাযাত্রা নিয়ে রাজধানীতে আসার পথে প্রতি রাতে তিনি তার পরিচারকদের সেগুলি পড়ে শোনাতে বলেন। আধোঅন্ধকারে সেই সব পুস্তকের সমৃদ্ধ ভাষা এবং ধ্বনিময় বাণী শ্রবণ করতে করতে তার মনে হত-যে মানুষ খাঁটি হৃদয়ের অধিকারী তার ধর্ম বা বর্ণ যাই হোকনা কেনো সে ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে পারে এবং অনাবিল শান্তির অধিকারী হতে পারে।

আকবর উপলব্ধি করেছেন বর্তমান সময়ের আগে তিনি ধর্ম নিয়ে তেমন চিন্তা করেন নি, এমনকি তার নিজের ধর্ম ইসলামের বিষয়েও নয়। তিনি তার ধর্মের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা অবশ্য পালন করেছেন কারণ সেটা সকলে তার কাছে আশা করে। কিন্তু হিন্দু ধর্মগ্রন্থের জ্ঞানগর্ভ বাণী সমূহ তিনি যতোই শ্রবণ করছিলেন ততোই নিশ্চিত হচ্ছিলেন যে বহু চিরন্তন সত্য রয়েছে, কিছু সাধারণ নীতি রয়েছে যা সকল ধর্মেই অনুসরণ করা হয় এবং এই সব ধারণা খোলা মনের মানুষদের উঘাটনের অপেক্ষায় এখনো গুপ্ত রয়েছে। যেমনটা সুফি সাধক শেখ সেলিম চিশতি তাঁর অমায়িক অতীন্দ্রিয় ইসলামিক ধর্মচিন্তার আলোকে আকবরকে জানিয়েছেন, ঈশ্বর আমাদের সকলের...।

সূচিপত্র

আকবর উঠে দাঁড়ালেন এবং তার পেছনে দাঁড়ানো চারজন শিঙ্গা বাদক শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে তীব্র আর্তনাদ তুলে জানান দিলো তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত হয়েছে। তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে খিলান আকৃতির দরজাপথে নিজের ব্যক্তিগত কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছেন। বাংলার যুদ্ধ শেষে ফেরার পর তাকে এতো বিষয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে তিনি ঠিকমতো ঘুমাতেও পারেননি। হামিদা, গুলবদন এবং অবশ্যই হীরাবাঈ ব্যতীত তাঁর অন্যান্য স্ত্রীরা উদগ্রীব হয়ে ছিলেন তাঁর যুদ্ধ অভিযানের কাহিনী শোনার জন্য এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজপ্রাসাদে যা কিছু ঘটেছে সেসব বিষয় তাঁকে জানানোর জন্য। কিন্তু পুরো সময়টা তার মন কেন্দ্রীভূত ছিলো তাঁর নতুন রাজধানীর চিন্তায়। তিনি তার নিজ প্রাসাদ পরিদর্শন সমাপ্ত করেছেন কিন্তু অধীর হয়ে ছিলেন শহরের বাকি অংশ পর্যবেক্ষণের জন্য। অবশেষে এখন তিনি সেই ফুসরত পেলেন।

আধঘন্টা পর তিনি তাঁর প্রধান স্থপতিকে নিয়ে শহর প্রাচীরের পাশে হাঁটছিলেন। তুমি আমাকে প্রদান করা তোমার অঙ্গীকার রক্ষা করেছো তুহিন দাশ। লাল বালুপাথরের নিরাপত্তা পাঁচিল এবং কেল্লা দেখতে দেখতে আকবর মন্তব্য করলেন।

শ্রমিকরা পালাক্রমে কাজ করেছে জাহাপনা। এমন কোনো দিন, রাত বা ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়নি যখন তাঁদের কাজ অব্যাহত ছিলো না।

তারা আধার নামার পর কাজ করেছে কীভাবে?

রাতে অগ্নিকুণ্ড এবং মশাল জ্বালা হয়েছিলো। পাথর সংগ্রহের জায়গায় আকার অনুযায়ী পাথর কাটার যে পরামর্শ আপনি দিয়েছিলেন সেই বুদ্ধিও কাজের গতি দ্রুত করেছে। আসুন জাহাপনা, এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করার পর আমরা সেনাভবন এবং রাজকীয় টাকশাল দেখতে পাবো।

হিন্দু নকশা শিল্পীরা চমৎকার কাজ দেখিয়েছে। আকবর টাকশালের বালুপাথরের ছাদে নিখুঁতভাবে খোদাই করা তারার আকৃতি এবং ষড়ভুজ গুলি দেখতে দেখতে বললেন। সত্যিই তিনি যে দিকে তাকাচ্ছিলেন সেদিকেই নির্মাণশিল্পীদের কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খতা এবং উৎকর্ষ প্রত্যক্ষ করে অবাক না হয়ে পারছিলেন না। স্তম্ভ এবং দেয়ালে খোদাই করা ফুল পাতা এবং বৃক্ষের প্রতিকৃতি একদম প্রাকৃতিক আকার, অবয়ব এবং সতেজতা লাভ করেছে।

এটি দেখুন জাঁহাপনা। তুহিন দাশ দুধসাদা রঙের মার্বেলে তৈরি জালির (পর্দার মতো আড়াল সৃষ্টি করতে পারে এমন কাঠামো) দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করলেন। কারিগরেরা বালুপাথর খোদাই করায় যতোটা দক্ষ অনুরূপ দক্ষ মার্বেল পাথরের কাজে। তুহিন দাশ ঠিকই বলেছে, আকবর ভাবলেন। জালিটিকে এতো সূক্ষ্ম এবং ভঙ্গুর মনে হলো যেনো সেটা বরফে জমে যাওয়া মাকড়সার জাল।

সদ্য নির্মিত হওয়ায় শহরটিতে কিছুটা অপরিচ্ছন্নতা এবং রুক্ষতা বিরাজ করছিলো এতে কোনো সন্দেহ নেই। সীমানায় রোপণ করা বৃক্ষ এবং ফুলগাছ দৃষ্টিনন্দন কোমল আবহ সৃষ্টি করবে। বাগান গুলিতে রোপণ করা চারাগাছের কি অবস্থা?

উত্তম জাহাপনা। ঐ দিকে আপনার দেওয়ান-ই-খাশ এর বাইরের বাগানে মালিরা এখনো কাজ করছে।

আকবর তুহিন দাশকে অনুসরণ করে টাকশালের বাইরে এলেন। আবারো তিনি তার প্রধান স্থপতির কাজের সুনিপুণ ধারাবাহিকতা দেখতে পেলেন। একদল নারী পুরুষ লাল মাটির উপর উবু হয়ে বসে সারিবদ্ধভাবে তরুণ পাইন গাছের চারার ফাঁকে ফাঁকে ঘন সবুজ বর্ণের সাইপ্রেস গাছের চারা রোপণ করছে। অন্য আরেকটি জমিতে আম গাছ, মিষ্টি গন্ধযুক্ত চম্পা এবং উজ্জ্বল সিঁদুর বর্ণের মোরগচূড়া ফুলগাছ সুন্দর বেড়ে উঠছে।

দয়া করে দেওয়ান-ই-খাশ এ প্রবেশ করুন জাহাপনা। আমি আশা করছি আপনি সন্তুষ্ট হবেন। অঙ্কনে যেমন ছিলো হুবহু তেমনিভাবে এটি তৈরি করা হয়েছে।

সত্যিই তাই, অভিজাত নকশা এবং গড়নে সুসজ্জিত ভবনে প্রবেশ করে আকবর দেখতে পেলেন। অনেক উঁচু ছাদ বিশিষ্ট একক কক্ষটির মাঝখানে ক্রমশ উপর দিকে প্রসারিত স্তম্ভটি আশ্চর্যজনক সুন্দর খোদাই কর্ম বিশিষ্ট, কাগজে যার অঙ্কন দেখে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এর উপর অবস্থিত বৃত্তাকার মঞ্চের সঙ্গে চারটি ঝুলন্ত সেতু মিলিত হয়েছে। এই মঞ্চের উপর তিনি আসন গ্রহণ করবেন। দেখেছেন জাহাপনা, ওখানে বসার পর মনে হবে আপনি যেনো পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে বসে আছেন...যেনো সর্বোচ্চ মানবীয় ক্ষমতা ঐ স্থানকে ঘিরে উৎসারিত হচ্ছে। এর আকৃতি আমাদের হিন্দু মান্দালার মতো-স্তম্ভটি পৃথিবীর মেরুরেখার প্রতিনিধিত্ব করছে।

সেই দিন বেলা শেষে নীলা শোভিত রূপার পাত্রে রাখা ঠাণ্ডা পানির ঝাঁপটা দিয়ে মুখ চোখ ধোয়ার সময় আকবর গভীর সন্তুষ্টি অনুভব করলেন। তাঁর যুদ্ধাভিযান সফল হয়েছে এবং তাঁর রাজধানী ততোটাই চমৎকার হয়েছে যা তিনি আশা করেছিলেন। আগামী কিছু ঘন্টার জন্য

যতোক্ষণ পর্যন্ত না ভোরের উজ্জ্বল সূর্য নিচের পাথুরে মরুভূমিতে উত্তাপ বিকিরণ আরম্ভ করে তিনি সাম্রাজ্য, যুদ্ধজয়, প্রজাবৎসল্য ইত্যাদি সবকিছু ভুলে হেরেমে প্রবেশ করতে পারেন। ফতেহপুর শিক্রিতে নির্মিত সকল ভবনের মধ্যে তাঁর মা, ফুফু, স্ত্রী এবং রক্ষিতাদের জন্য নির্মিত পাঁচমহলই তাকে সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট করেছে।

হেরেমের প্রধান প্রবেশ পথটি ধনুকাকৃতির এবং বালুপাথর দ্বারা নির্মিত। এর পাহারায় নিযুক্ত রয়েছে অভিজাত রাজপুত রক্ষীরা। এর অভ্যন্তরে মহিলাদের পরিচর্যায় নিয়োজিত করা হয়েছে খোঁজাদের- আকবর ব্যতীত এই অণ্ডকোষ কর্তিত পুরুষগুলিই কেবল এখানে প্রবেশ করতে পারে। এদের সহযোগী হিসেবে সেখানে আরো নিয়োজিত রয়েছে তুরস্ক এবং আবিসিনিয়ার কিছু নারী, দৈহিক শক্তির বিবেচনায় তাদের নির্বাচন করা হয়েছে। আকবর হেরেমের নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছন্দ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশাবলী খাজানসারাকে প্রদান করেছেন। হেরেমের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এই খাজানসারার তীক্ষ্ম নজরদারী ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

খাজানসারা আকবরকে জানিয়েছে তিনি যখন অভিযানে ছিলেন তখনো অনেক শাসক তার নেকদৃষ্টি লাভের আশায় মেয়ে পাঠিয়েছে তাঁর রক্ষিতার স্থান পূরণ করার জন্য- বলিষ্ঠ দেহ ও চওড়া চোয়ালের অধিকারী, বাদামি বর্ণের চোখ বিশিষ্ট নারী এসেছে সুদূর তিব্বত থেকে। এছাড়াও রয়েছে অল্প সবুজাভ চোখ বিশিষ্ট আফগানী নারী যদের গায়ের রঙ মধুতুল্য, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিকর দীর্ঘাঙ্গী আরব নারী যাদের মোহনীয় চোখ কাজল টানা এবং দেহে প্রলুব্ধকর মেহেদির জটিল নকশা আঁকা....।

হেরেমের সুরক্ষিত দ্বারের আড়ালের জগতে অপেক্ষারত ইন্দ্রিয় সুখের চিন্তায় আকবরের দেহের রক্তপ্রবাহ দ্রুততর হলো। তার এই নতুন হেরেম তাঁর ব্যক্তিগত স্বর্গ-গোলাপ জলের ঝর্না এবং রেশমের পর্দায় সুসজ্জিত বিলাসবহুল অবকাশ কেন্দ্র-যেখানে তিনি একজন সম্রাট হিসেবে তাঁর সকল দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে একজন সাধারণ মানুষের নিখাদ আনন্দকে আলিঙ্গন করতে পারেন।

আজ রাতে তিনি কাকে তার সঙ্গিনী করবেন? মশাল জ্বালা ভূগর্ভস্থ সুরঙ্গে প্রবেশ করে আকবর ভাবলেন, এটি তাঁর হেরেমে প্রবেশের ব্যক্তিগত পথ। তাঁর চিন্তা অল্প সময়ের জন্য তাঁর স্ত্রীদের উপর কেন্দ্রীভূত হলো। পারসিক নারীটি নয়, নয় জয়সলমিরের রাজকন্যাও...অন্তত আজ রাতের জন্য। আর হীরাবাঈ এর ব্যাপারে তিনি তাঁর কথা রখেছেন, তিনি সেলিমের জন্মের পর থেকে তাকে আর শয্যাসঙ্গিনী করেন নি। তবে অভিযান থেকে ফিরে তিনি তার সঙ্গে একবার সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন- এমনকি তাকে একটি হীরার বালাও উপহার দিয়েছেন যেটি একসময় শাহ্ দাউদের কোনো এক স্ত্রীর কব্জিতে শোভা পেয়েছে। হীরাবাঈ এর আচরণ ছিলো ঠাণ্ডা, অভিব্যক্তিহীন মুখে সে এই

চমৎকার উপহারটি তার এক রাজপুত পরিচারিকার কাছে হস্তান্তর করে। তার এই আচরণ আকবরের কাছে অপরিচিত নয়, তবুও হীরাবাঈ এর অক্ষয় ঘৃণা এখনো তাকে আঘাত করতে সক্ষম বলে তিনি তখন উপলব্ধি করেছিলেন।

আকবর তার মনকে অধিক আনন্দময় চিন্তার দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। তিনি খাজানসারাকে বলতে পারেন নবাগত সবচেয়ে আকর্ষণীয় মেয়েগুলিকে তার সম্মুখে হাজির করতে। তারা তাদের গহনা অপসারণ করার পর (গহনার জন্য খেলায় বিঘ্ন ঘটতে পারে তাই) তিনি তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে পারেন। যে মেয়েটি তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় লুকিয়ে থাকতে পারবে তাকেই তিনি শয্যাসঙ্গিনী করবেন। অথবা হেরেমের উঠানে পাথরনির্মিত কালো ও সাদা বর্গক্ষেত্রাকার বিশাল ছকে তাঁদের ঘুটি হিসেবে সাজিয়ে তিনি জীবন্ত দাবা খেলতে পারেন। স্বচ্ছ পোশাক পরিহিত মেয়ে গুলি যখন অনেক সময় ধরে ছকের উপর চাল অনুযায়ী চলাফেরা করবে তখন তাদের কাউকে পছন্দ করার মতো প্রচুর সময় তিনি পাবেন। তাদের মধ্যে যে কেউ তার দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করবে...

ছয় সপ্তাহ পর আকবর তাঁর মায়ের কক্ষে প্রবেশ করলেন। কক্ষটির বালুপাথরের নকশা বিশিষ্ট দেয়ালের কাছে মুক্তার কাজ করা হালকা গোলাপি বর্ণের রেশমের পর্দা দুলছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরের উঠানে অবস্থিত নার্গিস গাছের আদলে তৈরি ঝর্না থেকে স্বচ্ছ পানি গড়িয়ে পড়ছে। এই মোহনীয় আবাস কক্ষ নিয়ে মা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট, আকবর ভাবলেন। ইদানিং কদাচিৎ তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ভেবে কিছুটা অপরাধবোধও মনে কাজ করছে।

কি হয়েছে মা? তুমি আমাকে দেখা করতে বলেছো কেনো?

হামিদা তার পাশে বসা গুলবদনের দিকে এক পলক চাইলেন। আকবর আমরা দুজনে তোমাকে কিছু বলতে চাই। তোমার এই উঁচু দেয়াল বিশিষ্ট বহু সৈন্য পরিবেষ্ঠিত হেরেমের মধ্যে অমাদের নিজেদেরকে বন্দীর মতো মনে হয়।

আকবর অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন। এসব তো তোমাদের নিরাপত্তার জন্যই।

নিশ্চয়ই আমাদের নিরাপত্তার প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু আমরা বন্দীর মতো অবরুদ্ধ থাকতে চাই না।

কিন্তু রাজপরিবারের নারীদের সর্বদাই তো হেরেমের নিভৃতে বসবাসের রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে।

সেটা এমন বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নয়। তুমি কি আমাদের মর্যাদা ভুলে গেছো? আমরা কেবল রাজপরিবারের নারী নই, আমরা মোগল। নারীও। অতীতে আমরা আমাদের স্বামী, ভাই বা পুত্রদের সঙ্গ দিয়েছি তাদের যুদ্ধাভিযানের সময়। আমরা খচ্চর বা উটের পিঠে চড়ে শত শত মাইল পারি দিয়েছি, অস্থায়ী তাবু এবং মাটির দেয়াল ঘেরা শিবিরে রাত্রিযাপন করেছি। পুরুষ সঙ্গীদের সঙ্গে আহার করেছি, তাঁদের পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছি-তাদের উপদেষ্টা, প্রতিনিধি এবং মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছি।

হ্যাঁ, গুলবদন মুখ খুললেন, তোমার চাচারা যখন তোমাকে বন্দী করেছিলো তখন দুই বার আমি যুদ্ধক্ষেত্রের সীমারেখা অতিক্রম করে তদের সঙ্গে আপোষ আলোচনা করতে গিয়েছিলাম...কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকা যে কোনো মোগল যোদ্ধার মতোই আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়েছি এবং সেজন্য পরিতৃপ্তিও অনুভব করেছি।

তোমাদের এ কারণে খুশি হওয়া উচিত যে সেই সব দুঃসময় অতিক্রান্ত হয়েছে...আমরা আর পূর্বের মতো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডহীন যাযাবর নই। বর্তমানে আমি একজন শক্তিশালী শাসক-একজন সম্রাট। তোমাদের মর্যাদা এবং লিঙ্গ অনুযায়ী যাবতীয় রাজনৈতিক দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত রেখে আমি যদি তোমাদের বিলাসী জীবনের স্বাদ দিতে না পারি তাহলে সেটা আমার জন্য অসম্মানজনক হবে।

আমাদের মর্যাদা? আমি একজন খানিম, চিবুক উঁচিয়ে গুলবদন বললেন, আমি চেঙ্গিস খানের বংশধর যাকে সবাই বলতো সমুদ্রযোদ্ধা কারণ তার অধিকৃত ভূখণ্ড এক সময় এক সাগর থেকে অন্য সাগরে বিস্তৃত ছিলো। তার এবং তৈমুরের রক্ত আমার শিরায় প্রবাহিত যার দ্বারা আমি সবল। আমার মনে হচ্ছে তুমি এই বাস্তবতা ভুলে গেছো আকবর। গুলবদনের কণ্ঠস্বর শান্ত শোনালো।

তোমরা যেসব প্রতিকূলতা সহ্য করেছে সে সম্পর্কে আমি জানি, কারণ তোমরা সেসব গল্প বিভিন্ন সময় আমাকে শুনিয়েছে-কীভাবে তোমরা বরফ ঢাকা পার্বত্য এলাকা এবং উষ্ণ মরুভূমি পেরিয়েছে, খাদ্যের অভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। আমি তোমাদের

সাহসকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে তোমরা আর সেরকম ঝুঁকিপূর্ণ জীবন চাওনা।

আমাদের জন্য কি ভালো বা আমরা কি চাই সে সম্পর্কে অনুমান করার পরিবর্তে তুমি আমাদের সরাসরি জিজ্ঞাসা করোনা কেনো? আমরা আশা করি তুমি আমাদের প্রতি তেমন ব্যবহার করো যা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রযোজ্য- তোমার কাছ থেকে আমরা শিশুর মতো প্রশ্রয় বা খেলনার উপকরণ আশা করি না আমাদের আনন্দের জন্য। সবাই তোমার রক্ষিতাঁদের মতো আমোদ আহ্লাদ আর দামী উপহার পেয়ে সন্তুষ্ট এবং প্রশ্নহীন থাকবে এমনটা কেনো তুমি মনে করছ। আমাদের জীবন যাপনের নিজস্ব রীতি রয়েছে, হামিদা উত্তর দিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আকবরের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার কাঁধে হাত রাখলেন। গতকাল আমি আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম- সে তোমার এক সেনাপতির স্ত্রী যে পশ্চিম দিকের প্রবেশ দ্বারের কাছে থাকে। এই জন্য আমি বেশ কিছু সংখ্যক পরিচারিকাকে নিয়ে আমার প্রাসাদ থেকে বের হয়ে হেরেমের দ্বারে উপস্থিত হই, কিন্তু দায়িত্ব পালনরত রক্ষীরা আমাকে জানায় যে কারো বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই...একমাত্র খাজানসারার অনুমতি ব্যতীত তারা দরজা খুলতে পারবে না। তুমি যদি মনে করো এ ধরনের অচরণ আমাদের উপকার এবং নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন, তাহলে তুমি ভুল করছে। এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। যদিও তুমি সম্রাট আকবর, কিন্তু তুমি আমার পুত্রও এবং আমি তোমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি যে এ ধরনের ব্যবহার আমার পক্ষে মেনে নেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

দুঃখিত মা, আমি বুঝতে পারিনি...আমি এ ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতি আর যাতে না ঘটে সে জন্য চিন্তাভাবনা করবো।

না, তার দরকার নেই। তুমি খাজানসারা, রক্ষীদের অধিনায়ক এবং খোঁজাদের প্রধানকে জানাবে এখন থেকে আমার অর্থাৎ সম্রাটের মায়ের আদেশে হেরেমের সবকিছু চলবে। আমি এবং তোমার ফুফু যখন খুশি হেরেমের বাইরে যাব অথবা ভিতরে প্রবেশ করবো কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই। হামিদা আকবরের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিলেন। এবং তুমি যখন কোনো যুদ্ধাভিযান বা রাজকীয় সফরে বের হবে তখন ইচ্ছা হলে আমরা তোমার সঙ্গে যাবো, অবশ্যই আমরা অবস্থান করবো যথোপযুক্ত পর্দার আড়ালে। এবং জালির আড়ালে উপস্থিত থেকে পরিষদমণ্ডলী সভার কার্যবিধি শ্রবণ করবো যা সর্বদাই আমদের গোত্রের রীতি ছিলো...এবং পরে আমাদের যদি কোনো পরামর্শ থাকে তা তোমাকে জানাবো।

হামিদা থামলেন এবং আকবরকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তুমি তোমার ক্ষমতা এবং জাঁক-জমকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ- সমগ্র জগৎ তোমাকে কোনো দৃষ্টিতে দেখছে সে বিষয়েই তোমার চিন্তা কেন্দ্রীভূত। তোমার জীবনে সাফল্য খুব সহজেই এসেছে আকবর- তোমার বাবা বা পিতামহের তুলনায় অনেক বেশি অনায়াসে। এর চমাকারিত্বের কারণে তোমার কাছের মানুষদের অনুভূতির প্রতি অন্ধ হওয়া থেকে নিজেকে বিরত করো। যদি তা না পারো, তাহলে একজন মানুষ হিসেবে এবং সম্রাট হিসেবে তুমি ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে আমাকে বিচার করছে। আমি তোমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি মা, এবং ফুফু তোমাকেও। আমি জানি, তোমাদের সাহায্য ছাড়া আমি কখনোই সম্রাট হতে পারতাম না এবং সেইজন্য আমি কৃতজ্ঞও।

তাহলে তোমার আচরণ দ্বারা তা প্রমাণ করো, শুধু আমাদের ক্ষেত্রে নয় বরং অন্য যারা তোমার কাছের মানুষ তাদের জন্যেও, যেমন তোমার পুত্ররা। যুদ্ধের কারণে বহু মাস ধরে তুমি ওদের কাছ থেকে দূরে ছিলে। এখন যেহেতু তুমি ফিরে এসেছো তাই ওদেরকে তোমার আরো বেশি সময় দেয়া উচিত। তাদেরকে আরো নিবিড় ভাবে বোঝার চেষ্টা করো, অধিকাংশ সময় তাদের শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে না রেখে।

আকবর মাথা ঝাঁকালেন, যেনো তিনি তার মায়ের সকল উপদেশ মেনে নিয়েছেন, কিন্তু অন্তরে তিনি অত্যন্ত অসন্তোষ বোধ করলেন। কীভাবে সবকিছু পরিচালনা করতে হবে কিম্বা কেমন আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে এতো উপদেশ তার প্রয়োজন ছিলো না। তাঁর সন্তানদের প্রতি কেমন আচরণ করতে হবে তার ফিরিস্তি আরো বেশি অপ্রয়োজনীয়।

*

জাহাপনা, আপনি যে খ্রিস্টান যাজকদের গোয়া থেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তারা এসেছে।

ধন্যবাদ জওহর, আমি শীঘ্রই আসছি। আকবর আবুল ফজলের দিকে ফিরলেন, তিনি তাকে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তার নতুন সংস্কার সম্পর্কে অবগত করছিলেন। আমরা পরে আবার শুরু করবো। যা বললোম তার বিস্তারিত বর্ণনা ঘটনাপঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করবে।

নিশ্চয়ই জাহাপনা। আপনার পরবর্তী প্রজন্ম আপনার প্রসারণশীল সাম্রাজ্যের চমৎকার প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলি থেকে অনেক মূল্যবান শিক্ষা লাভ করবে।

আকবর সংক্ষেপে হাসলেন। আবুল ফজলকে তার ঘটনাপঞ্জিকার হিসেবে নিয়োগদানের পর দীর্ঘ সময় ধরে মাঝে মাঝে তার অতিরঞ্জিত এবং বর্ণাঢ্য লেখনির প্রয়াস তাঁর কাছে গা সওয়া হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে এসো। আমি চাই তুমি এই অদ্ভুত প্রাণী গুলিকে দেখো। আমি শুনেছি তাঁদের কেউ কেউ মাথার তালুতে বৃত্তাকার সামান্য চুল রেখে বাকি অংশ কামিয়ে ন্যাড়া হয়ে থাকে।

আমিও তাঁদের সম্পর্কে কৌতূহলী জাঁহাপনা। আমি শুনেছি তাঁদের স্বজাতীয়রা তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, এমনকি তাদেরকে সম্ভবত ভয়ও পায়। গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা, আমি কি জানতে পারি আপনি কেনো ওদেরকে আপনার সভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন?

আমি ওদের ধর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। আমার হিন্দু প্রজাদের ধর্ম সম্পর্কে আমি বর্তমানে সামান্য কিছু জানি। কিন্তু তাঁদের ঈশ্বর সম্পর্কে আমি প্রায় কিছুই জানি না,

কেবল শুনেছি তারা বিশ্বাস করে তাঁদের ঈশ্বর এক সময় একজন মানুষ ছিলেন, যাকে হত্যা করার পর সে আবার জীবন ফিরে পেয়েছিলো।

তারা তাহলে আমাদের মতোই একজন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে?

সেরকমই মনে হচ্ছে কেবল এমন বিশ্বাস ছাড়া যে তাঁদের এই ঈশ্বর তিনটি রূপে আবির্ভূত হয়েছেন-তারা তাদের ডাকে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা নামে। হয়তো তাদের এই বিশ্বাসের সঙ্গে হিন্দুদের ত্রিত্ববাদ- বিষ্ণু, শিব এবং ব্রহ্মার মিল রয়েছে।

বিশ মিনিট পর, হীরকশোভিত পাগড়ি পরিহিত আকবর তার দেওয়ান-ই খাস এর বেদীর মতো ঝুল বরান্দার সিংহাসনে আসন গ্রহণ করলেন। নিচে তাঁর রাজসভার সদস্যগণ জামায়েত হয়েছেন। আকবর খেয়াল করলেন তাঁদের পেছন দিকে সেলিম দাঁড়িয়ে আছে। ভালোই হলো ছেলেটি এখানে উপস্থিত রয়েছে। সে ইউরোপীয় কোনো লোক আগে দেখেনি।

অতিথিদের আমার সামনে হাজির করো, আকবর তার পাশে দাঁড়ানো কোর্চিকে আদেশ দিলেন। কয়েক মুহূর্ত পর বাদকদের গ্যালারিতে বেজে উঠা ঢাকের শব্দের সাথে তরুণ কোর্চিটি আকবরের দিকে প্রসারিত ঝুলন্ত সেতু দিয়ে অতিথি যাজকদের পথ দেখিয়ে অগ্রসর হলো। প্রায় মেঝে স্পর্শকরা জোব্বা পরিহিত যাজক দুজন আকবরের কাছ থেকে বারো গজ দূরে থাকতে পরিচারকটি তাদের থামতে ইশারা করলো। আকবর লক্ষ্য করলেন তাঁদের একজন বেটে আকারের তবে মজবুত গড়নের অধিকারী। অন্য

জন বেশ লম্বা ও ফ্যাকাশে বর্ণের এবং তার ন্যাড়া মাথা রোদে পুড়ে গাঢ়বর্ণ ধারণ করেছে। আকবর তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা দোভাষীকে কাছে ডাকলেন। তাদের বলল আমি তাদেরকে আমার রাজসভায় স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু দোভাষী কিছু বলতে পারার আগেই বেটে যাজকটি আকবরকে সরাসরি বিশুদ্ধ ফার্সী ভাষায় সম্বোধন করলো।

ফতেহপুর শিক্রিতে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনি সে সৌজন্য প্রদর্শন করেছেন সে জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা জেসুইট পুরোহিত। আমার নাম ফাদার ফ্রান্সিসকো হেনরিকস। আমি জন্মগতভাবে পারসিক এবং এক সময় ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলাম। কিন্তু এখন আমি খ্রিস্টান। আমার এই সঙ্গীটি হলেন ফাদার এ্যান্টোনিও মোনসেরেট।

আমার আমন্ত্রণ পত্রের উত্তরে আপনি জানিয়েছিলেন আপনি আমার কাছে কিছু সত্য উন্মোচন করতে চান। সেগুলি কি বলুন।

ফাদার ফ্রান্সিসকোকে গম্ভীর দেখালো। সেগুলি ব্যাখ্যা করতে বহু ঘন্টা সময় প্রয়োজন হবে জাঁহাপনা এবং আপনি হয়তো ধৈর্য হারিয়ে ফেলবেন। কিন্তু আমরা আপনার জন্য একটি উপহার বয়ে এনেছি-ল্যাটিন ভাষায় লেখা আমাদের খ্রিস্টান গসপেল, ল্যাটিন আমাদের গির্জার ভাষা। আমরা জানি আপনার রাজসভায় অনেক বিদ্বান ব্যক্তি রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ এটি অনুবাদ করে দিলে আপনি নিজেই তা পড়তে পারবেন। আপনি যখন জানবেন আমাদের গসপেল গুলিতে কি লেখা রয়েছে তখন হয়তো আবার আমরা আপনার সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পাব।

কিছু বিষয়ে তারা যথেষ্ট তথ্য রাখে, আকবর ভাবলেন। এটি সত্য যে তিনি কিছু বিদ্বান ব্যক্তিকে নিযুক্ত করছেন-তাঁদের মধ্যে কয়েকজন তৈমুর বংশীয় ঘটনাপঞ্জি তুর্কী ভাষা থেকে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করছে, অন্যরা হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলি মূল সংস্কৃত ভাষা থেকে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করছে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে অতিথি পুরোহিতরা জানে না যে তিনি নিজে পড়তে পারেন না। শাহ দাউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের সময় দীর্ঘ নৌযাত্রার বর্ষণমুখর ঘন্টাগুলিতে আহমেদ খান তাঁকে পড়া শেখাতে চেষ্টা করেছেন এবং যুদ্ধ থেকে ফেরার পরের সময় থেকে তিনি নিজে পড়তে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শৈশবের মতোই লেখা গুলি তার চোখের সামনে নাচানাচি করেছে এবং তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। এর থেকে সৃষ্ট হতাশা তাঁর পুস্তকের জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে জানার আকাঙ্ক্ষা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি সর্বদাই একজন বিদ্বান ব্যক্তিকে কাছে রাখছিলেন বিভিন্ন বই পড়ে শোনানোর জন্য এবং পুস্তকের একটি বিশাল সংগ্রশালা তৈরি করছিলেন যা তার পূর্বপুরুষ কর্তৃক সমরকন্দ ও হেরাতে তৈরি করা পাঠাগারের তুলনায় অধিক সমৃদ্ধ।

আমি আপনাদের এই উপহারটি অনুবাদের ব্যবস্থা করছি এবং যখনই এর প্রাথমিক পাতাগুলি অনুবাদ করা সম্পন্ন হবে তখন আপনাদের সঙ্গে আবার আলাপ করবো। আমি আশা করছি ততোদিন আমার অতিথি হিসেবে এখানে অবস্থান করতে আপনারা আপত্তি করবেন না, আকবর এক মুহূর্ত পর বললেন।

আপনার আতিথ্য গ্রহণ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক হবে জাহাপনা। আমাদের ত্রাণকর্তার মহিমান্বিত আলো আপনার উপর বর্ষিত হওয়ার পথে আমরা

কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চাই না। ফাদার ফ্রান্সিসকো যখন কথাগুলি বললেন তখন তার গাঢ় চোখগুলি দীপ্তিময় হয়ে উঠলো এবং তার সমগ্র মুখমণ্ডল গভীর আবেগে আচ্ছন্ন হলো। পুরোহিত দুজন যখন প্রস্থান করছিলো তখন আকবরের মনে হলো, যে ব্যক্তি একসময় ইসলামের অনুসারী ছিলো কিন্তু পড়ে সেই পথ থেকে সরে গেছে তার সঙ্গে ধর্ম বিষয়ক তর্ক নিশ্চয়ই খুব জমে উঠবে। আর তথাকথিত গসপেল এ লেখা বিষয়গুলিও নিশ্চয়ই অভিনব হবে তার জন্য। ফাদার ফ্রান্সিসকোর কথা থেকে মনে হয়েছে এর ভাষা বেশ জটিল এবং রহস্যময় হবে। এর থেকে কি সত্যিই নতুন কোনো সত্য উঘাটিত হবে? এবং কে ছিলেন তাঁদের এই ত্রাণকর্তা? কীভাবে তার মাঝে ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটেছিলো? এ সব বিষয় জানার জন্য তিনি অধৈর্য বোধ করলেন।

তিনি আরো উৎসুক হলেন জানার জন্য যে তাঁদের বিষয়ে সেলিম এর অনুভূতি কি। তিনি একজন পরিচারককে আদেশ দিলেন সেলিমকে তার ব্যক্তিগত কক্ষে নিয়ে আসার জন্য। আধ ঘন্টা পরের ঘটনা। আকবর তার সন্তানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি দেখলাম তুমি খ্রিস্টান পুরোহিতদের কথা শুনছিলে। তাদেরকে তোমার কেমন মনে হয়েছে?

তারা দেখতে অদ্ভূত।

সেটা কেমন? তাঁদের পোক?

হা, কিন্তু তারচেয়েও বেশি...তাদের চেহারার ভাব...মনে হচ্ছিলো তারা যেনো কিছুর জন্য তীব্র আকাক্ষা অনুভব করছে।

তোমার অনুমান সঠিক। তারা মনে করছে তারা আমাদেরকে খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলবে।

আমি শুনেছি আমাদের একজন মাওলানা তাদেরকে বিদেশী বিধর্মী বলেছে এবং এও বলেছে যে তোমার উচিত হয়নি ওদের আমন্ত্রণ জানানো।

তোমার নিজের কি মনে হয়েছে?

সেলিমকে কিছুটা বিভ্রান্ত মনে হলো। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

তোমার কি মনে হয় না অন্য মানুষদের বিশ্বাস সম্পর্কে যতদূর সম্ভব জানার চেষ্টা করা উচিত? তাছাড়া তুমি কীভাবে প্রমাণ করবে যে তারা ভুল করছে, যদি তুমি না জানো তারা কি চিন্তা করে?

এবার সেলিম আর কিছু বললো না, বারং অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো।

একজন শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী সম্রাটের তাদের ভয় করার কোনো কারণ নেই যারা ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাস করে, আছে কি? এ বিষয়ে চিন্তা করো সেলিম। তোমার

নিজের পড়াশোনা কি তোমাকে তোমার সীমাবদ্ধ গণ্ডির বাইরের বিষয়ের প্রতি কৌতূহলী করে তুলে না?

সেলিম দরজার দিকে তাকালো, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সে চাইছে এই সাক্ষাতকার এখনই সমাপ্ত হোক এবং আকবর তার আচরণে কিছুটা অসহিষ্ণু বোধ করলেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছে আরো বেশি কিছু আশা করেছিলেন। যদিও সেলিমের বয়স অল্প তবুও তার বয়সে তিনি অনেক বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করতে পারতেন। তোমার নিজস্ব মতামত থাকা উচিত, আকবর চাপ দিলেন। তাছাড়া তুমি একাই কেনো পুরোহিতদের দেখতে এলে? আমি তো তোমার অন্য ভাইদের সেখানে দেখিনি।

আমি জানতে চেয়েছিলাম খ্রিস্টান পুরোহিতরা দেখতে কেমন...আমি তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প শুনেছি। আমার একজন শিক্ষককে এক লোক একটি চিঠি পাঠিয়েছে যার সাথে এই পুরোহিতদের দিল্লীতে দেখা হয়েছিলো। এই চিঠিতে লেখা আছে খ্রিস্টানরা কাঠের ক্রুশবিদ্ধ এক ব্যক্তির উপাসনা করে এবং চিঠিটা এখন আমার কাছে। সেলিম তার কমলা বর্ণের জোব্বার ভিতর হাত ঢুকিয়ে একটি ভাঁজ করা কাগজ বের করে আনলো। এর মধ্যে কুশটির একটি চিত্র রয়েছে, কিন্তু দেখ চিঠিটিতে কি লেখা রয়েছে বাবা-বিশেষ করে শেষ লাইন গুলিতে, কীভাবে খ্রিস্টানরা প্রার্থনা করে।

আকবর তাঁর পুত্রের বাড়িয়ে দেয়া হাতে ধরা চিঠিটির দিকে তাকালেন। সেলিম অবশ্যই জানে যে তিনি পড়তে পারেন না...ধীরে তিনি চিঠিটা নিয়ে এর ভাঁজ খুললেন। কাগজটির শীর্ষে ক্রুশবিদ্ধ এক কঙ্কালসার ব্যক্তির চিত্র অঙ্কিত রয়েছে, তার চেহারা যন্ত্রণা

কাতর এবং মাথা নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে। চিত্রটির নিচে ঘন ভাবে কিছু লেখা রয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই যা তাঁর কাছে অর্থহীন। এটা আমার কাছে থাক পরে দেখবো, আকবর বললেন, কিন্তু তার কণ্ঠে প্রকাশিত হয়ে পড়া ক্রোধ দমিয়ে রাখতে ব্যর্থ হলেন। তুমি এখন যেতে পারো।

তাঁর পুত্র কি তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপ্রস্তুত করতে চেয়েছে? সেলিম প্রস্থান করার পর নিজ কক্ষে পায়চারি করতে করতে আকবর ভাবতে লাগলেন। নিশ্চয়ই না। সে এমনটা কেনো করবে? কিন্তু সেই মুহূর্তে হীরাবাঈ এর গর্বিত অনমনীয় মুখটি তাঁর মনের পর্দায় ভেসে উঠলো। সে কি সেলিমকে তাঁকে ঘৃণা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করছে, যেমনটা সে নিজে করে? তিনি সেলিমের শিক্ষককে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছেন ইদানিং সে তার মায়ের সঙ্গে অনেক বেশি সময় কাটাচ্ছে। হীরাবাঈ তার ভাই ভগবান দাশ বা ভাগ্নে মানসিং এর সঙ্গে দেখা করে না তারা যখন রাজপ্রসাদে বেড়াতে আসে। সে কোনো আনন্দ আয়োজন বা দাওয়াতেও অংশ গ্রহণ করে না নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে রাখে। অধিকাংশ সময় অধ্যয়ন করে বা গেলোই করে সময় কাটায় এবং তার হিন্দু দেবতাদের পূজা করে। প্রতি মাসে পূর্ণিমার সময় সে ছাদের চাতালে গিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং প্রার্থনা করে।

হয়তো হীরাবাঈ ইচ্ছাকৃতভাবে আকবরের কাছ থেকে দূরে থাকার কারণে সেলিমের উপর বিরুপ প্রভাব পড়ছে, ছেলেটি তার সঙ্গে তার মায়ের মতোই আচরণ করছে। সেলিম অনেক খোলামেলা এবং সহজ সরল ছিলো যেমনটা এখন আর নেই। বিষয়টি নিয়ে এখন যখন আকবর বলেন, তিনি উপলব্ধি করলেন কেবল আজই যে ছেলেটি তার

উপস্থিতিতে বিব্রত এবং জড়তার ভাব প্রদর্শন করলো তা নয়। আকবরের চোয়াল শক্ত হয়ে এলো। হীরাবাঈ তার নিজের পছন্দ মতো জীবন যাপন করুক কিন্তু তাকে তার পুত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেয়া যাবে না। তবে তিনি হীরাবাঈ এর সঙ্গে সেলিমের দেখা সাক্ষাৎ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে চান না। কিন্তু তাদের সাক্ষাতের সময় তিনি সংক্ষিপ্ত করবেন এবং তারা দুজনে যাতে সম্পূর্ণ নিভৃতে সময় না কাটায় সে ব্যবস্থা করবেন।

.

১৪. নারী জগতের সূর্য

জীবন ভালোই কাটছে। সামনে পিছনে নড়তে থাকা রেশমের টানাপাখার নিচে অবস্থিত বিছানায় আকবর নগ্নদেহে শুয়ে আছেন, তার চোখ বন্ধ। কক্ষের মধ্যে অবস্থিত ছোট আকৃতির ফোয়ারা থেকে জল গড়িয়ে পড়ার শব্দ তার কানে আসছে। জনালা দিয়ে বয়ে আসা উষ্ণ ও শুষ্ক মরু হাওয়াকে কিছুটা ঠাণ্ডা করার জন্য জানালা ঘিরে স্থাপন করা হয়েছে সুগন্ধযুক্ত কাশ ঘাস।

বিগত কয়েক ঘন্টা তিনি দিল্লী থেকে আগত এক সুন্দরী বাঈজীর কোমল স্পর্শে কাটিয়েছেন যার দীর্ঘ, জেসমিনের ঘ্রাণযুক্ত চুল নিতম্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। যদিও আকবরের বয়স এখন তিরিশ এবং চল্লিশের মাঝামাঝি তবুও তার যৌন ক্ষমতা এখনো যে কোনো তরুণ বয়সের পুরুষের তুলনায় কম নয়। এই জন্য তিনি তাঁর নিজের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন। স্পষ্টতই তার জন্য হেকিমের কাম-উদ্দীপক দাওয়াই এর প্রয়োজন ছিলো না যার নাম অশ্ব বীর্য শক্তি- এটি বিভিন্ন উপদানের মিশ্রণে তৈরি গাঢ় সবুজ বর্ণের একটি দুর্গন্ধযুক্ত তরল, ধারণা করা হয় যা পান করলে একজন কাহিল মানুষ একটি স্ট্যালিয়ন ঘোড়ার মতো যৌন শক্তি লাভ করতে পারে। হেরেমে এমন গুজব প্রচলিত ছিলো যে, রাজসভার কিছু বয়স্ক সদস্য এই দাওয়াই এর প্রতি আসক্ত। তবে আকবর আনন্দ লাভের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে পছন্দ করেন। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর রক্ষিতাঁদের আদেশ করেন শতাব্দী প্রাচীন হিন্দু কামসূত্রের গ্রন্থ থেকে তাঁকে পড়ে শোনাতে। এতে রতিকর্মের বহু বিস্ময়কর প্রক্রিয়ার উল্লেখ রয়েছে। অনেক বছর

আগে বালক অবস্থায় মায়ালার সঙ্গে তাঁর যে সব অভিজ্ঞতা হয়েছিলো সেগুলি মনে পড়ে যাওয়ার তিনি হাসলেন। তিনি তখন কল্পনাও করেন নি যে একদিন তার হেরেম এতো বিশাল আকৃতি ধারণ করবে।

হঠাৎ একটি সভা সম্পর্কিত চিন্তার কারণে তাঁর যৌনকর্ম পরবর্তী তৃপ্তি ও অবসাদে ভাটা পড়লো। একটু পরেই তাকে দেওয়ান-ই-খাস এ যেতে হবে ওলামাবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। ওলামারা কি বলতে চায় সে সম্পর্কে জওহর তাঁকে আগেই সতর্ক করেছে। তারা তার আরো স্ত্রী গ্রহণ করার বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতে চায়, কারণ কিছুদনি আগে দক্ষিণ দিকের এক জায়গিরদারের কন্যাকে বিয়ে করার পর তার স্ত্রীর সংখ্যা চারজন পূরণ হয়েছে, সুন্নী মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে বেশি সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করা ধর্ম দ্বারা স্বীকৃত নয়। আকবর উঠে বসলেন। তিনি তার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনো অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ সহ্য করবেন না। সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং এর শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার মূলনীতি হিসেবে তিনি এই রাজবংশীয় বিবাহের প্রথা অনুসরণ করছেন এবং এতে ফলও পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন হলে তিনি একশ কিম্বা দুইশ স্ত্রী গ্রহণ করবেন, তারা রাজপুত রাজকন্যা হতে পারে, হতে পারে প্রাচীন মোগল গোত্রের কোনো নারী অথবা সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্তানী মুসলমান সাদামাটা অথবা সুন্দরী।

অবশ্য তাঁর পিতার জীবন অন্যরকম ছিলো। হুমায়ূন তার হৃদয় ও মনের প্রতিফলন একটি মাত্র নারীর মাঝেই দেখতে পেয়েছিলেন- তিনি হলেন হামিদা। মাঝে মাঝে আকবরের মনে হয়েছে তিনিও একজন নারীর প্রতি অনুরূপ ভালোবাসা অনুভব করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু তেমনটা এখনো ঘটেনি এবং ভবিষ্যতে ঘটবে বলেও মনে

হয় না। তাঁর এই বিবাহ গুলিরে ফলে একদিকে যেমন কৌশলগত ভাবে মিত্রতা তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে তিনি ব্যাপক বৈচিত্রময় যৌন অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়া তাঁর হেরেমে বর্তমানে তিনশো এর বেশি রক্ষিতা রয়েছে। বেশিরভাগ মানুষই তাঁদের ঈর্ষা করবে। মনে মনে বাঈজীটির সুগন্ধী তেল মাখা নমনীয় দেহটির কথা আরেকবার কল্পনা করে তিনি গোমড়ামুখী ওলামাদের চিন্তা ঠেলে সরিয়ে দিলেন।

দুই ঘন্টা পড়ে রাজকীয় পোষাকে সুসজ্জিত আকবর তার দেওয়ান-ই-খাস এর সিংহাসনে আসন গ্রহণ করলেন। আবুল ফজল এবং তার ঝুঁকে পড়া দেহের অধিকারী বৃদ্ধ উজির জওহর সিংহাসনের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। অপর একটি বারান্দায় ওলামা দলের সদস্যরা দাঁড়িয়ে আছে। শেখ আহমেদ অন্যদের তুলনায় কিছুটা সামনে রয়েছে, স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে তিনি আশা করছেন তাকে সেতু পথ ধরে আকবরের কাছে এগিয়ে আসতে বলা হবে। কিন্তু আকবর তাকে ইশারা করলেন যেখানে আছে সেখানেই থাকতে।

বলুন শেখ আহমেদ, আপনি আমাকে কি বলতে চান?

শেখ আহমেদের হাত তার বুক স্পর্শ করলো কিন্তু আকবরের উপর নিবদ্ধ তার দৃষ্টিতে কোনো রকম বিনয় প্রকাশ পেলো না। জাহাপনা, সোজাভাবে কথা বলার সময় উপস্থিত হয়েছে, আপনার আরো স্ত্রী গ্রহণ কারার পরিকল্পনাটি ঈশ্বরের বিরোধীতার সমতুল্য।

আকবর সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন। সাবধানে কথা বলুন।

কোরানে যা লেখা রয়েছে আপনি তা অমান্য করছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে বহুবার আলোচনা করেছি, কিন্তু আপনি কর্ণপাত করেননি। ফলে আমি সবার সামনে এ বিষয়ে বক্তব্য উত্থাপনে বাধ্য হয়েছি। এখনো যদি আপনি আমার বক্তব্যের প্রতি গুরুত্ব না দেন তাহলে আমি আগামী শুক্রবারের জুম্মার সময় মসজিদের বেদী থেকে আমার বক্তব্য প্রচার করবো। শেখের মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠেছে এবং আকবরের নীরবতা তাকে আরো উৎসাহী করে তুললো। হৃষ্টপুষ্ট দেহটিকে সবলে খাড়া করে তিনি তার সহকর্মীদের দিকে বিজয়ীর দৃষ্টিতে এক পলক চাইলেন। কোরানে উল্লেখ রয়েছে কোনো পুরুষ কেবল চারটি বিয়ে করতে পারে। কিন্তু আমি শুনেছি আপনি আরো অনেক স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাঁদের অনেকে মুসলমান নয়। আপনি যদি এই পরিকল্পনা থেকে বিরত না হোন, তাহলে ঈশ্বর আপনাকে এবং আমাদের সমগ্র সাম্রাজ্যকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন।

ইতোমধ্যেই আমার দুজন হিন্দু স্ত্রী রয়েছে, আপনি সেটা ভালো করেই জানেন। তারা আমাকে সন্তানও উপহার দিয়েছে। আপনি কি আমাকে তাঁদের পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন?

শেখ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, তারা আপনার রক্ষিতার মর্যাদা পেতে পারে জাহাপনা। অবশ্য তাঁদের সন্তানেরা যুবরাজের মর্যাদাই উপভোগ করতে পারে। অতীতে বহু যুবরাজের জন্ম রক্ষিতাঁদের গর্ভে হয়েছে...যেমন আপনার নিজ পিতামহের ভাই...

আকবর মাওলানার দিকে তাকালেন, ভাবছেন তলোয়ারের এক কোপে তার মাংসল গলা থেকে মাথাটা আলাদা করে দিলে কেমন হয়? কিন্তু তার মনে হলো ধর থেকে মাথাটা আলাদা হওয়ার পরও হয়তো সেটা বকবক করতে থাকবে।

শেখ আহমেদ, আমি আপনার বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করেছি। এখন আমার মতামত শুনুন। আমি সম্রাট। আমার সাম্রাজ্য এবং প্রজাদের জন্য কি মঙ্গল জনক সে ব্যাপারে আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নেবো। এ বিষয়ে আপনার হস্তক্ষেপ আমি বরদাস্ত করবো না।

শেখ আহমেদ উত্তেজনায় কাঁপতে থাকলো তবে কোনো মন্তব্য করলো না। আকবর ওলামাদের বিদায় করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সেই মুহূর্তে আবুল ফজলের পিতা শেখ মোবারক কিছু বলার জন্য এগিয়ে এলেন। আকবর তাকে এর আগে লক্ষ্য করেননি।

জাহাপনা, দয়া করে আমাকে যদি কথা বলার অনুমতি দেন তাহলে আমি এই সমস্যা সমাধানের বিষয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করতে পারি।

খুব ভালো, বলুন কি বলতে চান।

শেখ আহমেদ এর মতো আমিও একজন সুন্নী মুসলমান, কিন্তু কয়েক বছর যাবৎ আমি আমাদের শিয়া ভাইদের ধর্মীয় আচার আচরণ সম্পর্কে গবেষণা করেছি। এর ফলে আমি জানতে পেরেছি তারাও আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে অনুসরণ করে এবং কিছু মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্য তাদেরকে আমাদের শত্রু ভাবা উচিত নয়।

আপনার বক্তব্য যথেষ্ট বিচক্ষণতা সম্পন্ন কিন্তু এর সঙ্গে আজকের সভার আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্ক কি?

সম্পর্ক আছে জাঁহাপনা। শিয়ারা বিশ্বাস করে কোরান আরেক ধরনের অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাপূর্ণ বিবাহ অনুমোদন করে। একে মুতা বলা হয়। এই নিয়মে কোনো পুরুষ যে কোনো সংখ্যক নারীকে মুতা করতে পারে তাদের ধর্ম যাই হোক না কেনো এবং এর জন্য কোনো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না।

সেটা অধর্ম...কোনো ঈমাণদার ব্যক্তি এমন পন্থা অনুসরণ করতে পারে না, ক্রোধে মাথা নাড়তে নাড়তে শেখ আহমেদ মন্তব্য করলেন।

হয়তো এটা অধর্ম নয়। আমি এ বিষয়ে কোরানের একটি নির্দিষ্ট আয়াত দেখাতে পারি যাতে এই মুতা বিবাহের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। পারস্যে বহু লোক এই প্রথা অনুসরণ করে।

হা পথভ্রষ্ট দেশের ধর্মদ্রোহিদাপূর্ণ প্রথা আমদের দেশেও ছড়িয়ে পড়ছে। আমি শুনেছি আমাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত অবকাশযাপন কেন্দ্রের মালিকরা সওদাগরদের প্রলুব্ধ করতে এক রাতের জন্য তাদের মুতা স্ত্রী প্রদান করে। এটা পতিতাবৃত্তিকে জায়েজ করার একটা ঘৃণ্য কৌশল ছাড়া কিছু নয়!

শেখ আহমেদ তার ক্রোধান্বিত বক্তব্য অব্যাহত রাখলো কিন্তু আকবর তার কথা আর শুনছিলেন না। শেখ মোবারক এর প্রস্তাব বেশ আকর্ষণীয় এবং তিনি এ বিষয়ে আরো জানতে চান। কোরান যদি সত্যিই পুরুষের বহু বিবাহে স্বীকৃতি দেয় তাহলে তা ওলামাবৃন্দের গোড়া সদস্যদের মোকাবেলায় কাজে লাগবে। কিন্তু মোবারকের বক্তব্য আকবরের মনের একটি গভীর তারে ঝংকার তুললো। সাধুগণ, সুন্নী মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান- এরা সকলে কি একই মৌলিক সত্যের সন্ধান করছে না-এই অনিশ্চিত পৃথিবীতে কিছুটা নিশ্চয়তার ছায়া কি তারা সকলেই খুঁজছে না? যে সব আনুষ্ঠানিকতা তারা চালু করেছে, যে সব নীতি তারা অনুসরণ করে এর সবই তো মানুষের তৈরি। এই সব বিষয়কে অপসারণ করা হলে যা অবশিষ্ট থাকে তা হলো মানুষের ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা এবং উত্তম ভাবে জীবন যাপন করার প্রয়াস।

হঠাৎ আকবর উপলব্ধি করলেন শেখ আহমেদের আস্ফালন থেমেছে এবং সকলে তার মতামত শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। আকবর তার এক হাত তুললেন। সভা এখানেই সমাপ্ত করছি। যা শুনলাম সে সম্পর্কে আমি চিন্তাভাবনা করবো। শেখ আহমেদ, আপনি আগামীকাল আমার সঙ্গে দেখা করবেন এবং আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। তবে সকলকে একটি বিষয় উপলব্ধি করতে হবে। আমি সম্রাট এবং এই মর্যাদা বলে আমি পৃথিবীতে ঈশ্বরের ছায়া স্বরূপ। আমার জীবন কীভাবে চলবে সে সিদ্ধান্ত আমি নিজেই নেবো। আমার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্য কোনো মানুষের মতামত বা হস্তক্ষেপ আমি সহ্য করবো না।

ওলামাবৃন্দ পিছন দিকে সরে প্রস্থান করলো। আকবর কিছুক্ষণ চিন্ত মিগ্নভাবে বসে রইলেন। অল্প সময় পর জওহর তাঁকে ফিস ফিস করে বললো, জাহাপনা, রাজ দরবারে একজন আগন্তুক এসেছে- দৈবক্রমে যে দেশ সম্পর্কে একটু আগে আলোচনা হচ্ছিলো সে সেই পারস্যের লোক। সে আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছে। আকবর বলতে যাচ্ছিলেন তাঁর আর ধৈর্য নেই তাই আজ আর কারো সঙ্গে দেখা করবেন না, কিন্তু জওহর আরো বললো, তার একটি আকর্ষণীয় কাহিনী আছে জাহাপনা এবং সে কোনো সাধারণ ভ্রমণকারী নয়।

আকবর এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। তার ইচ্ছা করছিলো ঘোড়ায় চড়ে একটু বেড়াতে। মরুভূমির বুকে খানিক্ষণ ঘোড়া ছুটালে হয়তো তাঁর অবসাদ কিছুটা লাঘব হতো। কিন্তু বেড়াতে যাওয়ার জন্য বাইরের আবহাওয়া তখনো বেশ উষ্ণ। ঠিক আছে, তাকে পাঠাও।

দশ মিনিট পর একজন লম্বা শীর্ণ গড়নের লোককে দরবার-ই-খাস এর বারান্দাগুলির একটিতে নিয়ে আসা হলো। সে যে জোব্বাটি পড়ে আছে সেটা তার দেহের তুলনায় ছোট এবং তার আঙ্গুলে কোনো আংটি নেই। কাছে এসো। কে তুমি?

আমার নাম গিয়াস বেগ। আমি পারস্যের একটি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। আমার বাড়ি ছিলো খুরাসানে। আমার পিতা শাহ্ এর দরবারের একজন সভাসদ ছিলেন এবং বৈবাহিক সূত্রে রাজপরিবারের সঙ্গে আমার পরিবারের সম্পর্ক রয়েছে।

আমার দরবারে আসার উদ্দেশ্য কি?

এক মারাত্মক রোগের প্রদুর্ভাবে আমার ভূ-সম্পত্তির সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ি এবং আমার পরিবার দারিদ্রের মাঝে পতিত হয়। আমি বহু পারসিকের কথা জানি যারা আপনার দরবারে এসে অনেক উপকার লাভ করেছে। সেই জন্য আমি আমার পরিবার সহ হিন্দুস্ত নে এসে আপনার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নেই। গিয়াস বেগ বিরতি নিলো এবং অল্প সময়ের জন্য তার কালশিরে পড়া চোখ ঘষলো। তার গলার স্বর গভীর এবং ছন্দময় এবং সে পারসিক রাজসভায় প্রচলিত শুদ্ধ ফার্সিতেই কথা বলছে। যদিও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে বর্তমানে সে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে তবুও তার অভিব্যক্তি থেকে মনে হচ্ছিলো মানুষকে আদেশ প্রদান করতেই সে বেশি অভ্যস্ত কারো কাছে সাহায্য চাওয়ার পরিবর্তে। আকবর তার প্রতি অধিক আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

জাহাপনা, আপনার সম্মুখে আমাকে ভিক্ষুকের বেশে উপস্থিত হতে হয়েছে, কারণ যাত্রা পথে আমি ভয়ানক দুর্যোগের শিকার হয়েছিলাম। তবে ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় আপনার সামনে উপস্থিত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছি কারণ- আপনার গ্রন্থাগারের একজন বিদ্বান ব্যক্তি আমার বন্ধু- সে আমাকে পরিষ্কার পোশাক প্রদান করেছে। আপনি হয়তো ভাবছেন এই দরিদ্র প্রাণীটি যতো তাড়াতাড়ি বিদায় হয় ততোই মঙ্গল, কিন্তু আমি আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ করবো আমার যাত্রা পথের কাহিনীটি শোনার জন্য।

ঠিক আছে, বলল তোমার কাহিনী।

আমার সঙ্গে আমার গর্ভবতী স্ত্রী এবং অল্প বয়সী পুত্র ছিলো- স্ত্রীর গর্ভাবস্থা শেষ দিকে পৌঁছেছিলো। আমরা নিরাপদে হেলমান্দ নদী অতিক্রম করে পারস্য ত্যাগ করি। এরপর থেকেই আমাদের দুর্যোগ আরম্ভ হয়। হিন্দুস্তানের পথে ক্রমশ জঙ্গল, পাহাড় এবং জনবসতিহীনতা আবির্ভূত হতে থাকে।

আমি জানি। ঐ পথে অগ্রসর হতে গিয়ে একবার আমার পিতার জীবন ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছিলো। তুমি কীভাবে টিকে গেলে?

আমার পরিবারের নিরাপত্তার জন্য আমি একটি বড় কাফেলার সঙ্গে যোগ দেই। কিন্তু আমার স্ত্রীর দুর্বল দশা এবং আমাদের বহনকারী খচ্চর গুলির রুগ্ন অবস্থার জন্য আমরা পিছিয়ে পড়ি। একদিন রাতে একটি সংকীর্ণ গিরিপথ পেরুনোর সময় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একদল ডাকাত নেমে এসে আমাদের আক্রমণ করে। আমার স্ত্রী যে বুড়ো খচরটির পিঠে চড়েছিলো সেটি ছাড়া বাকি সবকিছু তারা লুট করে নেয়। পরদিন আমরা মরিয়া হয়ে অগ্রসর হতে থাকি আবার কাফেলাটির নাগাল পাওয়ার জন্য। কিন্তু আধার নেমে পড়ায় সেই রাতের জন্য একটি পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হই। তখন হেমন্ত কালের শেষ ভাগ চলছে, ইতোমধ্যে পাহাড়ের উপর থেকে হাড় বিদ্ধকারী শীতল বায়ুপ্রবাহ শুরু হয়েছে। ঐ দিন রাতে, হয়তো আক্রমণের অভিঘাতের কারণে আমার স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে।

এতো দুর্যোগের মধ্যেও ঈশ্বর তোমাদের উপর করুণা বর্ষণ করলেন তাহলে...

গিয়াস বেগের হাড্ডিসার মুখটিতে অটুট গাম্ভীর্য বিরাজ করছে। আমরা বিপুল আনন্দের সঙ্গে তার নাম রাখলাম মেহেরুন্নিসা যার অর্থ নারীদের মধ্যস্থিত সূর্য, কারণ তার জন্মের পর পর আমাদের আধার জীবন যেনো আলোকিত হয়ে উঠলো। কিন্তু আমাদের আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। পরদিন সকালে শীতল ভোরের আলোতে আমি প্রতিকূল বাস্তবতার মুখোমুখী হলাম। আমাদের পেটে খাবার নেই এবং সাহায্য করার মতো আশেপাশে কোনো মানুষজনও নেই। নবজাত শিশুটিকে হয়তো বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। আমি আমার প্রায় অচেতন স্ত্রীর কোল থেকে মেহেরুন্নিসাকে নিলাম এবং বিশাল একটি গাছের শিকড়ে সৃষ্ট ফাটলের মধ্যে তাকে রাখলাম। প্রার্থনা করলোম শিয়াল বা অন্য কোনো বন্য প্রাণী তাকে আবিষ্কার করার আগেই যেনো সে ঠাণ্ডায় মারা যায়। আমি এও স্বীকার করছি, তখন একবার আমার মনে হয়েছিলো তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করি। কিন্তু সেটা মহাপাপ হবে। আমি ধীরে সেখান থেকে সরে আসলাম, আমার কন্যার অস্পষ্ট কান্নার শব্দ তখনো আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো।

গিয়াস বেগ এক মুহূর্তের জন্য চুপ করলো। আকবর কল্পনায় সেই বিহ্বল দুর্ভাগ্য তাড়িত পিতাটিকে দেখতে পেলেন যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে সম্মুখে মৃত্যু এবং হতাশা ব্যতীত আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তিনি নিজে কি তাঁর কোনো পুত্রকে অনুরূপ পরিস্থিতিতে ত্যাগ করতে পারতেন? যেনো তার সন্তানদের বিষয়ে চিন্তার জাদুকরী প্রভাবে তাঁদের একজন সেখানে হাজির হলো, আকবর সেলিমে একটি থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। সে এতোক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে গিয়াস বেগের গল্প শুনছিলো।

তারপর কি হলো? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

এক অপ্রত্যাশিত হাসি পারসিকটির মুখমণ্ডল কোমর করে তুললো। মরণশীল মানুষ জানে না ঈশ্বর তাঁদের কোনো পথে ধাবিত করবেন। কোনো কারণে তিনি আমার উপর অসীম করুণা বর্ষণ করলেন। কাফেলার একজন পারসিক বণিকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিলো-সেও খুরাসানের লোক। কাফেলাটি যখন রাতের বিশ্রামের জন্য থামে তখন সে খেয়াল করে আমরা তাদের দলের মধ্যে অনুপস্থিত। সে আমার স্ত্রীর অবস্থা জানতে এবং অনুমান করে তার প্রসবের সময় হয়তো হয়ে এসেছে। ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই সে তার দুজন ভৃত্যকে নিয়ে আমাদের খোঁজে ফিরে আসে। অলৌকিক ভাবে সে আমার সন্ধান পায় যখন আমি একটি অগভীর জলধারা পার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

আমি যখন তাকে আমার কন্যার কথা বললোম, সঙ্গে সঙ্গে সে তার একজন ভৃত্যের ঘোড়া আমাদের দিয়ে দিলো। আমি দ্রুত ফিরতি পথ ধরলাম- বাস্তবে আমি বেশি দূর অগ্রসর হতে পারিনি- প্রার্থনা করছি। মেহেরুন্নিসা যাতে তখনো বেঁচে থাকে। যখন আমি বাতাসে তার কান্নার শব্দ পেলাম উপলব্ধি করলোম আমার প্রার্থনা শ্রুত হয়েছে। সে অক্ষত ছিলো তবে ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলো, তার ছোট্ট ঠোঁট জোড়া নীল বর্ণ ধারণ করেছে। আমি ঘোড়ার জিনের উপর বিছান ভেড়ার চামড়াটি তুলে নিয়ে তাকে ভালোমতো পেচিয়ে নিলাম। কয়েক মুহূর্ত পর লক্ষ্য করলোম তার মুখের স্বাভাবিক রং ফিরে আসছে এবং তখন আমি আবার নতুন আশায় উদ্বুদ্ধ হলাম।

বণিকটি আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, সে আমাদের খাদ্য প্রদান করলো এবং তারই একটি ষাঁড় টানা গাড়িতে চড়ে চারদিন আগে আমরা ফতেহপুর শিক্রির কাছে পৌঁছাই। দূর থেকে এই মহান শহরের উঁচু দেয়াল দেখতে পেয়ে আমাদের মন আনন্দে ভরে উঠে। আমি আপনার অনেক সময় নষ্ট করলোম জাহাপনা। আমার কাহিনী যদি আপনাকে সন্তুষ্ট করে থাকে তাহলে আপনার দরবারের যেকোনো একটি কাজ আমাকে দিন, আপনি আমাকে একজন কৃতজ্ঞ এবং নিবেদিত প্রাণ সেবক হিসেবে পাবেন।

আকবর গিয়াস বেগের লম্বা এবং দুর্যোগে বিধ্বস্ত অবয়বটি মনযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলেন। পারসিকটির বিপদ এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত গল্পটির বিষয়ে তিনি সন্দেহ পোষণ করছেন না। লোকটির অবস্থার সঙ্গে তার কাহিনীর সত্যিই সামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু এই মার্জিত মিষ্টভাষী লোকটি নিজের যে পরিচয় দিয়েছে তা কি সম্পূর্ণ সত্যি? জেনেশুনে এমন বিপদসঙ্কুল যাত্রায় অল্পবয়সী পুত্র এবং গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে সে কেনো অগ্রসর হলো? দারিদ্র থেকে মুক্তি বা ভাগ্যান্বেষণের যে উদ্যোগের কথা সে সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করলে তা মিথ্যাও হতে পারে। হয়তো তার পারস্য ত্যাগের অন্য কোনো কারণ রয়েছে দুর্নীতি বা বিদ্রোহ বা অন্য কিছু তাকে নিজ দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছে...

যেনো আকবর তাকে সন্দেহ করছেন বুঝতে পেরেই গিয়াস বেগ হতাশায় কিছুটা নুয়ে পড়লো। তার এই ক্ষুদ্র নিরাশাসূচক ভঙ্গীমার উপর নির্ভর করেই আকবর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। সামান্য অনিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি পারসিকটিকে একটি সুযোগ দিবেন, কারন একজন সম্রাটের অবশ্যই দয়ালু হওয়া উচিত। তিনি তাকে এমন জায়গায় পাঠাবেন যে, যদি সে তার দাবি অনুযায়ী সত্যিই পরিশ্রমী হয় তাহলে সে সেখানে ভালো

উন্নতি করতে পারবে। কিন্তু সে যদি অসৎ অথবা প্রতারক হয় তাহলে তার অপরাধ দ্রুত উন্মোচিত হয়ে পড়বে।

গিয়াস বেগ তোমার কাহিনী আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। আমি মনে করি তুমি একজন সাহসী এবং সৎ ব্যক্তি এবং আমার আনুকূল্য লাভের উপযুক্ত। জওহর.... আকবর তার বয়স্ক উজিরের দিকে তাকালেন। কিছু দিন আগে তুমি আমাকে বলেছিলে কাবুলে আমার একজন সহকারী হিসাবরক্ষক মৃত্যুবরণ করেছে, তাই না?

জ্বী জাহাপনা, সে গুটি বসন্তে মারা গেছে।

গিয়াস বেগ, তুমি কি এই পদটি গ্রহণ করবে? তুমি যদি এ পদে কাজ করে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারো তাহলে ভবিষ্যতে তুমি আরো মর্যাদাজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে।

গিয়াস বেগের চেহারায় স্বস্তির ভাব ফুটে উঠলো। আমি কাবুলে আমার সর্বোত্তম সামর্থ দিয়ে কাজ করবো জাহাপনা।

ঠিক আছে তাহলে।

পারসিকটি প্রস্থান করার পর আকবর ইশারায় জওহরকে কাছে ডাকলেন। কাবুলে আমার রাজ্যপালকে একটি চিঠি লিখো, তাকে বলবে গিয়াস বেগের উপর নজর রাখতে,

যাতে কোনো অঘটন না ঘটে। এরপর তিনি তার পুত্রের খোঁজ করলেন। সেলিম নিঃশব্দে প্রস্থান করেছে বুঝতে পেরে তিনি অবাক হলেন না। জেসুইট পুরোহিতদের বিষয়ে প্রশ্ন করার দিন থেকেই ছেলেটি তাকে এড়িয়ে চলছে। যখনই তিনি তার পড়ার সময় অথবা তলোয়ার চালনা, কুস্তি বা তীর ছোঁড়ার প্রশিক্ষণের সময় তার কাছে গিয়েছেন- তখনই সে তার দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ কাজে লাগানোর পরিবর্তে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। সেলিমের স্পষ্ট অস্বস্তি আকবরের পক্ষ থেকে তাকে কিছু বলা বা তার জন্য কিছু করা অনেক কঠিন করে তুলেছে। অবশ্য তিনি নিজে অনেক অল্প বয়স থেকেই তার চারপাশের মানুষদের ভালোবাসা এবং প্রশংসাকে অনায়াস লব্ধ বলেই গণ্য করেছেন। তাঁর পুত্রের আচরণের বিপরীতে তাঁর প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত? তাঁকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। তিনি যদি অপেক্ষা করেন তাহলে একদিন সেলিম নিজ তাগিদেই তাঁর কাছে আসবে, তার মা তাকে যাই বলুক না কেনো...প্রতিটি ছেলেরই তাদের বাবাকে প্রয়োজন আছে।

*

আমি কৌতূহল অনুভব করছি। গিয়াস বেগ লোকটি দেখতে কেমন ছিলো? হামিদা জিজ্ঞাসা করলেন।

সে লম্বা এবং রোগা এবং যে জোব্বাটি পড়ে ছিলো সেটা তার দেহের তুলনায় ছোট ছিলো। তার হাড়সর্বস্ব মোটা কব্জিগুলি হাতার ভেতর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত বেরিয়ে ছিলো, সেলিম উত্তর দিলো।

এবং সে একজন পারসিক?

হ্যাঁ।

সে আমাদের দরবারে কেনো এসেছে?

বাবার সাহায্য লাভের আশায়।

সে কি প্রার্থনা করলো?

যে কোনো একটি কাজ চাইলো।

সে যা যা বলেছে সব আমাকে বলো।

হামিদা মনযোগ সহকারে সেলিমের মুখে সব কিছু শুনতে লাগলেন। তার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। জীবন খুবই বিস্ময়কর, অবশেষে তিনি বললেন। একাধিক মানুষের জীবনে একই রকম ঘটনা ঘটে- তোমার পিতামহ অর্থাৎ আমার স্বামীর জীবনেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিলো। তবে আমার মনে হচ্ছে কি জানো, এই গিয়াস বেগ একদিন আমাদের সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তি হয়ে উঠবে। তার জীবনে যেমন ঘটনা ঘটেছে এর সঙ্গে আমাদের পরিবারে ঘটে যাওয়া

অনেক ঘটনার সূক্ষ্ম মিল রয়েছে। তুমি বলছিলে সে পারস্য থেকে প্রায় খালি হাতে এসেছে এবং নিজ সদ্যোজাত কন্যাকে প্রায় ত্যাগ করার উপক্রম করেছিলো। প্রায় একই রকম দুর্দশার কারণে আমি এবং তোমার পিতামহ পারস্যে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম শাহ্ এর সাহায্য লাভের আশায়। আমাদেরও খাদ্য বস্ত্রের অভাব ঘটেছিলো। তবে তার থেকেও মারাত্মক যা ঘটেছিলো তা হলো তোমার পিতার ঘটনা- তখন সে একটি শিশু, আমাদের কাছ থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিলো।

সেই সময়ের কথা কল্পনা করো যখন আমরা দুর্বিসহ যাত্রা শেষে পারস্যে পৌঁছাই...কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা ঠিক মতো খেতে পাইনি এবং শাহ্ আমাদের আদৌ তার রাজ্যে থাকতে দিবেন কি না সেটাও অনিশ্চিত ছিলো। কিন্তু যখন তিনি আমাদের আগমনের কথা জানতে পারলেন তখন দশ হাজার অশ্বারোহীর বিশাল এক সৈন্য দল পাঠিয়েছিলেন আমাদেরকে তার গ্রীষ্মকালীন রাজধানীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বেগুনী বর্ণের রেশমের পোশাক পরিহিত ভৃত্যরা আমাদের সম্মুখের রাস্তার উপর গোলাপ জল ছিটিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো যাতে ধূলা না উড়ে। নৈশ ভোজের সময় পরিচারকরা আমাদের প্রায় পাঁচশো প্রকার উপাদেয় খাবার পরিবেশন করে এবং সেই সঙ্গে মিষ্টান্ন ও বরফ যুক্ত অতুলনীয় স্বাদের শরবত। পরে রাজকীয় তাবুতে সুগন্ধিযুক্ত সাটিনের মসৃণ বিছানায় আমরা ঘুমিয়েছি। প্রতি বেলার আহার শেষে আমাদের নতুন নতুন উপহার প্রদান করা হতো। নিখাদ সোনার তৈরি খাঁচায় বন্দী গানের পাখি যার গলার ছিলো রত্নহার, হাতির দাঁতের পটে আঁকা তৈমুরের চিত্র যেটি এখনো আমার কাছে রয়েছে। তবে যদিও আমরা শাহ্ এর কাছে সাহায্যপ্রার্থী ছিলাম তবুও আমরা কখনোই তার সঙ্গে শরণার্থীর মতো আচরণ করিনি। তোমার পিতামহ তাকে একটি চমৎকার উপহার

দিয়েছিলেন- যা তাকে কারো প্রদান করা শ্রেষ্ঠতম উপহার। সেটা ছিলো কোহিনূর হীরা যাকে আলোর পাহাড় নামে ডাকা হতো।

কিন্তু দাদা শাহকে ঐ চমৎকার হীরাটি দিয়েছিলেন কেনো?

হামিদা হাসলেন, একটু বিষণ্ণভাবে, অন্তত সেলিমের কাছে তাই মনে হলো। তোমাকে বুঝতে হবে তখনকার পরিস্থিতি কেমন ছিলো। বিষয়টি তোমার জন্য শিক্ষনীয়। ভেবে দেখো, অন্য একজন শাসকের দয়ার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা তোমার দাদার জন্য কতোটা মানহানিকর ছিলো। শাহকে কোহিনূর হীরাটি উপহার দেয়ার মাধ্যমে তিনি ঐ পরিস্থিতিতে কিছুটা ভারসাম্য আনার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। দেখাতে চেয়েছিলেন তার সম্মান শাহ্ এর তুলনায় কম নয় এবং এভাবেই সেই দুর্দিনে তিনি নিজের। মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। একটি রত্ন, সেটি যতোই দুপ্রাপ্য বা চমৎকার হোক না কেনো, আমাদের রাজবংশের মর্যাদার সাথে কি তার তুলনা চলে? হঠাৎ হামিদার চোখ দুটি অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হামিদা যখন কথা বলছিলেন তখন সেখানে গুলবদন প্রবেশ করেছিলেন। সেলিমের দিকে তাকিয়ে তিনি উষ্ণ হাসি দিলেন, সেলিমও হেসে তার প্রত্যুত্তর দিলো। সে তার এই উভয় পিতামহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করে। তাদের সান্নিধ্যে সে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তাও অনুভব করে। তারা তার সমালোচনা করেন না এবং মজার মজার গল্প বলেন। তার পিতামহের পুনরায় হিন্দুস্তান জয় করার কাহিনী যখন তারা তাকে বলেন তখন সে কল্পনার চোখে দেখতে পায় মোগল অশ্বারোহীদের ইস্পাতের ফলা বিশিষ্ট

বর্শার মাথায় পতপত করে পতাকা উড়ছে যখন তারা পাথুরে ভূমির উপর দিয়ে শত্রুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং মোগলদের কামানের মুখ থেকে গোলা বর্ষণের সময় সাদা ধোঁয়া উঠে আকাশকে গ্রাস করেছে। বন্দুকের বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধ যেনো তার নাকে আসে এবং সে যুদ্ধহাতির গভীর চিৎকার শুনতে পায়।

তোমার এই দাদীকে ঐ পারসিকটি সম্পর্কে বলো যে রাজসভায় এসেছে। হামিদা সেলিমকে বললেন।

তোমার বাবা কি এই গিয়াস বেগকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে? সেলিমের গল্প শেষ হতে গুলবদন জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁ। বাবা তাকে কাবুলে একটি কাজ দিয়েছেন।

তোমার বাবার মানুষের চরিত্র বিচার করার ক্ষমতা অনেক ভালো, গুলবদন বললেন, কিন্তু সে সবসময় এমনটা ছিলো না। সে যখন তরুণ ছিলো তখন সে কোনো বিষয়ে খুব বেশি চিন্তাভাবনা করতো না এবং খুব সহজেই অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হতো। কিন্তু ধীরে ধীরে সে সতর্ক হতে শিখেছে। তাকে সবসময় পর্যবেক্ষণ করবে সেলিম। তাকে তার সিদ্ধান্ত গুলির পেছনের কারণ জিজ্ঞাসা করবে...তার কাছ থেকে সবকিছু শেখার চেষ্টা করবে।

এটা ওনার জন্য বলা খুব সহজ, সেলিম ভাবলো। কিন্তু মুখে সে বললো, আমি সব সময় দেওয়ান-ই-খাস এ যাই এবং বাবাকে সিংহাসনে বসে কথা বলতে দেখি। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না লোকেরা তার সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস পায় কীভাবে। তাকে তখন আমার মনে হয় অন্তরঙ্গতাবর্জিত দূরবর্তী কোনো মানুষ অনেকটা ঈশ্বরের মতো...

একজন শাসকের দায়িত্ব হলো আস্থা সৃষ্টি করা, মানুষকে বোঝান যে তিনি শ্রবণ করতে প্রস্তুত, হামিদা বললেন। মানুষ তার কাছে যায় কারণ তারা তাকে বিশ্বাস করে, তোমারও একই আচরণ করা উচিত।

তোমার দাদী-আম্মা ঠিকই বলেছেন, গুলবদন বললেন। একজন শাসকের প্রজাদের প্রতি এমন ভাব প্রদর্শন করা দরকার যে তিনি তাদের নিয়ে চিন্তা করেন। এই জন্যই তোমার বাবা প্রতিদিন ভোরে ঝরোকা বারান্দায় হাজির হোন নিজেকে প্রজাদের সম্মুখে প্রদর্শন করার জন্য। এর দ্বারা শুধু এটাই প্রমাণ হয় না যে সম্রাট জীবিত আছেন বরং তাদের প্রতি তার বাৎসল্যও প্রকাশ পায়।

তিনি যদি সত্যিই তার পিতা হোন তাহলে তার সঙ্গে কথা বলতে তার এতো ভয় লাগে কেনো? সেলিম ভাবলো। যখনই সে তার পিতার মুখোমুখী হয় তখনই তার মনে হয় তিনি তাকে যাচাই করছেন, তার অন্ত রে কি রয়েছে তা উদঘাটনের চেষ্টা করছেন, তার বুদ্ধি এবং জ্ঞানের পরিধি মাপার চেষ্টা করছেন।

কি হয়েছে সেলিম? তোমাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেনো?, হামিদা জিজ্ঞাসা করলেন। তুমি বলছো বাবার সঙ্গে কথা বলতে কিন্তু সেটা আমার জন্য খুব কঠিন...আমি বুঝতে পারি না তিনি আমার বক্তব্য সাদরে গ্রহণ করবেন কি না। তাকে আমার সর্বদাই ত্রুটিহীন এবং পরিপাটি মনে হয়- পেশাকে এবং আচরণে। তাছাড়া তিনি সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন, সভাসদ এবং সেনাপতিরা তাকে সব সময় ঘিরে রাখে। মাঝে মাঝে তিনি আমার পড়াশোনার খোঁজখবর নিতে আসেন কিন্তু যখন তিনি প্রশ্ন করেন আমি বিভ্রান্ত বোধ করি...বোকা হয়ে যাই...মনে হয় আমি যা বলব তা ওনার পছন্দ হবে না, ফলে আমি কোনো উত্তরই দিতে পারি না। এর ফলে তিনি আরো বেশি বিরক্ত হোন।

শুধু এটাই কি তোমার সমস্যা? হামিদা হাসলেন। এতো বোকার মতো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ তোমার নেই। মনে রেখো, তোমার বাবা। আমার ছেলে। সে সর্বদাই এমন গুরুগম্ভীর ছিলো না। এক সময় সে তোমার মতোই ছোট্ট বালক ছিলো, সঙ্গীদের সাথে খেলতে গিয়ে হাঁটু ছিলে ফেলত, পোশাক নষ্ট করে ফেলতো। সত্যি কথা বলতে কি লেখা পড়ায় সে তোমার তুলনায় অর্ধেক পারদর্শীও ছিলো না এবং তুমি তোমার পরিবেশ সম্পর্কে যতোটা কৌতূহলী তার মাঝে ততোটা কৌতূহলও ছিলো না। কিন্তু আমি জানি সে তোমাকে নিয়ে কতোটা গর্বিত। তোমার নিজেকে তুচ্ছ ভাবার কোনোই কারণ নেই।

সেলিম মৃদু হাসলো কিন্তু কোনো কথা বললো না। ওনারা বুঝতে পারছেন না। আর কেউ বুঝবে কীভাবে যখন সে নিজেই নিজের অনুভূতি গুলি বুঝতে পারে না?

*

তোমাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি সেলিম। আমার সঙ্গে ছাদের উপর চলো। আমি সেখানে প্রার্থনা করতে যাচ্ছিলাম। সেলিম তার মায়ের সঙ্গে বালুপাথর নির্মিত পেচানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। হীরাবাঈ এর ডান হাতে ধরা মাটির প্রদীপটি থেকে যতোটা আলো আসছে তাতে সে কেবল মাত্র সিঁড়ির ধাপগুলি দেখতে পাচ্ছে, একটি বাঁক ঘুরার সময় সে হোঁচট খেলো। সে যখন সমতল ছাদে বেরিয়ে এলো দেখতে পেলো তার মা তার ছোট আকৃতির মন্দিরটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা আরম্ভ করে দিয়েছে। মায়ের মাথার চুলের বেনীতে জেসমিন ফুলের মালা জড়ানো। তখন সন্ধ্যাবেলা, পরিবেশ খানিটা উষ্ণ এবং বাতাস বইছিলো না। আকাশের দিকে তাকিয়ে সেলিম চাঁদের ফ্যাকাশে রূপালী আলো দেখতে পেলো।

হীরাবাঈ মেঝের কাছাকাছি নুয়ে প্রার্থনা করছিলো। যদিও তিনি কখনো কখনো নিজের হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা বলতেন, সেলিমের কাছে সে সব অদ্ভুত মনে হতো, সে মুসলমান হিসেবে এক ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বড় হচ্ছিল এবং দেব-দেবীর মূর্তি বা অঙ্কিত চিত্রকে তার অস্বস্তিকর মনে হতো। এক সময় হীরাবাঈ এর প্রার্থনা শেষ হলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে সেলিমের দিকে ফিরলো। চাঁদটিকে দেখো। আমরা রাজপুতরা রাতের বেলা ওর সন্তান হয়ে যাই এবং দিনের বেলা আমরা সূর্যের সন্তান। চাঁদ অমাদের প্রদান করে সীমাহীন ধৈর্যশক্তি এবং সূর্য আমদের দান করে দুর্দমনীয় সাহস। হীরাবাঈ এর গাঢ় বর্ণের চোখের পাতা প্রকম্পিত হলো যখন সে সেলিমের দিকে চাইলো। সেলিম তার প্রতি তার মায়ের ভালোবাসার তীব্রতা অনুভব করতে পারলো

এবং আশা করলে তিনি তাকে আলিঙ্গন করবেন, কিন্তু এটা তার স্বভাব নয় এবং তার বাহু দুটি তার দেহের দুপাশেই স্থির রইলো।

মা, তুমি সব সময় রাজপুতদের কথা বলো, কিন্তু আমি তো একজন মোগলও, তাই না? সেলিম তার মায়ের কাছে এসেছে এই জন্য যে সে আশা করছে তিনি হয়তো তার মনে সৃষ্টি হওয়া বিভ্রান্তি এবং অনিশ্চয়তার কিছুটা সুরাহা করতে পারবেন। এবং সে পরিচারকদের চোখে ফাঁকি দিয়ে একা এসেছে, তার ধারণা মায়ের সঙ্গে তার আলাপের বিবরণ বাবাকে জানানোর বিষয়ে তাদের উপর নির্দেশ রয়েছে।

একজন মোগল রাজপুত্র হিসেবে তুমি বড় হচ্ছ সে জন্য আমি অত্যন্ত ব্যথিত। তোমার শিক্ষকরা তোমার পিতামহ হুমায়ুন এবং প্রপিতামহ বাবরের বীরত্বের কাহিনী দিয়ে তোমার কান ভারী করছে- কীভাবে তারা ইন্দুস নদী অতিক্রম করলো এবং হিন্দুস্তান জয় করলো...

আমার বাবা যেহেতু হিন্দুস্তানের সম্রাট, আমাকে তো এই ভূখণ্ডের ইতিহাস জানতেই হবে, তাই না?

নিশ্চয়ই। কিন্তু তোমাকে সত্যও জানতে হবে। তোমার শিক্ষকরা মোগল গোত্র গুলির বীরত্ব ও সাহস সম্পর্কে বহু প্রশংনীয় গল্প তোমাকে বলে কিন্তু তারা তো এ কথা বলে না যে, যা এক সময় রাজপুতদের ন্যায্য অধিকার ছিলো মোগলরা তা চুরি করেছে।

তুমি কি বোঝাতে চাইছো মা?

তোমার বাবা তোমাকে এই ধারণা দিয়ে বড় করছে যে এই ভূখণ্ড তোমাদের। সে তোমাকে ভ্রান্ত ধারণা প্রদান করছে, তার উদ্ধত স্বভাব এবং অতিগর্ব দ্বারা সে নিজেও অনুরূপ বিভ্রান্ত। বাস্তবতা হলো মোগলরা গরুচোরদের সমতুল্য যারা রাতের অন্ধকারে দলবদ্ধভাবে অনুপ্রবেশ করে অন্যের সম্পদ লুট করে নেয়। তারা হিন্দুস্তানের এক দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়েছে হামলা করার জন্য। মোগলরা দাবি করে তৈমুরের হিন্দুস্তান জয় তাদের এই ভূখণ্ড শাসন করার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু তৈমুরের পরিচয় কি? সে উত্তর থেকে আগত আর একজন অসভ্য বর্বর ছাড়া অন্য কিছু তো নয়!

হিন্দুস্তানের প্রকৃত শাসক আমার জনগণ রাজপুতরা- তারা তোমারও স্বজাতীয় সেলিম। বাবর এবং তার যাযাবর উপজতির দল আমাদের ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালানোর ঠিক আগমুহূর্তে রাজপুত রাজারা চিত্তরগড়ের রানা সাঙ্গার নেতৃত্বে একটি মিত্রজোট গঠন করছিলেন দুর্বল, আরামপ্রিয় লোদি শাসকদের সিংহাসন চ্যুত করে হিন্দুস্তানকে পুনরায় আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য। হয়তো কোনো কারণে আমরা দেবতাদের বিরাগভাজন হয়েছিলাম এবং মোগল আগ্রাসন আমাদের উপর বর্ষিত দেবতাদের শাস্তি।

মোগলরা লোদি রাজবংশকে পরাজিত করার পরেও আমাদের জনগণ লড়াই এর দুর্ধর্ষ পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি। বাবর তাঁদের বিধর্মী বলে বিদ্রূপ করেছে কিন্তু তারা তাকে দেখিয়ে দিয়েছে হিন্দু যোদ্ধাশ্রেণী কতোটা বিক্রমের সঙ্গে লড়াই করতে পারে। তারা তাকে খানুয়াতে আক্রমণ করে এবং প্রায় পরাজিত করার উপক্রম করে। হীরাবাঈ এর

চোখ জোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যেনো সে নিজেও সেই রাজপুত যোদ্ধাদের সঙ্গে রক্ত ঝড়িয়েছে।

তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে তুমি একজন মোগল কি না, তাই না? হা তুমি মোগল, কিন্তু আংশিক। কখনও ভুলে যেও না তুমি যেমন আকবরের সন্তান তেমনি আমার সন্তান। এবং রাজকীয় রাজপুত রক্ত যা মোগল রক্তের তুলনায় হাজার গুণে পবিত্র- তা তোমার শিরায় প্রবাহিত। তুমি যে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ার আশা করছে তা তোমার নাও হতে পারে...কারণ তোমার বাবা তোমার ভাইদের মধ্যে যে কাউকে সিংহাসনের জন্য নির্বাচন করতে পারে। তবে তোমারও পছন্দ করার সুযোগ রয়েছে...

সেলিম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, তার কি ভাবা উচিত সে বিষয়ে সে আরো বেশি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। নিজের রাজপুত স্বজাতীয়দের সম্পর্কে তার মায়ের বিলাপ এবং মোগলদের বীরত্বগাথা সম্পর্কে তার শিক্ষকদের প্রদত্ত জ্ঞানের মধ্যে কোথায় সত্যের অবস্থান? এবং এই দুই ভিন্ন মতের মাঝে তার অবস্থানই বা কোথায়? মা কি তাকে এমন ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, তার পিতার বড় ছেলে হওয়া সত্ত্বেও তাকে তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন এবং তার জীবনে এমন মুহূর্ত আসতে পারে যখন তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে মোগল ও রাজপুত উত্তরাধীকারের মধ্যে কোনটা সে বেছে নেবে? দ্বিতীয় ইঙ্গিতটি অর্থহীন কারণ এ বিষয়ে তার বাবার ঘোষণাটি তার মনে পড়লো। তিনি বলেছেন তার রাজ্যে সকলের অধিকার সমান এবং অবশ্যই তাদেরও সমান অধিকার রয়েছে যে সব রাজপুত মোগলদের মিত্র হিসেবে তাঁদের সঙ্গে জোটবদ্ধ।

কিন্তু মা, তোমার নিজের পরিবারের সদস্যরা অর্থাৎ অম্বরের রাজপরিবারও তো মোগলদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ- যেমন তোমার ভাই ভগবান দাশ এবং ভ্রাতুস্পুত্র মান সিং। মোগলদের সঙ্গে মিত্রতা করা যদি অসম্মানজনক হতো তাহলে কি তারা আমার বাবার সঙ্গে যোগ দিত?

আনেক মানুষকেই ক্রয় করা যায়...এমনকি রাজপুত মর্যাদাও। আমি আমার ভাই এবং ভাতিজার আচরণের জন্য লজ্জিত। হীরাবাঈ এর কণ্ঠস্বর ঠাণ্ডা শোনাল এবং সেলিম অনুভব করলো সে বোকার মতো তার মায়ের অহমিকায় আঘাত করেছে। তুমি এখন যেতে পার, কিন্তু আমি যে কথাগুলি বললোম সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করবে।

হীরাবাঈ সেলিমের দিক থেকে পিছন ফিরে পুনরায় পূজা করার জন্য তার মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলো। সেলিম এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো, তারপর ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে নিচের উঠানের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। তার পিতা এবং মোগলদের সম্পর্কে মায়ের ঘৃণাপূর্ণ কথাগুলি তার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সে তার কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য মায়ের কাছে এসেছিলো কিন্তু উল্টো নিজের পরিচয় সম্পর্কে নতুন কিছু প্রশ্ন তার মনে যোগ হলো। প্রকৃতপক্ষে সে কোনো রাজবংশের উত্তরাধিকারী? ভবিষ্যতে সে কোনো ধরনের শাসকে পরিণত হবে?

চতুর্থ খণ্ড – আল্লাহ্ আকবর

১৫. 'তুমি সম্রাট হবে

তুমি ওগুলো কোথায় পেলে? সেলিম মুরাদকে ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলো। দুটি কবুতর মুরাদের কোমরবন্ধনী থেকে ঝুলছিলো, সেগুলির গলা রক্তাক্ত। তবে সেলিমের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো মুরাদের হাতে ধরা দ্বিবক্র ধনুক এবং তীর ভরা তূণীরটির দিকে।

মুরাদ দাঁত বের করে হাসল। আমি এগুলো উঠানে কুরিয়ে পেয়েছি। মনে করেছিলাম এগুলো তোমার আর প্রয়োজন নেই...

তার মানে তুমি ওগুলো চুরি করেছ।

মুরাদের মুখের হাসি গায়েব হয়ে গেলো এবং সে কিছুটা আক্রমণাত্বক ভঙ্গিতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। যদিও সে এগারো মাসের ছোট কিন্তু তার উচ্চতা সেলিমের তুলনায় প্রায় দুই ইঞ্চি বেশি।

আমি চোর নই। আমি কীভাবে জানবো তুমি এগুলো এখনোও চাও? আমাদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে বা অনুশীলন করতে তুমি আর আগের মতো উঠানে আসো না।

সব সময় অন্য কোথাও পালিয়ে বেড়াও। দানিয়াল এবং আমি তোমাকে আমাদের সাথে পাই না। বাবা বলেন....

সেলিম এক পা এগিয়ে এলো। বাবা কি বলেন? সে নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলো এবং তার সংকুচিত হয়ে আসা চোখদুটি সৎ ভাই এর মুখের উপর নিবদ্ধ।

মুরাদ কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়লো। তেমন কিছু না...মানে তুমি একাই বেশিরভাগ সময় কাটাও। বাবা একটু আগে এখানে ছিলেন, আমার তীর ছোঁড়ার অনুশীলন দেখছিলেন। এই ধনুকের সাহায্যে আমি যখন কবুতর গুলিকে মারলাম তখন তিনি বললেন তিনি আমার বয়সে যেমন দক্ষ ছিলেন আমার হাত সেরকমই ভালো। মুরাদের কথায় কিছুটা গর্বের ভাব প্রকাশ পেলো। আমার তীরধনুক আমাকে ফিরিয়ে দাও।

কেনো দেবো? এখন তুমি এগুলো ফেরত চাচ্ছ কারণ এগুলো আমার পছন্দ হয়েছে এবং এগুলো আমি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারি।

আমি ওগুলো ফেরত চাই কারণ ওগুলো আমার।

পারলে নাও। মুরাদের কণ্ঠে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সুর প্রকাশ পেলো।

সেলিম তীব্র ক্রোধ অনুভব করলো এবং সৎ ভাইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তার আর কোনো প্রণোদনার প্রয়োজন ছিলো না। যদিও মুরাদ তার তুলনায় ভারী কিন্তু সে

মুরাদের তুলনায় দ্রুত। নিজের ভরবেগ কাজে লাগিয়ে ধাক্কা দিয়ে সে মুরাদকে মাটিতে পেড়ে ফেললো, তারপর তার পেটের উপর বসে দুই উরু দিয়ে তার পাঁজর চেপে ধরলো। মুরাদ সেলিমের চোখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো কিন্তু সেলিম সময় মতো পিছনে সরে গেলো এবং এক হাত মুরাদের মুখের উপর রেখে মেঝের সঙ্গে চেপে ধরলো। তারপর অন্য হাতে তার লম্বা কালো চুলের মুঠি ধরে মাথাটা উঁচু করে পাথুরে মেঝের সঙ্গে ঠুকে দিলো। আঘাতের ভোতা শব্দে সে তৃপ্তিবোধ করলো এবং একই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করার জন্য যখন মাথাটা আবার তুললো তখন মেঝের উপর রক্তের হালকা দাগ দেখতে পেলো।

যুবরাজ, থামুন! উত্তেজিত কণ্ঠস্বর এবং দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকা পদশব্দের মধ্যেই সেলিম আরেকবার তার ভাইয়ের মাথাটি মেঝের উপর ঠুকলো। এসময় সে অনুভব করলো শক্তহাতে কেউ তাকে মুরাদের পেটের উপর থেকে টেনে তুলছে। উপরে তাকিয়ে দেখলো তিনি মুরাদের একজন শিক্ষক। লোকটি তাকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলো। গভীর নিশ্বাস নিতে নিতে সেলিম তার মুখে জমে উঠা ঘাম মুছলো। তখনো মেঝেতে শুয়ে গোঙ্গাতে থাকা মুরাদকে দেখে সে কিছুটা সন্তুষ্টিও বোধ করলো। তার প্রতি উদ্ধত আচরণের উচিত শিক্ষা সে মুরাদকে দিতে পেরেছে।

এসময় দানিয়াল সেখানে দৌড়ে এলো। সে কিছুটা হতচকিত কিন্তু সেলিমের মনে হলো তার এই ছোট ভাইটি তার প্রতি কিছুটা প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে ভালোঁই লড়াই করতে পারে...কিন্তু সে যখন আবার মুরাদের দিকে তাকালো, মুরাদ তখন উঠে বসেছে এবং নিজের রক্তাক্ত মাধায় হাত বুলাচ্ছে। এবারে সেলিমের অনুপ্রেরণায় কিছুটা

ভাটা পড়লো এবং তার উচ্ছ্বাস পরিবর্তিত হলো লজ্জায়। এতোটা আক্রমণাত্বক হওয়াটা বোধ হয় তার উচিত হয়নি। সভাবে চিন্তা করলে মুরাদের তার তীরধনুক নেয়াটা তার জন্য ততোটা রাগের কারণ নয়, যদিও সেগুলি তাকে বাবা উপহার হিসেবে দিয়েছেন। তার কষ্টের কারণ, বাবা মুরাদের সঙ্গে তুলনা করে তার সমালোচনা করেন- মুরাদের তীর ছুঁড়ে লক্ষভেদের বিষয়ে তিনি যে প্রশংসা করেছেন সেটাও তার ঈর্ষার কারণ।

কি হচ্ছে ওখানে? বাবার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে সেলিম চারদিকে তাকাল এবং তার হৃদস্পন্দন দ্রুততর হলো।

ও আমাকে চোর বলেছে! তারপর আমাকে আক্রমণ করে, মনে হচ্ছিল আমাকে মেরেই ফেলবে, মুরাদ বললো, সে তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি কেবল ওর তীর ধনুক ধার নিয়েছিলাম, সেজন্য ও এতোকিছু ঘটালো।

তুমি ওগুলো চুরি করেছিলে। তারপর আমি ফেরত চাইলে তুমি বলেছো এমনিতে দিবে না, সামর্থ থাকলে আমাকে সেগুলি তোমার কাছ থেকে লড়াই করে নিতে হবে। কিন্তু তুমি ওগুলো তোমার কাছেই রাখতে পারো যদি তোমার প্রয়োজন এতো বেশি হয়।

তোমরা পরস্পরের ভাই। সেলিম, তুমি বড়, তোমার আরো বেশি বুঝদার হওয়া উচিত। এমন মারামারি করা মোটেই শোভনতা নয়। আকবরের কণ্ঠস্বর কঠোর শোনালো। বাজারের অসভ্য বালকদের মতো ঝগড়া করার জন্য তোমাদের দুজনেরই শাস্তি পাওয়া উচিত। এবারের মতো আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিচ্ছি, কিন্তু আবার এধরনের কিছু

ঘটলে আমি আর তোমাদের দয়া দেখাবো না। দেখি, যে তীরধনুকের জন্য এতোকিছু ঘটলো সেগুলি আমাকে দাও।

মুরাদ তীরধনুক গুলি আকবরের কাছে নিয়ে এলো এবং আকবর সেগুলি খুটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন। আমি এগুলো চিনতে পারছি। আমি তোমাকে এগুলি উপহার দিয়েছিলাম সেলিম, তাই না? আমি তোমাকে বলেছিলাম এগুলো একজন তুর্কী ওস্তাদের হাতে তৈরি করা। সে অত্যন্ত উন্নত মানের সামগ্রী দিয়ে এগুলো বানিয়েছে।

সেলিম এগুলো উঠানে ফেলে রেখেছিলো...সে এগুলো কখনো ব্যবহার করে না...যদি বৃষ্টি হতো তাহলে নষ্ট হয়ে যেতো। মুরাদের কণ্ঠে অভিযোগের সুর।

সেলিম থমথমে দৃষ্টিতে সামনে তাকালো। সে কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে যখন মুরাদের অভিযোগ সত্যি? আসলেই সে বাবার উপহারের প্রতি অবহেলা করেছে।

আকবর সেলিমের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁকে কিছুটা দ্বিধান্বিত মনে হলো। এগুলো তোমার পছন্দ না হওয়ায় আমার খারাপ লাগছে। আমার নিজের ব্যবহারের জন্য এগুলো এখন থেকে আমার কাছেই থাকবে।

সেলিম বুঝতে পারছিলো তার বাবা তার মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন, যে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা। সে কিছু বলার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলো কিন্তু তার মুখ ফুটে কোনো কথা বের হলো না। তার পক্ষে সামান্য কাঁধ ঝাঁকানো ছাড়া আর কিছু

করা সম্ভব হলো না এবং সে বুঝলো এতে করে অনুশোচনার পরিবর্তে তার স্পর্ধাই প্রকাশ পেলো।

*

এক সপ্তাহ পরের ঘটনা। সেলিম ও মুরাদের মধ্যে ঝগড়া হওয়ার পর থেকে যে উদ্বেগ আকবরের মনে চেপে বসেছে তিনি কিছুতেই তা ঝেড়ে ফেলতে পারছিলেন না। দাবা খেলার শেষে পরাজিত পক্ষ বলে- শাহ মাত, রাজা পরাজিত হয়েছে- এই শব্দগুলি তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তার এমনই অনুভূতি হচ্ছিলো যখন তিনি সেলিমের মুখোমুখী হয়েছিলেন এবং এই অনুভূতি তার কাছে অপরিচিত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই বুঝতে পারেন তাকে কি করতে হবে। শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি একই ধরনের নিশ্চয়তা অনুভব করেন। বর্তমানে তার রাজ্যের সীমান্তগুলি নিরাপদ রয়েছে, আইনের শাসন বলবৎ আছে এবং তিনি ধনী গরিব নির্বিশেষে সকল প্রজার সমর্থন ও আস্থা অর্জন করছিলেন। কিন্তু নিজের পারিবারিক বিষয়ে তিনি একই ধরনের নিশ্চয়তা কেনো অনুভব করতে পারছেন না?

এমন আশা করবেন না যে আপনার পুত্ররা প্রকৃতিগত ভাবেই আপনাকে ভালোবাসবে অথবা তারা এক ভাই অন্য ভাইকে স্বাভাবিক নিয়মে ভালোবাসবে... বহু বছর পূর্বে আকবরকে বলা এই কথা গুলিই ছিলো শেখ সেলিম চিশতির শেষ উপদেশ। তিনটি স্বাস্থ্যবান পুত্রের পিতা হওয়ার আনন্দে তিনি সুফির সতর্কবাণী মন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। কদাচিৎ মনে এলেও তিনি এর প্রতি বেশি গুরুত্ব দেননি কারণ তাঁর মনে

হয়েছে এই বিচক্ষণ উপদেশ যে কোনো পিতার জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে, শুধু তার জন্যই নয়। কিন্তু বর্তমানে সেই কথাগুলি মনে করে ক্রমশ তার অস্বস্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। তার এবং সেলিমের মধ্যকার ব্যবধান কি বেড়ে চলেছে? তাদের মধ্যকার বন্ধন যদি সত্যিই দুর্বল হতে থাকে, তাহলে সেলিম প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, এবং এই অশুভ পরিণতি প্রতিরোধ করার জন্য তিনি কি করতে পারেন?

বহুবার তার ইচ্ছা হয়েছে এই দুর্ভাবনাগুলির বিষয়ে তাঁর মা এবং ফুফুর সঙ্গে আলাপ করতে। কিন্তু হেরেমের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের পর থেকে তিনি নিজের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে নিরুৎসাহিত বোধ করেছেন, যেমন ভাবে সেলিম তার সঙ্গে কথা বলতে বাধাগ্রস্ত হয়। এর পরিবর্তে আবুল ফজলের সঙ্গে আলাপ করার চিন্তা তার মনে এসেছে। তার সহজাত উপলব্ধি থেকে আকবরের মনে হয়েছে আবুল ফজল তাকে বুঝতে পারবে, এমনকি কোনো উত্তম পরামর্শও হয়তো দিতে পারবে...

অবশেষে এক সন্ধ্যাবেলায় মোমর আলো জ্বালা নির্জন উঠানে আকবর আবুল ফজলকে ডেকে পাঠালেন আলোচনা করার জন্য।

আমি আমার কাগজ-কলম নিয়ে এসেছি জাঁহাপনা, আপনি কি আমাকে কিছু লেখার জন্য ডেকেছেন?

না...আমি তোমার সঙ্গে একটা বিষয়ে আলাপ করতে চাই। তোমার সন্তান আছে, তাই না?

জ্বী জাহাপনা, আমার দুটি পুত্র, একজনের বয়স দশ এবং অন্য জনের বয়স বারো। মনে হলো আবুল ফজল কিছুটা অবাক হয়েছে।

তুমি যখন তাদের কোনো উপহার দাও কিম্বা প্রশংসা করো তখন তাদের কি প্রতিক্রিয়া হয়?

আবুল ফজল কাঁধ ঝাঁকালো। তাদের প্রতিক্রিয়া অন্য যে কোনো বালকের মতোই হয় জাহাপনা। তারা খুশি হয় এবং উত্তেজনা প্রকাশ করে।

আমার ছোট দুই পুত্র মুরাদ এবং দানিয়েল এর মতোই...

আর যুবরাজ সেলিম জাহাপনা? সে কি একই আচরণ করে না? আবুল ফজল মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো।

না, তার আচরণ সেরকম নয়। অন্তত আমার সঙ্গে...আমার বলতে কষ্ট হচ্ছে এবং বিষয়টি মেনে নেয়া আমার জন্য কষ্টকর- আমি অনুভব করছি সেলিম এবং আমার মাঝে একটি অদৃশ্য দেয়াল সৃষ্টি হচ্ছে। আমার বাংলা অভিযানের আগে সেলিম আমার অন্য পুত্রদের মতোই ভোলামেলা এবং স্বাভাবিক ছিলো, বরং আমি বলবো তাদের তুলনায়

একটু বেশিই উচ্ছ্বাস প্রবণ ছিলো। কিন্তু বর্তমানে সে একদম চুপচাপ...অসামাজিক এবং সে আমার সঙ্গ এড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে।

ওর শিক্ষক কি বলেন?

শিক্ষক বলে সেলিম সব কিছুতেই ভালো করছে। সে সাবলীল ভাবে ফার্সী এবং তুর্কী ভাষা পড়তে পারে। সে তলোয়ার চালনায়ও দক্ষ, গাদাবন্দুক ছুঁড়তে পারে এবং উদ্দাম বেগে টাটুঘোড়া ছুটিয়ে পোলো খেলে। এ সবই সত্যি কারণ আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু আমার অন্য পুত্ররা যখন নিজেদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করতে উদগ্রীব হয়ে থাকে, সেলিম কদাচিৎ আমার মুখোমুখী হয়। দুই সপ্তাহ আগে আমি শুধু তাকে নিয়ে বাঘ শিকারে গিয়েছিলাম। আমরা যখন বিশাল জানোয়ারটাকে সেটার লুকানো অবস্থান থেকে তাড়িয়ে বের করে আনি, আমি সেলিমকে বন্দুক ছোঁড়ার সুযোগ দেই। তার ছোঁড়া গুলি বাঘটির গলায় আঘাত করলে সে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠে। কিন্তু পরে রাজধানীতে ফিরে আসার সময় সে প্রায় কোনো কথাই বলেনি।

তার বয়স অল্প জাঁহাপনা, মাত্র এগারো। আপনি একটু ধৈর্য ধরুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

হয়তো।

সব পিতাই তাঁদের সন্তানদের নিয়ে দুর্ভাবনা করেন।

কিন্তু সকল পিতাই তো আর সম্রাট নয়। যদিও আমি এখনো যুবক, শক্তসবল এবং আত্মবিশ্বাসী এবং প্রার্থনা করি ঈশ্বর আমাকে আগামী অনেকগুলি বছর এমন রাখবেন, তবুও অমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোনো পুত্রটিকে আমি আমার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করবো। এটা সত্যি যে আমার পুত্ররা এখনো বালক, কিন্তু আমি তো ভুলতে পারি না যে আমার পিতামহ রাজা হয়েছিলেন মাত্র বারো বছর বয়সে। তাঁর শাসন আমলের প্রাথমিক বছর গুলিতে নিজ সাহস এবং ঐকান্তিকতার বলে তিনি পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করেছিলেন-পরবর্তীকালে সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করেছেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছেন। আমাদের পুত্রদের মধ্যে যে পরবর্তী মোগল সম্রাট হবে তার মাঝে একই নিয়তি অনুসরণ করার যোগ্যতা থাকতে হবে। আমার ইচ্ছা আমার প্রথম পুত্রকে উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করা। কিন্তু সেলিম যদি আমার প্রতি বিরুদ্ধাচারণ শুরু করে অথবা তার মাঝে যদি নেতাসুলভ গুণাবলীর অভাব দেখা দেয়, তাহলে কি হবে?

এবারে আবুল ফজল কোনো কথা বললো না। তারা দুজন নিজেদের চিন্তার আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকলো যখন মোমবাতি গুলি একে একে নিঃশেষ হতে লাগলো। আকবর ইশারায় তার পরিচাকদের নতুন বাতি জ্বালতে নিষেধ করলেন। আজ রাতে আলোর পরিবর্তে অন্ধকারেই তিনি অধিক স্বাচ্ছন্দ বোধ করছেন।

*

তার শিক্ষকরা যদি জানতে পারেন সে কি করছে তাহলে নিঃসন্দেহে তার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন, কিন্তু সেলিম তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামালো না। মায়ের সঙ্গে আলাপের সেই অস্বাভাবিক সন্ধ্যাটির পর থেকে সে পূর্বের তুলনায় অধিক চঞ্চলতা এবং অনিশ্চয়তা অনুভব করছে। সে যতোদূর মনে করতে পারে তার মা হীরাবাঈ তার বাবাকে ভালোবাসেন না। ক্রমশ বড় হতে হতে সে বুঝতে শিখেছে যে বাবা এবং মায়ের মধ্যকার বিয়েটি ছিলো নিছক রাজনৈতিক মৈত্রী। কিন্তু আগে কখনোও তার মায়ের ঐ সুগভীর ঘৃণা সম্পর্কে তার ধারণা ছিলো না। বাবার প্রতি এবং মোগলদের প্রতি। দৌড়াতে থাকা সেলিমের আশে পাশে বাদুর পাখা ঝাঁপটে উড়ছে, তবে এই পথের প্রতিটি ইঞ্চি তার চেনা, এমনকি এই ঘোর সন্ধ্যাবেলায়ও তার কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

সেলিম কারো নজরে না পড়ে আগ্রাদ্বার দিয়ে প্রসাদ সীমানার বাইরে বেরিয়ে এলো। সে ব্যবসা করতে আসা বণিকদের দলের সঙ্গে মিশে গেছে যারা সূর্যাস্তের পর বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। বণিকের দল সমভূমির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, সেলিম তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যদিকের পহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে লাগলো। আরো দশ মিনিট দ্রুত গতিতে ছোটার পর তার মনে হলো সে একটি নিচু বাড়ির আকৃতি দেখতে পেলো। সেলিম থামলো, সে তার কানের উপর হৃদস্পন্দনের আঘাত অনুভব করছে এবং এতো জোড়ে শ্বাস নিচ্ছে যে তার মনে হলো কিছুটা দূরে অবস্থিত বাড়িটির সামনে জ্বালা ছোট আগুনের সামনে বসে থাকা বৃদ্ধা এবং মেয়েটি যেনো তা শুনতে পাবে। কিন্তু তারা নিজেদের কাজ চালিয়ে গেলো। মেয়েটি একটি সমতল পাথরের উপর ময়দা বেলে রুটি বানিয়ে বৃদ্ধাটির হাতে দিচ্ছে এবং বৃদ্ধাটি সেগুলি ধাতব তাওয়ার উপর সেঁকছে।

সেলিম শুনতে পেলো বৃদ্ধাটি হতাশাসূচক আর্তনাদ করলো যখন একটি কাঁচা রুটি আগুনে পড়ে গেলো। সে যখন কাছে এগিয়ে গেলো তার নাকে পোড়া ময়দার গন্ধ এলো। দৃশ্যটির সরলতা তাকে সাহসী করে তুলল। কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই সে আজ এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হেরেমের উঠানে পায়চারিরত অবস্থায় মুরাদ এবং দানিয়েল এর সঙ্গে বাবাকে আলাপ করতে এবং হাসতে দেখে তার ভীষণ রাগ হয়। হঠাৎ ওদের কাছে নিজেকে তার বহিরাগত বলে মনে হয়। তার বেঁচে থাকা কি আদৌ অর্থপূর্ণ? এমন প্রশ্ন তার মনে জাগ্রত হতে থাকে। একই সঙ্গে তার মনে এমন আশাও সৃষ্টি হয় যে, একমাত্র সুফি সাধক শেখ সেলিমই তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন। সেলিম জানতো তার জন্ম সম্পর্কে এই সুফি ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন এবং তাঁর সম্মানেই ফতেহপুর শিক্রি নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি এখন অত্যন্ত বুড়ো হয়ে গেছেন এবং সম্পূর্ণ অন্ধ। আকবর তাঁকে রাজপ্রাসাদে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তিনি রাজি হননি।

সেলিম ইতস্তত পায়ে আগুনের আলোর সীমায় উপস্থিত হলো। মেয়েটি তাকে প্রথমে দেখতে পেলো এবং উঠে দাঁড়ালো। বৃদ্ধাটি ময়েটির দৃষ্টিকে অনুসরণ করে তাকে দেখতে পেলো। তুমি কি চাও?

আমি জনাব শেখ সেলিম চিশতির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

আমার ভাই অত্যন্ত দুর্বল- তিনি এতোই দুর্বল যে আগাম বার্তা না দিয়ে আসা দর্শনার্থীর সঙ্গে তিনি এই রাতের বেলা দেখা করতে পারবেন না।

আমি দুঃখিত। আমি বুঝতে পারিনি.... সেলিম আরেকটু এগিয়ে গেলো। তার গলায় পরিহিত মণিমাণিক্যের মালা এবং হাতের আংটি আগুনের আলোতে ঝিলিক দিয়ে উঠলো। তার দেহের সোনারূপার কারুকাজ করা সবুজ রেশমের পোশাকটিও ঝলমল করছে। বৃদ্ধাটি তার পায়ে পড়া চামড়ার বুটজুতো থেকে গলার হার পর্যন্ত সবকিছু খুটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলো- অবশেষে সে উঠে দাঁড়ালো।

হালিমা, রুটি সেঁকা শেষ করো। তারপর সে সেলিমকে ইশারা করলো তাকে অনুসরণ করে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করার জন্য। বাড়িটির প্রবেশ দ্বারের চৌকাঠ এতো নিচু যে বালক হওয়া সত্ত্বেও সেলিমকে তার মাথা ঝুঁকিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হলো। দুটি তেলের প্রদীপের অস্পষ্ট আলোতে সে দেখতে পেলো ঘরের শেষ প্রান্তের দেয়ালে হেলান দিয়ে কেউ বসে রয়েছে। প্রথমে সেলিমের মনে হলো মোটা গড়নের কেউ, কিন্তু অল্প আলো চোখে সয়ে আসতেই সে বুঝতে পারলো সুফির দেহে মোটা পশমের কম্বল জড়ানো।

ভাই, তোমার কাছে একজন দর্শনার্থী এসেছে। পোশাক দেখে মনে হচ্ছে আমাদের যুবরাজদের একজন। বৃদ্ধাটির কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মোলায়েম শোনালো। তার সঙ্গে কথা বলার শক্তি কি তোমার আছে?

বৃদ্ধ সুফি মাথা নাড়লেন। তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। তাকে বলো আমার কাছে এসে বসতে।

বৃদ্ধাটি সুফির সামনে বিছান পাটের মাদুরে সেলিমকে বসতে ইঙ্গিত করলো, তারপর বাইরে চলে গেলো।

আমি জানতাম একদিন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, সেলিম। তুমি যেখানে বসে আছে, তোমার বাবাও ঠিক একই জায়গায় বসে ছিলেন যখন তিনি বহু বছর আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

আপনি কেমন করে বুঝলেন আমি কে? আমার পরিবর্তে আমার সৎ ভাইদের কেউও তো হতে পারতো, মুরাদ অথবা দানিয়েল...।

আল্লাহ্ আমার প্রতি অত্যন্ত সদয়। যদিও দৃশ্যমান জগৎ আমি দেখতে পাই না, তিনি আমার হৃদয়ের দৃষ্টিতে অনেক কিছু উন্মোচন করেন। আমি জানতাম তুমিই এসেছে কারণ সম্রাটের পুত্রদের মধ্যে বর্তমানে একমাত্র তোমারই আমার সহায়তা প্রয়োজন।

হঠাৎ সেলিমের চোখের পাতা কান্নায় ভিজে উঠলো- এটা বেদনার অশ্রু নয়, বরং সে যে এতোদিনে এমন একজনকে পেলো যে তার কথা শুনবে ও বুঝবে এই স্বস্তিবোধের অশ্রু।

তোমার সমস্যা গুলি আমাকে বলো, সুফি কোমল কণ্ঠে বললেন।

আমি বুঝতে পারি না আমি কে- ভবিষ্যতে আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি হবে। আমি চাই আমার বাবা আমার জন্য গর্ববোধ করুক, কিন্তু আমি বুঝতে পারি না কি করলে তিনি খুশি হবেন...আমি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমারই পরবর্তী মোগল সম্রাট হওয়া উচিত, কিন্তু আমার মনে হয় বাবা সেটা চান না। আমার পরিবর্তে সম্রাট হিসেবে যদি তিনি আমার সৎ ভাইদের কাউকে নির্বাচন করেন তাহলে কি হবে? এবং যদি আমি সম্রাট হইও, এর জন্য আমার মা আমাকে ঘৃণা করবেন। তিনি বলেন মোগলরা একটি অসভ্য জাতি এবং হিন্দুস্তানের উপর তাঁদের কোনো অধিকার নেই। তিনি...

শেখ সেলিম চিশতি তাঁর মোটা কম্বলের আচ্ছাদন সহ কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকলেন এবং সেলিমের মুখটি তার শুষ্ক বুড়ো হাতে স্পর্শ করলেন। আর বলতে হবে না। তোমার অনুভূতি আমি বুঝতে পারছি- সেই সঙ্গে তোমার ভয় এবং আশংকা গুলিও। তুমি ভালোবাসা চাও, কিন্তু তোমার আশংকা পিতা বা মাতার মধ্যে একজনকে ভালোবাসলে অপর জনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে...তুমি তোমার সৎ ভাইদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ কারণ তোমার সন্দেহ তারা তোমাকে তোমার পিতার দৃষ্টিতে সর্বদা খাটো করতে সচেষ্ট...এ কারণে তুমি এখন আর তাদের সঙ্গ পছন্দ করো না। তোমার মনে এমন প্রশ্ন জাগে যে তোমার মধ্যে একজন শাসকের গুণাবলী আছে কি না...আমি তোমাকে সরাসরি বলছি যুবরাজ সেলিম: মোগলদের অনেক কঠোর এবং রক্তাক্ত পথ পারি দিতে হয়েছে কিন্তু তারা মহত্বও অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতে তাদের আরো অনেক সাফল্য অর্জন করার আছে। তুমি সেই মহত্বের একজন অংশীদার হবে- তুমি একজন সম্রাটও হবে... সুফি থামলেন এবং সেলিম তার মুখের উপর তার আঙ্গুলের অগ্রভাগের হালকা চাপ অনুভব করলো, যেনো তিনি স্পর্শের মাধ্যমে এমন কিছু খোঁজার

চেষ্টা করছেন যা দৃষ্টিহীনতার কারণে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তোমার মধ্যে তোমার পিতার একাগ্রতা এবং সবলতা রয়েছে কিন্তু এখনো তার অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাস তোমার মাঝে তৈরি হয়নি। তাঁকে পর্যবেক্ষণ করবে, লক্ষ্য করবে তিনি কেমন করে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। সেটাই তোমার নিজেকে তৈরি করার উপায় এবং তার অনুমোদন লাভের। কিন্তু তাঁকেও আমি সতর্ক করেছিলাম এবং এখন তোমাকে করছি। কারো প্রতি আস্থা পোষণের আগে বিচক্ষণতার সঙ্গে চিন্তাভাবনা করবে এবং কোনো বিষয়ে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করবে না। এমনকি যারা তোমার সঙ্গে রক্তের বন্ধনে যুক্ত তাঁদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকবে- তোমার সৎ ভাই অথবা তোমার নিজের অনাগত সন্তানদের প্রতিও। আমি এমনটা বোঝাতে চাচ্ছি না যে সর্বদাই তুমি বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা পরিবেষ্ঠিত থাকবে, কিন্তু তোমাকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে প্রতারণা খুব দ্রুত জন্ম নেয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষা উভয় দিকে ধার বিশিষ্ট তলোয়ারের মতো। এর সাহায্যে মানুষ অনেক মহত্ব অর্জন করতে পারে আবার এর দ্বারা মানুষের হৃদয় কলুষিতও হয়- অন্য যে কোনো মানুষের মতো তোমার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। একদিকে তোমার আশে পাশের সকলের মন্দ অভিপ্রায় যেমন তোমাকে প্রতিরোধ করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি তোমার নিজের মনের দুষ্ট আবেগ সমূহ এবং দুর্বলতা গুলিকেও তোমার দমন করতে হবে। তুমি যদি এতে সফল হও তাহলেই তোমার আকাঙ্ক্ষাগুলি বাস্তবে রূপ নেবে। সুফি সেলিমের মুখ ছেড়ে দিয়ে আবার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলেন।

সেলিম তার চোখ বন্ধ করলো, তখনই একটি দৃশ্য তার কল্পনার পর্দায় রূপ নিতে আরম্ভ করলো: সে আলোক উজ্জ্বল সিংহাসনে বসে আছে, তার সভাসদ এবং সেনাপতিরা তাকে কুর্ণিশ করছে। সে এমন কিছুই আশা করে পরবর্তী মোগল সম্রাট

হতে। তার মা তার মাথায় যে সব সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এই মহিমান্বিত দৃশ্যের প্রভাবে সেগুলি উধাও হয়ে গেলো। সব কিছুর উর্ধ্বে সে একজন মোগল এবং নিজ বংশের গৌরব তাকে রক্ষা করতে হবে। এতোদিন যতো দুর্ভাবনা এবং অনিশ্চয়তা তার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছে সেগুলিকে ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে। যদিও এখনো তার বয়স অল্প তবুও তাকে পৌরুষ অর্জন করতে হবে। সুফি ঠিকই বলেছেন। তার পিতার ভালোবাসা এবং আস্থা অর্জন করতে হলে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে রাজ্য শাসনের যোগ্যতা তার রয়েছে...

সুফির লম্বা শ্বাস ফেলার শব্দে সেলিমের চিন্তাগুলি থমকে গেলো। আমার খুব দুর্বল লাগছে। তুমি এখন যাও। আমার বিশ্বাস আমি তোমার মাঝে স্বস্তি এবং আশা সৃষ্টি করতে পেরেছি।

সেলিম সুফিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য কিছু বলতে চাইলো, কিন্তু তার আবেগের তীব্রতা তার কণ্ঠরোধ করে রাখলো। আপনি সত্যিই মহান, অবশেষে কোনোক্রমে সে বলতে পারলো। আমি এখন বুঝতে পারছি আমার বাবা আপনাকে এতো সম্মান করেন কেনো।

আমি একজন তুচ্ছ সাধক যে ঈশ্বর এবং মানুষের কার্যক্রম উপলব্ধি করার অসম্ভব চেষ্টায় নিয়োজিত। নির্জনে শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে পারার জন্য আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। কিন্তু তোমার নিয়তি অন্যরকম। তুমি একজন মহান শাসক হবে, কিন্তু তোমার জীবন অথবা গৌরবের প্রতি আমি কখনোই ঈর্ষাবোধ করবো না।

.

১৬. স্বর্গ এবং নরক

ফতেহপুর শিক্রির আগ্রা দ্বারের কাছে পৌঁছে সেলিম পরিতৃপ্তি অনুভব করলো। আজ সকালের বাজ পাখি উড়ানোর খেলা বেশ চমৎকার ভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং তার পাখিগুলি উত্তম দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। ভোরের ফ্যাকাশে আলোয় তারা শিকারের উপর নৃশংসভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ঘুঘু বা ইঁদুরের উপর একই রকম নৈপুণ্যে। আরো যেটা তার জন্য সুখবর তা হলো কয়েক সপ্তাহ পর সে তার বাবার সঙ্গে একটি দীর্ঘ শিকার অভিযানে যাবে। আকবরের শিকারের চিতা বাঘ গুলিকে অভিযানের জন্য তৈরি করা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে থাকবে শত শত খেদাড়ে।

সেলিম এই কারণে আরো আনন্দিত যে তার বাবা তার অন্য ভাইদের পরিবর্তে তাকে শিকারের সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেছেন। সেই রাতে শেখ সেলিম চিশতির সঙ্গে দেখা করার পর আট মাস পার হয়ে গেছে। সে সুফির উপদেশ পালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। যখনই সুযোগ পায় সে পিতার দৈনিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে, আকবরের ভোরে বারান্দায় গিয়ে প্রজাদের দর্শন দান থেকে শুরু করে দৈনিক রাজসভার সাক্ষাৎকার পর্ব পর্যন্ত সব কিছু। রাজসভায় কঠোর নিরাপত্তা বেষ্ঠনীতে অবস্থিত আকবরের সম্মুখে বিভিন্ন অভিযোগ বা আর্জি পেশ করা হয় এবং তিনি সেগুলি বিচার

বিবেচনা করে আদেশ বা সমাধান প্রদান করেন। সুফির নির্দেশনা গুলি তার মনে এমন আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে যে, তার এখন মনে হয় যাই ঘটুক না কেনো একদিন এই সব কার্যক্রম সেই পরিচালনা করবে। তার পিতা তার সম্পর্কে কি ভাবতেন সেই বিষয়ে দুশ্চিন্তা না করে সে এখন জনগণের শাসক হিসেবে তার কি দায়িত্ব হতে পারে সে সব বিষয়ে চিন্তা করে। সুফি যেমন অনুমান করেছিলেন তা সত্যি বলে প্রমাণিত হচ্ছে, তার এই সব কর্মকাণ্ডের ফলে অল্প অল্প করে সে তার পিতার আস্থা অর্জন করতে শুরু করেছে।

তবে আবুল ফজল সর্বদা বাবার সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে না থাকলে ভালো হতো। এক নাগারে সে তার খাতায় হিজিবিজি লিখতে থাকে এবং বাবার কানে কানে ফিসফিস করে। বাবার উপর তার প্রভাব অন্য যে কোনো সময়ের মতোই অত্যন্ত প্রবল। এই আবুল ফজল কখনো কখনো সভা শুরু হওয়ার সময় বাবাকে অনুরোধ করে যাতে সে সেখানে না থাকে। আবুল ফজল যুক্তি প্রদর্শন করে যে, বিষয় বস্তুর গুরুত্ব এমন যে এর সঙ্গে সরাসরি জড়িতদেরই কেবল উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। সেলিম আরো সন্দেহ করে আবুল ফজলের প্ররোচনাতেই বাবা তাকে যুদ্ধ বিষয়ক সভায় অংশ নিতে দেন না, এই নিষেধাজ্ঞা তাকে ভীষণ ভাবে হতাশ করে।

যুবরাজকে নিরাপত্তা প্রদান করো! ঐ লোক গুলিকে গ্রেপ্তার করো। আচমকা সেলিমের দেহরক্ষীদের দলপতির চিৎকারে তার চিন্তা বাধাগ্রস্ত হলো। একই সঙ্গে একটি অপরিচ্ছন্ন বাদামি আলখাল্লা পড়া লোক সেলিমের ঘোড়ার সামনে দিয়ে দ্রুত বেগে দৌড়ে গেলো এবং ঘোড়াটি আতঙ্কে লাফিয়ে একপাশে সরে গেলো। সেলিম ঘোড়াটিকে

শান্ত করার জন্য একহাতে সবলে লাগাম টেনে ধরলো এবং অন্য হাতে খাপ থেকে তলোয়ার বের করার চেষ্টা করতে লাগলো। ঠিক তার পেছনে সে তার কোর্চির ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শুনতে পেলো, কোর্চিটি উত্তেজিত কণ্ঠে অভিশাপ দিতে দিতে নিজের ঘোড়াটিকে সামলানোর চেষ্টা করছে। পর মুহূর্তে আরেক জন লোক-অদ্ভুত পোশাক পরিহিত এবং তার এক হাতে তলোয়ার এবং অন্য হাতে একটি ছোরা-প্রথম জনকে তাড়া করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেলো, সে কোনো অপরিচিত ভাষায় গর্জন করছে যা সেলিম বুঝতে পারলো না।

স্পষ্ট বোঝা গেলো প্রথম লোকটির দম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এবং দ্বিতীয় লোকটির সঙ্গে তার দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে। প্রথম লোকটি একটি আবর্জনা পূর্ণ সংকীর্ণ গলির মধ্যে অদৃশ্য হলো যার দুপাশে মাটির ইটে তৈরি বাড়ির সারি। ইতোমধ্যে সেলিমের চার জন দেহরক্ষী ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছে এবং লোক দুজনকে ধাওয়া করা শুরু করেছে-গলিটি ঘোড়া প্রবেশ করার মতো চওড়া নয়। কয়েক মিনিট পরে সেলিম আরো চিৎকারে চেঁচামেচি শুনতে পেলো। একটু পরে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোক দুজনকে গলির মুখে দেখা গেলো, তাদের পেছনে তলোয়ার হাতে সেলিমের দেহরক্ষীরা। যে লোকটি তলোয়ার হাতে ছুটছিলো তাকে নিরস্ত্র করা হয়েছে কিন্তু সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাচ্ছিলো। অন্যজনের বাম চোখের উপরের কাটা ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। বোঝাই যাচ্ছে রক্ষীরা সময় মতো আক্রমণকারীকে থামাতে পারেনি। তাদেরকে সেলিমের সামনে কয়েক গজ দূরে থামানো হলো। হাঁটুর পেছনে রক্ষীদের তলোয়ারের চ্যাপ্টা অংশের আঘাত পেয়ে তারা উভয়েই মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসলো।

এখন সেলিম তাঁদের অবয়ব স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছে। যে লোকটি বাদামি আলখাল্লা পড়ে আছে তাকে সে একজন জেসুইট পুরোহিত হিসেবে শনাক্ত করতে পারলো। তার চিকন কব্জিতে পেচানো সুতাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং তার আলখাল্লার নিচ দিয়ে বেরিয়ে থাকা বাদামি রঙের স্যাণ্ডেলটি মোটা তলি বিশিষ্ট, তার পিতার সঙ্গে দেখা করতে আসা জেসুইট পুরোহিতরা এধরনের জুতোই পড়ে। কিন্তু অন্য লোকটির চেহারা বা পোশাক সবকিছুই সেলিমের কাছে বেশ জটিল মনে হলো। সেলিম গাট্টগোট্টা চওড়া কাঁধের অধিকারী লোকটার দিকে তাকালো। সেও একজন বিদেশী সন্দেহ নেই কিন্তু এমন অদ্ভুত বিদেশী সেলিম আগে দেখেনি। তার লম্বা কোকড়া চুল গুলি উজ্জ্বল কমলা রঙের-জাফরানী এবং সোনালী এই দুই এর মাঝামাঝি কোনো রঙ। সে একটি সংক্ষিপ্ত আটসাট চামড়ার জ্যাকেট পড়ে আছে এবং সেটার নিচে ডোরা কাটা ফুলে থাকা পালুন পড়া যেটা মধ্য উরু পর্যন্ত লম্বা এবং বেগুনি রিবন লাগান। অদ্ভুত পালুনটির নিচের অংশ হলুদ রঙের পশমের মোজায় ঢাকা। তার এক পায়ে চোখা অগ্রভাগ বিশিষ্ট কালো চামড়ার জুতো পড়া রয়েছে। অন্য পাটিটি নিশ্চয়ই গলির ভিতর মারপিটের সময় খোয়া গেছে।

ওদেরকে দাঁড় করাও, সেলিম আদেশ দিলো। রক্ষীরা তাঁদের হুড়ো দিয়ে দুপায়ের উপর খাড়া করানোর পর সেলিম আরো ভালো মতো তাদের চেহারা দেখার জন্য সামনে ঝুঁকলো। জেসুইট পুরোহিতটি গোঁয়ার পর্তুগীজ বাণিজ্য উপনিবেশ থেকে আগত ছয়জন প্রতিনিধির একজন। আকবরের অনুরোধে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ ল্যাটিন ভাষা থেকে ফার্সীতে অনুবাদের কাজে আকবরের অনুবাদকদের সাহায্য করতে এসেছে। লম্বা লিকলিকে বেঢপ আকৃতির লোকটির মুখের এক পাশ দগদগে ব্রনে ভরা। যদিও সে

সেলিমের কাছ থেকে প্রায় দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো তবুও তার গায়ের ঘামের তীব্র ঝাঝালো দুর্গন্ধ তার নাকে আসছিলো। সেলিমের কাছে এটা রহস্যময় মনে হলো যে এই বিদেশীরা হাম্মাম খানায় গোসল করে না কেনো? নিজেদের গায়ে খচ্চরের মতো দুর্গন্ধ তারা সহ্য করে কীভাবে?

অন্য বিদেশীটির ঠোঁটের উপরের অংশ নিখুঁত ভাবে কামান কিন্তু তার থুতনিতে ছাগলের মতো সরু দাড়ি রয়েছে। তার ফ্যাকাশে পাপড়ি বিশিষ্ট চোখগুলি উজ্জ্বল নীল এবং গায়ের চামড়া তার চুলের মতোই লাল এবং তার নাকের অগ্রভাগ আরো বেশি লাল। সে তার পোশাকের ধূলা ঝাড়তে শুরু করলো।

তোমাদের ঝগড়ার কারণ কি? সেলিম ফার্সীতে জেসুইটটিকে জিজ্ঞাসা করলো, তার মনে হয়েছে সে ফার্সী ভাষা বোঝে এবং বলতে পারে।

পুরোহিততটি সেলিমের দিকে তাকালো। জাহাপনা, এই লোকটি আমার ধর্মকে অপমান করেছে। সে আমার গুরু পোপকে ব্যাবিলনের লাল বর্ণের বেশ্যা বলে গাল দিয়েছে...সে আরো বলে

যথেষ্ট হয়েছে। সেলিম বুঝতে পারেনি পুরোহিততটি কি ব্যাপারে কথা বলছে শুধু এতোটুকু ছাড়া যে তাঁদের মধ্যে ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে ঝগড়া হয়েছে।

ঐ লোকটি কোনো দেশ থেকে এসেছে?

ইংল্যান্ড থেকে। সে একজন বণিক, বদমাশ কিছু সঙ্গী সহ ফতেহপুর শিক্রিতে নতুন এসেছে।

তুমি তাকে কি এমন বলেছে যাতে সে এতো ক্রুদ্ধ হয়ে তলোয়ার নিয়ে তোমাকে তাড়া করেছিলো?

আমি তাকে কেবল একটি সত্যি কথা বলেছি জাঁহাপনা। আমি বলেছি তার দেশের রানী একজন বেজন্মা বেশ্যা যে তার অনুসারীদের সহ নরকে পচবে।

বণিকটি মাথা নিচু করে তাঁদের কথা শুনছিলো কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো সে একটি বর্ণও বুঝতে পারছে না। সেলিম জানতো ইংল্যান্ড কোথায় অবস্থিত। আবিস্কৃত ভূখণ্ডের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি ছোট দ্বীপ যেখানে সব সময় বৃষ্টি হতে থাকে এবং দমকা হাওয়া অবিরাম আঘাত হানতে থাকে। দেশটির শাসক একজন রানী যার চুল এই লোকটির মতোই লাল। সেলিম সেই রানীর ছোট আকারের একটি প্রতিকৃতিও দেখেছে যেটি একজন তুর্কি বণিক দরবারে নিয়ে এসেছিলো। বণিকটি আকবরের দুর্লভ বস্তু প্রীতির কথা জানতো। সে অনেক চড়া দামে কাছিমের খোলের ডিম্বাকৃতির কাঠামোতে বাধাই করা এবং মুক্তার কাজ করা ছবিটি আকবরের কাছে বিক্রি করে। ছবিটিতে রানী একটি ঘিয়া রঙের মেঝে পর্যন্ত লম্বা পোশাক পড়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে মহিলা মনে না হয়ে সেলিমের কাছে একটি পুতুলের মতো লেগেছে।

এই বণিকটি কি ফার্সী ভাষা বলতে পারে?

না জাঁহাপনা। এই ইংরেজরা স্কুল এবং অশিক্ষিত লোক। তারা নিজেদের সহজ ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় কথা বলতে পারে না এবং বাণিজ্য ও অর্থ উপার্জন ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করে না।

ঠিক আছে থামো। আমি তাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আমার মনে হচ্ছে ওর ভাষা সম্পর্কে তোমার কিছুটা ধারণা রয়েছে, তুমি আমার দোভাষীর ভূমিকা পালন করো। আমি যা বলবো অবিকল তাই বলবে, কোনো রকম পরিবর্তনের চেষ্টা করবে না। জেসুইটটি বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়লো।

ওকে জিজ্ঞেস করো সে কেনো সম্রাটের রাস্তার উপর লড়াই করেছে।

পুরোহিতটি ইংরেজটিকে সংক্ষেপে কিছু বললো যা সেলিমের কাছে লাগসই মনে হলো, তবে সেই ভাষার মাঝে সেলিম ফার্সী ভাষার ছন্দময়তা খুঁজে পেলো না। পুরোহিতটি তার প্রতিপক্ষের উত্তর শুনলো এবং সেলিমকে বললো, সে দাবি করছে সে তার রানী, দেশ এবং ধর্মের অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলো।

তাকে বলো আমাদের রাস্তায় কোনো ধরনের ঝগড়া বা লড়াই করা চলবে না এবং সে সৌভাগ্যবান এ কারণে যে তার উশৃঙ্খল আচরণের জন্য আমি তাকে গারদে নিক্ষেপ করছি না বা চাবুক পেটা করছি না। আমি তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করছি কারণ আমি

বুঝতে পারছি উভয় পক্ষেরই দোষ হয়েছে। তাকে আরো বলো সে যেনো রাজসভায় আসে। আমি নিশ্চিত আমার পিতা তাকে তার দেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইবেন। আর তোমাকে বলছি, আমাদের দেশের মাটিতে কাউকে ভবিষ্যতে অপমান করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ এই ইংরেজ লোকটির মতো তুমি নিজেও একজন বিদেশী ভ্রমণকারী।

*

আমি আপনাদেরকে আমার ইবাদত খানায় স্বাগত জানাচ্ছি। একজন সম্রাটের প্রধান দায়িত্ব হলো তার রাজ্যের সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং সম্ভব হলে তা সম্প্রসারণ করা যেমনটা আমি করেছি এবং ভবিষ্যতেও করবো। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি একজন মহান শাসকের উচিত মানবীয় জ্ঞান এবং উপলব্ধিরও সম্প্রসারণ করা। আজীবন তার কৌতূহলী থাকা উচিত, প্রশ্ন করা উচিত এবং তার অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রজাদের উন্নয়নের চেষ্টা করা উচিত। এ কারণেই আমি কেবলমাত্র উলামাবৃন্দ এবং মুসলিম বিদ্বান ব্যক্তিদেরকেই আমন্ত্রণ জানাইনি বরং অন্য ধর্মের প্রতিনিধিদেরও ডেকেছি। সম্মিলিতভাবে আমরা ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক করবো, সত্য কি এবং মিথ্যা কি তা উদঘাটনের চেষ্টা করবো এবং যে বিষয়গুলি আমাদের সকলের জন্য একই রকম তার তাৎপর্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো।

সেলিম বিশাল সভা কক্ষের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে, সে তার পিতাকে কদাচিৎ এমন জৌলুসপূর্ণ রূপে দেখেছে। আকবর উজ্জ্বল সবুজ রঙের সোনা রূপার কারুকাজ খচিত

জোব্বা এবং পালুন পড়ে আছেন, গলায় পান্নার মালা এবং মাথায় সোনা দিয়ে বোনা কাপড়ের পাগড়িতে হীরা ঝিকমিক করছে। এক মানুষ উঁচু সোনার ঝাড়বাতিদান স্থাপিত রয়েছে তার সিংহাসনের দুপাশে মার্বেল পাথরের বেদীর উপর।

উলামাবৃন্দ কালো পোষাক পরিধান করেছেন- শেখ আহমেদ সকলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আবুল ফজলের বাবা শেখ মোবারক দলের এক পাশে অবস্থান করছেন। জেসুইট পুরোহিতরা তাঁদের চিরাচরিত মোটা বাদামি কাপড়ের আলখাল্লা পড়ে আছে, কোমরে দড়ির কোমরবন্ধনী বাঁধা, গলায় কাঠের ক্রুশ ঝুলছে। সেলিম তাদের মাঝে ফাদার ফ্রান্সিসকো হেনরিকস এবং তার সঙ্গী ফাদার এ্যান্টোনিও মনসেরেটকে দেখতে পাচ্ছে যারা পাঁচ বছর আগে এই রাজসভায় প্রথম এসেছিলো এবং তার দেখা প্রথম খ্রিস্টান।

সেখানে পাঁচ জন হিন্দু পুরোহিতও উপস্থিত রয়েছে। তাদের চেহারায় শান্ত ভাব বিরাজ করছে, পরনে সাদা রঙের নেংটি এবং বাম কাধ তেকে শুরু করে ডান হাতের নিচ দিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধা সুতার পৈতা। এদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে জৈনরা যাদের সেলিম পবিত্র মানুষ বলে জানে। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে অগ্নিউপাসক জোরাস্ট্রিয়ানরা, তারা বহু আগে পারস্য থেকে হিন্দুস্তানে এসেছিলো। এই ধর্মের অনুসারীদের কারো মৃত্যু হলে মৃত দেহটিকে নিঃশব্দ মিনার নামক পাহাড়ের চূড়ায় রেখে আসা হয় পাখিদের ঠুকরে খাওয়ার জন্য। সেলিম পাতলা গড়নের লম্বা বুড়ো লোকটিকে চিনতে পারলো যে জোরাস্ট্রিয়ানদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলো। সে একজন ইহুদী পণ্ডিত যে পারস্যের কাসান থেকে অল্প কিছুদিন আগে আকবরের দরবারে এসেছে এবং পাঠাগারে কাজ পেয়েছে।

যেহেতু সে কোনো ধর্মযাজক বা পুরোহিত নয় তাই এদের কাছ থেকে বেশ খানিটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো লাল চুল বিশিষ্ট ইংরেজ বণিকটি, তিন মাস আগে শহরের রাস্তায় সেলিম যার মুখোমুখী হয়েছিলো। তার নামটি সেলিমের কাছে ভীষণ অদ্ভুত লেগেছে জন নিউবেরী। তার ঠিক পাশেই তারই মতো বেখাপ্পা পোশাক পরিহিত তার দুজন সঙ্গী দাঁড়িয়ে আছে। এই তিনজন ইংরেজ শহরে একটি বাসস্থান ভাড়া করে অবস্থান করছিলো এবং তারা তাদের রানীর অনুমোদন বিশিষ্ট একটি বাণিজ্যের আবেদন পত্র আকবরের কাছে পেশ করে এর উত্তর লাভের জন্য অপেক্ষায় ছিলো। সেলিম যেমন অনুমান করেছিলো, আকবর তাঁদের বহুদূরবর্তী দেশ সম্পর্কে এবং তাঁদের ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। যদিও তারাও খ্রিস্টান তবে তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে পর্তুগীজ জেসুইটদের বিশ্বাসের অনেক পার্থক্য রয়েছে।

বর্তমান পরিবেশ প্রত্যক্ষ করে সেলিমের মন গর্বে ভরে উঠেছে। যদিও তার বাবা কেনো এই ইবাদত খানা নির্মাণ করছেন সে বিষয়ে তাকে তেমন কিছু বলেননি, সে প্রায়ই এর নির্মাণ কাজ দেখার জন্য আসতো। এখন তার বাবার বক্তব্য শুনে সে নির্মাণের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে-তিনি ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ক্রমবর্ধমান কৌতূহল পরিতৃপ্ত করতে চান। মোগলদের অসভ্য বলে অবজ্ঞা করে তার মা ভুল করেছেন, সেলিম ভাবলো। জীবনের তাৎপর্য সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা এবং মনের অজানা প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টার তুলনায় উচ্চতর আর কি একজন মানুষ অনুসন্ধান করতে পারে? এই মুহূর্তে উজ্জ্বল পোষাক এবং ঈগলাকৃতির হাতল বিশিষ্ট তলোয়ারে তার পিতাকে কেবল জাগতিক শক্তির মূর্ত প্রকাশ বলেই মনে হচ্ছে না বরং তার মাঝে প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বও ফুটে উঠেছে। সেলিম নিজে

কি কখনোও তার পিতার মতো এমন মহিমান্বিতভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারবে?

আমি জানতে পেরেছি বহু দূরবর্তী ভূখণ্ডে ধর্মমতের ভিন্নতার কারণে খ্রিস্টানরা পরস্পরকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারছে, আকবর বললেন। আমি ফাদার ফ্রান্সিসকো এবং ফাদার এ্যান্টোনিওর কাছে বিষয়টির ব্যাখ্যা জানতে চাইছি। আপনারা বলুন যাতে উপস্থিত সকলে এ সম্পর্কে জানতে পারে।

জেসুইট দুজন পরস্পরের সঙ্গে নিচু কণ্ঠে কিছু বাক্য বিনিময় করলো, তারপর তার লম্বা সঙ্গীর সম্মতি পেয়ে ফাদার ফ্রান্সিসকো বক্তব্য প্রদান করা শুরু করলো। আপনি যা শুনেছেন তা সত্যি জাঁহাপনা, ইউরোপে মানুষের আত্মার মুক্তির যুদ্ধ চলছে। আমরা যারা ক্যাথলিক মতের অনুসারী তাদের বিশ্বাসের উপর এক অশুভ আগ্রাসন শুরু হয়েছে। আমরা একে প্রোটেস্টানিজম নামে ডাকি। এই মতের অনুসারীরা সত্য থেকে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা রোমে অবস্থিত আমাদের ধর্মীয় নেতা পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। পোপ হলেন সেই ব্যক্তি যার অবস্থান আমাদের মতো নিকৃষ্ট পাপী এবং ঈশ্বরের মধ্যবর্তী স্থানে এবং তিনি পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। প্রোটেস্টেন্টরা আমাদের পবিত্রতম বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর বিরুদ্ধে অশোভন গালাগাল দেয়। তারা পবিত্র বাইবেল এর সম্পূর্ণ বিরোধী নব্য ধর্মতত্ত্ব চর্চা করে এবং দাবি করে ঈশ্বর এবং তাঁদের মাঝখানে কোনো মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন নেই। উত্তম ক্যাথলিক দেশগুলিতে কিছু পবিত্র মানুষ রয়েছে। আমরা তাদের বিচ্যুতি দমনকারী নামে ডাকি- তারা এইসব পথভ্রষ্টদের অনুসন্ধান করে খুঁজে বের করার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে এবং

তারা যখন পথভ্রষ্টদের খুঁজে পায় তখন তাদের ভুল স্বীকার করে ভ্রান্ত মতো পরিত্যাগ করার জন্য বলপূর্বক বাধ্য করে। যারা ভুল স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানায় তাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় আগুনের মধ্যে প্রেরণ করা হয় অনন্ত নরকদণ্ডের প্রাথমিক স্বাদ প্রদানের জন্য।

তাদের কি পরিণতি হয় যারা আপনাদের সত্য পথে ফিরে যেতে রাজি হয়? আকবর জিজ্ঞাসা করলো। তিনি একাগ্রচিত্তে জেসুইটদের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

যদি তারা তাদের ভুল স্বীকারও করে তবুও তাদের পার্থিব দেহ আগুনের মাঝে প্রেরণ করা হয় যাতে তাদের আত্মা পাপমুক্ত হতে পারে এবং তারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের উপযুক্ত হয়।

আপনারা মানুষকে তাদের বিশ্বাস পরিবর্তনে কীভাবে প্ররোচিত করেন? যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে, যেমনটা আমরা এখানে করছি?

পাদরীদ্বয় পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলো। নিশ্চয়ই আমরা যুক্তির শক্তি ব্যবহার করি দলছুট ভেড়াদের দলে ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু পরিতাপের সঙ্গে জানাচ্ছি মাঝে মাঝে আমাদেরকে দৈহিক নির্যাতনও প্রয়োগ করতে হয়।

আমার অনুবাদকগণ সেই সব নির্যাতনের বিস্তারিত বিবরণ আমাকে শুনিয়েছে- এমন যন্ত্র ব্যবহার করা হয় যা মানুষের দেহ দুদিক থেকে টেনে হাড়ের সংযোগস্থল বিচ্ছিন্ন

করে ফেলে, লোহার ডাণ্ডার আঘাতে মানুষের হাড়ের মজ্জা বের করে ফেলা হয় এবং চোখের উপর চাপ প্রয়োগ করে অক্ষিগোলক ফাটিয়ে দেয়া হয়...

কখনো কখনো এমন নির্যাতনের প্রয়োজন হয় জাহাপনা। কয়েক ঘন্টার যন্ত্রণা নরকের অনন্ত উত্তপ্ত অগ্নির তুলনায় কিছুই নয়।

আপনারা পুরুষদের মতো নারী ও শিশুদেরও নির্যাতন করেন?

শয়তানের ফেলা জাল অনেক বিস্তৃত জাঁহাপনা। মহিলারা বিশেষত দুর্বল বাহন এবং অল্পবয়সে কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না।

নির্যাতিতরা সত্যিই অনুতপ্ত হয়েছে সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিত হোন কীভাবে? অত্যাচার বন্ধের জন্য তারা তো ভানও করতে পারে।

বিচ্যুতি দমনকারীরা এ সব বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ জাঁহাপনা, আপনার অনুসন্ধানকারীদের মতোই। মাত্র গত সপ্তাহেই আমি দেখেছি দুজন সন্দেহভাজন চোরকে হাতের গোড়া পর্যন্ত গরম বালুর মধ্যে পুঁতে তাদের অপকর্মের স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করতে। এই পদ্ধতি এবং আমাদের বিচ্যুতি দমনকারীদের প্রয়োগ করা কৌশলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

সেখানেই পার্থক্য সূচিত হয় যখন আদৌ কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না তা বিবেচনায় আসে। চোরদের ক্ষেত্রে সন্দেহাতিত ভাবে জানা গেছে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং কি ঘটেছিলো তা বিচারকরা উদঘাটনের চেষ্টা করছিলো। কিন্তু কোনো ধর্মের কি নিজ বিশ্বাস জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার অধিকার আছে? এই প্রশ্নটি নিয়ে আমাদের কি ভাবা উচিত নয়? আমার সাম্রাজ্যে আমি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য করি না। আমার উপদেষ্টাগণ, আমার সেনাপতিগণ এমনকি আমার স্ত্রীগণও সকলে আমার ধর্মের অনুসারী নয়।

জেসুইটদের চেহারা গম্ভীর দেখালো এবং সেলিম লক্ষ্য করলো শেখ আহমেদ রাগে মাথা নাড়ছেন এবং বিড়বিড় করে তার পাশে দাঁড়ান মাওলানাকে কিছু বলছেন, কিন্তু কেউ সরাসরি কোনো কথা বললো না।

আসুন আমরা আমাদের অনুসন্ধান আরো বিস্তৃত করি... আকবর বলে চললেন, তাঁর বক্তব্য সকলে গ্রহণ করতে পেরেছে অনুমান করে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। জেসুইটরা তাদের বিশ্বাসের কথা আমাদের বলেছেন, কিন্তু এখন আমরা প্রটেস্টেন্টদের বক্তব্য শ্রবণ করবো যাদেরকে ক্যাথলিকরা এতো ঘৃণা করে...আমি ইংরেজ ভদ্রলোক জন নিউবেরীকে প্রশ্ন করতে চাই। আমার একজন তুর্কি পণ্ডিত তার ভাষা জানে এবং সে দোভাষী হিসেবে কাজ করবে।

লালচুলো ইংরেজটিকে তুর্কি মোরগের মতো আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে এবং জেসুইটদের মতোই যুদ্ধংদেহী, সেলিমের ভাবলো। সে তখন তুর্কি দোভাষীটিকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলো।

উপস্থিত সবাইকে তোমার ধর্ম সম্পর্কে বলো জন নিউবেরী, যা তুমি ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে বলেছো।

ইংরেজ বণিকটি তুর্কিটিকে বিড়বিড় করে কিছু বললো এবং সে কিছুটা ইতস্তত ভাবে তার অনুবাদ শুরু করলো। আমি একজন ইংরেজ এবং একজন প্রটেস্টেন্ট এবং এই উভয় বৈশিষ্টের জন্য গর্বিত।

তুমি আমাকে বলেছো তোমাদের রানী তোমাদের ধর্মীয় নেতা। বিষয়টি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করো

আবারো দোভাষীটির সঙ্গে নিউবেরীর নিচু স্বরে কথোপকথন হলো, কিন্তু এবারে তুর্কিটিকে কিছুটা আত্মবিশ্বাসী মনে হলো।

আমাদের রানীর পিতা আমাদের প্রয়াত মহান রাজা হেনরী খুব তরুণ বয়সে এক রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু এই রাজকুমারীটি এর আগে একবার আমাদের রাজার ভাই এর বাগদত্তা হয়েছিলেন। যাই হোক, বছর গড়িয়ে যেতে লাগলো এই রানীটি আমাদের রাজাকে একটি মাত্র কন্যা সন্তান উপহার দিতে পারলো। আমাদের

রাজা উপলব্ধি করলেন নিজের ভাই এর সম্ভাব্য স্ত্রীকে বিয়ে করে তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পাপ করেছেন। তিনি রানীকে তালাক দিয়ে নিজের পাপের অনুশোচনা করতে চাইলেন। কিন্তু পোপ- যাকে এই জেসুইটরা এতো শ্রদ্ধা করে- এই তালাকের ব্যাপারে সম্মতি দিলেন না। আমাদের রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, নিজ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তার পরিকল্পনার বিষয়ে তিনি পোপের হস্তক্ষেপ মেনে নিবেন না। তিনি নিজেকে ইংল্যান্ডের গির্জার প্রধান হিসেবে ঘোষণা করলেন, রানীকে তালাক দিলেন এবং অন্য এক রমণীকে বিবাহ করলেন যার গর্ভে আমাদের বর্তমান রানী মহান এলিজাবেথ জন্ম নেন।

তুমি আমাকে বলেছে তোমাদের ধর্ম অনুযায়ী কোনো পুরুষ একটি মাত্র বিয়ে করতে পারে, কিন্তু আমি শুনেছি এই রাজা হেনরী ছয় বার বিয়ে করেছেন। কীভাবে তা সম্ভব হলো? তোমার দেশে কি রাজাদের জন্য ভিন্ন নিয়ম চালু রয়েছে?

না, জাহাপনা। আমাদের বর্তমান রানীর মা ব্যভিচারের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হোন- এমনও শোনা যায় তিনি একজন ডাইনী ছিলেন এবং তাকে হত্যা করা হয়। রাজা হেনরী আবার বিয়ে করেন কিন্তু এই রানীর সন্তানের বয়স মাত্র দুসপ্তাহ হতেই তিনি মারা যান। রাজা তার চতুর্থ স্ত্রীকেও তালাক দেন যিনি ছিলেন একজন বিদেশী রাজকন্যা- কারণ তিনি রাজার দৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করতে পারেননি। তাঁর পঞ্চম স্ত্রী-তরুণী এবং অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পবিত্র ছিলেন না-ব্যভিচারের অভিযোগে তারও গর্দান কাটা যায়। কিন্তু রাজার ষষ্ঠ স্ত্রী ছিলেন একজন মধ্যম মর্যাদার নারী যিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত রাজার সহধর্মিনীর ভূমিকা পালন করেন।

তোমাদের রাজার কিছু অসুবিধা দূর হয়ে যেতো যদি তিনি আমাদের মতো একই সঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতেন। এবং আমার মনে হচ্ছে তার হেরেমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ছিলো... আকবরের কথা শেষ হতেই ইবাদত খানা জুড়ে হাসির হিল্লোল উঠলো। কিন্তু তুর্কি পণ্ডিতটির মুখে আকবরের বক্তব্যের অনুবাদ শুনে ইংরেজ বণিকটি বা জেসুইট পাদ্রীদের কেউ হাসলো না।

তোমাদের বর্তমান রানী সম্পর্কে বলো জন নিউবেরী। তোমাদের দেশের জনগণ কি একজন নারীর শাসনে সন্তুষ্ট?

তাকে আমাদের দেশের মানুষ ভালোবাসে কারণ তিনি আমাদেরকে ক্যাথলিকদের হুমকি থেকে রক্ষা করছেন এবং আমাদেরকে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের সুযোগ করে দিয়েছেন।

তাঁর কোনো স্বামী নেই?

কুমারী থাকতে পেরে তিনি গর্বিত। বহু বিদেশী যুবরাজ তাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে কিন্তু তিনি বলেন ইংল্যান্ডই তার স্বামী।

তিনি কি সুন্দরী?

তিনি সুন্দরের চেয়েও বেশি কিছু- তিনি দ্যুতিময়।

সেলিম দেখলো ফাদার এ্যান্টোনিও খুব দ্রুত ফাদার ফ্রান্সিসকোর কানে কানে কিছু বললো এবং কয়েক মুহূর্ত পর দ্বিতীয় জন কিছুটা সামনে অগ্রসর হলো। আমি কিছু বলতে চাই জাঁহাপনা, সে তার মোলামেয় দরবারী ফার্সী ভাষায় বললো। এই ইংরেজটি আপনাকে বিভ্রান্ত করছে জাহাপনা। ইংল্যান্ডের বর্তমান রানী তার পিতা রাজা হেনরীর লালসা পূর্ণ অবৈধ মিলনের ফলে জন্মলাভ করেছে এবং তার মাতা ছিলো একজন স্বীকৃত বেশ্যা। এই এলিজাবেথ ইংল্যান্ডের বৈধ শাসক নয়- আইনত সেই দেশ শাসন করার ন্যায্য অধিকারী হলেন স্পেনের ক্যাথলিক রাজা-কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এক জারজ উত্তরসূরি দেশটিকে অনন্ত নরকের দিকে ধাবিত করছে। আমাদের প্রভু রোমের ধর্মীয় অধিশ্বর পোপ ঐ নারীকে বিধর্মী বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তাই তাকে অনন্তকাল নরকের আগুনে পুড়তে হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তুর্কি দোভাষীটি জন নিউবেরীকে এসব কথা অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলো এবং ইংরেজটির লাল মুখমণ্ডল আরো গাঢ় বর্ণ ধারণ করছিলো জেসুইটের বক্তব্য বুঝতে পেরে। কিন্তু সেলিম লক্ষ্য করলো আকবর এসব কথা শুনে ভিষণ বিরক্ত বোধ করছেন। তার বাবা দার্শনিক যুক্তিতর্ক আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেন কিন্তু কারো নিন্দা বা কুৎসা নয়। তাই হঠাৎ আকবর যখন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সেলিম অবাক হলো না।

যথেষ্ট হয়েছে। আমরা অন্য কোনো দিন আবার আলোচনা করবো, আকবর বললেন এবং ইবাদত খানা ত্যাগ করলেন।

*

হেমন্তের এক ঝকঝকে দিন। সূর্যের আলো বনের ঘন বিন্যস্ত গাছ পালা, মধ্যে শোধিত হয়ে ভূমিতে সামান্যই পৌঁছাচ্ছে। এর মাঝেই খেদাড়ের তাঁদের ধাতুনির্মিত চাকতির ঘন্টা পিটিয়ে এবং তারস্বরে চিৎকার করে তাদের সম্মুখের পশু গুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। হাতির পিঠে চড়ে তার তিনজন পরিচারক সহ ছন্দোময় গতিতে এগেয়ে যেতে সেলিমের খুব ভালো লাগছিলো। তার কাছ থেকে প্রায় দশ গজ দূরে তার বাবার হাতিটি এগিয়ে চলেছে। হাতিটির নাম লংকা, সেটার পেছনের বাম পায়ে একটি ক্ষত রয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে একটি পুরুষ বাঘ ধারালো নখ দিয়ে সেখানে আঁচড়ে দিয়েছিলো। লংকা আকবরের প্রিয় শিকারের হাতি। আকবর নিজেই হাতিটিকে ধরেছিলেন সেটার জংলী সঙ্গীদের দল থেকে যখন সেটার বয়স অল্প ছিলো, তারপর সেটাকে পোষ মানান।

সেলিম তার পিতাকে নির্ভিক চিত্তে অন্য হাতিদেরও বশে আনতে দেখেছে। জংলী হাতিকে বশে আনা অত্যন্ত বিপদজনক কাজ, এর জন্য দুই জন লোক লাগে যারা বুনো হাতিটির দুপাশে দুটি পোষা হাতির পিঠে চড়ে অবস্থান করে। সঠিক অবস্থানে থেকে তারা একটি মজবুত দড়ির ফাঁস বুনো হাতিটির গলায় পড়ায় এবং দড়িটির প্রান্ত তাদের নিজেদের হাতির গলায়ও শক্ত করে বাঁধে। তারপর ফাঁসটিকে তারা ক্রমশ টেনে শক্ত করতে থাকে যার ফলে বুনো হাতিটি ধীরে ধীরে শান্ত হতে থাকে এবং নিয়ন্ত্রণে আসে। এভাবে বুনো হাতি বশ মানাতে গিয়ে অনেক লোককে সেলিম মারা যেতে দেখেছে। কারণ বশকারীরা যে কোনো সময় মাটিতে পড়ে যেতে পারে এবং ক্ষিপ্ত হাতির পায়ের

নিচে পড়লে কারো বাঁচার সম্ভাবনা থাকে না। প্রাথমিক বশীকরণের পরেও বহু মাসের প্রশিক্ষণ বাকি থেকে যায়, খাদ্যের প্রলোভন দেখিয়ে হাতিকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার হুকুম তামিল করা শেখাতে হয় এবং আরো অনেক কিছু। কিন্তু লংকা আকবরের সেবা ভালো ভাবেই করছে এবং এর প্রশিক্ষণের পিছনে তিনি যে সময় ব্যয় করেছেন তার প্রতিদান দিচ্ছে।

তাপমাত্রা বাড়ছে এবং সেলিমের মুখের কোণা দিয়ে এক ফোঁটা লোনা ঘাম প্রবেশ করলো। সে জিহ্বা দিয়ে তা সরিয়ে দিলো। শীঘ্রই খেদাড়েদের ঘর ছোট হয়ে আসবে যখন শিকার আরম্ভ হবে। কাঁধের উপর দিয়ে পিছন ফিরে সেলিম দেখতে পেলো তার কোর্চি একটি ঘোড়ার পিঠে কাছাকাছি রয়েছে এবং তার কালো স্ট্যালিয়ন ঘোড়াটিকে নিয়ে আসছে। প্রয়োজনে যাতে সে ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত অগ্রসর হতে পারে। উত্তেজনায় সেলিমের হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে, শিকারের সময় সর্বদাই তার এমন অনুভূতি হয়। সে একজন ভালো লক্ষ্যভেদকারী- বন্দুক এবং তীর ছোঁড়ায় সমান পারদর্শী-এবং সম্ভবত আজো সে তার পিতার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে। বাবার সঙ্গে লংকার পিঠে ভ্রমণ করতে তার ভালো লাগতো, কিন্তু চিরাচরিত নিয়মে নাদুসনুদুস গড়নের অধিকারী আবুল ফজল তার বাবাকে সঙ্গ দিচ্ছিলো।

সামান্য ঈর্ষার যে ছায়া সেলিমের মনের উপর পড়েছিলো তা শীঘ্রই অপসারিত হয়ে গেলো। সে দেখলো তার পিতার হাতিটি বনের অপেক্ষাকৃত ঘন গাছপলার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। শেখ সেলিম চিশতির নির্দেশনা মতো তাকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে- ধৈর্য ধরে সবকিছু দেখতে হবে, শিখতে হবে এবং তাহলেই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে। এবং এটি

তার জন্য একটি শুভ ঘটনা যে তার বাবা তাকে শিকারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। হঠাৎ সম্মুখ থেকে আসা চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ পেয়ে সেলিম চট করে হাত বুলিয়ে তার পিঠে থাকা তীর ধনুক ঠিক আছে কি না দেখে নিলো। এবং তারপর তার গাদাবন্দুকটির মসৃণ নলের উপর হাত বুলালো। হ্যাঁ, সে শিকারের জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু পর মুহূর্তে সেলিম অনুভব করলো সম্মুখের হট্টগোল শিকারের প্রস্তুতির তুলনায় বেশি কিছু এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই গোলযোগের মাঝে সে কিছু কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলো, সম্রাট অসুস্থ্য হয়ে পড়েছেন! হেকিমকে ডাক! হঠাৎ দ্রুধাবমান ঘোড়ার খুড়ের শব্দ পাওয়া গেলো এবং সেলিম দেখলো আকবরের দুজন দেহরক্ষী তার সামনে দিয়ে পিছন দিকে ছুটে গেলো যে দিকে ষাড়টানা গাড়িতে রাজ হেকিমরা রয়েছেন।

কি হয়েছে? আমার বাবার কি হয়েছে? সেলিম চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলো কিন্তু এই গোলযোগের মাঝে কেউ তার দিকে মনোযোগ দিলো না। উত্তেজিত সেলিম তার হাওদা টপকে হাতির দেহের পাশে বাঁধা চামড়ার ফালি ধরে কিছুটা নেমে মাটির কাছাকাছি পৌঁছে মাটিতে ঝাঁপ দিলো। তারপর কিছু অশ্বারোহী এবং খেদাড়ের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলো। সে দেখতে পেলো তার পিতার হাতি লংকা হাঁটতে ভর দিয়ে বসে আছে এবং সেটার বিশাল অবয়বের পাশে কিছু লোক মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা একটি দেহকে ঘিরে জড়ো হয়ে আছে। বলপূর্বক ভিড় ঠেলে সে অগ্রসর হলো এবং দেখতে পেলো মাটিতে শুয়ে থাকা মানুষটি আকবর। তাঁর দেহ মাঝে মাঝে খিচুনির কারণে ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে। সেলিম বিস্ফোরিত চোখে দৃশ্যটি অবলোকন করতে

লাগলো এবং নিজের অজান্তেই একটি কথা বার বার বলতে লাগলো, দয়া করো আল্লাহ, এখনই নয়। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যত সংক্রান্ত ভীতির কোনো গুরুত্ব আর তার কাছে রইলো না।

দিশেহারা সেলিম ভীষণ অস্থির বোধ করছে, উত্তেজনায় কখনো সে প্রচণ্ড জোরে তার জিভ কামড়ে ধরেছিলো বুঝতে পারেনি। জিভ কেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে এবং সে এক দলা রক্তাক্ত থুতু ফেললো। সে অসহায় ভাবে তাকিয়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে কল্পনার চোখে সে দেখতে পাচ্ছে মুরাদ এবং দানিয়েল এর পাশে দাঁড়িয়ে সে পিতার শেষকৃত্যানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করছে। সে হামিদা এবং গুলবদনের শোকসন্তপ্ত বিলাপ শুনতে পেলো এবং মায়ের মুখে বাঁকা হাসি দেখতে পেলো, যে তার জনগণের শত্রুর মৃত্যুতে আনন্দিত। আবুল ফজল আকবরের জোব্বার বোতাম গুলি খুলে দিচ্ছিলো, তার আঙ্গুল কাঁপছে। সকলে পিছনে সরে দাঁড়ান, জাহাপনাকে মুক্ত বাতাস পেতে দিন... সে বললো। সেই মুহূর্তে একজন দেহরক্ষী তার ঘোড়ার পিঠে করে একজন হেকিমকে নিয়ে সেখানে পৌঁছালো। উপস্থিত জনতার ভিড় দুভাগ হয়ে হেকিমের আসার পথ করে দিলো।

হেকিম আকবরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো এবং আকবরের হাতটি নিজের হাতে নিয়ে নাড়ি পরীক্ষা করলো। আপনি! কোনো আনুষ্ঠানিক সম্বোধন ছাড়াই সে আবুল ফজলকে লক্ষ্য করে বললো, জাহাপনার পা দুটি স্থির করে ধরুন। এবং আপনি, সে আরেকজন সভাসদকে লক্ষ্য করে বললো, এক টুকরা কাপড় রুমাল যাই পাওয়া যায় ভাঁজ করে সম্রাটের মুখের ভিতর ভরে দিন তা না হলে ওনার জিভে কামড় লাগতে পারে।

হেকিম, আমি আমার বাবার জন্য কি করতে পারি? সেলিম জিজ্ঞাসা করলো। হেকিম তার দিকে তাকালো। কিছু না, হেকিম সংক্ষেপে বললো এবং আবার আকবরের দিকে ঘুরলো। সেলিম এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীদের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগলো। যদি কোনো সাহায্য করতে না পারে তাহলে এখানে থাকার কোনো অর্থ নেই।

মাত্র আধ ঘন্টা আগে ভোরের যে সূর্য একটি ক্রীড়াপূর্ণ দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো বর্তমানে বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া তার আলো নির্দয় এবং নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছে। সেলিম নিচু হয়ে জন্মে থাকা ঝোঁপঝাড়ের মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এগিয়ে চললো। একটি খালি জায়গায় এসে সে থামলো এবং তার ইন্দ্রিয় তাকে সতর্ক করলো গাছের শাখার মধ্য দিয়ে একজোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেটা ছিলো একটি কম বয়সী হরিণ, সেটার শিংগুলি ফ্যাকাশে বাদামি রঙের। ধীরে সেলিম তার পিঠে ঝুলে থাকা ধনুকের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে থেমে গেলো। কি লাভ? ইতোমধ্যে পৃথিবীর বুকে কারণে অকারণে বহু মৃত্যুই তো সংঘটিত হয়ে চলেছে।

এক মুহূর্ত পর হরিণটি অদৃশ্য হলো। সেলিম ঝোঁপ ঝাড় পেরিয়ে সেটির চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলো এবং ফিরতি পথ ধরলো। তার পিতার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেনো তাকে এর মুখোমুখী হতে হবে। সে একটি নির্বোধ জানোয়ারের মতো জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে পারবে না এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তার অনুপস্থিতি সকলের নজর কাড়বে। কারণ যুবরাজদের আপন মনে নিরুদ্দেশ হওয়ার রেওয়াজ নেই। কিন্তু ফিরে গিয়ে কি দেখবে সে কথা ভেবে তার মনে কিছুটা ভীতি সৃষ্টি হলো। দূর থেকে সেলিম দেখলো

হেকিম দাঁড়িয়ে কিছু বলছেন এবং তাকে ঘিরে থাকা আকবরের সভাসদ এবং শিকার সঙ্গীরা তার বক্তব্য শুনছেন। কিন্তু বাবা কোথায়? সেলিম সবেগে দৌড় দিলো।

সেলিম ওদের কাছে পৌঁছে আতঙ্কের সঙ্গে চারদিকে তাকাতে লাগলো এবং দেখলো তার বাবা একটি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন, আবুল ফজল তার মুখে একটি পানির পাত্র ধরে রেখেছে। দেহরক্ষীরা তাকে ঘিরে রেখেছে, সেলিম তাঁদের ব্যূহ ভেদ করে বাবার কাছে ছুটে গেলো। বাবা.... পিতাকে জীবিত অবস্থায় দেখে সে স্বস্তিতে ফোঁপাচ্ছে। আকবরকে সামান্য ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে এবং তার লম্বা চুল এলোমেলো হয়ে আছে, এছাড়া আর কোনো পরিবর্তন বোঝা গেলো না।

দুঃশ্চিন্তার কিছু নেই। আমি দিব্যদৃষ্টিতে কিছু দেখেছি-আল্লাহ্র সঙ্গে আমার সরাসরি যোগাযোগ হয়েছে। তখন আমার সারা দেহ আনন্দে কাঁপছিলো এবং আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন আমাকে কি করতে হবে। আমি শিকার স্থগিত করছি এবং এই মুহূর্তে ফতেহপুর শিক্রিতে ফিরে যাবো। সেখানে আমার জনগণের কাছে আমাকে একটি ঘোষণা দিতে হবে। এখন তুমি যাও, আমাকে বিশ্রাম নিতে দাও।

সেলিম সরে এলো, তার মনে হলো বাবা তাকে রূঢ়ভাবে উপেক্ষা করেছেন। তার বাবা যদি কোনো ঐশ্বরিক বাণী লাভ করেই থাকেন তাহলে সে বিষয়ে তাকে জানাচ্ছেন না কেনো? তিনি কি তাকে বিশ্বাস করছেন না? পিছন ফিরে সে দেখলো যে মানুষটিকে সে কিছুক্ষণ আগে মৃত্যুর নিকটবর্তী ভেবেছিলো তিনি আবুল ফজলের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছেন এবং অনুভব করলো এতোক্ষণ সে যে উদ্বেগ বোধ করেছে তা ঘৃণায়

রূপান্তরিত হচ্ছে। তার নিজের উপর রাগ হচ্ছিলো কিন্তু আরো বেশি রাগ হচ্ছিলো আকবরের উপর।

*

ফতেহপুর শিক্রির এই মহান মসজিদে আমি আপনাদের সবাইকে তলব করেছি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রদান করার জন্য।

আকবরের পরনে স্বর্ণের সুতায় বোনা পোশাক এবং মাথায় চুনি পাথরের নিচে আটা তিনটি সাদা সারসের পালক বিশিষ্ট পাগড়ি। তিনি উপস্থিত উলামাবৃন্দ, সভাসদ এবং সেনাপতিদের উপর নজর বুলালেন। তাঁদের মধ্যে সেলিমও দাঁড়িয়ে ছিলো, সে জালির আড়ালে অবস্থিত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের দিকে এক পলক তাকালো। সেখানে হামিদা এবং গুলবদন বসে আছেন এবং আকবরের বক্তব্য শুনছেন। বাবা কি বলতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে কি তাদের কোনো ধারণা রয়েছে? তার নিজের নেই। আকবর শিকার থেকে ফেরার পর গত তিন দিন ধরে রাজপ্রাসাদ নানা গুজবে ছেয়ে গেছে। সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আকবর নিজের ব্যক্তিগত কক্ষে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তিনি কেবল আবুল ফজলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন এবং দুই বার শেখ মোবারকের সঙ্গে দেখা করেছেন। গুজব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কেউ কেউ দাবি করছে আকবর নিজেকে খ্রিস্টান বলে ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন।

কয়েক দিন পূর্বে অসীম কল্যাণের প্রতীক ঈশ্বর আমার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তার ইচ্ছা আমাকে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন তিনি আমাকে এই কারণে নির্বাচন করেছেন যে অন্য পয়গম্বরদের মতো আমিও পড়তে জানি না এবং আমার মন তাঁর নির্ভেজাল বাণী শ্রবণ করার জন্য যথেষ্ট উন্মুক্ত এবং নমনীয়। তিনি আমাকে আরো বলেছেন একজন প্রকৃত শাসকের উচিত ঐশ্বরিক বিধি বিধান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব অন্যদের উপর ন্যস্ত না করে নিজের কাঁধে নেয়া। আজ শুক্রবার, আমাদের সাপ্তাহিক প্রার্থনার দিন। অতীতে আমি একজন ইমামকে দায়িত্ব প্রদান করেছি বেদীতে দাঁড়িয়ে প্রার্থনায় নেতৃত্ব দান করার জন্য এবং খুতবা পাঠ করার জন্য। কিন্তু বর্তমানে ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করার জন্য আপনাদের সামনে উপস্থিত থেকে আমাকেই খুতবা পাঠ করতে হবে।

উপস্থিত জনতার মুখ থেকে উচ্চারিত বিস্ময়সূচক ধ্বনি এবং কোলাহলের মধ্যে আকবর গোলাপ কাঠের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে মার্বেল পাথরের বেদীতে উঠে গেলেন। তারপর তাঁর গভীর ছন্দময় কণ্ঠে খুতবা পাঠ করতে লাগলেন। এক সময় তিনি তার খুতবার চরম পর্যায়ে পৌঁছলেন এবং তাঁর কণ্ঠ থেকে চূড়ান্ত কথাগুলি বের হয়ে এলো, মহামান্য সম্রাটের মঙ্গল হোক! আল্লাহ্ আকবর!

সেলিম বিস্ময়ে তীব্র ঝাঁকি খেলো। আল্লাহ্ আকবর এর অর্থ আল্লাহ্ মহান, কিন্তু তার পিতার বক্তব্যের এমন অর্থও হয় যে আকবর আল্লাহ্। তার পিতা কি নিজেকে কোনো প্রকারে ঈশ্বর বলে দাবি করছেন? সে তার আশে পাশে উপস্থিত সকলকে বিস্ময়সূচক বাক্য বিনিময় করতে শুনলো। কিন্তু সামনে তাকিয়ে সে দেখতে পেলো তার পিতা শান্ত

চিত্তে নিজের অনিশ্চিত বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি সকলকে নীরব হওয়ার জন্য হাত তুলে ইশারা করলেন এবং চারিদিকে নীরবতা নেমে এলো। আমি আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ধর্ম উপদেষ্টা শেখ মোবারককে একটি দলিল প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিয়েছি যাতে আমার সাম্রাজ্যের সকল ওলামাবৃন্দ দস্তখত করবেন। এই দলিলে উল্লেখ থাকবে এখন থেকে ধর্ম সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের ব্যাখ্যা দানে তারা নয়-বরং আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

সেলিম লক্ষ্য করলো শেখ আহমেদ এবং অন্যান্য মাওলানারা অকবরের বক্তব্যের অর্থ- তিনি ঐশ্বরিক বিষয়ে যে কোনো মাওলানার তুলনায় অধিক জ্ঞান ধারণ করেন-এমন উপলব্ধি করে পরস্পরের দিকে আহত দৃষ্টি বিনিময় করলো। ইংল্যান্ডের রাজার মতোই, আকবর এখন কেবল তার রাজ্যের সম্রাটই নন বরং প্রধান ধর্মীয় নেতাও। সেই মুহূর্তে আকবরের মুখে সামান্য হাসি দেখা গেলো এবং সেলিম তার পিতার প্রতি নতুন করে কিছুটা সম অনুভব করলো। সে আরো অনুভব করলো প্রতিদিন সে তার পিতাকে আরেকটু বেশি করে বুঝতে পারছে।

১৭. জ্বলন্ত মশাল

জাহাপনা, জেসুইট ফাদার এ্যান্টোনিও মনসেরেট আপনার সঙ্গে জরুরি সাক্ষাৎ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

আকবর তুহিন দাশের অঙ্কিত নতুন একটি ভবনের নকশা থেকে মুখ তুলে তাকালেন, তিনি এবং আবুল ফজল সেটি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সেলিম তার মুখে বিরক্তির ভাব দেখতে পেলো। দরবারে এমন কথা শোনা যাচ্ছিলো যে জেসুইটরা ক্রমশ উদ্ধত এবং দাম্ভিক হয়ে উঠছে। আকবর তাদের যতোকিছুই করার অনুমতি দিচ্ছিলেন মনে হচ্ছিলো তারা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারছিলো না। তারা তাদের সাধু দিবসে ফতেহপুর শিক্রির রাস্তায় বড় একটি কাঠের ক্রুশ নিয়ে এবং হাতে মোমবাতি নিয়ে দলবদ্ধ ভাবে শোভাযাত্রা করছে, উপাসনালয় তৈরি করেছে এবং আগ্রাসীভাবে হিন্দুস্তানীদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছে। এমনকি তারা আকবরের কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ করেছে যাতে ফাদার এ্যান্টোনিওকে তাঁর পুত্র মুরাদের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ভদ্রতাবশত আকবর তা অনুমোদনও করেছেন।

সে কি বলতে চায়?

সেটা তিনি বলেননি, জাঁহাপনা, কেবল বলেছেন বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি।

ঠিক আছে। আমি তার সঙ্গে এখানেই দেখা করবো।

সব সময়ের মতো এখনো সেলিম তার পিতার সহ্যক্ষমতা দেখে অবাক হলো। আর কোনো প্রজা সে যতোই ক্ষমতাবান হোক না কেনো এতো ঘন ঘন কিছুর জন্য আকবরকে বিরক্ত করার সাহস পাবে না। সেলিম অপেক্ষা করলো দেখার জন্য বাবা তাকে চলে যেতে বলেন কি না, কিন্তু আকবর ইশারায় তাকে থাকতে বললেন।

জেসুইট পাদ্রীটি সেখানে প্রবেশ করলো। সে সংক্ষিপ্ত অভিবাদন জানালো এবং আকবর কিছু বলতে পারার আগেই ব্যগ্রভাবে তার বক্তব্য শুরু করে দিলো। জাহাপনা, আমি আজ এমন একটি কথা শুনলাম যা বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনার একজন মাওলানা শেখ মোবারক বললেন আপনি নাকি একটি নতুন ধর্ম সূচনা করতে যাচ্ছেন!

তুমি যা শুনেছো তা সত্যি। আগামী শুক্রবারের জুম্মার সময় আমি আমার প্রজাদের কাছে এই নতুন ধর্ম দীন-ই-ইলাহী অর্থাৎ ঈশ্বরের ধর্ম বিষয়ে ঘোষণা দিতে যাচ্ছি যা আমার সাম্রাজ্যের সর্বত্র বলবৎ হবে।

এতো ঈশ্বরদ্রোহীতা! ফাদার এ্যান্টোনিওর ডিম্বাকৃতি চোখ দুটি কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো।

সতর্ক হয়ে কথা বলো জেসুইট। তোমরা এতোদিন আমার প্রশ্রয় এবং ধৈর্যের নমুনা ছাড়া আর কিছু প্রত্যক্ষ করোনি। কিন্তু বিনিময়ে তোমরা সংকীর্ণ অসহিষ্ণুতা ব্যতীত আর

কি প্রচার করতে পেরেছো? তোমার কাছ থেকে তোমাদের ধর্ম বিষয়ে যা কিছু এতোদিন জেনেছি তাতে আমার মনে হয়নি ক্যাথলিক ধর্ম অন্য ধর্মগুলির তুলনায় অধিক প্রশংসনীয় কিছু ধারণ করে। অবশ্য কোনো একক ধর্মকেই সত্যতা এবং পবিত্রতার দিক থেকে আমার কাছে নিরঙ্কুশ ভাবে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়নি। এমনকি আমার নিজ ধর্ম ইসলামও নয়। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সকল ধর্মের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ সেসব বিষয় এক সঙ্গে জুড়ে একটি নতুন ধর্ম সৃষ্টি করার। এতে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং ইসলাম এই সকল ধর্মের নির্যাস একত্রিত থাকবে।

আপনার এই পরিকল্পনার মাঝে ঈশ্বরের অবস্থান কোথায়-আপনার ডান হাতে, নাকি তাকে আপনি সেই সুযোগও দিতে চান না? মনে হলো ক্ষোভের যন্ত্রণায় জেসুইটটির দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ঈশ্বর আমাকে দীন-ই-ইলাহীর মূল প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করেছেন এবং পৃথিবীর বুকে আমি তার ছায়া হিসেবে ভূমিকা পালন করবো, আকবর শান্ত কণ্ঠে বললেন। আমি ঈশ্বরকে প্রতিস্থাপন করতে চাই না কারণ তাহলে সত্যিই ঈশ্বরদ্রোহীতা সংঘটিত হবে।

আপনি যদি আপনার এই পথভ্রষ্ট নির্বুদ্ধিতা অব্যাহত রাখেন তাহলে আমি এবং আমার সঙ্গী পাদ্রীগণ আপনার রাজসভা ত্যাগ করবো। আমি পরিতাপের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমি আর আপনার পুত্র যুবরাজ মুরাদের শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারবো না।

তোমাদের ইচ্ছা হলে তোমরা চলে যেতে পারো। তোমাদের রুদ্ধ মন আমাকে হতাশ করেছে। এখন আমি ভাবছি তোমার মতো লোকদেরকে ভবিষ্যতে আমি আমার সাম্রাজ্যে পা রাখার অনুমতি দেবো কি না। আমাকে যদি আরো চটাও তাহলে আমি তোমার ইউরোপীয় অনুগামীদের আমার সাম্রাজ্যে গড়ে তোলা বাণিজ্যবসতি উচ্ছেদ করবো।

সত্যের আলোকে আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং আপনি নিজেকে যতোটা মহান ভাবেন তার থেকেও মহত্ত্বম কারো কাছে আপনাকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। ফাদার এ্যান্টোনিওর মুখ থেকে যেনো সত্যিকার বিষ উদগিরণ হলো। তারপর সে সামান্য কুর্ণিশ করলো এবং ঘুরে গটমট করে হেঁটে খোলা দরজা পথে প্রহরীদের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

সেলিম দেখলো তার বাবা এবং আবুল ফজল পরস্পরের মধ্যে কৌতুক মিশ্রিত হাসি বিনিময় করলো। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তারা পাদ্রীর প্রতিক্রিয়া কি হবে তা আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। সেলিমের নিজের মনেও একাধিক প্রশ্নের আগুন জ্বলছিলো এবং সে প্রথম বারের মতো তা প্রকাশ করতে ভয় পেলো না। কেনো তুমি এই নতুন ধর্ম প্রবর্তন করতে চাচ্ছ। বাবা? এতে কি উলামাবৃন্দ ক্ষুব্ধ হবেন না? সে বললো।

সেলিমের প্রশ্নের উত্তর দিলো আবুল ফজল। উলামাগণ যা খুশি ভাবুক। এটি একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। ইতোমধ্যে মহামান্য সম্রাট তার রাজ্যের ইসলাম ধর্ম বিষয়ক প্রধান হয়েছেন কিন্তু তার প্রজারা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী। দীন-ই-ইলাহী ধর্মটি সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং প্রত্যেকে তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম বজায় রেখেও এই ধর্ম অনুসরণ করতে

পারবে। ফলে এই ধর্মটি প্রবর্তন করার মাধ্যমে আমাদের স্মাট সকল প্রজার কাছে তাঁদের নিজেদের একজন বলে স্বীকৃত হবেন তিনি আর তার পিতা বা পিতামহের মতো বিদেশী হানাদার বলে বিবেচিত হবেন না। দীন-ই-ইলাহী, হিন্দু ধর্মের পুনর্জন্ম এবং পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়াই বিশ্বাসীর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য, এমন বিশ্বাসকে ধারণ করবে। সব কিছুর উপরে এই ধর্ম মানুষকে দয়া, সহানুভূতি, সহনশীলতা এবং সকল জীবের প্রতি সম্মানবোধ শিক্ষা দেবে। ফলে মানুষের আধ্যাত্মিক সত্যের অনুসন্ধানের প্রয়াস সহজ হবে এবং একই সাথে মোগল সাম্রজ্যের বুনিয়াদও শক্ত হবে।

সেলিমের প্রশ্নের উত্তর দানে আবুল ফজলের ভূমিকায় সন্তুষ্ট হয়ে ইতোমধ্যে আকবর তুহিন দাশের নকশার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। তাই তিনি খেয়াল করলেন না তার পুত্র আবুল ফজলের বক্তব্য পুরোপুরি সমর্থন করতে না পেরে কুটি করছে। সেলিমের মনে হলো এটি একটি অনিশ্চিত পদক্ষেপ। এই নতুন আধ্যাত্মিক বিশ্বাস যতো সহজে মানুষকে বিদ্রোহী করে তুলতে পারে, অনুরূপভাবে কি তাদের মধ্যে মোগল শাসকদের প্রতি মৈত্রীর মনোভাব সৃষ্টি করতে পারবে?

*

জাহাপনা, একজন রাজ বর্তাবাহক খবর এনেছে যে, দূরের এক গ্রামে এক বিধবাকে জীবন্ত অবস্থায় তার মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় দাহ করা হবে আজ সূর্যাস্তের সময়। মৃত ব্যক্তিটি সেই গ্রামের প্রধান ছিলো। আপনি আদেশ দিয়েছিলেন এ ধরনের সব ঘটনা তাৎক্ষণিক ভাবে আপনাকে জানানোর জন্য।

গ্রামটি কোথায় অবস্থিত?

এখান থেকে দশ মাইল উত্তরে।

আমি পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছি এ ধরনের বর্বর ধর্মীয় রীতি আমি বরদাস্ত করবো না। তারা আমার আদেশ অমান্য করার সাহস কীভাবে পেলো? আমি নিজে সেখানে যাবো। আমার ঘোড়া প্রস্তুত করো এবং দেহরক্ষীদের আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে বলো।

সেলিম তার পিতাকে জনসম্মুখে এতো ক্রুদ্ধ হতে কাদাচিৎ দেখেছে। আকবর তার পরিচারকদের সাহায্যের অপেক্ষা না করে নিজেই তার রেশমের জোব্বাটি খুলে ফেললেন ভ্রমণের পোশাক পড়ার জন্য।

তুমিও আমার সঙ্গে চলো সেলিম। এটা তোমার জন্য একটি মূল্যবান শিক্ষা হবে। সতীদাহ ছাড়া হিন্দু প্রজাদের অন্যসব ধর্মীয় আচারের বিষয়ে আমি তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই জানো সতীদাহ কি, তাই না? হিন্দুরা এই বিধবাদের বলে ভালোবাসা ও সাহচর্যের জ্বলন্ত মশাল কিন্তু বাস্তবে তারা বর্বরতার শিকার। পারিবারিক মর্যাদা রক্ষা করা সম্পর্কে এক বিকৃত ধারণা থেকে স্বামীর আত্মীয় স্বজনেরা বিধবাদের বলপূর্বক মৃত স্বামীর সঙ্গে অগ্নিদগ্ধ করে। আকবরের মুখমণ্ডল কঠোর দেখালো। আমি আল্লাহকে এই জন্য ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের ধর্মে এ ধরনের কোনো নিয়ম প্রচলিত

নেই। মোগলদের জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করা সবচেয়ে গর্বের বিষয়। আমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি কি আছে যে যুদ্ধ ময়দানের পরিবর্তে নিজ বিছানার গৌরবহীন মৃত্যু বেছে নেবে? কিন্তু আমাদের কারো মৃত্যুর পর আমাদের স্ত্রীরা যদি আত্মহত্যা করে তাকে কি আমরা যুদ্ধ ময়দানে মৃত্যুর মতো গৌরবের মনে করবো? তুমি কি আমার সঙ্গে একমত সেলিম? সেই মুহূর্তে আকবরের পরিচারকগণ তাঁকে জোব্বা এবং পালুন পড়ান শেষ করে তার পেশীবহুল কোমরে কোমর বন্ধনী বাঁধছিলো।

সেলিম সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো। কিন্তু সেলিম তার বাবার কাছে প্রকাশ করলো না যে সতীদাহের বিষয়টি একাধারে তার মনে বিতৃষ্ণা এবং রোমাঞ্চ উভয়ই সৃষ্টি করে। অল্প কয়েক দিন আগে তার সমবয়সী এক বালক গুটিবসন্ত হয়ে দুদিনের মধ্যেই মারা গেছে। সেলিমের মতো একজন অল্প বয়সী ছেলের জন্য মৃত্যুর মতো বিষয় কিছুটা দুর্বোধ্য। এই রহস্যের জন্যই হয়তো ব্যাপারটি কিছুটা অসুস্থ্য রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে। আধো অপরাধবোধ সম্পন্ন কৌতূহল নিয়ে সে বিধবাদের চিতায় দাহকালীন আর্তচিৎকারের কাহিনী শুনেছে বহুবার। সে এমন গল্পও শুনেছে যে চুলে এবং পড়নের কাপড়ে আগুন লেগে যাওয়া এক বিধবা পালাতে চেষ্টা করে কিন্তু তার স্বামীর আত্মীয়রা পুনরায় তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে।

জলদি করো সেলিম। আমরা সেখানে সময় মতো পৌঁছাতে পারলে হয়তো বিধবাটিকে বাঁচাতে পারবো।

ফতেহপুর শিক্রি থেকে বেরিয়ে পিতা ও পুত্র পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তাঁদের সম্মুখে চারজন অগ্রদূত শিঙ্গা বাজানোর মাধ্যমে সতর্ক সংকেত দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করছে এবং পেছন থেকে দেহরক্ষীরা তাঁদের অনুসরণ করছে। পিতার সঙ্গী হতে পেরে সেলিম গর্ব বোধ করছে, সেইসঙ্গে এই অভিযানের অভূতপূর্ব রোমাঞ্চের স্বাদ তার পেটের মধ্যে অদ্ভুত এক অনুভূতি সৃষ্টি করছে।

এটা মার্চের শেষের দিকের এক উষ্ণ দিন এবং তখন মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গেছে। ঘোড়ার খুরের আঘাতে রৌদ্রতপ্ত উষ্ণ ভূমি থেকে ফ্যাকাশে ধূলো উড়ছে। তির্যক দৃষ্টিতে পরিচ্ছন্ন নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে সেলিম দেখতে পেলো সূর্য তখনো অনেক উপরে রয়েছে। শেষকৃত্য যদি সূর্যাস্তের সময় সম্পন্ন হয় তাহলে তাদের হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে। কিন্তু আকবরের মাঝে ছোটার গতি কমানোর কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। তার বাদামি রঙের স্ট্যালিয়নটির শরীর ঘামে ভিজে গেছে এবং সেলিম লক্ষ করলো তার নিজের ঘোড়াটিরও একই অবস্থা। যুদ্ধ যাত্রা করার সময় কি এরকমই পরিস্থিতি হয়? সেলিম ভাবলো। যুদ্ধের বিষয়ে সেলিমের কোনো অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু সে এ বিষয়ে ভীষণ কৌতূহলী।

এই মুহূর্তে তারা একটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরের উঠছে যা সামনের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে এবং এঁকে বেঁকে চূড়ার দিকে অগ্রসর হয়েছে। সেটি একটি সমতল চূড়া বিশিষ্ট পাহাড়। সেখানে সেলিম কিছু সাধারণ ভাবে নির্মিত ঘর দেখতে পেলো। আরো দূরে বাদামি ধোয়ার রেখা দেখা গেলো।

সেলিম আকবরের চিৎকার শুনতে পেলো, ওরা আমাদের আগমনের খবর জেনে গেছে এবং তরিঘড়ি করে চিতায় আগুন জ্বালিয়েছে। এর জন্য ওদের কঠিন শাস্তি পেতে হবে। পিতার দিকে তাকিয়ে সেলিম দেখলো তার দৃঢ় চোয়াল বিশিষ্ট মুখটি ক্রোধ এবং হতাশায় শক্ত হয়ে উঠেছে। ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকা ঘোড়া গুলিকে তারা যখন পাহাড় চূড়ার দিকে ছুটালো, আকবর তাঁর লোকদের চিৎকার করে বললেন, জলদি করো। সময় নষ্ট করা যাবে না।

পাহাড়ের শীর্ষে পৌঁছে সেলিম দেখতে পেলো তারা একটি মালভূমিতে উপস্থিত হয়েছে। তাঁদের বাম পাশে একগুচ্ছ মাটির ইটে তৈরি ঘর যার মাঝখানে একটি কুয়া রয়েছে এবং ডান পাশে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের একটি বাড়ি, যদিও সেটি একতলা কিন্তু নিচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এটা সম্ভবত গ্রাম-প্রধানের বাসস্থান। সেখানে একটি নিম গাছের নিচে একটি দড়ির চারপায়াতে দুটি শিশু ঘুমিয়ে আছে। চারপায়াটির পাশে মাটিতে একটি কুকুরের ছানা শুয়ে আছে। সেখানে আর কোনো মানুষ জন নেই। তবে সেলিম দেখলো সেখান থেকে তিন চারশ গজ দূরে মেটে বর্ণের পোশাক পরিহিত কিছু সংখ্যক মানুষ জড়ো হয়ে আছে। তাদের সামনে জ্বলন্ত চিতা থেকে ঘন কালো ধোয়া উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে।

আকবর তার ঘোড়াটির পাঁজরে জোরে লাথি মেরে চিৎকার করে উঠলেন, এগিয়ে চলো সবাই! কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারা ছোট খাট ঝোঁপ জঙ্গল পেরিয়ে একটি খোলা জায়গায় এসে উপস্থিত হলো, যেখানে ইতোমধ্যেই কাঠ সাজিয়ে উঁচু করে বানানো চিতার চারপাশে উত্তম ভাবে আগুন ধরে গেছে। চিতার শীর্ষে একটি সাদা মসলিন জড়ানো

মৃতদেহ শোয়ানো রয়েছে যাতে এখনো আগুন লাগেনি। দুই জন লোক বারে বারে সামনে ঝুঁকে পাত্র থেকে ঘি অথবা তেল জাতীয় কিছু মৃতদেহটির উপর ছিটিয়ে দিচ্ছিলো। হলুদ বর্ণের সেই তরল আগুনের সংস্পর্শে এসে ছ্যাত ছ্যাত শব্দে জ্বলে উঠছিলো। সেই মুহূর্তে মৃতদেহটির গায়ে পেচানো কাপড়ে আগুন ধরলো এবং তাজা মাংস পোড়ার গন্ধ সেলিমের নাকে এলো। চিতাটির দশ গজের মধ্যে পৌঁছে আকবর তার ঘোড়া থামালেন। উপস্থিত ভিড়টি এতো বেশি মনোযোগ দিয়ে চিতাটি প্রত্যক্ষ করছিলো যে আগত অশ্বারোহীদের ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ধীরে হলো।

চিতাটি ঘিরে ফেলো, আকবর তার দেহরক্ষীদে চিৎকার করে আদেশ দিলেন। ভিড়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে তিনি কঠোর স্বরে জানতে চাইলেন, তোমাদের নেতা কে? আকবর হিন্দিতে কথা বললেন যা এখানকার আঞ্চলিক ভাষা। তিনি হিন্দি এবং ফার্সীতে সমান দক্ষ।

আমি, আগুনে যে দুজন লোক তেল ছুড়ছিলো তাদের একজন জবাব দিলো। আমরা আমার পিতার মরদেহ দাহ করছি, তিনি এই গ্রামের প্রধান ছিলেন। আমি তার বড় ছেলে সঞ্জীব।

তুমি কি জানো আমি কে?

না, জনাব। সঞ্জীব মাথা নাড়লো। তবে সেলিম লক্ষ্য করলো সঞ্জীব ধীরে আকবরের ঘোড়ার জাঁকজমকপূর্ণ সাজসজ্জা এবং এর আরোহীর পোশাক এবং গলা ও হাতের রত্ন

গুলি পর্যবেক্ষণ করে তার মর্যাদা বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর সে সশস্ত্র রক্ষীদেরও পর্যবেক্ষণ করলো এবং ভীতির পরিবর্তে তার বসন্তের দাগ সমৃদ্ধ কুৎসিত চেহারায় বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়লো।

আমি তোমাদের সম্রাট। আমি খবর পেয়েছি তোমাদের এখানে একজন বিধবাকে জীবন্ত অবস্থায় তার মৃত স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারার আয়োজন করা হচ্ছে। বিষয়টি কি সত্যি?

সঞ্জীব আবারও মাথা নাড়লো, তবে এক মুহূর্তের জন্য সে কাছাকাছি অবস্থিত খড়ের তৈরি একটি কুড়ে ঘরের দিকে তাকালো। আকবরও তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীদের ইশারা করলেন ঘরটি তল্লাশী করার জন্য। কয়েক মুহূর্ত পর একজন রক্ষী একটি অল্পবয়সী সাদা শাড়ী পড়া অচেতন মেয়েকে কোলে করে এনে আকবরের সামনে মাটিতে শুইয়ে দিলো। সেলিম দেখলো মেয়েটির চোখ দুটি ভোলা কিন্তু কি ঘটছে তা বুঝতে পারছে বলে মনে হলো না।

কেউ ওর জন্য একটু পানি নিয়ে এসো। আকবর আদেশ দিলেন। গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে একটি বালক দৌড়ে মাটির পাত্রে করে সামান্য পানি নিয়ে এলো। আকবর ঘোড়া থেকে নেমে ছেলেটির হাত থেকে পানির পাত্রটি নিলেন তারপর মেয়েটির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার মুখে পাত্রটি কাত করে ছোঁয়ালেন। প্রথমে কিছু পানি তার গাল গড়িয়ে পড়ে গেলো কিন্তু তারপর সে তার মাথাটি সামান্য সোজা করে পানি পান করতে লাগলো। সেলিম ঝুঁকে তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো চোখের মণি দুটি সম্প্রসারিত হয়ে অনেক বড় আকার ধারণ করেছে।

এই মেয়েটি কে? এক্ষুনি জবাব দাও নইলে আল্লাহর কসম আমি এই মুহূর্তে ধর থেকে তোমার গর্দান নামিয়ে দেবো! আকবর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন।

সঞ্জীব হাত কচলালো। ও আমার পিতার বিধবা স্ত্রী শকুন্তলা-আমার আসল মা মারা যাওয়ার এক বছর পরে আমার পিতা ওকে বিয়ে করে এবং এখন থেকে তিন মাস আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ওর বয়স কত?

পনেরো জাহাপনা।

তুমি তাকে মাদক দিয়ে নেশাগ্রস্ত করেছে, তাই না?

আমি ওকে ওপিয়ামের গুলি সেবন করিয়েছি। আপনি বুঝবেন না জাঁহাপনা। কারণ আপনি হিন্দু নন। পরিবারের মর্যাদা রক্ষার জন্য একজন বিধবার দায়িত্ব নিজ স্বামীকে জ্বলন্ত চিতা পর্যন্ত অনুসরণ করা...আমি ওর কষ্ট কমানোর জন্য ওকে মাদক দিয়েছি।

তুমি ওকে মাদক দিয়েছে যাতে চিতার আগুনে তুমি ওকে নিক্ষেপ করার সময় সে প্রতিবাদ না করে।

মেয়েটি তখন উঠে বসেছে এবং বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাচ্ছে। তার পেছনে অবস্থিত চিতার আগুন আরো উঁচুতে লাফিয়ে উঠছে, কাঠ ফাটার শব্দ হচ্ছে এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে আসছে। সুগন্ধি তেল এবং ঘি সহ মাংস পোড়ার ফলে অত্যন্ত ঝাঁঝালো গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ সে কোথায় রয়েছে এবং কি ঘটছে বুঝতে পেরে শকুন্তলা কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে চিতার দিকে ঘুরলো। চিতার মাঝখানে তখন তার মৃত স্বামীর দেহটি মশালের মতো জ্বলছে। শকুন্তলার আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থাতেই মৃতদেহের মাথাটি সশব্দে ফাটলো এবং একে অনুসরণ করে কিছু ভাজা হওয়ার ছ্যাত ছ্যাত শব্দ পাওয়া গেলো-বোঝা গেলো মগজ ভস্মীভূত হলো।

সঞ্জীব ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে তাকালো, মুহূর্তের জন্য সে আকবর এবং তার সফরসঙ্গী অথবা নিশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রামবসীদের উপস্থিতির কথা ভুলে গেলো। তোমার স্বামীকে গ্রাস করা ঐ আগুনে নিজেকে সমর্পণ করা তোমার পবিত্র দায়িত্ব। আমার নিজের মা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি তাই করতেন এবং এর জন্য তিনি গর্ববোধ করতেন। তুমি আমাদের পরিবারের সুনামের উপর কালিমা লেপন করছে।

ও নয়, তুমি একটি জঘন্য অপরাধ করতে যাচ্ছিলে। আমি আমার সমগ্র রাজ্যে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেছি, বিধবা নিজে মৃত্যুবরণ করতে রাজি হোক অথবা না হোক। আমি এধরনের বর্বর কাজ বরদাস্ত করবো না। আকবর মেয়েটির দিকে ফিরলেন। তুমি এখানে থাকলে তোমার জীবন ঝুঁকির মধ্যে থাকবে। আমি আকবর, তোমার সম্রাট। আমি তোমাকে এই সুযোগ দিচ্ছি যে, তুমি যদি চাও তাহলে আমার সঙ্গে আমার

রাজপ্রাসাদে আসতে পারো। সেখানে তুমি আমার হেরেমে পরিচারিকা হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাবে। তুমি কি রাজি আছো?

জ্বী জাহাপনা, মেয়েটি উত্তর দিলো। এর আগে সে বুঝতে পারেনি আকবর কে এবং সেলিম লক্ষ্য করলো মেয়েটি তার বাবার চোখে চোখে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না।

এবারে তোমাকে নিয়ে আমি কি করবো শোনো, আকবর সঞ্জীবের দিকে তাকালেন, তার চেহারায় কিছুটা অবজ্ঞার ভাব বিরাজ করছিলো। তোমার ধর্মে যদি এমন নিয়ম থাকতো যে পিতার সঙ্গে তোমাকেও চিতার আগুনে জ্বলতে হবে তাহলে কি তুমি স্বেচ্ছায় জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে? আমার মনে হয় না। রক্ষী, ওকে ধরে চিতার কাছে নিয়ে যাও।

সঞ্জীবের বসন্তের দাগবিশিষ্ট মুখটি হঠাৎ ঘামে ভিজে তেলতেলে হয়ে উঠলো এবং সে ঘন ঘন শ্বাস নিতে শুরু করলো। জাহাপনা, দয়া করুন.... সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলো যখন দুজন রক্ষী দুদিক থেকে তাকে শক্ত করে ধরে আগুনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। তার গড়ন এতো হালকা পাতলা যে রক্ষীরা তাকে সহজেই একগুচ্ছ খড়ের মতো আগুনে ছুঁড়ে দিতে পারে, সেলিম ভাবলো।

এবার আকবর এগিয়ে গেলেন। ওর কাঁধের কাছটা শক্ত করে ধরে রাখো, তিনি আদেশ দিলেন। আমরা এখন দেখবো যে বেদনা সে অন্য একজনকে দিতে চেয়েছিলো তা সে নিজে কীভাবে সহ্য করতে পারে।

তারপর সঞ্জীবের ডান হাতটি কনুই এর ঠিক উপরে ধরে আকবর তার হাতের অগ্রভাগটি আগুনে প্রবেশ করালেন। সঞ্জীবের গগন ভেদী চিৎকারে চারদিক প্রকম্পিত হলো। সে সর্বশক্তিতে আকবরের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইলো কিন্তু তিনি ইস্পাতদৃঢ় মুষ্ঠিতে তার হাতটি আরো একটু সময় আগুনের মধ্যে ধরে রাখলেন। সঞ্জীবের ক্রমাগত উচ্চ হতে থাকা আর্তনাদ এবারে পশুর চিৎকারের মতো শোনালো। বিধবা মেয়েটি পর্যন্ত এই দৃশ্য আর সহ্য করতে পারছিলো না।

হঠাৎ সঞ্জীব অজ্ঞান হয়ে গেলো এবং আগুনে কাঠ পোড়র শব্দ ছাড়া চারদিকে আর কোনো শব্দ রইলো না। সঞ্জীবের নিস্তেজ দেহটিকে দুহাতে ধরে আকবর আগুনের কাছ থেকে সরিয়ে আনলেন। তার ডান হাতটি মারাত্মকভাবে পুড়ে গেছে। তিনি পোড়া হাতটি কয়েক মুহূর্ত উঁচু করে ধরে রাখলেন যাতে উপস্থিত সকলে সেটা ভালো মতো দেখতে পারে, তারপর সঞ্জীবের দেহটি ছেড়ে দিলে তা মাটিতে আছড়ে পড়লো। এরপর আকবর গ্রামবাসীদের কিছু বলার জন্য ঘুরলেন, তারা একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে বেশ আতঙ্কিত, পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেনো একদল ভেড়া নেকড়ের উপস্থিতি টের পেয়েছে।

তোমরা আমার ন্যায় বিচার প্রত্যক্ষ করলে। আমি আশা করি আমার আইন সকলে মান্য করবে, তা না হলে আইন ভঙ্গকারীদের ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করা হবে। তোমরা সকলে এই লোকটির মতোই অপরাধী। আকবর আঙ্গুলি নির্দেশ করে সঞ্জীবকে দেখালেন, তখন তার জ্ঞান ফিরে আসছে এবং তার মুখ দিয়ে যন্ত্রণাকাতর শব্দ বের হচ্ছে। তোমরা সকলে জানতে একটি নির্দোষ মেয়েকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং

তা প্রতিরোধ করার জন্য তোমরা কিছুই করোনি। আমি সঞ্জীবের মতো তোমাদের আগুনের স্বাদ অনুভব করাবো না কিন্তু আমি তোমাদের দশ মিনিট সময় দেবো তোমাদের জিনিসপত্র এবং গবাদি পশু সরিয়ে ফেলার জন্য। তারপর আমার লোকেরা তোমাদের সমগ্র গ্রামটিকে একটি জ্বলন্ত চিতায় পরিণত করবে। পরবর্তী সময়ে তোমরা যখন এই গ্রামটি পুনর্নির্মাণ করার জন্য পরিশ্রম করবে তখন তোমরা তোমাদের ম্রাটের আদেশ অমান্য করার পরিণতি কি হতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করার সময় পাবে।

কিছু সময় পরে সারা গ্রাম দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো। শকুন্তলা একজন রক্ষীর ঘোড়ার পিছনে বসে ছিলো। শালীনতা রক্ষার জন্য বড় আকারের একটি রুমাল দিয়ে তার মাথা ঢাকা রয়েছে। দলটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ফিরতি পথ ধরেছে। সেলিম লক্ষ্য করলো মেয়েটি এক বারও তার দীর্ঘদিনের বাসস্থানের দিকে ফিরে তাকাল না। নিজের বাবার দিকে তাকিয়ে সে অনুভব করলো নিজেকে এতোটা গর্বিত তার আগে কখনোও মনে হয়নি এবং সে অকবরের পুত্র এবং একজন মোগল হওয়ার জন্য আনন্দ বোধ করলো।

*

বাবাকে অত্যন্ত চমৎকার লাগছিলো। আমি তাকে এতো ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের সঙ্গে আগে কখনোও বিচার কাজ সম্পাদন করতে দেখিনি। রাজসভার গতানুগতিক ধীর, জড়ো এবং আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের তুলনায় তা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার পিতার হিন্দু বিধবাটিকে রক্ষা করার পর থেকে সেলিম ঘটনাটি স্মরণ করে ভীষণ অনুপ্রাণিত বোধ

করছিলো। বিশেষ করে তাৎক্ষণিক ভাবে কি বলতে হবে বা করতে হবে সে সম্পর্কে তার বাবার প্রজ্ঞা তাকে অভিভূত করেছে। সেটাই প্রকৃত ক্ষমতার বহিপ্রকাশ।

তিনি আমাদের ভূখণ্ডে প্রচলিত অত্যন্ত প্রাচীন রীতির উপর অন্যায় হস্ত ক্ষেপ করেছেন, হীরাবাঈ ঠাণ্ডা স্বরে বললো।

কিন্তু বাবা তো হিন্দুদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। মাত্র কয়েকদিন আগে আমি কয়েকজন মাওলানাকে তার সহনশীলতার সমালোচনা করতে শুনেছি। একজন মাওলানা বলছিলেন বাবা যমুনা এবং গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এলাহাবাদে হিন্দুদের একটি তীর্থস্থানে নিজে উপস্থিত থেকে প্রার্থনা করবেন। আরেকজন মাওলানা অভিযোগ করছিলো তিনি নাকি আগুন, পানি, পাথর এবং গাছের পূজা করারও মানসিকতা রাখেন...এমনকি পবিত্র গরুগুলিকে তিনি তার শহর এবং গ্রামগুলিতে মুক্তভাবে চলাফেরা করার ব্যাপারেও অনুমোদন দিয়েছেন এবং সেগুলির গোবর....

তোমার বাবার মনে যখন যা ইচ্ছা হয় তিনি সেটাই বাস্তবায়ন করেন। সতীদাহ প্রথার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার তার নেই। এটা তার এক্তিয়ারভূক্ত বিষয় নয়।

আমার মনে হয় সতীদাহের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তার রয়েছে। কারণ তিনি এই প্রথা নিষিদ্ধ করেছেন। ঐ গ্রামের লোকেরা তার আদেশ অমান্য করতে চেয়েছিলো।

তারা তোমার বাবার চেয়েও উচ্চতর প্রভুর আদেশ পালন করছিলো। এটা তাঁদের অবাধ্যতা নয় বরং দায়িত্ব ছিলো। হীরাবাঈ এর কথা গুলি সেলিমকে মনে করিয়ে দিলো সঞ্জীব তার কৃতকর্মের বিষয়ে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলো এবং জেসুইটরা তাঁদের গির্জার নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডের বিষয়ে যে যুক্তি প্রদর্শন করে, উভয়ই তার কাছে বর্বরতা বলে মনে হয়। সেলিম কোনো মন্তব্য না করে হীরাবাঈ এর বক্তব্য শুনতে লাগলো। আমার লোকেরা- তারা তোমারও স্বজাতীয় রাজপুতরা সতীদাহ প্রথা পালন করে আসছে প্রায় সময়ের আরম্ভ থেকে। আমি যখন বালিকা ছিলাম তখন বহুবার দেখেছি সম্ভ্রান্ত রাজপুত বিধবারা তাদের মৃত স্বামীর মাথা কোলের উপর নিয়ে জীবন্ত অবস্থায় চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাদের মুখের হাসি বিলীন হয়নি এবং বেদনায় তার টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি।

সেটা তাদের ভুল সিদ্ধান্ত ছিলো...স্বাভাবিক মৃত্যুর সময় উপস্থিত হওয়ার আগেই কেনো তারা জীবন দেবে? এতে কি মঙ্গল সাধিত হতে পারে?

এর মাধ্যমে তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রমাণিত হয়, সেই সঙ্গে সাহস এবং ভক্তি এবং এই আত্মত্যাগ তাদের পরিবারে সম্মান বয়ে আনে। আমি তোমাকে আগেও বলেছি আমরা রাজপুতরা আগুন এবং সূর্যের সন্তান। আগুনের দহন শক্তি আমাদের পরিচ্ছন্ন এবং মর্যাদা সম্পন্ন করে এমন বিশ্বাস অন্য যে কোনো শ্রেণীর হিন্দুদের তুলনায় আমাদের মধ্যে অনেক বেশি। আমাদের ইতিহাসে বহুবার এমন ঘটেছে এবং শেষ বার তা ঘটেছে যখন তোমার বাবা চিত্তরগড় অবরোধ করেছিলো। যখন বোঝা গিয়েছিলো আমাদের পুরুষদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করতে হবে, তখন রাজপুত নারীরা

তাদের উত্তম পোশাক এবং গহনা পরিধান করে, যেনো সেটা তাদের বিয়ের দিন। তারপর তারা তাদের রানীকে অনুসরণ করে দলবদ্ধ ভাবে রাজকীয় তত্ত্বাবধানে নির্মিত বিশাল চিতার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন অবসান করে।

এমনটা কখনোও ঘটবে না যে তার মাকে আকবরের চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সম্ভ্রম রক্ষা করতে হবে যেহেতু মুসলমানরা তাদের মৃতদেহ দাহ করে না, সেলিম ভাবলো। মায়ের যুক্তিহীন অহঙ্কারী চেহারার দিকে তাকিয়ে সেলিমের মনে হলো তিনি যদি কোনো রাজপুতের স্ত্রী হতেন তাহলে তিনি খুশি মনে তার চিতায় আত্মাহুতি দিতেন। কিন্তু শকুন্তলার আতঙ্কিত মুখের স্মৃতি সেলিমের মনে এই অর্থহীন জীবন বিসর্জনের মেকি অহঙ্কার সম্পর্কে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করলো। তার থেকে মাত্র দুই বছরের বড় এই মেয়েটি মৃত্যুর পরিবর্তে জীবন বেছে নিয়েছে এবং তার মন বলছে সে ঠিক কাজটিই করেছে। বহুবার সে তার মা এবং বাবার আচরণ মূল্যায়ন করার সময় এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত বোধ করেছে যে কে সঠিক। কিন্তু সতীদাহের বিষয়ে সে নিশ্চিত ভাবেই তার বাবার সিদ্ধান্ত সমর্থন করে।

.

১৮. যোদ্ধা যুবরাজ

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার রাজধানী ফতেহপুর শিক্রি থেকে লাহোরে স্থানান্তর করবো। অবিলম্বে তার প্রস্তুতি আরম্ভ হবে। দুই মাসের মধ্যে আমি আমার সভাসদদের নিয়ে লাহোরের উদ্দেশ্যে রওনা হবো। সভা এখানেই সমাপ্ত হলো।

সেলিম সভাকক্ষের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিলো। তার হৃদস্পন্দন দ্রুততর হলো যখন আকবর দেহরক্ষীসহ তার পাশের দরজা দিয়ে রৌদ্র আলোকিত উঠানে বেরিয়ে গেলেন। সভায় উপস্থিত সদস্যদের হতভম্ব চেহারা এবং উত্তেজিত হৈ হল্লা শুনে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিলো আকবরের এই ঘোষণায় তারা অবাক এবং অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আজকের সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিলো বাজারের উপর আরোপিত করের হার পুণঃনির্ধারণ করা, তার মাঝে হঠাৎ এ ধরনের ঘোষণায় সকলের অবাক হওয়ারই কথা। একমাত্র আবুল ফজলকে অবিচলিত মনে হলো যখন সে সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা শেষ করলো। তার মাংসল মুখে লেগে থাকা মুচকি হাসি দেখে বোঝা যাচ্ছিল-সম্ভবত হাসিটি ইচ্ছাকৃত ভাবে আরোপিত-আকবরের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সে পূর্বেই অবগত ছিলো। কেনো তার সর্বদা মনে হয় এক ঘুষি মেরে আবুল ফজলের মুখের ঐ অবজ্ঞামিশ্রিত হাসি বিলুপ্ত করে দেয়? সেলিম ভাবলো। হয়তো সে আশা করে তার বাবা নিজের চিন্তাভাবনা গুলি নিয়ে তার সঙ্গেই বেশি আলোচনা করুক। বিশেষ করে এই রাজধানী পরিবর্তনের সিদ্ধান্তটি। বিষয়টি তাকে ভীষণ কৌতূহলী করে তুলেছে, কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও। তার বাবা কদাচিৎ আবেগ তাড়িত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন। এই রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্তটি নিশ্চয়ই তার

বাবার ভবিষ্যত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কি সেই পরিকল্পনা? পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে পিতাকে তার যথেষ্ট বোঝা উচিত তার উদ্দেশ্য গুলি অনুমান করার জন্য। তার চেয়েও বড় বিষয় হলো এর ফলে তার উপর কি প্রতিক্রিয়া হবে? তাকেও কি নতুন রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হবে? তার মা হীরাবাঈ এর ভাগ্যে কি ঘটবে? তাকে কি এই ফতেহপুর শিক্রির রাজ প্রাসাদে রেখে যাওয়া হবে? এমন কিছু ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এখনো সেলিমের ভালো লাগে, যদিও তা অনিয়মিত এবং বাবার প্রতি তিনি এখনো অবিচল ঘৃণা প্রদর্শন করেন। তাকে তার অভিভাবকদের একজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হতে পারে এমন চিন্তা মাথায় আসতেই সেলিম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। তাকে জানতে হবে বাবা তার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ বিষয়ে সরাসরি তাঁকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কি তার নেই?

তর্করত সভাসদদের ভিড় ঠেলে সেলিম দ্রুত সভা কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো। দৌড়ে উঠান পেরিয়ে সে তার পিতার ব্যক্তিগত কক্ষের সামনে হাজির হলো। তাকে দেখে রক্ষীরা কক্ষের দরজা খুলে দিলো প্রবেশ করার জন্য। ভিতরে ঢুকে সেলিম দেখতে পেলো আকবর তাঁর আনুষ্ঠানিক তলোয়ারটি কোমর থেকে খুলে রাখছেন। তার মনে একটু আগে সৃষ্টি হওয়া আত্মবিশ্বাসে হঠাৎ করেই ঘাটতি দেখা দিলো এবং সে ইতস্তত বোধ করলো। সে বুঝতে পারছে না কি বলে শুরু করবে কিম্বা যে রকম দ্রুত বেগে এসেছে সেভাবেই প্রস্থান করবে কি না। যাই হোক, আকবর তাকে কক্ষে ঢুকতে দেখেছেন এবং তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, সেলিম, তুমি কি চাও?

আমি জানতে চাচ্ছিলাম আমরা ফতেহপুর শিক্রি ত্যাগ করছি কেনো, সেলিম চট করে বলে ফেললো।

এটি একটি ভালো প্রশ্ন এবং ন্যায্যও বটে। তুমি ঐ টুলটির উপর বসে একটু অপেক্ষা করো, আমি পোশাক পরিবর্তন করে তোমাকে উত্তর দেবো।

সেলিম টুলের উপর বসলো, অস্থির ভাবে সে তার আঙ্গুলে পড়া সোনার আংটিটা ঘোরাতে লাগলো। এটি তাকে তার মা উপহার দিয়েছেন এবং অভ্যাসবশত সেটা সে সর্বদা তার ডান হতের তর্জনীতে পড়ে থাকে। আকবর পোশাক পরিবর্তন করে সোনার গামলায় রাখা গোলাপ জলে হাত এবং মুখ ধুলেন, তার দুজন তরুণ পরিচারক সেটি তাঁর সামনে ধরে রেখেছে। তিনি পরিচারকদের বিদায় করে সেলিমের পাশে থাকা আরেকটি টুলে বসলেন।

তুমি কি বলতে পারো সেলিম, কেনো আমি রাজধানী লাহোরে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি?

এক মুহূর্ত সেলিম চুপ করে রইলো, কি বলবে বুঝতে পারছে না। তারপর সে কিছুটা বাধো বাধো স্বরে বলে উঠলো, আমি ঠিক জানি না...আমি খুব অবাক হয়েছি কারণ বেশি দিন হয়নি তুমি নিজে এই শহরটি তৈরি করেছে বহু টাকা খরচ করে ভবিষ্যত দ্রষ্টা শেখ সেলিম চিশতির সম্মানে এবং আমার ও আমার অন্য ভাইদের জন্মদিন এবং গুজরাট ও বাংলায় তোমার মহান বিজয় উদ্যাপনের জন্যেও...আমি চিন্তা করে পাচ্ছি না কেনো তুমি

এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই জন্যই আমি তোমার কাছে এসেছি...জানার জন্য...একজন সভাসদ পানি সরবরাহ সম্পর্কে কিছু বলছিলো...।

পানি সরবরাহের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। পানির সমস্যাটি সমাধান করা সম্ভব। আর এই শহরটি নির্মাণ করতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হয়েছে সে বিষয়েও তোমার দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। আমাদের সাম্রাজ্য বর্তমানে এতো সমৃদ্ধ যে অতীতে খরচ করা অর্থ ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না। আমি আরো অধিক ক্ষমতাশালী হতে চাই এবং সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ও ধনসম্পদ আরো বৃদ্ধি করতে চাই এতো সম্পদ যা দিয়ে এরকম দশটি, এমনকি একশোটি ফতেহপুর শিক্রি তৈরি করা যাবে।

তুমি কি বোঝাতে চাইছো বাবা?

তোমার প্রপিতামহ বাবর লিখে গেছেন একজন সম্রাট যদি তার অনুসারীদের যুদ্ধ এবং লুটতরাজের সুযোগ করে না দেন তাহলে তাদের অলস মনে অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্রোহের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। আর আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি উপলব্ধি করেছি যে একজন শাসক যদি নতুন সাম্রাজ্য বিজয়ে আগ্রহ না দেখায় তাহলে তার প্রতিবেশী রাজ্যের অধিপতিগণ মনে করে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং খুব শীঘ্রই তারা তার রাজ্য আক্রমণের পরিকল্পনা করতে থাকে। আমি লাহোরে রাজধানী স্থানান্ত র করতে যাচ্ছি এই জন্য যে শীঘ্রই আমি আমার সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত জন্য আবার যুদ্ধ শুরু করবো।

সেলিমের মাঝে উল্লাস এবং স্বস্তির মিশ্র প্রতিক্রিয়া হলো। তার পিতা যুদ্ধ এবং বিজয় অভিযান ব্যতীত আর কিছু ভাবছেন না। তুমি যেহেতু লাহোরে তোমার সেনা শিবির স্থাপন করতে যাচ্ছে এর অর্থ কি এই যে তুমি উত্তর দিকে রাজ্য বিস্তার করতে চাও?

অনেকটা তাই। সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানের শাসকরা বহু দিন ধরে আমাদের জন্য হুমকি স্বরূপ এবং বৈরাম খান যখন আমার অভিভাবক ছিলেন তখন পারস্যের শাহ্ কান্দাহার দখল করে আমার অহমিকায় আঘাত করেছেন, সেটাও আমাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। কিন্তু একজন সম্রাট যতোই শক্তিশালী হোক না কেনো সে যদি বিচক্ষণ হয় তাহলে সে একএকবারে একজন শত্রুরই মোকাবেলা করবে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রথমে কাশ্মীরে অভিযান চালাবো।

কিন্তু সেখানকার শাসক তো আমাদের আত্মীয়!

হ্যাঁ। হায়দার মির্জা, আমার বাবার চাচাতো ভাই। শেরশাহ্ এর আমলে তিনি কাশ্মীর দখল করেন এবং আমার বাবার আমলে তার জায়গিরদার হিসেবে নিযুক্ত হোন। কিন্তু তার উত্তরসূরিরা- সম্ভবত আমাদের রক্তের বন্ধনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে-কর প্রদান করতে অস্বীকার করছে। এবার তারা শিক্ষা পাবে যে একটি পরিবারে একজনই কর্তা থাকে এবং শাসন ক্ষমতা বজায় রাখতে হলে আমাকে অবশ্যই কর প্রদান করতে হবে। আকবর থামলেন এবং তাঁর দৃষ্টি সেলিমের কাছে শীতল মনে হলো। তার পিতা আবার কথা বলা শুরু করলেন, তোমার পিতামহ হুমায়ুনের কথা বিবেচনা করে। তিনি যদি

তাঁর সৎ ভাইদের প্রাথমিক আনুগত্যহীনতা আরো কঠোর ভাবে মোকাবেলা করতেন তাহলে তিনি নিজেকে অনেক সমস্যা থেকে মুক্ত রাখতে পারতেন।

যদিও সেলিম বুঝতে পারছিলো তার পিতা তাঁদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় কাশ্মীরের শাসকদের লক্ষ করে কথা বলছিলেন, তবুও নিজের অজান্তেই তার মনে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হলো।

*

সেলিম সামনের দিকে তাকালো। সে সরল রেখায় অগ্রসরমান রাজকীয় হাতির দলের সবচেয়ে পিছনের হাতিটির পিঠের হাওদায় রয়েছে। তারা কাশ্মীরের উপত্যকার উপর দিয়ে আগাচ্ছে। এই মুহূর্তে ভোরের কুয়াশা কেটে গিয়েছে। হাতির দলের পাশে অগ্রসর হচ্ছে আশ্বারোহী সৈন্যরা। পাহাড়ের ঢালগুলি ঝকঝকে সবুজ পাতা বিশিষ্ট রডোডেনড্রন গাছের গোলাপি এবং বেগুনি রঙের ফুলে ছেয়ে আছে। কাশ্মীরের বসন্ত দেরিতে আসে, কিন্তু যখন আসে তখন এর অসমান্য সৌন্দর্য দিয়ে দেরির ক্ষতি পূরণ করে দেয়। উপত্যকা জুড়ে গজিয়ে উঠা পান্নার মতো সবুজ ঘাসে লাল টিউলিপ এবং বেগুনি ও রক্তাভ বর্ণের আইরিস ফুল ফুটে রয়েছে এবং মৃদুমন্দ বাতাসে সেগুলি আন্দোলিত হচ্ছে।

লাহোরে রাজধানী স্থানান্তরের প্রক্রিয়া ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। এমনকি তার মা তার নতুন কক্ষের ব্যাপারে সামান্যই অভিযোগ করার সুযোগ পেয়েছেন। লাহোরের

প্রসাদের নতুন কক্ষটি ফতেহপুর শিক্রির তুলনায় অধিক আলো-বাতাস সম্পন্ন এবং তার সঙ্গে যোগ হয়েছে রবি নদী দেখতে পাওয়ার সুবিধা। আবারো বুকে সাহস সঞ্চয় করে সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলো কাশ্মীর অভিযানে তিনি তাকে সঙ্গে নেবেন কি না, কারণ তার বয়স এখন চৌদ্দর কাছাকাছি এবং সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ শিখতে সে ভীষণ আগ্রহী। আকবর রাজি হওয়ায় সে একই সঙ্গে বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়েছে। এমনকি তাকে তিনি একজন সঙ্গী নির্বাচনের সুযোগও দিয়েছেন। সেলিম সুলায়মান বেগকে নির্বাচন করেছে, সে তার দুধভাইদের একজন। তার বয়স প্রায় সেলিমের সমান এবং সে মাত্র কয়েকদিন আগে তার বাবার সঙ্গে বাংলা থেকে ফেরত এসেছে যিনি বেশ কিছু বছর সেখানকার সহকারী প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তার মা বাংলাতে মারা গিয়েছে এবং সেলিমের তার দুধমাকে সামান্যই মনে আছে। সুলায়মানের হালকা পাতলা কাঠামো দেখে তার দৈহিক শক্তি সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পাওয়া যায় না এবং সে সর্বদা দক্ষতার মহড়ায় বা শিকার অভিযানে সেলিমের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত থাকতো। তার উপস্থিত কৌতুকবোধের প্রভাবে সেলিম না হেসে থাকতে পারতো না, এমনকি সে যখন তার ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করে মনমরা হয়ে থাকতো তখনোও এর ব্যতিক্রম ঘটতো না।

সেলিমকে আকবর অভিযানের সঙ্গী করা সত্ত্বেও কদাচিৎ যুদ্ধসভার সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন। কিন্তু গতকাল সন্ধ্যায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছিলো, তিনি সেলিমকে সভায় ডেকেছিলেন। সে যখন তার বাবার বিশাল আকারের উজ্জ্বল লাল বর্ণের নিয়ন্ত্রণতাবুতে প্রবেশ করে তখন দেখতে পায় সভা ইতোমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে এবং আকবর বক্তব্য

রাখছেন। সামান্য থেমে তিনি তাকে ইশারা করেন মেঝের শতরঞ্জিতে আসনসিঁড়ি হয়ে বসে থাকা সেনাপতিদের পাশে বসতে।

সেলিম বসতে বসতে শুনতে পেলো আকবর বলছেন, ...তাহলে আমাদের তথ্য সংগ্রহকারী এবং গুপ্তচরদের বয়ে আনা খবর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আগামী দুই এক দিনের মধ্যেই আমরা কাশ্মীরের সুলতানের একটি অগ্রগামী সৈন্যদলের মুখোমুখী হবো যেখানে উপত্যকাটি আরেকটু প্রশস্ত হয়েছে। তাঁদের মোকাবেলা করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আকবর তার নতুন প্রধান সেনাপতি আব্দুল রহমানের দিকে তাকালেন, বার্ধক্যের কারণে আহমেদ খানের পদত্যাগের পর সে তার ভূমিকায় নিযুক্ত হয়েছে। সেনাকর্তাদের বলবে আজ সন্ধ্যায় যেনো তারা তাদের অধীনস্ত সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা করে। আজ রাতে আমাদের সেনা শিবিরের চারপাশে পাহারারত রক্ষীদের সংখ্যা দ্বিগুণ করবে। আমাদের বাহিনীর প্রস্থের সমান সংখ্যক তথ্যসংগ্রহকারীকে আগামীকাল সকালে আমাদের যাত্রার পূর্বে রওনা করে দেবে। সাধারণত আমরা সকালের যে সময় যাত্রা শুরু করি তার তুলনায় এক ঘন্টা আগেই আগামীকাল রওনা হবো। তুমি অগ্রবর্তী সৈন্য দলের নেতৃত্ব দেবে, তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে আমাদের সবচেয়ে দক্ষ অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং বন্দুকধারীরা।

জ্বী জাহাপনা। আজ রাতে শিবিরের পাহারায় দ্বিগুণের পরিবর্তে আমি তিনগুণ বৃক্ষী নিযুক্ত করবো। এবং প্রতিটি পাহারাচৌকিতে যাতে শিঙ্গা এবং ঢাক থাকে তাও নিশ্চিত করবো যা বিপদ সংকেত প্রদানে ব্যবহার করা হবে, যদি কুয়াশার আড়ালকে ব্যবহার

করে কোনো আক্রমণের চেষ্টা হয়। তাছাড়া আমি সেনাকর্তাদের নির্দেশ দেবো যাতে পনেরো মিনিট পর পর তারা পাহারাচৌকিগুলিতে টহল দেয়।

ঠিক আছে আব্দুল রহমান।

জাহাপনা, দয়া করে যদি বলেন আগামীকাল সকালে আপনি সেনা দলের কোনো অংশে অবস্থান করবেন তাহলে ভালো হয়, এই তথ্যের ভিত্তিতে আমি আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই।

আমি যুদ্ধহাতির নেতৃত্ব দেবো, কিন্তু সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে হাতিবাহিনীর শেষ অংশে। কারণ আমার পুত্র সেলিম সেখানে অবস্থান করবে। এটা তার জীবনের প্রথম যুদ্ধ। সে এবং তার ভাইয়েরা মোগল সম্রাজ্যের ভবিষ্যত এবং এ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির নিশ্চয়তা। আমি তাকে আজকের সভায় উপস্থিত হতে বলেছি যাতে সে আমাদের যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে। সেলিম অনুভব করলো তার বাবার সেনাপতিদের দৃষ্টি তাকে পর্যবেক্ষণ করছে। আকবর তাকে বললেন, সভাকে উদ্দেশ্য করে তুমি কি কিছু বলবে, সেলিম?

আকবরের এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে সেলিম কিছুটা বিস্মিত হলো এবং তার মস্তিষ্ক এক মুহূর্তের জন্য শূন্য হয়ে পড়লো। কিন্তু তারপর কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে সে বলে উঠলো, আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে এই যুদ্ধে আমি আমার সর্বোচ্চ সামর্থ প্রয়োগ

করবো এবং আশা করি আমি তোমার সেনাপতিদের মতোই সাহসী ভূমিকা পালন করতে পারবো এবং তোমার পুত্র হিসেবে তোমার মর্যাদা রক্ষা করতে পারবো।

সেলিম যখন থামলো উপস্থিত সেনাপতিরা একযোগে করতালি দিলো এবং আকবর বললেন, নিশ্চয়ই তুমি পারবে।

সেলিমের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আকবর আবার সভার দিকে মনোযোগ দিলেন। সে তখন ভাবছে তার বাবার কণ্ঠস্বরে এমন কোনো আভাস ছিলো কি যাতে বোঝা যায় সে যথেষ্ট মৌলিক এবং উত্তম বক্তব্য প্রদান করতে পারেনি? কিন্তু তারপর আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কিত উত্তেজনা তার মনের সকল দুশ্চিন্তাকে গ্রাস করলো।

আঠারো ঘন্টা পর বর্তমানে পাহাড়ের ঢাল ছেয়ে থাকা রডোডেনড্রন ফুলের দিকে তাকিয়ে সেলিম এখনোও সেই উত্তেজনা অনুভব করছে। হঠাৎ সবচেয়ে ঘন বিন্যস্ত ঝোঁপ যেখানে রয়েছে তার পেছনে সে নড়াচড়া দেখতে পেলো। ওখানে কি হলো? শত্রুরা নয়তো? সেলিম সুলায়মান বেগকে জিজ্ঞাসা করলো।

না, ওটা সামান্য একটা হরিণ, তার দুধভাই উত্তর দিলো। তার ধারণাকে সত্য বলে প্রমাণ করতেই যেনো ঝোঁপের পিছন থেকে একটি হরিণ লাফিয়ে বেরিয়ে এলো। এক সৈনিক তীর ছুঁড়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে হত্যা করলো।

অন্তত কিছু লোকের ভাগ্যে আজ রাতে ভালো খাবার জুটবে, কি বলল সুলায়মান?

দশ মিনিট পর দূরে তাকিয়ে সেলিমের মনে হলো সে আবারো গাছপালার মধ্যে নড়াচড়া দেখতে পেলো। জায়গাটি পর্বতশীর্ষের গাছের সারি বিশিষ্ট সরু ভূমিরেখার উপরে অবস্থিত এবং প্রায় এক মাইলের মতো দূরে। যেহেতু আগের বার তার ভুল হয়েছিলো তাই এবার সংযতভাবে সে সুলায়মান বেগের হাত ধরে সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এবং ফিসফিস করে বললো, তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছ?

সুলায়মান উত্তর দিতে পারার আগেই স্পষ্ট বোঝা গেলো সেটা কোনো হরিণ নয়। সেই মুহূর্তে একজন মোগল তথ্যসংগ্রহকারীর শিঙ্গার দূরাগত আর্তনাদ শোনা গেলো এবং সেলিমের দেখা পর্বতশীর্ষের সেই জায়গাটিতে তাকে ঘোড়া পিঠে চড়ে হাজির হতে দেখা গেলো। তৎক্ষণাৎ উন্মত্তভাবে হাত-পা চালিয়ে সে তার ঘোড়াটিকে গাছপালা ঝোঁপঝাড়ের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচের দিকে ছোটালো। তার পেছনে বন্দুকের গুলির শব্দ হলো। সেই মুহূর্তে তাকে ধাওয়াকারী কাশ্মীরি সৈন্যরা সেখানে আবির্ভূত হলো। মোগল তথ্য সংগ্রাহকারীটি এঁকে বেঁকে ঘোড়া ছোটানো সত্ত্বেও শত্রুপক্ষের একজন কালো ঘোড়ার সওয়ারী তার অত্যন্ত কাছে চলে এলো। মোগলটির কাছ থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে কাশ্মীরিটি থমকে গেলো এবং কিছু নিক্ষেপ করলো-সম্ভবত ছোরা-এবং মোগলটি ছুটন্ত ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে গেলো।

ইতোমধ্যে আরো কাশ্মীরিকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে মোগল সৈন্যদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো ঝোপঝাড় মাড়িয়ে। পাশের দিকে থাকা মোগল অশ্বারোহীরা তাদের ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আক্রমণকারীদের দিকে ফিরলো এবং ঘোড়ার পিঠে থাকা

বন্দুকধারীরা লাফিয়ে মাটিতে নেমে তাদের বন্দুক প্রস্তুত করতে লাগলো। কোনোভাবে কাশ্মীরিরা আব্দুল রহমানের তথ্যসংগ্রকারীদের ব্যুহ ভেদ করেছে, হয়তো তাঁদের সবাইকে হত্যা করেছে কোনো প্রকার সংবাদ প্রেরণের আগেই একমাত্র তাকে ছাড়া যে একটু আগে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছিলো।

সেলিমের হৃদস্পন্দন দ্রুততর হলো এবং সে অনুভব করলো তার সমস্ত ইন্দ্রিয় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে। তার হাওদার পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন দেহরক্ষী গুলি করার জন্য তাদের বন্দুক প্রস্তুত করছে। তার সামনে অবস্থিত হাতিগুলির আরোহীরাও একই কাজে ব্যস্ত। প্রত্যেক হাতির কানের পিছনে দুজন করে মাহুত বসে আছে এবং তারা চেষ্টা করছে। হাতিগুলির মুখ শত্রুদের দিকে ফেরাতে, কারণ এতে করে শত্রুদের লক্ষ হিসেবে তাদের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে আসবে। হঠাৎ সেলিমের সামনে থাকা দুই নম্বর হাতির পিঠ থেকে একজন সৈন্য নিচে পড়ে গেলো, সে ঘাড়ের উপর তীরবিদ্ধ হয়েছে। মাটিতে পড়ে যাওয়া সৈন্যটির পেছনের হাতিটি সাবধানে তার উপুড় হয়ে পড়ে থাকা শরীরটিকে পাশ কাটিয়ে গেলো যদিও হয়তো ততক্ষণে তার মৃত্যু হয়েছে। এসময় সেলিম দেখতে পেলো ইস্পাতের বক্ষবর্ম এবং মাথায় ময়ূরের পালক গোজা গম্বুজাকৃতির শিরোস্ত্রাণ পরিহিত কাশ্মীরি যযাদ্ধারা সঙবদ্ধভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে মোগল অশ্বারোহী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তাদের নেমে আসার তীব্র গতির ধাক্কায় বেশ কিছু মোগল সৈন্য তাঁদের ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলো। কিছু কাশ্মীরি যখন মোগল অশ্বারোহীদের ব্যুহ ভেদ করে হাতিবাহিনীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলো তখন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আরো অধিক সংখ্যক কাশ্মীরি নেমে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছিলো। তাঁদের কেউ কেউ সবুজাভ-নীল রঙের যুদ্ধ পতাকা বহন করছিলো। মাঝে

মাঝে একজন দুজন কাশ্মীরি বা তাদের ঘোড়া মোগলদের ছোঁড়া গুলি বা তীরের আঘাতে পড়ে যাচ্ছিলো।

একজন সবুজ পাগড়ি পরিহিত মোগল সেনাকর্তাকে একজন পতাকা বহনকারী কাশ্মীরিকে আক্রমণ করতে দেখা গেলো। মোগলটি তার চোখ বরাবর তলোয়ার চালালো এবং আঘাতের কারণে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে কাশ্মীরিটি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলো। কিন্তু আরেকজন কাশ্মীরি সেনাকর্তাটির পেট লক্ষ্য করে তার বর্শা চালালো যখন সে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরে আসার উদ্যোগ নিচ্ছিলো। মোগলটি তার ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলো কিন্তু তার পা রেকাবে আটকে রইলো এবং তার ঘোড়াটি কাশ্মীরি বাহিনীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় তার মাথা মাটিতে বাড়ি খেতে খেতে অগ্রসর হলো। অবশেষে তার দেহটি অগ্রসরমান কাশ্মীরি যোদ্ধাদের ঘোড়ার খুরের নিচে পিষ্ট হতে থাকলো।

অন্য কাশ্মীরি অশ্বারোহীরা এখন সেলিমের হাতির কাছ থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজের মতো দূরে রয়েছে। সজোরে তাঁদের ঘোড়ার পাজরে লাথি মেরে তারা মোগল অশ্বারোহীদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং দুপাশে প্রবলভাবে তলোয়ার চালাচ্ছে। সেলিম এবং সুলায়মান উভয়েই তাঁদের ধনুকের ছিলো টেনে তীর ছুড়লো, একই সঙ্গে তাদের পিছনে অবস্থিত দেহরক্ষীরা বন্দুকের গুলি ছুড়লো। সেলিম যে অগ্রবর্তী কাশ্মীরিটিকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েছিলো তার গালে তীরটি বিধলো এবং সে ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে গেলো। সেলিম উল্লসিত হয়ে উঠলো। কিন্তু তার উল্লাস বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। তার পেছনে অবস্থিত দেহরক্ষীদের একজন যার নাম রাজেশ, সে নিজের গলা আঁকড়ে ধরে হাওদা থেকে নিচে পড়ে গেলো। কয়েক মুহূর্ত পর তার হাতিটির কানের পিছনে বসে থাকা

দুজন মাহুতের একজনও আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। তাদের সামনের হাতিটি তখন সেটার মাহুতদের নির্দেশে কাশ্মীরিদের দিকে ঘুরছিলো এবং সেটার পায়ের নিচে তার হাতির মাহুতটি করুণভাবে পিষ্ট হলো।

ত্রিশ গজ দূরে থাকা আরেকজন কাশ্মীরিকে লক্ষ্য করে সেলিম তীর ছুড়লো। তবে এবারে তার তীরটি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে অশ্বারোহীটির ঘোড়ার ঘাড়ে বিধলো। মাথা ঝাঁকিয়ে তীব্র হ্রেষাধ্বনি দিয়ে ঘোড়াটি একপাশে আছড়ে পড়লো, সেটার আরোহী হাতের বর্শা ফেলে প্রাণপণে ঘোড়াটিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলো। একটি পতনের শব্দের সঙ্গে সেলিম অনুভব করলো তার হাওদাটি ভীষণভাবে দুলে উঠলো। পেছনে তাকিয়ে সে দেখতে পেলো তার দ্বিতীয় দেহরক্ষীটি হাওদার মেঝেতে পড়ে আছে। ইতোমধ্যে সুলায়মান বেগ তার ডান উরুতে সৃষ্ট গুলির ক্ষততে একটি হলুদ রুমাল জড়িয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা করছে।

আবার সামনের দিকে তাকিয়ে সেলিম দেখলো মোগল অশ্বারোহীবাহিনীর একটি শক্তিশালী সওদ্ধ দল কাশ্মীরিদের আঘাত হানতে অগ্রসর হচ্ছে। রাজকীয় দেহরক্ষীদের একজন দলপতি অব্যর্থ নিশানায় স্থূলকায় এবং ঘন দাড়ি বিশিষ্ট এক কাশ্মীরির দিকে তার বর্শাটি ছুঁড়ে মারলো এবং বর্শাবিদ্ধ হয়ে কাশ্মীরিটি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলো। মোগল সেনার যুদ্ধকুঠারের আঘাতে আরেকজনের মস্তক ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। সেলিম অনুভব করলো যুদ্ধক্ষেত্রে মোগলদের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার হাতিটি প্রবলভাবে দুলে উঠলো। হাতিটির কানের পেছনে বসে থাকা দ্বিতীয় মাহুতটিও আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। প্রবলবেগে ড় নাড়তে নাড়তে মাহুতবিহীন জানোয়ারটি

সংঘর্ষের এলাকা থেকে সরে যেতে লাগলো এবং যাওয়ার সময় একজন মোগল অশ্বারোহীকে ধাক্কা মেরে তার ঘোড়া থেকে ফেলে দিলো। এই মুহূর্তে সেলিম যদি কোনো ব্যবস্থা না নেয় তাহলে হাতিটি আরো সৈন্যকে হতাহত করবে এবং ঘোড়াগুলিকে আতঙ্কিত করবে।

চারপাশের ভয়ানক সংঘর্ষ এবং চিৎকার উপেক্ষা করে সেলিম দ্রুত তার হাওদার সমানের কাঠের কার্ণিশ টপকালো। তারপর দুদিকে পা দিয়ে কসরৎ করে হাতিটির ঘাড়ের উপর বসে ঘষটে ঘষটে সেটার কানের পিছনের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। জায়গামতো পৌঁছে হাতিটির মাথার ইস্পাতের শিরোস্ত্রাণ ধরে নিজেকে স্থির করলো। তারপর খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নিয়ে উল্টো করে ধরে সেটার হাতলের সাহায্যে মাহুতরা যেভাবে হাতির মাথায় টোকা দেয় শান্ত করার জন্য সেভাবে ঠুকতে লাগলো। এসময় তলোয়ারের ধারালো অংশে ঘষা লেগে কয়েক জায়গায় তার হাত কেটে গেলো। হাতিটি তার ঘাড়ের উপর পুনরায় সওয়ারীর ওজন অনুভব করে এবং মাথায় থামার সংকেত স্বরূপ টোকা খেয়ে ক্রমশ স্থির হয়ে এলো। উ ভ্রান্ত হাতিটি ইতোমধ্যে লড়াই এর কেন্দ্র থেকে পঞ্চাশ গজের মতো দূরে সরে এসেছে। সেদিকে তাকিয়ে সেলিম দেখলো আক্রমণ শেষে যে সব কাশ্মীরি এখনোও জীবিত রয়েছে তার রণেভঙ্গ দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের অনেকেই পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে পালাতে সক্ষম হলো না। সেলিম দেখলো ঘিয়া রঙের পাগড়ি পড়া এক কাশ্মীরি তাকে ধাওয়া করা মোগল সেনাদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারবে না বুঝতে পেরে তার কালো ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে মোগলদের দিকে পুনরায় ধেয়ে এলো। একজন মোগল সেনা তার

তলোয়ারের আঘাতে নিহত হলো ঠিকই কিন্তু তারপর সে নিজেও মাথায় তলোয়ারের আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়লো।

সেইদিন সন্ধ্যায় আবার সেলিমের ডাক পড়লো আকবরের যুদ্ধ সংক্রান্ত সভায়। এবারে সে যখন রক্তবর্ণের যুদ্ধনিয়ন্ত্রণ তাবুতে প্রবেশ করলো দেখতে পেলো তাকে ছাড়াই আগের মতো সভা আরম্ভ হয়ে যায়নি। বরং সে সেখানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ হলো এবং তার বাবার নেতৃত্বে উপস্থিত সেনাপতিরা তাকে উদ্দেশ্য করে করতালি প্রদান করতে লাগলো। আকবরের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে সে তার বাবার সিংহাসনের পাশে স্থাপিত টুলের দিকে অগ্রসর হলো। তার মনে এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইলো না যে আর কর্মকাণ্ডে তার পিতা সন্তুষ্ট কি না।

.

১৯. কৌমার্যের রত্ন

তোমার বয়স বর্তমানে পনেরো। এখন তোমার প্রথম স্ত্রী গ্রহণ করার সময় হয়েছে। সেলিম উত্তর দিতে পারার আগেই আকবর লক্ষ্যবস্তু পর্যবেক্ষণ করতে এগিয়ে গেলেন। তারা লাহোর রাজপ্রাসাদের সামনে অবস্থিত কুচকাওয়াজের ময়দানে রয়েছে এবং সেলিম ও আকবর গাদাবন্দুক ছোঁড়ার অনুশীলন করছে। একটি গাছের গুঁড়ির উপর রাখা মাটির পাত্রকে লক্ষ্য করে এই মাত্র সেলিম গুলি করেছে। তিনশ গজ দূর থেকে সে দেখতে পাচ্ছে তার বাবা মধ্যের পাত্রটি আগেই গুলি করে ভেঙ্গেছেন। তিন মাস আগে কাশ্মীর বিজয় করে ফেরার পর থেকে আকবর অনেক বার তাকে শিকার, বাজপাখি উড়ানো এবং বন্দুক ছোঁড়ার অনুশীলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

সেলিম তৎক্ষণাৎ তাকে অনুসরণ করলো। বাবা, তুমি কি বললে?

বলেছি তোমার বিয়ে করার সময় হয়েছে। তোমার বিয়ের অনুষ্ঠানে আমি আমাদের কাশ্মীরের মহান বিজয়ের উৎসব উদ্যাপন করতে চাই। তাছাড়া সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ শক্ত করার জন্যেও আমি নাতিদের মুখ দেখতে চাই। আকবর হাসলেন। সেলিম জানতো আকবর ভাবতে পারেননি কাশ্মীর এতো সহজে তাঁর করতলগত হবে। কাশ্মীর রাজ্যের চারদিক ঘিরে থাকা পাহাড়ের প্রাচীর মোগল বাহিনীর দুর্দমনীয় ঐকান্তিকতার কাছে কোনো প্রতিবন্ধকতা নয় এই বাস্তবতা অনুধাবন করে কাশ্মীরের সুলতান সময় নষ্ট

করে সন্ধির আবেদন করে। সেলিমের মনে পড়ে গেলো সেই ক্ষণটির কথা যখন সুলতান মাথা নিচু করে আকবরের রক্তলাল নিয়ন্ত্রণ তাবুর সম্মুখে মুখে দাঁড়িয়ে ছিলো এবং মোগল সম্রাটের নামে খুতবা পাঠ করা হচ্ছিলো। আকবর সুলতানকে জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে কাশ্মীরের উপর দৃঢ় মোগল নিয়ন্ত্রণও আরোপ করেছেন। তবে এই

বিজয় বা সাম্রাজ্যের সীমা বর্ধনে আত্মতৃপ্তিবোধ না করে আকবর ইতোমধ্যেই সিন্ধু আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু করেছেন।

কিন্তু আমি কাকে বিয়ে করবো?

আমার উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি তোমার মামাতো বোন মান বাঈকে তোমার স্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করেছি। তার পিতা অম্বরের রাজা ভগবান দাশ ইতোমধ্যেই আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন।

সেলিম তার বাবার দিকে তাকালো। মান বাঈ তার আপন মামাতো বোন। সে তাকে একবারই দেখেছে যখন তারা উভয়েই শিশু ছিল এবং তার কেবল একটি শান্তশিষ্ট, পাতলা গড়ন ও লম্বা লম্বা পা বিশিষ্ট এবং মাথার চুল বেনি করা মেয়েকে মনে আছে।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ অবাক হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম এই মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে পূর্ণপুরুষে রুপান্তরিত হতে তুমি আগ্রহী হবে। তাছাড়া আমি শুনেছি বাজারের মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বিষয়ে তোমার যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে।

সেলিমের মুখ লজ্জায় আরক্ত হলো। সে এতোদিন মনে করত তার গোপন অভিযান সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে সে এবং সুলায়মান বেগ রাতের বেলা তাদের তাবু থেকে বের হয়ে সহযাত্রীদের মধ্যে ইচ্ছুক কোনো মেয়ে পাওয়া যায় কি না তার সন্ধান করতো। এক রাতে তাদের অনুসন্ধান সফল হয় এবং সেলিম এক দারুচিনি ঘ্রাণ বিশিষ্ট তুর্কি রমণীর কাছে তার কৌমার্য হারায়। জায়গাটি ছিলো ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত এক গিরিপথ। লাহোরে ফিরে এসে তারা দুজন রাতের বেলা গোপনে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে একই রকম অভিযান চালাতে থাকে লাহোর শহরে। একটি নির্দিষ্ট সরাইখানায় সে গীতা নামের নধর দেহের অধিকারী এক নর্তকীর সন্ধান পায়। তার বক্ষযুগল উঁচু এবং সুগোল এবং সে মিলনের কলাকৌশল সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শী। আর সুলায়মান বেগও তার বোনের তত্ত্বাবধানে ভালোই সময় কাটাতো। পরে কঠিন গোপনীয়তায় প্রাসাদে ফিরে তারা নিজেদের শৌর্য সম্পর্কে অতিরঞ্জিত গল্প বলে একে অন্যকে নিজের তুলনায় দুর্বল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতো। কিন্তু বাজারের কোনো মেয়েকে নাড়াচাড়া করা এবং একজন স্ত্রী গ্রহণ করার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

আমি সত্যিই অবাক হয়েছি। বিয়ের চিন্তা আমার মনে একদম আসেনি...

এখনো তোমার বয়স খুব একটা বেশি নয়, কিন্তু এই চিন্তা তোমার করা উচিত। আমাদের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত এবং সম্মানিত জায়গীদারদের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে আমাদের সাম্রাজ্যের ভিত আরো শক্ত হবে। আমাদের বিপদের সময় তারা আমাদের সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করবে এই জন্য নয় যে তারা আমাদের ভালোবেসে বরং এই জন্য যে এতে তাদেরও উপকার হবে। আকবর থামলেন, তাঁর দৃষ্টি সেলিমকে পর্যবেক্ষণ করছে। তিনি তার পুত্রের সঙ্গে এতো আন্তরিকভাবে কদাচিৎ কথা বলেন। আমাদের বিরুদ্ধে খুব অল্প সংখ্যক বিদ্রোহের ঘটনা ঘটছে আজকাল এবং প্রতি বছর আমরা আরো অধিক ধনসম্পদের অধিকারী হয়ে উঠছি। এসব কেনো ঘটছে বলে তুমি মনে করো? তাছাড়া ওলামারা এখন কেনো আর আমার ধর্মীয় সহনশীলতা নিয়ে খোলা মেলা ভাবে প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না অথবা আমার হিন্দু স্ত্রীগণের বিষয়ে নাক গলায় না বা দিন-ই ইলাহী কে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে না? এ সব কিছুর প্রধান কারণ বৈবাহিক মৈত্রীর মাধ্যমে আমি এমন শক্তিশালি অবস্থান গড়ে তুলেছি যাতে আক্রমণ করার সাহস কারো নেই। আমার বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করো সেলিম, এটা তোমার নিজস্ব ইচ্ছা বা অনন্দ উপভোগের বিষয় নয়। তার জন্য তুমি নিজের রক্ষিতা সম্বলিত হেরেম গড়ে নিতে পারো। এটা দায়িত্বের প্রশ্ন। তোমার মাকে আমি আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছি।

বিয়ে সম্পর্কে তার বাবার দৃষ্টিভঙ্গী আকর্ষণ, আবেগ, ভালোবাসা এবং আনন্দ বর্জিত, সেলিম ভাবলো। অথচ তার দাদীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিপরীত। দাদা হুমায়ূন এবং তার মাঝে যে পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সহযোগীতার সম্পর্ক ছিলো সে গল্প তিনি বহুবার সেলিমকে শুনিয়েছেন। সম্ভবত তার মায়ের সঙ্গে বাবার ভালোবাসাহীন সম্পর্কই এই

আবেগহীনতার মূল কারণ। এই বৈবাহিক সম্পর্ক যেহেতু রাজনৈতিক মৈত্রী ব্যতীত প্রকৃত প্রেম-ভালোবাসা প্রসব করতে পারেনি তাই বাবা হয়তো তার পরবর্তী স্ত্রীদের কাছেও নিজেকে সম্পূর্ণ মেলে ধরতে পারেননি। তিনি তাঁর স্ত্রীদের কারো প্রতিই কখনোও ভালোবাসার উচ্ছ্বাস বা আবেগ প্রকাশ করেননি, বরং বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যে রাজনৈতিক সুবিধা অর্জিত হয়েছে তা নিয়েই বেশি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

যাইহোক, মা হীরাবাঈ নিশ্চয়ই এই বিয়েতে অত্যন্ত খুশি হবেন। মান বাঈ এর গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেবে সে হয়তো ভবিষ্যতে মোগল সম্রাট হবে। এবং একজন মোগলের তুলনায় তার মধ্যে রাজপুত রক্তের প্রভাবই বেশি থাকবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজ ভাই ভগবান দাশ সম্পর্কে হীরাবাঈ এর মন্তব্যটি সেলিমের মনে পড়ে গেলো: মানুষকে যে কোনো সময় কেনো যায়... সবসময় যেমন হয় তেমন ভাবেই সেলিমের মন সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তার মেঘে ছেয়ে গেলো, তবে সে অনুভব করছিলো তার খুশি হওয়া উচিত যেহেতু তার পিতা তার জন্য এমন গুরুত্বপূর্ণ রাজ সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। সে নিজের চেহারায় কৃতজ্ঞতার ভাব আনার চেষ্টা করলো- অন্তত তার হৃদয়ে সে তেমনই অনুভব করছে।

বিয়েটা কবে হবে বাবা?

সম্ভবত আট সপ্তাহ পরে, তোমার হবু স্ত্রীর অম্বর থেকে এখানে পৌঁছাতে এরকম সময়ই লাগবে। আকবর হাসলেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে অতিথিদের আসতেও ওরকম সময়ই লাগবে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্যদের তোমার বিয়ের উপহার পাঠাতে। আমার

ইচ্ছা তোমার বিয়ের অনুষ্ঠানটি লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হোক এবং ইতোমধ্যেই আমি এ বিষয়ে আবুল ফজলকে নিয়ে পরিকল্পনা করা শুরু করে দিয়েছি। উৎসবটি একমাস ধরে চলবে এবং এতে অন্তর্ভূক্ত থাকবে শোভাযাত্রা, উটের দৌড়, পোলো প্রতিযোগীতা এবং হাতির লড়াই। এছাড়া প্রতি রাতে অনুষ্ঠিত হবে ভোজসভা এবং আতশবাজীর প্রদর্শনী। এসো। এখন আমরা আবার লক্ষ্যভেদের অনুশীলন শুরু করি।

সেলিম হতাশ হলো। কারণ বাবাকে তার আরো অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করার ছিলো। কিন্তু আকবর ইতোমধ্যেই তার বন্দুকে বারুদ ভরা আরম্ভ করে দিয়েছেন।

*

মান বাঈ প্রাসাদের সোনর কারুকাজ খচিত চাদোয়ার নিচে বসে ছিলো। প্রাসাদটি অম্বর থেকে আসা অতিথিদের জন্য বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে সাজান হয়েছে। দুই দিন আগে সূর্যাস্তের সময় অম্বরের রাজপুত সেনারা সেলিমের হবু স্ত্রীকে নিয়ে দীর্ঘ শোভাযাত্রা সহকারে লাহোরে এসে পৌঁছেছে। মিছিলটির সম্মুখভাগে ছিলো ঘিয়া রঙের স্ট্যালিয়ন ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট চল্লিশজন রাজপুত যোদ্ধা। তাঁদের বক্ষবর্ম এবং বর্শার শীর্ষভাগ অন্তিম সূর্যের আলোতে ঝলসে উঠছিলো। তাদের পিছনে ছিলো ছয়টি হাতি, সেগুলির রূপার মস্তক আবরণ মণিমাণিক্য খচিত এবং সোনার গিলটি করা হাওদার মধ্যে অবস্থান করছিলো মান বাঈ এর ভ্রমণকালীন ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা। এর পরেই ছিলো মান বাঈকে বহনকরী হাতিটি যার সাজসজ্জা আরো অধিক জাঁকজমকপূর্ণ। সোনার পাত

মোড়া এবং টাকোয়াজ (সবুজাভ-নীল রঙের রত্ন) রত্ন খচিত হাওদাটি মাছরাঙার পাখার অনুরূপ উজ্জ্বল নীল বর্ণের রেশমের পর্দায় ঢাকা ছিলো মান বাঈকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার জন্য। এই হাতিটিকে অনুসরণ করে উটের পিঠে চড়ে অগ্রসর হচ্ছিলো তার পরিচারিকারা। তাঁদের পিছনে ছিলো আর এক দল রাজপুত যোদ্ধা, এদের পোষাক এবং ঘোড়া উভয়ই কালো রঙের। সকলের শেষে অবস্থান করছিলো সবুজ পতাকা বহনকারী একদল মোগল নিরাপত্তা রক্ষী। রাজপুত শোভাযাত্রাটিকে পথ প্রদর্শন করা এবং তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আকবর তাদের পাঠিয়েছিলেন।

সেলিম সেদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেছে বিয়ের প্রস্তুতি নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে কনের প্রসাদে যাওয়ার জন্য। আকবরের নির্দেশ অনুযায়ী সেখানে অম্বর দাশের সৌজন্যে হিন্দু রীতিতে বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালিত হবে। উচ্চ তারে বাজতে থাকা বাঁশি এবং ঢাকের তালে তালে আকবরের প্রিয় হাতিটির জাঁকজমকপূর্ণ হাওদায় পাশাপাশি বসে পিতা ও পুত্র অগ্রসর হচ্ছে বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রসাদের দিকে। তাদের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হচ্ছে পরিচারকরা। তাঁদের হাতে ধরা বারকোশে রয়েছে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী- মণিমুক্তা থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপাদেয় মসলা এবং কাশ্মীরের সুলতানের পাঠান শ্রেষ্ঠ মানের জাফরান।

এ সময় শেখ মোবারক এবং আরো দুজন মাওলানা কোরান তেলাওয়াত আরম্ভ করলেন এবং সেলিম তার হাতের দিকে তাকালো, অনেক ভোরে তার মা হীরাবাঈ এবং তার সহচরী সৌভাগ্যের চিহ্নস্বরূপ সেখানে মেহেদী ও হলদী পড়িয়ে দিয়েছেন। সেলিমকে একাধারে বিস্মিত ও স্বস্তি প্রদান করে তার মা নিজের ভাগ্নির সঙ্গে তার বিয়েকে স্বাগত

জানিয়েছেন। এই মিলনের ফলে যে সন্তান জন্ম নেবে তার তিনচতুর্থাংশ হবে রাজপুত এমন কিছু বিবেচনা করে হয়তো তিনি আপত্তি করেননি, সেলিম ভাবলো। মাথায় পড়া বিয়ের মুকুটটির ওজন বিবেচনায় নিয়ে সেলিম একটু নড়েচড়ে বসলো। হীরা এবং মুক্তা বসান মুকুটটি আকবর নিজের হাতে তার মাথায় পড়িয়ে দিয়েছেন।

মাওলানাদের কোরান তেলাওয়াত শেষ হলো এবং শেখ মোবারক মান বাঈকে খুব কাছ থেকে মুসলিম রীতি অনুযায়ী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি এই বিয়েতে রাজি আছেন? সেলিম তার প্রচ্ছন্ন সম্মতিসূচক বাক্য শুনতে পেলো এবং দেখলো তার মাথাটি একদিকে সামান্য কাত হলো। একজন পরিচারক লাল সবুজ রঙের গোলাপ জলের জগ নিয়ে এগিয়ে এলো এবং সেলিমের দুই হাতের একত্রিত তালুতে তা ঢাললো। তারপর আরেকজন পরিচারক তার হাতে একটি পনির পানপাত্র দিলো তাতে চুমুক দিয়ে বিবাহ বন্ধন নিশ্চিত করার জন্য। আমি এখন একজন বিবাহিত পুরুষ, সেলিম ভাবলো যখন সেই ঠাণ্ডা তরল তার গলা বেয়ে নিচে নামতে লাগলো। সবকিছু এই মুহূর্তে তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

ভোজসভা আরম্ভ হলো সেই সঙ্গে রাজপুত নর্তকীদের নৃত্য এবং বাজিকরদের দৈহিক কসরৎ। কিন্তু সেলিম সেদিকে খুব একটা মনোযোগ দিতে পারছিলো না। জালির আড়ালে অবস্থিত রাজপরিবারের মহিলা সদস্যদের চাপা কণ্ঠের হাসির শব্দ ভেসে আসছিলো, তারাও নাচ গানের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করছে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে। সেলিম তার সামনে থাকা শত রকমের উপাদেয় খাদ্যের প্রতিও আকর্ষণ বোধ করছে না। ফিজন্ট পাখি এবং ময়ূরের ঝলসানো মাংস; শুকনো ফল, বাদাম এবং মসলা দিয়ে

রান্না করা বিরানী ও আস্ত কচি ভেড়ার রোস্ট; পেস্তা, কাঠবাদাম, কিসমিস ও জাফরান দিয়ে তৈরি উপদেয় মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাবার থরে থরে টেবিলের উপর সাজান রয়েছে। সর্বক্ষণ সে শুধু ভাবছে, আমাকে এই মুহূর্তটি মনে রাখতে হবে। এটা আমার স্বয়ংস্পূর্ণ পুরুষে পরিণত হওয়ার মুহূর্ত। এখন থেকে আমার নিজের সংসার হবে এবং স্ত্রী, যে আমার মায়ের সমপর্যায়ের সম্ভ্রান্ত বংশীয়। এক নতুন আত্মবিশ্বাস তার শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছিলো। সেলিম তার পাশে বসা ঝলমলে অবয়বের দিকে তাকালো, এই নতুন নারীটিকে আবিষ্কার করার ভাবনায় তার সমগ্র দেহে উত্তেজনার তরঙ্গ প্রবাহিত হলো।

বাবার স্থলে হামিদা তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করার চেষ্টা করেছেন যে কীভাবে একজন নারীকে সন্তুষ্ট করতে হয়- কথাটি মনে পড়তে সেলিমের হাসি পেলো। অবশ্য শালীনতা বজায় রাখতে গিয়ে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যেতে পারেননি কিন্তু সেলিম বুঝতে পেরেছে তিনি কি বলতে চেয়েছেন তার নববধূর প্রতি অত্যন্ত কোমল ও বিবেচকের মতো আচরণ করতে হবে। সে তাই করবে। বাজারের নর্তকী গীতা তাকে অনেক কৌশল শিখিয়েছে। সে জেনেছে কীভাবে নিজের আগ্রাসী আবেগের মুখে লাগাম পড়িয়ে উভয় পক্ষের তৃপ্তি অর্জিত হতে পারে। সে গীতার কাছে গিয়েছিলো একজন অনভিজ্ঞ অতি উৎসাহী বালক হিসেবে, অনেকটা পাল (পশুর প্রজনন ক্রিয়া) দেয়া স্ট্যালিয়ন ঘোড়ার মতো। কিন্তু গীতা তাকে একজন প্রেমিকে পরিণত করেছে...শৈল্পিক আঙ্গিকে রতিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য হামিদার ইঙ্গিতপূর্ণ নির্দেশনা তার প্রয়োজন ছিলো না। তবে বাসর রাতের মিলন বিষয়ক রীতি নীতি সম্পর্কে হামিদার কাছ থেকে প্রাপ্ত উপদেশ তার অনেক কাজে লাগবে। পরদিন সকালে বিছানা পর্যবেক্ষণ করা হবে

নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে যৌনমিলন সত্যিই সম্পাদিত হয়েছে এবং নববধূ প্রকৃতপক্ষে কুমারী ছিলো।

দুই ঘন্টা পরের ঘটনা, সেলিম আকবরের প্রদান করা নতুন ভবনের হেরেমের শয়ন কক্ষে পরিচারকদের সহায়তায় বিয়ের পোশাক এবং অলঙ্কার খুলছিলো। সবুজ কিংখাবের পর্দার অন্যপাশে নববধূ নিজস্ব পরিচারিকাদের তত্ত্বাবধানে গোসল করে সুগন্ধি মেখে বাসর শয্যায় স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছিলো। সেলিম সম্পূর্ণ নগ্ন হওয়ার পর পরিচারক তার মাথার উপর দিয়ে একটি সবুজ রেশমের ঢিলে জামা পড়িয়ে দিলো এবং এর গলা ও বুকের পান্নার কজা এটে দিলো। এরপর পরিচারকরা সেখান থেকে বেরিয়ে গেলো। সেলিম এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো, তেলের প্রদীপের হালকা আলো পড়ে ঝিকমিক করতে থাকা কিংখাবের পর্দাটির দিকে তাকিয়ে রইলো। সে আসলে বিচলিত অনুভব করছে না বরং এই বিরল মুহূর্তটিকে মনের পর্দায় গেঁথে রাখতে চাইছে। একদিন সে হয়তো সম্রাট হবে এবং যে রাজপুত রাজকুমারীর সঙ্গে আজ তার মিলন হবে তার গর্ভে জন্ম নেবে পরবর্তী মোগল সম্রাট। এই মিলনের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, এটি বাজারের কোনো অখ্যাত সরাই খানায় হুড়মুড় করে তাৎক্ষণিক যৌন সুখ লাভের মতো তুচ্ছ বিষয় নয়। এটি তার জীবনের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা এবং তার নিয়তির ভিত্তি স্তম্ভ।

হঠাৎ পর্দার অন্যপাশে তার জন্য অপেক্ষারত নারীটির কথা মনে হতেই সেলিমের দেহে কামনার ঢেউ আছড়ে পড়লো এবং দার্শনিক চিন্তা গুলি মন থেকে উবে গেলো। সে পর্দা সরিয়ে শয়ন কক্ষে পা রাখলো। মান বাঈ বিছানায় বসে ছিলো, তার স্তন যুগলের

আকৃতি জামরঙের প্রায় স্বচ্ছ মসলিন পোষাকের মধ্যদিয়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো। তার লম্বা ঘন কালো চুল কাঁধের উপর ছড়িয়ে আছে এবং কানের চুনি পথরের দুল গুলো দ্যুতি ছড়াচ্ছে। গলার চিকন সোনার হারটিও চুনি পাথর খচিত। কিন্তু যা সেলিমের দৃষ্টি কাড়লো তা হলো মেয়েটির লম্বা লম্বা পাপড়ি বিশিষ্ট কালো চোখের উত্তেজিত চাহনি এবং তার দুর্দান্ত আত্মবিশ্বাস সমৃদ্ধ মৃদুহাসি।

সেলিম কল্পনা করেছিলো তার বাসর ঘরে প্রবেশের সময় নববধূটি লাজুক ভঙ্গীতে মাথা নত করে থাকবে-সুলায়মান বেগ বিষয়টি নিয়ে তার সঙ্গে ঠাট্টাও করেছে, তাকে সতর্ক করেছে যাতে গণিকাগৃহের অশালীন আচার প্রদর্শন করে অনভিজ্ঞ মেয়েটির মনে ত্রাসের সঞ্চার না করে। কিন্তু সেলিম অনুভব করলো যা ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে মান বাঈ এর মধ্যে কোনো সংশয় নেই বরং সে বিষয়টি সম্পর্কে কৌতূহলী। নিজের পোশাকের বন্ধনীগুলি আলগা করে সেলিম সেটাকে মেঝেতে পড়ে যেতে দিলো এবং বিছানার দিকে এগিয়ে গেলো। মনে মনে ভাবছে সে বহু যুদ্ধে লড়াই করেছে ফলে নিজের স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে বেশি বেগ পেতে হবে না। সেলিম বিছানার ধারে মান বাঈ এর কাছাকাছি বসলো কিন্তু তাকে স্পর্শ করলো না এবং হঠাৎ কিছুটা অনিশ্চিত বোধ করলো। কিন্তু মান বাঈ কোমলভাবে সেলিমের কাধ ধরে নিজের পাশে শুইয়ে দিলো। স্বাগতম ফুফাতো ভাই, সে ফিসফিস করে বললো। সেলিমের আর বেশি উৎসাহের প্রয়োজন হলো না, মান বাঈকে টেনে নিজের পাশে শুইয়ে সে তার উন্মুক্ত অধরে ঠোঁট ছোঁয়ালো। তারপর তার দেহের স্বচ্ছ মসলিন পোশাকটি ধীরে খুলে ফেললো এবং সেলিমের হাত মান বাঈ এর নরম দেহের স্পর্শকাতর অংশগুলিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। মান বাঈ এর কোমর খুব চিকন কিন্তু তার বক্ষযুগল গীতার চেয়েও বড়, সেলিম চট করে তুলনামূলক সিদ্ধান্তে

পৌঁছে গেলো। এখন মান বাঈ এর হাত দুটি সেলিমের দেহে বিচরণ করতে লাগলো, গীতার মতো দক্ষ এবং নিশ্চিত ভঙ্গীতে না হলেও যথেষ্ট আগ্রহী এবং দ্বিধাহীন ভাবে। মান বাঈ এর উরু যুগল কিছুটা ফাঁক করে নিয়ে সেলিম সেখানে তার প্রণয়স্পর্শ প্রদান করা শুরু করলো। মান বাঈ এর সমগ্র দেহ প্রকম্পিত হলো এবং তার শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বেড়ে গেলো। কয়েক মুহূর্ত পর তার পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে গেলো এবং সে সেলিমকে এত দৃঢ়ভাবে জাড়িয়ে ধরল যে সেলিম তার শক্ত হয়ে আসা বোটা দ্বয়ের স্পর্শ অনুভব করতে পারলো। যদিও সে তরুণ, তবুও সেলিমের এটা বোঝার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে যে মান বাঈ মিথীয়া আর দীর্ঘায়িত না করে এখনই চূড়ান্ত উপলব্ধি পেতে চাইছে। সেলিম নিজেকে তার উপরে স্থাপন করলো এবং কোমল ভাবে তার মাঝে প্রবেশের চেষ্টা করলো। কিন্তু প্রবেশ পথটি সেলিমের কাছে অত্যন্ত আঁটসাঁট মনে হলো। সে ইতোপূর্বে কোনো কুমারী নারীর সঙ্গে মিলিত হয়নি এবং সে বুঝতে পারছিলো তাকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে মান বাঈ ব্যথা না পায়। কিন্তু পুনরায় সে তার নববধূর মাঝে ব্যাগ্রতা প্রত্যক্ষ করলো। তার চাপা আর্তনাদ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, হাতের আঙ্গুলগুলি সেলিমের কাঁধের মাংসে চেপে বসেছে এবং সর্বশক্তিতে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। সেলিমের উত্থান পতন আরো তীব্রতর হলো। মান বাঈ এর আর্তচিৎকার এখন গোঙ্গানিতে পরিণত হয়েছে, তবে সেটা কষ্টের জন্য নয় সুখানুভূতির জন্য। হঠাৎ সেলিম অনুভব করলো মান বাঈ কিছুটা উন্মুক্ত হয়ে এলো। এবং সে সম্পূর্ণ গভীরে প্রবেশ করতে পারলো। দুটি ভিন্ন দেহ সম্পূর্ণ একত্রিত হয়ে গেলো এবং তারা এখন একক অস্তিত্ব নিয়ে উঠা নামা করছে। সেলিম তাঁদের মিলনটি আরেকটু দীর্ঘায়িত করতে চাইলো, কিন্তু পারলো না। চূড়ান্ত মুহূর্ত উপস্থিত হলো, এবং

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

নিজের পরমতৃপ্তিময় গোঙ্গানির পাশাপাশি সে মান বাঈ এর সুখানুভূতি সূচক ঘন ঘন শ্বাস টানার শব্দ পেলো।

সেলিম তার স্ত্রীর পাশে ঘনিষ্ট হয়ে শুয়ে আছে, তার একটি হাত মেয়েটির নরম নিতম্বের উপর স্থাপিত, সে কোনো কথা বলছে না। মেয়েটির যৌন ক্ষুধা তাকে সামান্য অবাক করেছে তবে সে এ কারণে খুশি যে তার স্ত্রী বিয়ের প্রথম রাতে কোনো সংকোচ প্রকাশ না করে অত্যন্ত আগ্রহীভাবে মিলনক্রিয়া উপভোগ করেছে। বিছনায় উঠে বসে নিজের ঘামসিক্ত চুল মুখের উপর থেকে সরাতে সরাতে মান বাঈ প্রথম কথা বললো। তুমি কি ভাবছো ফুপাতো ভাই?

ভাবছি আমার স্ত্রী ভাগ্য খুব ভালো।

আমার স্বামী ভাগ্যও খুব ভালো। মান বাঈ সেলিমের ঘাড়ে হাত রাখল। সকলে আমাকে বলেছিলো তুমি খুব সুপুরুষ, কিন্তু কনের অভিভাবকরা সর্বদাই তাঁদের জন্য নির্বাচিত বরের ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে। তাই আমার মনে সন্দেহ ছিলো। তোমাকে আমার মনে ছিলো একজন মুখবন্ধ বিব্রত চেহারার বালক হিসেবে।

পরদিন সকালে বাসর শয্যার চাদর যথাযথভাবে পরীক্ষা করে অনুমোদন দেয়া হলো এবং বাসর রাতের সাফল্যকে ঘোষণা করতে ঢাক বাজান হলো। নতুন বরকনেকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রথমে হাজির হলো আবুল ফজল। আমি রাজকীয় ঘটনাপঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করেছি যে মহামান্য যুবরাজ সেলিম গতকাল সাম্রাজ্যের উজ্জ্বল এক

কুমারীরত্বের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, তার গতানুগতিক মধুমাখা মসৃণ কণ্ঠে আবুল ফজল ব্যক্ত করলো।

সেলিম কষ্ট করে ঠোঁটে হাসি টেনে তার বক্তব্য শ্রবণ করলো, কারণ এটাই রেওয়াজ এবং আবুল ফজল প্রস্থান করলে সে খুশি হলো।

পরবর্তী দিন গুলির উৎসব আনন্দ তেমন ভাবেই উদ্যাপিত হলো যেমনটা আকবর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের সকল এলাকা থেকে বিবাহের শুভেচ্ছা উপহার আসতে লাগলো: মণিমাণিক্য, ইযাশম্ পাথরের থালা, রূপা এবং সোনার বারকোশ, দ্রুতগামী আরবী ঘোড়া এবং সবচেয়ে নরম পশম দিয়ে তৈরি সোনা ও রূপার কারুকাজ করা কাশ্মীরি শাল। শেষোক্ত উপহারটিও যথারীতি কাশ্মীরের অধুনা দমনকৃত সুলতানের পাঠানো উপহার। উৎসবে অধিক বৈচিত্র যোগ করতে আকবরের নির্দেশে দুটি সিংহ যোগাড় করা হয়েছিলো, সেগুলি রাজকীয় দর্প নিয়ে লাহোরের রাস্তাগুলি প্রদক্ষিণ করেছে। রবি নদীর তীরে উটের দৌড় প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। একটি প্রতিযোগীতায় সেলিম তার দুই সৎ ভাইকে পরাজিত করতে পেরে সীমাহীন সন্তুষ্টি অনুভব করে। মাটির উঁচু বাধ দেয়া ময়দানে আকবরের সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা হাতির জোড়াকে পারস্পরের সঙ্গে লড়াই এ নামানো হয়, লড়াই চলতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যতোক্ষণ না তাঁদের ধূসর গা ক্ষতবিক্ষত এবং রক্তরঞ্জিত হয়ে পড়ে। মধ্যরাতের কাছাকাছি সময়ে আরম্ভ হয় আতশ বাজির উৎসব, এতো অধিক সংখ্যক বাজি উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে যাতে করে রাত, দিনের মতো আলোকিত হয়ে উঠতে থাকে।

কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যায়, যতোই চিত্তাকর্ষক বা মোহনীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হোক না কেনো, সেলিম মান বাঈ এর আগ্রহী বাহুতে ধরা দেয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠতো এবং ভোরের সূর্যের উত্তাপ রাজপ্রাসাদকে উষ্ণ করতে আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত প্রেমের মহাসাগরে অবগাহন করতে থাকতো। সুলায়মান বেগ সেলিমকে এ বিষয়ে ঠাট্টা করে বলেছিলো, সে যদি তার বর্তমান তৎপরতা অব্যাহত রাখে তাহলে তার অতি সঞ্চালনশীল উরুকে প্রশমিত করার জন্য রাজ হেকিমের মলম প্রয়োজন হবে।

*

আমার সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে আদরের সন্তান, আমি তোমার নাম রাখছি। খোসরু। কথাগুলি বলে, সেলিম স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটি সাদা জেড পাথরের পিরিচ হাতে নিয়ে খুব সাবধানে শিশুটির মাথায় ঢাললো। কামনা করি তোমার জীবন সাফল্যের মুকুটে আবৃত হোহাক, এর নিদর্শন স্বরূপ আমি তোমার মাথায় এই জাগতিক সমৃদ্ধির প্রতীক বর্ষন করছি। শিশুটি চোখ পিটপিট করলো, তারপর স্বচ্ছ সজীব চোখে সেলিমের দিকে তাকালো। সেলিম ভাবলো যে কোনো মুহূর্তে শিশুটির আপত্তিসূচক ক্রন্দন শুনতে পাবে, কিন্তু তার পরিবর্তে খোসরু হাসলো এবং উজ্জ্বল চিত্তে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো। সেলিম খসরুকে, তার মখমলের গদি সহ উঁচু করে ধরলো যাতে উপস্থিত সকলে তার স্বাস্থ্যবান নবজাত সন্তানটিকে দেখতে পারে। উপস্থিত সভাসদ এবং সেনাপতিগণ মার্জিত গুঞ্জন তুলে শিশুটির দীর্ঘায়ু কামনা করলো। সেলিম তার পাশে মার্বেল পাথরের বেদীর উপর দাঁড়িয়ে থাকা আকবরের দিকে একপলক তাকালো। এই শিশুটি আকবরের প্রথম নাতি, কিন্তু তার চেহারা এখনো সুপুরুষ এবং চোয়ালে দৃঢ়তা বিরাজ করছে যদিও তাঁর বয়স

চল্লিশ পেরিয়েছে, তাকে সন্তুষ্ট এবং গর্বিত দেখাচ্ছে। গতকাল সেলিম একজোড়া শিকারী চিতা উপহার পেয়েছে যাদের গায়ে ছিলো মখমলের আচ্ছাদন এবং গলায় পান্নাখচিত চামড়ার মালা-নিঃসন্দেহে তার বাবার অনুমোদনের নিদর্শন। সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, যেহেতু এখন সে একজন পিতার মর্যাদা লাভ করেছে সেজন্য বাবা তাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাষ্টীয় পদে অধিষ্ঠিত করবেন যাতে সে তার যোগ্যতা প্রদর্শন করার সুযোগ পায়। যদি তাকে মোগল সৈন্যদলের নেতৃত্বে নিযুক্ত করা হয় তাহলে সে শুধু তার বাবার কাছেই নয় বরং সকলের কাছে প্রমাণ করতে পারবে যে সে একজন দক্ষ যোদ্ধা এবং সেনাপতি এবং একদিন হয়তো একজন মহান সম্রাটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

তার সৎ ভাইদের কারো মধ্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার যোগ্যতা নেই, বাবা নিশ্চয়ই সেটা বোঝেন। মুরাদ তিন মাস আগে বিয়ে করছে এবং সে তার বিবাহের প্রীতিভোজের সময় সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে পড়ে। পরে তাকে প্রায় চ্যাংদোলা করে তার বাসরশয্যায় নিয়ে যেতে হয়েছিলো। সেলিম মুরাদের সুরাআসক্তির কথা আগেই জানতো। কিন্তু নিজের বিবাহের আসরে মাতাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার সৎ ভাইটি তার মাতলামির অভ্যাসের বিষয়টি আকবরের কাছ থেকে গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। আকবর এতো ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে অল্প কয়েক দিন পরেই তিনি মুরাদকে সাম্রাজ্যের দক্ষিণে বিজয় অভিযানে যাওয়ার আদেশ দেন। মুরাদের উপর নজর রাখার জন্য তিনি তার সঙ্গে একজন উচ্চপদস্থ সেনাপতিকে পাঠান এবং তাকে আদেশ দেন এক ফোঁটা মদও যাতে তার পুত্রের ঠোঁট অতিক্রম না করে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে। দানিয়েলও মুরাদের পথেই অগ্রসর হচ্ছিলো। বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছানোর পর আরাম আয়েশ এবং ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করাই তার প্রধান মনোযোগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেলিমের সঙ্গে তার সৎ ভাইদের

সরাসরি সাক্ষাৎ হতো না ঠিকই কিন্তু তাদের কীর্তিকলাপের গল্প তার কানে আসতো। দানিয়েল সম্পর্কে যে অভিনব ঘটনাটি সে শুনেছে সেটা হলো, তার প্রাসাদ কক্ষের সম্মুখের উঠানে অবস্থিত সবচেয়ে বড় মার্বেল পাথরের ফোয়ারাটি থেকে সে পানির পরিবর্তে গজনীর উত্তম আঙ্গুরের তৈরি মদ প্রবাহের ব্যবস্থা করেছে। দানিয়েল এবং তার বন্ধুরা নগ্ন হয়ে সেই ফোয়ারার মদে নেমে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মেতে উঠে। মুরাদের আচরণ আরেকটু জটিল। কিছু দিন আগে সে মাতাল অবস্থায় নর্তকীদের নাচের পোশাক পড়ে শুধু তার সভাসদদের সামনেই নয়, গোয়া থেকে আগত এক পর্তুগীজ প্রতিনিধি দলের সম্মুখেও অশোভন নৃত্যকলা প্রদর্শন করে।

খোসরুকে তার একজন দুধমায়ের কোলে হস্তান্তর করতে করতে সেলিম হাসলো, সে সুলায়মান বেগের বোন। এবং সেই মুহূর্তে সে মনে মনে শপথ করলো যে তার শিশুকালে আকবর তার সঙ্গে যতোটা সময় কাটিয়েছেন সে তার পুত্রের সঙ্গে তার তুলনায় অনেক বেশি সময় কাটাবে। সে তার পিতার তুলনায় অধিক সন্তানও জন্ম দেবে- মান বাঈ ছাড়াও ইতোমধ্যে আরেকজন রাজপুত রাজকুমারী যোধ বাঈ এবং আকবরের এক সেনাপতির কন্যা সাহেব জামালের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। নিজের ক্রমবর্ধমান হেরেম নিয়ে সে আনন্দিত। আকবর সর্বদাই তাকে বিয়ের মাধ্যমে মিত্রতা তৈরির জন্য তাগাদা দিয়ে আসছিলেন কিন্তু বাস্তবে এ বিষয়ে তার বাড়তি উৎসাহের প্রয়োজন ছিলো না। যে কোনো নতুন নারী, যদি সে অল্প বয়সী এবং সুন্দরী হয় তাকে সেলিমের কাছে অনাবিস্কৃত ভূখণ্ডের মতো মনে হতো। আর রাজনৈতিক প্রয়োজনে যদি কোনো কুৎসিত মেয়েকে তার বিয়ে করতে হয় তাতেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ সকল স্ত্রীর সঙ্গে একাধিকবার মিলিত হতে হবে এ ধরনের কোনো বাধা ধরা নিয়ম নেই

এবং সে যাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে সে হেরেমে একটি সম্মানজনক অবস্থান লাভ করবে। তার পিতা এমন নীতিই অনুসরণ করে আসছেন। আকবর তার বিপুল সংখ্যক স্ত্রীর জন্য গর্ববোধ করেন এবং তার বহু স্ত্রী গ্রহণের নীতি রাজ্যের শান্তি এবং সংহতিতে যথেষ্ট অবদান রাখছে। সে নিজেও একই নীতি অনুসরণ করলে সমস্যা কোথায়? সেলিম ভাবলো।

সেলিমের এই নতুন নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের পথে একমাত্র বাধা মান বাঈ, পুত্রের জন্ম উপলক্ষে আয়োজিত ভোজসভায় যোগ দিতে যাওয়ার সময় তার মনে হলো। মান বাঈ এখনো রতিক্রিয়ায় সেলিমকে উত্তেজিত এবং আগ্রহী করে তুলে কিন্তু তাকে বিয়ে করার ছয় মাস পরে আকবর যখন ঘোষণা দেন সেলিমকে আবার বিয়ে করাবেন তখন সে ঈর্ষন্বিত হয়ে পড়ে। মান বাঈ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে না করতে অনুরোধ জানায়। সেলিমের দ্বিতীয় বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলে সে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। সেলিম তাকে বার বার বোঝানোর চেষ্টা করে যে পিতার আদেশ তাকে মান্য করতেই হবে কিন্তু এতে সে কর্ণপাত করে না। এক সময় সে চিৎকার করে বলতে থাকে সেলিম তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এক রাতে সন্ত্রস্ত এক পরিচারক সেলিমকে হেরেমে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছে সে দেখতে পায় মান বাঈ উঠান থেকে ত্রিশ ফুট উঁচুতে অবস্থিত ঝুলবারান্দার কার্ণিশে ঝুঁকে নিচে লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছে। আমার করুণ পরিণতির জন্য তুমি দায়ী হবে, সেলিমকে দেখে সে চিৎকার করে বলে উঠে। তুমিই আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছ। আমার ভালোবাসা কি তোমার জন্য যথেষ্ট ছিলো না? আমি এখনো গর্ভধারণ করতে পারিনি বলেই কি আমার উপর এই অবিচার করতে যাচ্ছ?

মান বাঈ এর উশকোখুশকো চুল, লাল চোখ এবং রোগা দেহ প্রত্যক্ষ করে সেলিমের এক পাগলীর কথা মনে পড়ে যায় যাকে সে মাঝে মাঝে বাজারে দেখতো। পাগলীটি জনে জনে গিয়ে তাঁদের কাছে কোনো কাল্পনিক আঘাতের জন্য গালাগালি করতো এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তার দিকে ঢিল ছুড়তো। নিজের সুন্দরী রাজপুত-পত্নীর এমন বিকারগ্রস্ত চেহারা দেখে সেলিমের তাকে অচেনা মনে হয়। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে সেলিম তাকে কার্ণিশের কাছ থেকে সরিয়ে আনে। তারপর ধৈর্য সহকারে নরম সুরে বারে বারে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে একজন মোগল যুবরাজ হিসেবে পিতার আদেশ না মানলে তার প্রতি তিনি রুষ্ট হবেন এবং তাহলে তাঁদের উভয়ের ভবিষ্যতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবং আরেকটি বিয়ে করলেও তার প্রতি তার ভালোবাসায় একটুও কমতি হবে না।

কিন্তু বাস্তবে ভালোবাসার কমতি ঘটলো। মান বাঈ এর যুক্তিহীন উন্মত্ত আচরণ প্রত্যক্ষ করে সেলিমের মনে নতুন করে প্রশ্ন জাগলো সে তার মামাতো বোন সম্পর্কে আর কি কি বিষয় এখনো জানে না। সেলিম আরো উপলব্ধি করলো এতোদিন সে মান বাঈ এর প্রতি যে আকর্ষণ অনুভব করত সেটা ভালোবাসার কারণে নয়- নিছক যৌনতার কারণে। মোগল রাজপ্রাসাদের জাঁকজমক এবং বিলাসিতায় তার খুশি থাকা উচিত যার প্রাচুর্য একজন রাজপুত রাজকুমারীর প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার তুলনায় অনেক বেশি। সে ঘন ঘন তার বিছানায় গেছে যেখানে তারা ইন্দ্রিয়সুখ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে পরস্পরের সমকক্ষ হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। সেটাই মান বাঈ এর যথেষ্ট প্রাপ্তি বলে গণ্য করা উচিত। কিন্তু সেলিমের একমাত্র স্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা নিছক তার নির্বুদ্ধিতা। মান বাঈ এর অপ্রত্যাশিত

ঈর্ষাকাতরতা সেলিমকে তার প্রতি ক্রমশ নিরাসক্ত করে তুলতে লাগলো। তার সঙ্গে সেলিমের মিলিত হওয়ার প্রবণতা কমে গেলো এবং তার আত্মহত্যার হুমকির অল্প কিছুদিন পরেই সেলিম যোধা বাঈকে বিয়ে করলো। তার কোমল দেহ এবং ডিম্বাকৃতি মুখ যদিও মান বাঈ এর মতো সুন্দর নয় কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তা ও কৌতুক বোধের কারণে সেলিম না হেসে থাকতে পারতো না এবং যৌন মিলন ছাড়াও তার সঙ্গ সেলিমের ভালো লাগতো।

তার সঙ্গে যোধ বাঈ এর বিয়ে হওয়ার চার মাস পর এবং সাহেব জামালের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার অল্প আগে, মান বাঈ এর গর্ভে খোসরু এলো- মোগল রাজবংশের পরবর্তী প্রজন্মের প্রথম সন্তান। এর ফলে মান বাঈ যে মর্যদা লাভ করলে তাতে তার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত, কিন্তু সে যদি সন্তুষ্ট না হয় তাহলে সেলিমের কিছুই করার নেই এবং সে বিষয়টি নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তাও করবে না। কিন্তু সেলিম দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি পেলো না, তার মনে হতে লাগলো মান বাঈ এর স্বার্থপর মানসিকতার প্রভাব হয়তো তার সন্তানের মধ্যেও পড়বে।

আকবরের গম্ভীর কণ্ঠস্বর সেলিমের চিন্তাকে বাধাগ্রস্ত করলো। এই নতুন যুবরাজের জন্ম উপলক্ষ্যে এখন এসো আমরা সকলে ভোজে অংশ গ্রহণ করি। আমি খোসরু এবং সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি কামনা করছি।

ভোজসভায় তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করে, সেলিম তার নিজের সমৃদ্ধির জন্য মনে মনে প্রার্থনা করলো। সে যদি পরবর্তী মোগল সম্রাট হতে পারে তাহলে তার পুত্রদের জন্য সে কতো কিছুই না করতে পারবে।

পঞ্চম খন্ড – ব্যাপক প্রত্যাশা

২০. অতল গহ্বর

আবারো প্রায় তিন বছরের বেশি সময় পরে তার প্রথম যাত্রার পর সেলিম একটি হাতির পিঠের হাওদার উপর বসে ছিলো যেটি দোদুল্যমান গতিতে কাশ্মীরের পথে এগিয়ে চলেছে। তবে এবারের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের এই দীর্ঘ ভ্রমণের লক্ষ্য এখন শান্তি এবং প্রমোদ, যুদ্ধ বা বিজয়াভিযান নয়। সে এবং তার পিতা উভয়েই কাশ্মীরের সৌন্দর্যের প্রেমে পড়েছে, এর শান্তিময় উপত্যকা, টলমলে স্বচ্ছ জল বিশিষ্ট হ্রদ, ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকা তৃণভূমি একং সবকিছুর উপরে এর স্বস্তিকর শীতল আবহাওয়া। সেলিমের সম্মুখে আরো এক ডজন হাতি রয়েছে, সেগুলি মোগল যোদ্ধাদের বহন করছে না, বহন করছে তার হেরেমের সদস্যদের। সবচেয়ে কাছের হাতিটিতে রয়েছে মান বাঈ, দুই বছর বয়সী খোসরুকে নিয়ে। পরের দুটি হাড়িতে রয়েছে সাহেব জামাল সঙ্গে পারভেজ, এই শিশুপুত্রটিকে সে তিন মাস আগে জন্ম দিয়েছে, তারপরে রয়েছে যোধ বাঈ। সেলিমের দল থেকে কিছুটা সামনে রয়েছে তার বাবার হেরেমের সদস্যরা। তাঁদের মধ্যে সেলিমের মা হিরা বাঈ ছিলেন না, কাশ্মীরের ঠাণ্ডা পাহাড়ী আবহাওয়াকে অবজ্ঞা করে তিনি নিজের রৌদ্রতপ্ত দেশে বেড়াতে গেছেন। কিন্তু সেলিমের দাদীমা হামিদা ছিলেন এবং সেলিম তাতেই সন্তুষ্ট। সেলিম বিয়ের পরেও তাঁকেই তার সবচেয়ে

আস্থাভাজন আত্মীয় হিসেবে গণ্য করে। আকবর যথারীতি সবচেয়ে অগ্রভাগের হাতিটির পিঠে ভ্রমণ করছিলেন।

যদিও সেলিম তার বাবার সকল আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে, তার জন্য তাঁর পরিকল্পিত সকল বিয়েতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে, তথাপিও কাশ্মীরের সুলতানকে দমন করার সময় বাবার সঙ্গে সে যে অন্তরঙ্গতা অনুভব করেছিলো তাতে ক্রমশ ভাটা পড়েছে। সে আশা করেছিলো আকবরের প্রথম নাতির জন্মদাতা হওয়ার সুবাদে আকবর তার প্রতি এবং তার সন্তানের প্রতি আরো উষ্ণ নৈকট্য প্রদর্শন করবেন। কিন্তু সেলিমকে ক্রমবর্ধমান হতাশার অন্ধকারে ডুবিয়ে তার বাবা সাম্রাজ্যবিস্তার এবং এর সাবলীল পরিচালনার বিষয়ে বেশি মনোযোগ প্রদান করেছেন এবং তাঁর দার্শনীক চিন্তাভাবনায় ব্যস্ত থেকেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অধিক সময় দেয়া কিম্বা তাকে প্রশাসনিক কাজে অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ তার পিতার মাঝে সে দেখতে পাচ্ছে না। অথচ আবুল ফজলের সঙ্গে তাঁর অন্ত রঙ্গতা অনেক বেশি, সেলিমের দৃঢ় বিশ্বাস আবুল ফজল তার চাটুকারী জিহ্বার সাহায্যে উপকারের পরিবর্তে তার পিতার ক্ষতিই সাধন করছে। যে সব প্রশাসনিক উদ্যোগ এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সেলিমের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করা উচিত ছিলো ভবিষ্যতের জন্য তাকে তৈরি করার জন্য সে সব বিষয়ে তিনি আবুল ফজলের সঙ্গে পরামর্শ করেন। বিভিন্ন পদে আবুল ফজলের বন্ধু ও আস্থাভাজনরাই নিয়োগ পায়। এমনও গুজব শোনা যাচ্ছিলো যে বিভিন্ন পদে তার বন্ধুদের নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করার জন্য সে প্রচুর পরিমাণে ঘুষও গ্রহণ করছিলো এবং তার ভোজন বিলাসিতাও চরমে পৌঁছেছে। আবুল ফজলের বাবুর্চি সেলিমের

ভূত্যকে গর্ব করে বলেছে সে নাকি দৈনিক সাড়ে তেরো কেজি খাদ্য গ্রহণ করে এবং কোনো কোনো রাতে এর অতিরিক্ত নাস্তা খাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে।

আবুল ফজল এবং তার পিতা সংক্রান্ত চিন্তায় বাধা পড়লো, সেলিম দেখলো তার সহযাত্রী সুলায়মান বেগ হাওদার পর্দাগুলি টেনেটুনে ঠিকঠাক করছে কারণ প্রবল উত্তরীয় হাওয়ার প্রভাবে বৃষ্টির ছাট হাওদার মধ্যে আসতে শুরু করেছে। কাশ্মীরের এই দ্বিতীয় অভিযানের উদ্দেশ্য যেমন ভিন্ন তেমনি আবহাওয়াও। এখানে এখন বসন্তকাল চলছে। যখন থেকে তারা সংকীর্ণ গিরিপথ এবং গিরিসঙ্কটের মধ্যে প্রবেশ করেছে তখন থেকেই অঝর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ভারে পাহাড়ের ঢালে জন্মে থাকা বেগুনি ফুল শোভিত রডোডেন গাছ গুলি নুয়ে পড়েছে। সেলিম হাওদার পর্দার ফাঁক দিয়ে ডান দিকে তাকালো, দেখলো পাহাড়ী ঢলের পানি কাশ্মীর মুখী সংঙ্কীর্ণ সর্পিল পথের উপর তীব্র বেগে আছড়ে পড়ছে। রাস্তার বাম পাশের ভূতল প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচু এবং সেখানে প্রবাহিত হচ্ছে খরস্রোতা বরফ গলা নদী যাতে বৃষ্টির পানি যুক্ত হয়ে স্রোতের তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রতিবার যখন আমি তাকাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি নদীর জলসীমার উচ্চতা বৃদ্ধি পায়েছে, সুলায়মান বেগ বললো।

হ্যাঁ। আমাদের সম্মুখে যারা রয়েছে তাবু খাটানোর জন্য শুকনো ভূমি খুঁজে পেতে তাঁদের অসুবিধা হবে।

হঠাৎ সামনের রাস্তার তীক্ষ্ম বাঁকের দিক থেকে একটি পতনের শব্দ সেলিমের কানে এলো সেই সাথে গুড় গুড় করে যেনো কিছু গড়িয়ে পড়লো এবং তারপর মানব কণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেলো। ওটা কিসের শব্দ? নিশ্চয়ই কোনো ধরনের আক্রমণ হয়নি।

না, আমার মনে হয় ওটা ভূমিধ্বসের শব্দ। সুলায়মান বেগ উঠে দাঁড়িয়ে গভীর সঙ্কীর্ণ উপত্যকার দিকে তাকালো।

সেলিম তার দুধভাই এর আঙ্গুল দ্বারা নির্দেশিত দিকে তাকালো। মাটি এবং পথের পড়ে নদীতে আংশিক বাধ সৃষ্টি হয়েছে। ওখানে কি একটি হাতি পড়ে রয়েছে না? মাহুত, তোমার হাতিকে হাঁটতে ভর দিয়ে বসাও! সেলিম আদেশ দিলো। হাতিটি পুরোপুরি বসতে পারার আগেই সেলিম ও সুলায়মান বেগ উভয়েই মাটিতে লাফিয়ে পড়ে কাদাপানি ছিটকে সম্মুখে দৌড়ে গেলো কি ঘটেছে দেখার জন্য।

রাস্তার বাঁক ঘুরে তার স্ত্রী এবং সন্তানদের বহনকারী হাতিগুলি নিরাপদে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেলো। তবে যে দুর্ঘটনাটি একটু আগে ঘটেছে তাও স্পষ্ট বোঝা গেলো। পাহাড়ের ঢাল থেকে পাথরের চাই খসে পড়ে ত্রিশ ফুটের মতো বিস্তৃত রাস্তা ভেঙ্গে নিয়ে নদীতে পড়েছে। ধ্বসে পড়া পাথর এবং মাটির মধ্যে একটি হাতির দেহের অংশ বিশেষ বের হয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে; দ্বিতীয় আরেকটি হাতির অর্ধেক দেহ নদীতে এবং অর্ধেক দেহ পারে পড়ে রয়েছে এবং সেটার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া জল জানোয়ারটির রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে। সেটার ভগ্ন হাওদাটি

পাশেই পড়ে রয়েছে, নদীতে ছড়ানো পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে টুকরো হয়ে গেছে। ধ্বসের পাশে জমে উঠা ভিড় ঠেলে অগ্রসর হতে হতে সেলিম জিজ্ঞাসা করলো, ঐ হাতিগুলির পিঠে কারা ভ্রমণ করছিলো?

আপনার দাদীমার পরিচারিকাদের কয়েকজন জাঁহাপনা, ভিড়ের মধ্য থেকে একজন উত্তর দিলো।

আমি পরিতাপের সঙ্গে জানাচ্ছি তাঁদের একজন ছিলো বৃদ্ধা জোবায়দা, আপনার শৈশবের একজন পরিচর্যাকারী। আপনার দাদী ভেবেছিলেন পাহাড়ের ঠাণ্ডা আবহাওয়া তার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হবে, একজন শীর্ণ দেহের অধিকারী বৃদ্ধ মন্তব্য করলো। সেলিম তাকে তার দাদীর খেদমতগার হিসেবে চিনতে পারলো। মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি তার হাওদাটি কোথায় পড়েছে।

নদীর তীরে যেটা চৌচিড় হয়ে পড়ে রয়েছে সেটা?

না, ওটাতে আপনার দাদীর অন্য চারজন ভৃত্য ছিলো এবং আমার ধারণা তারা সকলে মারা গেছে। তাদের একজনের দেহকে আমি নদীর স্রোতে ভেসে যেতে দেখেছি। জোবায়দার হাওদাটি সম্ভবত পতনের প্রাথমিক পর্যায়ে হাতিটির পিঠ থেকে ছুটে যায়। আমি বোধহয় সেটাকেই পাহাড়ের একটি খাজে জন্মে থাকা কিছু গাছপালার সঙ্গে আটকে থাকতে দেখেছি, তবে সেখানকার মাটি ও পাথর ক্রমশ পানির তোড়ে খসে যাচ্ছে।

সুলায়মান, আমার কোমর বন্ধনীটা ধরো, বলে সেলিম ঢালের কিনারে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ল এবং যতোটা সম্ভব সামনে ঝুঁকে নিচে দেখার চেষ্টা করলো। সেলিম দেখতে পেলো হওদাটি পাহাড়ের খাঁজের কোথায় আটকে আছে। কিন্তু সেটার আরোহীরা কোথায়? ভূমিধ্বসের পাথর-মাটি জমে থাকার জন্য আর কিছু এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

সুলায়মান, শক্ত করে আমাকে ধরো। আমি চেষ্টা করছি আরো একটু ভালোমতো দেখার জন্য। যখন সেলিম আরো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো, সে নীচ থেকে অস্পষ্ট একটি চিৎকার শুনতে পেলো। কেউ বেঁচে রয়েছে। যারা খাদে পড়ে গেছে তাদের উদ্ধার করতে হলে দ্রুত কিছু করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতি সেলিমের কাছে কিছুটা নৈরাশ্যজনক মনে হলো। পাহাড়ের ঐ খাজে কারো পক্ষে পৌঁছান সম্ভব নয়। কিন্তু তারপর তার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। কাদায় আটকে যাওয়া গাড়ি টেনে তুলার জন্য যে দড়ি ব্যবহার করা হয় তা নিয়ে এসো। আমি দড়ির সাহায্যে ঝুলে ওখানে নামতে চাই।

বরং আমি নামি সেলিম, সুলায়মান বেগ বললো।

না, এটা আমার দায়িত্ব। আমি জোবায়দার কাছে ঋণী, তাই আমারই যাওয়া উচিত। শৈশবে তিনি আমার অনেক যত্ন নিয়েছেন। আমার এখনও মনে আছে আমার বয়স

যখন তিন তখন আমি একটি কাঁটা গাছে পাখির বাসা সংগ্রহ করতে গিয়ে আটকে গিয়েছিলাম। তখন জোবায়দা আমাকে অনেক কষ্ট করে উদ্ধার করেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেলিমের জন্য দড়ি নিয়ে আসা হলো এবং সে তার বহিঃপোশাক খুলে ফেলে দড়িটি তার বুকের উপর বাঁধলো। শক্ত করে ধরো, সে সুলায়মান বেগকে চিৎকার করে বললো। খাদে পড়ে যাওয়াদের টেনে তোলার জন্য আরো দড়ি তৈরি রাখো। তারপর সে ঢালের নিচে অদৃশ্য হলো।

খাদের প্রথম দশ ফুট জায়গায় সেলিম ভেজা পাথরের বিভিন্ন স্থানে হাত এবং পা রাখার মতো খাজ পেলোলা। তারপর সে যেখানে পৌঁছালো সেখানে অবস্থিত পাথরের তাকের অংশ বিশেষ মাটিতে ভরে গেছে। সেখানে পা রাখতেই উপরের আলগা মাটি এবং পাথর তার ভারে খসে পড়লো। কয়েক মুহূর্তের জন্য সেলিম ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। দড়িতে বাঁধা থাকার কারণে সে পতন থেকে রক্ষা পেলো। সে ঝুলন্ত অবস্থায় দোল খেয়ে পাথরের খাঁজে জমে থাকা আলগা মাটি এবং পাথর গুলি পায়ের ধাক্কায় সরিয়ে দাঁড়ানোর মতো শক্ত অবস্থান বের করতে সচেষ্ট হলো। পা রাখার মতো শক্ত জায়গা বেরিয়ে আসতেই সেলিম সেখানে তার পা দুটি রাখলো এবং নিচের হাওদা আটকে থাকা খাজটির দিকে তাকালো।

বর্তমানে সেলিমের দৃষ্টিপথে প্রতিবন্ধকতা অনেক কম এবং সে খাজটির উপরে দুটি মানুষকে দেখতে পেলো, উভয়েই নারী। একজন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে এবং

দ্বিতীয় জনের পাকা চুল দেখে সেলিম জোবায়দা হিসেবে চিনতে পারলো, সে উপুড় হয়ে থাকা দেহটির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

জোবায়দা, সেলিম চিৎকার করে ডাকলো। কিন্তু বাতাস এবং বৃষ্টির শব্দে জোবায়দা সেলিমের ডাক শুনতে পেলো না। জোবায়দা, সেলিম আবার ডাকলো। এই বার বৃদ্ধাটি উপরের দিকে তাকাল এবং সেলিমকে লক্ষ্য করে হাত নাড়লো। আমি আসছি, সেলিম আবার চিৎকার করে বললো। পাহাড়ের গা ঘেষে থাকো, তাহলে অনেকটা নিরাপদ থাকবে।

কয়েক মুহূর্ত পর সেলিম দেখলো জোবায়দা অন্য মহিলাটিকে টেনে পাহাড়ের দেয়ালের কাছে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। সেলিম বুঝতে পারছিলো কাজটি জোবায়দার জন্য দুঃসাধ্য, কিন্তু তবুও সে হাল ছাড়ার পাত্রী নয়। সেলিম সময় নষ্ট করলো না, তার নড়াচড়ার কারণে যাতে আবারো পাথর বা মাটি ধ্বসে না পড়ে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে সে নিচে নামতে লাগলো। সে যখন মহিলাদয়ের কাছ থেকে প্রায় বারো ফুট দূরে রয়েছে তখন উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ পেলো। কোথা থেকে পাথর পড়ছে দেখার জন্য উপরের দিকে তাকাতেই একটি বড় পাথর খণ্ড তার মুখের পাশে আঘাত করলো এবং সে তার মুখের ভেতর রক্তের স্বাদ অনুভব করলো।

সেলিম যখন তার মুখে জমে উঠা রক্তাক্ত থুতু ফেললো, শুনতে পেলো জোবায়দা তাকে চিনতে পেরে চিৎকার করে বলছে, জাহাপনা, আপনি ফিরে যান, নিজের জীবন রক্ষা করুন। আপনি তরুণ। আমরা দুজন বুড়ো হয়ে গেছি। এবং ইতোমধ্যেই আমাদের দীর্ঘ

জীবন উপভোগ করা হয়ে গেছে। তার বক্তব্য অব্যাহত থাকতেই আরো পাথর এবং মাটি আলগা হয়ে গড়িয়ে পড়লো। ব্যস্তভাবে তাকিয়ে সেলিম দেখতে পেলো পাহাড়ের গা থেকে পাথর এবং মাটি আলগা হয়ে গড়িয়ে পড়াতে তার হাত এবং পা রাখার জন্য বেশ কিছু গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলির সাহায্যে সে সহজেই তাকটির উপর পৌঁছাতে পারবে। দ্রুত কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে সে তার ওজন সহ্য করতে পারবে কি না তা পরীক্ষা করে করে গর্ত গুলি ব্যবহার করে তাকটির দশ ফুট দূরত্বে পৌঁছালো, অবশিষ্ট দূরত্ব সে এখন লাফিয়ে নামতে পারবে। সে তাই করলো। এবং হাঁটু ভাজ করে জোবায়দার পাশে পতিত হলো।

সেলিম যতোটা অনুমান করেছিলো জোবায়দার অবস্থা তার চাইতেও অনেক খারাপ। তার কপালের উপর বড় একটি কাটা দাগ ফুলে উঠেছে এবং সেখান থেকে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে। তার বাম হাতের অগ্রভাগের হাড় ভেঙ্গে চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে এবং সেখান থেকেও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। অন্য মহিলাটির মাথা ফেটে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। সে যদি মরে না গিয়ে থাকে তাহলে অজ্ঞান হয়ে আছে। শীঘ্রই তোমাদের দুজনকে উদ্ধার করে আমি হেকিমের হাতে সোপর্দ করবো, বাস্তবে যতোটা তার থেকে একটু বেশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেলিম বললো। সে খুব সাবধানে ভগ্ন হাওদাটির কাছে অগ্রসর হলো যে স্থানটি রাস্তার উপর থেকে চোখে পড়ে। তারপর সে দুহাত তুলে নাড়তে লাগলো পূর্বের ঠিক করা ইঙ্গিত স্বরূপ যা দেখে উপর থেকে আরো দড়ি ফেলা হবে। কয়েক মুহূর্ত পরে পাহাড়ের তাকটির কাছে আরো দুটি দড়ি নেমে এলো। সেগুলির একটি সেলিম ধরতে পারলো কিন্তু অন্যটি তার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে। আরো দুইবার ইঙ্গিত দেয়ার পর তার হাতের নাগালের মধ্যে আরেকটি দড়ি নেমে এলো।

সেলিম প্রথম দড়িটির সঙ্গে জোবায়দাকে বাধলো, তবে ভুল করে সে তার আহত হাতটি ধরার ফলে জোবায়দার মুখ ব্যাথায় কুঁচকে উঠলো। সাহস বজায় রাখ। সেলিম তাকে উৎসাহ প্রদানের জন্য হাসলো। আমি ইঙ্গিত দেয়ার পরে রাস্তায় অবস্থিত লোকেরা তোমাকে টেনে তুলবে। তুমি তোমার পায়ের সাহায্যে ধাক্কা মেরে পাহাড়ের দেয়াল থেকে নিজেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখবে।

জ্বী জাহাপনা, আমি বুঝতে পেরেছি।

উপরে পৌঁছে তুমি লোকদেরকে বলবে তারা যেনো আমার দড়ি এবং অন্য দড়িটি একসঙ্গে টেনে তুলে।

জোবায়দা মাথা ঝাঁকালো এবং সেলিম আবার হাওদাটির দিকে অগ্রসর হলো জোবায়দাকে টেনে তুলার ইঙ্গিত দেয়ার জন্য। শীঘ্রই সেলিমকে স্বস্তি প্রদান করে জোবায়দার দেহটি উপরে উঠতে লাগলো এবং সেলিমের নির্দেশ অনুযায়ী সে তার খালি পায়ে ধাক্কা মেরে মেরে পাথরের দেয়াল থেকে নিজেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখছিলো।

এক সময় সেলিমের দৃষ্টিসীমা থেকে জোবায়দা অদৃশ্য হলো এবং সে দ্বিতীয় বৃদ্ধাটির কাছে এগিয়ে গেলো, এখনো তার শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে দেখে সেলিম কিছুটা অবাকই হলো। দড়ি দিয়ে তাকে বাঁধার সময় সেলিম লক্ষ্য করলো তার চোখের পাপড়ি কেঁপে উঠলো। সে দ্রুত তাকে বেঁধে নিজের দড়িটিও টেনেটুনে পরীক্ষা করে নিলো এবং

তারপর বৃদ্ধাটিকে দুহাতে তুলে নিলো। কয়েক মুহূর্ত পরে তাঁদের দেহে বাধা রশি গুলি টানটান হয়ে উঠলো। ধীরে টেনে তাদেরকে উপরের দিকে তোলা হতে লাগলো, প্রয়োজনের সময় সেলিম তার পায়ের সাহায্যে ধাক্কা মেরে পাহাড়ের দেয়াল থেকে দূরত্ব বজায় রাখছিলো। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা পাথরের প্রসারিত অগ্রভাগের সঙ্গে সেলিম প্রবল ধাক্কা খাচ্ছিলো এবং পাথরের ঘষায় তার গায়ের চামড়া ছড়ে যাচ্ছিলো। তবে শীঘ্রই তারা উপরে পৌঁছে গেলো, রক্তে এবং কাদামাটিতে মাখামাখি হলেও এখন তারা নিরাপদ। হাকিমরা খাঁটিয়াতে করে বৃদ্ধা দুজনকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলো এবং সেলিম দেখতে পেলো তার বাবা তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, উপস্থিত সকলে দুভাগ হয়ে দুপাশে সরে দাঁড়িয়েছে। আকবরের সমস্ত মুখে একটি প্রশস্ত হাসি ছড়িয়ে রয়েছে এবং তিনি তাঁর পুত্রকে আলিঙ্গন করার জন্য তাঁর দুবাহু প্রসারিত করলেন।

সেলিম, আমি তোমার জন্য গর্বিত। আমার মনে হচ্ছে তোমার শক্তি ও সাহস আমার সমপর্যায়ে পৌঁছেছে।

সেলিমের কাছে তার পিতার প্রতিটি বাক্যকে স্বর্ণের মতো মূল্যবান মনে হলো।

*

তিন মাস পরের ঘটনা। আকবর এবং সেলিম নাসিমবাগে পাশাপাশি হাঁটছে। জায়গাটি কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের কাছাকাছি অবস্থিত। তাদের পাশের গোলাপকুঞ্জের উপর

দিয়ে মৃদু বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে এবং সেই বাতাসে গোলাপের পাপড়ি ঝরে পড়ছে। ডাল হ্রদের পশ্চিম তীরে মাত্র বারো মাস আগে আকবরের নির্দেশে এই বাগানটি তৈরি করা হয়েছে। বাগানের শেষ প্রান্তের ক্রমশ নিচু হয়ে যাওয়া শানবাঁধানো ধাপ গুলিতে হ্রদের স্বচ্ছ নীল পানির ছোট ছোট ঢেউ আছড়ে পড়ছে। জায়গাটি নিশ্চিয়ই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম স্থান গুলির একটি, সেলিম ভাবলো।

সেলিম কি ভাবছে সেটা যেনো আঁচ করতে পেরেই আকবর বললেন, আমার সভার পারসিকরা গর্ব করে বলে তাঁদের দেশের বাগানগুলি নাকি সবচেয়ে সুন্দর, সেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগানটির নাম তারা দিয়েছে স্বর্গের বাগান। কিন্তু আমার মনে হয় সমগ্র কাশ্মীরটি এক বিশাল স্বর্গীয় বাগান। এর বিস্তৃত তৃণভূমি বসন্তকালে মৌভি, ক্রোকাস এবং অন্যান্য বহু বর্ণের মৌসুমি ফুলের শতরঞ্জিতে ঢাকা থাকে। এর পাহাড়গুলির মাঝ দিয়ে বয়ে চলা ছোট ছোট নদী, জলপ্রপাত এবং হ্রদগুলি কতো বৈচিত্রময়!

সেলিমের বহুবার মনে হয়েছে তার বাবা কাশ্মীরে অবসর যাপন করতে এলেই কেবল সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ ও উৎফুল্ল থাকেন। অবশ্য এর মধ্যেও তিনি হিন্দুস্তান থেকে ডাক যোগে আসা বার্তা সমূহ শ্রবণ করে সে সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন একং শ্রীনগরে নির্মানাধীন হরিপর্বত দূর্গ পরিদর্শন করছেন। সেই সঙ্গে পরিবারের সদস্যদেরও অধিক সময় দিচ্ছেন। অবশ্য সেলিমের ধারণা সেটা এই কারণে যে তারা শ্রীনগরে পৌঁছানোর প্রায় সাথে সাথেই তার বাবা আবুল ফজলকে লাহোরে ফেরত পাঠিয়েছেন প্রশাসনিক কাজে সৃষ্টি হওয়া কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য।

আমিও তাই ভাবছিলাম বাবা। হিন্দুস্তানের বর্ষাকালের বৃষ্টি এবং গুমোট গরমের তুলনায় কাশ্মীরের এই মৃদুমন্দ বাতাস এবং সবুজ তৃণভূমি ঘেরা প্রকৃতি অনেক ভালো। এখানকার আবহাওয়া আমাকে অনেক প্রাণবন্ত করে তুলে। সেলিম একটু থামলো, বাবার খোশ মেজাজের সঙ্গে নিজের মনোভাবের মিল খুঁজে পেয়ে সে তৃপ্তি অনুভব করছে। তারপর আবার শুরু করলো, আমরা যখন এখানে আসি তখন আমি প্রকৃতির প্রতি আরো অধিক আকর্ষণ অনুভব করি। আমি কিছু শিল্পীকে দিয়ে ক্রকাস এবং অন্যান্য ফুলের স্বাভাবিক আকারের তুলনায় অনেক বড় কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র অংকন করাচ্ছি যাতে করে তাদের জটিল গঠনশৈলী বুঝতে পারি। তাছাড়া আমি কিছু পণ্ডিত ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়েছি পাখির ডানা ব্যবচ্ছেদ করে এটা উঘাটন করার চেষ্টা করার জন্য যে কীভাবে তারা উড়ে।

তোমার গবেষণা সংক্রান্ত আগ্রহের বিষয়ে তোমার দাদীমা আমাকে জানিয়েছেন। ফুলের ছবিগুলি আমাকে দেখিও। কাশ্মীর আমাদের পরিবারের সকলের জন্যই একটি উত্তম স্থান। এর সীমারেখার মধ্যেই আমি জানতে পেরেছি তোমার সাহস কতোটুকু এবং তোমার মন কতোটা সবল।

সেলিম কিছুক্ষণ কোনো কথা বললো না, তারা উভয়ে হেঁটে নাসিমবাগের শানবাধানো ধাপগুলি পেরিয়ে ডাল হ্রদের দীপ্তি ছড়াতে থাকা পানির কাছে এগিয়ে গেলো। তারপর বর্তমান মুহূর্তের প্রবল অন্তরঙ্গতার প্রভাবে উদ্দীপ্ত সেলিম জিজ্ঞাসা করলো, আমরা যখন লাহোরে ফিরে যাবো তখন কি আমি আরো ঘন ঘন তোমার মন্ত্রণাসভার বৈঠকে অংশ

গ্রহণ করতে পারবো, সেটা বেসামরিক বা সামরিক যে বিষয়েই হোক না কেনো, যাতে আমি আরো পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারি তুমি কীভাবে সাম্রাজ্য শাসন করো?

নিশ্চয়ই আমি এ বিষয়ে চিন্তা করবো। আমি আবুল ফজলের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করবো কখনো এ ধরনের পদক্ষেপ নিলে তুমি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে।

আবুল ফজল, সবসময় আবুল ফজল, সেলিম ভাবলো। সে মুখে কিছু বললো না। কিন্তু তার মনে হলো গ্রীষ্মের বেলাশেষের উষ্ণ সূর্যেটি কালো মেঘে আচ্ছাদিত হলো।

.

২১. রাজমুকুটে একটি নতুন অলঙ্করণ

এটা অত্যন্ত শুভ সংবাদ। এই উপলক্ষে আমাদের আনন্দ-ফুর্তি করা উচিত, সুলায়মান বেগ বললো। খোসরু এবং পারভেজের পরে এটি হয়তো তোমার তৃতীয় পুত্রসন্তান।

সম্ভবত।

তোমার কি হয়েছে? তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তোমার বাবা তোমাকে লাহোরের শৌচাগার গুলির পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করেছেন।

অথচ এই মাত্র খবর এলো তোমার সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে! সুলায়মান বেগ যে কোনো সময় তার মনকে হালকা করে তুলতে পারে, সেলিম ভাবলো। তোমার কথা ঠিক এবং আমি যথেষ্ট খুশি হয়েছি। যোধ বাঈও খুশি হয়েছে। ইতোমধ্যে আমি দুটি সন্তান লাভ করেছি যার কোনোটিই তার গর্ভজাত নয়, বিষয়টি তার জন্য খুবই বেদনা দায়ক ছিলো।

এবং এটাও তো সত্যি যে সে তোমার সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী, কি বলে?

হয়তো তাই। অন্তত সে আমাকে সব সময় হাসাতে পারে। তোমার মতো সেও আমার মনের অবস্থা অনুমান করতে পারে এবং ঠাট্টা তামাসা করে আমার মেজাজ ভালো করে

দিতে পারে। তাছাড়া সে মান বাঈ বা অন্যান্য স্ত্রীদের মতো সর্বদা অভিযোগ করে না যে আমি তার সঙ্গে বেশি সময় কাটাই না।

তাহলে তোমার সমস্যাটি কোথায়? তুমি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে ইতস্তত বোধ করছো কেনো?

সেলিমের চোয়াল শক্ত হয়ে এলো, কারণ তার দুধভাই এর প্রশ্নের উত্তরটি সে নিজেও ভালোভাবে ঠাহর করতে পারছে না। একাধিক পুত্রের পিতা হতে পারা খুবই উত্তম বিষয়। কিন্তু ওদের দেয়ার মতো আমার কি আছে?

আমি কি ওদের আমার মতো উদ্দেশ্যহীন জীবনই উপহার দেবো? বাবার সঙ্গে যখন কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন মনে হয়েছিলো তিনি আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করেছেন। এটাও মনে হয়েছিলো আমার মতামত শ্রবণ করার বিষয়েও তিনি কিছুটা আগ্রহী। কিন্তু লাহোরে ফেরার পর থেকে তিনি আবার আমাকে উপেক্ষা করা শুরু করেছেন। এসবের জন্য আবুল ফজলই দায়ী। সে সর্বদা চাটুকারী বাক্যবাণ দিয়ে বাবার কান ভারী করছে এবং অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে আমি অধিক নিশ্চিত যে আমার প্রতি বাবার অবহেলার প্রধান কারণ সে। সে আমাকে এবং আমার সৎ ভাইদের সবকিছু থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে কারণ সে মনে করে বাবার উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে আমরা তার প্রতিদ্বন্দ্বী।

সুলায়মান বেগ কাঁধ ঝাঁকালো। হয়তো তোমার বাবা মনে করছেন প্রশাসনিক কাজে অংশ গ্রহণ করার জন্য যতোটা পরিপক্বতা প্রয়োজন তা তুমি এখনোও অর্জন করতে পারনি।

আমি এখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। আমি বাবাও হয়েছি। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সাহসের প্রমাণ রেখেছি। আমি এতোদিন ধৈর্যধারণ করেছি এবং বাবার সব নির্দেশ পালন করেছি। তিনি এর বেশি আমার কাছ থেকে আর কি আশা করেন? মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তিনি ইচ্ছা করে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক গুলিতে অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করেন। তিনি এমন আচরণ কেনো করেন?

কারণ তিনি এ বিষয়ে এখনো নিশ্চিত নন যে তিনি আমাকে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করতে চান কি না। তিনি আমাকে সত্যিকার কোনো ক্ষমতা বা দ্বায়িত্ব দিতে অনিচ্ছুক কারণ তাঁর আশঙ্কা তাহলে সেটা আমার জন্য এবং অন্যদের জন্য একটি ইতিবাচক সংকেত হবে- এই মর্মে যে তিনি আমাকেই তার ওয়ারিস হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

তুমি এ বিষয়ে এতো নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে? হয়তো তিনি অন্য যে কাউকেই কোনো প্রকার ক্ষমতা প্রদান করার ব্যাপারে কুণ্ঠিত। বর্তমানে তাঁর বয়স কতো?

আগামী অক্টোবর মাসে তার বয়স ঊনপঞ্চাশ হবে।

এটাই তাহলে আসল কারণ। যদিও তিনি দেখতে সুগঠিত এবং শক্তিশালী কিন্তু বাস্তবে তিনি আর তরুণ নেই। ভেতরে ভেতরে এটা উপলব্ধি করে তিনি তোমাকে এবং ভবিষ্যতে যাদের তার স্থান দখল করার সম্ভাবনা রয়েছে তাদেরকে অপছন্দ করেন। তার অবস্থা এখন অনেকটা বুড়ো বাঘের মতো, যাকে বনের অন্য একটি তরুণ বাঘ শিকার করা থেকে বঞ্চিত করতে আরম্ভ করে।

এ বিষয়ে তুমি নিজেকে এতো বিজ্ঞ মনে করছো কেনো?

সুলায়মান বেগ কাধ ঝাঁকিয়ে দাঁত বের করে হাসলো। আমার বাবার বয়সও প্রায় তোমার বাবার সমান এবং তিনি আমার সঙ্গে একই রকম আচরণ করেন। আমার দোষ উদঘাটন করাই যেনো তার একমাত্র কাজ এবং তিনি কোনো বিষয়ে কখনোই আমার মতামত জানতে চান না। আমিও তাকে এড়িয়ে চলি। তোমার বাবা যদি আবার তাকে বাংলায় পাঠান তাহলে ভালো হয়।

তোমার কথাই বোধহয় ঠিক। আমার বাবা সম্ভবত আমাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে অবজ্ঞা করেন না। আর এটাও স্পষ্ট যে তিনি আমার অন্য সৎ ভাইদের প্রতিও আমার তুলনায় বেশি আনুকূল্য প্রদর্শন করছেন না। মুরাদ এবং দানিয়েল আমার মতোই উদ্দেশ্যহীন জীবন কাটাচ্ছে।

কিন্তু তারা তাদের সান্ত্বনার পথ ঠিকই খুঁজে নিচ্ছে।

তার মানে?

সুলায়মান বেগের একটি ভ্রূ ধনুকের মতো বেঁকে কিছুটা উপরে উঠে গেলো। ইদানিং তারা যে রকম আনন্দ-ফুর্তি করে সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে? মাঝে মাঝে তারা এতো মাতাল থাকে যে নিজেদের পায়ে হেঁটে বিছানায় পৌঁছাতে পারে না। তাদের পরিচারকরা ধরাধরি করে তাঁদের কক্ষে নিয়ে যায়। দুই সপ্তাহ আগে মুরাদ বাগানের একটি খালে পড়ে প্রায় ডুবতে বসেছিলো।

তাদের এই সব আচরণ দেখে তুমি কি বুঝতে পারছো না আমার মনের অবস্থা কি? আমি চাই না আমার সন্তানরাও অর্থহীন জীবন যাপন করুক, ভবিষ্যতে তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে। তাঁদের হতাশার সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা নানা প্রলোভনে তাঁদের বশীভূত করার সুযোগ পাবে। আমি নিজে সম্রাট হয়ে আমার সন্তানদের আমার সঙ্গে কাঁধে কাধ মিলিয়ে লড়াই করার সুযোগ দিতে চাই সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য।

তুমি অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে পড়েছে। তোমার বাবা হয়তো আরো বহু বছর বাঁচবেন।

আমিও প্রার্থনা করি তিনি আরো অনেক দিন বেঁচে থাকুন। তুমি যদি ভেবে থাকো আমি আমার বাবার মৃত্যু কামনা করছি তাহলে তুমি ভুল করছে। কিন্তু আমার পক্ষে আরো বহু বছর এরকম উদ্দেশ্যহীন জীবন কাটানো সম্ভব নয় কোনো প্রকার সত্যিকার কর্মোদ্যোগ ছাড়া। তাহলে আমার অবস্থা আমার রক্ষিতাদের মতো হবে যারা সারাদিন

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে অলস সময় কাটায় এবং উপাদেয় মিষ্টান্ন আহার করে দিন দিন নাদুসনুদুস হচ্ছে।

কিম্বা হেরেমের খোঁজাদের মতো দশাসই গড়নের অধিকারী হবো কিন্তু একটি ছোরা বা তলোয়ার হাতে তুলে নেয়ার সামর্থ থাকবে না। আমি একজন তরুণ, একজন যোদ্ধা, আমার এখন যোগ্যতা প্রমাণের জন্য সুযোগ দরকার। কিন্তু বাবা যদি আমাকে এভাবে অকেজো করে রাখেন তাহলে আমার জীবনের কোনো তাৎপর্য থাকে না। এখন আর সেই যুগ নেই যখন একজন মোগল যুবরাজ নিজের অনুসারীদের নিয়ে নতুন ভূখণ্ড জয় করার জন্য বেরিয়ে পড়তেন এবং নিজের জন্য নতুন সাম্রাজ্য গড়ে তুলতেন, যেমনটা আমার প্রপিতামহ বাবর করেছিলেন। ক্ষমতা লাভ করার পর তিনি প্রথমে ফারগানা, সমরকন্দ এবং কাবুল শাসন করেছেন হিন্দুস্তান আসার আগে। তিনি আমার অর্ধেক বয়সে পৃথিবীর বুকে তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছিলেন।

জাহাপনা, আপনার স্ত্রী রাজকুমারী যোধ বাঈ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন, সেলিমের একজন কোর্চি এসময় সেখানে হাজির হয়ে জানালো।

সেলিম মাথা ঝাঁকালো। যোধ বাঈ এর কথা মনে হতেই তার মনের বিষাদ অনেকটা কেটে গেলো। গর্ভবতী হতে পেরে তার এই গোলাকার মুখমণ্ডলের অধিকারী স্ত্রীটির চেহারা আরো বেশি গোলাকার ও আকর্ষণীয় রূপ ধারণ করেছে। তার ইতোমধ্যে যা রয়েছে তার জন্য তার সন্তুষ্টি বোধ করা উচিত। সুলায়মান বেগ ঠিক কথাই বলেছে, তার ধৈর্য ধারণ করা প্রয়োজন।

আমি এখনই ওর কাছে যাচ্ছি। আর সুলায়মান, আমি যখন ফিরে আসব তখন তোমার পরমর্শ অনুযায়ী আনন্দ-ফুর্তি করা যাবে।

এবং এ কথাও ভুলে যেও না যে একটা বিষয়ে তুমি তোমার বাবার তুলনায় এগিয়ে আছে। নিজের বংশধর পয়দা করতে ওনার তোমার চেয়ে অনেক বেশি সময় লেগেছিলো।

*

আকবর তাঁর নতুন নাতিটিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তোমার নাম রাখছি খুররম যার অর্থ উচ্ছল। তোমার জীবন আনন্দময় হোক এবং তোমার চারপাশের সকলের জীবনেও তুমি খুশি বয়ে আনতে সক্ষম হও এই কামনা করছি। এর থেকেও যা বড় তা হলো তুমি আমাদের সাম্রাজ্যকে আরো মাহান করে তুলতে সমর্থ হও। আকবর খুররমের ছোট্ট মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর তিনি তার সভাসদ এবং সেনাপতিদের দিকে ফিরলেন। তিন দিন আগে খুররমের জন্মের সময় গ্রহ-নক্ষত্রের যে অবস্থান ছিলো তা পর্যালোচনা করে রাজজ্যোতিষীগণ ঘোষণা করেছে যে তা আমার মহান পূর্বপুরুষ তৈমুরের জন্মক্ষণের অনুরূপ। সে কারণে এটা নিসন্দেহে একটি শুভক্ষণ, এবং আরো বিষয় রয়েছে: এটা ইসলামিক বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী সহস্রাব্দ এবং আমার এই নাতিটির জন্ম মাসেই আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) জন্মগ্রহণ

করেছিলেন। এই শিশুটি আমাদের সাম্রাজ্যের মুকুটে নতুন সংযোজিত একটি রত্ন এবং এর উজ্জ্বল্য সূর্যের চেয়েও বেশি।

খুররমের দিকে তাকিয়ে সেলিমের চেহারা গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তার পিতা এই নতুন নাতিটিকে পেয়ে সীমাহীন আনন্দিত হয়েছেন। খুররমের জন্মের কয়েক ঘন্টা পর জ্যোতিষীরা যখন তৈমুরের সঙ্গে তার জন্মের যোগসূত্র নির্ণয় করে বিষয়টি আকবরকে জানায় তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেলিমকে দুটি জুড়ি মেলানো কালো স্ট্যালিয়ন ঘোড়া উপহার পাঠান এবং যোধ বাঈকে সূক্ষ্ম রেশমী কাপড় এবং সুগন্ধি। খুররমকে কোলে নিয়ে তার পিতার চোখে মুখে যে উচ্ছলতা প্রকাশ পাচ্ছিলো তা প্রত্যক্ষ করে সেলিম নতুন আশায় উজ্জীবিত হলো। এই শিশুটির মাধ্যমে তার এবং তার পিতার মধ্যকার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ট হবে এবং তিনি হয়তো তাকে সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরসূরি হিসেবে ঘোষণা করবেন। সেলিমের মনে হচ্ছে খুররমকে এমন দিনে পৃথিবীতে পাঠিয়ে স্বয়ং ঈশ্বর তার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।

আকবরের কোলে অবস্থানরত নিজের পুত্রের দিকে তাকিয়ে সেলিমের ইচ্ছা হলো দীর্ঘ বছর গুলিকে এক পলকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতে গিয়ে দেখতে ঐ ভজ বিশিষ্ট চামড়ার অধিকারী ছোট ছোট হাত পা বিশিষ্ট শিশুটির প্রাপ্তবয়স্ক রূপটি কেমন। জ্যোতিষীদের গণনা যদি ঠিক হয় তাহলে ঐ শিশুটি একদিন একজন বীর যোদ্ধা এবং মহান বিজেতায় পরিণত হবে, সে এমন একজন শাসকে পরিণত হবে যার নাম বহু শতাব্দী পর্যন্ত মানুষ স্মরণ রাখবে।

আকবর হাত তুলে সবাইকে চুপ হতে বললেন, বোঝা গেলো তার আরো কিছু বলার আছে। যেহেতু এই শিশুটির জন্মক্ষণ অত্যন্ত শুভ তাৎপর্য মণ্ডিত তাই ওর লালন পালনের দায়িত্ব স্বয়ং আমি নিলাম।

বাবার বক্তব্য হজম করতে সেলিমের রীতিমতো কষ্ট হলো, তিনি কি তার পুত্রকে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চিন্তা করছেন? পিতার পরবর্তী কথা গুলি শ্রবণ করে তার উদ্দেশ্য সেলিমের কাছে স্পষ্ট হয়ে এলো।

যুবরাজ খুররমকে আমার স্ত্রী রোকেয়া বেগমের তত্ত্বাবধানে আমার হেরেমে রাখা হবে যাতে দিন বা রাতের যে কোনো সময় আমি তার মুখ দর্শন করতে পারি। সে যখন বড় হতে থাকবে তখন আমি তার জন্য বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করবো এবং আমি নিজেও তাকে কিছু কিছু প্রশিক্ষণ প্রদান করবো।

সে তার সন্তানকে নিজেই মানুষ করতে পারবে এ আস্থাও কি তার পিতার নেই? সেলিম অনেক কষ্টে নিজের দৃষ্টিকে মেঝের দিকে নিবদ্ধ রাখল কারণ তার মনে হলো সরাসরি বাবার দিকে তাকালে হয়তো তার মুখ ফসকে কোনো বিরুপ মন্তব্য বেরিয়ে যাবে। রাজসভার সবচেয়ে প্রবীণ সদস্যগণ উপস্থিত রয়েছেন, সে নিজেকে বোঝালো, তার এক হাতের নখ আরেক হাতের তালুতে এমন জোরে এটে বসলো যে মনে হলো রক্ত বেরিয়ে যাবে। এই মুহূর্তে কোনো গোলযোগ সৃষ্টি করা অচিন্তনীয়। সে নিজের চিন্তাগুলিকে স্থির এবং শ্বাসপ্রশ্বাসকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করতে লাগলো, সেগুলি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছিলো এবং তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো। তখন আরেকটি

চিন্তা তীব্র শক্তিতে তার মাথায় আঘাত হানলো। বাবা কি পর্যায়ক্রমে খুররমকে নিজের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করবেন? নিশ্চয়ই না...পাশে তাকিয়ে সেলিম দেখতে পেলো আবুল ফজল তাকে পর্যবেক্ষণ করছে। ঘটনাপঞ্জিকারের ছোট ছোট চোখ গুলিকে কৌতূহলী মনে হচ্ছিলো, যেনো সে অনুধাবন করার চেষ্টা করছে সেলিম এই ঘোষণাটিকে কীভাবে গ্রহণ করলো। বাবার এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে আবুল ফজল কি ভূমিকা রেখেছে? নিজের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার জন্য কি সে বাবাকে খুররামের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করতে উৎসাহ দিয়েছে? খুররম যদি অল্প বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে তাহলে আবুল ফজল তার অভিভাবকত্ব করার সুযোগ পাবে। এই চিন্তাটি সেলিমের মনে আকস্মিক ভাবে এমন তীব্র ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটালো যে তার মনে হলো এই মুহূর্তে কোমর থেকে ছোরা বের করে দুই লাফে আবুল ফজলের কাছে পৌঁছে তার থলথলে গলায় সেটা সমূলে বসিয়ে দেয়।

কিন্তু না, তার বাবা তাকে যে মারাত্মক আঘাত করলেন সেই ক্ষত চিহ্নটি সে ঐ চাটুকারটির সামনে সে মেলে ধরবে না। সে জোর করে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো কিন্তু তার মন বাধ মানলো না, বার বার চেষ্টা করলো কোনো উপায় উদ্ভাবনের যার ফলে বাবাকে তার সন্তান চুরি করা থেকে বিরত করা যায়। একটাই সান্ত্বনা, খুররম শ্রেষ্ঠ সেবা সমূহ লাভ করবে এবং রোকেয়া বেগম একজন দয়ালু মহিলা। সেলিম তাকে সমগ্র জীবন ধরে জানে। সাধারণ মুখমণ্ডল এবং পাকা চুল বিশিষ্ট এই মহিলাটি আকবরের এক চাচাতো বোন। তার বাবা অর্থাৎ আকবরের চাচা হিন্দাল অনেক আগে মারা গেছেন এবং তার বয়স আকবরের সমান ছিলো। রোকেয়া বেগম নিঃসন্তান। তার সঙ্গে আকবরের বিয়ে তাঁর অন্যান্য অনেক বাগদানের মতোই তেমন পূর্ণাঙ্গতা পায়নি।

না, খুররমকে নিয়ে তার আশঙ্কার কিছু নেই। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত সে নিজে এবং যোধ বাঈ, তারা প্রতিদিন নিজ সন্তানের মুখ দর্শন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

যোধ বাঈ এর কথা মনে হতেই সেলিমের চোয়াল শক্ত হয়ে এলো। সে একটি সন্তান লাভের জন্য বহু দিন অপেক্ষা করে ছিলো। সেই বহু প্রতীক্ষিত সন্তানকে অন্য কোনো নারীর কাছে সমর্পণ করা তার জন্য অসহনীয় বেদনা দায়ক হবে। তার সন্তান রোকেয়া বেগমের নিযুক্ত করা দুধমাদের স্তন্য পান করবে এবং খুররম রোকেয়া বেগমের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠবে। ভোজ উৎসব সমাপ্ত হতেই সেলিম সবার অলক্ষে যোধ বাঈ এর সঙ্গে দেখা করার জন্য হেরেমে উপস্থিত হলো। যোধ বাঈ এর চোখ ক্রমাগত ক্রন্দনের কারণে লাল হয়ে আছে। তার সন্তানের মতো খোসরুকে যদি মান বাঈ এর কোল থেকে কেড়ে নেয়া হতো তাহলে মান বাঈ শোকের আঘাতে উন্মাদ হয়ে যেতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যোধ বাঈ একটি হলুদ মখমলের আসনে নিশ্চুপ হয়ে বসে ছিলো। সেলিম কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে চুমু খেলো। আমি দুঃখিত। বাবার পরিকল্পনা সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিলো না।

যোধ বাঈ এক মুহূর্ত কোনো কথা বললো না। যখন সে কথা বললো, তার কণ্ঠস্বর শান্ত শোনালো। তোমার বাবা আমাকে আরেকটি উপহার পাঠিয়েছেন। ধীরে সে তার হাতের মুঠি খুললো- তার হাতের তালুতে একটি চমৎকার সোনার হার দেখা গেলো যাতে পদ্মরাগমণি (রুবি) এবং বড় বড় মুক্তা জ্বল জ্বল করছে। সৈন্যরা এর চেয়েও কম মূল্যবান মণিমাণিক্যের জন্য লড়াই এ অবতীর্ণ হয়। এই হারটি অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু সম্রাট যদি এটার পরিবর্তে আমাকে আমার সন্তান ফেরত দিতেন তাহলে আমি অনেক বেশি

খুশি হতাম। উজ্জ্বল হারটি তার শিথিল হয়ে যাওয়া হাত থেকে পায়ের কাছে শতরঞ্জির উপর পড়ে গেলো।

আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, একদিন আমি এই বঞ্চনার উপযুক্ত মাসুল আদায়ের উপায় আবিষ্কার করবো এবং খুররমও তাই করবে। সে চিরদিন শিশু থাকবে না এবং তার পিতামহের দ্বারা বশীভূতও থাকবে না। তাছাড়া পরিস্থিতি যাই হোক না কেনো একজন মায়ের সঙ্গে তার পুত্রের বন্ধন সর্বদাই অত্যন্ত দৃঢ়। অন্তত সে নিজে বিষয়টি গভীর ভাবে উপলব্ধি করে, সেলিম ভাবলো। তার কল্পনার দৃষ্টির সামনে হীরা বাঈ এর গর্বিত মুখটি ভেসে উঠলো।

আমাদের কি কিছুই করার নেই? যোধ বাঈ জিজ্ঞাসা করলো, সে অন্তরে ভীষণ অস্থিরতা অনুভব করছে। নিশ্চিতভাবেই নেই। তোমার বাবা হলেন মহামান্য সম্রাট এবং এটা অত্যন্ত সম্মানের বিষয় যে তিনি আমাদের সন্তানের লালন পালনের ভার নিয়েছেন। আমার অভিযোগ করা উচিত নয়।

যে মুখটি কৌতুকবোধে সর্বদা সজীব থাকে সেখানে এখন তীব্র শোকের ছায়া। সেলিম অনুভব করলো তার নিজের চোখের পাতাও ভিজে উঠেছে। এই অশ্রু স্ত্রীর প্রতি সহমর্মিতার অশ্রু, এই অশ্রু নিজের অক্ষমতা জনিত হতাশার। কিন্তু এই চোখের জল তার মাঝে নতুন উদ্দীপনাও সৃষ্টি করলো। নিজের আবেগকে গোপন করো, সে নিজেকে বললো; ধৈর্যশীল হও। একদিন তোমার সময়ও আসবে...তুমি শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবে।

*

কিন্তু পরবর্তী মাস গুলিতে সেলিম যখন তার অশ্রুসিক্ত উদ্দীপনার কথা গুলি স্মরণ করতে লাগলো, সেগুলি তার কাছে নিতান্তই ফাঁকা বুলি মনে হতে লাগলো। ধৈর্য নয় বরং অক্ষমতাই তার অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় করে তুলছে, সে উপলব্ধি করলো। প্রতিদিন একটি মাত্র বোধই তাকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলো, তার কিছুই করার নেই। সে আকবরের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, নাতির প্রতি যার আগ্রহ এবং উৎসাহে ভাটা পড়ার কোনো লক্ষণই নেই। সেলিম বুঝতে পারছিলো খুররমের প্রতি তার বাবার এই ভালোবাসার জন্য তার খুশি হওয়া উচিত এবং তার নিজের প্রতি আকবর কখনোও এমন মমতা প্রকাশ করেননি এই বিষয়েও তার ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তা মেনে নেয়া তার জন্য কঠিন। যোধ বাঈ এর সঙ্গে খুররমের বিরল সাক্ষাৎকার গুলির দৃশ্যও তার কাছে অসহনীয় লাগছিলো। কারণ খুররম তার আসল মায়ের অপরিচিত কোলে গিয়ে অস্বস্তি প্রকাশ করতো এবং ছোট্ট দেহটি মুচড়ে চিৎকার করে কেঁদে রোকেয়া বেগমের নিযুক্ত করা দুধমায়ের কোলে ফিরে যেতে চাইতো। যোধ বাঈ নিজের কষ্ট লুকাতে চেষ্টা করতো কিন্তু সেলিম জানতো বেদনার ঘুণপোকা ভেতরে ভেতরে তাকে ক্ষয় করে ফেলছিলো।

সেলিমের সকল রোষের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো আবুল ফজল, সেলিমের ধারণা ঐ লোকটিই তার আশাগুলিকে একে একে হত্যা করছে। লোকটি তার শত্রু এ বিষয়ে যদি কোনো চাক্ষুষ প্রমাণ দরকার হয়, সেলিম নিশ্চিত ইতোমধ্যেই সে তা পেয়ে গেছে, গ্রীষ্মের এক

উষ্ণ বিকেলে লাহোর দূর্গে আবুল ফজলের কক্ষের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় সেলিম ভাবছিলো।

জাহাপনা, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন। আমি মহামান্য সম্রাটের আগ্রাদূর্গ পুনঃনির্মাণ কাজ পরিদর্শনের জন্য সেখানে গমনের বিষয়টি ঘটনাপঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করেছিলাম। সেলিম কক্ষে প্রবেশ করতেই আবুল ফজল উঠে দাঁড়িয়েছে। তার থলথলে মুখে বিগলিত হাসি ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু তার ছোট ছোট চোখ দুটিকে বেশ সতর্ক মনে হলো।

বাবার সঙ্গে আপনি যাননি দেখে আমি বেশ অবাক হয়েছি।

মহামান্য সম্রাট প্রায় দুই মাসের জন্য আগ্রায় গিয়েছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এমন বহু কিছু ঘটতে পারে যা তাৎক্ষণিক ভাবে তার জানা দরকার হতে পারে। সেই কারণে তিনি আমাকে এখানে রেখে গেছেন। আবুল ফজলের মসৃণ যুক্তিপূর্ণ বাক্য এবং তার অধিকতর মসৃণ বিগলিত হাসি সেলিমকে সর্বদাই ধৈর্যের শেষ সীমায় ঠেলে দেয়, তবে এই মুহূর্তে সে নিজের প্রকৃত অনুভূতি গোপন করার চেষ্টা করলো না।

একটু আগে আমি জানতে পারলাম আমার সৎ ভাই মুরাদকে মালওয়া এবং গুজরাটের প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

আপনি সঠিক তথ্যই পেয়েছেন জাঁহাপনা। আগামী এক মাসের মধ্যে যুবরাজ মুরাদ লাহোর ত্যাগ করে তার কর্মস্থলে যোগ দিবেন।

ঐ পদটি বাবার কাছে আমি চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন সে বিষয়ে তিনি চিন্তা ভাবনা করবেন। কিন্তু এটা কি হলো?

এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর একমাত্র মাননীয় সম্রাটই দিতে পারবেন। আপনি তো জানেন, তিনিই আমাদের সকল প্রাদেশিক প্রশাসকদের নিয়োগ দান করেন।

আমি নিজে তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারছি না। কারণ তিনি এখন লাহোরে নেই। সে জন্যই আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি। আপনি তার মুখ ও কানের ভূমিকা পালন করেন। তাই আমার মনে হয়েছে সবকিছু আপনি ভালোই জানেন।

সেলিমের কণ্ঠস্বরে কিছুটা ঘৃণা মিশ্রিত ছিলো। সে অনুভব করছিলো আবুল ফজল তার আক্রমণে অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে নিজের অহংকার বজার রাখার চেষ্টা করছে। সে কিছু জানে না, এই মুহূর্তে এমন ভাব বজায় রাখা আবুল ফজলের জন্য বেশ কষ্টকর হয়ে পড়েছে, তবে এই যুদ্ধে হার না মানার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও তাকে খুব একটা উৎসাহী মনে হলো না। তার গম্ভীর মুখ ক্রমশ সহজ হয়ে এলো এবং সেখানে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। আমি যতোদূর জানি তা হলো, মহামান্য সম্রাটের বিবেচনায় মনে হয়েছে যুবরাজ মুরাদ উক্ত পদটির জন্য উপযুক্ত।

আমার তুলনায় বেশি উপযুক্ত? কিন্তু রাজসভার সবাইতো জানে মুরাদ সর্বদা এতো মাতাল থাকে যে, কারো সাহায্য ছাড়া ঠিক মতো দাঁড়িয়েও থাকতে পারে না।

আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে আপনিও একজন উত্তম প্রশাসক হওয়ার সকল যোগ্যতা ধারণ করেন, প্রশ্নটির সোজা উত্তর এড়িয়ে গিয়ে আবুল ফজল মন্তব্য করলো।

এই পদটিতে নিয়োগের বিষয়ে বাবা কি আপনার পরামর্শ চেয়েছিলেন?

আবুল ফজল এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো। আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছি জাহাপনা, মহামান্য সম্রাট এই সব সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়ে থাকেন। আমি কেবল সেগুলি আমার ঘটনাপঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করার ভূমিকা পালন করি।

আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না।

জাহাপনা?

আবুল ফজলের চেহারা দেখে মনে হলো বাস্তবেই সে ভীষণ আহত হয়েছে। সেলিম একটি বিষয় উপলব্ধি করলো যে, ঘটনাপঞ্জিকার যে দীর্ঘ সময় ধরে তার পিতার চাকুরীতে নিযুক্ত রয়েছে এই সময়ের মধ্যে তারা দুজন আগে কখনোই এভাবে পরস্পরের মুখোমুখী হয়নি। আকবর যেহেতু রাজধানী থেকে বহু দূরে অবস্থান করছেন, এই পরিস্থিতি সেলিমকে অনেকটা স্বাধীনতা প্রদান করেছে। শুধু প্রশাসক নিয়োগ

সংক্রান্ত হতাশাই নয়, আবুল ফজলকে কেন্দ্রকরে দীর্ঘ সময় ধরে তার মনে যে সন্দেহ এবং ঘৃণা পুঞ্জিভূত হয়েছে তার সবটুকু আজ সে তার সামনে উগরে দিতে চাইলো।

আমি তো বললোমই, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না। আমার বাবা সব বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং আমি নিশ্চিত মালওয়া ও গুজরাটের প্রশাসক নিয়োগের বিষয়েও তিনি আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

আবুল ফজলের মুখের হাসি ভাব ক্রমশ উধাও হলো। আমার সঙ্গে আপনার পিতার যে সব আলোচনা হয় তা অত্যন্ত গোপনীয়। সে সব বিষয়ে কোনো তথ্য প্রকাশ করার অর্থ তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। আপনি নিশ্চয়ই তা বোঝেন জাহাপনা।

আবুল ফজলের কণ্ঠে এখন আর অতিবিগলিত ভাব বজায় নেই এবং জীবনে প্রথম বারের মতো সেলিম উপলব্ধি করলো লোকটি কতোটা দুর্ধর্ষ। কিন্তু সে পরাজয় স্বীকার করবে না। আমি জানি বাবা আপনার সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করেন।

আমিও তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। আমি তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রজা। আবুল ফজলের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা প্রকাশ পেলো।

কিন্তু আপনার বিশ্বস্ততা আমার পিতার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতিও কি প্রসারিত হওয়া উচিত নয়? সেলিম আবুল ফজলের দুকাঁধ ধরে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকালো। আমি তার জ্যেষ্ঠ পুত্র, কিন্তু শৈশব থেকেই আমি লক্ষ্য করছি নানা উপায়ে

আপনি তার সঙ্গে আমার দূরত্ব সৃষ্টি করতে তৎপর। আপনি বাধা সৃষ্টি না করলে বাবা অবশ্যই তার যুদ্ধবিষয়ক সভা গুলিতে আমাকে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দিতেন। এটা কি আপনি অস্বীকার করেন?

আবুল ফজল বিচলিত না হয়ে শান্ত ভাবে উত্তর দিলো, আমি সর্বদাই মহামান্য সম্রাটকে উত্তম পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করি। আপনি যদি সত্যি কথাটি জানতে চান সেটা হলো, তিনি আপনাকে সভায় আমন্ত্রণ জানাননি কারণ তিনি মনে করেছেন আপনাকে সেখানে ডাকা অর্থহীন। উনি স্বয়ং আমাকে বলেছেন আপনার আচরণ তাঁকে হতাশ করে।

সেলিম আবুল ফজলের কাঁধ ছেড়ে দিলো। এই সংক্ষিপ্ত কথা গুলি তাকে যে কোনো অস্ত্রের চাইতে বেশি মারাত্মক ভাবে আহত করেছে। তার নিজের মনেও তো এমন আশঙ্কা ছিলো যে, সে তার বাবাকে সন্তুষ্ট করতে অপারগ, যততা ঐকান্তিক ভাবেই চেষ্টা করুক না কেনো? সে কিছুতেই চায় না আবুল ফজল তার আশঙ্কা এবং ভীতি গুলি সম্পর্কে অবহিত হয়ে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠুক। এটাও প্রকাশ পেলে চলবে না তার মন্তব্য তাকে আহত করেছে। সে অন্তরে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললো, আপনি সর্বদা আমার এবং আমার পিতার মধ্যকার সম্পর্কে অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করে গেছেন। আপনি সর্বদা তার কানে বিষ না ঢাললে তার এবং আমার মাঝে এতো ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে না। আপনি ঠিকই বলেছেন, আপনি তার প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত। তবে এই বিশ্বস্ততা আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় ব্যতীত আর কিছু নয়। সেটা আপনি ভালো করেই জানেন। আমি সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি সেই দিনটির অপেক্ষায় রইলাম যেদিন আমার বাবাও সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন।

তারা বর্তমানে পরস্পরের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেলিম উপলব্ধি করছিলো ঘটনাপঞ্জিকারের সঙ্গে আরো বেশি নগ্ন তর্কে জড়িয়ে পড়ার অর্থ তার অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করা। কারণ এ বিষয়ে আবুল ফজল যখন তার ভাষ্য আকবরকে প্রদান করবে তখন তিনি তার প্রতি রুষ্টই হবেন। হয়তো ইতোমধ্যে যে সে সব কথা বলে ফেলেছে তা সঠিক হয়নি, কিন্তু এর জন্য সে কোনো অনুশোচনা বোধ করছে না। তবে এখন থেকে আবুল ফজল তার ব্যাপারে আরো বেশি সতর্ক হয়ে উঠবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং সে নিজে তাকে সর্বদা পর্যবেক্ষণে রাখবে তার দুর্নীতি বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রমাণ উদ্ঘাটনের জন্য। সে রকম কিছু পেলেই সে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেলিম আবুল ফজলের কক্ষ থেকে প্রাসাদের রৌদ্র আলোকিত উঠানে বেরিয়ে এলো। একবার পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেলো জানালা দিয়ে আবুল ফজল তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

.

২২. আগ্রার দুর্গপ্রাচীর

কি ব্যাপার? সারা বিকাল তোমাকে অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম আমাকে বলার জন্য তোমার মনে অনেক কথা জমে আছে।

তোমার ধারণা ঠিক। আমার বাবা আবুল ফজলকে দিল্লীতে পরিদর্শনের কাজে পাঠিয়েছিলেন, সে শীঘ্রই রাজধানীতে ফিরে আসবে, সেলিম সুলায়মান বেগকে বললো। বেশ কিছুক্ষণ রবি নদীর তীরে ঘোড়া ছুটানোর পর পশুগুলিকে ঠাণ্ডা হওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য তারা নদীর অগভীর জলে নেমেছে। সুলায়মান বেগ তার বাবার সঙ্গে পাঞ্জাবে গিয়েছিলো এবং গত কয়েক মাস দুই বন্ধুর মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

তাতে কি হয়েছে? আবুল ফজলকে নিয়ে তুমি এতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কেনো?

এর পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

সে তোমার পিতার আস্থাভাজন এটা সত্যি কিন্তু এর অর্থ তো এই নয় যে সে তোমার শত্রু।

কিন্তু আমি নিশ্চিত সে আমাকে এবং আমার ভাইদেরকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে। এ কারণেই সে মুরাদ এবং দানিয়েল এর প্রতিটি দোষ এবং অসতর্ক আচরণের কথা বাবাকে অবহিত করে। আমি নিজে তাকে এ ধরনের কাজ করতে দেখেছি।

হয়তো সে মনে করে এটা তার দ্বায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া তোমার ভাইগুলিও আহাম্মক।

তারা বোকা সেটা মূল কথা নয়। যেটা মূল বিষয় তা হলো সে আমাকেও বাবার কাছে অপদস্ত করার চেষ্টা করে।

তোমার সাঙ্গে তার সেই তর্ক হওয়ার পর দুই বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু সে বিষয়ে সে তোমার বাবাকে আজ পর্যন্ত কিছু জানায়নি। এটা তো সত্যি?

বাবা সে বিষয়ে আমাকে কিছু বলেনি। কিন্তু বিষয়টি আবুল ফজলের জন্যেও হয়তো তিকর ছিলো।

অথবা সে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়েছে।

না। এখনো সে সবকিছু থেকে আমাকে বাদ দেয়ার চেষ্টা করে। তুমি যখন রাজধানীতে ছিলে না তখন বাবা আমাকে বলেছিলেন যেহেতু ইতোমধ্যে সিন্ধু জয় করা হয়ে গেছে তাই এখন তার ইচ্ছা মোগল সৈন্য পাঠিয়ে কান্দাহার দখল করা। এ সময় সেলিমের

ঘোড়াটি নদীর ঘোলা পানি পান করার জন্য মাথা নামালো এবং সেলিম সেটার ঘর্মাক্ত ঘাড়ে আলতো টোকা দিলো। আমি বাবাকে অনুরোধ করলোম এই সেনা অভিযানে আমাকে তার একজন সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করতে...আমি যুক্তি দেখালাম যে কাশ্মীর অভিযানের সময় আমি আমার যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছি তাই আমাকে আরো সুযোগ দেয়া উচিত। আমি তাকে আরো বলেছি যে এটা আমাদের পারিবারিক মর্যাদার বিষয়-আমার পিতামহ হুমায়ূনের মৃত্যুর পর আমরা পারসিকদের কাছে কান্দাহার হারিয়েছি এবং তার জেষ্ঠ্য নাতি পুনরায় তা অধিকার করবে এটাই সবদিক থেকে ন্যায্য।

তিনি কি বললেন?

তিনি সিন্ধু জয়ের কারণে এতোটা উচ্ছ্বসিত ছিলেন যে আমার মনে হয়েছিলো তিনি এক কথাতেই রাজি হয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন বিষয়টি নিয়ে তিনি যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী সভায় আলোচনা করতে চান। কিন্তু পর দিন আবুল ফজল আমাকে বাবার সিদ্ধান্ত জানালো-আমাকে সে বললো বাবা জানিয়েছেন তিনি মনে করেন এতো দূরবর্তী যুদ্ধাভিযানের জন্য আমার পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা নেই। বাবার এই বার্তাটি আমার প্রতি তার গতানুগতিক উপদেশ বাক্য দিয়ে শেষ হয়েছে-ধৈর্য ধারণ করো। কিন্তু আমি জানি এটা প্রকৃতপক্ষে কার বার্তা।

তুমি এতো নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে? হয়তো তোমার বাবা তোমার নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন।

অথবা হয়তো আবুল ফজল চাচ্ছে না বিজয় গৌরবের মাঝে আমি কোনো অবদান রাখি...প্রায় প্রতিদিনই বার্তাবাহকরা খবর আনছে যে আমাদের সৈন্যরা সফল ভাবে কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং গিরিপথ দখল করে থাকা বেলুচিস্তানী গোত্র গুলিকে পরাজিত করছে। গতকাল রাতে বাবার প্রধান সেনাপতি আব্দুল রহমানের কাছ থেকে বার্তা এসেছে যে কান্দাহারের পারসিক সেনাপতি আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এটা অত্যন্ত শুভ সংবাদ। যদি তা সত্যি হয়, এর অর্থ দাঁড়াবে তোমার বাবার উত্তর সীমান্ত আরো প্রসারিত হলো...এখন তার সাম্রাজ্য উত্তরে কান্দাহার থেকে দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পূর্বে বাংলা থেকে পশ্চিমে সিন্ধু পর্যন্ত...আমাদের সৈন্যরা অপরাজেয়। বর্তমানে আর কে মোগলদের বিরোধীতা করার সাহস পাবে? কিন্তু সুলায়মান বেগের চেহারার উচ্ছ্বাস ফিকে হয়ে এলো সেলিমের মলিন মুখ দেখে।

এটা শুভ সংবাদ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার পিতা একজন মহান ব্যক্তি- আমি সেটা জানি এবং অন্য সকলের মুখের আমি একই কথা শুনি। তিনি আমাদের সাম্রাজ্যকে যে উচ্চতায় নিয়ে এসেছেন তা ইতোপূর্বে কেউ কল্পনাও করেনি। কিন্তু আরো ভালো হতো এই বিজয় গৌরবের মাঝে যদি অমিও কিছুটা অবদান রাখতে পারতাম এমন নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে না থেকে এবং সেই সুযোগের আশায় না থেকে যা আমার ভাগ্যে ধরা দিচ্ছে না। বলতে বলতে সেলিম তার ঘোড়ার লাগাম ধরে এতো জোরে টান দিলো যে জানোয়ারটি প্রতিবাদ সূচক তীব্র হ্রেষাধ্বনি করে উঠলো। তারপর সে তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নদীর পারে উঠে এলো এবং সুলায়মান বেগের জন্য অপেক্ষা না করে লাহোরের দূর্গের দিকে সবেগে ঘোড়া ছুটালো। কোনো সন্দেহ নেই ইতোমধ্যেই তার

বাবা কান্দাহার বিজয়ের উৎসব পালনের জন্য তোরজোর আরম্ভ করে দিয়েছেন। আকবরের মতো একজন মানুষ যিনি তরুণ বয়স থেকেই সাফল্য এবং গৌরব অর্জন করে অভ্যস্ত তার পক্ষে সেলিমের অনুপ্রেরণাহীন নিষ্ফল জীবনের দুঃসহ বেদনা অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

*

মে মাস চলছে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই বর্ষাকাল শুরু হবে, চারদিকে গুমোট গরম। বাজিয়েরা লম্বা পিতলের বাঁশি এবং ঢোল বাজিয়ে রাজপ্রসাদ থেকে শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের পেছনে রয়েছে আট জন দেহরক্ষী যারা জন্মের পর থেকেই আকবরের সবচেয়ে প্রিয় নাতি খুররমকে নিরাপত্তা দিয়ে আসছে। তাদের পেছনে জুড়ি মেলানো ঘিয়া রঙের টাটুঘোড়ায় চড়ে অগ্রসর হচ্ছে আট বছর বয়সী খোসরু এবং ছয় বছর বয়সী পারভেজ, তাদের মাথায় শোভা পাচ্ছে সারসের পালক যুক্ত রেশমের পাগড়ি।

রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য নির্মিত বিদ্যালয়ের কারুকাজ সম্বলিত বালুপাথরের প্রবেশ পথের বাম পাশে সেলিম আকবরের কিছু উচ্চপদস্থ সভাসদ এবং সেনাপতিদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলো। সে ভাবছে তার বড় দুই পুত্রকে কতোই না গম্ভীর দেখাচ্ছে এবং কেমন স্থির ভাবে তারা তাদের ঘোড়ার উপর বসে আছে। অথচ এধরনের অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের পূর্বপরিচয় নেই। আকবর সেলিম বা সেলিমের অন্য ভাইদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা লগ্নে এমন জাঁকজমক পূর্ণ উৎসবের আয়োজন করেননি। কিন্তু মোগল

ঐতিহ্য অনুযায়ী এই রাজবংশের যুবরাজদের বয়স চার বছর, চার মাস, চার দিন হওয়া মাত্রই এ ধরনের অনুষ্ঠান পালনের রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে এবং আজ খুররম ঐ বয়সে পদার্পন করেছে। খোসরু এবং পারভেজের পেছনে সেলিম একটি বাচ্চা হাতির পিঠে সওয়ার খুররমকে দেখতে পাচ্ছিল। এই হাতিটির মস্তক আবরণে আটকান সোনার শিকলটি আকবরের বাহনের সঙ্গে যুক্ত, তিনি স্বয়ং তাঁর প্রিয় নাতির পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বাচ্চা হাতিটির পিছন পিছন অগ্রসর হচ্ছে আকবরের দেহরক্ষী দলের অধিনায়ক।

খুররম তার হাতির পিঠে একটি উন্মুক্ত হাওদায় বসে ছিলো। হাওদাটি রূপা দিয়ে তৈরি এবং সেটি টাকোয়াজ পাথরে অলংকৃত- এই রত্নটি তৈমুরও পরিধান করতে পছন্দ করতেন। খুররমের পেছনে দাঁড়ানো একজন পরিচারক একটি মুক্তার ঝালর বিশিষ্ট সবুজ রেশমের তৈরি ছাতা তার মাথার উপর ধরে রয়েছে তাকে রোদ থেকে আড়াল করার জন্য। সেলিম অনুভব করলো তার কাধ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে, অবশ্য সেও রেশমের শামিয়ানার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। সোভাযাত্রাটি যখন তার কাছাকাছি পৌঁছালো সেলিম বুঝতে পারলো এতো গরমের মাঝেও তার কনিষ্ঠ পুত্রটি বর্তমানের আনুষ্ঠানিকতার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজকীয় পোক- কিংখাবের কোট এবং সবুজ পালুনে তার বড় দুই ভাই যেমন অস্বস্তি প্রকাশ করছিলো তাকে দেখে সেরকম মনে হলো না। তার গলায়, হাতের আঙ্গুলে এবং কোমরে আটকানো ছোট আকৃতির আনুষ্ঠানিক ছোরাতে বিভিন্ন বর্ণের রত্ন শোভা পাচ্ছিলো। যদিও তাকে দেখাচ্ছিলো একটি রত্নখচিত পুতুলের মতো তবুও বোঝা যাচ্ছিলো সে অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উপভোগ করছে। সে সৈন্যদের ঘেরের বাইরে অবস্থিত উল্লাসরত

জনতার দিকে তাকিয়ে হাসছিলো এবং হাত নাড়ছিলো। বিদ্যালয়ের সিঁড়ির সামনে বড় আকারের লাল এবং নীল রঙের পারসিক শতরঞ্জি বিছান। সেখান থেকে বিশ পদক্ষেপ দূরে থাকতেই বাদক দল বাজনা থামিয়ে দিলো এবং শোভাযাত্রাটি দুদিকে বিভক্ত হয়ে আকবর এবং খুররমকে বিদ্যালয়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ করে দিলো। আকবর অগ্রসর হয়ে শতরঞ্জিটির কেন্দ্রবিন্দুতে থামলেন এবং দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার কনিষ্ঠ নাতিটি নিজ আসনে নিরাপদে বসে আছে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করলেন। আমি তোমাদের সকলকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য। আমার অতিপ্রিয় নাতি যুবরাজ খুররম আজ থেকে তার বিদ্যার্জন শুরু করবে। আমি রাজ্যের ভিতর এবং বাইরে থেকে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিৎ ব্যক্তিদের সংগ্রহ করেছি। তারা সাহিত্য এবং গণিত থেকে শুরু করে জ্যোতিবিদ্যা পর্যন্ত এবং আমাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাস সহ সকল বিষয়ে আমার নাতিকে প্রশিক্ষণ দেবে। তাদের তত্ত্বাবধান এবং নির্দেশনায় আমার প্রিয় নাতি খুররম শৈশব থেকে তারুণ্যে পদার্পণ করবে।

ঠিক তাই, সেলিম ভাবলো এবং তার পিতা খুররমের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে আবুল ফজলের পিতা শেখ মোবারককেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন যে তাকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করবে। আবুল ফজল সেলিমের কাছ থেকে কয়েক পদক্ষেপ দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো, যথারীতি তার চামড়ায় বাঁধাইকৃত খতিয়ান খাতাটি বগলের নিচে ধরা রয়েছে, সন্দেহ নেই অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু অতি অলংকৃত বাক্য সেটাতে লিখে ফেলার জন্য সে প্রস্তুত। সেলিম তাকে পর্যবেক্ষণ করছে বুঝতে পেরেই হয়তো সেও সরাসরি এক পলক

সেলিমের দিকে তাকালো তারপর অন্য দিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো। সেলিম আবার তার পিতার দিকে মনোযোগ দিলো।

যুবরাজ খুররম ইতোমধ্যেই তার অসাধারণ সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, আকবর বলতে লাগলেন। আমার জ্যোতিষীগণ ভবিষ্যতবাণী করেছে সে একদিন বহু মহৎ কর্ম সমাধা করবে। এসো খুররম, সময় হয়েছে।

আকবর নিজে এগিয়ে গিয়ে খুররমের হাওদার ছিটকানি খুলে তাকে কোলে করে নামিয়ে আনলেন। তারপর শিশুটির হাত ধরে ধীরে উঁচু খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথের দিকে অগ্রসর হলেন। তারা যখন সেলিমের কয়েক ফুট সামনে দিয়ে অগ্রসর হলো, খুররম সেলিমের দিকে তাকিয়ে এক ঝলক হাসলো কিন্তু আকবর তার দৃষ্টি সম্মুখে স্থির রেখেই এগিয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পর তারা বিদ্যালয়ের ভিতরে অদৃশ্য হলো। সেলিম তার মনের ভাবনা গুলির মাঝে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করলো। সন্তানের প্রতি যাবতীয় কর্তব্য পালনের সুযোগ তার পিতার থাকা উচিত। খুররমকে তার শিক্ষাজীবন শুরুর প্রথম দিনে আকবরের পরিবর্তে তারই নিয়ে আসাটা যুক্তিযুক্ত হতো। যেমনটা সে খোসরু এবং পারভেজের ক্ষেত্রে করেছে। আকবর নয় তারই উচিত ছিলো নিজ পুত্রের শিক্ষক নির্বাচন করা। কিন্তু আকবর তার এই সব অধিকার আত্মসাৎ করেছেন।

খুররমকে ঘিরে সেলিমের অতিপরিচিত হৃদয়বিদারক অনুভূতিটি আবারো তার হৃৎপিণ্ডটিকে গ্রাস করতে লাগলো। সেলিম তাকে ভালোবাসে কিন্তু তার সঙ্গে তার কোনো অন্তরঙ্গতা নেই এবং ভবিষ্যতেও হবে কি না সন্দেহ। জন্মের পর পরই যে

সন্তানকে পিতামাতার কাছ থেকে পৃথক করে ফেলা হয় তার সঙ্গে আর কখনোই সম্ভবত বাবা মার দৃঢ় বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় না। এক মুহূর্তের জন্য উঁচু খিলানটির দিকে তাকিয়ে সেলিমের সেখানে প্রবেশ করার লোভ হলো, কিন্তু তাতে কি লাভ? সে নিশ্চিত আকবর সেখানে তার উপস্থিতি কামনা করছেন না। আর খুররমেরও তাকে প্রয়োজন নেই।

জাহাপনা, আপনার অন্য পুত্ররা এবং শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী বাকি সদস্যরা রাজপ্রাসাদে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেবল আপনার পিতার দেহরক্ষীরা এখানে অবস্থান করবে। আমরাও কি ফিরতে পারি? সুলায়মান বেগের লঘু সম্ভাষণ সেলিমকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলো। তার মতো তার বন্ধুটিও ভীষণ ঘামছে। দিনের উত্তাপ ক্রমাগত অসহ্য হয়ে উঠছে। সেলিম মাথা ঝাঁকালো। প্রাসাদের শীতল ছায়ায় ফিরে যাওয়াই এখন উত্তম, তাছাড়া তার পুত্রটি তার বিদ্যালয় যাত্রার প্রথম দিনে কেমন আচরণ করলো তা জানার জন্যেও নিশ্চয়ই যোধ বাঈ উদ্গ্রীব হয়ে আছে।

দৃষ্টি নন্দন এবং আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান উদযাপন করার ব্যাপারে তোমার পিতা সত্যিই অত্যন্ত পারদর্শী। উপস্থিত জনতা উচ্ছ্বাস উদ্দীপনায় প্রায় বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। সুলায়মান বেগ মন্তব্য করলো।

তিনি তার সমৃদ্ধি এবং জাঁকজমক প্রজাদের প্রদর্শন করতে পছন্দ করেন। তিনি মনে করেন এর ফলে প্রজারা মোগল সাম্রাজ্যের নাগরিক হওয়ার মর্যাদা ধারণের জন্য গর্ব অনুভব করে।

তোমার পিতার ধারণা সঠিক। তুমি উপস্থিত জনতার সম্মিলিত চিৎকার আল্লাহ আকবর ধ্বনি শুনতে পাওনি? প্রজারা তাকে সত্যিই ভালোবাসে।

হ্যাঁ, আমি জানি। সেলিমের মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে এবং সূর্যের প্রখর উজ্জ্বলতা সহ্য করতে তার কষ্ট হচ্ছে। সকলেই আকবরকে ভালোবাসে। সে অপেক্ষাকৃত দ্রুত বেগে হাঁটতে লাগলো। সেই মুহূর্তে নিজ কক্ষে ফিরে গিয়ে আপন ভাবনার জগতে হারিয়ে যাওয়ার তীব্র আকাক্ষা অনুভব করলো সেলিম।

*

লাহোর থেকে দক্ষিণে অবস্থিত অধুনা পুনর্নির্মিত আগ্রা দূর্গ পরিদর্শনের জন্য শীতকালের আপেক্ষায় থেকে তার পিতা ভালো কাজ করেছেন, সেলিমের মনে হলো। ছয় মাস পর আকবর সদলবলে আগ্রাদূর্গ পরিদর্শনে এসেছেন। তারা হাতির পিঠে চড়ে খাড়া আকাবাকা ঢাল বেয়ে দূর্গের প্রবেশ দ্বারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই ঢাল এবং বাঁক তৈরি করা হয়েছে শত্রুর দূর্গমুখী আক্রমণের গতি ধীর করার জন্য। ঢালের শেষ প্রান্তে নির্মিত প্রবেশ দ্বারটি বিশাল আকৃতির এবং তাতে ধাতব শলাকা লাগানো হয়েছে, কেউ যদি হাতির সাহায্যে দ্বারটি ভাঙ্গার চেষ্টা করে তাহলে সেই হাতি আহত হবে। নেতৃত্ব দানকারী হাতিটির পিঠে রয়েছেন আকবর এবং যথারীতি খুররম তার পাশে বসে আছে।

জাহাপনা, আপনি অপনার নিজের অবদানকে অতিক্রম করেছেন, কিছুক্ষণ পরে হাওদা থেকে নামার সময় আবুল ফজল বলে উঠলো। তার দৃষ্টি সত্তর ফুট উঁচু বালুপাথরের দূর্গপ্রাচীরের দিকে নিবদ্ধ, পুনর্নির্মিত দূর্গকে ঘিরে যার পরিধি দেড় মাইল বিস্তৃত।

আবুল ফজলের বর্তমান বক্তব্যটি একটুও অতিরঞ্জিত নয়, সেলিম স্বীকার করতে বাধ্য হলো। আকবরের মতো সে দূর্গের কাজ চলার সময় পরিদর্শনে আসেনি কিন্তু সে আকবরের স্থপতিদের অঙ্কিত নকশা দেখেছে এবং সে কারণেই জানতো যে আকবর দূর্গটি প্রায় সম্পূর্ণ নতুন আদলে পুনর্নির্মাণ করছেন। তিনি এর বাহ্যিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো সুদৃঢ় করেছেন, অভ্যন্তরের অলংকরণ এবং সাজসজ্জা আরো আকর্ষণীয় করেছেন এবং সর্বোপরি একে আরো সম্ভ্রান্ত এবং রাজকীয় রূপ প্রদান করেছেন। পুরান ভবনটি লোদি রাজবংশের দ্বারা নির্মিত ছিলো যা বাবর তাঁদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন এবং সেটি ইট এবং বালুপাথরের সংমিশ্রণে তৈরি ছিলো। কিন্তু আকবর কেবল বালুপাথর ব্যবহার করেছেন এবং হিন্দু কারিগরদের দ্বারা নকশা কাটিয়েছেন যেমনটা তিনি ফতেহপুর শিক্রির ক্ষেত্রে করেছেন। নতুন উঠান এবং বাগান গুলি আলিশান স্তম্ভ দ্বারা পরিবেষ্টিত। নতুন দরবার ভবনটির ছাদ একশোর অধিক বালুপাথরে তৈরি খামের উপর স্থাপিত হয়েছে।

বলো সেলিম, তোমার কি মতো? গর্বে প্রায় চাক্ষুশ ভাবেই ফুলে উঠে আকবর সেলিমকে জিজ্ঞাসা করলেন।

দূর্গটি সত্যিই চমৎকার দেখাচ্ছে!, সেলিম তার মনের কথাটি প্রকাশ করলো, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। তার আশেপাশে অবস্থিত লাহোর থেকে আগত আকবরের সফরসঙ্গী সভাসদগণ নিজেদের মধ্যে প্রশংসাসূচক গুঞ্জন তুলে ভাব বিনিময় করছে।

এই দূর্গের পেছনে আমি যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছি তার সঙ্গে এই চমৎকারিত্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু আমাদের সিন্দুক গুলির গভীরতা অনেক, এ ধরনের একশটি দূর্গ নির্মাণ করার সামর্থ আমার আছে। আকবর অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নকশা করা দেয়ালের আইরিস ও ড্যাফোডিল ফুলের অনুরূপ অলঙ্করণের উপর আলতো ভাবে হাত বুলালেন। নকশাটি এমন যেনো বহমান বাতাসের ধাক্কায় ফুলগাছ গুলি নুয়ে পড়েছে। তুমি কি বলল খুররম? তোমার কি মনে হয় কারিগরেরা ভালো কাজ করেছে?

খুররমের শিশুসুলভ দৃষ্টিকে দূর্গের আকর্ষণীয়তা খুব একটা প্রভাবিত করতে পারেনি। আপনি কারিগরদের যা করতে বলেছেন তারা ঠিক তাই করেছে দাদু।

আকবর তার মাথাটি পেছন দিকে হেলিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। তোমাকে সন্তুষ্ট করা কঠিন; তবে এ ধরনের বৈশিষ্ট একজন যুবরাজের জন্য যথার্থ। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি তোমাকে ঠিকই সন্তুষ্ট করতে পারবো। আকবর তার রেশমের জোব্বা এবং এর নিচে পরিহিত সূক্ষ্ম মসলিনের পিরানটি খুলে ফেললেন। বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শরীরের মাংসপেশী গুলি এখনোও মজবুত, কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত দেহের বাধুনী টানটান অনেকটা তার অর্ধেক বয়সী কোনো পুরুষের অনুরূপ। তোমরা দুজন, এদিকে এসো, আকবর উচ্চ স্বরে তাঁর দুজন তরুণ দেহরক্ষীকে কাছে ডাকলেন। তারা দুজন

অবাক দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকালো, তারপর দ্রুত এগিয়ে এলো। তোমাদের অস্ত্র রেখে আমার মতো খালি গা হও।

লোক দুজন তাৎক্ষণিক ভাবে আদেশ পালন করলো। তার বাবা কি করছেন? সেলিম ভাবলো। উপস্থিত সকলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে সম্রাটের দিকে তাকাচ্ছিল কিন্তু আকবর তখন দাঁত বের করে হাসছেন। আমার আরো কাছে এসো, আমি তোমাদের ভালো করে পরখ করতে চাই। দুই তরুণ যখন আকবরের মুখোমুখী দাঁড়ালো, তিনি তাদের কাঁধ এবং বাহুর উপর হাত বুলালেন তাঁদের মাংসপেশীর দৃঢ়তা পরখ করার জন্য। খারাপ নয়, কিন্তু আরো লম্বা ও শক্তিশালী লোক হলে ভালো হতো। তারপর, কোনো পূর্বধারণা না দিয়েই, দুজনের মধ্যে যে রক্ষীটি বেশি লম্বা চওড়া তার পেটে তিনি প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলেন। রক্ষীটি ওক শব্দ করে বেঁকে সামনে দিকে ঝুঁকে পড়লো, সে দুহাতে তার পেট চেপে ধরেছে এবং জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। তোমাকে আরো শক্ত হতে হবে। তোমার বাড়ি কোথায়?

দিল্লী জাঁহাপনা, যন্ত্রণায় কাতর রক্ষীটি কোনো রকমে মুখ ফুটে বললো।

তুমি যদি পুরানো মোগল গোত্রগুলির একজন সদস্য হতে তাহলে এর থেকে দ্বিগুণ শক্তিশালি ঘুষি সহ্য করতে পারতে। এবার দেখো আমি নিজে কোনো ধাতুতে গড়া। আকবর এগিয়ে এসে তরুণটির কোমর নিজের বাম বাহুতে পেচিয়ে ধরে বোগলদাবা করে মাটি থেকে তুলে নিলেন। নিজ সামর্থে সন্তুষ্ট হয়ে রক্ষীটির পা আবার মাটি স্পর্শ করার সুযোগ দিলেন। তুমি, আমার ডান পাশে এসো, তিনি দ্বিতীয় তরুণটিকে আদেশ

দিলেন, এক মুহূর্ত পর দেখা গেলো সে আকবরের ডান বাহুর আবর্তে বগলদাবা হয়ে আছে। আকবর তার পা দুটি ইষৎ ফাঁক করে দাঁড়িয়ে লম্বা শ্বাস নিলেন এবং একত্রে দুজনকে মাটি থেকে তুলে ফেললেন।

খুররম বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো, কিন্তু আকবর থেমে থাকলেন না। তিনি রক্ষী দুজনকে শূন্যের উপর আরেকটু সুবিধাজনক ভাবে আকড়ে ধরলেন, তার দেহের মাংসপেশী এবং সাদা হয়ে উঠা যুদ্ধের ক্ষতগুলির মধ্যস্থিত শিরাগুলি ফুলে উঠলো। তারপর তিনি খাড়া সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে দূর্গ প্রাচীরের দিকে উঠতে লাগলেন। দাঁড়িয়ে আছো কেনো খুররম? কাঁধের উপর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে তিনি চিৎকার করে বললেন। আমার সাথে এসো। তৎক্ষণাৎ খুররম তার দাদার পিছন পিছন দৌড়াতে লাগলো। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সেলিম তাকে অনুসরণ করলো, তার পেছনে তার অন্য পুত্ররা এবং সভাসদগণ। বাবা পাগল হয়ে গেছেন, ছুটন্ত আকবরের দিকে তাকিয়ে সেলিম ভাবলো। এ সময় দুর্ঘটনা বশত একজন রক্ষীর মাথা সিঁড়িতে ঠুকে গেলো।

একগুয়ে ছুটন্ত মানুষটির দিকে তাকিয়ে সেলিম অনুমান করার চেষ্টা করলো আকবরের উদ্দেশ্য কি তিনি কি দূর্গের দেড় মাইল পরিধি এভাবে দৌড়াবেন? কিন্তু আত্মবিশ্বাসী আকবর কিছুটা ধীর গতিতে দৌড়ে দূর্গের সমগ্র পরিধি চক্কর মেরে যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলেন সেই উঠানে ফিরে আসার আগপর্যন্ত একটুও টললেন না। তিনি জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন এবং তাঁর গা বেয়ে দরদর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছিলো যখন থেমে তিনি দুই রক্ষীকে মুক্তি দিলেন। তাঁদের একজনের কপাল তখন দশাসই ভাবে ফুলে উঠেছে, কিন্তু তার মুখে ফুটে রয়েছে। গৌরবের হাসি।

জাহাপনা আপনি এখনো আপনার যৌবনের শক্তির অধিকারী, আবুল ফজল বললো, সেও আকবরের পিছু পিছু পুরো দূর্গ চক্কর দিয়েছে এবং সেলিম যা ভেবেছিলো তার চেয়ে কম পরিশ্রান্ত হয়েছে। তার স্থুল গড়ন দেখে বোঝার উপায় নেই সে এতোটা সক্ষম।

এবার বলো খুররম, এখন তোমার মন্তব্য কি? তোমাকে কি আমি সন্তুষ্ট করতে পেরেছি?

শিশুটি মাথা ঝাঁকালো। আপনি আমার জানা মতে সবচেয়ে শক্তিশালী মনুষ দাদু। কিন্তু আপনি কবে আমাকে আপনার মতো শিকার করা শিখাবেন যার প্রতিশ্রুতি আপনি আমাকে দিয়েছেন?

নিশ্চয়ই তুমি একদিন আমার মতো শিকার করা শিখবে। তোমাকে আমি আরো শিখাবো কীভাবে যুদ্ধ করতে হয়। যখন তুমি আরেকটু বড় হবে তখন তুমি আমার যুদ্ধসভায় অংশ গ্রহণ করবে এবং আমি তোমাকে বিজয়াভিযানে নিয়ে যাবো। আমি একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছি, কিন্তু সবকিছু অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি আমার বংশধরদের একে আরো সমৃদ্ধশালী করে তোলার যোগ্যতা না থাকে। আর সেই শিক্ষা এতো অল্প বয়সে আরম্ভ করা যায় না।

২৩. ডালিমের প্রস্ফুটন

নওরোজের অষ্টম দিন, সবে মাত্র সূর্যাস্ত হয়েছে। মেষ রাশিতে সূর্যের আবির্ভাবের এই ক্ষণে নববর্ষের উৎসব উদযাপন করা হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাজপ্রাসাদের উঠানে আবার ভোজ সভা আরম্ভ হবে। ভৃত্য এবং পরিচারকরা নিচু টেবিল গুলির চারদিকে বসার গদি এবং প্রজ্জলিত মোমবাতি স্থাপনে ব্যস্ত। সন্ধ্যার অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেলিম উপযুক্ত সাজসজ্জা পরিধান করে নিরুৎসাহী দৃষ্টিতে আয়োজন প্রত্যক্ষ করছে। নওরোজের উৎসব একটি পারসিক প্রথা যা আকবর হিন্দুস্তানে প্রচলন করেছেন। সম্রাটের জন্মদিনের উৎসবের পরে এটাই সবচেয়ে ব্যয়বহুল এবং দৃষ্টিনন্দন অনুষ্ঠান, যার প্রতিটি পর্ব আকবর স্বয়ং পরিকল্পনা এবং প্রত্যক্ষ করেন।

প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয় উটের দৌড়, হাতির লড়াই, নাচ-গান, আতশবাজী নিক্ষেপ এবং দৈহিক কসরত, আকবরের অনুগত সেনাপতি ও সভাসদদের রাশি রাশি অর্থ প্রদান এবং নতুন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। বিগত রাত গুলিতে মহামান্য সম্রাট বিভিন্ন উচ্চপদস্থ অনুগামীর অতিথি হয়েছেন। কিন্তু আজ রাতের ভোজ উৎসব সম্রাটের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছে তাঁর বিশেষ আস্থাভাজনদের সম্মানে যা নিশ্চিত ভাবেই অন্য সব আয়োজনকে অতিক্রম করবে। অতিথিগণ চুনি ও পান্না খচিত জেডপাথরের পাত্র থেকে পান করবেন। সেলিম একটি বালুপাথর নির্মিত স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, দেখছে সৌভাগ্যবান আস্থাভাজনদের কেউ কেউ উপস্থিত হওয়া শুরু করেছে। তাঁদের চকচকে দৃষ্টি মহামূল্যবান পানপাত্রগুলির উপর নিবদ্ধ, সন্দেহ নেই মনে মনে হিসাব

করছে উৎসব শেষে সেগুলি তাদেরকে উপহার স্বরূপ প্রদান করা হবে কি না। উঠানের কেন্দ্রবিন্দুতে সোনার কাপড়ে ঢাকা মঞ্চটি সবুজ মখমল এবং মুক্তার ঝালর বিশিষ্ট শামিয়ানার নিচে স্থাপিত হয়েছে। মঞ্চের নিচু সিংহাসনটিতে আকবর আসন গ্রহণ করবেন।

নওরোজ উৎসবের সময় বাবুর্চিদের বিশ্রামের সময় থাকে না। তারা ভোর বেলা থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মুরগী ও অন্যান্য সুস্বাদু পাখি এবং আস্ত ভেড়া ধাতব শলাকায় গেথে অগুনের উপর ঝলসানো হচ্ছে, তাতে যোগ করা হয়েছে জাফরান, লবঙ্গের নির্যাস, জিরা, ঘি এবং আরো বহু প্রকার মসলা। বাবুর্চিরা যখন শলাকাগুলি ঘুরাচ্ছে তখন মাংস ও মসলার মিশ্র উপাদেয় এবং রসনারোচক ঘ্রাণে চারদিকের বাতাস ভরে উঠছে। অল্প সময় পরেই তিনটি শিঙ্গার সম্মিলিত ধ্বনি মহামান্য সম্রাটের আগমন বার্তা জানান দিলো। সেলিম দূর থেকে পিতার জাঁকজমকপূর্ণ আগমন প্রত্যক্ষ করতে লাগলো। আকবর এগিয়ে যাওয়ার সময় উপস্থিত অতিথিগণ তাঁকে ঝুঁকে সম্মান প্রদর্শন করছে, অনেকটা পাহাড়ের ঢালে জন্মে থাকা কাশ্মীরি ফুলগাছের বাতাসে নুয়ে পড়ার মতো। স্বয়ং তৈমুরকেও হয়তো কখনো এমন অভিজাত প্রেক্ষাপটে দেখা যায়নি। ব্যাপক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মহামান্য সম্রাট তার চোখ ধাঁধানো মহিমা নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। মঞ্চের নিচে আকবরের সিংহাসনের ডান দিকে যে টেবিলটি পাতা হয়েছে সেটা সেলিম এবং দানিয়েলের জন্য। এর বরাবর বাম দিকে পাতা টেবিলটিতে বসবে আবুল ফজল এবং তার পিতা আব্দুল রহমান।

নিজের পিতাকে আসন গ্রহণ করতে দেখে সেলিম অতিথিদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলো দানিয়েলের পাশে নিজ আসনে বসার জন্য। ছোট করে মাথা ঝাঁকিয়ে আকবর তার উপস্থিতিকে স্বীকৃতি দিলেন এবং তারপর তাঁর খাদ্যপরীক্ষকের দ্বারা সদ্য তাঁর সামনে রেখে যাওয়া খাবারের থালার দিকে দৃষ্টি দিলেন। সবসময় যেমনটা করেন তেমনি ভাবে আকবর পরিমিত আহার করলেন। সেলিম প্রায়ই শ্রবণ করে তাঁর বাবা, নরম এবং মোটা হয়ে যাওয়ার জন্য নিজ সেনাপতিদের সমালোচনা করছেন। ঐ রকম ভুড়ি নিয়ে তুমি কখনোই আমার দাদার সঙ্গে হিন্দুস্তান অভিযানের সময় ঘোড়া ছুটাতে পারতে না, তবে গোত্রপতিরা হয়তো তোমাকে একজন উত্তম ভাঁড় হিসেবে নিয়োগ দিত, অধুনা এভাবে তিনি তাঁর এক স্থূল তাজিক সেনাকর্তাকে তিরস্কার করেন যে তার তুলনায় কমপক্ষে পনেরো বছরের ছোট। যদিও আকবরের মুখে তখন হাসি ছিলো, কিন্তু সেলিম তাকে যতোটা জানে তাতে সে বুঝতে পারছিলো তিনি ঠাট্টা করেননি। এবং এর অল্প কয়েক দিন পরেই সেই সেনাকর্তাটিকে বাংলার কোনো এক সেনা শিবিরে বদলি করা হয় সম্ভবত সেখানকার জলাভূমি এবং মশা পরিবেষ্টিত পরিবেশে ঘর্মাক্ত হয়ে তার ভুড়িটি হ্রাস পাবে।

মাঝে মাঝে আকবরের অনুশীলন করা সেলিম দেখে। তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করা বা আক্রমণ প্রতিহত করা, প্রিয় সাদা পপলার কাঠে তৈরি ধনুকের ছিলা টেনে কবুতকে তীর বিদ্ধ করা, কুস্তি খেলা প্রভৃতি ক্রিড়ায় তিনি এখনো তার অর্ধেক বয়সের যোদ্ধাদের কুপোকাত করতে পারেন। সেলিম দানিয়েলকে এক পলক দেখলো, তার রক্তিম ও ঘর্মাক্ত মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে সংযমী অবস্থায় ভোজসভায় আগমন করেনি। এছাড়াও তার প্রসারিত চোখের মণি এবং মুখের বোকা হাসি এটাও স্পষ্টভাবে জানান

দিচ্ছে যে সে ওপিয়ামও সেবন করেছে। দানিয়েল তার তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল, সেলিম ভাবলো। কিন্তু সে যখন দেখলো তার ভাই কম্পিত হাতে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও নিজের পানপাত্রটি স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারছে না তখন সে তার প্রতি করুণা অনুভব করলো। নেশাদ্রব্যের প্রলোভন সম্পর্কে সেলিমেরও অভিজ্ঞতা রয়েছে। মাঝে মাঝে হতাশার বশবর্তী হয়ে সেও অতিরিক্ত মদ্যপান করেছে; গাঁজা, ভাং বা ওপিয়ামের সাহায্যে নিজের স্বপ্নপূরণ না হওয়ার কষ্ট ভুলে থাকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেটা কদাচিৎ। সে নিজের দেহ এবং মনকে সর্বদা ধারালো রাখার চেষ্টা করেছে এই ভেবে যে যদি হঠাৎ তার পিতা তাকে সেনাপতি বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন।

তবে বিলাসিতা এবং উপভোগ ব্যতীত দানিয়েলের মনে অন্য কোনো ভাবনা নেই। অন্যদিকে মালওয়া এবং গুজরাট থেকে সেলিমের কানে যে তথ্য এসেছে তা হলো মুরাদের মদ্যপানের প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। যে পদটি সেলিম আকাঙ্ক্ষা করেছিলো সেটা এতো অনায়াসে লাভ করা সত্ত্বেও মুরাদ আকবরকে সন্তুষ্ট করার সব সুযোগ হেলায় নষ্ট করছে। সেলিম এখনো মনে প্রাণে বিশ্বাস করে প্রাদেশিক প্রশাসকের পদটির জন্য সেই অধিক উপযুক্ত ছিলো। কিন্তু তার পিতা এবং আবুল ফজল তাকে এভাবে বঞ্চিত করলো কেনো? সে তার সৎভাইদের তুলনায় অনেক বেশি সক্ষম পুরুষ এবং তার বাবার মতোই সাহসী। কিন্তু আকবর তাকে মূল্যায়ন করতে চাচ্ছেন না কেনো?

ভোজসভার অগ্রগতির মধ্যে বার বার সেলিমের ক্ষুব্ধ দৃষ্টি আকবরের ঝলমলে অবয়বের উপর নিবদ্ধ হচ্ছিলো। গোয়ালিয়রের খ্যাতিমান বাজিয়েরা তাদের বাঁশিতে এবং তার

বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রে নরম মোহনীয় সুর মুছনা সৃষ্টি করছে। কয়েক মিনিট পর পর কোর্চিরা সম্রাটকে নওরোজের উপহার দিতে ইচ্ছুক সভাসদদের পথ দেখিয়ে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছে, বেয়ারাগণ বারকোশে সাজিয়ে আরো খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এসে টেবিলে পরিবেশন করছে। সেলিম মেঘ মুক্ত জ্যোৎস্না ঝরা রাতের আকাশের দিকে তাকালো। কখনো কখনো এ ধরনের ভোজসভাগুলি ভোর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সে মনে মনে ভাবলো কতো তাড়াতাড়ি সে এই কোলাহল থেকে সরে পড়তে পারবে।

বাজিয়েরা তাদের বাজনা থামিয়ে বাদ্যযন্ত্রগুলি একপাশে নামিয়ে রেখে নুয়ে পড়ে আকবরকে কুর্ণিশ করলো। নিশ্চয়ই অন্য কোনো বিনোদনের সময় উপস্থিত হয়েছে, সেলিম ভাবলো। সেটা আগুনখেকো বা দড়িবাওয়া বাজিকরদের কসরৎ হতে পারে কিম্বা একই খাঁচায় ছেড়ে দেয়া বন্যপ্রাণী যুগলের লড়াই।

আকবর উঠে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠানটিতে নৈশব্দ নেমে এলো। আজকের রাত আমাদের নওরোজ উৎসবের শীর্ষ ক্ষণ। যদিও ইতোমধ্যে আমরা বহু রত্ন ও মণিমাণিক্যের উপহার আদান প্রদান করা সম্পন্ন করেছি, আমার কাছে একটি অমূল্য রত্ন রয়েছে যা অল্প সময়ের জন্য আমি আপনাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চাই। দুই মাস আগে তুরস্কের সুলতান আমাকে বিরল সৌন্দর্য এবং দক্ষতার অধিকারী একজন ইটালীয় নর্তকী পাঠিয়েছেন। ইটালী দেশটি আমাদের দেশ থেকে বহু দূরে অবস্থিত। আমি মেয়েটির নাম দিয়েছি আনারকলি যার অর্থ ডালিমের প্রস্ফুটন। আকবর তাঁর পাশে দাঁড়ানো পরিচারকটিকে আদেশ দিলেন, আনারকলিকে হাজির হতে বলো।

এমন কি আকবর যখন তার আসনে বসে পড়েছেন, তখনো নৈশব্দ বজায় রইলো, অতিথিরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, তাদের সকলের দৃষ্টি কৌতূহলে উজ্জ্বল। সেলিমের মাঝেও ঔৎসুক্য দানা বেধে উঠলো এবং সে আরো কিছুক্ষণ থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। ইতোপূর্বে সে কেবল ইউরোপীয় রমনীদের অঙ্কিত চিত্র দেখেছে, পরিব্রাজকগণ সেগুলি তার বাবাকে উপহার হিসেবে দিয়েছে। অবশ্য সে জেসুইটদের মুখে ইটালীর কথা শুনেছে, তাঁদের কেউ কেউ সেখানে জন্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু সে দেশের বিলাস-ব্যসন কিম্বা নারীদের সম্পর্কে গোঁড়া ক্যাথলিক বিশ্বাসের অনুসারী জেসুইটরা তাকে কিছুই বলেনি।

সেলিম তার বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলো তিনি মুখে সন্তুষ্টি এবং আত্মতৃপ্তির সূক্ষ্মহাসি নিয়ে উপস্থিত অতিথিদের জল্পনা-কল্পনার মৃদু গুঞ্জন শ্রবণ করছেন। ওদিকে পরিচারকগণ আগেই সমগ্র উঠান জুড়ে বিছানো পশমের সূক্ষ্ম গালিচার উপর নতুন করে পারসিক শতরঞ্জি বিছাতে ব্যস্ত। শতরঞ্জি বিছানোর কাজ শেষ হতেই অন্য ভৃত্যরা রাজকীয় আগরবাতিদান নিয়ে সারা উঠানময় ছুটোছুটি করে এক স্বপ্নীল সুগন্ধী ধূম্রজাল সৃষ্টি করলো যার মধ্য দিয়ে সেলিম আকবরকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলো না। হঠাৎ আকবরের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে আরেক দল পরিচারক এগিয়ে এসে উঠানে প্রজ্জ্বলিত সকল মোমবাতি নিভিয়ে দিলো। হালকা সুগন্ধে আচ্ছাদিত অন্ধকারে কেউ টু শব্দ করছে না। তারপর, পূর্বের আকস্মিকতাতেই মোমবাতিগুলি আবার প্রজ্জ্বলিত করা হলো এবং উঠানের কেন্দ্রে ফিকে হয়ে আসা ধোঁয়ার মাঝে আনারকলিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। একটি অর্ধস্বচ্ছ ওড়নায় তার দেহ কোমরের নিচ পর্যন্ত আচ্ছাদিত যা তার পূর্ণস্তন যুগল এবং সমৃদ্ধ নিতম্বকে আড়াল করার পরিবর্তে আরো দর্শনীয় করে

তুলেছে। তার ঋজু মস্তকে একটি মুক্তাখচিত বৃত্তাকার সোনার অলঙ্কার শোভা পাচ্ছে যা ওড়নাটিকে আটকে রেখেছে।

নর্তকীটি তার দুবাহু উপরে তুললো এবং সমগ্র দেহ দোলাতে আরম্ভ করলো। তার দেহের সর্পিল গতির সঙ্গে কোনো বাদ্যযন্ত্রের সহযোগীতা নেই। কেবল দুহাতের কব্জিতে পড়া ভারি চুড়িগুলির সংঘর্ষে সৃষ্ট মূর্ছনা এবং নুপুরের কিন্নরই তার সঙ্গী। তার নড়াচড়া আরো মুক্ত এবং বুনো রূপ ধারণ করতে লাগলো। তার মস্তক এক অপরিচিত শৈল্পীক ভঙ্গীমায় এদিক ওদিক কাত হতে লাগলো এবং এক সময় সে ঘুরতে শুরু করলো; স্তনযুগল প্রকম্পিত হচ্ছে, নগ্ন পা দুটি তীব্র বেগে শতরঞ্জিতে আঘাত করছে। সেলিম অন্য অতিথিদের মতোই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো। প্রথমে তার বিপরীত দিকে বসে থাকা একজন তারপর আরেকজন, হাত মুষ্টিবদ্ধ করে টেবিলে আঘাত করে তাল দিতে শুরু করলো। টেবিল চাপড়ানোর শব্দ আরো ব্যাপকতা লাভ করলো যখন আনারকলি আরো দ্রুতবেগে ঘুরতে লাগলো, তার দুবাহু দুদিকে প্রসারিত। তারপর একটি চিৎকারের সঙ্গে সে তার ওড়নাটি খুলে ছুঁড়ে ফেললো।

সেই মুহূর্তে সম্মিলিত শ্বাস টানার শব্দ পাওয়া গেলো। সেটা কেবল তার নিখুঁত গড়নের আকর্ষণীয় দেহের জন্যেই নয় যা এই মুহূর্তে প্রায় নগ্ন। বর্তমানে তার দেহে অবশিষ্ট রয়েছে আটসাট রত্নখচিত একটি কাঁচুলি ও প্রায় স্বচ্ছ মসলিনের পাজামা। দর্শকদের শ্বাস টানার আরেকটি উপলক্ষ্য তার চুল। চুলগুলি ফ্যাকাশে সোনালী বর্ণের এবং কোমর পর্যন্ত লম্বিত। চুল গুলি একরাশ সোনালী উজ্জ্বলতা নিয়ে চার দিকে উড়তে লাগলো যখন তার ঘুর্ণন অব্যাহত থাকলো। হঠাৎ নাটকীয় ভাবে মেয়েটি থেমে গেলো। তার

ঠোঁটে মিষ্টি হাসি লেগে রয়েছে, যে উত্তেজনা তার নৃত্যকলা দর্শকদের মাঝে সৃষ্টি করছে সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অবহিত। তারপর মেয়েটি মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়ে ধীরে আকবরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো এবং দুবার মাথা ঝাঁকালো। এর ফলে প্রথমে তার ভুবন ভুলানো চুলের গুচ্ছ তার দেহের সম্মুখে আছড়ে পড়ে তার বক্ষযুগল আবৃত করলো এবং পুনরায় পিছনে পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়লো। তারপর সে সম্রাটের দিকে দুবাহু প্রসারিত করে পিছন দিকে ঝুঁকতে লাগলো, এতে তার নমনীয় মেরুদণ্ড ধনুকের মতো পিছন দিকে বেঁকে গেলো এবং এক সময় তার মাথাটি শতরঞ্জি স্পর্শ করলো।

মোমবাতির প্রকম্পিত আলোতেও আনারকলির দৈহিক বৈশিষ্টগুলি স্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ করার মতো নিকটে সেলিম অবস্থান করছিলো। তার মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতি এবং থুতনিতে চিড় রয়েছে, নাকটি ছোট কিন্তু খাড়া। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার চোখ দুটি, যেমনটা সেলিম আগে কখনোও দেখেনি। সেগুলি গাঢ় নীল এবং বেগুনির মধ্যবর্তী কোনো রঙ সম্বলিত। মেয়েটির উপর পতিত তার পিতার অনুরাগী এবং পরিতৃপ্ত দৃষ্টিবাণও সেলিমের চোখ এড়ালো না। সেলিমের নিজ হৃৎপিণ্ডটি প্রচণ্ড গতিতে ধুকপুক করছে এবং তার মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে। আনারকলিকে তার পেতেই হবে, এছাড়া আর কোনো উপায় নেই...

*

এতে অনেক ঝুঁকি রয়েছে জাহাপনা...আনারকলি বর্তমানে আপনার পিতার সবচেয়ে প্রিয় রক্ষিতা। জানাজানি হয়ে গেলে তাকে এবং আমাকে হাতির পায়ের নিচে মৃত্যুবরণ

করতে হবে অথবা এর চেয়েও খারাপ কিছু ঘটতে পারে। গত সাত বছর ধরে আমি হেরেমের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছি, এর আগে আমাকে কেউ এমন প্রস্তাব দেয়নি। হেরেমের খাজানসারা, ছোটখাট গড়নের পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা নাক বিশিষ্ট একজন বৃদ্ধা, তার চেহারায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। সেলিম লক্ষ্য করলো তার কমে আসা পাকা চুলের নিচে কপালের ডান পাশের একটি শিরার সংকোচন সম্প্রসারণ ঘটছে। কিন্তু একই সঙ্গে তাকে কিছুটা প্রলুব্ধও মনে হলো।

এর জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে আমি প্রস্তুত। তুমি যা চাইবে তাই দেবো। সেলিম তার জোব্বার ভিতর হাত ঢুকিয়ে তার গলায় চামড়ার সরু ফালির সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা একটি রেশমের থলে বের করে আনলো। থলেটির মুখ আলগা করে সে সেটার ভিতর থেকে একটি পদ্মরাগমণি(রুবি) বের করে আনলো এবং তার পাশের হস্তি-আস্তাবলের দেয়ালের ফোঁকরে রাখা তেলের প্রদীপটির আলোতে সেটিকে উঁচু করে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে অকর্তিত রত্নটির উজ্জ্বল দ্যুতি বিচ্ছুরিত হলো। এটি আমার অধিকারে থাকা সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন- এর মূল্য এক হাজার সোনার মোহর। আমার নির্দেশ মতো কাজ করলে এটি তোমার হবে। তুমি এবং তোমার পরিবার কয়েক প্রজন্ম ধরে ধনী থাকবে।

কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব জাঁহাপনা? খাজানসারার চোখ দুটি রত্নটির দিকে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হয়ে আছে, সে চোখ সরাতে পারছে না। সম্রাট ব্যতীত আর কারো হেরেমে প্রবেশের অনুমতি নেই।

তুমি বাবার হেরেমের তত্ত্বাবধায়ক এবং সব সময় সেখানে যাওয়া আসা করো। তুমি তোমার একজন পরিচারিকার ছদ্মবেশে আনারকলিকে লুকিয়ে বের করে আনতে পার। রক্ষীরা তোমাকে সন্দেহ করবে না।

আমি ঠিক নিশ্চিত নই জাহাপনা... খাজানসারা করুণ স্বরে বললো। সম্রাট তাকে সবসময় ডেকে পাঠান...।

আজ থেকে তিন দিন পর আমার বাবা একটি দীর্ঘ শিকার অভিযানে যাবেন। তিনি রওনা হওয়ার পর ঐ দিন রাতে তুমি আনারকলিকে আমার কাছে নিয়ে এসো, তাহলে এই পদ্মরাগমণিটি তোমার হবে। সেলিম উত্তরের জন্য অপেক্ষা করার সময় রত্নটি সামান্য ঘুরালো এবং সেটির মধ্যভাগ আগুনের মতো আলোক বিচ্ছুরণ করলো। খাজানসারা তার ঠোঁট কামড়ে ধরলো, কিন্তু তারপর মনে হলো সে তার মনস্থির করে ফেলেছে। ঠিক আছে, আমি আপনার কথা মতোই কাজ করবো। নিজের কালো শালটি দিয়ে মাথা ঢেকে দ্রুত সে হাতিশালের পেছনে অবস্থিত নির্জন জায়গাটি ত্যাগ করলো এবং অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

*

আকবরের শিকারে যাত্রার পূর্বের দিনগুলি সেলিমের জন্য খুব ধীরে কাটতে লাগলো। আনারকলি ব্যতীত অন্য কোনো চিন্তা তার মাথায় খেলছে না সেই নীলচে বেগুনি চোখ, সেই সোনালী চুল। মেয়েটি নিজেই একটি রত্নের মতো, কিন্তু তা নরম জীবন্ত রক্তমাংসে

গড়া, কঠিন পাথরে নয়। সেলিমের মনে হচ্ছিলো আকবর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন, কিন্তু তৃতীয় দিন ভোর বেলায় সিংহদ্বারকে প্রকম্পিত করা ঢাকের শব্দের সঙ্গে আকবর আবুল ফজল এবং আরো কয়েক জন ঘনিষ্ঠ সফর সঙ্গী নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন। আকবর তিন সপ্তাহ ব্যাপী সফরে থাকার পরিকল্পনা করেছেন। ফলে তার পিছু পিছু যে শোভাযাত্রাটি অগ্রসর হলো তাতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে পঞ্চাশটি ষাড় টানা গাড়ি যাতে রয়েছে। তাবু, রান্নার তৈজসপত্র, পরিধেয় পোশাকের বাক্স, তীর-ধনুক এবং গাদাবন্দুক। সেই সঙ্গে রয়েছে রক্ষীদল, শিকারী ও খেদাড়ে। তারা অগ্রসর হওয়ার সময় যে সাদা ধূলার মেঘ সৃষ্টি হলো তা মিছিলটি শহর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হলো।

সেই রাতে সেলিম তার ব্যক্তিগত কক্ষে অপেক্ষা করছিলো। কক্ষের ভিতরে সূর্যাস্তের পর পরিচারকরা যে মোমবাতি জ্বালিয়ে গেছে সেগুলি জ্বলতে জ্বলতে অর্ধেক আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে সমগ্র প্রাসাদ জুড়ে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। অবশেষে মধ্যরাত অতিক্রান্ত হওয়ার এক ঘন্টা পরে সে তার কক্ষের দরজায় হালকা টোকা পড়ার শব্দ পেলো।

জাহাপনা। সে সেলিমের একজন দ্বাররক্ষী, তার সারা মুখে নিদ্রাচ্ছন্নতা বিরাজ করছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এই মাত্র তাকে কেউ ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে। আপনার কাছে দুজন মহিলা এসেছেন। সেলিম তার রক্ষীদের আগেই জানিয়ে রেখেছিলো যে বাজার থেকে তার কাছে একটি মেয়ে আসবে। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে, ফলে রক্ষীরা বিষয়টি আলাদা দৃষ্টিতে দেখছে না।

ওদের ভিতরে পাঠাও।

কয়েক মুহূর্ত পর, আপাদমস্তক আচ্ছাদনে ঢাকা দুজন নারী কক্ষের ভিতর হাজির হলো। কক্ষে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে খাজানসারা তার মুখের নেকাব সরিয়ে ফেললো এবং সেলিম সম্পূর্ণ ঘামে ভেজা একটি মুখ দেখতে পেলো। সব কিছু আশানুরূপ ভাবেই ঘটেছে জাহাপনা, কেউ আমাকে কোনো প্রশ্ন করেনি।

তুমি চমৎকার কাজ দেখিয়েছে। এখন যেতে পারো এবং ভোর হওয়ার একঘন্টা আগে আবার এখানে হাজির হবে।

আমার পুরষ্কার জাঁহাপনা...

সেলিমের দৃষ্টি আনাকলির নিশ্চল অবয়বের দিকে নিবদ্ধ, সে একটানে তার গলায় ঝোলান পদ্মরাগমণির থলেটি বের করলো। এই নাও।

খাজানসারার দ্রুত পদক্ষেপে প্রস্থান করার বিষয়টি সেলিম লক্ষ্য করলো না। আনারকলির পরনের আলখাল্লাটি তার দেহের তুলনায় লম্বা, তাই সেটার শেষপ্রান্ত ধূলায় আবৃত হয়ে আছে। খাজানসারার দক্ষতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কে সন্দেহ করবে এমন সস্তা পোষাকের অভ্যন্তরে তার পিতার সবচেয়ে প্রিয় রক্ষিতাটি আত্মগোপন করে আছে?

আপনি আমাকে তলব করেছেন, জাঁহাপনা? আনারকলি ছন্দহীন এবং বেখাপ্পা ফার্সি ভাষায় কথাগুলি বললো, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর নিচু এবং মোলায়েম শোনালো।

আমাকে তোমার চুলগুলি দেখাও।

আনারকলি ধীরে তার মস্তক আবৃত করা ওড়নাটি খুলে মাটিতে ফেলে দিলো। তার সোনালী চুলগুলি কালো রঙের একটি আটসাট টুপির ভিতর লুকানো রয়েছে। তার চোখ জোড়া, যেগুলিকে মোমের হালকা আলোতেও নীলকান্তমণির রঙ বিশিষ্ট বলে বোঝা গেলো, সেগুলিকে অলংকৃত করা পাপড়ি গুলি কাজলের পরশ বুলিয়ে কালো করা হয়েছে এবং সেগুলি নির্ভেজাল কৌতূহল নিয়ে সেলিমের চোখের দিকে চেয়ে রয়েছে। সেলিমের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সে তার টুপিটি খুললো এবং তার চুলের গোছা, পাকা শস্যের উপর চাঁদের আলো পড়ে যেমন ফ্যাকাশে সোনালী দেখায়, সেই রূপ ধারণ করে তার কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়লো। তার ঠোঁটে ফুটে উঠা রহস্যময় মৃদুহাসি সেলিমের উপলব্ধিতে সেই বার্তা প্রেরণ করলো, যেমনটা নওরোজের উৎসবের নাচ শেষে করেছিলো- পুরুষ মানুষকে আচ্ছন্ন করা নিজ সম্মোহন ক্ষমতা সম্পর্কে সে ওয়াকিফহাল।

তোমার নাচ দেখার পর থেকে তুমি ছাড়া আর কোনো চিন্তাই আমার মাথায় খেলছে না। সেদিন থেকেই আমি তোমাকে কামনা করছি।

আপনার বাবা যদি জানতে পারেন তাহলে তিনি আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন।

আমি তাকে বলবো তুমি নির্দোষ- সব কিছুর জন্য আমি দায়ী। তবে তোমার যদি ইচ্ছা না থাকে আমি তোমাকে জোর করবো না...

আপনার আকুলতা আমাকে তৃপ্ত করেছে। আমার অবস্থানে থাকা কোনো নারী কি একজন যুবরাজকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে?

সেলিমের কাছ থেকে কোনো উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আনারকলি নিজেকে বিবস্ত্র করতে লাগলো। সে তার কুৎসিত পোশাকের আবরণ ছেড়ে এমন ভাবে বেরিয়ে এলো যেনো একটি সুন্দর সাপ পুরানো খোলস ছেড়ে নবরূপ ধারণ করেছে। তার শরীরের মোহনীয় ত্বক থেকে মুক্তার মতো নরম দীপ্তি ঝড়ছে এবং তার নীল শিরা উপশিরা বিশিষ্ট পূর্ণ স্তনযুগলের শীর্ষে অবস্থিত বোটাটি উজ্জ্বল গোলাপি বর্ণের, সেগুলি সামান্য দুলতে থাকলো যখন সে সেলিমের দিকে এগিয়ে এলো। আনারকলি সেলিমের একটি হাত নিজ হাতে নিয়ে সেটাকে তার চিকন এবং রেশমের মতো মসৃণ কোমরে ছোঁয়ালো। তারপর, নিজ দেহকে সেলিমের দেহের উপর সজোরে চেপে ধরলো, সেলিম তার রেশমের জোব্বার উপর দিয়ে তার বোঁটা দ্বয়ের স্পর্শ অনুভব করতে পারলো। এবারে সেলিমের হাতটি সে নিজের সমৃদ্ধ নিতম্বে নামিয়ে আনলো। তার তৃক, সেলিম যেমনটা অনুমান করেছিলো হুবহু তেমনই-উষ্ণ এবং নমনীয়। এক অনিয়ন্ত্রণযোগ্য পৌরুষেয় শিহরণ সেলিমের শরীরে বয়ে গেলো এবং সে আনারকলির কাছ থেকে একটু পিছিয়ে

গিয়ে সজোরে টান মেরে নিজের পোশাক খুলতে আরম্ভ করলো, তার অস্থিরতার কারণে নমনীয় বস্ত্রটি ছিঁড়ে যেতে লাগলো।

আপনি আপনার পিতার মতোই যোদ্ধাসুলভ দেহের অধিকরী এবং তার মতোই দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠেন...

আনারকলির বক্তব্য সেলিম শুনতে পেলো বলে মনে হলো না। ঐ মহিমাময় অবয়বের মাঝে নিজেকে সমাহিত করা ছাড়া তার মাথায় আর কোনো চিন্তা কাজ করছে না। আনারকলিকে টেনে নিয়ে সে একটি ডিভানে শোয়ালো এবং লাথি মেরে অসুবিধা জনক গদিগুলিকে সরিয়ে দিলো। তারপর তার সোনালী চুলগুলো দুহাতে আকড়ে ধরে প্রথমে তার ঠোঁটে চুমু খেলো এবং সেখান থেকে গিরিপথের মধ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হলো। আনারকলির কাধ থেকে শুরু করে সুগোল উরু পর্যন্ত প্রসারিত নিখুঁত দেহসৌষ্ঠব সেলিমকে অবাক করলো। সেলিমের অস্থিরতা উপলব্ধি করে ইতোমধ্যেই সে তার উরু দুটি দুপাশে প্রসারিত করেছে এবং তার কোমল দেহটি ঘামে পিচ্ছিল হয়ে গেছে। জাহাপনা, আনারকলি ফিসফিস করে বললো, এখনই...আমি তৈরি... সেলিম যখন মেয়েটির দেহের মধ্যে প্রবেশ করলো এবং তার উত্থান-পতন শুরু হলো, সে এক অভিনব বিজয়োল্লাস অনুভব করলো- তবে এই অনুভূতি কেবল অসামান্য সুন্দরী এক নারীর সঙ্গে মিলনের কারণেই তার মাঝে সৃষ্টি হয়নি। এর আরেকটি কারণ সে তার পিতার অধিকৃত একটি নারীকে সম্ভোগ করতে পেরেছে।

*

সেলিমের ঘুম আসছে না। রাতটি তার কাছে অসহ্য একঘেয়ে এবং গুমোট লাগছে। তার বিছানার উপর নড়তে থাকা টানাপাখাঁটি কক্ষের উষ্ণতাকে একটুও কাবু করতে পারছে না। কিন্তু সেলিম বুঝতে পারছিলো গরম জনিত অসুবিধা নয় বরং আনারকলিকে আবার কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই তার নিদ্রা কেড়ে নিয়েছে। খাজানসারা তার পিতা লাহোরে ফিরে আসার ঠিক আগে পর পর দুরাত আনারকলিকে তার কাছে নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু তারপর থেকে সে আর তার দেখা পায়নি।

আনারকলি তাকে এতো আকৃষ্ট করে কেনো? এই প্রশ্নের উত্তরটি উদঘাটন করা সেলিমের জন্য বেশ কঠিন, কিন্তু সে অনুভব করে কারণটি আনারকলির সৌন্দর্যের চেও বেশি কিছু, সে তার পিতার রক্ষিতা এই বাস্তবতার চেয়েও গভীর, তবে এ দুটি উপাদান সুস্বাদু মসলার মতো তার কামনাকে উপাদেয় করে তোলে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এক ধরনের সজীবতা, তেজস্বিতা এবং আত্মনির্ভরশীলতা মেয়েটির মধ্যে উপস্থিত, হয়তো জীবনে নানা বিরূপ অভিজ্ঞতা এবং ঝড়ঝাপটা সহ্য করার ফলেই এই বৈশিষ্টগুলি তার মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। আনারকলি তার ঘটনাবহুল জীবনের গল্প সেলিমকে শুনিয়েছে। সে খুব অল্প বয়সে তার সওদাগর পিতার সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার উপকূল থেকে জাহাজে করে সমুদ্রযাত্রা করে। জলদস্যুরা তাদের জাহাজটি আক্রমণ করে এবং তার বাবাকে গলা কেটে হত্যা করে। তারপর তারা তাকে বন্দী করে নিয়ে যায় এবং ইস্তাম্বুলের ক্রীতদাস কেনাবেচার বাজারে একজন তুর্কি পতিতালয় মালিকের কাছে বিক্রি করে দেয়। পতিতালয় মালিকটি তাকে পুরুষের মনোরঞ্জন শিল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। তবে সে তার কুমারীত্ব রক্ষার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে এবং একজন ধনাঢ্য

ব্যক্তির কাছে চড়া মূল্যে বিক্রি করে দেয় যখন তার বয়স পনেরো। এই লোকটি তাকে আবার তুরস্কের সুলতানের কাছে উপহার স্বরূপ প্রদান করে। সেটা বর্তমান সময় থেকে চার বছর আগের ঘটনা।

যখন সেলিম তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো এখনোও সে তার নিজের দেশের কথা ভাবে কি না, আনারকলি কাঁধ ঝাঁকিয়েছিলো। আমার মনে হয় অনেক কাল পেরিয়ে গেছে। আমার অসহায় বাবার ভাগ্যে কি ঘটেছিলো তা মনে পড়লে আমি মাঝে মাঝে কাদি। কিন্তু আমার বাবা যদি আমাকে নিয়ে ভেনিসে পৌঁছাতে পারতেন তাহলে আমার ভাগ্যে কি ঘটতো কে জানে। হয়তো বাবার পছন্দের কোনো ধনী ব্যক্তির সঙ্গে আমার ভালোবাসাহীন বিয়ে হতো। বাবা পূর্বেই এমন পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। কিন্তু এখানেতো আমি বিলাসবহুল জীবন যাপন করছি। বর্তমানে আমার কাছে এমন সব রত্ন রয়েছে যা দেখে ভেনিসের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিও বিস্মিত হবে। এক মুহূর্তের জন্য তার মুখটি ছায়া আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তারপর সে সেলিমের দিকে তাকিয়ে হেসেছিলো। এবং এই মুহূর্তে আমি স্ট্যালিয়নের মতো সবল এক তরুণ যুবরাজের শয্যাসঙ্গিনী-আমার মন খারাপ হবে কেনো?

এমন মসৃণ প্রশংসা বাক্য খুব সহজেই আনারকলির মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, সেলিমের মনে হলো, নিদ্রা এখনো তার চোখে ধরা দিচ্ছে না। মিলনের সময় সে সেলিমের পৌরুষ এবং তাকে তার প্রদান করা সুখানুভূতি নিয়ে চাটুকারিতা করে, বলে সেই তার শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। তবে সেলিম জানে তার এসব বক্তব্য মেকী হতে বাধ্য এবং তার প্রতি আনারকলির সত্যিকার কোনো আকর্ষণ নেই, কিন্তু এই বাস্তবতা আনারকলির প্রতি তার

আকর্ষণে একটুও ঘাটতি সৃষ্টি করে না। মেয়েটি তার জীবনে এমন প্রশিক্ষণই পেয়েছে এবং এর সাহায্যেই সে পৃথিবীতে টিকে আছে। এই মুহূর্তে সে হয়তো আকবরের কানে ফিসফিস করে একই বুলি আওড়াচ্ছে।

সেলিম উঠে বসলো। সে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। সে আবার আনারকলির সঙ্গে মিলিত হবে। কোনো উপায় নিশ্চয়ই রয়েছে এবং সেটা তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

রবি নদীর তীরে একটি ঝোঁপঝাড়ে আচ্ছাদিত বালুপাথরের ভগ্নস্তূপ রয়েছে, যেখানে এক সময় খেলাধূলা হতো। জায়গাটির দূরত্ব প্রাসাদ থেকে মাত্র আধ মাইল। পাখি শিকার করতে গিয়ে আমি মাঝে মাঝে ওখানে বিশ্রাম করি। এই দেখো... সেলিম এক টুকরো কাগজের উপর কাঠকয়লা দিয়ে একটি মানচিত্র অংকন করলো। আজ রাতে আনারকলিকে ওখানে নিয়ে আসবে যখন আমার বাবা ওলামা পরিষদের সঙ্গে সভায় ব্যস্ত থাকবেন। নিশ্চয়ই তিনি তার মাওলানাদের সম্মুখে নাচার জন্য তাকে ডাকবেন না।

আপনি সাক্ষাৎটি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত করবেন। সম্রাটের উপস্থিতিতে আনারকলি হেরেম থেকে দীর্ঘক্ষণ অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। এবং, জাঁহাপনা...এটাই শেষ বার। আমার পক্ষে আর এতো ঝুঁকি সামলানো সম্ভব নয়...বিষয়টি আমাদের সকলের জন্যই অত্যন্ত বিপদজনক। দুর্ভাবনায় খাজানসারার চোখা নাকটি প্রায় প্রকম্পিত হচ্ছিলো।

সেলিম সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে জানে ভবিষ্যতে তাকে আরো অভিসার করতে হবে। সে আকবরের চোখে ধূলো দেবার নতুন নতুন বুদ্ধি

উদ্ভাবন করবে। এটা নাও। কিন্তু মনে রেখো, ব্যর্থ হলে চলবে না। সেলিম খাজানসারার হাতে মোহর ভর্তি একটি থলে চালান করলো। আমি তোমাদের অপেক্ষায় থাকবো।

সেই রাতে, নদীতীরের কোমল ছায়ার মধ্য দিয়ে নল-খাগড়ার জঙ্গল এবং অন্যান্য ঝোঁপঝাড় পেরিয়ে সেলিম ভগ্নপটির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। জায়গাটি এক সময় নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর ছিলো। বর্তমানে সেখানে সরু সরু স্তম্ভ এবং ভগ্নগম্বুজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেলিম একটি তেলের প্রদীপ জ্বাললো, আবছা আলোতে উল্টে পড়ে থাকা একটি প্রস্তর মূর্তি তার নজরে পড়লো। সেটি সম্ভবত কোনো হিন্দু দেবী বা নর্তকীর মূর্তি, অলংকার ব্যতীত সেটার দেহে আর কোনো আচ্ছাদন নেই, আকর্ষণীয় হাত পা গুলিতে কোনো উচ্ছল নৃত্যের মুদ্রা বিধৃত হয়ে রয়েছে। সেটা দেখে তার আনারকলির ছিপছিপে গড়নের পূর্ণ শরীরের কথা মনে পড়ে গেলো এবং সে যতরকম দেহভঙ্গীমা করতে পারে। সেলিমের হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হলো।

সেলিম একটি স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো এবং রবি নদীর কলধ্বনি শ্রবণ করতে লাগলো। কোনো ছোট আকারের প্রাণী সম্ভবত ইঁদুর- তার সবুট পায়ের উপর দিয়ে দৌড়ে পালালো এবং সে ঘাড়ের উন্মুক্ত অংশে হুল ফুটানো একটি মশাকে চাপড় মারলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো চাঁদ উঠেছে। প্রায় পূর্ণ চাঁদ, সতেজ কমলা রঙের দীপ্তি ছড়াচ্ছে। সময় বয়ে যাচ্ছিল। সেলিম কান খাড়া করলো, এই ভেবে যে হয়তো নদীর পার থেকে কোমল পদক্ষেপের আওয়াজ শুনতে পাবে। কিন্তু তেমন কিছু শোনা গেলো না। কিছু ঘটেছে কি? খাজানসারা কি ভীত হয়ে তার প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গেছে? আরো কিছুক্ষণ সে অপেক্ষা করবে, সেলিম ভাবলো।

সেলিম একই জায়গায় বসে রইলো, সে রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করছে এবং সেই মুহূর্তটিকে কল্পনায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। যখন আবার সে আনারকলির সমৃদ্ধ গিরিখাদের মাঝে নিজের মুখটি সমাহিত করবে। খাজানসারা যদি আজ রাতে আনারকলিকে তার কাছে নিয়ে আসার ব্যাপারে মতো পরিবর্তন করে থাকে সেলিম জানে সে আবার তাকে রাজি করাতে পারবে...

হঠাৎ খানিকটা দূরে ঘন ঝোঁপের মাঝে টিমটিমে আলো দেখা গেলো হয়তো মশাল- সেলিমের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো। খাজানসারা অসতর্ক আচরণ করছে- পথ দেখে অগ্রসর হওয়ার মতো যথেষ্ট চাঁদের আলো চারদিক পাবিত করে রেখেছে। সম্ভবত আগে কখনো এদিকে আসেনি বলে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে এমনটা করছে। সেলিম উঠে দাঁড়ালো এবং আরো ভালো করে আলোর দিকে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলো। তারপর সিদ্ধান্ত নিল তাঁদের কাছে এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু যেই মাত্র সে স্তম্ভের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসে ঝোঁপ ঝাড় পেরিয়ে অগ্রসর হতে নিলো, দেখলো একাধিক মশালের আলো তার দিকে ধেয়ে আসছে। একই সঙ্গে সে একাধিক পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ শুনলো এবং নল-খাগড়ার জঙ্গল পেরিয়ে কিছু রক্ষী তার দিকে এগিয়ে এলো।

কি হচ্ছে এসব? তার সঙ্গে কি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে...? সেলিম তার কোমরে গোজা ছোরাটির দিকে হাত বাড়ালো এবং ঘুরে অন্ধকারে আত্মগোপন করার প্রস্তুতি নিলো, কিন্তু দেখলো একটি পরিচিত অবয়ব তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

জাহাপনা, আপনার পিতা আপনাকে এই মুহূর্তে প্রাসাদে ফিরতে বলেছেন। আবুল ফজলের ছোট আকারের চোখ দুটি তার পাশে এই মাত্র উপস্থিত হওয়া একজন রক্ষীর মশালের আলোতে ফোয়ারার মতো উজ্জ্বল দেখালো।

বজ্রাহত সেলিম নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এখন আর আবুল ফজল তার অনুভূতি গোপন করার চেষ্টা করছে না এবং সেলিম আগে কখনোও তার মাঝে এমন স্পষ্ট বিজয়োল্লাস দেখতে পায়নি। সে তার প্রতি তার ঘৃণা প্রকাশের ভাষা খুঁজতে লাগলো, কিন্তু আবুল ফজলই আবার কথা বলে উঠলো।

জাহাপনা, আমাকে বলা সেই কথা গুলি কি আপনার মনে আছে? আপনি বলেছিলেন আপনি জানেন আমার আসল রূপ কি, এবং যে দিন আপনার বাবা তা বুঝতে পারবেন আপনি সেই দিনের অপেক্ষাতেই থাকবেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি কথা গুলিকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিলো, তাই না? আপনার পিতা বুঝতে পেরেছেন আপনার আসল রূপ কি...

*

বেশ্যাটাকে এখানে হাজির করো। আকবর তার সিংহাসনে উত্তেজিত ভঙ্গিমায় বসে আছেন, তার পরনের গাঢ় লাল বর্ণের আলখাল্লাটিকে কালচে দেখাচ্ছে। তিনি যখন উপস্থিত সভাসদদের দিকে দৃষ্টি হানলেন মনে হলো তিনি মুখোশ পড়ে আছেন।

সিংহাসনবেদীর নিচে খালি মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকা সেলিমের উপস্থিতি তিনি আমলে নিচ্ছেন না। তার পরনে এখনো নিশি অভিসারের পোশাকপরিচ্ছদ।

বাবা, আমি কিছু বলতে চাই...

কোনো সাহসে তুমি আমাকে বাবা বলে সম্বোধন করছো যখন তোমার আচরণের মাধ্যমে আমাদের সম্পর্কের প্রতি ঘৃণা ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পায়নি। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, তা না হলে আমি তোমাকে নিশ্চুপ করানোর ব্যবস্থা করবো। আকবর পুঞ্জিভূত প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লেন। কয়েক মিনিট পর দরবারের পার্শ্ববর্তী একটি দরজা দিয়ে আনারকলিকে নিয়ে আসা হলো, পেছন থেকে দুজন স্কুল গড়নের মহিলা হেরেম রক্ষী তার পিঠে ধাক্কা দিচ্ছিলো। তার দুহাত একত্রে বাধা এবং সোনালী চুলগুলি উস্কোখুস্কো হয়ে কাঁধের উপর ছড়িয়ে আছে। তার সাদা মুখের এখানে সেখানে চোখের জলের সঙ্গে কাজল লেপ্টে গিয়ে কালো দাগ সৃষ্টি করেছে। সেলিম দেখতে পাচ্ছিলো আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তায় মেয়েটি প্রচণ্ড ভাবে থরথর করে কাঁপছে। ধীরে অগ্রসর হয়ে সে আকবরের সামনে হাঁটু গেড়ে মেঝেতে আছড়ে পড়লো।

তুমি ছিলে আমার সবচেয়ে প্রিয় রক্ষিতা। তুমি যতোটুকু আশা করেছো তার তুলনায় অনেক বেশি ঐশ্বর্য আমি তোমাকে প্রদান করেছি। কিন্তু তারপরেও তুমি তোমার সম্রাটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং এই বদমাশটি যে নিজেকে আমার সন্তান বলে দাবি করছে তার লালসার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে। এর শাস্তি হতে পারে একটাই-মৃত্যুদণ্ড।

আনারকলির চেহারাটি প্রচণ্ড ভীতি এবং আতঙ্কে দুমড়ে মুচড়ে গেলো। একটি বিক্ষুব্ধ থরকম্প তার সমগ্র দেহে আক্ষেপ সৃষ্টি করলো যখন সে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো। একজন মহিলা রক্ষী তাকে ধাক্কা মেরে বসিয়ে দিয়ে হাতে থাকা লাঠি দিয়ে নির্দয় ভাবে তার নিতম্বে খোঁচা মারলো।

দয়া করুন জাঁহাপনা...

আমার কান তোমার আর্জির প্রতি বধির। তোমাকে কীভাবে শাস্তি দেয়া হবে তা আমি নির্ধারণ করে ফেলেছি। তোমাকে প্রাসাদের কয়েদখানার ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠে ঢুকিয়ে ইটের দেয়াল তুলে সেটি রুদ্ধ করে দেয়া হবে। যখন মিনিট গড়িয়ে ঘন্টা এবং ঘন্টা গড়িয়ে দিন অতিক্রান্ত হয়ে তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে তখন তুমি তোমার অপরাধ সম্পর্কে গভীর ভাবে ভাবার সুযোগ পাবে।

না! দোষ আমি করেছি, ওর কোনো অপরাধ নেই। আমি ওকে কামনা করেছি এবং খাজানসারাকে ঘুষ প্রদান করেছি ওকে আমার কাছে নিয়ে আসার জন্য, সেলিম চিৎকার করে বলে উঠলো।

আমি সব কিছু জানি, আকবর বললেন, অবশেষে এখন তিনি সেলিমের দিকে তাকালেন। তোমার কি মনে হয়, তোমার ঘৃণ্য অপকর্ম সম্পর্কে আমি জানলাম কীভাবে? খাজানসারা নিজেই আজ সন্ধ্যায় আবুল ফজলের কাছে গিয়ে সব কিছু স্বীকার করেছে।

আমি তাকে দয়া প্রদর্শন করেছি....অত্যন্ত দ্রুত তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এই মেয়েটি রাজকীয় হেরেমের সকল নিয়মনীতি ভঙ্গ করেছে যাকে রক্ষা করার জন্য তুমি সাফাই গাইছো। এটা ওর সৌভাগ্য যে আমি জ্যান্ত ওর ছাল ছাড়িয়ে সেই চামড়া প্রসাদ দ্বারে ঝুলিয়ে রাখার আদেশ দেইনি। আকবর রক্ষীদের দলপতির দিকে তাকালেন। ওকে নিয়ে যাও।

দুই জন রক্ষী দুদিক থেকে আনারকলিকে ধরলো, আর্তচিৎকারের সঙ্গে সে মেঝের শতরঞ্জি আকড়ে ধরে থাকতে চাইলো, আশা করছে কোনো অলৌকিক উপায়ে সেখানে স্থির থেকে নিজের ভয়াবহ পরিণতি বিলম্বিত করতে পারবে। সেলিম সেদিক থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিলো, যে অপার সৌন্দর্য তাকে সীমাহীন ভাবে প্রলুব্ধ করেছিলো তার এই করুণ দশা সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তার কামনার কারণেই এই বিরল বৈশিষ্টের অধিকারী মেয়েটির অকালমৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে। তাকে রক্ষা করার জন্য তার কিছুই করার বা বলার সামর্থ নেই, এই বোধ সেলিমকে আচ্ছন্ন করলো। কেবল আনারকলির চিৎকার এবং আহাজারি যখন অপসৃত হলো এবং দরবারের দরজাটি বন্ধ করা হলো তখনই সে আবার তার পিতার দিকে তাকালো। তাকে কতোই না নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে, কতো ব্যাপক ক্ষমতা নিয়ে ঐ চাকচিক্যপূর্ণ সিংহাসনে বসে আছেন। তিনি তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভাগ্যে কি নির্ধারণ করে রেখেছেন? তিনি কি তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেবেন? কয়েক মুহূর্তের জন্য সেলিম তার গলায় শীতল ইস্পাতের ফলার স্পর্শ কল্পনা করতে পারলো। ভুল ত্রুটি সত্ত্বেও নিজ বাবাকে তার সর্বদা সম্মানিত এবং ন্যায় বিচারক বলে মনে হতো। কিন্তু আনারকলির প্রতি তাঁর প্রতিশোধমূলক আক্রোশ সেই অনুভূতিকে নড়িয়ে দিয়েছে।

সেলিম, তুমি নিজেই স্বীকার করেছে এই ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের পেছনে তোমার ভূমিকাই প্রধান। একটু থেমে আকবর আবার শুরু করলেন, এমন পুত্রের প্রতি আমি কীভাবে পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করবো যে এমন কুৎসিৎ ভাবে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? তোমার জীবন আমার কাছে এবং মোগল রাজবংশের কাছে মূল্যহীন।

সেলিম অনুভব করলো তার গলার মাংসপেশি সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যদি তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয় তাহলে সে কোনো ধরনের ভীতি প্রকাশ করতে চায় না, তাই সে বাবার চোখে চোখ রেখে তাকালো।

তুমি এখনোও তরুণ এবং তুমি মূল্যায়ন না করলেও আমি আমাদের মধ্যকার রক্তের বন্ধনকে কিছুটা মূল্যায়ন করি। তাছাড়া আমার নিজের মা তোমার জীবনের জন্য আমার কাছে আরজি পেশ করেছেন, তাই আমি তোমাকে ক্ষমা প্রদর্শন করবো। আগামীকাল সকালে রাজকীয় পরিদর্শন কাজ সম্পাদন করার জন্য তুমি কাবুলের পথে রওনা হবে এবং সেখানেই অবস্থান করবে যতোদিন পর্যন্ত না আমি তোমাকে পুনরায় ডেকে পাঠাই। তোমার স্ত্রীগণ এবং তোমার সন্তানেরা এখানেই অবস্থান করবে। এখন আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও তা না হলে আমার সিদ্ধান্ত পাল্টে যেতে পারে।

আপনি আমার প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ কারণ আমি তরুণ এবং আপনি ক্রমশ বার্ধক্যে উপনীত হচ্ছেন। আপনি মনে মনে জানেন যে আপনি অমর নন এবং এই জন্য ভীত যে আপনার রক্ষিতার মতো একদিন আমি আপনার সিংহাসনও অধিকার করবো, কথা গুলি

সেলিম চিৎকার করে বলতে চাইলো, কিন্তু তাতে কি লাভ? ঘুরে দাঁড়িয়ে শতরঞ্জির উপর দিয়ে হেঁটে সে দরবার কক্ষ ত্যাগ করার জন্য অগ্রসর হলো, যেখানে এখনো আনারকলিকে ছেচড়ে নিয়ে যাওয়ার দাগ দেখা যাচ্ছে। এখানেই কি তার সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমাহিত হলো?

.

২৪. ইন্দুজ নদী

তুমুল বর্ষণ হচ্ছে। সেলিম তার বিশাল আকারের তাবুর ভেতরের বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে। তার গায়ে সূক্ষ্ম সুতির চাদর এবং আরামদায়ক কাশ্মীরি কম্বল। বৃষ্টির ছাট তাবুর উপর আছড়ে পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কয়েক সপ্তাহ আগে লাহোর ত্যাগ করার পর থেকেই রাতে তার নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম হচ্ছে না। বার বার আনারকলির মোহনীয় মুখটি তার কল্পনার দৃশ্যপটে ফিরে আসছে যা একাধারে উষ্ণ, জৈবনিক এবং সতেজতা সম্পন্ন। কিন্তু বাস্তবতা হলো এতোদিনে সে নিশ্চিতভাবেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। সেলিম দেখতে পাচ্ছে আনারকলির মুখটি ক্রমশ আঁটো হচ্ছে, ত্বক কুঁচকে গিয়ে মাথার খুলি উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে এবং একসময় গুড়ো গুড়ো হয়ে ধূলায় মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নীল চোখ দুটি অক্ষত থেকে তাকে ভর্ৎসনা করছে এক মুহূর্তের জন্য, তারপর সেগুলোও আধারে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

সেলিম অকস্মাৎ ঝাঁকি খেয়ে কম্বল খামচে ধরে বিছানায় উঠে বসলো। আনারকলির করুণ পরিণতির জন্য সৃষ্ট অপরাধ বোধ তার বুকের উপর ভারী পাথরের মতো চেপে বসে আছে। দুঃসহ বেদনা যুক্ত বহু নিদ্রাহীন রাত কাটিয়ে তার মাঝে এই উপলব্ধি সৃষ্টি হয়েছে যে মেয়েটি তার জন্য একটি উন্মাদনা সৃষ্টিকারী খেলনা ছিলো এবং নিজ অংহকারকে তৃপ্ত করতে সে তাকে আকবরের কাছ থেকে চুরি করার চেষ্টা করেছিলো। সে যদি সত্যিই আনারকলিকে ভালোবাসতো তাহলে নিজের কর্মকাণ্ডকে নিজের কাছে তার আরো কম ঘৃণ্য বলে মনে হতো তার। সে এমন লোভী এবং অসতর্কভাবে

আনারকলিকে হস্তগত করার চেষ্টা করেছে যেনো সে কোনো গাছের পাকা আম বা থালায় সাজানো লোভনীয় মিষ্টান্ন ভক্ষণ করতে চেয়েছে। তবে এই দীর্ঘ অস্থির দিন গুলির মাঝেও কিছুটা স্বস্তির বাতাস তার মনে প্রবাহিত হয়েছে। লাহোর থেকে যাত্রা করার তিন দিন পর দাদী হামিদার কাছ থেকে একটি বার্তা তার কাছে এসেছে যেটা থেকে সে জানতে পেরেছে আনারকলিকে দীর্ঘ মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। তার বুদ্ধিমতি দাদীমা লিখেছেন সেলিমের আকুল আবেদন অনুযায়ী কোনো উপায়ে একটি বিষ ভরা ছোট শিশি তিনি গোপনে আনারকলির কাছে পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। সেলিম আশা করছে খবরটি সত্যি হোক এবং এটা যাতে তার দাদীর নিছক সান্ত্বনা বাক্য না হয়।

ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাটি সম্পর্কিত অপরাধবোধ এবং এর পরিণতি বিষয়ক চিন্তা তার মনকে আরেকবার আন্দোলিত করলো। ঘটনার অমোঘ পরিণতিতে সে এখন তার পরিবার পরিজন এবং ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু রাজধানী থেকে শত শত মাইল দূরে নির্বাসিত হয়েছে। তাকে যেতে হবে খাইবার গিরিপথ পেরিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ প্রান্তে। তার লালসাপূর্ণ আচরণের সাহায্যে আকবরকে বিক্ষুব্ধ করে সে কেবল আনারকলির মৃত্যুই ঘটায়নি। বরং শেখ সেলিম চিশতি তার সম্পর্কে যে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে একদিন সে সম্রাট হবে সেই সম্ভাবনাকেও পদদলিত করেছে। তার সকল আশা আকাঙ্ক্ষা নিশ্চিত ভাবেই ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এখন তার সৎ ভাইরা তার অপকর্মের অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে সিংহাসনের প্রতি নিজেদের দাবি আরো জোরালো ভাবে উত্থাপন করতে পারবে। এবং এখন হঠাৎ যদি আকবরের মৃত্যু হয় তাহলে কি হবে?

তার কাছে সেই মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানোর আগেই আবুল ফজল এবং তার ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা পরবর্তী উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে ফেলবে।

গর্জনরত দমকা হাওয়া যখন তার তাবুর ভারী তিরপলকে বারংবার আঘাত করে দাবিয়ে দিচ্ছে তখন সেলিম নিজের হতাশা ব্যঞ্জক চিন্তা গুলি থেকে মনকে অন্য দিকে ফিরাতে চাইলো। সে তার সম্মুখের ভ্রমণ কৌশল নিয়ে ভাবতে শুরু করলো। গতকাল সে এবং তার সঙ্গে থাকা সাড়ে তিনশো সৈন্যের দলটি ইন্দুজ নদীর প্রবল ঘূর্ণিযুক্ত ঠাণ্ডা জল পেরিয়েছে। একটি অল্প বয়সী হাতি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যখন সেটিকে বহনকারী ভেলাটি মাঝ নদীতে আরেকটি ভেলার সঙ্গে ধাক্কা খায়। হাতিটি নদীতে গড়িয়ে পড়ে এবং প্রবল স্রোতের তোড়ে ভেসে যায়। সেটার পিঠে রান্নার মূল্যবান তৈজসপত্রের বোঝা ছিলো। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাকি দলটি নিরাপদে নদীটির উত্তর পারে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। শেষ ভেলাটি পার হয়ে মাল খালাস করার সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিলো। ইতোমধ্যেই বাতাসের তাড়নায় বৃষ্টিসমৃদ্ধ কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যাচ্ছিলো। কর্দমাক্ত নদীতীরের ছোট ছোট পাহাড় ঘেরা বেলাভূমিতে সেলিম তখন হুকুম দেয় দ্রুত শিবির প্রস্তুত করার জন্য। নদী অতিক্রম করতে যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে এবং সৈন্যরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এই জন্য আজ সে তাদের একটু বেশি সময় ঘুমানোর সুযোগ দেবে। তারপর নির্বাসনের গন্ত ব্যের দিকে আবার অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করবে। তাদের সম্মুখে রয়েছে পেশোয়ার এবং তারপর খাইবার গিরিসংকটের প্রবেশ পথ। এই ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে সেলিম ধারণা পেয়েছে তার দাদীমার বলা গল্প থেকে এবং সেইসব সেনাপতিদের কাছ থেকে যারা এই অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করেছে।

সেলিমের চোখের পাতা ভারি হয়ে এলো, কিন্তু যেই মুহূর্তে সে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়তে নিলো একটি চিৎকারের শব্দ শুনে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠলো। সেটা কি কোনো বুনো প্রাণী যে অন্য কোনো শিকারী জানোয়ারের ধারালো দাঁতের কবলে আটকা পড়ে মরণ চিৎকার দিলো, নাকি কোনো মানুষ? কয়েক মুহূর্ত পর আরেকটি চিৎকার এবং তাকে অনুসরণ করে উচ্চ কণ্ঠের আদেশ অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হও সকল সন্দেহ দূর করে দিলো। তার শিবির আক্রান্ত হয়েছে। সে বিদ্যুৎ বেগে বিছানার পাশে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কোনো রকমে সে তার বাইরের পোশাকের নুন্যতম অংশগুলি পড়ে নিলো এবং বিদায় উপহার হিসেবে হামিদার পক্ষ থেকে পাওয়া দুদিকে ছোট ছোট সোনার জিহ্বার নকশা বিশিষ্ট পারসিক তলোয়ারটি হাতে নিলো। তাবু থেকে বেরিয়ে সে দেখতে পেলো তার কিছু দেহরক্ষী অন্ধকারের দিকে উত্তেজিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অন্যরা এক জায়গায় ভিড় করে মাটিতে পড়ে থাকা তাঁদের দুজন সাথীর উপর ঝুঁকে আছে, তাদের হাতে ধরা মশালের আগুন বৃষ্টি এবং দমকা বাতাসে কেঁপে কেঁপে জ্বলছে। আহত হয়ে পড়ে থাকা একজন তার পেটে গেঁথে থাকা তীরটি চেপে ধরে ব্যথায় আর্তচিৎকার করছে। অন্যজন নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে।

মশাল গুলি নিভিয়ে ফেলো, সেলিম চিৎকার করে বললো। ওগুলো জ্বেলে রাখলে তোমরা সহজ নিশানায় পরিণত হবে এবং নিজেদের দৃষ্টিকে অন্ধকারের সঙ্গে অভ্যস্ত করে তোলার চেষ্টা করো।

কিন্তু নির্দেশটি পালিত হওয়ার আগেই তৃতীয় আরেকজন রক্ষী পিঠে তীর বিদ্ধ হলো এবং সে হুমড়ি খেয়ে কাদার উপর পড়ে গেলো। মশালগুলি কাদাপানিতে গুঁজে দ্রুত নিভিয়ে ফেলা হলো।

জাহেদ বাট এবং সুলায়মান বেগ কোথায়?

আমি এখানে জাহাপনা, জাহেদ বাট চেঁচিয়ে উত্তর দিলো, সে সেলিমের রক্ষীদের অধিনায়ক।

আমি এখানে আছি, সুলায়মান বেগের আওয়াজ শোনা গেলো, পাশের একটি তাবু থেকে তলোয়ার ঝোলানো কোমর বন্ধনী বাঁধতে বাঁধতে মাথা ঝুঁকিয়ে সে বেরিয়ে এলো। ওদিকে সাধারণ সৈন্যরা এ সময় কাদা পানির মধ্যে এদিক ওদিক ছোটা ছুটি করছে এবং সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাচ্ছে, তবে সকলের হাতে কোনো না কোনো অস্ত্র রয়েছে।

কারা আমাদের আক্রমণ করলো? তীরগুলি কোনো দিক থেকে আসছে? সেলিম জানতে চাইলো।

তীরগুলি পূর্ব দিকের নদীতীর থেকে আসছে, কিন্তু শত্রুকে চেনার কোন উপায় নেই এবং তাদের শক্তি সম্পর্কে ধারণা করাও অসম্ভব। আমি ইতোমধ্যেই সেদিকে কিছু রক্ষীকে তদন্ত করতে পাঠিয়েছি যারা আপনার তাবুর পাহারায় ছিলো... জাহেদ বাট

বললো, কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই পর পর দুই ঝাঁক তীর শিবিরের কেন্দ্রস্থল লক্ষ্য করে ছুটে এলো ঘোর অন্ধকার এবং বৃষ্টির মধ্য দিয়ে। জাহেদ বাটের বক্তব্যের বিরোধীতা করতেই যেনো কিছু তীর পশ্চিম দিক থেকে এবং কিছু উত্তর দিক থেকে ধেয়ে এলো। আরেকজন সৈন্য পড়ে গেলো, তীরটি তার বাম উরুর পিছনে বিঁধেছে। এটা সম্ভবত ঝড়ে বক মড়ার মতো ঘটনা ঘটলো। চারদিকের ঘন অন্ধকার, বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়ার মধ্যে সঠিক লক্ষ্য ভেদ করা অসম্ভব।

সেলিমের মনে বহু প্রশ্ন এক সঙ্গে জেগে উঠলো। অজানা অদেখা শত্রুরা তার শিবির ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করছে। কেনো? তারা যদি সাধারণ ডাকাত হতো তাহলে তারা নিশ্চয়ই প্রথমে মালামাল বহনকারী গাড়ি গুলিতে হামলা চালাত এবং মালামাল ও বিশ্রামরত ছোঁড়া গুলি নিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করতো। এই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু কি সে নিজে? সেলিমের সমগ্র দেহ প্রকম্পিত হলো। এমন কিছু কি ঘটা অসম্ভব যে, আবুল ফজল তার বাবার সম্মতি নিয়ে বা তার অজান্তে এক দল আততায়ী পাঠিয়েছে তার দুর্ঘটনাসুলভ মৃত্যুর পরোয়ানা দিয়ে? এ ধরনের ঘটনা আকবরের শাসনের প্রথম দিকে বৈরাম খানের ভাগ্যে তো ঘটেছিলো।

বর্তমান পরিস্থিতি যাই হোক না কেনো এখন তার লোকেরা তার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে এবং তাদেরকে নিরাশ করা চলবে না। দ্রুত চিন্তা করে সেলিম আদেশ দিলো, আমরা সকলে কাছাকাছি থেকে একটি বেষ্টনী তৈরি করে শত্রুদের দিকে এগিয়ে যাবো এবং অগ্রসর হওয়ার সময়ে কিছুটা দূরে আমাদের যেসব রক্ষী পাহারায় ছিলো তাদের কেউ যদি এখনোও বেঁচে থাকে তাহলে তাদের সঙ্গেও দেখা হবে। আমাদের পরস্পরের

কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে চলবে না, তাই সকলের দায়িত্ব থাকবে তার ডান পাশে অবস্থিত সঙ্গীর দিকে খেয়াল রাখা। আমি নিজে মাঝা মাঝি জায়গায় থাকবো যেখান থেকে অগ্রসর হলে মালপত্র এবং বিশ্রামরত ছোঁড়াগুলির দেখা পাওয়া যাবে। সুলায়মান তুমি পূর্ব অংশের নেতৃত্ব দিবে এবং আপনি জাহেদ বাট, পশ্চিম দিকের। সকলে যথাসম্ভব নিঃশব্দে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে।

দ্রুত সেলিমের লোকজন পাশাপাশি অবস্থান নিয়ে মোটামুটি সারিবদ্ধভাবে একটি বেষ্টনী তৈরি করলো এবং সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলো, তাঁদের সকলের হাতে উদ্যত অস্ত্র। সারির দুই প্রান্ত কিছুটা দ্রুত নদীতীরের দিকে এগিয়ে গেলো, কিন্তু মধ্য অংশটি, যেখানটা সেলিমের নেতৃত্বে অগ্রসর হচ্ছিলো তাদের গতি অত্যন্ত ধীর এবং তারা হামাগুড়ি দিয়ে পিছলে কিছুটা উঁচু ঢাল বিশিষ্ট কর্দমাক্ত নদীপারে উপস্থিত হলো। এ সময় সেলিমের পায়ের সঙ্গে নরম কিছুর সংঘর্ষ হলো- এটা তার একজন রক্ষীর দেহ, সেটা হাত পা ছড়িয়ে উপুর হয়ে পড়ে আছে। সেলিম হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো। তার এই পতনই তার জীবন রক্ষা করলো, কারণ যখন সে আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো এক ঝাঁক তীর তার মাথার দুই ফুট উপর দিয়ে ছুটে গেলো এবং যে দুজন লোক তার দুপাশে ছিলো তারা তীর বিদ্ধ হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

সেলিম চিৎকার করে উঠলো, সকলে নদীপারের আড়ালে আশ্রয় নাও। কিন্তু পারের নিচ থেকে ভেসে আসা রণহুঙ্কারের উচ্চ শব্দে তার কণ্ঠ ঢাকা পড়ে গেলো। অতর্কিত ভাবে আত্মগোপনে থাকা হামলাকারীরা এখন একত্রে তার সৈন্যদের বেষ্টনী বরাবর এগিয়ে আসছে। একজন দৈত্যাকৃতি শত্রু হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে সেলিমের উপর ঝাঁপিয়ে

পড়লো। সেলিম তার তলোয়ারের আঘাত প্রতিহত করলো এবং তার তলোয়ার ধরা হাতটি আকড়ে ধরে টান দিলো। ফলে তারা দুজনে নদীর ঢালু পার বেয়ে এক সঙ্গে গড়িয়ে পড়লো। গড়াতে গড়াতে দুজনে সমতল জায়গায় গিয়ে স্থির হলো। গড়ানোর সময় দৈত্যটির তলোয়ারটি খোয়া গেছে, এখন সে তার বিশাল আকৃতির থাবার মধ্যে সেলিমের গলাটি আকড়ে ধরার চেষ্টা করলো। ওদিকে সেলিম তার পারসিক তলোয়ারটি আবার সুবিধা জনক মুষ্টিতে ধরতে পেরেছে। তবে ততোক্ষণে দৈত্যটির বিশাল আঙ্গুল গুলি তার কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে। কিন্তু সেলিমের তলোয়ার তার কোমর ভেদ করে গভীরে ঢুকে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সেলিম অনুভব করলো উষ্ণ রক্ত শত্রুটির ক্ষতস্থান থেকে বেরিয়ে আসছে এবং তার কণ্ঠনালী চেপে ধরা আঙ্গুল গুলি শিথিল হয়ে পড়েছে। দ্রুত দশাসই ওজনের শরীরটিকে নিজের উপর থেকে সরিয়ে সেলিম উঠে দাঁড়ালো এবং গলা ডলতে ডলতে জোরে শ্বাস নিতে লাগলো।

তার আশেপাশে ভয়ঙ্কর লড়াই চলছে। উপরের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেলো কিছুটা বামে কর্দমাক্ত পারের উপর দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা একটি লোক স্পষ্টতই শত্রু পক্ষের কোনো সেনাপতি হবে- হাতে থাকা তলোয়ারটি নাড়িয়ে নিজের দলের লোকদেরকে মোগল সেনাদের আক্রমণ করার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সেলিম তার কোমর বন্ধনীতে গুঁজে রাখা একটি খাজকাটা ছুঁড়ে মারার ছোরা টেনে বের করলো, তারপর সতর্কভাবে লক্ষ্যস্থির করে লোকটির দিকে ছুঁড়ে মারলো। যোদ্ধাটি শেষ মুহূর্তে খেয়াল করলো ছোরাটি তার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে, একপাশে সরে সে সেটাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে চাইলো। তবে পুরোপুরি এড়াতে পারলো না, ছোরাটি তার বাম বাহুর উপরের অংশের মাংস কেটে বেরিয়ে গেলো। নির্ভিক চিত্তে, সে সেলিমের দিকে ধেয়ে এলো, তারপর সেলিমকে লক্ষ্য করে

তার তলোয়ার চালালো। তলোয়ারটির অগ্রভাগ সেলিমের মুখের সামনে দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেলো, কারণ সে খানিকটা পিছনে হেলে পড়েছিলো। গতি জড়তার কারণে আক্রমণকারীটি আরেকটু সামনে এগিয়ে এলো, সেই মুহূর্তে সেলিম তার ডান পাটি এগিয়ে দিলো তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেয়ার জন্য এবং তাতে কাজ হলো। লোকটি হাত পা ছড়িয়ে মাটির উপর আছড়ে পড়লো। সেলিম তার পারসিক তলোয়ারটির বাট দুহাতে শক্ত করে ধরে লোকটির ঘাড় বরাবর সজোরে কোপ মারলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হলো।

মুচড়ে তলোয়ারটি বের করে আনার সময় লোকটির মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। সেলিম তার নিজের ছুঁড়ে মারার ছোরাটির শূন্যতা পূরণ করার জন্য লোকটির বাঁকা আকৃতির তলোয়ারটি এক হাতে তুলে নিলো। তারপর, দুহাতে দুটি অস্ত্র নিয়ে সে সেদিকে এগিয়ে গেলো যেখানে তার একজন রাজপুত দেহরক্ষী দুজন আক্রমণকারীকে ঠেকানোর চেষ্টা করছে এবং তখন উষা লগ্নের হালকা আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। নিজের পারসিক তলোয়ারটিকে বর্শার মতো করে সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে ছুটে গিয়ে সে একজন আক্রমণকারীরে নিতম্বের মাংসল অংশে সেটি ঢুকিয়ে দিলো। আহত লোকটি ঘুরে লক্ষ্য নির্ধারণ না করেই সেলিমের দিকে তার ছুরি চালালো। এতে সেলিমের জোব্বার ডান বাহুর হাতা ছিঁড়ে বাহুর অগ্রভাগে ছুরিটির আচড় লাগলো। সেলিম পাল্টা তার বাম হাতে থাকা বাকা তলোয়ারটি দিয়ে আঘাত করলো। যদিও বাম হাতে ধরা অনভ্যস্ত অস্ত্রের দুর্বল আঘাত, তবুও অস্ত্রটির ভারসাম্য ভালো এবং ফলাটিও খুব ধারালো। সেটা লোকটির দেহের একপাশ গভীরভাবে কর্তন করলো এবং সে

মাটিতে পড়ে গেলো। তার চুড়ান্ত ব্যবস্থা রাজপুতটি করবে, ইতোমধ্যেই সে অন্য শত্রুটিকে পরাজিত করেছে।

এ সময় বহু আক্রমণকারী রণে ভঙ্গ দিয়ে ঘুরে পলায়ন করতে শুরু করেছে এবং সেলিম যখন হামাগুড়ি দিয়ে কর্দমাক্ত নদীপারের উপরে উঠলো দেখতে পেলো কিছু শত্রু পক্ষের লোক একশো গজ দূরে সারিবদ্ধ ভাবে বেঁধে রাখা মোগলদের ঘোড়া গুলির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইতোমধ্যেই কিছু লোক মরিয়া ভাবে দড়ি কেটে ঘোড়াগুলির পিঠে চড়ে দ্রুত সরে পড়ার চেষ্টা করছে।

সকলে আমাকে অনুসরণ করো! ঘোড়া গুলির কাছ থেকে শত্রুদের সরিয়ে দিতে হবে যাতে তারা পালাতে ব্যর্থ হয়, পারের উপর থেকে পিছলে : নামতে নামতে সেলিম চিৎকার করে আদেশ দিলো। জল কাদা পেরিয়ে সে ঘোড়া গুলির দিকে দৌড়াতে লাগলো।

সেলিমকে এগিয়ে আসতে দেখে, বেগুনি পাগড়ি পরিহিত বেটে গড়নের গাট্টাগোট্টা একটি লোক, যে ইতোমধ্যেই একটি সাদাকালো রঙের ঘোড়ার গলার বাঁধন কাটা শেষ করে মরিয়া হয়ে সেটার সামনের পায়ের বাধনও কাটার চেষ্টা করছিলো সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধে ঝোলান দ্বিবক্র ধনুকটি হাতে নিয়ে তাতে তীর পড়িয়ে সেলিমকে লক্ষ্য করে ছুড়লো। কয়েক ইঞ্চির জন্য তীরটি সেলিমকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো। অস্থিরভাবে কম্পিত আঙ্গুলে সে আরেকটি তীর ধনুকে পড়ালো, সেলিম তখন প্রায় তার কাছে পৌঁছে গেছে, কিন্তু সেলিম তাকে ধরতে পারার আগেই সে তার হাতের ধনুকটি

মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে একটি ঘোড়ার পেটের আড়ালে মাথা নিচু করলো। সেলিম তাকে লক্ষ্য করে তলোয়ার চালালো কিন্তু বিফল হলো।

শরগোল এবং চিৎকারের কারণে আতঙ্কিত হয়ে ঘোড়াটি ছেড়ে কিছুটা পিছিয়ে গেলো। হঠাৎ সেটার সামনের পায়ের অর্ধেক কর্তিত বাঁধন ছিঁড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটি উন্মত্তের মতো সামনের পা দুটি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। সেটার একটি পায়ের লাথি বেগুনি পাগড়ির লোকটির পেটে আঘাত করলো এবং সে সামনে দিকে কুজো হয়ে মাথার পেছনে ঘোড়াটির আরেকটি লাথি খেলো। লোকটির পাগড়ি মাথা থেকে ছিটকে পড়ে গেলো, তার খুলি ফেটে গেলো এবং সে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লো। সেলিম দ্রুত এক পলক তাকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলো লোকটির পক্ষে আর হুমকি সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। সাদাকালো ঘোড়াটির ছুঁড়তে থাকা পয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সেলিম সেটার গলার দড়ি ধরে ফেলতে সক্ষম হলো। একহাতে দড়ি টেনে সেটার আন্দোলনরত মাথাটিকে স্থির করার চেষ্টার পাশাপাশি সে অন্য হাতে সেটার ঘাড়ের উপর চাপড় মারতে লাগলো এবং মোলায়েম কণ্ঠে সেটার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। ঘোড়াটি দ্রুত শান্ত হয়ে এলো। এই সব কিছু ঘটলো মাত্র দুই এক মিনিটের মধ্যে এবং সেলিম ঘোড়াটির পিঠে চড়ে বসলো।

হাত, হাঁটু এবং পায়ের সম্মিলিত নির্দেশনার সাহায্যে সেলিম ঘোড়াটিকে চালিত করতে লাগলো এবং সম্মুখে অগ্রসর হওয়া শত্রুদের ধাওয়া করতে লাগলো যারা তারই মতো জিন বিহীন ঘোড়া ছোটাচ্ছে। প্রতিপক্ষের যোদ্ধারা তিন মাইল দূরবর্তী ছোট ছোট পর্বত সারির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে সেলিমের ডজন খানিক দেহরক্ষী তার

সঙ্গে যোগ দিলো। প্রথম দিকে শত্রুপক্ষের ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে সেলিমের দলের দূরত্ব কমে আসার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। কিন্তু একটু পড়ে শত্রু ঘোড়সওয়ারদের একজন ক্ষুদ্র একটি জলপ্রবাহ লাফিয়ে পেরুনোর পর তার ঘোড়াটি কিছুটা পিছলে গেলো। যেহেতু তার কোনো লাগাম বা জিন ছিলোনা তাই সে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেলো এবং পিচ্ছল মাটিতে গড়াতে লাগলো। তার পড়ে যাওয়া খেয়াল করে অগ্রবর্তী দলটি যাদের সংখ্যা আট নয় জন হবে, থমকে গেলো এবং তাঁদের দলপতি বলে যাকে মনে হলো সে আদেশ দিলো ঘোড়া গুলির মুখ ঘুরিয়ে ফিরে এসে তাদের সাথীকে উদ্ধার করার জন্য যাতে ধাওয়ারত সেলিম ও তার দলের হাতে সে না পড়ে।

দলপতিটি তলোয়ার হাতে নিয়ে তার বাদামি রঙের ঘোড়াটিকে সেলিমের দিকে ছোটালো। যখন তারা পরস্পরের কাছাকাছি হলো তখন উভয়েই একে অন্যকে লক্ষ্য করে তলোয়ার চালালো। উভয়েই ব্যর্থ হলো এবং মরিয়া হয়ে আবার পরস্পরকে আক্রমণ করার জন্য বড় আকারের বৃত্ত রচনা করে পরস্পরের দিকে ধেয়ে এলো। এবারে যখন তারা কাছাকাছি হলো সেলিম তার ঘোড়ার পিঠ থেকে প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাকে সহ মাটিতে আছড়ে পড়তে সক্ষম হলো। মাটির সঙ্গে সংঘর্ষের সময় তাদের উভয়ের তলোয়ারই হাত থেকে ছুটে গেলো। সেলিমের জিহ্বায় কামড় পড়ায় সে মুখের মধ্যে রক্তের স্বাদ পেলো।

যাইহোক, তারা উভয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো এবং পরস্পরকে জাপটে ধরে কুস্তি লড়তে লাগলো। তারা যখন আগুপিছু করছে তখন অচেনা শত্রুটি তার কোমর বন্ধনী থেকে একটি ছোট ছোরা বের করতে চেষ্টা করলো। সেই মুহূর্তে সেলিম তার মাথা দিয়ে

লোকটির মুখের উপর তীব্র গুঁতো দিলো। লোকটির নাকটি মট করে ভেঙে গেলো এবং সে টলমল পায়ে কিছুটা পিছিয়ে গেলো। লোকটি তখনো বিমূঢ় অবস্থায় রয়েছে, সেলিম তার ছোরা ধরা হাতটি ধরে মোচর দিলো এবং ছোরাটি তার হাত থেকে পড়ে গেলো। তারপর তার রক্তাক্ত মুখে সজোরে দুটি ঘুষি মারলো। এর ফলে তার ঠোঁট ফেটে দুভাগ হয়ে গেলো এবং একটি দাঁত ভেঙে গেলো। এবারে সেলিম তার উরু এবং পেটের সংযোগ স্থলে সবুট লাথি হাকালো। তীব্র লাথি খেয়ে যেই সে ভাজ হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকলো সেলিম তার দুই মুষ্টি একত্রিত করে তার ঘাড়ের উপর আঘাত করলো ফলে সে মাটিতে আছড়ে পড়লো। আশে পাশে নজর বুলিয়ে সেলিম দ্রুত তার পারসিক তলোয়ারটি খুঁজে পেলো এবং সেটি তার যন্ত্রণাকাতর প্রতিপক্ষের গলায় ঠেকিয়ে ধরলো। ইতোমধ্যেই অধিকাংশ শত্রু যোদ্ধা হয় ধরাশায়ী হয়েছে নয়তো আত্মসমর্পণ করেছে। সেলিম তার প্রতিপক্ষের রক্তাক্ত মুখ পর্যবেক্ষণ করে এতোটুকু বুঝতে পারলো যে সে একজন তরুণ। তুমি কে এবং কেনো তুমি আমার শিবির আক্রমণ করেছো?

আমার নাম হাসান, আমি গালদিদ এর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তরুণটি উত্তর দিলো, সেই সঙ্গে থুতুর সঙ্গে মুখের ভেতর থেকে ভাঙা দাঁতের ভগ্নাংশ বের করলো। আমি তোমার শিবির আক্রমণ করেছি কারণ আমি অনুমান করেছিলাম নিশ্চিত ভাবেই তোমার শিবিরে কোনো উচ্চপদস্থ মোগল রয়েছে এবং তাকে জিম্মি করা আমার উদ্দেশ্য ছিলো।

কেনো?

তার বিনিময়ে আমার বাবাকে মুক্ত করার জন্য যে মুরজাদ এর দূর্গে মোগলদের হাতে বন্দী রয়েছে।

তার অপরাধ কি?।

তার অপরাধ তিনি সিকান্দার শাহ্ এর প্রতি অনুগত যিনি হিন্দুস্তানের সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। মোগলদের হাতে সিকান্দার শাহ্ এর মৃত্যুর পর আমার পিতা মোগল শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে অস্বীকৃতি জানান... নিজের রক্তাক্ত নাক মুখ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছার জন্য হাসান একটু থামলো তারপর আবার বলা শুরু করলো, তিনি পাহাড়ী অঞ্চলে পালিয়ে যান এবং যাযাবর জীবন যাপন শুরু করেন। কয়েক দশক ধরে তিনি এভাবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হোন। কিন্তু ছয় সপ্তাহ আগে তিনি এই অঞ্চলের একজন মোগল সেনাপতির পরিকল্পিত ফাঁদে আটকা পড়ে বন্দী হোন।

তুমি নিজে বুঝতে পারোনি যে তোমার বাবার এই বিরোধীতা অর্থহীন?

আমি বুঝেছি এবং তাকে এ কথা বলেওছি, কিন্তু তিনি তো আমার বাবা। তিনি যতো বড় ভুলই করুন না কেনো আমি আমার জন্মের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা আমার নৈতিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব বোধের কারণেই তাকে উদ্ধার করার জন্য আমি সর্বাত্বক চেষ্টা চালিয়েছি।

ছেলেটি সত্যি কথাই বলছে জাঁহাপনা, জাহেদ বাট বললো, সে একটু আগে সেলিমের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো। এই অঞ্চলে আমার অনেক আত্মীয় স্বজন রয়েছে এবং ছেলেটির পরিবার এই এলাকায় সুপরিচিত।

জাহাপনা?

হাসানের চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠলো। আপনি কে?

তোমার ভীষণ অবাক লাগছে তাই না? আমি সেলিম, সম্রাট আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

কথাগুলি শোনা মাত্র হাসানের মধ্যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া হলো, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে সে দশ ফুট দূরে পড়ে থাকা তার ছোরাটি হস্তগত করতে চাইলো। কিন্তু অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করার আগেই, সেলিম তার ধারালো পারসিক তলোয়ারটির অগ্রভাগ হাসানের পাঁজরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হাসান, একজন অনুগত সন্তান, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। অথচ পিতার প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শনের জন্য সে নিজে নির্বাসনের পথে যাত্রা করেছে, সেলিম মনে মনে ভাবলো।

*

তুষারপাত হচ্ছে। যদিও এটা অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ চলছে, কাবুলের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের গিরিপথ অঞ্চলে স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা আগেই শীতকাল শুরু হয়ে গেছে। শীঘ্রই তুষারের কারণে হিন্দুস্তানে ফেরত যাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে পড়বে, সেলিম ভাবলো, যদিও ইতোমধ্যে তার পিতার তার প্রতি সদয় হওয়ার কোনো কারণ নেই। ইন্দুজ নদীর তীরে লড়াই এর সময় আহত এক আফগানী সৈন্য গতকাল সন্ধ্যায় তার ভেঙে যাওয়া বাম পায়ে হিম-দংশনের শিকার হয়েছে। লোকটির বাড়ি কাবুলে এবং সে বোকার মতো পেশওয়ারে আরোগ্য লাভের জন্য না থেকে নিজের জন্মস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে। যাইহোক, সে হেকিমকে অনুরোধ করে পুরোনো আফগান পদ্ধতিতে তার হিম-দংশিত পায়ে পশুর উষ্ণ বিষ্ঠা লেপন করে পট্টি বেধে দেয়ার জন্য। সেলিম এবং হেকিমকে অবাক করে দিয়ে পদ্ধতিটি ভালোই কাজ করছে। কয়েক ঘন্টা পরে দেখা গেলো পায়ের শ্বেত ভাব অনেকটা কমে গিয়ে ক্ষতের স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসছে।

সেলিমের পান্না-সবুজ মুখাবরণ সরে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তুষার মিশ্রিত বাতাসের ঝাপটা লাগলো। গায়ে পুরু ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট থাকা সত্ত্বেও সে দেহের অভ্যন্তরে তীব্র কাপুনি অনুভব করলো। সুলায়মান বেগের বনেদি কায়দার গোঁফের নিচে ঠোঁট দুটিকে নীলচে দেখাচ্ছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সে গোফ রাখা শুরু করেছে এবং সেগুলির জন্য সে ভীষণ গর্বও বোধ করে। বর্তমানে ভারী তুষারপাত হচ্ছে এবং সেগুলি তাদের চারপাশে ঢিবির মতো জমে উঠছে। বরফ আবৃত মাটিতে সামনের পা দুটি পিছলে গিয়ে সেলিমের ধূসর ঘোড়াটির মাথা নিচু হয়ে গেলো এবং সে নিজে পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। জিনের পিছনের দিকে কাত হয়ে সে জোরে লাগাম টেনে

ধরলো এবং ক্লান্ত জানোয়ারটি নিজেকে সামলে নিল। ঠিক সেই মুহূর্তে সামনে থেকে যে শব্দ ভেসে এলো সেলিমের কাছে তাকে মনে হলো ঘোড়ার খুরের পদাঘাতের শব্দ।

সকলে থামো। আমি কিছু শুনেছি। জাহেদ বাট, কিছু লোক নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে তদন্ত করে আসুন, সেলিম চিৎকার করে রক্ষীদের অধিনায়ককে আদেশ দিলো। বাকিদের মালপত্রের গাড়ি গুলির চারপাশে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিতে আদেশ দিন।

কারা হতে পারে বলে তোমার মনে হয়? সুলায়মান বেগ জিজ্ঞাসা করলো।

সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই, কিন্তু আমাদের ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।

জাহেদ বাট যখন অর্ধবল্পিত গতিতে ঘোড়া নিয়ে তুষারের পর্দার আড়ালে হরিয়ে গেলো, সেলিম ভ্রুকুটি করলো। আইনকানুন বর্জিত বহু চোর ডাকাতে এই গিরিপথ গুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিন্তু তারাও বর্তমানে সংখ্যায় বৃদ্ধি পাওয়া পাঁচশো উত্তমভাবে সশস্ত্র যোদ্ধা সম্বলিত মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করবে। পেশোয়ারের আশে পাশে অবস্থিত গোত্রগুলি থেকে এই অতিরিক্ত যোদ্ধাদের নিয়োগ করা হয়েছে। লড়াই করাই এই গোত্রগুলির সদস্যদের প্রধান পেশা। তারা সকলে বিশেষ ভাবে ঠাণ্ডা সহ্য করার সামর্থ সম্পন্ন ভাবে জন্ম দেয়া লোমশ টাট্টু ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আছে। বর্শার পাশাপাশি তাঁদের ঘোড়ার জিনের পাশে চামড়ার খাপে ভরা রয়েছে লম্বা নল বিশিষ্ট গাদাবন্দুক। সেলিম তার নিজের অস্ত্রগুলি পরখ করে নিলো। তার কোমরের খাপে রয়েছে পারসিক তলোয়ারটি। এছাড়াও কোমর বন্ধনীতে আরো গোজা রয়েছে

একটি সাধারণ ছোরা এবং একটি ছুঁড়ে মারার ছোরা। তার জিনের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে দুই দিকে ফলা বিশিষ্ট যুদ্ধকুঠার। একজন কোর্চি(ব্যক্তিগত সেবক) সেলিমের গাদাবন্দুক এবং তীর-ধনুক বহর করছে। তবে বর্তমানের দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ করে দেয়া তুষারপাতের মাঝে বন্দুক বা তীর কোনোটাই তেমন কাজে আসবে না কারণ ঝাপসা দৃশ্যপটে দূরবর্তী লক্ষ্য স্থির করাই কঠিন।

বায়ুপ্রবাহ আরো তীব্রতর হয়ে উঠছে, প্রচণ্ড শো শো শব্দে তা সরু গিরিপথ বেয়ে তাঁদের দিকে ধেয়ে আসছে। শীতে কম্পমান সেলিমের ঘোড়াটি অস্বস্তিতে হ্রেষাধ্বনি তুলছে এবং সেটা মাথা নিচু করে সুলায়মান বেগের ঘোড়াটির গায়ের সঙ্গে ঘেঁষতে চাইলো। সেলিম জোরে লাগাম টেনে ধরলো। সামনে যদি কোনো বিপদ থেকে থাকে সেটা মোকাবেলা করার জন্য আগেই প্রস্তুত থাকতে হবে- ইন্দুজ নদীর তীরেও তার প্রস্তুত থাকা উচিত ছিলো....উৎকণ্ঠিত সময় বয়ে চলেছে এবং সেলিম তীক্ষ্মদৃষ্টিতে শ্বেত তুষার আবরণের দিকে তাকিয়ে থেকে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর বায়ুপ্রবাহের উচ্চ শব্দের মাঝে তার মনে হলো সে হালকা ভাবে তিনবার সংক্ষিপ্ত শিঙ্গা ধ্বনি শুনতে পেলো- সব কিছু ঠিক আছে এই মর্মের ইঙ্গিত হিসেবে তা আগেই নির্ধারণ করা ছিলো। দুই এক মিনিট পরে আরো কাছে এবং স্পষ্টভাবে সে একই রকম শিঙ্গা ধ্বনি শুনতে পেলো এবং একটু পরে তার সৈন্যরা তুষারের পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। তারা আরো কাছে এগিয়ে আসার পর সেলিম দেখতে পেলো আরো একডজন নতুন সদস্য তার লোকদের কাছ থেকে অনুসরণ করে অগ্রসর হচ্ছে।

জাহাপনা। জাহেদ বাট সেলিমের দিকে এগিয়ে এলো। দাড়ি সহ তার সমস্ত অবয়ব তুষারাচ্ছন্ন। কাবুলের প্রশাসক সাইফ খান, একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছেন আপনাকে যাত্রাপথের বাকি অংশের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

সেলিমের এতোক্ষণ টানটান হয়ে থাকা কাঁধ দুটি শিথিল হয়ে এলো। তার দীর্ঘ নির্বাসন যাত্রা শীঘ্রই সমাপ্ত হতে যাচ্ছে।

২৫. কাবুলের কোষাধ্যক্ষ

নগর রক্ষাকারী দুর্গের বিশাল দেয়ালটি-যা বেশিরভাগ জায়গায় কমপক্ষে দশ ফুট পুরু-শীতকালীন ঝড়ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে কাবুল শহরটির জন্য উত্তম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করছে। দুই দিন আগে সেলিমের কাবুলে পৌঁছানোর পর থেকে ঝড়ো আবহাওয়ার খুব একটা উন্নতি হয়নি। সেলিম যে বড় আকারের দরবার হলটিতে বর্তমানে রয়েছে সেটার মধ্যস্থলে অবস্থিত অগ্নিকুণ্ডে খঞ্জক কাঠ পোড়ার ঠাস ঠাস শব্দ হচ্ছে এবং থেকে থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে উঠছে। আগুনের তাপ থাকা সত্ত্বেও সেলিম হাড় পর্যন্ত শীতল কম্পন অনুভব করছে। সে আগুনের আরেকটু কাছে গিয়ে নিজের হাত দুটি গরম করতে করতে সাইফ খানের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো, যে একটু আগে তার পরিচারকদের নির্দেশনা প্রদান করতে গেছে।

পরিচারকরা যখন অগ্নিকুণ্ডটির মধ্যে আরো কাঠ দিলো, সেলিম পাশ ফিরে লম্বা কক্ষটির শেষ প্রান্তের নিচু মঞ্চের উপর অবস্থিত সিংহাসনটির দিকে তাকাল। সেটার লাল মখমলের গদিটি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এবং সোনা মোড়ানো পায়া গুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। লাহোর বা ফতেহপুর শিক্রির রাজপ্রাসাদ গুলিতে এমন মলিন সিংহাসন থাকার কথা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু সেলিম সিংহাসনটির দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো। এই সিংহাসনটিতেই তার প্রপিতামহ, ভবিষ্যত মোগল সাম্রাজ্যের মূল জনক বাবর কাবুলের রাজা হিসেবে আসন গ্রহণ করতেন এবং রাজ্য পরিচালনা করতেন। সম্ভবত এই আসনটিতে বসেই তিনি তাঁর হিন্দুস্তান অভিযানের সংকল্প ঘোষণা

করেছিলেন। কক্ষের অমসৃণ পাথুরে দেয়ালের উঁচুতে অবস্থিত ধারকগুলিতে স্থাপিত মশালের কম্পিত আলোতে সেলিম তার কল্পনার দৃশ্যপটে যেনো বাবরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো তিনি গর্বিত ভঙ্গীতে কোমর বন্ধনীতে যুক্ত আলমগীর সহ সিংহাসনে বসে আছেন। যেভাবে বাবর এতো দূরে অবস্থিত কাবুল থেকে নিজ উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য হিন্দুস্তান অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন ঠিক অনুরূপভাবে তার প্রপৌত্রের পক্ষেও কি শেখ সেলিম চিশতির ভবিষ্যতবাণী বাস্তবায়ন করার জন্য একই রকম অভিযান করা সম্ভব নয়? সেলিম নিজেকে সান্ত্বনা দিলো। তুষারপাত কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে কাবুলের উত্তরের পাহাড়ী এলাকার বাগানে অবস্থিত বাবরের সমাধি দর্শন করবে...।

বাবর যে কঠিন রুক্ষ পরিবেশে থেকে হিন্দুস্তান জয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন তার তুলনায় বাহারী অংকরণ এবং বিলাসিতায় পরিপূর্ণ হিন্দুস্ত নের মোগল রাজপ্রাসাদ গুলির বালুপাথরের কারুকাজ, সুগন্ধী জলের ফোয়ারা এবং জাকজমকপূর্ণ উৎসব আয়োজনের বৈপরীত্য দুই স্থানের বিশাল দূরত্বের চেয়েও বেশি কিছুর জন্য পৃথক। অবশ্য কাবুলের দুর্গপ্রাসাদটি শহর থেকে অনেক উপরে একটি শৈলান্তরীপের উপর নির্মাণ করা হয়েছিলো রুচিবানদের প্রশংসা অর্জনের জন্য নয়। এটি নির্মাণ করা হয়েছিলো এই অঞ্চলের বেপরোয়া গোত্র গুলির মাঝে ত্রাস সৃষ্টির জন্য এবং এই এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বাণিজ্য পথ গুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। বড় বড় বাণিজ্য কাফেলা যার মাধ্যমে সারা বছর ধরে মণিমাণিক্য থেকে শুরু করে চিনি, বস্ত্র, মসলা সহ আরো বহু কিছু পরিবাহিত হয় সেগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের উপরই কাবুলের উপার্জন নির্ভরশীল এবং এজন্য সেগুলির নিরাপত্তা বিধান করাও কাবুলের প্রশাসকের দায়িত্ব। এমনকি বর্তমানে কাবুল থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব মোগল কোষাগারের জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ। মাফ করবেন

জাহাপনা, আপনাকে একা রেখে যাওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। সাইফ খান তার জেল্লাদার শিয়ালের চামড়ার আস্তরণ বিশিষ্ট আলখাল্লা পরিহিত অবস্থায় পুনরায় আবির্ভূত হলো। সে একজন মজবুত গড়নের সদয় চেহারার মধ্যবয়সী লোক, যদিও তার বাম গালে একটি সাদা বর্ণের লম্বা ক্ষতচিহ্ন রয়েছে এবং তার বাম কানের স্থলে অসমতল গোলাপি মাংস ব্যতীত আর কিছু নেই। এসব ক্ষত দেখে অনুমান করা যায় সে একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, তবে সেলিম জানতো না সে বহু বছর ধরে মোগল সম্রাটের পক্ষে সীমান্তবর্তী এলাকায় কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছে এবং এর পুরস্কার স্বরূপ আকবর তাকে কাবুলের প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি আমার অন্যান্য সভাসদদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

নিশ্চয়ই।

সাইফ খান ফিসফিস করে তার পরিচারককে কিছু বললেন এবং সে দরবারে প্রবেশের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে সেটি খুললো। তারপর ছয়জন মন্ত্রীকে পথ দেখিয়ে কাছে নিয়ে এলো। প্রশাসক একে একে সকলকে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন-ইনি আমার অশ্বসংগ্রাহক, ইনি রসদ সংগ্রাহক, ইনি সেনাপতি... প্রত্যেকে সেলিমকে কুর্ণিশ করতে লাগলো, সেলিম কেবল ভদ্রতা বশত তাদের পর্যবেক্ষণ করলো। কিন্তু এরপর সাইফ খান এমন একজনের নাম উচ্চারণ করলো যার প্রতি সেলিম বিশেষ আগ্রহ নিয়ে তাকালো। ইনি গিয়াস বেগ, কাবুলের কোষাধ্যক্ষ। গিয়াস বেগ...নামটি আগে যেনো কোথায় সে শুনেছে? সেলিম কুর্ণিশরত লম্বা আড়ষ্ট লোকটিকে ভালো মতো লক্ষ্য করলো। লোকটি যখন আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো সেলিম তার সূক্ষ্ম চোয়াল বিশিষ্ট

মুখটি চিনতে পারলো- সর্বশেষ তাকে যখন দেখেছে সে তুলনায় তার মুখটি অনেক কম অনাহারগ্রস্ত মনে হলো কিন্তু এখনোও সে রোগাই আছে। সেলিমের কল্পনার দৃষ্টিতে সময় পিছিয়ে গেলো। সে সেই বালকটিতে পরিণত হলো, যে ফতেহপুর শিক্রির দরবার কক্ষে আকবরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা গিয়াস বেগের বক্তব্য শ্রবণ করছে।

আমার মনে আছে সেই ঘটনাটির কথা যখন আপনি ফতেহপুর শিক্রিতে এসেছিলেন, গিয়াস বেগ।

জেনে আমি সম্মানিত বোধ করছি জাহাপনা।

আপনার পরিবার কেমন আছে?

তারা সকলে সুস্থ সবল রয়েছে জাঁহাপনা। কাবুলের পাহাড়ী আবহাওয়া তাদের জন্য সহায়ক হয়েছে।

আর আপনার কন্যাটি? সেলিম মেয়েটির নামটি স্মরণ করার জন্য যুদ্ধ করতে লাগলো। মেহেরুন্নেসা, এটাই ওর নাম তাই না?

জ্বী, জাঁহাপনা। মেহেরুন্নেসা, নারীদের মধ্যস্থিত সূর্য। সেও ভালো আছে।

স্পষ্টতই আপনি এখানে ভালোই গুছিয়ে নিয়েছেন। আমার পিতা আপনাকে কাবুলে পাঠিয়েছিলেন একজন সহকারী হিসাবরক্ষক হিসেবে কিন্তু বর্তমানে আপনি একজন পূর্ণ কোষাধ্যক্ষ, সেলিম বললো, এবং একটু ইতস্তত করে আবার শুরু করলো: বাবা আমাকে কাবুলে পাঠিয়েছেন এর শাসন ব্যবস্থা পরিদর্শন করার জন্য এবং এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে এখান থেকে অর্জিত রাজস্ব রাজকীয় কোষাগারে ঠিক মতো পাঠানো হচ্ছে কি না।

আমি আমার জীবন বাজি রেখে বলতে পারি একটি মুদ্রাও অপচয় হচ্ছে না।

শুনে খুশি হলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনার হিসাব বহি গুলি পর্যবেক্ষণ করতে চাই।

নিশ্চয়ই জাহাপনা। আমি হিসাব বহিগুলি এখানে নিয়ে আসতে পারি, অথবা যদি আপনার মর্জি হয় তাহলে ঝড়ের প্রকোপ কমে আসার পর আপনি এই গরীবের গৃহ দর্শন করেও সেগুলি যাচাই করতে পারেন।

ঠিক আছে, আমি যাবো।

সেলিম এবং কাবুলের প্রশাসককে রেখে বাকিরা যখন প্রস্থান করলো, সেলিম কিছুক্ষণ অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে রইলো। গিয়াস বেগ সম্পর্কে তার মনে কিছুটা কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে, প্রথম বার তাকে ফতেহপুর শিক্রিতে দেখার সময় যেমনটা হয়েছিলো। যেমন

সহজ ভাবে তার মুখ থেকে মসৃণ বাক্যগুলি বেরিয়ে আসছিলো তা যে কোনো সভাসদের জন্যেই মানানসই। তথাপি, সে যখন গিয়াস বেগকে রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলো তখন তার চেহারা কেমন হয়েছিলো সেটা সেলিমের দৃষ্টি এড়ায়নি। পারসিকটিকে তার আত্মসম্মানবোধের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন মনে হয়েছে।

জীবনের বৈচিত্রময় ধরণ সম্পর্কে তার দাদী তাকে কিছু কথা বলেছিলেন এবং সেটা বিশেষভাবে গিয়াস বেগ সম্পর্কে, কথাগুলি সেলিমের মনে পড়লো। তিনি ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন এই পারসিকটি একদিন হয়তো মোগল সাম্রাজ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো সেটা কেমন ভূমিকা? ভালো না মন্দ? পাশে তাকিয়ে সেলিম দেখতে পেলো সাইফ খান তাকে এতোক্ষণ কৌতূহল নিয়ে লক্ষ্য করছিলো। সে কি ভাবছে? এই যে, সম্রাটের বিপথগামী পুত্র কাবুলে প্রেরিত হয়েছে তার অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ? সাইফ খানের জানার কথা যে সেলিমের পরিদর্শকের ভূমিকা নেহায়েত একটি অজুহাত এবং তাকে রাজধানী ত্যাগ করতে হয়েছে অত্যন্ত লজ্জাজনক ভাবে। গুজব অত্যন্ত দ্রুত অগ্রসর হয়, এমন কি আবুল ফজল যদি তাকে এই বিষয়ে কোনো চিঠি নাও লিখে থাকে (তবে সেলিম নিশ্চিত যে আবুল ফজল সাইফ খানকে চিঠি লিখেছে), হয়তো এমন নির্দেশনাও প্রদান করেছে যে সেলিমের আচরণ সম্পর্কে তর। আবুল ফজলকে অবহিত করতে হবে। নিজের মনের বিভ্রান্তি গোপন করতে সেলিম জিজ্ঞাসা করলো, আমাকে গিয়াস বেগ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। তিনি কি সত্যিই তেমন দক্ষ এবং সৎ কোষাধ্যক্ষ যেমনটা তিনি দাবি করেন?

কাবুলে মহামান্য সম্রাটের তার তুলনায় উত্তম সেবক আর কেউ নেই। তিনি কাফেলা, শহর এবং গ্রামগুলি থেকে কর আদায়ের পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেছেন। গত পাঁচ বছর ধরে আমি কবুলের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এ সময়ের মধ্যে তিনি রাজস্ব আয় অর্ধেকের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি করেছেন।

বহু বছর আগে আকবরের সামনে বক্তব্য প্রদানের সময় গিয়াস বেগ যতোটা নির্ভেজাল ছিলো আজো হয়তো তেমনই রয়েছে, সেলিম ভাবলো। সে আরো উপলব্ধি করলো সাইফ খান তার আচরণ সম্পর্কে কোনো বিবরণী আবুল ফজলকে পাঠালো কিনা অথবা সে সাইফ খান সম্পর্কে কোনো প্রতিবেদন তৈরি করলো কি না এ সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা অর্থহীন। তাকে একজন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন পরিদর্শকের মতো কাবুলের রাজস্ব আদায় এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে পিতার প্রতিনিধি হিসেবে। কেবলমাত্র এ কাজে সফল হলেই তার পক্ষে পুনরায় আকবরের নেকদৃষ্টি লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

*

তুষারপাত বন্ধ হয়েছে এবং দূর্গপ্রাচীরের উপর জমে থাকা বরফ গলতে শুরু করেছে। সম্মুখে অগ্রদূত ঘোরসওয়ার এবং পিছনে জাহেদ বাট ও অন্যান্য দেহরক্ষীদের নিয়ে সেলিম ঘোড়ার পিঠে আসিন হয়ে দূর্গপরিখার উপর পাতা কাঠের ঢালু পাটাতন দিয়ে নেমে এলো। নিচের শহরে অবস্থিত গিয়াস বেগের বাড়িতে যাওয়ার জন্য সে সুলায়মান বেগকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। কিন্তু তার দুধভাই হাসতে হাসতে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

করে বলেছে হিসাবনিকাষের ক্ষেত্রে তার তেমন মাথা নেই। ঠাণ্ডা বাতাসের ধাক্কায় শীতের ফ্যাকাশে নীল আকাশে ছোট ছোট তুলট মেঘ উড়ে চলেছে যখন সেলিম শহর প্রাচীরের সম্মুখে উপস্থিত হলো। প্রাচীরের ভেতরে অবস্থিত সরাইখানা গুলি থেকে রান্নার ধোয়া উঠছে যেখানে মুষ্টিমেয় কষ্টসহিষ্ণু ভ্রমণকারী যাত্রাবিরতি করছে। কিন্তু যখন শীতকাল শেষ হবে এবং সবগুলি গিরিপথ চলাচলের উপযুক্ত হবে তখন কাবুল লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠবে। তখন রাস্তা দিয়ে হাটলে কেউ হয়তো বিশ বা ত্রিশ ধরনের ভাষা শুনতে পাবে। সাইফ খান সেলিমকে এমনটাই বলেছে। সাইফ খান সেলিমের সঙ্গী হওয়ার জন্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলো। অবশ্য কাবুলে এসে সেলিম যেখানেই যেতে চেয়েছে সেখানেই সে তার সঙ্গে যেতে চেয়েছে। কিন্তু সেলিম সাইফ খানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠে। সে কি তার উপর নজরদারী করার চেষ্টা করছে? সে যাই হোক, সেলিম প্রদেশিক প্রশাসকের ক্লান্তিকর সঙ্গ, একই গল্পের পুনরাবৃত্তি এবং স্থূল কৌতুকের বিষয়ে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলো। সে তাই সিদ্ধান্ত নেয় গিয়াস বেগের সঙ্গে দেখা করার সময় তাকে সঙ্গে নেবে না।

গিয়াস বেগের বাড়িটি বড় আকারের একটি দোতলা ভবন যা গাছে ঢাকা একটি চত্বরের একপাশ জুড়ে তৈরি করা হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ, সবুজ রেশমের পাগড়ি পড়ে এবং দুপাশে সারিবদ্ধ পরিচারক নিয়ে বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিলো সেলিমকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। সেলিম দেখতে পেলো যেখানে সে ঘোড়া থেকে নামবে সেখান থেকে শুরু করে বাড়ির চেস্টনাট(এক ধরনের বাদাম গাছের কাঠ) কাঠের পালিশ করা সিঁড়ি পর্যন্ত বরফ গলা ভূমির উপর লম্বা বেগুনি রঙের মখমল বিছানো হয়েছে।

জাহাপনা, আমার গৃহে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। গিয়াস বেগ একজন সহিসকে হাতের ইশারায় সরিয়ে দিয়ে নিজেই সেলিমের ঘোড়ার রেকাবটি শক্ত করে ধরলো যখন সে নামলো। দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।

সেলিম তার দেহরক্ষী এবং অন্য সৈন্যদের ইশারায় বাইরে থাকতে বলে গিয়াস বেগকে অনুসরণ করলো এবং বাড়ির প্রবেশ দ্বারের ভেতরে অবস্থিত উঠান পেরিয়ে একটি বড় আকারের বিলাসবহুল আসবাবপত্রে সজ্জিত কক্ষে উপস্থিত হলো। কক্ষের মধ্যে দুটি ধাতব ঝুড়ির মধ্যে কয়লা ধিক ধিক করে জ্বলে কক্ষটিকে উষ্ণ রেখেছে। কক্ষের দেয়াল গুলিতে ঘিয়া রঙের বাহারী কারুকাজ করা পর্দা ঝুলছে এবং দেয়ালের কাছাকাছি জায়গায় নীলা বর্ণের মখমলের বালিস ও কোলবালিস পরিপাটি করে সাজান। মেঝেতে বিছান সমৃদ্ধ বর্ণে বর্ণিল শতরঞ্জি যথেষ্ট পুরু এবং নমনীয়, এগুলো কাবুল দূর্গের তুলনায় নিঃসন্দেহে উন্নত এবং ব্যয়বহুল-বাস্তবে লাহোরের প্রসাদ ছাড়ার পর থেকে এর থেকে উত্তম কিছু সেলিম দেখেনি।

আপনি অত্যন্ত সৌখিন জীবনযাপন করেন, সেলিম মন্তব্য করলো। গিয়াস বেগের বাড়ির চমৎকারিত্ব আবারো তার মনে সন্দেহ প্রজ্জ্বলিত করেছে। সাইফ খানের ভাষ্য অনুযায়ী সে যদি শ্রেষ্ঠ কর আদায়কারী হয়ও, সে কি কিছু মাখন তার নিজের জন্যেও সরিয়ে রাখছে?

আমার গৃহ আপনার পছন্দ হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। পারস্যে আমার বাড়ি যেমন ছিলো তেমনি ভাবেই আমি সবকিছু সাজানোর চেষ্টা করেছি। নানা গড়নের কারুকাজ

এবং নকশা করা টালী সহ অনেক কিছু আমদানী করেছি। বহু বাণিজ্য কাফেলা কবুলের উপর দিয়ে চলাচল করে, তাদের কাছে একজন মানুষ যে কোনো ভোগ্যপণ্য পেতে পারে। দয়া করে সামান্য জলখাবার গ্রহণ করুন। কাবুলে যে আঙ্গুর জন্মায় তা থেকে উত্তম মানের সুরা প্রস্তুত হয়- একেবারে গজনীল বিখ্যাত সুরার অনুরূপ। অথবা আপনি গোলাপের নির্যাস দিয়ে তৈরি শরবতও পান করতে পারেন। আমার স্ত্রী তার নিজের বাগানে উৎপাদিত গোলাপ থেকে এই শরবত তৈরি করে।

শরবতই দিন।

একজন পরিচারক সেলিমের সামনে রূপার পানি ভর্তি বাটি ধরলো হাত ধোয়ার জন্য এবং তারপর তাকে একটি সুগন্ধযুক্ত তোয়ালে দিলো হাত মোছার জন্য। অন্য আরেক জন পরিচারক একটি রূপার পান পাত্রে শরবত ঢেলে তার দিকে বাড়িয়ে দিলো। সেলিম পাত্রটি নিয়ে শরবতে চুমুক দিলো। গিয়াস বেগ ঠিকই বলেছে। শরবতের স্বাদ ও গন্ধ একদম গোলাপ ফুলের মতোই।

আমি হিসাব বহি গুলি আপনার পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহাপনা। আপনি কোনো হিসাব আগে দেখতে চান? কাফেলা কর নাকি গ্রামীণ রাজস্ব?

একটু পরে হিসাব দেখবো, সেলিম বললো, সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আলাপচারিতার মাধ্যমে গিয়াস বেগের ভেতর থেকে কোনো বোস তথ্য বের করে আনার। প্রথমে এখানে আপনার জীবনযাপন ধরণ সম্পর্কে কিছু বলুন। এ বিষয়ে আমি জানতে আগ্রহী।

কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে জাহাপনা?

আপনি একজন শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান লোক। আপনি কাবুলের মতো জায়গায় নিজেকে মানিয়ে নিলেন কীভাবে? এখানকার বিবাদমান গোত্রগুলি, তাঁদের আমরণ ঝগড়া লড়াই এবং লোভী সওদাগরদের মাঝে আপনি কীভাবে পরিতৃপ্ত জীবন কাটাচ্ছেন?

একজন মানুষ তার মনকে স্থির করতে পারলে যে কোনো ক্ষেত্রেই পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে। এবং স্মরণ করুন জাঁহাপনা, এমন দুর্গম অঞ্চলে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমার কৃতজ্ঞ হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যখন আপনার পিতা আমাকে সপরিবারে এখানে পাঠালেন তখন তিনি আমাকে চরম দারিদ্র থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার আশা প্রদান করেছিলেন। এই অঞ্চলটি ইসফাহান বা লাহোরের মতো নয়, কিন্তু আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি, আমার দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করার চেষ্টা করেছি এবং তার পরিণতিতে আমার জীবনে সমৃদ্ধি এসেছে। মহামান্য সম্রাট তার সেবকদের উত্তম পারিশ্রমিক প্রদান করেন। ইতোমধ্যে আমি যতো সম্পদ অর্জন করেছি তার সাহায্যে আমি অনায়াসে পারস্যে ফিরে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে পারি। কিন্তু আমি আপনার পিতার একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য এবং আমি এখানেই থাকতে চাই যতোদিন পর্যন্ত আমর পক্ষে তাকে উত্তম সেবা প্রদান করা সম্ভব। হয়তো একদিন তিনি আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে দিল্লী বা আগ্রার মতো সমৃদ্ধ কোনো নগরীতে নিয়োগ প্রদান করবেন।

গিয়াস বেগের চিন্তা ভাবনা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত, সেলিম ভাবলো। কিন্তু যদি তিনি আপনাকে সেরকম কোনো নিয়োগ না দেন? সেলিম জিজ্ঞাসা করলো।

আমি আমার বর্তমান পদ নিয়ে যথেষ্ট পরিতৃপ্ত রয়েছি জাঁহাপনা। যখন কোনো মানুষ দেখতে পায় মৃত্যু তাকে এবং তার পরিবারকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে এবং এর থেকে পরিত্রাণ পায় তখন সে তার যা আছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করে এবং যা সে অর্জন করতে পারবে না তা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে না। এটা আমাদের সকলের জন্যই একটি উত্তম শিক্ষণীয় বিষয় জাঁহাপনা, আমাদের জীবনের গন্তব্য যাই হোক না কেনো।

সেলিম সামান্য চমকে উঠলো। গিয়াস বেগ কি তার অবস্থা সম্পর্কে পরোক্ষ ইঙ্গিত প্রদান করলো? অবশ্য সে অত্যন্ত সম্মানের সাথে কথা গুলি বলেছে। যাই হোক, সে নিজে এতো ধৈর্যশীল এবং দার্শনিক হতে পারবে না। যখনই কোনো রাজকীয় বার্তাবাহক কাবুল দুর্গের প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করেছে, তার মনে হয়েছে এই হয়তো তার পিতা তাকে রাজধানীতে ডেকে পাঠিয়ে বার্তা প্রেরণ করেছেন, কিন্তু অদ্যাবধি আকবর তাকে একটি বাক্যও প্রেরণ করেননি। বরং তার কাছে যে প্রশাসনিক চিঠি গুলি এসেছে তার সবগুলিই আবুল ফজলের লেখা এবং যথারীতি সেগুলি নানা অপ্রাসংঙ্গিক প্রশ্নে জর্জরিত, যেমন কাবুলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে কেমন বা কান্দাহারে যাওয়ার রাস্তাটির বর্তমান অবস্থা কি, ইত্যাদি।

দয়া করে এখান থেকে একটি মিষ্টান্ন চেখে দেখুন। অতিথিদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা পারস্যের রেওয়াজ। আমার স্ত্রী নিজ হাতে এগুলো কাঠবাদাম ও মধু দিয়ে তৈরি করেছে।

আপনার স্ত্রী কি একটাই?

সে আমার দেহের একটি অঙ্গের মতো। ওকে ছাড়া আমার আর কাউকে প্রয়োজন নেই।

আপনি একজন সৌভাগ্যবান পুরুষ। খুব কম মানুষই এমন কথা বলতে পারে, সেলিম বললো, গিয়াস বেগের বক্তব্য তাকে তার দাদা এবং দাদীর সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিলো। আপনার স্ত্রীর পারস্যে ফিরে যাওয়ার জন্য মন খারাপ হয় না?

আমাদের বর্তমান অবস্থানে সে আমার মতোই পরিতৃপ্ত, আল্লাহ আমাদের যথেষ্ট আশীর্বাদ প্রদান করেছেন।

সেলিম কোষাধ্যক্ষের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার আত্মমর্যাদা বোধ এবং সহিষ্ণুতা তাকে অভিভূত করেছে। সে মনে মনে ভাবলো তার যে কোনো স্ত্রীর সঙ্গে তার বন্ধন এরকম বলিষ্ঠ হলে ভালো হতো। কিন্তু এ সময় তার মনে পড়লো সে এখানে এসেছে গিয়াস বেগের কাছ থেকে রাজস্বের হিসাব নিকাষ সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য, তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানার জন্য নয়। আপনার হিসাব বহি গুলি নিয়ে আসুন গিয়াস

বেগ এবং সেগুলি আমার কাছে ব্যাখ্যা করুন। সাইফ খান আমাকে বলেছে আপনি কর আদায় পদ্ধতিতে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছেন...

*

রাতের উষ্ণ বাতাস ঘুঁটেপোড়া, মসলা এবং রুটি সেঁকার তীব্র ঘ্রাণে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। কাবুলের নাগরিকরা তাদের সান্ধ্যভোজের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বাড়ির সমতল ছাদ গুলিতে। সেলিম শহরের রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে অগ্রসর হচ্ছে। সদ্য আরম্ভ হওয়া বসন্তের বিগত সপ্তাহ। গুলিতে সে এতো বার গিয়াস বেগের বাড়িতে যাওয়া আসা করেছে যে তার ধূসর রঙের স্ট্যালিয়ন ঘোড়াটি এখন হয়তো চোখ বাঁধা অবস্থায় সেখানে পৌঁছাতে পারবে। তুমি ঐ বুড়োটির সঙ্গে কি এতো আলাপ করো? তুমি তার সঙ্গে এতো সময় কাটাও যা আমি আমার নিজের বাবার সঙ্গে কখনো কাটাইনি, সুলায়মান বেগ সেই দিন আরো আগে এমন মন্তব্য করেছিলো, যেমনটা সে আগেও কয়েকবার করেছে। এ ঘটনা তাকে ভীষণ অবাক করেছে। যে সেলিম কাবুলের আশেপাশের জঙ্গলে বুনো গাধা শিকার বা পাহাড়ে বাজপাখি উড়ানোর বদলে গিয়াস বেগের সঙ্গই বেশি পছন্দ করছে।

বিষয়টি সেলিম নিজেও ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছে না। গিয়াস বেগের মাঝে সে একটি সংস্কৃতিবান, সভ্য ব্যক্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে। তিনি একজন বুদ্ধিমান এবং আধ্যাত্মিক গভীরতা সম্পন্ন মানুষ যে তার মতোই সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতা অনুভব করে। কিন্তু সেলিমের মতো অতৃপ্তিবোধ তার মাঝে নেই। বর্তমানে সেলিমের গিয়াস বেগের সঙ্গে

সাক্ষাতের উদ্দেশ্য তার দক্ষতা এবং সততা যাচাই এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ইতোমধ্যেই কোষাধ্যক্ষ তার হিসাবের স্পষ্টতা এবং নির্ভুলতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। এবং এটাও পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেছে যে তার বিলাস বহুল জীবন যাপন ব্যয় তার পদাধিকার অনুযায়ী প্রাপ্ত বেতনেই মিটানো সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া তিনি ব্যক্তিগত টুকটাক ব্যবসা করেও ভালোই রোজগার করেন। সেলিম আরো আবিষ্কার করেছে তাদের দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শিল্পকলা এবং প্রাকৃতিক অনেক বিষয়ে তাদের আগ্রহের মিল রয়েছে।

আজকের রাতটি অবশ্য কিছুটা ভিন্ন তাৎপর্য বিশিষ্ট। আজ প্রথম বারের মতো গিয়াস বেগ তাকে দাওয়াত করেছে তার সঙ্গে সান্ধ্যভভাজে অংশ নেয়ার জন্য। সেলিম দূর থেকে কোষাধ্যক্ষের বাড়িটির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো সেটি আলো ঝলমল করছে। লাল, সবুজ, নীল এবং হলুদ বর্ণের কাঁচের চিমনি যুক্ত লণ্ঠন বাড়িটির সম্মুখের বিভিন্ন গাছের ডাল থেকে ঝুলছে। বাড়িটির প্রবেশ পথের উভয় দিকে চারফুট উঁচু ঝাড়বাতিদান স্থাপন করা হয়েছে যাতে বহু সংখ্যক মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে। রত্নখচিত আগরবাতি দানে স্থাপিত সুগন্ধী রজন মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে।

যথারীতি গিয়াস বেগ তাকে অভ্যর্থনা জানাতে বাইরে অপেক্ষা করছিলো। যে কোনো সময়ের তুলনায় আজ তার পোশাক পরিচ্ছদ আরো বেশি জাঁকজমকপূর্ণ।

তার রেশমের আলখাল্লাটি ফুল এবং প্রজাপতির নকশা করা এবং তার কোমরে সোনার শিকলে বাঁধা রয়েছে হাতির দাঁতের হাতল বিশিষ্ট খঞ্জর যার খাপটি প্রবাল এবং

টারকোয়াজ এর সমন্বয়ে তৈরি। তার মাথায় রয়েছে একটি লম্বা আকারের মখমলের টুপি। এমন টুপি সেলিম পারস্য থেকে আকবরের রাজসভায় আগত শাহ্ এর প্রতিনিধিদের মাথায় দেখেছে।

স্বাগতম জাহাপনা। দয়া করে আমার সঙ্গে ভোজনের স্থানে চলুন। সেলিম গিয়াস বেগকে অনুসরণ করে উঠান পার হলো যার দেয়াল ঘিয়া রঙ এবং মৌভি ফুলের আদলে নকশা করা হয়েছে। সেখান থেকে একটি করিডোর হয়ে তারা অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের আরেকটি উঠানে উপস্থিত হলো। উঠানটি জুড়ে গালিচা বিছান হয়েছে। এক পাশের দেয়াল থেকে রেশমের শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে এবং তার নিচে স্বল্প উচ্চতার ডিভানে একাধিক ছোট ছোট বালিশ সাজানো রয়েছে। সেলিম ডিভানটিতে আসন গ্রহণ করতেই গিয়াস বেগ হাত তালি দিলো। সঙ্গে সঙ্গে একাধিক পরিচারক এগিয়ে এলো, তাঁদের একজন সেলিমের হাত ধোয়ার পানি নিয়ে এসেছে এবং অন্যরা ডিভানের সম্মুখের নিচু টেবিলটিতে দামেস্কের চাদর বিছিয়ে তার উপর গোলাপের শুকনো পাপড়ি ছড়িয়ে দিলো।

আমি আমার জন্মস্থানের ঐতিহ্যবাহী খাবার প্রস্তুত করিয়েছি। আশা করি আপনি সেগুলি উপভোগ করে তৃপ্ত হবেন, গিয়াস বেগ বললো।

সেলিমের জীবনে যতো রকম খাবার আস্বাদন করেছে গিয়াস বেগের পরিবেশিত কিছু কিছু পারসিক খাবার তার তুলনায় অনেক বেশি সুস্বাদু মনে হলো তার কাছে। খাদ্য তালিকায় রয়েছে বেদানার আখনিতে (সস) রান্না করা ফিজন্ট পাখির মাংস; খুবানি এবং

পেস্তাবাদাম ঠাসা ভেড়ার রোস্ট; লম্বা সুগন্ধি জাফরান, ডালিমের উজ্জ্বল দানা, কিসমিস এবং বিভিন্ন সুস্বাদু বাদাম যুক্ত পোলাও; সেদ্ধ করা বেগুন এবং মটরসুটির ঘন ঝোলে ডুবিয়ে খাওয়ার জন্য পাতলা মচমচে রুটি প্রভৃতি। গিয়াস বেগের পরিচারকরা সেলিমের পানপাত্রটি কাবুলের খাজা খোয়ান সাইদ অঞ্চলের উৎকৃষ্ট সুরায় সর্বক্ষণ ভরপুর রাখলো।

সেলিম লক্ষ্য করলো কোষাধ্যক্ষ নিজে পান আহারের ক্ষেত্রে মিতভোজী এবং সেলিমের ঘন ঘন প্রশংসা বাক্যগুলি মেনে নেওয়া ছাড়া তেমন কোনো কথাও সে বললো না। কিন্তু যখন প্রধান ভোজের তৈজসপত্র সরিয়ে নিয়ে আঙ্গুর, রূপার আস্তর যুক্ত কাঠবাদাম এবং রসাল তরমুজ পরিবেশন করা হলো, তখন গিয়াস বেগ বললো, জাঁহাপনা, আমি আপনার কাছে একটি উপকার প্রার্থনা করতে চাই। যদি সম্মতি দেন, আমার স্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

নিশ্চয়ই, সেলিম উত্তর দিলো, সে অনুভব করলো এটা তাদের বন্ধুত্বের প্রতি ব্যাপক সম্মান যোজক একটি প্রস্তাব। রীতি অনুযায়ী কেবল পুরুষ আত্মীয়রাই গৃহের মহিলাদের মুখদর্শন করতে পারে। সেলিম ভাবছে তাদের আসনের বিপরীতে অবস্থিত দেয়ালের উপরের দিকে আচ্ছাদিত কাঠের ঝালরের পিছন থেকে গিয়াস বেগের স্ত্রী এবং কন্যা তাঁদের এতোক্ষণ লক্ষ্য করছিলো কি না।

আপনি অত্যন্ত সদয় জাহাপনা। গিয়াস বেগ তার একজন পরিচারককে ফিসফিস করে কিছু বললো এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান করলো। কয়েক মিনিট পর, একটি লম্বা এবং

হালকা পাতলা গড়নের অবয়ব উঠানটিতে উপস্থিত হলো। তার মুখমণ্ডল নেকাবে ঢাকা, কিন্তু সেই বস্ত্রখণ্ডের উপরে অবস্থিত নিখুঁত চোখ দুটি সেলিম দেখতে পেলো এবং চওড়া মসৃণ কপালটিও। নিশ্চিতভাবেই তার বয়স গিয়াস বেগের তুলনায় কম। মহিলাটি তার ডান হাতে বুক স্পর্শ করে সেলিমকে সংক্ষিপ্ত কুর্ণিশ করলো এবং তখন গিয়াস বেগ বললো, জাহাপনা এটি আমার স্ত্রী, আসমত।

আপনার আতিথেয়তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসমত। আমি কাবুলে আসার পর এর থেকে উত্তম খাবারের স্বাদ আর পাইনি।

আপনি আমাদের ব্যাপকভাবে সম্মানিত করেছেন জাঁহাপনা। বহু বছর আগে আপনার পিতা মহামান্য সম্রাট আমাদের পরিবারকে দারিদ্র থেকে রক্ষা করেছিলেন কিম্বা তার থেকেও খারাপ কিছু থেকে। আপনাদের প্রতি আমাদের ঋণের অতি ক্ষুদ্রতম পরিমাণ আজ পূরণ করতে পেরে আমি তৃপ্ত। সে তার স্বামীর মতোই সম্ভ্রান্ত পারসিক ভাষায় কথা গুলি বললো এবং তার কণ্ঠস্বর একাধারে সুরেলা এবং নিচু।

আমার পিতা আপনার স্বামীকে নিয়োগ প্রদান করে একজন উত্তম এবং বিশ্বস্ত সেবক লাভ করেছেন। আমাদের কাছে আপনাদের কোনো ঋণ নেই।

আসমত তার স্বামীর দিকে এক পলক তাকালো। জাঁহাপনা, আপনার। কাছে আমাদের আরেকটি আর্জি রয়েছে। যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমাদের কন্যা মেহেরুন্নেসা

আপনাকে তার নাচ দেখাবে। তার শিক্ষকগণ, যারা তাকে পারসিক ঢঙে নাচ শিখিয়েছে, তারা বলে সে নৃত্যকলায় ততোটা অদক্ষ নয়।

অবশ্যই তার নাচ দেখবো আমি। সেলিম গদিতে হেলান দিয়ে বসলো এবং গাঢ় লাল বর্ণের সুরায় ছোট করে চুমুক দিলো। সেই মেয়েটিকে দেখার জন্য তার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে, যাকে একটি গাছের খোদলে রেখে চলে যাওয়া হয়েছিলো বুনো পশুর খাদ্য হওয়ার জন্য।

তিনজন বাজিয়ে হাজির হলো-দুইজন ঢুলি এবং একজন বংশীবাদক। ঢুলিগণ আসন গ্রহণ করেই তাদের বাদ্যযন্ত্রে শক্তিশালী বোল তুললো এবং বাঁশিওয়ালা তার মোহন বাঁশিতে অসাড়তা সৃষ্টিকারী এক রহস্যময় সুর সৃষ্টি করলো। তারপর বাজিয়েদের বাজানার সঙ্গে সমন্বিত তালে একাধিক ঘন্টার টুং টাং শব্দ এগিয়ে এলো যখন মেহেরুন্নেসা উঠানটিতে দৌড়ে আবির্ভূত হলো। সে তার মায়ের মতোই নেকাব পড়ে আছে কিন্তু নেকাবের উপরের অংশে উন্মুক্ত চোখ দুটি আসমতের মতোই দ্যুতিময় এবং বড় বড়। সে মাছরাঙার পালকের মতো নীল বর্ণের রেশমের ঢিলা আলখাল্লা পড়ে আছে। সে যখন তার হাত দুটি উপরে তুলে ঘোরা শুরু করলো তখন সেলিম তার দুহাতে দুটি সোনালি চাকতি দেখতে পেলো যার মাঝে ছোট ছোট রূপালী ঘন্টা যুক্ত রয়েছে।

যে সর্বশেষ নারীটির সেলিমের সাম্মুখে নেচেছিলো সেই আনারকলি সেলিমের মনের পর্দায় ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠলো, সেই সঙ্গে তাকে ঘিরে যে অনুশোচনা এবং লজ্জা

তাকে গ্রাস করেছিলো তার স্মৃতিও। তবে মেহেরুন্নেসা যে ঢঙে নাচছে সেলিম তা হিন্দুস্তানে কখনো দেখেনি। তার নাচের ভঙ্গীমা গুলি কোমল, ধীর এবং সুনিয়ন্ত্রিত। তার হালকা-পাতলা বাহু এবং আঙ্গুল গুলির মুদ্রা, তার মাথার নড়াচড়া, তার শরীরের রাজকীয় দোলা এবং বাজনার তালে তালে তার মেহেদী চর্চিত পায়ের উত্থান-পতন সবকিছু মিলে এক সম্মোহনী আবেশ তৈরি করছিলো। এ সময় বাজনার শব্দ বাড়ার সাথে সাথে সেলিম সামনের দিকে ঝুঁকে এলো। মেহেরুন্নেসা তার মাথাটি পেছনের দিকে এমন ভাবে হেলিয়ে দিলো যেনো নাচের আনন্দে সে উচ্ছ্বসিত এবং তখনই হঠাৎ করে বাজনা বন্ধ হয়ে গেলো, আর মেহেরুন্নেসা শোভনীয় ভাবে সেলিমের পদযুগলের সম্মুখে হাঁটু গেড়ে নিচু হলো।

পারস্যে বসন্ত বরণের উৎসবের সময় এই নাচটি দেখতে শাহ্ খুব পছন্দ করেন, গিয়াস বেগ বললো, তার মুখমণ্ডলে কোমল গর্ব ফুটে উঠেছে।

তোমার পিতার সঙ্গে আমি একমত, সত্যিই তোমার নাচের দক্ষতা অসাধারণ। দয়া করে উঠে দাঁড়াও।

মেহেরুন্নেসা বিনয়ী ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু যেই সে তার কপালের উপর এসে পড়া একগুচ্ছ উজ্জ্বল কালো চুল সরাতে গেলো অমনি তার নেকাবের এক পাশ ছুটে গিয়ে তার মুখমণ্ডল উন্মোচিত হয়ে পড়লো। তার নাকটি ছোট এবং খাড়া এবং তার চিবুকটি কোমল বাক বিশিষ্ট। এক মুহূর্তের জন্য সে সরাসরি সেলিমের চোখের দিকে তাকালো, তারপর দ্রুত নেকাবটি বেঁধে নিলো।

*

তুমি তাকে খুব অল্প সময়ের জন্য দেখেছো।

সেটাই যথেষ্ট ছিলো সুলায়মান বেগ।

হয়তো সেটা এ কারণে যে তুমি অনেক দিন যাবৎ নারী সংসর্গ থেকে বঞ্চিত রয়েছ।

সেলিম কিছুটা ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে সুলামান বেগের দিকে তাকালো। এটা সত্যি যে লাহোরে তার স্ত্রীগণ এবং হেরেম ছেড়ে আসার পর থেকে সে আর কোনো রমনীর সান্নিধ্যে যায়নি। আনারকলির সোনালী চুল এবং আকর্ষণীয় দেহের সৌন্দর্য এবং তা ধ্বংস করার স্মৃতি তার কামনাকে রহিত করেছে এটাও সত্যি, কিন্তু তার কামনা বাসনা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়নি এবং মেহেরুন্নেসার প্রতি তার আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ার কারণও সেটা নয়।

তুমি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত, যে অজানা কারণে তুমি তার পিতাকে পছন্দ করো সেই একই কারণে তার প্রতি তোমার দুর্বলতা সৃষ্টি হয়নি? তোমার হয়তো মনে হচ্ছে তার মনটি তার পিতার মতোই হবে এবং অবশ্যই তার দেহটি নারীসুলভ বৈশিষ্টে পরিপূর্ণ। সুলায়মান বেগ হাসলো এবং দাঁতের ফাঁকে একটি আখরোট ভাঙলো, সে সেলিমের কক্ষের জানালার ফোকরে বসে আছে যেখান থেকে দুর্গের আঙ্গিনা দেখা যায়। সত্যি করে বলতো তার মধ্যে তুমি কি বিশেষত্ব দেখেছো?

তার সবকিছুই বৈশিষ্ট মণ্ডিত। তার নড়াচড়া, তার বিনয় সবকিছু। তাকে আমার কাছে একজন রানীর মতো মনে হয়েছে।

তার স্তনগুলি বড় বড় ছিলো?

সে বাজারের বেশ্যা নয়।

তাহলে আমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করছি কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার বক্তব্য অনুযায়ী একজন নেকাব পড়া মেয়ে তোমার সামনে অল্প সময় নেচেছে, আর তাতেই হঠাৎ তোমার নেংটিতে আগুন জ্বলে উঠলো...

আমি তার মুখ দেখেছি। সুলায়মান, তাকে দেখে আমার দাদা এবং দাদীর মধ্যকার ভালোবাসা পূর্ণ সম্পর্কের কথা মনে পড়ে গেছে। তাকে আমি আমার মন থেকে কিছুতেই সরাতে পারছি না।

তুমি তো বলছিলে সে নেকাব পড়া ছিলো।

এক মুহূর্তের জন্য তার নেকাব খুলে গিয়েছিলো।

মেয়েটি অত্যন্ত চালাক।

তুমি কি বলতে চাও?

সে ছোট একজন কর্মকর্তার কন্যা যে তোমার রাজ্যর শেষ প্রান্তের এক দুর্গম অঞ্চলে বাস করছে। সুলায়মান বেগ একটি শক্ত আখরোট থু করে মেঝেতে ফেললো, কিন্তু সেলিম বুঝতে পারে প্রকৃতপক্ষে সে কাবুলকেই থুতু দিতে চায়। এই শহর সুলায়মান বেগের কাছে একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর। হিন্দুস্তানে ফিরে যাওয়ার জন্য সে অস্থির হয়ে উঠেছে। সে তোমার নজরে পড়ার চেষ্টা করেছে। এখানে বসে পচার চেয়ে রাজকীয় রক্ষিতা হওয়া অনেক আকর্ষণীয় বিষয়।

হয়তো সুলায়মান বেগের কথাই সত্যি, সেলিম ভাবলো। তার মনের পর্দায় মেহেরুন্নেসার নেকাব খুলে যাওয়ার দৃশ্যটি ভেসে উঠলো। সেটা কি ইচ্ছাকৃত ছিলো? এবং সে কি সেটা পুনরায় বেধে নেয়ার আগে কিছু সময় দেরি করেছে যাতে সেলিম তার মুখটি ভালোমতো দেখতে পায়? যদি তাই হয় তাহলে সেটা ভালোই হয়েছে। এর অর্থ সেও সেলিমের প্রতি আগ্রহী। সেলিম উঠে দাঁড়ালো। আমি তাকে তুচ্ছ একজন রক্ষিতা হিসেবে আশা করি না। আমি তাকে আমার স্ত্রী হিসেবে কামনা করি।

*

তখন সন্ধ্যা নামছে, একজন পরিচারক এসে সেলিমকে খবর দিলো যে গিয়াস বেগ দুর্গে এসে পৌঁছেছে। যেই মুহূর্তে পারসিকটিকে তার কক্ষে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা হলো,

সেলিম উদগ্রীব ভাবে তাকে বললো, গিয়াস বেগ, আমি আপনার যুবরাজ হিসেবে এখানে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাইনি, বরং আমি আশা করছি আমি আপনার ভবিষ্যত জামাতা হতে পারবো। আমি আপনার কন্যাকে বিয়ে করতে চাই। মেহেরুন্নেসাকে আমার কাছে সোপর্দ করুন, আমি তাকে আমার স্ত্রীদের মধ্যে প্রধান করবো এবং আমার হৃদয়েও। গিয়াস বেগ ভ্রুকুটি করলো। তার চেহারায় হাসি ফুটে উঠার বদলে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেলো, যা সেলিম আশা করেনি।

কি হলো গিয়াস বেগ?

জাঁহাপনা, আপনার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা অসম্ভব।

ঠিক বুঝলাম না...আমি ভেবেছিলাম আমার প্রস্তাবটি আপনি সাদরে গ্রহণ করবেন।

তা ঠিক আছে জাঁহাপনা। এটা একটা বৃহৎ সম্মানজনক বিষয়, যা আমি কল্পনাও করিনি। কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কেনো? কি করছে তা না ভেবেই সেলিম এগিয়ে গিয়ে গিয়াস বেগের কনুই এর উপরের অংশ দুহাতে চেপে ধরলো।

আমার মেয়ের বাগদান হয়ে গেছে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

কার সঙ্গে?

আপনার পিতার একজন সেনাপতির সঙ্গে যে বাংলায় দায়িত্ব পালন করছে। তার নাম শের আফগান। একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে আমি এ সম্পর্ক ভেঙে দিতে পারি না। আমি সত্যিই দুঃখিত জাঁহাপনা।

.

২৬. বিস্মৃতি

জাঁহাপনা, লাহোর থেকে আপনার জন্য একটি চিঠি এসেছে। সেলিমের কোর্চি তার হাতে একটি চামড়ার তৈরি সবুজ ঝুলি দিলো যার মুখ রাজকীয় সীলগালা করা। ঝুলির ভিতর সেলিম একটি চার ভাঁজ করা পুরু কাগজের টুকরো পেলো এবং সেটা খুলে আবুল ফজলের হস্তাক্ষর দেখতে পেলো লাইনের পর লাইন অনেক কিছু লেখা। যথারীতি একগাদা অসার অলংকরণমূলক বক্তব্যের পর একদম শেষের দিকে সেলিম চিঠিটির সারবস্তু খুঁজে পেলো : অতুলনীয় ক্ষমাশীলতার অধিকারী মহামান্য সম্রাট তাঁর সীমাহীন উদারতার বশবর্তী হয়ে অবিলম্বে আপনাকে লাহোরে ফিরে আসতে বলেছেন নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য। তিনি আপনাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যেও আমাকে আদেশ করেছেন যে তিনি আশা করেন এখন থেকে আপনি ন্যায়ের পথে চলবেন এবং একজন দায়িত্বশীল পুত্রের মতো আচরণ করবেন। তিনি আরো আশা করেন ভবিষ্যতে আপনি অতীতের মতো বিপথগামী হয়ে তাঁর জন্য সীমাহীন মর্মপীড়া এবং হতাশা জনক পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি করবেন না।

সেলিম চিঠিটি সুলায়মান বেগের হাতে দিলো, সেটা পড়ে তার মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি ছড়িয়ে পড়লো। আমি আশঙ্কা করেছিলাম আরো বহু বছর হয়তো আমাদেরকে এখানে আটকে থাকতে হবে।

যথারীতি চিঠিটির ঢং এমনকি সীলমোহরও আবুল ফজলের, আমার পিতার নয়। যাইহোক, মাত্র আট মাস পড়ে আমাকে ডেকে পাঠানো হবে এমনটা আমি আশা করিনি। আমি সত্যিই অবাক হয়েছি।

তোমার আরো বেশি আনন্দিত হওয়া উচিত। নাকি তুমি এখনো ঐ পারসিক মেয়েটির ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছো? যখন তুমি তোমার স্ত্রীগণ এবং হেরেমের সান্নিধ্যে ফিরে যাবে তখন তুমি উপলব্ধি করবে এই মেয়েটি তোমার জন্য কাবুলের একঘেয়ে জীবনে একটি ক্ষণস্থায়ী চমক ছাড়া আর কিছু ছিলো না।

সেলিম বিবেচনা করতে লাগলো এ বিষয়ে তার সত্যিকার অনুভূতিটি কি। গিয়াস বেগের সঙ্গে তার সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব কাবুলে তার সময় যাপনকে অনেকটা সহনীয় করে তুলেছিলো। আর মেহেরুন্নেসাকে দেখার পর থেকে তাকে ঘিরে তার চিন্তা রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার চিন্তার তুলনায় কম উৎসাহব্যঞ্জক ছিলো না। কিন্তু গিয়াস বেগ তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর থেকে তাদের ঘনিষ্টতায় ফাটল ধরেছে। সেলিমের পারসিকটির বাড়ি বেড়াতে যাওয়া অনেক কমে গেছে এবং মেহেরুন্নেসার সঙ্গেও তার আর দেখা হয়নি। তবে সেলিম জানতে পেরেছে শের আফগানের সঙ্গে তার বিয়ে আগামী বছরের আগে হবে না। হয়তো লাহোরে ফিরে গিয়ে সে তার পিতার প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে গিয়াস বেগের মতো পরিবর্তন করতে পারবে। মেহেরুন্নেসার সঙ্গে শের আফগানের সম্পর্ক ভাঙ্গার জন্য সম্রাট নিজে যদি আদেশ দেন তাহলে গিয়াস বেগের পক্ষে তা পালন করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই....

*

কাবুল থেকে গিরিপথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে ইন্দুজ এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য খরস্রোতা নদী পেরিয়ে হিন্দুস্তানে ফিরে আসার দীর্ঘ যাত্রাটি অত্যন্ত দ্রুত এবং ভালোভাবেই সম্পন্ন হলো। সেলিমের লাহোরে পৌঁছাতে মাত্র ছয় সপ্তাহ সময় লাগলো। যাইহোক, দীর্ঘ আট মাসের নির্বাসন শেষে প্রথম বারের মতো সে যখন আকবরের কক্ষে এককী তার মুখোমুখী হলো, সেলিমের দেহ ভবিষ্যৎ বিষয়ে উৎকণ্ঠা এবং নতুন আশার মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় প্রকম্পিত হতে লাগলো।

তুমি নিরাপদে কাবুল থেকে ফিরে আসতে পেরেছো দেখে আমি খুশি। আকবরই প্রথম কথা বললেন এবং তার মুখ ভাবলেশহীন। আমি এই জন্য দুঃখিত যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে তোমাকে আমি নির্বাসনে পাঠিয়েছিলাম। তবে তোমাকে নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি প্রদান ছাড়া আর কোনো উপায়ও তখন তুমি আমার জন্য রাখনি। আমি আশা করছি নির্বাসনের সময়টিতে তুমি নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কে ভাবার যথেষ্ট সময় পেয়েছে এবং একজন পিতার প্রতি তার সন্তানের দায়িত্ব কি হতে পারে সে বিষয়ে তোমার মনস্থির করতে পেরেছে। ভবিষ্যতে অতীতের নির্বুদ্ধিতা এবং অশোভন আচরণ থেকে বিরত থাকবে তোমার কাছ থেকে আমি সেটাই আশা করি।

কিন্তু একজন পিতার তার সন্তানের প্রতি যে দায়িত্ব পালন করা উচিত তার কি হবে, সেলিম মনে মনে ভাবলো, কিন্তু মুখে বললো, আমি বুঝতে পেরেছি তোমার প্রতি আমার

আচরণ কেমন হওয়া উচিত এবং আমার দোষত্রুটি ক্ষমা করে আমাকে আবার রাজধানীতে ফিরিয়ে আনার জন্য আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।

তোমার অপরাধ অনেক ভয়ঙ্কর মাত্রার ছিলো। তাই আমার ইচ্ছা ছিলো তোমাকে আরো দীর্ঘ সময় কাবুলে রাখার। কিন্তু তোমার দাদীর অনুরোধে আমি তোমাকে এতো তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে এনেছি। আকবরের কণ্ঠস্বর এখনো আড়ষ্ট শোনালো।

বাবা, আবুল ফজলের চিঠিতে উল্লেখ ছিলো তুমি আমার জন্য নতুন দায়িত্ব ঠিক করে রেখেছো। আমি তোমার সেবা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি...আমি...

সবই উপযুক্ত সময়ে হবে, আকবর সেলিমকে থামিয়ে দিয়ে বললেন। কাবুল সফরের পরীক্ষায় তুমি ভালোভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছে। আবুল ফজল আমাকে বলেছে তোমার পাঠানো প্রতিবেদন গুলি যথেষ্ট পূর্ণাঙ্গ ছিলো এবং সাইফ খান নিশ্চিত করেছে সেখানে তুমি ভালো আচরণ করেছে। কিন্তু আমি এখনো এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেইনি যে আগামীতে তোমাকে কি দায়িত্ব প্রদান করবো।

তাহলে সাইফ খান সত্যিই তার উপর গোয়েন্দাগিরি করেছে। সেলিম হাল ছাড়লো না, কোনো প্রাদেশিক প্রশাসকের দায়িত্বও তো আমাকে দিতে পারো, যেমনটা মুরাদ কে দিয়েছো?

অস্থির হওয়ার কিছু নেই। আমি দেখতে চাই তুমি তোমার ভালো আচরণ বজায় রাখছে কি না। সময় হলে আমি তোমাকে জানাবো তোমার দায়িত্ব কি হবে।

সেলিম চেষ্টা করলো তার হতাশার ভাব প্রকাশ না করতে, কিন্তু সে বুঝতে পারছিলো নৈরাশ্য তার চেহারায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সে আশা করেছিলো ফিরে আশার পর তার এবং তার পিতার সম্পর্কের মাঝে নতুন কোনো অগ্রগতি সূচিত হবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তাকে আবারো ক্লান্তি কর ধৈর্যশীলতা অবলম্বন করতে হবে। তাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদানের জন্য দাদীর প্রভাব কাজে লাগানো গেলে ভালো হতো যেমনটা তিনি তার ফিরে আসার ক্ষেত্রে খাঁটিয়েছেন। যাইহোক, এ ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি না হলেও আরেকটি বিষয়ে সে আকবরকে অনুরোধ করতে পারে যে ব্যাপারে দেরি করা উচিত হবে না। প্রসংঙ্গটি এখনই তার উত্থাপন করা দরকার।

বাবা, আমি কি তোমার কাছে একটি উপকার চাইতে পারি?

কি ব্যাপারে? আকবরকে সত্যিই বেশ অবাক মনে হলো।

আমি আরেকটি স্ত্রী গ্রহণ করতে চাই।

কে সে? এখন আকবরকে দেখে মনে হলো তিনি সম্পূর্ণভাবে আশ্চার্যান্বিত।

সে গিয়াস বেগের কন্যা, যে কাবুলে তোমার কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছে, সেলিম বললো এবং আকবর কোনো উত্তর দিতে পারার আগেই বলে উঠলো, কিন্তু একটি সমস্যাও রয়েছে। মেয়েটির সঙ্গে বাংলায় নিযুক্ত তোমার এক সেনাপতির বাগদান হয়ে গেছে যার নাম শের আফগান। গিয়াস বেগ মনে করেন এই সম্পর্ক ভেঙ্গে দেয়া তার জন্য অসম্মানজনক হবে। কিন্তু তুমি যদি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করো তাহলে গিয়াস বেগ এবং শের আফগান তোমার আদেশ মেনে নিতে বাধ্য হবে এবং...।

যথেষ্ট হয়েছে! আমি ভেবেছিলাম নির্বাসনে থেকে তোমার মধ্যে কিছুটা শুভ বুদ্ধির উদ্রেক হয়েছে, কিন্তু আমার ধারণা ভুল। এটাই অত্যন্ত খারাপ ব্যাপার যে তুমি একটি অখ্যাত পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছো-এই সম্পর্ক আমাদের সাম্রাজ্যের কোনো উপকারে আসবে না। কিন্তু তার চেয়েও দুষ্ট চিন্তা এই যে তুমি তোমার ক্ষণস্থায়ী মোহ চরিতার্থ করার জন্য আমার প্রজাদের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করার কথা বলছো।

এটা কোনো মোহ নয়। তার নাম মেহেরুন্নেসা। আমি আমার মন থেকে কিছুতেই তাকে সরাতে পারছি না।

তোমাকে এই চিন্তা বাদ দিতে হবে। আমি আমার একজন সাহসী যোদ্ধা এবং বিশ্বস্ত সেবকের বিবাহ পরিকল্পনা বানচাল করতে পারবো না তোমার চির-অতৃপ্ত লালসা পূরণ করার জন্য।

এটা আমার লালসা নয়...

তাই নাকি? আমি তো দেখতে পাচ্ছি অন্যের নারীকে অন্যায় ভাবে হস্তগত করার বিষয়টি তোমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আকবরের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মনে হলো। সেলিম আনারকলিকে সংযুক্ত করে তার পিতার ইঙ্গিতপূর্ণ তিরস্কার হজম করলো। এই মুহূর্তে আত্মপক্ষ সমর্থণ করার জন্য সে আর কিই বা বলতে পারে?

কয়েক মুহূর্তের কষ্টকর বিরতির পর আকবর ক্লান্তভাবে বললেন, তুমি এখন আমার সামনে থেকে বিদায় হও। তোমার প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত বিরক্ত এবং হতাশ হয়েছি। আমি আশা করেছিলাম আমাদের পুনর্মিলন যথেষ্ট আনন্দদায়ক হবে, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি তুমি তোমার বদভ্যাস গুলিকে এখনোও পরাজিত করতে পারোনি। তোমাকে সংযম চর্চা করতে হবে। কতো অল্প বয়স, তা সত্ত্বেও তোমার পুত্র খুররম ভালো মন্দের পার্থক্য তোমার তুলনায় বেশি বুঝতে পারে।

সেলিম যখন দ্রুত পায়ে তার পিতার কক্ষ ত্যাগ করছিলো ক্ষোভ এবং কষ্টের অশ্রুতে তার চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠছিলো। আকবর তাকে কখনোও বুঝতে চেষ্টা করেননি এবং ভবিষ্যতেও বুঝতে পারবেন বলে মনে হয় না। তবে তার পিতার কথা গুলি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন করা ছিলো যা তাকে নির্মম ভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছে। খুররমের উদাহরণ টেনে তিনি কি ইঙ্গিত দিলেন? যে তার নিজ সন্তান শাসক হিসেবে তার চেয়েও বেশি উপযুক্ত? বোধ হয় না...খুররমের জন্ম যতোই তাৎপর্য ঘেরা ক্ষণে হয়ে থাকুক না কেনো সে বর্তমানে একটি অকালপক্ক শিশু ছাড়া আর কিছু নয়।

*

সেলিম রঙচঙে কাঠের বাক্সটি খুললো, সেটা থেকে একটি কাঁচের বয়াম বের করে আলোর বিপরীতে উঁচু করে ধরলো, তার হাত স্থির নয়। ভালো। বয়ামটির মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ওপিয়ামের গুলি রয়েছে যা দিয়ে তার সকাল পর্যন্ত চলবে। বয়ামটির রূপার ঢাকনা খুলে, সেলিম ওপিয়ামের দুটি গুলি পান পাত্রের মধ্যে ফেললো তারপর সেখানে কিছু গোলাপজল ঢাললো। ওপিয়াম গুলিকে তরলের মধ্যে ধীরে মিশে যেতে দেখে তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। দুই একটি অবাধ্য কণা ছাড়া সবটাই গোলাপ জলে মিশে গেলো। সেলিম তার তর্জনী দিয়ে পানপাত্রটির তরলে নাড়া দিলো তারপর সেটি ঠোঁটে ছোঁয়াল। কয়েক মিনিট পর যখন সে অনুভব করলো ওপিয়াম তার শরীরে চমৎকার কাজ শুরু করেছে তখন সে আরেকটি পানপাত্র থেকে কয়েক ঢোক আঙ্গুর দিয়ে তৈরি কড়া স্বাদের লাল বর্ণের সুরা পান করলো যা সে সারাদিন ধরে পান করছিলো।

এখন তার আরো বেশি চমৎকার লাগছে। সেলিম রেশমের চাদরে ঢাকা মাদুরের উপর শরীর এলিয়ে দিলো। সে তার কক্ষের ঝুল বারান্দার রেলিং এর কাছে শুয়ে আছে। নিচের পাথুরে চত্বর থেকে ভেসে আসা মানুষের গলার স্বর এবং ঘোড়ার খুরের শব্দ মনে হলো বহু দূর থেকে আসছে। সে তার চোখ দুটি বন্ধ করলো এবং এক অসীম তৃপ্তিকর অসাড়তার কাছে। নিজেকে সমর্পণ করলো যা বিগত সপ্তাহ গুলিতে তার সুখের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সেলিম যখনই পিতার কাছে তার নিয়োগ দানের বিষয়ে আবেদন করেছে তখনই তিনি তার ঠাণ্ডা বাকচাতুরীর সাহায্যে তাকে প্রত্যাখ্যান

করেছেন। এর বিরুদ্ধে অতিব কার্যকরী প্রতিষেধক তার এই বর্তমান মাদকাসক্তি। তাছাড়া নিজ সন্তানদের আচরণের আলগা ভাব ভুলে থাকার জন্যেও এই নেশা জরুরি। তার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সময়ে তাঁদের ব্যবহার অনেক পাল্টে গেছে। যদিও তাঁদের কথাবার্তা অনেক ভদ্র তবুও তাতে সে কোনো আন্তরিকতা বা উষ্ণতা খুঁজে পায়নি।

মা হীরাবাঈ বা দাদী হামিদার কাছ থেকেও সে কোনো গঠনমূলক আশ্বাস লাভ করেনি। মা কেবল বাবার প্রতি তার ঘৃণাই প্রকাশ করেছেন যা সাধারণ ভাবে সমগ্র মোগল সম্প্রদায়ের উপরই বর্তায়। আর হামিদার কণ্ঠস্বরে যতোই সহমর্মিতা এবং স্নেহ প্রকাশ পাক না কেনো তিনি সান্ত্বনা প্রদান এবং ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ ব্যতীত আর কিছুই সেলিমকে দিতে পারেননি। এছাড়া তিনি আনারকলির সঙ্গে তার প্রণয় আকবরকে কতোটা আহত করেছে সে বিষয়টিও বহুবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। এ সংক্রন্ত গুজব জনগণের মাঝে আকবরের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী অস্তিত্বকে খর্ব করেছে। তাছাড়া নির্বাসন থেকে সেলিমকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আকবরকে রাজি করাতে গিয়েও তাকে অনেক নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে নিজের ছেলের কাছে। তাই বর্তমানে তার পক্ষে ছেলের কাছে আর কোনো সুপারিশ করা সম্ভব নয়।

ওপিয়াম এবং সুরার সম্মিলিত প্রভাব সেলিমের শরীর ও মনকে শিথিল করে তুলেছে। তার বেদনাদায়ক চিন্তাগুলি এখন ভোতা হয়ে গেছে, নৈরাশ্যজনক অভিজ্ঞতার স্মৃতি গুলির উপর মোলায়েম প্রলেপ পড়েছে এবং সে এমন সব জায়গায় বিচরণ করছে যেখানে কোনো কিছুই আর তেমন কোনো গুরুত্ব বহন করে না। সেলিম অনুভব করলো তার খোলা বুকের উপর দিয়ে একটি পোকা হাঁটছে, কিন্তু সেটাকে সরিয়ে দিতে হলে যে

উদ্যোগ তাকে নিতে হবে তা ব্যাপক কষ্টসাধ্য বলে তার কাছে মনে হলো। বেঁচে থাকো, ছোট্ট প্রাণী, তুমি যে গোত্রেরই হও না কেনো, সে মনে মনে কথা গুলি আওড়ালো এবং কোমল ভাবে হাসলো। তারপর একটু নড়ে চড়ে শুলো। নরম উষ্ণ রেশমের চাদরটিকে তার অবিশ্বাস্য রকম আরামদায়ক মনে হলো-যেনো কোনো নারীর নরম ত্বক। হয়তো কিছুক্ষণ পরে সে হেরেমে যাবে এবং মান বাঈ বা যোধ বাঈ এর সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হবে। তবে সেটাও এখন তার কাছে ব্যাপক কষ্টকর উদ্যোগ বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য সে ফিরে আসার পর তারাও তাকে তেমন উন্মুক্ত হৃদয়ে গ্রহণ করেনি। সেই মুহূর্তে তার আরো খেয়াল হলো বেশ কয়েক দিন যাবৎ সে তার স্ত্রী বা সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি। কেনো করবে, যখন এখানে শুয়ে থাকাই এতো আশ্চর্যজনক ভাবে তৃপ্তিকর? এক মুহূর্তের জন্য মেহেরুন্নেসার আকর্ষণীয় মুখটি তার কল্পনার পর্দায় ভেসে উঠলো। হয়তো সুলায়মান বেগের কথাই ঠিক, সে আরেকজন নারী ছাড়া বিশেষ কিছু নয়...

তারপরও একজন সঙ্গী কাছে থাকলে ভালো হতো, যে তাকে এই মুহূর্তে আবৃত করতে থাকা ছায়া ঘন এবং উজ্জ্বল গোধূলী লগ্নে সঙ্গ দিতো। সুলায়মান বেগ গোঁয়ারের মতো তার প্রতিটি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে। এমনকি যখন সে একটি বা দুটি ওপিয়ামের গুলি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা আরম্ভ করেছিলো তখনো তার দুধভাইকে প্রলুব্ধ করা যায়নি। উল্টো সে তাকে নেশা করতে নিষেধ করেছে...হয়তো তার উচিত ছিলো তার সভাইদের আমন্ত্রণ জানানো, মুরাদ বা দানিয়েলকে। মুরাদ এক মাস আগে লাহোরে ফিরে এসেছে। একজন গুরুত্বপূর্ণ জায়গিরদারের প্রতিনিধিকে অসম্মান প্রদর্শনের অভিযোগে চাবুকপেটা করার জন্য আকবর তাকে প্রশাসকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

মুরাদ হয়তো কোনো দোষ করেনি, সেলিমের মনে হলো, যদিও জানা গেছে চাবুক মারার আদেশ প্রদানের সময় সে মাতাল ছিলো। বাস্তবতা হলো পুত্রদের কাছ থেকে আকবরের আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন যা পূরণ করা তাদের পক্ষে হয়তো কখনোই সম্ভব হবে না। তাকে বা দানিয়েলকে মুরাদের স্থলাভিষিক্ত না করে আকবর যথারীতি চাটুকার আবুল ফজলের এক ভ্রাতুস্পুত্রকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। দ্বিতীয় আরেকটি পোকা-এটাকে আগের তুলনায় একটু বড়ই মনে হলো-সেলিমের বাহুর উপর দিয়ে এখন হাটছে। এবার আর সে অনিহার আবেশে নিষ্ক্রিয় থাকলো এবং পোকাটিকে পিষে মারলো, অনুভব করলো সেটার আঁশালো শরীরর থেকে পিচ্ছিল পদার্থ বেরিয়ে এলো। পোকাটির জায়গায় আবুল ফজল হলে ভালো হতো। তার স্থূল শরীর থেকে কি পরিমাণ চর্বি নিংড়ে বার করা যাবে? সেলিমের চোখ জোড়া আবার বন্ধ হয়ে এলো এবং সে তার মনকে পরম স্বর্গসুখের মাঝে হারিয়ে যেতে দিলো।

হঠাৎ চমকে জেগে উঠে সেলিম দেখতে পেলো আধার আকাশে অসংখ্য তারা ফুটে রয়েছে। তার মাথার দুপাশের শিরা ধড়াস ধড়াস করছে, মুখের ভিতরটা এতো শুকিয়ে গেছে যে মনে হলো জিহ্বাটি মুখের তালুর সঙ্গে আটকে গেছে। এক হাতে পাথরের রেলিং আকড়ে ধরে সে নিজেকে অনেক কষ্টে দাঁড় করালো। তার পা দুটি, বস্তুত সারা শরীর, থরথর করে কাঁপছে। এখনতো শীত লাগার কথা নয়! সবে মাত্র মে মাস চলছে, কদিন পড়ে বর্ষা আরম্ভ হবে- বছরের এই সময়টা সবচেয়ে গরম থাকে। এমন শীতল অনুভূতি তার আগেও হয়েছে এবং তার জানা আছে কীভাবে এর সমাধান করতে হবে। তার পর্যাপ্ত পরিমাণ ওপিয়াম সেবন করা হয়নি। সেলিম হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়লো,

তারপর একটি মাত্র বাতি জ্বলতে থাকা ছায়া ঢাকা বারান্দা হামাগুড়ি দিয়ে পেরিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে ওপিয়ামের বাক্সটি অন্ধের মতো হাতড়ে খুঁজতে লাগলো। বাক্সটা কোথায় গেলো? তার মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। বাক্সটি খুঁজে না পেলে তার অবস্থা কি দাঁড়াবে? এই মুহূর্তে তাকে কিছু ওপিয়াম সেবন করতে হবে। তখন তার মনে পড়লো তার সেবায় একাধিক পরিচারক নিযুক্ত রয়েছে...তারা সংখ্যায় দশ জন। সে চিৎকার করে ডাক দিলে বাইরের করিডোর থেকে তারা ছুটে আসবে। না তার প্রয়োজন নেই...বাক্সটি পাওয়া গেছে।

বাক্সটি খুলে সে কাঁচের বয়ামটি আবার বের করে আনলো এবং অবশিষ্ট ওপিয়ামের গুলি হা করে মুখে ঢাললো। সেলিম গিলতে চেষ্টা করলো কিন্তু সেগুলি তার শুষ্ক গলায় আটকে গেলো- ভুলে সে সেগুলো গোলাপ জলে গুলিয়ে নেয়নি। তার দম আটকে গেছে এবং সেগুলি মাথা ঝাঁকিয়ে থু দিয়ে বের করার চেষ্টা করলো, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। শ্বাস নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে সে গোলাপ জলের জগটির জন্য হাতড়াতে লাগলো, যে কোনো তরল পদার্থ হলেই চলবে। যেই মুহূর্তে তার মনে হলো সে জ্ঞান হারাবে, তার হাতে পানির জগের ঠাণ্ডা ধাতব স্পর্শ লাগলো। দ্রুত ধরতে গিয়ে সেটা উল্টে পড়ে গেলো। সামনে ঝুঁকে লোভীর মতো সে সেটাকে সোজা করলো এবং বেঁচে যাওয়া পানিটুকু গলায় ঢালল। হ্যাঁ, গুলি গুলো গেলো গেছে। একধরনের কর্কশ অসঙ্গতিপূর্ণ ঘাস ঘাস শব্দ তার কানে বাজতে লাগলো, কয়েক মুহূর্ত পরে সে উপলব্ধি করলো সেটা তার নিজেরই শ্বাস নেয়ার শব্দ।

হামাগুড়ি দিয়ে সে আবার তার পুরানো জায়গায় ফিরে গেলো তারপর চাদরের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে দুবাহু বুকের উপর ভাঁজ করে হাতের পাঞ্জা দুটি দুই বগলে ঢুকালো। নিজেকে উষ্ণ রাখার আর কোনো উপায় এই মুহূর্তে তার জানা নেই। কিন্তু তাতে কাজ হলো না, শরীরের কম্পন বন্ধ হলো না। একটু পড়ে সে বুঝতে পারলো কেনো সে কাঁপছে- সেটা শীতের জন্য নয় বরং ভীতির জন্য। অদ্ভুত চেহারার ভয়ঙ্কর সব জীব তার চারপাশের আধারে বিচরণ করছে। এদের আগ্রাসন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে...কোনো রকমে সেলিম নিজেকে তার হাঁটুর উপর খাড়া করলো কিন্তু তারপর হঠাৎ তার চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো....

সেলিম...সেলিম... কেউ তার মুখ একটি ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে দিচ্ছিলো কিন্তু সে মোচড় দিয়ে সরে গেলো। এটা কি সেই আধারের জীবদের কেউ? নড়োনা সেলিম। আমি সুলায়মান বেগ... সেলিম অনুভব করলো কেউ শক্ত হাতে তাকে চেপে ধরেছে এবং আবার তার মুখ ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে দিচ্ছে। অনেক কষ্টে সে তার চোখের পাতা খুললো এবং বিরক্তিকর সূর্যালোক চোখে আঘাত করতেই গুঙিয়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ফেললো।

এটা পান করো! কেউ এখন অত্যন্ত কোমল ভাবে জোর খাঁটিয়ে তার চোয়াল ফাঁক করলো এবং সে তার নিচের ঠোঁটে বৃত্তাকার কিছুর ধাতব স্পর্শ পেলো। তারপর তার মাথাটি কাত করা হলো এবং তার গলা বেয়ে তীব্র গতিতে জল নামতে লাগলো। সেলিমের মনে হলো সে ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু মেঝেতে একটি ধাতব পান পাত্র আছড়ে পড়ার শব্দ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নির্মম গলাধকরণ অব্যাহত থাকলো।

সেলিম আবার তার চোখ খুললো, এবার সে তার চোখ দুটি অব্যাহত ভাবে খোলা রাখতে পারলো এবং দেখতে পেলো তার উপর সুলায়মান বেগের মুখটি ঝুঁকে রয়েছে। সে আর কখনোও তার দুধভাইকে এতোটা বিচলিত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখেনি। সেলিম উঠে বসলো এবং কিছু বলতে চাইলে কিন্তু তার স্বরযন্ত্র তার ইচ্ছার প্রতি অনুকূল সাড়া দিলো না। সে তার ঠোঁট দুটি নড়াতে পারলো না। সে আবার চেষ্টা করলো এবং এবার কিছুটা সফল হলো, সে বলতে পারলো আমার মনে হচ্ছে এবং তারপরই তার মুখ থেকে হঠাৎ তীব্র বেগে এক প্রকার তিতো আঠাল তরল ছিটকে বের হলো। কিছুটা লজ্জিত ভাবে সে তার বন্ধুর দিক থেকে মুখটা একপাশে সরিয়ে নিয়ে মেঝের উপর ওয়াক থু ওয়াক থু করতে লাগলো যতোক্ষণ পর্যন্ত না সবটুকু আঠালো পদার্থ বেরিয়ে এলো এবং বুকে এমন যন্ত্রণা অনুভব করলো যেনো তার পাঁজর ভেঙে গেছে। আমি দুঃখিত...

তুমি ক্ষমা চাইছো কেনো? এই জন্য যে তুমি অসুস্থ, নাকি এ কারণে যে তুমি নিজেকে প্রায় মেরে ফেলেছিলে?

মানে...আমার কি হয়েছে...তুমি কি বলছো এসব? আমিতো কেবল সামান্য ওপিয়াম সেবন করেছি...

ঠিক কতোটা ওপিয়াম খেয়েছো তুমি?

ঠিক বলতে পারবো না...

সেই সঙ্গে সুরাও পান করেছো?

সেলিম মাথা ঝাঁকালো। সে তার একটি হাত দিয়ে কপালের ডান পাশ স্পর্শ করে অনুভব করলো জায়গাটা রক্ত জমাট বেধে চটচটে হয়ে আছে।

পাথরের রেলিং এর সঙ্গে তোমার মাথা বাড়ি খেয়েছে। এই যে দেখো, যেখানে বাড়ি খেয়েছে সেখানে তোমার রক্ত লেগে আছে, সুলায়মান বেগ বললো।

সেলিম তার ঢিপ ঢিপ করতে থাকা মাথাটা ধীরে নাড়লো। আঘাত লাগার বিষয়ে আমার কিছু মনে নেই...শুধু মনে আছে আরো ওপিয়াম খুঁজছিলাম কিন্তু পাচ্ছিলাম না...তারপর গলা আটকে দম বন্ধ হয়ে এলো...

দরজার বাইরে থেকে তোমার কোর্চি পতনের শব্দ শুনতে পায়। তুমি তাকে তোমার কক্ষে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছে তাই সে আমার কাছে যায়। আমি এসে তোমাকে বারান্দায় উপুর হয়ে পড়ে থাকতে দেখি, তোমার সারা শরীর তখন কাঁপছিলো এবং কাঁপাল ফেটে রক্ত পড়ছিলো। আমি তোমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেই এবং কপালের রক্তক্ষরণ বন্ধ করি। সেলিম, তোমার ভাগ্য ভালো যে...

সেলিম সুলায়মান বেগের দিকে তাকিয়ে আছে এবং তার বক্তব্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেই মুহূর্তে সে আবার অসুস্থ বোধ করতে শুরু করলো।

আমি তোমাকে কতোদিন ধরে সতর্ক করার চেষ্টা করছি। তুমি তোমার সৎ ভাইদের অবস্থা দেখে কিছু শিখতে পারোনি? তাঁদের চেয়েও দ্রুত তোমার অবনতি হয়েছে। তোমার এই আচরণ অযৌক্তিক। তাছাড়া ইদানিং তোমার মেজাজও হঠাৎ করে খারাপ হয়ে যায় এবং তুমি হিংস্র হয়ে উঠো। কয়েক দিন আগে আমি দেখেছি তেমন কোনো কারণ ছাড়াই তুমি খোসরুর উপর কেমন চিৎকার করে মেজাজ করছিলে এবং সে তোমার দিকে কীভাবে তাকিয়ে ছিলো তাও লক্ষ্য করেছি। তুমি তোমার আপন জনদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছ। সুলায়মান বেগকে বেশ ক্রুদ্ধ মনে হলো।

সেলিম চুপ করে রইলো, গলা বেয়ে উঠে আসতে চাওয়া তিক্ত পদার্থকে চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে সে।

কেনো সেলিম? কেনো তুমি এসব করছো?

কথাটা কি এমন হওয়া উচিত নয় যে, কেনো করবো না? অবশেষে সেলিম উত্তর দিলো। ওপিয়াম এবং সুরা অন্তত আমাকে কিছুটা হলেও সুখ দিতে পারে। আমি গতরাতে কেবল এর পরিমাণের ব্যাপারে সামান্য ভুল করেছিলাম। ভবিষ্যতে আমি এ বিষয়ে সতর্ক থাকবো।

তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি। তুমি নিজেকে ধ্বংস করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছো কেনো?

আমার বাবার আমার প্রতি কোনো দৃষ্টি নেই। আমার জীবন উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়েছে। মুরাদ এবং দানিয়েলই সঠিক উপায় অবলম্বন করেছে। নিজে ফুর্তিতে ব্যস্ত থেকে বাকি সব কিছু ভুলে যাওয়াই কি আমার উচিত নয়?

বাকি সব কিছু বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছো? তোমার স্বাস্থ্য, তোমার পুত্ররা এবং তোমার সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ এই সব কিছুর গুরুত্ব এক সময় তোমার কাছে ছিলো। আজ তার কি হলো? তোমার কণ্ঠ থেকে এখন আসলে সুরা এবং ওপিয়ামের বক্তব্য বের হচ্ছে, এটা তুমি নও। ওগুলোকে সাহস করে পরিত্যাগ করো এবং তারপর দেখার চেষ্টা করো তোমার সত্যিকার অনুভূতি কি।

সেলিম সুলায়মান বেগের রক্তিম হয়ে উঠা চেহারা খুটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলো। আমি তোমাকে হতাশ করেছি, আমি জানি। আমি আমার বাবাকেও হতাশ করেছি। আমি দুঃখিত।

দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই বরং এ ব্যাপারে কিছু করার চেষ্টা করো। এটা একটি ভালো বিষয় যে তোমার বাবা এই মুহূর্তে দিল্লী এবং আগ্রা পরিদর্শনে গিয়েছেন এবং তোমার এই অবস্থা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। উনি লাহোরে ফিরে আসার আগে তোমার হাতে চার সপ্তাহ সময় রয়েছে। নিজেকে সুস্থ করে তোলার জন্য এই সময়টি কাজে লাগাও। তোমার ধারণা তোমার বাবা তোমাকে তুচ্ছজ্ঞান করেন তাহলে, এই ক্ষেত্রে তাঁর জন্য আরো অধিক সুযোগ সৃষ্টি করো না।

তুমি একজন ভালো বন্ধু সুলায়মান বেগ...আমি জানি তুমি আমার ভালো চাও কিন্তু তুমি জানো না আমার কষ্ট কতো তীব্র। আমার তারুণ্য বয়ে যাচ্ছে। আমার শক্তিসামর্থ এবং আমার প্রতিভা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে...

নিজেরও উপর আস্থা হারিও না। তুমি আমাকে প্রায়ই বলতে শেখ সেলিম চিশতি তোমাকে কি বলেছিলেন—এই যে তোমার জীবন সহজ হবে না...এও বলেছেন তিনি তোমাকে ঈর্ষা করেন না...তুমি একদিন সম্রাট হবে এবং তোমার সব স্বপ্ন একসময় পূরণ হবে। এসব কথা তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয়। উনি একজন বিজ্ঞ লোক ছিলেন। কিন্তু তোমার বর্তমান কর্মকাণ্ড তার স্মৃতির প্রতি অসম্মান জনক।

তার দুধভাই যা বললো সেলিম তার উত্তর দেয়ার মতো কোনো কথা খুঁজে পেলো না। তুমি ঠিকই বলেছে। অবশেষে সে বললো। নিজের হীনমন্যতার আক্রমণে নিজেকে ধ্বংস হতে দেবো না আমি। আমি ওপিয়াম এবং সুরার নেশা ত্যাগ করবো, অন্তত কিছু দিনের জন্য, কিন্তু সেজন্য তোমার সাহায্য প্রয়োজন হবে...

নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সাহায্য করবো। এখন প্রথমে যা করতে হবে তা হলো একজন হেকিমকে দিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করাতে হবে। ইতোমধ্যেই আমি একজনকে ডেকেছি- সে গোপনীয়তা রক্ষা করার মতো মানুষ। বাইরে অপেক্ষা করছে।

তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলে যে তুমি আমাকে রাজি করাতে পারবে...

না, তবে আমি আশা করেছিলাম তুমি আমার কথা শুনবে।

আধ ঘন্টা ধরে হেকিম সেলিমকে পরীক্ষা করলো। তার চোখ দেখলো, জিভের রং পরীক্ষা করলো, চ্যাপ্টা ফলা বিশিষ্ট ধাতব পাত দিয়ে ঘষে জিভ পরিষ্কার করলো, নাড়ি পরীক্ষা করলো এবং পেটের বিভিন্ন অংশ টিপেটুপে দেখলো। পরীক্ষা করার সময় হেকিম মুখে বিশেষ কিছু বললো না কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগর সঙ্গে দায়িত্ব পালন করলো।

জাহাপনা, নিজের যন্ত্রপাতির ব্যাগটি বন্ধ করতে করতে হেকিম বললো, আমি আপনার কাছে সত্য গোপন করবো না। আপনি বলেছেন আপনি গত রাতে খুব বেশি পরিমাণ ওপিয়াম গ্রহণ করেছেন। আপনার প্রসারিত হয়ে যাওয়া চোখের মণি দেখেই আমি তা অনুমান করতে পেরেছি। কিন্তু আমি আরো বুঝতে পেরেছি আপনি অতিমাত্রায় মদ্যপানও করেছেন। আপনাকে কড়া মদ এবং ওপিয়াম উভয়ই ত্যাগ করতে হবে। তা না হলে আপনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আপনার মৃত্যুও হতে পারে। এখনো আপনার হাত কাঁপছে।

না তো, এই দেখুন! সেলিম তার হাত দুটি হেকিমের সামনে মেলে ধরলো। সে তাকে দেখাতে চাইলো তার বক্তব্য ভুল। কিন্তু চিকিৎসক ঠিক কথাই বলেছে। তার ডান হাতটি বাম হাতের তুলনায় বেশি কাঁপছে। সে আপ্রাণ চেষ্টা করলো সেগুলিকে স্থির করতে, কিন্তু কিছুতেই সেগুলি তার নিয়ন্ত্রণে এলো না।

হতাশ হবেন না জাহাপনা। উপযুক্ত সময়ে আপনার চিকিৎসা শুরু হয়েছে এবং আপনার শরীর এখনো তরুণ এবং বলিষ্ঠ। কিন্তু আপনাকে আমার কথা মতো চলতে হবে। আপনি কি নিজেকে আমার হাতে সোপর্দ করতে রাজি আছেন?

আমার সুস্থ হতে কতো দিন সময় লাগবে?

সেটা আপনার উপর নির্ভর করছে জাহাপনা।

নভেম্বরের এক সকালে ফ্যাকাশে সূর্যালোকের নিচে সেলিম এবং সুলায়মান বেগ রবি নদীর পার দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের অনুসরণ করছে শিকারের সহকারীরা, সকলের মধ্যে উচ্ছ্বাস বিরাজ করছে উত্তম শিকারের চিন্তায়। হঠাৎ একটি কাদাখোঁচা পাখি(স্নাইপ) নদীপারের উঁচু ঝোঁপ থেকে উড়ে বেরিয়ে এলো। সেলিম তার রেকাবে দাঁড়িয়ে তূণীর থেকে তীর নিয়ে ধনুকে পড়িয়ে পাখিটিকে লক্ষ্য করে ছুড়লো। বর্তমানে সে তার হাতের স্থিরতা ফিরে পেয়েছে এবং পাখিটি তীরবিদ্ধ হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে ডানা ঝাপটাতে লাগলো। সেই রাতে অতিরিক্ত নেশা করে জ্ঞান হারানোর ঘটনার পর ছয় মাস অতিবাহিত হয়েছে। এই ছয় মাস অত্যন্ত বিড়ম্বনার সঙ্গে কেটেছে। এ সময়ের মধ্যে একাধিক বার মনের দৃঢ়তা দুর্বল হয়ে অপিয়াম এবং সুরার দ্বৈত নেশায় ফিরে গিয়েছে সে। কিন্তু সেগুলি ত্যাগ করার চেষ্টাও অব্যাহত রেখেছিলো। এখনো মাঝে মাঝে তার পদস্খলন ঘটে, বিশেষ করে যখন আকবর তার প্রতি অবজ্ঞা বা বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। কিন্তু বর্তমানে সেলিম তার ধনুকটি পিঠে ঝুলিয়ে

রাখতে রাখতে প্রতিজ্ঞা করলো সে আগামীতে আর নিজের দৃঢ়তা হারাবে না, ভবিষ্যৎ তার জন্য যাই ধারণ করুক, যতো রকম পরাজয় বা হাতাশারই সে সম্মুখীন হোক।

ষষ্ঠ খণ্ড – পৃথিবীর অধীশ্বর

২৭. একটি পাটের থলে

আমি এখন নিশ্চিত ভাবে জানি বাবা আমাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান করবেন না। যদিও তিনি আমার পিতামহ এবং প্রপিতামহের মতোই আমার অর্ধেক বয়সে সম্রাট হয়েছিলেন। কোমরের খাপ থেকে নিজের আনুষ্ঠানিক খঞ্জরটি বের করে নিয়ে সেলিম ডিভানের গোলপি রেশমের আচ্ছাদনের উপর আঘাত করলো। বিকেলের উষ্ণ আবহাওয়ায় সে লাহোরের দুর্গপ্রাসাদের একটি কক্ষে সময় কাটাচ্ছে। খঞ্জরটির ফলা ভোতা, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটি কোমল রেশম ভেদ করে তুলার আস্তরণের মধ্যে ঢুকে গেলো। আমি দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করলোম, কিন্তু কি লাভ হলো? কিছুই না! কোনো সেনাপতির পদ পেলাম না, কোনো প্রশাসকের পদ পেলাম না, কোনো সম্ভাবনাও সৃষ্টি হলো না। এমন কি একটি সান্ত্বনা বাক্যও নয়। আমি এখন কি করবো? সেলিম সুলায়মান বেগের কাছে জানতে চাইলো, সে পাশাপাশি স্থাপিত আরেকটি গদি-আঁটা আসনে আধ-শোয়া হয়ে আছে। তার এক হাতে একটি আমের রসের পানপাত্র ধরা রয়েছে। আমি ঠিক বলতে পারবো না, সুলায়মান বেগ চিন্তিত কণ্ঠে বললো। তারপর আমের রসে একটি চুমুক দিয়ে আবার বললো, কিন্তু আমি যতদূর জানি তা হলো উত্তরাধিকার লাভ করার ক্ষেত্রে সময় এবং ধৈর্যই মূল চাবিকাঠি।

যদিও বাবার বয়স এখন পঞ্চাশের শেষের দিকে, তাঁর স্বাস্থ্য এখন আগের চাইতেও ভালো। তোমার ইঙ্গিত তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তিনি অমর কি না-যে ভাবে তিনি তার ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছেন এবং উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাথা ঘামাচ্ছেন না তাতে মনে হয় তিনি নিজের মরণশীলতায় বিশ্বাস করেন না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর এমন আত্মবিশ্বাসই আরো দৃঢ় হয়েছে যে তিনি সব কিছু সকলের চেয়ে ভালো বোঝেন। সেলিম আবার ডিভানে আঘাত করলো, এবার আরো জোরে, ধূলো এবং তুলার আঁশ ছিটকে বের হলো।

যদিও শীঘই তোমার বাবার স্বর্গে বিশ্রামে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তোমার সৎ ভাইদের অবস্থা এর বিপরীত যারা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী। তারা উভয়েই মদের কাছে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছে। তাদের এই আচরণ যদি অব্যাহত থাকে তাহলে খুব শীঘ্রই তারা পৃথিবীর বুকে বিচরণ করার অধিকার হারাবে।

দশ দিন আগে মুরাদ এবং দানিয়েলের ভাগ্যে কি ঘটেছিলো তা মনে পড়তে সেলিম আপন মনে হাসলো। কোনো রকম পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই আকবর তার তিন পুত্রকে রাজ প্রাসাদের সম্মুখে অবস্থিত কুচকাওয়াজের মাঠে ভোর বেলা ডেকে পাঠান। রবি নদীর উপর তখনো সাদা কুয়াশা জমে ছিলো। সৌভাগ্যক্রমে তার আগের সন্ধ্যা বেলায় সেলিম হেকিমের নির্দেশ পালন করে মদ বা ওপিয়াম স্পর্শ করেনি। বরং হেরেমে গিয়ে যোধ বাঈ এর সঙ্গে প্রণয়লীলায় লিপ্ত হয়েছিলো। ফলে তার মন ছিলো ফুরফুরে এবং শরীর ছিলো সতেজ যখন সে কুচকাওয়াজের মাঠে উপস্থিত হয়।

তারা তিন জন মাঠে উপস্থিত হতেই পরিষ্কার বোঝা গেলো মুরাদ বা দানিয়েল কেউই সেলিমের মতো পূর্বের সন্ধ্যায় সংযম পালন করেনি। মুরাদ যখন উঁচু পাথুরে দ্বারের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করলো দেখা গেলো তার একজন পরিচারক তখনো তার কোমর বন্ধনী বাঁধার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুরাদের চৌকো চোয়াল বিব্রতকর ভাবে ঝুলে ছিলো। দানিয়েল প্রবেশ করলো মাতালের টলমল করতে থাকা পদক্ষেপে। তার মাথাটি অস্বাভাবিক রকম স্থির ছিলো এবং চোখ দুটি ছিলো রক্তাভ। আকবরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় সে একাধিক বার হোঁচট খেলো।

আকবর তাঁদের তিন জনকে আদেশ দিলেন ঘোড়ার পিঠে চড়ার জন্য। তারা যখন ঘোড়ার পিঠে উঠার চেষ্টা করলো, মুরাদের ঢিলা কোমর বন্ধনী ছুটে গেলো এবং তাতে তার পা পেচিয়ে সে হোঁচট খেলো এবং মাটিতে উপুর হয়ে পড়ে গেলো। পরিচারকদের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত সে ঘোড়ায় চড়তে পারলো এবং কিছু দূর অগ্রসরও হলো কিন্তু মাত্র একশ গজ পার হওয়ার পর পিছলে ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে পড়ে গেলো।

দানিয়েল তার তুলনায় কিছুটা ভালো পারদর্শীতা দেখালো। সে সফল ভাবে ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারলো এবং সামনের দিকে অগ্রসরও হলো। কিন্তু যেই তার বর্শার অগ্রভাগে তরমুজ গাঁথার জন্য সামান্য নিচু হলো ওমনি ধপাস করে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলো। কোনো রকমে উঠে দাঁড়িয়ে সে অনর্গল বমি করা শুরু করলো।

সেলিম সব কিছুই ভালো ভাবে সম্পন্ন করলো। নিপুন দক্ষতায় বর্শা দিয়ে তরমুজ বিদ্ধ করলো সে। তবে তার পিতার বক্তব্যে স্পষ্ট কোনো প্রশংসা প্রকাশ পেলো না। এই

প্রথম বারের মতো দেখতে পাচ্ছি তুমি মদ্যপান করোনি সেলিম। তবে মনে রেখো তোমাদের পরীক্ষা নেয়ার এটাই শেষ নয়। তুমি এখন যেতে পার। সেলিম মাঠ ত্যাগ করার পর শুনেছিলো তার পিতা তার সৎ ভাইদের তাদের কক্ষে অবরুদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করেছেন চৌদ্দ দিনের জন্য। এবং আদেশ দিয়েছেন কেউ যেনো তাঁদের মদ সরবরাহ না করে। এই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও তিনি তাঁদের প্রতি নজর রাখতে বলেছেন যাতে তারা কোনো প্রকার নেশা করতে না পারে।

অবশ্য তারা কয়েক দিনের মধ্যে বন্দীদশা থেকে মুক্ত হওয়ার পর আর নেশাপানি করবে না, কি বলো সুলায়মান বেগ?।

আমার এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে। আমি শুনেছি তাদের কিছু অনুগামী গোপনে তাদের কাছে মদ সরবরাহ করছে। গুজব কোনো যাচ্ছে মুরাদের স্কুল পরিচারক গরুর অন্ত্রের(নাড়িভূড়ি) মধ্যে মদ ভরে সেটা নিজের তলপেটে পেচিয়ে তার কাছে পাচার করছে। আর দানিয়েল একজন রক্ষীকে ঘুষ দিয়ে গাদা বন্দুকের বন্ধ নলে মদ ভরে তার কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে।

পরের গুজবটি সত্যি হতে পারে না। এমন স্পষ্ট অবাধ্যতা জানাজানি হলে ঐ রক্ষীকে আমার বাবা হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করে হত্যা করবেন।

অর্থের জন্য মানুষ বিস্ময়কর সব ঝুঁকি নিতে পারে, তবে এটা হয়তো একটি ভিত্তিহীন গুজবই। কিন্তু সেটা সকলের মুখে মুখে ফিরছে।

হয়তো তোমার কথাই ঠিক, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে আমার সম্ভাইরা আমার প্রতিদ্বন্দ্বি নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমার ক্ষমতা প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা রয়েছে জীবনের বর্তমান পর্যায়ে যা আমার ন্যায্য পাওনা। আমি আমাদের সাম্রাজ্যের জন্য আরো অনেক সমৃদ্ধি বয়ে আনতে পারি যদি বাবা আমাকে কোনো সুযোগ দেন।

কেমনরকম সমৃদ্ধি? উদাহরণ দাও দেখি।

যেমন প্রথমে আমি কিছু দুর্নীতিপরায়ণ চাটুকার উপদেষ্টাকে তাঁর কাঁধের উপর থেকে সরিয়ে দেবো-শুরু করবো আবুল ফজলকে দিয়ে।

কিন্তু তুমি ভালো করেই জানো তোমার বাবা তাদের পদচ্যুতি সমর্থন করবেন না। তাছাড়া তাঁর প্রশাসন এবং উপদেষ্টাদের সমালোচনা করার আগে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে তুমি নিজে একজন দক্ষ প্রশাসক। কিন্তু সেটা আমি কীভাবে প্রমাণ করবো যেখানে বাবা আমাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করছেন না? সেলিম আবার তার খঞ্জরটি ডিভানে বিদ্ধ করলো এবং তার চোখ ঝলসে উঠলো। মাঝে মাঝে মনে হয় বাবার অনুমতি ছাড়াই কোনো প্রদেশের শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই নিজের সামর্থ প্রমাণ করার জন্য!

কিন্তু সেটা তো বিদ্রোহ বলে বিবেচিত হবে।

তুমি একে যা ইচ্ছা বলতে পারো- কিন্তু আমি বলবো সেটা হবে আমার একটি সাহসি উদ্যোগ।

এটা তোমার আন্তরিক ইচ্ছা, তাই না? সুলায়মান বেগ আস্তে করে বললো।

হ্যাঁ, সেলিম উত্তর দিলো এবং সরাসরি তার বন্ধুর চোখের দিকে তাকালো।

বেশ কিছুদিন ধরে রাতের বেলা নিজের মাদকাসক্তির প্রতি সংযম ধারণ করে আমি এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছি। তোমার এতে আহত হওয়ার কিছু নেই পূর্বাঞ্চলে আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যম মর্যাদার তরুণ সেনাপতিদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু রয়েছে। তারাও তাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের প্রভাব পছন্দ করছে না এবং আমার মতোই ক্ষমতা এবং দায়িত্ব পেতে চায়।

এটা সত্যি, আমি জানি। আমার কানেও এ ধরনের অসন্তোষের গুজব এসেছে, সুলায়মান বেগ বললো। তরুণ সেনাকর্তাদের অনেকেই নিজেদেরকে পদোন্নতি এবং পুরষ্কারের উপযুক্ত বলে দাবি করছে।

আমার মনে হচ্ছে তুমিও উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে আমি অলীক কল্পনা করছি না। তুমি কি আমার সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত?

তোমার বোঝা উচিত ছিলো আমি তোমাকে সমর্থন করবো। আমরা পরস্পর সম্পর্কে অনেক কিছু জানি। অন্য কারো চেয়ে আমি তোমার প্রতিই বেশি বিশ্বস্ত। কথাগুলি বলে সুলায়মান বেগ কয়েক মুহূর্ত গভীর ভাবে চিন্তা করলো। এখন তাকে সেলিমের মতোই গম্ভীর এবং একাগ্র মনে হচ্ছে, তারপর সে বললো, এই উদ্যোগের ফলে হয়তো তুমি তোমার পিতার মনোযোগ এবং শ্রদ্ধা অর্জন করতে সফল হবে। তুমি যদি এ ব্যাপারে কাজ শুরু করো তোমার প্রথম পদক্ষেপ কি হবে?

আমার প্রথম পদক্ষেপ হবে পূর্বাঞ্চলের ঐসব তরুণ সেনা কর্তাদের বিষয়ে খোঁজখবর নেয়া। তবে বাবার অনুমতি ব্যতীত আমার পক্ষে ঐ অঞ্চলে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তোমার পক্ষে সম্ভব...।

ঠিক আছে, আমি যাব- বাংলার প্রশাসক মহলে এখনো আমার কিছু আত্মীয় স্বজন রয়েছে। আমি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে কেউ সন্দেহ করবে না।

আমার উপর আস্থা পোষণ করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। কথাগুলি বলার সময় নিজের কণ্ঠস্বরে সেলিম কিছুটা বিস্মিত হলো। সে তার কণ্ঠে এক অভিনব কর্তৃত্বের আভাস পেলো যা তার পিতার অনুরূপ। এখন সে তার কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ, অন্তত তার অনিশ্চিত অপেক্ষার দিনগুলি ফুরিয়েছে। ফলাফল যাই হোক না কেনো সে এখন আর নিজেকে যথেষ্ট সাহসি না হওয়ার জন্য তিরস্কার করতে পারবে না।

*

তিন মাস পরের ঘটনা। সেলিম শিবিরের কেন্দ্রে অবস্থিত তার বিশাল তাবুর সম্মুখের চাদোয়ার নিচ থেকে সামনের দিকে তাকালো। চম্বল নদীর উপর সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বাঘ শিকারের অজুহাতে ছয় সপ্তাহ আগে সে রাজধানী ত্যাগ করেছে। বিগত কয়েক দিন ধরে অস্থির চিত্তে সে দিগন্ত পর্যবেক্ষণ করেছে তার শিবিরের দিকে অগ্রসরমান একদল অশ্বারোহীর দেখা পাওয়ার জন্য, আশা করছে সুলায়মান বেগ পূর্বাঞ্চলে তার গোপন দায়িত্ব পালন শেষে শীঘ্রই ফিরে আসবে। কিন্তু তার মনের অন্য একটি অংশ আশঙ্কা করছে হয়তো তার শিবিরের দিকে অগ্রসরমান অশ্বারোহীর দল আবুল ফজলের পাঠানো হতে পারে যারা তাকে গ্রেপ্তার করতে আসবে তার গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার কারণে।

সেই দিন দুপুরে একদল অশ্বারোহী সত্যিই এসেছিলো। তারা যখন আরেকটু কাছে চলে এলো, সেলিমের মনে হলো এতো ছোট দল তাকে গ্রেপ্তারের জন্য পাঠানো হতে পারে না। সেলিম অবশেষে সম্পূর্ণ দুশ্চিন্তামুক্ত হলো যখন দেখতে পেলো সেটা সুলায়মান বেগেরই দল। যাইহোক, ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘ যাত্রায় ক্লান্ত সুলায়মান বেগ সেলিমকে তার অভিযানের দুই একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য সম্পর্কে অবহিত করে আশ্বস্ত করলো এবং কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়ার অনুমতি চাইলো। তারা আরো সিদ্ধান্ত নিলো এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ। করবে নৈশ ভোজের সময়।

সেলিম তার কপালের উপর হাত রেখে অস্তরত সূর্যরশ্মি থেকে চোখ আড়াল করে দেখলো সুলায়মান বেগ তার দিকে এগিয়ে আসছে। দুই বন্ধু পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে

শুভেচ্ছা বিনিময় করলো, তারপর পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে তাবুর ভিতর প্রবেশ করলো। তাবুর কেন্দ্রস্থলের অবস্থিত একটি নিচু টেবিলে নৈশভোজের আয়োজন সাজানো রয়েছে। খাদ্য তালিকায় রয়েছে তন্দুরী মুরগী এবং ভেড়া; কাশ্মীরি কায়দায় দৈ ও হালকা মশলা দিয়ে রান্না করা শুকনো ফল; গুজরাটি কায়দায় তৈরি ঝাল শজি এবং চম্বল নদীর মাছ। রসালো ঝোলে নান রুটি ভিজিয়ে তারা ভোজন পর্ব শুরু করলো এবং সেলিম তার পরিচারকদের তাবুর বাইরে যেতে আদেশ দিয়ে আলাপ আরম্ভ করলো।

বল সুলায়মান, পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলির কতোজন সেনা কর্তাকে আমরা দলে পাবো?

প্রায় দুই হাজারের মতো। প্রতিটি নতুন যোগদানকারী অন্যদের দলে টেনেছে যাদের আমাদের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা যেমন অনুমান করেছিলাম তাদের বেশিরভাগই আমাদের মতো তরুণ। দায়িত্ব লাভের বিষয়ে তারা সকলেই উগ্রীব সেই সঙ্গে পুরষ্কার লাভের জন্যেও তোমার পক্ষ থেকে আমি যার প্রতিশ্রুতি তাদের দিয়েছি। কিন্তু কিছু বয়স্ক সেনাকর্তাও আমাদের দলে যোগ দিতে আগ্রহী। তারা তাদের পদোন্নতির বিষয়ে অসন্তুষ্ট অথবা পুরানো শত্রুদের প্রতি তোমার পিতার সহনশীলতায় ক্ষুব্ধ। তাছাড়া কিছু ভিন্ন ধর্মাবলম্বীও রয়েছে।

তাদের অধীনে সর্বমোট কতোজন সৈন্য রয়েছে?

প্রায় ত্রিশ হাজারের মতো।

বাবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই সংখ্যা যথেষ্ট, কি বলো?

অনেকে এ কারণে আমাদের দলে যোগ দেয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে যে উদ্যোগটা তুমি নিয়েছে। বিষয়টি সম্পূর্ণ বিদ্রোহের পর্যায়ে পড়বে না যেহেতু বাইরের কেউ তোমার পিতাকে সিংহাসন থেকে উৎখাতের পরিকল্পনা করেনি। তারা একথা ভেবে আরো আশ্বস্ত হয়েছে যে কোনো এক পর্যায়ে তুমি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাবে।

তাহলে তাদের এমন ধারণা অব্যাহতই থাকবে, কি বলো?

তার মানে? তুমি কি তোমার পিতার সঙ্গে সমঝোতা করবে না?

না...মানে...নিশ্চয়ই করবো। তবে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় সবকিছু যদি ঠিক থাকে তাহলে বাবার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তার আগেই তাকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করতে পারবো।

এমন চিন্তার লাগাম টেনে ধরো সেলিম। তোমার বাবার প্রত্যক্ষ অধীনে অবস্থিত সেনাবাহিনী অনেক বেশি শক্তিশালী। তোমার তেজস্বিতা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তোমার সম্ভাব্য গুরুত্ব প্রদর্শনের জন্য যতোটা সমর্থন প্রয়োজন আমরা কেবল তারই সংস্থান করতে পেরেছি। কিন্তু তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার মতো সামর্থ আমাদের নেই।

তুমি যদি সেই চেষ্টা করো তাহলে অনেকেই আমাদের উপর থেকে তাদের সমর্থন সরিয়ে নেবে।

অধিকাংশ মানুষ আমার পিতাকে ভালোবাসে, আমি সেটা জানি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তিনি তাঁর প্রজাদের সুখ দুঃখের ব্যাপারে যতোটা সচেতন, তার নিজের পরিবারের ব্যাপারে ততোটা নন। তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা। আমি অবশ্যই তার সঙ্গে সমঝোতা করবো। আমি কেবল আমাদের সামর্থের সব দিক বিবেচনায় আনতে চেয়েছি।

আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ কখনো নেবো? বেশি দেরি করা উচিত হবে না। সবখানে আবুল ফজলের গুপ্তচর ছড়িয়ে রয়েছে। সূক্ষ্ম পন্থায় মানুষের গোপন তথ্য উদ্ঘাটন করা এবং মানুষের অনুগত্য পরিবর্তন করার কাজে সে অত্যন্ত পারদর্শী।

আবুল ফজলের ব্যাপারে আমাকে ভাবতে দাও। যতোযাই হোক, সে একজন মানুষ বৈ অন্য কিছু নয়। কিন্তু আমিও কালক্ষেপন করবো না। ইতোমধ্যেই আমি আগ্রা এবং দিল্লীতে আমার প্রতি বিশ্বস্ত লোকদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছি যাতে তারা এক মাসের মধ্যে আমার সঙ্গে এখানে যোগ দেয়। তোমার সঙ্গে আরো বিস্তারিত পরিকল্পনার পর এবং তোমার বিশ্রাম নেয়া শেষ হলে তুমি পূর্বাঞ্চলে ফিরে গিয়ে আমাদের সমর্থক বাহিনী সংগঠন করা আরম্ভ করবে। এদিকে আমার বাহিনী একত্রিত হওয়ার পর আমি তাদের নিয়ে তোমার সঙ্গে এলাহাবাদে মিলিত হবো। গঙ্গা এবং যমুনা নদীর মিলনস্থলে অবস্থিত এলাহাবাদ সবদিক থেকে যোগাযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে যদি আমরা

আমাদের প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করি তাহলে বাবা আমাদেরকে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারবেন না।

*

সেলিম হাত তুলে তার সেনাবাহিনীকে থামার ইঙ্গিত করলো। এলাহাবাদের প্রশাসক নাসের হামিদের কাছে সে যে দূত পাঠিয়েছিলো তাকে ফিরে আসতে দেখা যাচ্ছে। তারা যেখানে রয়েছে সেখান থেকে এলাহাবাদ মাত্র চার মাইল দূরে অবস্থিত এবং শহরের গম্বুজ ও মিনারগুলি এখান থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। তরুণ দূতটি যখন সেলিমের সম্মুখে উপস্থিত হলো তখন তার মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি দেখা গেলো। জাঁহাপনা, নাসের হামিদ তার শহরে আপনাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

সেলিমের কাঁধ দুটি শিথিল হলো, গত কয়েক সপ্তাহরে মধ্যে এই প্রথম সে কিছুটা স্বস্তি বোধ করা শুরু করলো। নাসের হামিদ তার বহু পুরানো বন্ধু এবং তার সঙ্গে গোপন চিঠি বিনিময় কালে সে জানায় সেলিমের কাছে এলাহাবাদকে সমর্পণ করতে সে প্রস্তুত রয়েছে। যাইহোক, শহরে প্রবেশের সময় সেলিম কিছুটা উৎকণ্ঠা অনুভব করলো। তার মনে হলো সবকিছু খুব বেশি মসৃণভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। সুলায়মান বেগ চলে যাওয়ার পর সফল ভাবে লাহোর এবং আগ্রার তরুণ সেনাকর্তাগণ তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সাত সপ্তাহ আগে, আবুল ফজলের সঙ্গে আলাপরত অবস্থায়, আকবর তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের আরেকটি শিকার অভিযানের জন্য রাজধানীর বাইরে থাকার আবেদনে সম্মতি প্রদান করেন। তার পরের দিন সেলিম তার একদল অনুসারীকে নিয়ে নিজের যোগ্যতা

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

প্রমাণের অভিযানে বেরিয়ে পড়ে (সে নিজে বিষয়টিকে এভাবেই দেখে), যদিও অন্যরা একে বিদ্রোহ বলে আখ্যা দেবে।

সম্মুখে অগ্রসর হতে হতে সেলিমের মনে হলো সেই সময় পরিস্থিতি কেমন দাঁড়াবে যখন পুনরায় সে আকবরের মুখোমুখী হবে। তার বিরূপ কর্মকাণ্ডে আকবরের যে প্রতিক্রিয়া হবে তার থেকেও গুরুতর বিষয় হলো সে তার স্ত্রী ও পুত্রদের সঙ্গে আনতে পারেনি। অবশ্য তার পরিকল্পনার বিষয়ে স্ত্রীদের অবহিত করার মতো আস্থা তার তাঁদের উপর নেই। তাছাড়া হেরেমের পরিবেশে কোনো গুঢ় তত্ত্ব গোপন রাখাও প্রায় অসম্ভব। তার পুত্ররা তাদের পিতামহের সঙ্গে যতো সময় কাটায় তাতে রাজপ্রাসাদে তাদের অনুপস্থিতি অস্বাভাবিক দেখাবে এবং বিষয়টি উপেক্ষিতও থাকবে না। অবশ্য তার সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে এই জন্য যে রাজধানী ত্যাগ করার সময় সে তার পিতামহীকে কিছু বলে আসতে পারেনি, কাবুল থেকে তার প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে যাকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। বাবার সঙ্গে তার সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘটনা তাকে আহত করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি উভয়কেই অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং উভয়ের ব্যাপারেই শঙ্কিত হবেন। এই বিরোধীতা যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াবে কি না এমন দুশ্চিন্তাও তাকে পেয়ে বসবে। তবে এই মুহূর্তে সেরকম কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সেলিমের তথ্য সংগ্রহকারীরা জানিয়েছে কেউ তাঁদের পশ্চাধাবন করেনি। একবার অবশ্য তার বাবার নিয়মিত টহলদানকরী একদল অশ্বারোহী সামনে পড়ে গিয়েছিল। তারা অনেক দূরে থাকতেই সেলিম দিক পরিবর্তন করে তাঁদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে গেছে। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সেলিমের সৈন্যদল ভারী হয়েছে এবং তাদের নেতৃত্ব দানের স্বাধীনতা সে উপভোগ করতে আরম্ভ করেছে যাতে আকবরের কোনো

হস্তক্ষেপ নেই। তবে সে বুঝতে পারছে এই পরিস্থিতি চীরস্থায়ী হবে না, কিন্তু তার জন্য অনুকূল হয় এমন ফলাফল এই অবস্থা থেকে সৃষ্টি করতে হবে।

সুলায়মান বেগ খবর পাঠিয়েছে সে বাংলা থেকে তার সৈন্যদল নিয়ে এলাহাবাদের পৌঁছাবে দুই সপ্তাহ পরে। তার দুধভাই এর তার সঙ্গে পুনরায় যোগ দেয়ার বিষয়ে সে অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে আছে। সেটা কেবল এই জন্য নয় যে, সে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দিতে আসছে। বরং তার বন্ধুত্ব, তার সুচিন্তিত উপদেশ এবং তার নিঃশর্ত বিশ্বস্তও এই আকাঙ্ক্ষার পিছনে কার্যকর। কিন্তু এই মুহূর্তে এলাহাবাদের প্রবেশের ক্ষণটিকে তার যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক করে তুলতে হবে। শহরের নাগরিকদের মাঝে তার সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলতে হবে, সেই সঙ্গে নিজের লোকদের আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি করতে হবে।

আমাদের পতাকা গুলি মেলে উত্তোলন করো, ঘোড়ার জিনের উপর আরো সোজা হয়ে বসে সেলিম আদেশ দিলো। অশ্বারোহী শিঙ্গা বাদক এবং হাতির পিঠে থাকা ঢোল বাদকদের সামনের দিকে অবস্থান নিতে বললো। সকল সৈন্যকে সঠিক ভাবে সারিবদ্ধ হয়ে কুচকাওয়াজ করার নির্দেশ প্রদান করো। তারপর শিঙ্গার সাথে ঢাক বাজানো শুরু করতে বলল, এলাহাবাদের প্রবেশদ্বার আর বেশি দূরে নয়।

তিন মাস পরের ঘটনা। সেলিম এবং সুলায়মান বেগ এলাহাবাদের দূর্গপ্রাচীরের উপরে দাঁড়িয়ে নিচের কুচকাওয়াজের মাঠে সেলিমের অশ্বারোহী বাহিনীর অনুশীলন দেখছিলো। এ সময় একজন পরিচারক তাদের কাছে উপস্থিত হলো। জাহাপনা, অর্চার বুন্দেলা রাজা

বীর সিং এর দূত এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কাছাকাছি অবস্থিত যমুনা নদীর তীরে সেনাবুর লম্বা সারি দেখা যাচ্ছে, সেখানে সেলিমের অনুগত প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য রয়েছে। পূর্বে যা অনুমান করা হয়েছিলো তার তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ।

আমি এখনই ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। তাকে এখানে নিয়ে এসো।

পাঁচ মিনিট পর একজন লম্বা হালকা পাতলা গড়নের লোক পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। সে দুকানে বড় বড় চক্রাকার সোনার বলয়(রিং) পড়ে আছে। দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে তার পোশাক ধূলিমলিন। তার এক হাতে একটি পাটের থলে ধরা রয়েছে যাকে ঘিরে কিছু মাছি ভন ভন করছে। সেলিমের কাছ থেকে বারো ফুট দূরে থাকতে লোকটি থামলো এবং উবু হয়ে পাটের থলেটি মেঝেতে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

রাজার কাছ থেকে আমার জন্য কি সংবাদ এনেছো?

দূতটি বিস্তৃত হাসি দিলো, ঝাকড়া কালো গোঁফের নিচে তার অসমান ময়লা দাঁত গুলি স্পষ্ট দেখা গেলো। আমি যে সংবাদ এনেছি তা শোনার পর আপনি অতিব আনন্দিত হয়ে উঠবেন জাহাপনা।

দেরি কোরনা, বলো।

রাজা বীর সিং আপনার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেছেন। কথা বলার সময় লোকটি পাটের থলেটি মেঝে থেকে তুললো এবং সেটার মুখে শক্ত করে বাঁধা দড়িটি খুলতে শুরু করলো। থলেটি ভোলা হতেই একটা আশটে মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো। সে থলেটির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে চুল ধরে পচনরত একটি মানুষের মাথা বের করে আনলো। যদিও মস্তকটিতে লেগে থাকা মাংস পচে কিছুটা শুকিয়ে গেছে, বেগুনি বর্ণ ধারণ করা ঠোঁটটি ফাঁক হয়ে আছে এবং মুখের বিভিন্ন অংশে রক্ত জমাট বেঁধে আছে তবুও আবুল ফজলকে চিনতে সেলিমের অসুবিধা হলো না। দৃশ্যটি দেখে সুলায়মান বেগের মুখটি ফ্যাকাশে এবং বেদনার্ত হয়ে উঠলো। সে পেট চেপে ধরে বমি করার জন্য ওয়াক ওয়াক করতে লাগলো।

কিন্তু সেলিম একটুও বিচলিত হলো না, শান্ত কণ্ঠে সে বলে উঠলো, রাজা খুব ভালোভাবে আমার আদেশ পালন করেছে। তোমাদের দুজনকেই আমি প্রতিশ্রুতির তুলনায় দ্বিগুণ পুরষ্কার প্রদান করবো। তারপর সে সুলায়মান বেগের দিকে ফিরলো। পূর্বে আমি তোমাকে আমার পরিকল্পনার কথা জানাইনি তোমার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে। যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হত তাহলে তুমি কিছু না জানার অজুহাতে যে কোনো রকম দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকতে। আবুল ফজলকে হত্যা করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিলো। সে আমার এক নম্বর শত্রু ছিলো। সেলিম দূতটির দিকে ফিরলো। ওকে হত্যা করার বিস্তারিত কাহিনী আমাকে বল।

আপনি রাজাকে জানিয়েছিলেন যে আবুল ফজল দাক্ষিণাত্যের সীমান্তে যুদ্ধরত রাজকীয় বাহিনীর পরিদর্শন শেষে আগ্রা ফেরার পথে ওনার এলাকার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে।

আমাদের পাহাড় বেষ্ঠিত রাজ্য অতিক্রম করার জন্য মাত্র দুটি পথ রয়েছে এবং রাজা উভয় পথেই গুপ্ত আক্রমণের জন্য লোক নিয়োজিত করেন। এক মাস আগে তিনি খবর পান আবুল ফজল পশ্চিমের পথটির দিকে পঞ্চাশ জনের একটি দল নিয়ে এগিয়ে আসছে। আমাদের লোকেরা তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম- শেষ বিকেলের দিকে তাঁদের উপর হামলা চালায় যখন তারা সংকীর্ণ একটি গিরিপথ অতিক্রম করছিলো। প্রথমে আমাদের বন্দুকধারীরা রাস্তার উপরের ঢালে অবস্থিত বড় বড় পাথরের চাঁই এর আড়াল থেকে তাদের উপর গুলি বর্ষণ করে। কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই আবুল ফজলের দেহরক্ষীরা গুলি বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু আবুল ফজল এবং তার ডজনখানেক সঙ্গী অক্ষত অবস্থায় ঘোড়া থেকে নেমে রাস্তার পার্শ্ববর্তী পাথর এবং ঝোঁপ ঝাড়ের আড়ালে আশ্রয় নিতে সক্ষম হয়। আমাদের সৈন্যরা তাঁদের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পাথর এবং ঝোঁপের আড়াল থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি চালিয়ে আবুল ফজলের লোকেরা তাদের অনেককে আহত করতে সক্ষম হয়। তাঁদের মধ্যে আমার আপন ভাইও ছিলো। তার মুখে গুলি লাগে যার ফলে তার অধিকাংশ দাঁত এবং চোয়ালের অংশ বিশেষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সে এখনোও বেঁচে আছে কিন্তু কথা বলতে পারে না এবং ঠিকমতো খেতে পারে না। তার যন্ত্রণার অবশান হওয়ার জন্য আমি কামনা করছি যেনো অতি শীঘ্রই তার মৃত্যু হয়।

দূতটি থামলো, এক মুহূর্তের জন্য তার চেহারায় বিষাদের ছায়া দেখা গেলো, তারপর সে আবার শুরু করলো, এক সময় আবুল ফজলকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়। তারপর রাজা সাদা পতাকা হাতে তার কাছে একজন দূত পাঠান বার্তা দিয়ে। দূতটি আবুল ফজলকে জানায় যদি সে আত্মসমর্পণ করে তাহলে রাজা তার সঙ্গীদের মুক্তি

দেবেন। এর কয়েক মিনিট পরে আবুল ফজল পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে এবং তার তলোয়ারটি ফেলে দিয়ে রাজার মুখোমুখী হয়। যখন সে কথা বলে উঠে তার চেহারা তখন ভাবলেশহীন ছিলো। আমি তোমার মতো একজন অপরিচ্ছন্ন মাছি বসা পাহাড়ি গোত্রপতির ভয়ে ভীত হয়ে পালানোর চেষ্টা করবো না। তুমি আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছা করো কিন্তু স্মরণ রেখো আমি কার অধীনে দায়িত্ব পালন করছি।

আবুল ফজলের ঘৃণাপূর্ণ বক্তব্যে রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন এবং কোমর থেকে নিজের খাঁজ কাটা খঞ্জরটি বের করে তার স্থূল গলায় বসিয়ে দেন। অবশ্য আবুল ফজল কোনো প্রকার বাধা দেয়ার চেষ্টা করেনি। আমি বহু লোককে হত্যা করতে দেখেছি কিন্তু আবুল ফজলের গলা থেকে যতো রক্ত বেরিয়েছে তেমনটা কখনোও দেখিনি। তারপর রাজা অবুল ফজলের সকল সঙ্গীকে হত্যা করার আদেশ দেন। হত্যার পর তাদের দেহ মাটির অনেক গভীরে পুতে ফেলা হয়।

রাজা যে তার সঙ্গীদের হত্যা না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তা রক্ষা করলো না কেনো? সুলায়মান বেগ জিজ্ঞাসা করলো।

রাজা জানতেন ম্রাট আবুল ফজলকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তার সঙ্গীদের বাঁচতে দিলে তারা সম্রাটের কাছে সব কথা ফাঁস করে দিতো। ফলে রাজার জীবন বিপন্ন হতো। তাই তিনি কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি।

এটা প্রয়োজন ছিলো সুলায়মান, সেলিম বললো। কোনো কাজ সুচারু ভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমাদেরকে মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিতে হয়। আমি কামনা করি আবুল ফজলের সাহসি সঙ্গীদের আত্মা স্বর্গে স্থান পাক। তাদের একমাত্র অপরাধ ছিলো তারা একটি দুষ্ট লোকের অনুগত্য করেছে। আবুল ফজল বিরতিহীন ভাবে বাবার কানে আমার নামে বিষ ঢেলেছে। তাকে আমার মাতলামি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়ে অবহিত করেছে। নিজের লোকদের নিয়োগ দানের জন্য সুপারিশ করেছে আমাকে বা আমার বন্ধুদের উপেক্ষা করে। এমনকি আমার দাদীও আমাকে তার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছেন এই বলে যে সে আমার প্রতি সদয় নয়। আমি তাকে ঘৃণা করতাম।

তার প্রতি আবুল ফজলের আচরণের স্মৃতি একে একে স্মরণে আসতে থাকায় সেলিম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে সে ছিন্ন মস্তকটিকে প্রচণ্ড এক লাথি হাঁকলো এবং সেটা দুর্গ পরিখার মধ্যে জমে থাকা ময়লার মধ্যে গিয়ে পড়লো। ওর মিথ্যাবাদী চাটুকারী জিহ্বা কুকুরের খাদ্যে পরিণত হোক এবং ওর সদা প্রশ্নবোধক চোখ গুলি কাকেরা খুটে খাক।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় দুর্গে সেলিমের কক্ষে সেলিম ও সুলায়মান বেগ বিশ্রাম করছিলো। যদিও সেলিম ওপিয়ামের নেশা পরিত্যাগ করেছে কিন্তু সে আবার। সুরাপান আরম্ভ করেছে। মদের স্বাদ তার ভালোলাগে এবং সে নিজেকে এই বলে বর্তমানে প্রবোধ দিচ্ছে যে মদের দাস হওয়ার তুলনায় এর প্রভু হওয়ার। মতো যথেষ্ট মনোবল এখন তার আছে। একজন পরিচারক তাদের একটি পূর্ণ। বোতল দিয়ে চলে যাওয়ার পর সুলায়মান বেগ জিজ্ঞাসা করলো, তোমার বাবা যে আবুল ফজলের হত্যার প্রতিশোধ

নেবেন সে বিষয়ে তোমার মনে কোনো ভয় নেই? তুমি তাকে খেপিয়ে তোলার ব্যবস্থা করেছো যখন জানো তিনি ইচ্ছা করলেই আমাদের বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারেন।

আমি জানি তার সেনাবাহিনী অনেক বেশি শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত কিন্তু এখনোও পর্যন্ত তিনি আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেননি। তিনি আমার বিদ্রোহকে উপক্ষো করেছেন এবং আমাকে একজন অকৃতজ্ঞ সন্তান হিসেবে ঘোষণা দিয়ে যে কেউ আমার সঙ্গে যোগ দেবে তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকিও প্রদান করেননি। এর পরিবর্তে তিনি তার প্রধান সেনাবাহিনীকে দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত করেছেন। আমি মনে করি না এখন তিনি সিদ্ধান্ত পাল্টে আমার উপর আক্রমণ চালানে।

কেনো? আবুল ফজল তো একাধারে তাঁর বন্ধু এবং উপদেষ্টা ছিলো।

কিন্তু আমি তাঁর আপন পুত্র। তিনি জানেন তাঁকে তাঁর সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হবে। এক বছর আগে মুরাদের মৃত্যু হয়েছে এবং তার নাতিদের বয়স এখনোও অনেক কম। তিনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখতে হলে উত্তরাধিকারী হিসেবে মাতাল দানিয়েল অথবা। আমি এই দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে। আমার ব্যাপারে তাঁর মনে সন্দেহ থাকতে পারে কিন্তু এর কোনো বিকল্প উপায়ও তার সামনে নেই। তাছাড়া আবুল ফজলকে হত্যা করে আমি প্রমাণ করতে পেরেছি যে আমি আমার অপ্রশমণযোগ্য শত্রুকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করতে পারি যেভাবে বাবা নিজে হিমু, আদম খান এবং অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের দমন করেছিলেন।

ভবিষ্যতে তিনি আর আমাকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। এই মুহূর্তে তিনি তার সেনাবাহিনীকে দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে এনে আমার বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পরিবর্তে আমার সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করবেন।

আমাদের সকলের স্বার্থেই আমি প্রার্থনা করছি সম্রাটের মানসিকতা সম্পর্কে তোমার অনুমান সঠিক হোক।

*

সেলিম খবর পেলো তার পিতামহীর কাফেলা এলাহাবাদ থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে রয়েছে। সে ব্যাপক উৎকণ্ঠা নিয়ে হামিদার পৌঁছানোর অপেক্ষা করছে। কয়েক ঘন্টার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুমের পর, ভোর থেকে সে তার কক্ষে পায়চারী করছে। উত্তেজনা দমন করার জন্য ওপিয়াম বা সুরা পান করা থেকেও অনেক কষ্টে নিজেকে বিরত রেখেছে। রাজধানী ত্যাগ করার পর দীর্ঘদিন সে দাদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বঞ্চিত রয়েছে। নিজের স্ত্রী বা নিজ মায়ের তুলনায় হামিদার প্রতি সে অনেক বেশি ভালোবাসা অনুভব করে। কিন্তু তিনি কি বুঝতে পারবেন কেনো সে তার বাবার বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেছে? তিনি কি তাঁর নিজের উদ্যোগেই তার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন নাকি বাবা তাকে পাঠিয়েছেন? এটা নিশ্চিত যে তিনি বাবার কাছ থেকে কোনো বার্তা বয়ে আনবেন, কিন্তু সেটা কি হবে? আবুল ফজলের মৃত্যুর বিষয়ে বাবার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে ব্যাপারে সে যথেষ্ট অনিশ্চিত যদিও সুলায়মান বেগের কাছে অন্যরকম মনোভাব প্রকাশ করেছে। তবে শীঘই সব কিছু তার কাছে পরিষ্কার হবে। সেলিম দুর্গের সম্মুখের

রৌদ্রজ্জ্বল উঠানে টাঙ্গানো সবুজ চাঁদোয়ার নিচে দাঁড়িয়ে ছিলো। সমগ্র উঠানে সেলিমের নির্দেশে গোলাপের পাপড়ি ছিটানো হয়েছে। অল্প সময় পরে হামিদার কাফেলার অগ্রবর্তী ঘোড়সওয়ারদের দুর্গের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হতে দেখা গেলো। তারপর শিঙ্গার আর্তনাদ এবং ঢাকের গুরুগম্ভীর বাজনার সঙ্গে হামিদাকে বহনকারী বিশাল আকৃতির হাতিটি ধীরে দুর্গ চত্বরে প্রবেশ করলো। সোনার কারুকাজ এবং রত্নখচিত হাওদাটি ঘিয়া বর্ণের পাতলা পর্দা দিয়ে আড়াল করা হয়েছে রোদ এবং লোকচক্ষুর কাছ থেকে আরোহীদের আচ্ছাদিত রাখার জন্য।

যেই মাত্র মাহুত হাতিটিকে হাঁটার উপর বসালো তখনই সেলিম সকল পুরুষ পরিচারক এবং রক্ষীদের ঐ স্থান ত্যাগ করতে আদেশ দিলো। সেলিম হাওদার পাশে স্থাপিত অস্থায়ী মঞ্চটির উপর উঠে পর্দা সরালো। হাওদার ভিতরের অল্প আলো তার চোখে সয়ে আসতেই সে তার দাদীর পরিচিত অবয়বটি দেখতে পেলো। তাঁর বিপরীত দিকে বসে আছে জোবায়দা যাকে সেলিম কাশ্মীরের পাহাড়ি খাদ থকে উদ্ধার করেছিলো। সেলিম ঝুঁকে হামিদার কপালে চুমু খেলো। এলাহাবাদে আমার দুর্গে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি দাদীমা, সেলিম বলে উঠলো এবং অনুভব করলো কেমন কৃত্রিম, বিব্রতকর এবং অনুষ্ঠানিক শোনলো তার কণ্ঠস্বর।

আমি এখানে আসতে পেরে আনন্দিত। তুমি তোমার উপযুক্ত স্থান এবং পরিবারের কাছ থেকে বহু দিন ধরে দূরে রয়েছে। তারপর সেলিমের আড়ষ্ট মুখভাব লক্ষ্য করে হামিদা বললেন, আমরা সে বিষয়ে পরে কথা বলবো, এখন আমাকে এবং জোবায়দাকে হাওদা থেকে নামতে সাহায্য করো।

সেইদিন সূর্যাস্তের সময় সেলিম দুর্গের মহিলাদের আবাসস্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো যেখানে সবচেয়ে উত্তম কক্ষের একটিতে তার দাদীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেটা দুর্গের সবচেয়ে উঁচুতলার কক্ষ যেখান থেকে গঙ্গা নদী নজরে পড়ে। মহিলা কক্ষের দিকে প্রসারিত্ব শীতল আধার সিঁড়িধাপের কাছে পৌঁছে সেলিম তার হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো। দাদীকে আবার দেখার জন্য এবং তার বয়ে আনা বর্তা শ্রবণ করার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। কক্ষের রেশমী পর্দা সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে সে দেখতে পেলো হামিদা জাঁকজমকহীন কিন্তু পরিপাটি বেগুনি বর্ণের পোশাক পড়ে একটি নিচু চেয়ারে বসে আছেন এবং জোবায়দা তার চুলের গোছা ঠিকঠাক করে দিচ্ছে। সেলিমকে দেখে তিনি জোবায়দাকে প্রস্থান করতে বললেন।

ঐ টুলটির উপর বসো সেলিম যাতে আমি তোমাকে ভালোভাবে দেখতে পাই, হামিদা বললেন। সেলিম বসল যদিও তার অস্থির মন চাচ্ছিলো ঘরময় পায়চারি করতে। কোনো রকম ভূমিকা না করে হামিদা কথা বলা শুরু করলেন, তার কণ্ঠস্বর আগের মতোই নরম এবং কর্তৃত্বপূর্ণ।

সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তোমার সেনাশক্তি প্রদর্শন এখনই বন্ধ করা প্রয়োজন। তোমাকে তোমর বাবার সঙ্গে সৃষ্টি হওয়া বিরোধ মিটিয়ে ফেলে আমাদের প্রকৃত শত্রুদের মোকাবেলায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আমাদের পরিবারের জন্য হুমকি সৃষ্টি করা কখনোই আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। আমি আমাদের বংশানুক্রমকে শ্রদ্ধা করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষের কীর্তি সমূহের প্রতিও আমার ব্যাপক সমবোধ রয়েছে। আমিও চাই আমাদের ম্রাজ্যের আরো সমৃদ্ধি হোক। কিন্তু বাবা এতোদিন যাবত রাষ্ট্রীয় কাজে আমার অবদান রাখার ইচ্ছাকে উপেক্ষা করেছেন। আমার সকল কর্মকাণ্ডকে তিনি তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রতি হুমকি স্বরূপ মনে করেন।

তার এমন মনোভাবের স্বপক্ষে কি যথেষ্ট যুক্তি নেই যখন তুমি তার প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রিয় বন্ধুকে হত্যা করিয়েছো?

আমি...

অস্বীকার করো না, সেলিম। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কে কখনোই কপটতা স্থান পায়নি।

আবুল ফজল তার প্রভাব এবং ক্ষমতার প্রতি আমাকে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করতো। তার কপটতা এবং দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে আমাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে আসছে। তার মৃত্যুর ফলে রাজসভা এখন থেকে আবার নতুন নিয়মে চালিত হবে।

তোমার সঙ্গে তোমার পিতার সম্পর্কও হয়তো নতুন দিকে মোড় নেবে। কিন্তু তোমার মাঝে কি সেই বিবেচনা শক্তি রয়েছে যার দ্বারা তুমি তোমার পিতার অবস্থানে অধিষ্ঠিত

হয়ে উপলব্ধি করতে পারবে যে আবুল ফজলের মৃত্যু তাকে কি পরিমাণ কষ্ট দিয়েছে? বেশি ভাবার দরকার নেই। আমিই তোমাকে পরিস্থিতিটি বুঝিয়ে দিচ্ছি। চিন্তা করো তখন তোমার কেমন লাগবে যদি তোমার বাবা সুলায়মান বেগকে হত্যা করান। তার নিজের দুধভাই এবং দুধমা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার পর থেকে সে আর কাউকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারেনি। সেই একই কারণে হয়তো সে তোমাকে বা তোমার সভাইদের সত্যিকার কোনো ক্ষমতা প্রদান করতে কুণ্ঠিত হয়েছে। যাইহোক, এক সময় সে আবুল ফজলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে আরম্ভ করেছিলো। ভেবে দেখো বিষয়টি কেমন দাঁড়ালো যখন সে জানতে পারলো যে ছেলেকে সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি তারই নির্দেশে তার বন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। আবুল ফজলের নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে সে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে প্রায় পড়ে যেতে নিয়েছিলো। পরিচারকদের কাঁধে ভর দিয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় সে তার শয়ন কক্ষে পৌঁছায়। সেখানে সে একনাগারে দুই দিন একা অবস্থান করে। এই দুদিন সে কারো সঙ্গে দেখা করেনি এবং কোনো খাবার গ্রহণ করেনি। তারপর যখন সে পুনরায় সভায় উপস্থিত হয় তার চোখ দুটি ছিলো রক্তাভ এবং মুখে দুদিনের না কামান খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সে অবুল ফজলের মৃত্যুর জন্য এক সপ্তাহ শোক পালনের ঘোষণা দেয়। তারপর সে সরাসরি তোমার মায়ের কাছে গিয়ে তোমার মতো অকৃতজ্ঞ সন্তানকে জন্ম দেয়ার জন্য তাকে তিরস্কার করতে থাকে। তোমার মা তার স্বামীকে জবাব দেয় যে সে এই কারণে খুশি যে তুমি তোমার বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হয়েছে।

নিজের বাবা মায়ের মুখোমুখী অবস্থান নেয়ার ঘটনাটি কল্পনা করে সেলিম হাসলো।

তোমার বাবার শোক আনন্দে হাসার মতো কোনো ঘটনা নয়। আমি যখন তার সঙ্গে দেখা করলোম তখন সে আবারও কান্নায় ভেঙে পড়ে। সে আমাকে বলে, আমি জানি এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে সেলিমের হাত রয়েছে। আমি বাবা হিসেবে এমন কি অন্যায় করেছি যার কারণে সে আমাকে এমন প্রতিদান দিলো? আমার প্রজা এবং সভাসদগণ আমাকে সম্মান করে এবং ভালোবাসে। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কেনো তা পারে না? আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে তুমি এখনোও তরুণ এবং এ কারণেই তুমি তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি অনেক বেশি উচ্ছ্বাস প্রবণ। এবং তোমার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় সে অনেক বেশি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে। আমি তাকে আরো স্মরণ করিয়ে দেই যে তার নিজের পিতা অনেক আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে তার সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের সংঘাত হয়নি। তাছাড়া সম্রাট হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে সে তার নিজের অভিভাবকের প্রতিও অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছিলো। সে প্রথমে অনিচ্ছুক ভাবে আমার কথা স্বীকার করে নেয়। যাইহোক, পরবর্তী দিন গুলিতে আরো বিস্তারিত আলোচনার পর আমি তার কাছে আবেদন করি যাতে সে তার সর্বজনবিদিত মহানুভবতা এবং বিচক্ষণতা বলে তোমাকে ক্ষমা করে দেয়। তারপর সে আমার সঙ্গে এই মর্মে একমত পোষণ করে যে আমি তোমার কাছে এসে তোমাদের মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে তোমাকে রাজি করাবো।

তুমি মিমাংসার উদ্যোগ নিয়ে আমার কাছে আসায় আমি সত্যিই অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু বাবার স্বভাবে কি সত্যিই এমন পরিবর্তন এসেছে যার ফলে তিনি আমাকে সেই ক্ষমতা প্রদান করবেন যা আমি কামনা করি? তিনি কি সেই পুরুষ বাঘের মতো নয় যে তার নিজের সাবককে খেয়ে ফেলে যে তার কর্তৃত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে?

আর তোমার স্বভাব কেমন সেলিম? তুমি নিজে একগুঁয়ে এবং বোকার মতো আচরণ করোনি? তোমার বাবার রক্ষিতা আনারকলির সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে তুমিও তো তরুণ পশুর মতো আচরণ করেছিলে।

স্বীকার করছি আমি তখন পরিণতির কথা চিন্তা না করে বোকার মতো কাজ করেছি। যৌনলিপ্সা আমাকে গ্রাস করেছিলো। আমি মানছি সেটা আমার ভুল ছিলো। আমার লালসার কারণে আনারকলিকে জীবন দিতে হয়েছে এবং হ্যাঁ, ঐ ঘটনার জন্য বাবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক ছিলো।

বাস্তব পরিস্থিতি তোমার এই স্বীকারোক্তির তুলনায় অনেক গভীর। তোমার পিতা একজন মহান ব্যক্তি, সে তার পূর্বপুরুষ চেঙ্গিসখান এবং তৈমুরের মতোই শক্তিশালী যোদ্ধা কিন্তু তাঁদের তুলনায় অনেক বেশি সহনশীল এবং বিচক্ষণ শাসক। মহান ব্যক্তিদের সন্তানরা এবং পিতামাতারা তাদের অন্যদের তুলনায় ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে। যাইহোক, তোমার পিতা হিসেবে, একজন ব্যক্তি হিসেবে বা একজন সম্রাট হিসেবে তাকে তোমার যে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ছিলো তা তুমি করোনি। তার অবস্থানগত মর্যাদাকে তুমি ক্ষুণ্ণ করেছে। তোমার পিতা যদি ততোটা ক্ষমাশীল না হতো কিম্বা অল্পবয়সী পুত্রের ভ্রান্তি মূলক লালসা উপলব্ধি না করতে পারতো তাহলে আনারকলির মতো তোমাকেও মৃত্যুবরণ করতে হতো।

আমি সেটা জানি এবং আমি সে জন্য কৃতজ্ঞও। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বাবা আমাকে সমস্ত সভার সম্মুখে লজ্জা দিয়েছেন, আমার সঙ্গে অপমানজনক আচরণ করেছেন।

অসংযমী আচরণ করে তুমি তাকে বিভিন্ন সময় কষ্ট দিয়েছে। কেবল নারীঘটিত বিষয়েই তুমি অনিয়ন্ত্রিত আচরণ করোনি। তোমার সৎভাইদের মতোই মাতাল অবস্থায় তুমি সভায় প্রবেশ করেছে বহুবার। তোমার বাবা একজন অহংকারী মানুষ এবং নিজের রাজকীয় মর্যাদা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তোমার বেসামাল আচরণ সমগ্র সভার সম্মুখে তাকেও লজ্জায় ফেলেছে।

কিন্তু আমি তো আমার বদঅভ্যাস গুলি ত্যাগ করার চেষ্টা করেছি যা মুরাদ বা দানিয়েল করেনি।

সেজন্য তোমার বাবা তোমার প্রতি প্রশংসাও জ্ঞাপন করেছে।

সত্যিই কি তাই? আর আবুল ফজলের পরিণতির ব্যাপারে তার মনোভাব কি?

তোমার বাবা মনে করে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হত্যা করে তুমি তাকে শাস্তি দিতে চেয়েছে। তবে এ ব্যাপারেও সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে রক্তের সম্পর্ককে সে তার বন্ধুত্বের তুলনায় বেশি মর্যাদা প্রদান করবে এবং আমার বিশ্বাস সে সেই চেষ্টা করবে। এটাও নিশ্চিত যে এ ছাড়া তার আর বিকল্প কোনো পথ নেই। মুরাদের মৃত্যু হয়েছে এবং

দানিয়েল সর্বক্ষণ মদের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। এই অবস্থায় তুমি এবং উপযুক্ত সময়ে তোমার পুত্ররাই আমাদের রাজবংশের ভবিষ্যৎ হবে।

সেলিমের সমস্ত দেহে একটি স্বস্তির ঢেউ বয়ে গেলো। তার বাবা সম্পর্কে তার বিচার বিশ্লেষণের সমর্থন মিললো দাদীর কাছে। শেষ পর্যন্ত তিনি তাহলে উপলব্ধি করলেন যে আমাকে তার প্রয়োজন?

হ্যাঁ, তবে তোমাকেও উপলব্ধি করতে হবে যে তোমার তাকে আরো বেশি প্রয়োজন। ইচ্ছা করলে তোমার এই ক্ষুদ্র বিদ্রোহ সে নিমিষেই ধূলিসাৎ করতে পারতো। এমনকি সে যদি তোমাকে প্রকাশ্যে ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণা করতো তাহলেও তোমার পক্ষে কর্তৃত্ব বজায় রাখা সম্ভব হতো না এবং তোমার অনুসারীরা তোমাকে ত্যাগ করা শুরু করতো। তুমি সেটা বুঝে, না কি বুঝো না?

সেলিম কিছু বললো না। তবে সে মনে মনে স্বীকার করলো তার দাদী ঠিকই বলেছেন। তার বর্তমান অবস্থান ততোটা দৃঢ় নয় যতোটা সে প্রদর্শন করছে। তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আকবরের উপর চাপ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা স্থবির হয়ে পড়েছে। এলাহাবাদের কোষাগার দ্রুত খালি হয়ে পড়ছে। সৈন্যদের ধরে রাখার জন্য অতি শীঘ্র আরো অর্থের প্রয়োজন। সে দীর্ঘদিন যাবত রাজধানী এবং সভাসদদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। তাঁদের অনেকেরই আনুকূল্য অর্জন করা প্রয়োজন হবে যদি সে তার পিতার উত্তরাধিকারী হয়। তার পুত্রদের সঙ্গেও তার দেখা হওয়া প্রয়োজন, এতোদিন ধরে হয়তো তারা তাদের দাদার কাছে তার বিদ্রোহ সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছে। আর

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

বাস্তবতা হলো সে এবং তার পিতা উভয়েই কিছু কিছু ভুল করেছে। কিন্তু তা সরাসরি স্বীকার করতে তার অহমিকায় বাঁধলো। পরিশেষে সে কেবল বললো, আমি বুঝি।

তাহলে মিমাংসার ব্যাপারে তোমার সম্মতি রয়েছে?

হ্যা...তবে আমার একটি শর্ত আছে। বিরোধ মিটিয়ে ফেলার প্রক্রিয়ায় আমাকে ছোট করা চলবে না।

তোমাকে ছোট করা হবে না বা কোনো প্রকার অপমানজনক পরিস্থিতিতেও ফেলা হবে না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। তোমার বাবা দরবারে আনুষ্ঠানিক ভাবে তোমাদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি সমাধা করার দায়িত্ব আমাকে প্রদান করেছে।

তাহলে আমি খুশি।

*

যখন শিঙ্গা বাজানো হবে তখন তুমি ডান দিকের দরজা দিয়ে দরবার কক্ষে প্রবেশ করবে, হামিদা বললেন। এলাহাবাদ এবং আগ্রার মাঝে দূরত্ব একদিনের। আজই সেলিম হামিদার সঙ্গে আগ্রায় পৌঁছেছে যাকে অল্পদিন। আগে পুনরায় আকবর তার রাজধানী বানিয়েছেন। সেলিম আগ্রা শহরের সীমায় শিবির স্থাপন করার পর হামিদা একা অগ্রার

দুর্গে গমন করেছিলেন আকবরকে অবহিত করতে যে সেলিম তার সঙ্গে আপোষ করতে সম্মত হয়েছে।

দাদীমা, তুমি নিশ্চিত যে সকলে তোমার নির্দেশ অনুযায়ী আচরণ করবে?

হ্যাঁ। যেমনটা আমি নিশ্চিত তোমার ব্যাপারে। আর দেরি করা যাবে না, তুমি তৈরি থাকো। আমাকে জালির পিছনে আমার নিজের অবস্থানে যেতে হবে। সেলিমকে একটি চূড়ান্ত নিশ্চয়তার হাসি প্রদান করে এবং তার কাঁধে মৃদু চাপড় মেরে হামিদা কক্ষ ত্যাগ করলো। শিঙ্গা বেজে উঠার আগে আয়ানায় নিজের চেহারাটি একবার দেখে নেয়ার জন্য এবং রেশমের কোমরবন্ধনীটির বাঁধন ঠিকঠাক করার জন্য সেলিম সামান্য সময় পেলো। ধুকপুক করতে থাকা হৃদপিণ্ড নিয়ে, সে উঁচু দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, দুজন দ্বাররক্ষী যার কপাট গুলি তার সম্মুখে মেলে ধরল। দরবার কক্ষে প্রবেশ করে সেলিম দেখতে পেলো তার বাবা সেই উঁচু পিঠ ওয়ালা সোনায়োড়া সিংহাসনটিতে বসে আছেন এবং তাঁকে ঘিরে তার সভাসদগণ দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর পরনে টকটকে লাল বর্ণের সোনা রূপার কারুকার্যখচিত রেশমি পোশাক, কোমরে সাদা কোমরবন্ধনী এবং মথায় আনুষ্ঠানিক সাদা পাগড়ি যাতে চারটি বড় আকারের পদ্মরাগমণির সাহায্যে দুটি ময়ূরের পালক আটকান। সেলিমের পিতামহের তলোয়ার আলমগীর তার পাশে। সেলিম আরেকটু কাছে এগিয়ে যাওয়ার পর লক্ষ্য করলো তার বাবা তাঁদের পূর্বপুরুষ তৈমুরের দন্তবিদির্ণ বাঘের মাথা বিশিষ্ট আংটি পড়ে আছেন। যখন সেলিম তার বাবার কাছ থেকে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মানসূচক কুর্ণিশ করতে গেলো, হঠাৎ আকবর সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং সেলিমকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে এলেন। কয়েক

মুহূর্ত তাকে ধরে থাকার পর তাকে ছেড়ে দিয়ে আকবর উপস্থিত সভাসদদের দিকে ফিরলেন।

আমি তোমাদের এই সভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এটা প্রত্যক্ষ করার জন্য যে আমার সঙ্গে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে। অতীতে আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া সকল মতভেদ বিস্মৃত হয়েছে। সকলে প্রত্যক্ষ করো, আমি আমার আনুষ্ঠানিক পাগড়িটি আমার পুত্রের মাথায় পড়িয়ে দিচ্ছি। আমাদের পুনর্মিলনের স্মারক স্বরূপ। আজ থেকে যে কেউ আমাদের যে কোনো একজনের বিরুদ্ধাচারণ করবে আমরা উভয়েই তাকে শত্রু বলে বিবেচনা করবো। কথা বলতে বলতে আকবর নিজের মাথা থেকে পাগড়িটি খুলে সেলিমের মাথায় পড়িয়ে দিলেন।

সেলিমের চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সর্বদা আমি আপনাকে সম্মান করবো এবং আজ থেকে আপনার প্রতিটি আদেশ আমার শিরোধার্য হবে।

যাইহোক, পনেরো মিনিট পর সেলিম যখন দরবার কক্ষ ত্যাগ করছিলো তখন তার মাঝে সৃষ্টি হওয়া প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলো। বাবার তাকে জড়িয়ে ধরার বিষয়টি কি অন্তঃসারশূন্য অভিনয়ের চেয়ে বেশি কিছু? বাবার কণ্ঠে কি কোনো আন্তরিকতা ছিলো যখন তিনি তার অন্তবর্তীকালীন দায়িত্ব সমূহ বর্ণনা করছিলেন। সেগুলির কোনোটিই তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নয়। তিনি কি সত্যিই এতো সহজে তার সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন?

.

২৮. পিতা এবং পুত্র

আরো জোরে খোসরু। তুমি ওকে পরাজিত করতে পারবে, আগ্রাদুর্গের সম্মুখে অবস্থিত কুচকাওয়াজের মাঠের পশে দাঁড়ানো সেলিম চিৎকার করে উঠলো। তার জ্যেষ্ঠপুত্র, ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন টাটুঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে শক্ত মাটিতে গাথা বর্শার মধ্য দিয়ে একে বেকে ছুটছে। সে শংকর ঘোড়ার পিঠে আসিন আরেকটি তরুণের ঠিক পেছনে রয়েছে যে তার বাম পাশে সমান্তরাল ভাবে গাথা আরেক সারি বর্শার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তারা দুজন তৃতীয় আরেকজন তরুণের তুলনায় এগিয়ে আছে যে খোসরুর ডান পাশে রয়েছে। তৃতীয় তরুণটি অবশ্য ইতোমধ্যে একজোড়া বর্শা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং নিজ ঘোড়াটিকে সেগুলির মধ্য দিয়ে পুনরায় চালিত করার চেষ্টা করছে। এক মিনিট পর সমাপ্তি লাইন অতিক্রম করার সময় খোসরু তার ঘোড়াটির ঘাড় কিছুটা সামনে অগ্রসর রাখতে সক্ষম হলো। ঘোড়াটির মাথা তখন নিচু হয়ে ছিলো এবং সেটার শ্বাস ফেলার ধাক্কায় ধূলো উড়ছিলো।

সেলিম যখন রাজধানী ছেড়ে এলাহাবাদ সহ অন্যান্য জায়গায় দুই বছর পার করেছে সেই সময়ের মধ্যে তার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি কতোই না বদলে গেছে। সে যখন রাজধানী ত্যাগ করে খোসরু তখনো বালক। কিন্তু বর্তমানে সে সতেরো বছর বয়সী একজন তরুণ।

নিজ পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় খোসরু বা পারভেজকে সঙ্গে নিতে না পারার জন্য তার এখন আফসোস হচ্ছে। ছোট্ট খুররমকে সাথে নেয়া আরো বেশি কঠিন হতো যে এখন তেরো বছরে পদার্পণ করেছে। জন্মের পর থেকে অধিকাংশ দিনই সে তার দাদার সংগে কাটিয়েছে এবং সাধারণত রাত্রে দাদার কক্ষেই ঘুমাতো। এমনকি এখনোও তারা দুজন দশ গজ দূরে একত্রে দাঁড়িয়ে আছে। উভয়েই খোসরুকে লক্ষ্য করে জোরালো হাততালি প্রদান করছে যে ঘোড়া থেকে নেমে লম্বা লম্বা পা ফেলে আকবরের দিকে এগিয়ে আসছে। আকবরের হাতে একটি রত্নখচিত হাতল বিশিষ্ট অশ্বচালনার চাবুক দেখা যাচ্ছে যেটা তাঁর জ্যেষ্ঠ নাতির বিজয়ের পুরষ্কার।

দৃশ্যটি পারিবারিক সম্প্রীতির কততইনা মনোহর চিত্র, সেলিম ভাবলো। সে অনেক দীর্ঘ সময় গোটা পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো। দ্রুত হেঁটে সেলিম তার বাবার কাছে পৌঁছালো, তখন আকবরের বাড়িয়ে ধরা হাত থেকে খোসরু তার পুরস্কার গ্রহণ করছে। খুব ভালো খেলা দেখিয়েছো খোসরু। আমি তোমার বয়সে ঘোড়া চালনায় যতোটা পারদর্শী ছিলাম তুমিও সেই দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। আমি প্রার্থনা করি তোমার এই দক্ষতা বজায় থাকুক এবং তোমার অর্জিত অন্যান্য সূক্ষ গুণাবলী গুলিও, যে বিষয়ে তোমার শিক্ষকগণ আমাকে অবহিত করেছে। কোনো দুর্বলতা সৃষ্টিকারী নেশা, বদঅভ্যাস বা লালসার প্রভাবে তোমার গুণগুলি নষ্ট হতে দিও না, আমাদের পরিবারের কিছু সদস্য যেমনটা করেছে, আকবর বললেন।

আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি দাদা আমি তেমন কিছু করবো না, খোসরু উত্তর দিলো, সরাসরি তার দাদার দিকে তাকিয়ে। সেলিম অনুভব করলো তার বয়স যখন খোসরুর সমান ছিলো তখন সে আকবরের কাছ থেকে এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেনি।

তুমি খুব ভালো ঘোড়া চালাও খোসরু। আমিও তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, সেলিম এই প্রথম মুখ খুললো।

ধন্যবাদ বাবা। আমি সেই সময়টিতেই ঘোড়া চালনায় এতো দক্ষ হয়ে উঠেছি যখন তুমি রাজধানীতে ছিলে না।

খোসরু আর খুররম, তোমরা দুজন কি আমার সঙ্গে আমার যুদ্ধহাতিগুলি পরিদর্শন করতে যাবে? আকবর জিজ্ঞাসা করলেন। আমার কিছু চমৎকার জানোয়ার আছে। খোসরু, আমি জানি তুমি নিজে বাচ্চা হাতিদের একটি আকর্ষণীয় আস্তাবল গড়ে তুলেছে। আমার মাহুতদের প্রশিক্ষণ কৌশল দেখে তুমি অনেক কিছু শিখতে পারবে।

সেলিমের উভয় পুত্রই উৎসাহের সঙ্গে মাথা নাড়লো এবং দাদাকে অনুসরণ করে তার হাতিশালের দিকে অগ্রসর হলো। অবুঝ মানসিকতায় সেলিমের চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করলো, বাবা তোমার হাতিগুলির তুলনায় আমার সংগ্রহের হাতিগুলি অনেক উন্নত মানের। কিন্তু সে কিছুই বললো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে দেখলো তার তিনজন অতিঘনিষ্ট পুরুষ আত্মীয় তার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। তার বাবা ইচ্ছাকৃত ভাবে

তাকে সঙ্গে যাবার প্রস্তাব করলেন না। কিন্তু বাবা যে তাকে উপেক্ষা করলেন সেটা কি তার পুত্রদ্বয় বিশেষ করে খোসরু উপলব্ধি করতে পেরেছে?

*

দুই মাস পরের ঘটনা। সেলিম এবং সুলায়মান বেগ, দুজনে সেলিমের কক্ষে রয়েছে। সেলিম সুলায়মান বেগেকে লক্ষ্য করে প্রায় চিৎকার করে উঠলো, কি বললে? তুমি ভুল শোননি তো?

মোটেই না। কুচকাওয়াজের মাঠে অনুশীলন শেষে সেনাপতিরা যে নির্দিষ্ট হাম্মাম খানায় গোসল করে আমি সেখানে ছিলাম। গোসল শেষে আমি যখন পার্শ্ববর্তী কক্ষে পোশাক পড়ছিলাম তখন দুজন সেনাকর্তা হাম্মামে প্রবেশ করে। আমি তাদের দেখতে পাইনি এবং তারাও আমার উপস্থিতি টের পায়নি। গোসলের পানি পড়ার শব্দের মধ্যেও আমি তাদের আলাপ পরিষ্কার শুনতে পাই। প্রথম জন জিজ্ঞাসা করছিলো, তুমি কি এটা শুনেছ যে সম্রাটের কিছু সভাসদ সেলিম বা দানিয়েলের পরিবর্তে খোসরুকে তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করতে অনুরোধ করেছে? এবং দ্বিতীয় জন উত্তর দেয়, না এমন কিছু আমি শুনিনি, কিন্তু আমি প্রস্তাবটির তাৎপর্য বুঝতে পারছি। দানিয়েল একজন অকর্মণ্য মাতাল এবং সেলিমের মাঝে আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তির অভাব রয়েছে যার ফলে সে যে কোনো মুহূর্তে তার পুরানো অভ্যাসে ফিরে যেতে পারে।

সেলিমের চেহারা ক্রোধে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো তবে মুখে সে কিছু বললো না। সুলায়মান বেগ বলে চললো, এবার প্রথম জন আবার কথা বললো। সত্যিই তাই। তবে পরিস্থিতি যেদিকেই গড়াক না কেনো সেলিমকে তার অস্থাভাজন লোকদেরকে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী পদগুলিতে প্রতিস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে তার বিশ্বাসঘাতকতা মূলক বিদ্রোহে যারা তাকে অনুসরণ করেছিলো তাদেরকেই তার নির্বাচন করতে হবে। আমাদেরকে নয় যারা তার বাবার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছি। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো যদি আবুল ফজলের পরিণতি আমাকে বরণ করতে না হয়। প্রথম জনের এই বক্তব্যের পরপরই আরো কিছু সেনাকর্তা হাম্মাম খানায় প্রবেশ করে এবং ঐ দুজনের কথোপকথন বন্ধ হয়ে যায়।

সেলিম চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারলো না, এ সময়টি তার ব্যয় হলো নিজের আবেগের মাঝে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য। এলাহাবাদের অবস্থান করার সময় সবচেয়ে গুরুতর যে আশঙ্কা তার মনে সৃষ্টি হয়েছিলো তা হলো আকবর হয়তো তার নাতিদের একজনকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করবেন, কিন্তু এই চিন্তা খুররমকে ঘিরে কেন্দ্রীভূত ছিলো যেহেতু তাঁকেই তিনি অধিক স্নেহ করেন। অন্যদিকে খুররমের অল্পবয়স বিবেচনা করে তার সেই চিন্তা খারিজও হয়ে যায়। কিন্তু খোসরুকে মনোনীত করার বিষয়টি বর্তমানে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। সে যথেষ্ট বড় হয়েছে এবং রাজধানীতে ফিরে আসার পর সেলিম লক্ষ্য করেছে খোসরুর আশেপাশে বেশ কিছু সহযোগিও জুটে গেছে যারা তার থেকে বয়সে সামান্য বড়। অবশেষে সেলিম জিজ্ঞাসা করলো, বিশ্বাসঘাতক নির্বোধেরা যে এমন সম্ভাবনার কথা আলোচনা করছে তা কি তুমি এবারই প্রথম শুনলে?

এমন সরাসরি ভাবে এবারই প্রথম। আবার যখন কথা বলা শুরু করলো তখন মনে হলো সুলায়মান বেগ কিছুটা অস্বস্তিবোধ করছে, কিন্তু তুমি যদি ক্ষমতা লাভ করো তাহলে তাদের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে অনেকে আশঙ্কা করছে এটা আমি শুনেছি। তোমার এবং তোমার বাবার মাঝে যে ফাটল তৈরি হয়েছে সকলে তার দৈর্ঘপ্রস্থ পরিমাপ করার চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক এবং কীভাবে তা জোড়া লাগবে সেটাও তাঁদের ভাবনার বিষয়। এর উপর ভিত্তি করেই তারা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা স্থির করতে চায়।

আমি এই সব জল্পনাকল্পনাকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে দিতে চাই না, সেলিম ক্রুদ্ধভাবে চিৎকার করে উঠলো এবং তার পাশের নিচু টেবিলের উপর রাখা একটি রত্নখচিত থালা প্রচণ্ড জোরে দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারলো।

শান্ত হও, সুলায়মান বেগ বললো। নিজেদের কিসে মঙ্গল হবে তা নিয়ে মানুষ চিন্তাভাবনা করবেই, এটাই মানুষের স্বাভাব। তোমার পক্ষে তাতে বাধা দেয়া সম্ভব নয়। তবে তোমাকেও তোমার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তোমার সৎগুণাবলী এবং যোগ্যতা সম্পর্কে আরো বেশি মানুষের মনে আস্থা সৃষ্টি করতে হবে।

হয়তো তোমার কথাই ঠিক, সেলিম বললো, তার ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব, আমিতো অনেক দিন রাজসভা থেকে বিচ্ছিন্ন। ছিলাম?

সকলের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করো যে তুমি তাদের অতীতের ভুল ত্রুটি ভুলে যেতে প্রস্তুত।

এর জন্য যদি আমি আমার বাবার কিছু উপদেষ্টার পুত্রদের আমার নিজের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেই তাহলে কাজ হতে পারে, কি বলো?

সেটা করলে আমাদের দলে গুপ্তচর ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং বিরোধও সৃষ্টি হতে পারে।

তা হয়তো ঠিক, কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে আমাদের লুকানোর কিছু নেই। এলাহাবাদ থেকে ফিরে আসার পর আমি তেমন কিছু কি করেছি? ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করা ছাড়া এবং বাবার প্রতিটি তুচ্ছ আদেশ উৎসাহের সঙ্গে পালন করা ছাড়া আমিতো আর কিছু করিনি। আমি আমার আবেগকে রুদ্ধ করে রেখেছি। দুই একটা ক্ষোভের কথা কেবল তোমার কাছে প্রকাশ করেছি যেমন বাবা এখনোও আমাকে তেমন কোনো ক্ষমতা দিচ্ছেন না বা সেনাবাহিনীর কোনো উচ্চ পদ প্রদান করছেন না।

তোমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরো অধিক নিশ্চিত হওয়ার আগে বৃহৎ সেনাবাহিনীর দায় দায়িত্ব তোমাকে প্রদান না করার জন্য তোমার বাবাকে ক্ষমা করা যায়।

তার পক্ষে এমন আচরণ করাই স্বাভাবিক, আমি বুঝতে পারছি, সেলিম উত্তর দিলো, রাগ সরে গিয়ে এখন তার চেহারায় অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠেছে। তারপর ভ্রূজোড়া সামান্য

কুচকে সে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি নিশ্চয়ই মনে করো না বাবা আমাকে বঞ্চিত করে আমার পুত্রের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন?

সত্যি কথা বলতে কি, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই...যদিও বর্তমানে তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে, তবুও এখনো তিনি একজন চতুর এবং জটিল মানুষই রয়ে গেছেন। এখন তিনি নিজের মনোভাব গোপন রেখে তার আশেপাশের মানুষদের উদ্দেশ্য এবং উদ্বেগ আঁচ করতে পারেন। সম্ভবত ইচ্ছা করেই তিনি খোসরুকে সামান্য মৌন সমর্থন প্রদান করছেন এটা ভেবে যে তুমি সেটা বুঝতে পারবে। তিনি হয়তো আশা করছেন এর ফলে তোমার উপর চাপ সৃষ্টি হবে এবং তুমি পরিশীলিত জীবন যাপনের ব্যাপারে আরো বেশি সতর্ক হয়ে উঠবে।

এ ধরনের ঠাণ্ডা ষড়যন্ত্র করাই তার স্বভাব, সেলিম আবার চিৎকার করে উঠলো। তিনি এখনোও আমার অনুভূতির প্রতি উদাসীন। খোসরু যখন জানতে পারবে তাকে উত্তরাধিকার প্রদানের বিষয়ে প্রস্তাব উঠেছে তখন তার মনে অবাস্তব আকাক্ষা সৃষ্টি হবে।

তাহলে তুমি এখন কি করবে?

বাইরে বাইরে আমি এমন ভাব দেখাবো যে আমি এই সব গুজবে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছি না এবং দায়িত্বশীল সন্তানের মতো আচরণ করবো। কিন্তু গোপনে আমি আরো বেশি লোককে আমার দলে টানার চেষ্টা করবো এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে আমি ক্ষমতায় গেলে তাঁদের ব্যাপক ভাবে পুরস্কৃত করবো। সেই সঙ্গে এটাও নিশ্চিত করবো যাতে প্রয়োজন

দেখা দিলে পর্যাপ্ত সংখ্যক সেনাকর্তা এবং সশস্ত্র সৈন্য আমার স্বপক্ষে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে তোমার সাহায্য প্রয়োজন। তুমি আমার তুলনায় অনেক খোলামেলা ভাবে কথা বলতে পারো।

আপনি আমার সাহায্য পাবেন জাঁহাপনা।

এদিকে আমি চেষ্টা চালাবো খোসরুর মানসিকতা এবং আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ধারণা পেতে...

*

সেলিম সময় নষ্ট না করে একদিন পরেই খোসরুর সঙ্গে নিজের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলো। তীর ছোঁড়ার অনুশীলনের স্থানে পিতাপুত্র মিলিত হলো। তুমি আজ আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আমি খুব খুশি হয়েছি, ধনুকে তীর পড়াতে পড়াতে সেলিম মন্তব্য করলো। তারপর খড়ের মনুষ্য আকৃতির লক্ষ্যবস্তুর দিকে সতর্কভাবে তাক করে তীর ছুড়লো। তীরটি লক্ষ্যবস্তুর বুকে বিদ্ধ হলো।

ভালো লক্ষ্যভেদ করেছো বাবা, খোসরু বললো, তারপর নিজের ধনুকে তীর পড়িয়ে ছুড়লো। খোসরুর তীরটি সেলিমের তীরটি থেকে এক ইঞ্চি দূরে বিদ্ধ হলো। তারপর ধনুক নামিয়ে মন্তব্য করলো, তোমার সঙ্গে সময় কাটাতে আমারও ভালো লাগে।

খুব ভালো। আমরা দীর্ঘ দিন পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছি। আমি চাই না তুমি এমন ভাবো যে এলাহাবাদে এতোগুলি মাস অতিবাহিত করার সময় তোমার কথা আমার স্মরণ ছিলো না।

আমি এমনটা ভাবিনি।

আমি যা করেছি তা সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এবং তোমাদের জন্য করেছি।

খোসরু একটি হতাশ হাসি প্রদান করলো। কিন্তু বর্তমানে সাম্রাজ্য শাসন করছেন আমার দাদা। আল্লাহর কৃপায় তিনি স্বর্গে গমন করে তার পুরষ্কার প্রাপ্তির আগে আরো দীর্ঘ সময় এভাবে শাসন করুন আমি এই কামনা করি। এই সময়ের মধ্যে আমাদের কার ভাগ্যে কি ঘটবে তা কে বলতে পারে। তুমি কি বোঝাতে চাইছো? সেলিম জিজ্ঞাসা করলো, তার গলার স্বর তীক্ষ্ম। শোনালো। সেই সঙ্গে ধনুক তুলে আবার সে তীর ছুড়লো।

আমি কেবল বোঝাতে চেয়েছি দাদার শাসনামলের বাকি সময়টায় কি ঘটবে তা আমাদের পক্ষে আগে থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আমরা সকলেই মরণশীল। আমরা যদি বেঁচেও থাকি সময় আমাদেরকে ঠিকই বদলে দেবে এবং আমাদের সম্পর্কে অন্যদের ধারণাও পাল্টাবে। এবার খোসরু তীর ছুড়লো। তার ছোঁড়া তীরটি সেলিমের শেষের তীরটিকে দুভাগ করে খড়ের মানুষের দেহে ঢুকে গেলো। বিষয়টি কি কোনো দৈবদুর্ঘটনা নাকি কোনো অশুভ সংকেত? সেলিম ভাবলো। নিজে থেকেই তার মনে

পড়ে গেলো সেই সুফি সাধকের সতর্কবাণী, তার পুত্রদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার কথা। ধনুকে আরেকটি তীর পড়িয়ে সে ছুড়লো যেটা খড়ের মানুষের গলায় বিদ্ধ হলো। তোমার কথা ঠিক, আমাদের জীবন ঐশ্বরিক নির্দেশনায় চালিত হয়। কিন্তু আমাদেরকে প্রাকৃতিক নিয়মও মেনে চলতে হয় যেখানে পুত্ররা পিতার মৃত্যুর পর নিজেদের দায়িত্ব ও পদমর্যাদা অধিকার করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। আমরা কেউই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটুক তা আশা করি না।

খোসরু এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো, তারপর খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, আমিও চাই সবকিছু স্বাভাবিক ভাবে চলুক। আমি এটাও বিশ্বাস করি যে আমরা সকলে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল।

তাদের তীর ধনুকের অনুশীলন অব্যাহত থাকলো, পিতা পুত্র নিজেদের বক্তব্যকে সংঘর্ষের দিকে গড়াতে না দিয়ে রাজপ্রাসাদের দৈনন্দিন বিষয়াদির দিকে তাদের আলাপকে কেন্দ্রীভূত করলো। যাইহোক, অনুশীলন শেষে সেলিম যখন তার তীরধনুক গোলাপকাঠের বাক্সে ভরতে লাগলো এবং খোসরু উঠান পার হয়ে তার দাদার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য হাতিশালের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো, তখন সেলিম অনুভব করলো তার তেজস্বী জ্যেষ্ঠ পুত্রের মাঝে উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুন ইতোমধ্যেই প্রজ্জলিত হয়ে গেছে, তাতে তার পিতার কোনো ভূমিকা থাকুক বা না থাকুক। এখন তাকে একাধারে তার সমর্থকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং শত্রুদের প্রশমিত করতে হবে। সব কিছুর উপরে তার বাবাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এর জন্য নিজের সত্যিকার ইচ্ছা গুলিকে দমন করতে হলেও কিছু যায় আসে না। সেটা তার জন্য

কিছুটা কষ্টকর হবে কিন্তু বিনিময়ে যে সিংহাসন সে। লাভ করবে তার তুলনায় এই কষ্ট খুবই তুচ্ছ।

*

সেলিম এবং আকবর উভয়ের গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তাঁদের সম্মুখে মৃতদেহের খাঁটিয়াটি আগ্রাদুর্গের পাশ্ববর্তী একটি দ্বার দিয়ে বয়ে নিয়ে একটি ফুলে ঢাকা সাধারণ শবযানের উপর স্থাপন করা হলো। তারপর শবানটিকে ঠেলে নৌকায় উঠান হলো। যমুনা নদী পথে মৃতদেহটি দিল্লীতে নিয়ে হুমায়ূনের পাশে দাফন করা হবে। হামিদার মৃত্যু শোক যেভাবে পিতাপুত্রকে একত্রিত করেছে তা প্রত্যক্ষ করতে পারলে স্বয়ং হামিদা অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। তিনি খুব কোমল ভাবে তার আটাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুর কোলে শায়িত হয়েছেন মাত্র কয়েক দিন অসুস্থ থাকার পর। প্রথমে যা সামান্য কাশি দিয়ে শুরু হয়েছিলো তাই শেষ পর্যন্ত মারাত্মক কিছুতে পরিবর্তিত হয়।

সেলিম এবং আকবর হামিদার নিচু বিছানার দুপাশে বসেছিলো যখন তিনি তাদের কাছ থেকে বিদায় নেন। বুকে জমে উঠা কফের কারণে তিনি ফিসফিস করে বলছিলেন তারা যেনো পরস্পরকে ভালোবাসে যেমনটা তিনি তাদেরকে বেসেছেন। তার জন্য না হলেও সাম্রাজ্যের স্বার্থে যেনো তারা তার শেষ ইচ্ছাটি রক্ষা করে সেই অনুরোধও তিনি করেন। হামিদার অনুরোধে আকবর এবং সেলিম তার দুর্বল দেহেরে উপর দিয়ে নিজেদের হাত প্রসারিত করে পরস্পকে ধরে তাঁর আদেশ পালনের ব্যাপারে সম্মত হয়। এর কয়েক মিনিট পরেই জানালা দিয়ে পৌঁছানো কোমল জ্যোছনার আলোতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর

শেষ কথা গুলি ছিলো, তারাদের মধ্য দিয়ে স্বর্গে তোমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমি আসছি হুমায়ুন।

নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যুদ্ধ করতে করতে সেলিম অনুমান করার চেষ্টা করলো তার বাবার মনের অবস্থা এখন কেমন। কয়েক মাস আগে দাদী গুলবদনের মৃত্যু হয়েছে আর এখন হামিদাও চলে গেলেন। বাবা কি এখন তাঁর নিজের মরণশীলতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছেন? তিনিই এখন তাঁর পরিবারের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য-অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই তিনি পরিবার প্রধানের ভূমিকা পালন করে আসছেন। তিনি আজ তাঁর সেই মাকে হারালেন যিনি তাঁকে শৈশবের নানা প্রতিকূলতা এবং মৃত্যু ঝুঁকি থেকে রক্ষা করেছিলেন। আকবরের প্রতি হামিদার ভালোবাসা ছিলো নিঃস্বার্থ যেমনটা সেলিমের প্রতিও। সেই জন্য সেলিম তাঁর অভাব তীব্র ভাবে অনুভব করবে।

কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এবং অসময়ে বুড়িয়ে যাওয়া দানিয়েলের দিকে তাকালো সেলিম। সে তার পিতার আরেক পাশে রয়েছে। এখনোও টিকে থাকা তার একমাত্র সম্ভাইটি এক ঘন্টা আগে রাজধানীতে এসে পৌঁছেছে। আকবরের নির্দেশে ফতেহপুর শিক্রির কাছে অবস্থিত একটি বিচ্ছিন্ন রাজপ্রাসাদ বর্তমানে তার আবাস। তার সমস্ত দেহ থর থর করে কাঁপছে। সেলিম অনুমান করলো এই কম্পন হয় অতিরিক্ত মদ্য পানের জন্য অথবা মদের অভাবে সৃষ্টি হচ্ছে। তবে অবশ্যই তা শোকের জন্য নয়। তারপর সেলিম তার নিজের তিন পুত্র খোসরু, পারভেজ এবং খুররম এর দিকে তাকালো যারা দানিয়েলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তারা সম্ভবত তার নিজের বা আকবরের মতো

শোকাহত হয়নি। কারণ তারা তার মতো দীর্ঘসময় ধরে হামিদার আদরস্নেহ পায়নি এবং তার মতো তাঁকে চিনতেও পারেনি।

হামিদা তাকে বুঝতেন। তার মদ্যপান, ওপিয়াম সেবন, তার কামনাবাসনা কিছুই তার অজানা ছিলো না। শুধু তাই নয় তার অল্পতেই রেগে উঠা, তার ধৈর্যহীনতা এবং অনিয়ন্ত্রিত প্রতিশোধ পরায়ণতা বিশেষ করে আবুল ফজলের ব্যাপারে প্রভৃতি কিছুই তার অজানা ছিলো না। যাইহোক, এই সব দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি তার উপর আস্থা হারাননি। সেলিম আকবরের অশ্রুভেজা মুখের দিকে তাকালো এবং নিজের অজান্তেই তাঁর কোনোই স্পষ্ট করলো তাঁর শোকের সমব্যথি হিসেবে। অত্যন্ত ধীর এবং শোকাবহ লয়ে ঢাক পেটানো শুরু হলো যখন হামিদাকে বহনকারী খাঁটিয়াটি নৌকায় তোলা হলো। প্রিয় মাকে শেষ বিদায় জানানোর বেদনাবিধূরক্ষণে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তার বাহু আকড়ে ধরে থাকার সুযোগ দিলেন।

*

সুলায়মান বেগ, তোমার হাত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কি ব্যাপার? সেলিম বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো সুলায়মান বেগ তার কক্ষে প্রবেশ করতেই।

উত্তরাধিকারের ব্যাপারে সামান্য কথা কাটাকাটির পরিণতি, তেমন গুরুতর কিছু নয়।

কাছে এসো, আমাকে দেখতে দাও। হেকিমকে ডাকার প্রয়োজন আছে বলে মনে করো?

আছে বোধহয়, গেলোই করার দরকার হতে পারে। সুলায়মান বেগ তার বাহুটি সেলিমের সামনে ধরলো এবং সেলিম তার জোব্বা ছিঁড়ে বাধা পটিটা সাবধানে খুলে ক্ষতটা উন্মুক্ত করলো। কনুই এর উপর তিন ইঞ্চি লম্বা জায়গা ধারাল ফলার আঘাতে চিড়ে গেছে। সেলিম যখন তার গলায় বাধা রুমালটি খুলে ক্ষতের উপর জমে থাকা রক্ত মুছলো দেখা গেলো সামান্য চর্বি এবং মাংসপেশি উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে তবে ক্ষতটি হাড় পর্যন্ত গভীর নয়।

ক্ষতটি পরিষ্কার, বেশি গভীর নয় কিন্তু হেকিমের সাহায্য দরকার হবে। অনেক রক্ত বেরুচ্ছে। হাতটি মাথার উপর উঁচু করে ধরো যাতে কম রক্ত বের হয়, আমি আবার পট্টি বেধে দিচ্ছি। সুলায়মান বেগের হাতে নিজের রুমাল প্যাচাতে প্যাচাতে সেলিম উচ্চ স্বরে তার একজন পরিচারককে ডাকলো হেকিমকে খবর দেয়ার জন্য। তারপর অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে সুলায়মান বেগকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, কি হয়েছে আমাকে সব খুলে বলো। উত্তরাধিকার সম্পর্কিত তর্ক বলতে তুমি কি বুঝিয়েছো?

প্রাসাদের উঠানে আড্ডারত খোসরুর একদল তরুণ অনুগামীর পাশ দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। সে সময় তাঁদের একজন আমি যাতে শুনতে পাই তেমন উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল, ঐ যে আমাদের সুলায়মান বেগ যাচ্ছে। আমার ওর জন্য করুণা হয়। সে সিংহাসনের ভুল উত্তরাধিকারীকে সমর্থন করছে। খোসরুর বিদ্রোহী বাবার পরিবর্তে খোসরু যখন সিংহাসনে বসবে তখন ওর ভাগ্যে জুটবে কাঁচকলা। হয়তো তখন আমাদের একজন তাকে আমাদের খেদমতগার বানাবো কিম্বা বাবুর্চি। সে নিশ্চয়ই সুরা

পরিবেশনের ব্যাপারে অনেক অভিজ্ঞ কারণ সেলিমের জন্য তাকে অনেক ঢালতে হয়েছে।

আমি বুঝতে পারছিলাম আমাকে উত্তেজিত করার জন্যই ওরা এমন বিদ্রূপ করছে কিন্তু আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। আমি ঘুরে দলটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, যে মন্তব্যটি করেছিলো তার গলা আকড়ে ধরে তাকে পার্শ্ববর্তী থামের সঙ্গে চেপে ধরে বললোম তার বক্তব্যটির পুনরাবৃত্তি করতে। সে অস্পষ্ট স্বরে বললো আমাদের প্রজন্মের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সম্রাটের মৃত্যুর পর আমাদেরকে কেউ পাত্তা দিবে না। তখন ওদের মতো তরুণরাই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হবে।

তখন আমি তার গলাটা আরো জোরে চেপে ধরে বললোম যদি সাহস থাকে তাহলে আবার আমাকে তার খেদমতগার হওয়ার প্রস্তাব দিতে। সে কিছু বললো না। আমি আরো বেশি জোরে চাপ দিলাম। তার চেহারা তখন বেগুনি বর্ণ ধারণ করতে লাগলো এবং তার চোখ দুটি কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো। আর এক মিনিট ওভাবে চেপে ধরে থাকলে ও মারা যেতো। হঠাৎ আমার বাহুতে তীক্ষ্ম হুল ফোঁটার মতো ব্যথা অনুভূত হলো। দেখলাম দলের অন্যদের তুলনায় সাহসী একটি তরুণ তার বন্ধুকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য আমার হাতে খঞ্জর দিয়ে পোচ মেরেছে। এক মুহূর্তের জন্য আক্রমণকারীর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো, আমরা উভয়েই ঘটে গেলো সেই সম্পর্কে শঙ্কিত এবং সে বিষয়েও যা ঘটতে পারতো...তারপর খোসরুর পাজী সমর্থক গুলি সেখান থেকে দৌড়ে পালালো সেই সঙ্গে তাদের বাঁচাল সঙ্গীটিকেও টেনে নিয়ে গেলো

যে তখনো শ্বাস কষ্টে ভুগছে। তার গলার ব্যথা সারতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে এবং এরপর থেকে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি বিরুপ মন্তব্য করার আগে সে দুবার চিন্তা করবে।

আমি হলে তোমার মতো এতো ধৈর্যশীল আচরণ করতে পারতাম না, সেলিম বললো। খোসরুর অনুসারীদের সাহস দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাদের অহমিকা এবং উদ্ধত আচরণ সীমা অতিক্রম করে গেছে। তারা এখন প্রকাশ্যে খোসরুর গুণাবলী সমূহ এবং তাঁর শাসন করার যোগ্যতা সম্পর্কে প্রচারণা চালাচ্ছে। দানিয়েলের মৃত্যুর পর এখন যখন আমি বাবার একমাত্র উত্তরসূরি বলে বিবেচিত হচ্ছি তখন এক প্রজন্ম উপেক্ষা করে আমার নিজ পুত্রকে সিংহাসনের দাবিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। কতো বড় সাহস যে তারা তোমাকে আক্রমণ পর্যন্ত করেছে। পরিস্থিতি দেখে আমার মনে হচ্ছে তারা নিজেদের সামর্থ যাচাই করার চেষ্টা করেছে অথবা আমাকে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রলুব্ধ করতে চাইছে যাতে করে আমি বাবার বিরাগভাজন হই।

স্বয়ং সম্রাট তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেনো?

ঠিক জানি না। দাদী এবং দানিয়েলের মৃত্যুর পর থেকে মনে হচ্ছে খুব দ্রুত তাঁর বয়স বেড়ে চলেছে। হঠাৎ করে এখন তাকে সত্যি সত্যিই বাষট্টি বছর বয়সের বুড়োর মতো লাগে এবং তার পাকস্থলীর সমস্যাটি এখন ঘন ঘন তাকে আক্রমণ করছে। বর্তমানে তার সবচেয়ে বেশি মনোযোগ খুররমের দিকে। তিনি তার সামর্থ এবং গুণাবলীগুলি

যাচাই করতেই বেশি ব্যস্ত। যেভাবে তিনি তাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তেমনটা নিজের ছেলেদের বা তার অন্যান্য নাতিদের কখনোও দেননি।

মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তিনি ইচ্ছা করে খোসরু এবং তার অনুসারীদের তাদের সামর্থ জাহির করার সুযোগ দিচ্ছেন এটা দেখার জন্য যে তারা আমাদের বিপরীতে কতোটা জনসমর্থন লাভ করতে পারে।

হয়তো তাই। তবে এ ব্যাপারে আমি খুশি যে আবুল ফজলের সুপারিশে পদন্নোতি পাওয়া কিছু বয়স্ক সভাসদ খোসরুর দলের উদ্ধত আচরণে বিরক্ত হয়ে আমার প্রতি তাদের সমর্থন প্রদান করছে। হয়তো, আমি যতোটা মনে করি বাবা তার তুলনায় অনেক বেশি বিচক্ষণ এবং সবদিক বিবেচনা করেই তিনি তার উত্তরাধিকারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

আমি তোমার সঙ্গে একমত। যদিও ম্রাট শারীরিক ভাবে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছেন কিন্তু তার বিচারবুদ্ধিকে ছোট করে দেখা উচিত নয়।

*

কি ব্যাপার খুররম? নিজের সর্বকনিষ্ঠ পুত্রকে উঠান পার হয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সেলিম বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, সে এবং সুলায়মান বেগ তখন দাবা খেলছিলো।

দাদা তোমার এবং খোসরুর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধহাতি দুটির লড়াই দেখতে চান। তিনি মনে করেন এ ধরনের লড়াই তার সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভে সহায়ক হবে।

সেলিম এবং সুলায়মান বেগ পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলো। কখনো? আজ বিকেলে, পরিবেশ যখন কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। দাদা আরো বলেছেন দুর্গের সামনে যমুনার তীরে লড়াইটির আয়োজন করতে যাতে তিনি ঝরোকা বারান্দায় বসে তা দেখতে পান।

তোমার দাদাকে গিয়ে বলল আমি তার প্রস্তাবে অত্যন্ত খুশি হয়েছি এবং আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় হাতি পৃথ্বী কম্পককে লড়াই এ নামাবো।

ঠিক আছে বাবা।

তোমার ভাই এর সঙ্গে কি তোমার কথা হয়েছে?

আজকে দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসে খোসই এই লড়াই এর আবেদন উত্থাপন করে। অল্পদিন আগে বাংলা থেকে আমদানী করা দামোদর নামের তার একটি দৈত্যাকার হাতি সম্পর্কে সে খুব প্রশংসা করছিলো। সে বলেছে দামোদর কখনোও লড়াই এ পরাজিত হয়নি।

লড়াইটা তাহলে ভালোই জমবে। কারণ পৃথ্বী কম্পকও আগে কখনোও পরাজিত হয়নি। সেলিম তার পুত্রের দিকে তাকিয়ে হাসলো, কিন্তু যেই খুররম প্রস্থান করলো ওমনি তার হাসি অপসারিত হলো। খোসরু উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই লড়াই এর ফন্দি এটেছে, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত। সে সমগ্র রাজসভার সম্মুখে আমাকে পরাজিত করতে চায়।

হয়তো তাই। কিন্তু সে কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছে যে তার হাতি তোমার হাতিকে পরাজিত করতে পারবে?

তার অহংকারই তার মনে এমন ধারণা সৃষ্টি করেছে। অবশ্য যদি তার জয় নাও হয় সে সকলের সামনে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো যে তার এবং আমার মর্যাদা সমান এবং আমরা উভয়েই সম্রাটের আনুকূল্য প্রার্থী। অন্য যে কারো চেয়ে তুমি বিষয়টা বেশি বুঝো কারণ তুমি সেই ক্ষতটি বহন করছে। বিজয়কে সে মনে করবে তার প্রতি পূর্বাভাষ বা দৈবইঙ্গিত স্বরূপ।

তাহলে এখন তুমি কি করবে?

যথাসাধ্য চেষ্টা করবো যাতে আমার হাতিটি জয়ী হয়। আমার সবচেয়ে দক্ষ মাহুত সূরজ এবং বাসুকে খবর দাও। প্রস্তুতি নেয়ার জন্য আমাদের হাতে এখনোও কয়েক ঘন্টা সময় আছে।

*

হাতি লড়াই এর খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো এবং সময় যতোই কাছিয়ে আসতে লাগলো উৎসুক জনতা আগ্রাদুর্গের সম্মুখবর্তী উত্তপ্ত নদীপারে ভিড় জমাতে লাগলো। লড়াই এর জন্য দুইশ ফুট লম্বা এবং পঞ্চাশ ফুট চওড়া জয়গার চারদিক মাটি ভর্তি বস্তা ফেলে একজন মানুষের কাঁধ সমান উঁচু করা হয়েছে। ঘেরের পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তে হাতিদের প্রবেশের জন্য ফাঁক রাখা হয়েছে। ঘেরের মধ্যখানে আড়াআড়ি ভাবে ছয়ফুট উঁচু আরেকটি মাটির বাধ দিয়ে ঘেরটিকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

ঝরোকা বারান্দায় নিচু সিংহাসনে বসে থাকা আকবরের পিছনে সেলিম, খোসরু এবং খুররম দাঁড়িয়ে রয়েছে। আকবরের গায়ে কারুকাজ করা সূক্ষ্ম কাশ্মীরি পশমের শাল জড়ানো রয়েছে। নিচে উপস্থিত জনতার দিকে তাকিয়ে সেলিম লক্ষ্য করলো বেগুনি জোব্বা এবং রুপার সুতায় বোনা বস্ত্রের পাগড়ি পড়ে খোসরুর সমর্থকরা সেখানে হাজির হয়েছে। লাল এবং সোনালী পোষাক পরিহিত তার নিজের সমর্থকদেরও সেখানে দেখতে পেলো যাদের মধ্যে জাহেদ বাট রয়েছে যে তার দেহরক্ষীদের অধিনায়ক। সেলিম নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের দিকে এক পলক তাকালো। খোসরুকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে এবং সে আকবরকে কিছু বলতেই তিনি হেসে উঠলেন।

সম্রাট তার হাত উঁচু করলেন এবং তার সংকেত পেয়ে দুর্গপ্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে থাকা শিঙ্গা বাদক তার ছয়ফুট লম্বা ব্রোঞ্জের শিঙ্গাটি ঠোঁটে লাগিয়ে তিনটি সংক্ষিপ্ত আর্তনাদ তুললো। এটা হাতিমহল থেকে হাতি গুলিকে লড়াই এর স্থানের দিকে নিয়ে আসার সংকেত। নাকাড়ার (এক জাতীয় ঢোল) তালে তালে প্রথমে পনেরো ফুট উঁচু দামোদর

লড়াই এর ঘেরের দিকে এগিয়ে গেলো। তার গায়ে বেগুনি মখমলের আচ্ছাদন যাতে রুপালী পাড় লাগানো রয়েছে। তার বিশাল পা গুলিতে ঢিলা করে রুপার শিকল লাগানো রয়েছে যাতে হঠাৎ করে দৌড়দিতে না পারে। সেটার মাহুত ঘাড়ের উপর বসে আছে, তার হাতে হাতিটিকে নিয়ন্ত্রণ করার বাকানো ধাতব দণ্ড। দ্বিতীয় একজন মাহুত প্রথম জনের পিছনে বসে আছে। প্রথম জন যদি আহত হয় বা পড়ে যায় তাহলে সে হাতিটিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য দামোদরের কপাল এবং চোখের উপর উজ্জ্বল ইস্পাতের পাত পড়ানো হয়েছে। যেটা তার গুঁড়ের অর্ধেক পর্যন্ত বিস্তৃত। সেটার দাঁত গুলি সোনালী রঙ করা হয়েছে অগ্রভাগের কিছু অংশ ছাড়া। দুর্গ থেকে বেরিয়ে দামোদর যখন রাজকীয় ভঙ্গীতে লড়াই এর ঘেরের দিকে এগিয়ে গেলো খোসরুর সমর্থকরা সমস্বরে চিৎকার করে তাঁদের সমর্থন জানালো।

ঘাড় ফিরিয়ে সেলিম তার নিজের হাতিটির দিকে তাকালো- যোধ বাই এর বাবা হাতিটি তাকে উপহার দিয়েছেন। পৃথ্বী কম্পক ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। তার ঘাড়ের উপর সূরজ এর পিছনে বাসু বসে আছে। এই হাতিটির উচ্চতা খোসরুরটির তুলনায় প্রায় এক ফুট কম কিন্তু সেটার রুপালী রঙ করা দাঁত গুলি দামোদরের তুলনায় বড় এবং বেশি বাঁকানো। রাজপুতগণ তাদের হাতিগুলিকে উত্তম প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং পৃথ্বী কম্পক বহুবার নিজের নির্ভীকতা প্রমাণ করেছে।

যেই মুহূর্তে দামোদর এবং পৃথ্বী কম্পক ঘেরের মধ্যে তাদের স্ব স্ব স্থানে প্রবেশ করলো তখনই প্রবেশের ফাঁক গুলি মাটির বস্তা ফেলে বন্ধ করে দেয়া হলো। ওদিকে উভয় হাতির আচ্ছাদন সরিয়ে ফেলা হলো এবং সেগুলি পরস্পরকে লক্ষ্য করে ক্রুদ্ধ ভাবে শুর

বাজাতে লাগলো এবং মাথা দোলাতে লাগলো। সেলিমের হৃদস্পন্দর দ্রুততর হলো। সে খোসরুর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো সেও ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে কারণ তার বুক ঘন ঘন উঠা নামা করছে। নিজ পুত্র সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ কি ভুল? সত্যিই কি তার পিতার বিনোদনের জন্য এই লড়াই এর আয়োজন করা হয়েছে? কিন্তু যখন দেখলো আবার খোসর সামনে ঝুঁকে আকবরের কানে কানে ফিসফিস করছে, তখন সেলিম নিশ্চিত হলো যে তার পুত্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ সঠিক।

কয়েক জন তরুণ হাতি গুলির পায়ের নিচে ঢুকে শিকল গুলি খুলে নিচ্ছিলো। শিকল উন্মুক্তকারীরা লড়াই এর মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই খোসরুর হাতিটিকে মাঠের মধ্যবর্তী বাধের দিকে ছুটতে দেখে দর্শকরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল। দামোদর বাধের কাছে পৌঁছে উচ্চস্বরে শুর বাজিয়ে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে সামনের পা দুটি উপরে তুললো তারপর বাধটি ভেঙে ফেলার জন্য সেটার উপর সজোরে পা দুটি নমিয়ে আনলো। তারপর কিছুটা পিছিয়ে এসে পুনরায় অগ্রসর হওয়ার উদ্যোগ নিলো। ওদিকে বাধের অন্য পাশে অবস্থিত পৃথ্বী কম্পক সূরজ এর কোমল টোকার ইঙ্গিতে ধীরে বাধের কাছ থেকে পিছাতে লাগলো। সেলিম দেখলো খোসরু দাঁত বের করে হাসছে যখন দামোদর পুনরায় বাধটি ভাঙার চেষ্টায় এগিয়ে গেলো।

কয়েক মুহূর্ত পর ঘাড়ের উপর শক্তভাবে এঁটে থাকা আরোহীদের নিয়ে ক্রোধে ফুঁসতে থাকা দামোদর তার বিশাল থামের মতো পায়ের আঘাতে বাধের অবশিষ্টাংশ ভেঙে ফেললো। তারপর মাঠের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা পৃথ্বী কম্পককে আক্রমণ করতে এগিয়ে গেলো, তার পদাঘাতে চারদিকে মাটি বালু ছিটকে পড়তে লাগলো। সূরজ পৃথ্বী

কম্পককে তখনো স্থির রেখেছে, সেলিম এবং সে মিলে এমন পরিকল্পনাই করেছিলো যে প্রতিপক্ষকে প্রথমে তারা দ্রুত আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করবে। হাতির লড়াই এর বিষয়ে আগে থেকে কিছুই অনুমান করা যায় না তবে এটা একটি উত্তম কৌশল, সেলিম মনে মনে নিজেকে বললো। খোসরুর হাতির তুলনায় পৃথ্বী কম্পক ছোট তবে তার চলার গতি সেটার তুলনায় বেশি ক্ষিপ্র।

যখন দামোদর গুঁড় উঁচিয়ে দাঁতগুলিকে সমান্তরাল রেখে ভয়ংকর মৃত্যু দূতের মতো এগিয়ে এলো সেলিমের মনে হলো হয়তো সূরজ বেশি দেরি করে ফেলছে। কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে যখন মনে হলো দামোদর তাদের উপর আঘাত হানবে সূরজ চিৎকার করে নির্দেশ প্রদান করলো এবং পৃথ্বী কম্পকের ডান কাঁধে ধাতব দণ্ড দিয়ে টোকা দিলো। নির্দেশনা পেয়ে পৃথ্বী কম্পক দ্রুত একপাশে সরে গিয়ে দামোদরের আক্রমণ এড়ালো। একই সঙ্গে মাথা হেলিয়ে তার ঘষে ধারালো করা দাঁত দিয়ে অগ্রসরমান দামোদরের দেহের বাম পাশে গুঁতো দিলো। সঙ্গে সঙ্গে দামোদরের দেহে সৃষ্টি হওয়া ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। যেই দামোদর থমকে গেলো এবং শুর বাজিয়ে আর্তনাদ করতে লাগলো সূরজ তাকে ধাওয়া করলো। ঘেরে প্রবেশের পথ আটকানো মাটির বস্তার কাছে তারা দামোদরের নাগাল পেলো। দামোদরের মাহুত তখন চেষ্টা করছে তার আহত এবং ভীত হাতিটিকে শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এবং সে কোনো রকমে তাকে ঘুরিয়ে পৃথ্বী কম্পকের মুখোমুখী করতে পারলো।

তাঁদের মাহুতদের তাগিদে এবং উল্লাসিত জনতার চিৎকারের প্রভাবে হাতি দুটি কয়েক বার পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো এবং আবার সজোরে মাটির উপর পা

নামিয়ে আনলো। উভয়েই চেষ্টা করলো পরস্পরকে দাঁত বিদ্ধ করতে। কয়েক মুহূর্ত পর পৃথ্বী কম্পক সফল হলো দামোদরের ইস্পাতের আবরণের নিচের অংশের শুড় দাঁতের আঘাতে চিড়ে ফেলতে। তারপর, দামোদর যেই টলমল পায়ে পিছু হটলো, পৃথ্বী কম্পক এগিয়ে গিয়ে একটি দাঁত সেটার ডান কাঁধের গভীরে ঢুকিয়ে দিলো। খোসরুকে আর আগের মতো আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিলো না। পৃথ্বী কম্পকের জয় আর বেশি দূরে নয়, সেলিম ভাবলো। কিন্তু উন্মত্ত হাতি দুটি আবার যখন পরস্পরের কাছাকাছি হলো, দামোদরের মাহুত তার ধাতব দণ্ডটি হাতে সামনের দিকে ঝুঁকলো। তাকে দেখে মনে হলো সে নিজের হাতিটিকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে, কিন্তু হঠাৎ দামোদরের ঘাড়ে পেচিয়ে বাধা একটি চামড়ার ফালি আকড়ে ধরে সামনের দিকে হেলে পড়লো এবং তড়িৎ গতিতে হাতের দণ্ডটির বাঁকা অংশটি সূরজের এক পায়ে আটকে সজোরে টান দিলো। ভারসাম্য হারিয়ে সূরজ এক মুহূর্ত টলমল করলো, তারপর পৃথী কম্পকের ঘাড়ের উপর থেকে মাটিতে পড়ে গেলো। সেলিম যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেখান থেকে বুঝতে পারলো না সূরজের পরিণতি কি হলো কিন্তু উপস্থিত জনতা সমস্বরে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানালো।

লড়াই বন্ধ করতে বলো! আকবর আদেশ দিলেন।

কয়েক মুহূর্ত পর লড়াই এর ব্যবস্থাপনার নিয়োজিত লোকেরা ঘেরের মধ্যে জ্বলন্ত পটকা নিক্ষেপ করতে লাগলো হাতি দুটির মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য এবং তাদের পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্য। পটকার ঠাস ঠাস প্রচণ্ড শব্দ এবং ধোঁয়া দামোদরের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হলো না, সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তার ঘাড়ের উপর

তখনো আকড়ে থাকা আরোহীদের নিয়েই প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা মেরে ঘেরের দেয়াল ভেঙ্গে বেরিয়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ সরতে না পারা তিন জন দর্শক তার পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলো। আর আতঙ্কিত দামোদর নদীর পার দিয়ে ছুটতে লাগলো এবং ভীত দর্শকরা তার গতিপথ থেকে এদিক ওদিক ছুটে পালাতে লাগলো। তারপর সে নদীতে নেমে গিয়ে প্রায় মাঝ নদী বরাবর অগ্রসর হয়ে থমকে দাঁড়ালো এবং তার রক্তে নদীর পানি রক্তিম বর্ণ ধারণ করতে লাগলো।

ওদিকে ঘেরের ভিতর বাসু পৃথ্বী কম্পকের ঘাড়ের উপর দিয়ে ছেড়ে অগ্রসর হয়ে সূরজের বসার স্থানটি দখল করলো এবং পটকার শব্দ এবং দর্শকদের চিৎকার চেঁচামেচির মাঝেও হাতিটিকে শান্ত করতে সক্ষম হলো এবং সেটার চোখ দুটি একটি পট্টি দিয়ে ঢেকে দিলো। ঘেরের মধ্যবর্তী স্থানে তখন সূরজের পদদলিত দেহটি একটি রক্তাক্ত মাংস পিণ্ডের মতো পড়ে রয়েছে। সেলিম তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের দিকে ফিরে চিৎকার করে বলে উঠলো, তোমার মাহুত বুঝতে পেরেছিলো যে আমার হাতিটি জয়ী হতে যাচ্ছে তাই সে অসৎপন্থা অবলম্বন করে আমার মাহুতকে ফেলে দিয়ে একটি সাহসী লোকের অনর্থক মৃত্যু ঘটালো।

যা ঘটলো তা একটি দুর্ঘটনা। সেলিমের চোখের দিকে না তাকিয়ে খোসরু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো, তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠেছে।

তুমি ভালো করেই জানো তুমি মিথ্যা কথা বলছে। যেহেতু তোমার হাতি লড়াই এর ঘের ছেড়ে দৌড়ে পালিয়েছে তাই আমার মৃত মাহুতের নামে আমি বিজয় দাবি করছি।

কারো হাতি জয়ী হয়নি, লড়াই অমিমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। দাদা, আপনার কি মতো... খোসরু আকবরের কাছে সমাধান চাইলো কিন্তু সম্রাটকে অন্যমনষ্ক মনে হলো। তিনি তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং বারান্দার রেলিং ধরে একাগ্রচিত্তে নিচের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন, দুজন পরিচারক তাঁকে দুদিক থেকে ধরে রেখেছে। আকবর এতো মনোযোগ দিয়ে কি দেখছেন বোঝার জন্য সেলিমও এগিয়ে গেলো। দর্শকরা ঠেলাঠেলি করে সূরজের দেহাবশেষ দেখার চেষ্টা করছে পরিচারকরা যা একত্রে জড়ো করে খাঁটিয়ায় তুলে মাঠ থেকে বের করে নিচ্ছে। কিন্তু তখনই ক্রুদ্ধ হৈ-চৈ শোনা গেলো এবং সেলিম দেখলো তার এবং খোসরুর সমর্থকদের মধ্যে মারপিট শুরু হয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে সে দেখতে পেলো খোসরুর একজন পরিচারক কোমরে গোজা ছোরা টেনে বের করে তার একজন ভৃতের মুখে পোচ মারলো। দেখতে দেখতে আরো বেশি লোক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লো।

সেলিম! খোসরু! তোমাদের লোকেরা আমার সামনে এমন বিশ্রী ভাবে ঝগড়া মারামারি করার সাহস পেলো কীভাবে! তাঁদের উপর তোমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই? তোমাদের দুজনেরই লজ্জা হওয়া উচিত। আকবর ক্রোধে থর থর করে কাঁপছেন। খুররম, মনে হচ্ছে একমাত্র তোমার উপরই আমি আস্থা রাখতে পারি। এক্ষুনি আমার রক্ষীদের অধিনায়কের কাছে যাও এবং তাকে আদেশ দাও এই গোলযোগ বন্ধ করতে। আর একজন লোক যদি অস্ত্র তোলে তাকে গ্রেপ্তার করে চাবুক পেটা করতে বলো।

জ্বী দাদা, আমি যাচ্ছি, কথা গুলি বলে খুররম দৌড়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলো।

আর তোমরা, সেলিম এবং খোসরু, আমার সামনে থেকে দূর হও। তোমাদের দুজনের ব্যাপারেই আমি হতাশ হয়েছি।

খোসরু তখনই প্রস্থান করলো কিন্তু সেলিম ইতস্তত করতে লাগলো। তার আত্মপক্ষ সমর্থন করতে ইচ্ছা হলো, কিন্তু তাতে কি কোনো লাভ হবে? সে যাই বলুক না কেনো বাবার মনোভাব তাতে পরিবর্তিত হবে না। সে পিছন ফিরে এক পলক আকবরের দিকে তাকালো। কিন্তু আকবরের থমথমে চেহারায় তাকে সেখানে থাকতে বলার কোনো আভাস পাওয়া গেলো না- সেলিম ধীর পদক্ষেপে বারান্দা ত্যাগ করলো। শুধু সেই নয়, খোসরুও আকবরের অসন্তুষ্টির কিছুটা ভাগ পেয়েছে, একথা ভেবে সেলিম কিছুটা সান্ত্বনা পেলো। কিন্তু তারপর আরেকটি ভাবনা তার মনে আঘাত করলো। খুররমকে লক্ষ্য করে বাবা যে মন্তব্য করলেন সেটার তাৎপর্য কি? মনে হচ্ছে একমাত্র তোমার উপরই আমি আস্থা রাখতে পারি...। তারা দুজন যখন আবার একত্রে সময় কাটাবে সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তখন খুররমকে বাবা আজকের ঘটনাবলী সম্পর্কে কি বলবেন? এই যে, সেলিম এবং খোসরুর মধ্যকার নগ্ন বিরোধীতা দেখে তিনি মনে করছেন তাঁদের কেউই সাম্রাজ্য শাসন করার উপযুক্ত নয়?

২৯. পৃথিবীর অধীশ্বর

আমার কোর্চি আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে জানালো বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর কি সমস্যা হয়েছে? মোলশ পাঁচ সালের অক্টোবর মাসের এক ভোর বেলায় সেলিম আকবরের প্রধান হেকিমকে জিজ্ঞেস করলো।

মহামান্য সম্রাট তিন ঘন্টা আগে প্রচণ্ড পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং বমি করা শুরু করেছেন, বয়স্ক এবং মর্যাদা সম্পন্ন চেহারার অধিকারী আহমেদ মালিক উত্তর দিলো। ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছনে তাকিয়ে আকবরের শয়নকক্ষের বাইরে প্রহরারত রক্ষীদের দিকে এক পলক দেখে নিয়ে সে গলার স্বর নিচু করে আবার কথা বলে উঠলো, প্রথমে আমি ভেবেছিলাম তাঁকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে।

বিষ! অসম্ভব। যা কিছু আমার বাবা আহার করেন তা কমপক্ষে তিন বার পরীক্ষা করা হয় এবং রন্ধনশালার প্রধান মীর ভাওয়াল প্রতিটি পদ বারকোশে অবরুদ্ধ করে রক্ষীদের পাহারায় বাবার জন্য প্রেরণ করে...এমনকি তার পছন্দের গঙ্গার পানিও একাধিক বার পরীক্ষা করা হয়।

কোনো না কোনো উপায় ঠিকই আবিষ্কার করা যায়। স্মরণ করুন আপনার পিতামহ কেমন করে এই আগ্রাতেই বিষে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতে বসেছিলেন। আমার দাদা আব্দুল মালিক সে সময় তার চিকিৎসা করেছিলেন। তবে এখন আমি

বুঝতে পেরেছি আমার সন্দেহ ভিত্তিহীন। আমি আপনার পিতা বমি গুলি তক্ষুণি কিছু কুকুরকে খাওয়ানোর আদেশ দেই। বমি খাওয়ার পর সেগুলির কোনোটিই অসুস্থ হয়ে পড়েনি। আপনার পিতার লক্ষণগুলি তেমন প্রকট হয়ে উঠছে না বিষ খাওয়ানো হলে যেমনটা হতো।

তাহলে তার কি হয়েছে? এটা কি সেই একই পেটের পীড়া যাতে তিনি কয়েক মাস আগে আক্রান্ত হয়েছিলেন?

সেরকমই মনে হচ্ছে, যদিও আমি এখনো নিশ্চিত হতে পারিনি। তবে অসুখের প্রকৃতি যাই হোক সেটা আপনার পিতার শরীরকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তবে আমি আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে আমি এবং আমার সহযোগীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি রোগের কারণ নির্ণয় করতে।

আপনারা আন্তরিক চেষ্টা করবেন সেই আস্থা আমার রয়েছে। আমি কি এখন বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারি?

তিনি বর্তমানে অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভব করছেন এবং আদেশ করেছেন তাঁকে যাতে বিরক্ত করা না হয়।

আপনি তার যন্ত্রণা কমানোর জন্য কিছু করতে পারেন না?

নিশ্চয়ই পারি। আমি তাকে ওপিয়াম দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বললেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সেই জন্য তার মস্তিষ্ক স্থির এবং পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন, এমনটি এর জন্য যদি তাকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় তাহলেও।

হেকিমের বক্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবন করে সেলিমের চোখ কিছুটা প্রসারিত হলো। কেবল মাত্র একটি কারণেই আকবর এমন কথা বলতে পারেন উত্তরাধিকারী নির্বাচন। তিনি নিশ্চয়ই ভাবছেন তিনি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন...

হেকিম, আমি জানি আপনার উপর আমার বাবার আস্থা কতোটুকু। তাকে সুস্থ করে তুলুন।

আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো জাহাপনা কিন্তু আমি আপনার কাছে বাস্ত বতা গোপন করবো না। আমি তাকে এতো দুর্বল হয়ে পড়তে আগে কখনও দেখিনি। তাঁর নাড়ির গতি অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। আমি সন্দেহ করছি অনেক দিন ধরেই তিনি পেটের পীড়ায় ভুগছেন কিন্তু সেটা গোপন রেখেছিলেন। গতরাতে অসুস্থতা মারাত্মক রূপ ধারণ করাতেই তিনি আমাকে ডাকতে বাধ্য হয়েছেন।

হেকিম... সেলিম কিছু বলতে নিলো; কিন্তু অগ্রসরমান পদশব্দ শুনে সে চুপ করে গেলো। খোসরু করিডোর দিয়ে দৌড়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছিলো। আমি এই মাত্র

খবর পেলাম। আমার দাদা এখন কেমন আছেন? সেলিমের নৈরাশ্যজনক দৃষ্টি খোসরুর রক্তিম মুখমণ্ডলে উদ্বেগের পরিবর্তে উত্তেজনা দেখতে পেলো।

তিনি খুবই অসুস্থ, সেলিম সংক্ষেপে উত্তর দিলো। আহমেদ মালিক তোমাকে তার অসুখ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। তবে বেশি প্রশ্ন করে তাকে দীর্ঘক্ষণ আটকে রেখ না কারণ তাতে তোমার দাদার চিকিৎসা বিঘ্নিত হবে।

এখনো জ্বলতে থাকা কয়েকটি মশালের অল্প আলোতে সেলিম করিডোর দিয়ে অগ্রসর হলো। করিডোরের পার্শ্ববর্তী জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে দেখতে পেলো দিগন্ত ভোরের আলোয় উদ্ভাসিত হতে শুরু করেছে। একটি বাক ঘুরে দেখতে পেলো সুলামান বেগ তার জন্য অপেক্ষা করছে।

কি অবস্থা? তার দুধভাই তাকে জিজ্ঞাসা করলো।

হেকিমের কথা শুনে মনে হলো বাবার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, তবে সে স্পষ্ট ভাবে এ কথা বলেনি। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি বহুবার তার মৃত্যুর কথা ভেবেছি এবং তা হলে আমার ভবিষ্যৎ কেমন হবে তাও ভেবেছি। কিন্তু কখনোও ভাবিনি সত্যি সত্যি সেই মুহূর্ত একদিন উপস্থিত হবে।

সুলায়মান বেগ এগিয়ে এসে সেলিমের কাঁধে হাত রাখলো। তুমি তোমার অনুভূতি গুলিকে জোর করে এক পাশে সরিয়ে রাখো, কারণ সেগুলির জটিলতা তোমাকে দুর্বল

করে তুলবে। সম্রাটের অসুস্থ্যতার খবর ইতোমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে এবং খোসরুর সমর্থকেরা আগ্রা দুর্গের আশেপাশে সদম্ভে চলাফেরা শুরু করেছে, ভাবটা এমন যেনো তারাই ক্ষমতা লাভ করে ফেলেছে। সর্বত্র একই প্রশ্ন আলোচিত হচ্ছে, যে কাকে ম্রাট তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করবেন।

সেটা তো নির্ধারণ করবেন আমার বাবা।

নিশ্চয়ই। কিন্তু আমরা কেউই অনুমান করতে পারছি না বাস্তবে কি ঘটবে। আমাকে মাফ করো, বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কোনো উত্তরাধিকারী ঘোষণা করার আগেই ম্রাটের মৃত্যু হতে পারে...এবং তিনি যদি তোমাকে নির্বাচন করেনও, খোসরুর সমর্থকেরা হয়তো বিদ্রোহ করে বসবে। তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তুমি যতো সবল হবে ততো দ্রুত তুমি আঘাত হানতে পারবে যদি প্রয়োজন হয়।

তুমি আমার একজন ভালো বন্ধু সুলায়মান বেগ এবং সর্বদাই সঠিক বিশ্লেষণ করো। তাহলে বর্তমানে আমার করণীয় সম্পর্কে তোমার পরামর্শ কি?

আমাকে অনুমতি দাও যাতে আমি আমাদের সমর্থক সেনাপতিদের তাদের সৈন্যসহ রাজধানীতে আসার জন্য ডাক দিতে পারি।

ঠিক আছে তাই করো। তবে তাদের নিরবে আসতে বলো যাতে কোনো রকম ক্ষমতা প্রদর্শনের ঘটনা না ঘটে। বাবার মনে সন্দেহ বা দুশ্চিন্তা সৃষ্টি হতে পারে এমন কিছু আমি করতে চাই না।

*

ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে পরিচারকদের সহায়তায় হেঁটে এসে আকবর দরবার কক্ষের সিংহাসনে বসলেন। দুদিন আগে তিনি আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং হেকিমরা তার বমির সঙ্গে অপসৃয়মান রক্ত বন্ধ করতে পারেনি। অবশ্য রক্ত যাওয়ার পরিমাণ কিছুটা কমেছে, সেটা হয়তো এই জন্য যে তিনি পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকছেন। তার গায়ের চামড়া প্রায় স্বচ্ছ হয়ে পড়েছে। এটা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে যে এই দুর্বল বৃদ্ধ লোকটি এক সময় উৎফুল্ল চিত্তে আগ্রার দুর্গপ্রচীরের চারদিকে দৌড়াতে পারতেন দুই বগলে দুইজন পূর্ণবয়স্ক যুবককে নিয়ে। আকবরের পরিচারকরা যখন তার পিঠের পিছনে একটি বালিশ স্থাপন করছিলো সেলিম লক্ষ্য করলো তার বাবার মুখ ব্যথায় কুঁচকে উঠেছে। কিন্তু এক মুহূর্ত পর যন্ত্রণা সয়ে নিয়ে সম্রাট তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। আমার বিশ্বস্ত উপদেষ্টাগণ, আজ আমি তোমাদের ডেকেছি সম্ভবত আমার শাসন আমলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাকে সাহয্য করার জন্য। আকবর নিচু স্বরে কথা বললেন, কিন্তু অন্য সকল সময়ের মতোই তাঁকে কর্তৃত্বপূর্ণ শোনালো। আমার অসুস্থতা এখন আর গোপন কোনো বিষয় নয়। হয়তো শীঘই আমার মৃত্যু হবে। সেটা ততোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আমার সাম্রাজ্য-মোগল সাম্রাজ্যকে উপযুক্ত হাতে সমর্পণ করা। সেলিম লক্ষ্য

করলো খোসরু তার প্রিয় রুপালী ও বেগুনি পোষাকে সজ্জিত হয়ে আছে, সে উত্তেজনায় এক পা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দাঁড়ালো।

আমার উচিত ছিলো বহু আগেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম অথবা জ্যেষ্ঠ নাতি খোসর মধ্যে কাকে নির্বাচন করবো। ভেবেছিলাম আমি আরো অনেক বছর বাঁচবো, সেই জন্য আমি অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেই এবং পর্যবেক্ষণ করতে থাকি তাঁদের দুজনের মধ্যে কে সবচেয়ে যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় প্রতিটি ক্ষণ আমার জন্য মহা অমূল্য সম্পদ এবং সিদ্ধান্ত আমি একাই নেবো। কিন্তু তার আগে আমি তোমাদের মতামত শ্রবণ করতে চাই কারণ তোমরা আমার উপদেষ্টা। শুরু করো।

এক মুহূর্তের জন্য সেলিমের শ্বাস নেয়া বন্ধ হয়ে গেলো। আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যাবে। শেখ সেলিম চিশতির কথা গুলি তার মস্তিষ্কে প্রতিধ্বনিত হলো- তুমি সম্রাট হবে- কিন্তু বালক অবস্থায় ফতেহপুর শিক্রির সেই উষ্ণ সন্ধ্যায় সুফির কাছে সাহায্যের জন্য দৌড়ে যাওয়ার পর অনেক কিছু ঘটে গেছে। চেষ্টা সত্ত্বেও কখনোই সে তার পিতার সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি কিম্বা মনোযোগ অর্জন করতে পারেনি। ফলে উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রলোভনে মরিয়া হয়ে নানা অঘটনে জড়িয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারেও সে নিশ্চিত যে আবুল ফজলের হত্যাকাণ্ডের জন্য আকবর তাকে পুরোপুরি ক্ষমা করতে পারেননি যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে। খোসরুর মামা অম্বরের রাজা মান সিং আকবরের দিকে কয়েক পদক্ষেপ অগ্রসর হলো। জাহাপনা, আপনি আমদের বিবেচনা জানতে চেয়েছেন তাই আমি আমার মতামত দিচ্ছি। আমি

যুবরাজ খোসরুর প্রতি আমার সমর্থন প্রদান করছি। সে তরুণ, তার সম্মুখে অনেক গুলি বছর রয়েছে। আমি আমার ভগ্নিপতি যুবরাজ সেলিমকেও সম্মান করি, কিন্তু ইতোমধ্যেই সে তার মধ্যবয়সের দিকে অগ্রসর হওয়া শুরু করেছে। তার উচিত তার পুত্রকে উপদেশ এবং নির্দেশনা প্রদান করা, সিংহাসনে আরোহণ করা তার ঠিক হবে না। কথা শেষ করে মান সিং এমন ভাবে তার মাথাটি ঝাঁকালো যাতে মনে হলো তার কাঁধের উপর থেকে কোনো ভারী বোঝা নেমে গেছে এবং তার জন্য কাজটি সহজ ছিলো না। কতো মারাত্মক কপটতা, সেলিম ভাবলো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মান সিং নিজ স্বার্থ উদ্ধারের আশায় ভাগ্নের জন্য সুপারিশ করছে।

আমি ওনার সঙ্গে একমত, আজিজ কোকা বলে উঠলো, সে আকবরের একজন তরুণ সেনাপতি। সেলিমের ঠোঁটে ভাজ পড়লো। জানা কথা খোসরু তাকে তার প্রধান সেনাপতি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যদি সে সম্রাট হতে পারে। আমাদেরকে আরো গৌরব উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর করার জন্য যুবরাজ খোসরুর মতো একজন শক্তিশালী তরুণ নেতা প্রয়োজন, বলে আজিজ কোকা তার বক্তব্য শেষ করলো।

সমগ্র সভাকক্ষ জুড়ে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে এবং সেলিম লক্ষ্য করলো উপস্থিত সভাসদগণ পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করছে। এরপর হাসান আমল, তরুণ বয়সে যার বাবা কাবুল থেকে হিন্দুস্তানে আসার সময় বাবরের সঙ্গী হয়েছিলেন, তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

না! যদিও তার বয়স আকবরের তুলনায় দশ বছরের মতো বেশি হবে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর সেই তুলনায় অনেক দৃঢ় শোনালো। আমাদের ইতিহাসে বহু বার দেখা গেছে সিংহাসন অধিকারের জন্য এক ভাই অন্য ভাই এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কিন্তু মোগল গোত্র গুলির মধ্যে অতীতে এমনটা কখনোও দেখা যায়নি যে বাবাকে হটিয়ে পুত্রকে ক্ষমতা প্রদান করা হচ্ছে। আমাদের মহান সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী হতে পরে যুবরাজ সেলিম। এটা কেবল আমার মনের কথাই নয় বরং আমার বিশ্বাস এখানে উপস্থিত অনেকেই দুই যুবরাজকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া বিরোধের বিষয়ে দুর্ভাবনাগ্রস্ত। এই পরিস্থিতি অত্যন্ত অশোভন এবং ভয়ঙ্কর। যদিও আমার বয়স তখন অত্যন্ত কম ছিলো কিন্তু সেই দিন গুলির কথা আমি ভুলিনি যখন হিন্দুস্তানে আমাদের অবস্থান পাকাঁপোক্ত হয়নি এবং এখানে আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ছিলো। কিন্তু বর্তমানে আমরা একটি অবিসংবাদী সম্রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিপতি। মোগলদের চিরাচরিত প্রথা ভঙ্গ করে আমাদের এই শক্তিশালী অবস্থানকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা ঠিক হবে না। ন্যায় বিচার এবং বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে এটাই যুক্তিযুক্ত যে সম্রাট আকবরের একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ সেলিম সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী। আমাদের অনেকের মতো সেও অনেক ভুল ত্রুটি সম্পাদন করেছে কিন্তু এই সঙ্গে অভিজ্ঞতা তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। আমি নিশ্চিত সে একজন দক্ষ সম্রাট হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে।

জাঁহাপনা, আপনার প্রধান সেনাপতি হিসেবে আমিও মাননীয় হাসান আমলের সঙ্গে একমত পোষণ করছি, আব্দুল রহমান নরম সুরে তার মতামত পেশ করলো। তার আশেপাশে উপস্থিত সকলে মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন করছিলো কিন্তু সেলিম সামান্য

একটি সংকেত পাওয়ার জন্য তার বাবার মুখের দিতে চেয়ে রইলো। আকবরের চোখ গুলি বর্তমানে আধবোজা হয়ে আছে এবং সেলিমের আশংকা হলো তিনি হয়তো অচেতন হয়ে পড়ছেন। কিন্তু তখনোই সম্রাট তার একটি হাত তুললেন।

হাসান আমল এবং আব্দুল রহমান, তোমাদের বিচক্ষণতার জন্য আমি তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, এর আগেও তোমরা বহুবার তোমাদের বিজ্ঞতার প্রমাণ রেখেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে উপস্থিত অধিকাংশ মানুষ তোমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করছে। অবশ্য তারা সেটাই সমর্থন করছে যা আমি মনে মনে ঠিক করেছি। আমার পরিচারকরা রাজ পাগড়ি এবং জোব্বা নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে।

নিজের অজান্তেই সেলিমের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো এবং নিজেকে শান্ত রাখার জন্য সে লড়াই করতে লাগলো। তারপর পিতার দিকে তাকাল যখন তিনি আবার তার বক্তব্য শুরু করলেন, এখন শুরু মাওলানাদের ডাকা বাকি রয়েছে। আমি চাই তারাও প্রত্যক্ষ করুক যে আমি যুবরাজ সেলিমকে আমার উত্তরসূরি নির্বাচন করেছি।

যখন উপস্থিত সকলের দৃষ্টি সেলিমের উপর নিবদ্ধ হলো, একটি অসহনীয় ভারী বোঝা তার বুকের উপর থেকে নেমে গেলো। অবশেষে শাসন ক্ষমতা তার উপর বর্তালো এবং নিয়তির বিধান পূর্ণ হলো। তার মুখমণ্ডল খুশিতে উদ্ভাসিত হলো কিন্তু সেই সঙ্গে চোখ দুটি অশ্রুতে ভরে উঠলো যখন সে কথা বললো, ধন্যবাদ বাবা, আমি আমার উপর আপনার অস্থার মর্যাদা রক্ষা করবো। যখন সময় উপস্থিত হবে তখন সকলের সমর্থন আমার প্রয়োজন হবে এবং আমি সকলের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করবো।

বিশ মিনিট পরে, উপস্থিত সভাসদ এবং ওলামা পরিষদের সম্মুখে, আব্দুল রহমান সেলিমের মাথায় সবুজ রেশমের রাজকীয় পাগড়িটি পড়িয়ে দিলো এবং হাসান আমল রাজকীয় আলখাল্লাটি দিয়ে সেলিমকে আচ্ছাদিত করলো। আকবর কয়েক মুহূর্ত তাঁর পুত্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, তোমাদের সকলের সামনে আমি সেলিমকে পরবর্তী মোগল সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করছি যে আমার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করবে। আমি তোমাদের সকলকে আদেশ করছি তার প্রতি তোমাদের আনুগত্য প্রদর্শন করতে, তোমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ যাই হোক না কেনো। এখন আমি তোমাদের সকলের মুখ থেকে সেই শপথ বাক্য শ্রবণ করতে চাই।

দরবার কক্ষে উপস্থিত সকলে সমস্বরে আকবরের বক্তব্যে সাড়া প্রদান করে সেলিমের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করলো। এমনকি আজিজ কোকাও তাতে যোগ দিলো।

আমার আরেকটি কর্তব্য পালন করা বাকি রয়ে গেছে। আকবর সিংহাসনের আচ্ছাদনের নিচে হাত ঢুকালেন এবং কম্পিত হস্তে রত্নখচিত খাপ এবং ঈগলাকৃতির হাতল বিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী তলোয়াটি বের করে আনলেন। এটা সেই আলমগীর, যে তলোয়ারের সাহায্যে আমার দাদা বাবর তার শত্রুদের নির্বাপিত করেছিলেন এবং একটি সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন। বহুবার এটি আমার নিজের জীবন রক্ষা করেছে এবং আমাকে বিজয় এনে দিয়েছে। সেলিম এটি আমি তোমার কাছে হস্তান্তর করছি। কখনোও এর মর্যাদা রক্ষা করার যোগ্যতা হারিও না।

যখন সেলিম তলোয়ারটি গ্রহণ করার জন্য তার বাবার সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসলো, ঈগলের চুনিখচিত চোখ গুলি ঝলসে উঠলো। শেখ সেলিম চিশতি সত্যের চেয়ে একটুও বেশি কিছু বলেননি। অবশেষে সেই মোগল সম্রাটের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলো।

*

সেইদিন কয়েক ঘন্টা পর, আকবরের প্রধান হেকিম আহমেদ মালিক সেলিমের কক্ষে এলো। তার চেহারা অত্যন্ত গম্ভীর। আপনার বাবার শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হয়েছে। তবে তার মস্তিষ্ক পরিষ্কার রয়েছে। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর আয়ু আর কদিন রয়েছে। আমরা তাকে বলতে বাধ্য হয়েছি যে আমাদের পক্ষে এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো ধারণা দেয়া সম্ভব নয়, তবে এই টুকু বলা সম্ভব যে তিনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না। হয়তো কয়েক দিন অথবা আরো কয়েক ঘন্টা। তিনি এক দুই মিনিট কিছু বললেন না। তারপর তিনি শান্তভাবে আমাদের সতোর জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং এতোদিন আমরা তার জন্য যা করেছি এবং তাকে আরাম প্রদানের জন্য এখনোও যা করছি তার জন্য। এরপর তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, সেলিম বললো। কয়েক মিনিট পরে সূর্যালোকিত উঠান পেরিয়ে সেলিম তার পিতার শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হলো। উঠানের কেন্দ্রে জল উদগিরন্দরত মার্বেল পাথরের ফোয়ারার সৌন্দর্য তার দৃষ্টি কাড়লো না। পিতার কক্ষের বাইরে অবস্থানরত দেহরক্ষীরা সেলিমের প্রবেশের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দিলো। চন্দনকাঠের

সুঘ্রাণ বা আগরবাতিদানে প্রজ্জ্বলিত কর্পূরের গন্ধ কোনো কিছুতেই আকবরের পচনশীল পরিপাকতন্ত্রের কটু গন্ধকে আচ্ছাদিত করা সম্ভব হয়নি।

সম্রাট কিছু বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছেন। আকবরের চেহারা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, চোখের নিচে সৃষ্টি হওয়া ভাঁজগুলি বেগুনি বর্ণ ধারণ করেছে। তা সত্ত্বেও তিনি শান্ত স্থির দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে তাকালেন এবং মুখের কাছে ধরে থাকা পানির পাত্রে একটি চুমুক দিলেন। এসো সেলিম, আমার পাশে বসো। আমার কণ্ঠস্বর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। সময় থাকতে আমি তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই।

অনুগত পুত্রের মতো সেলিম তার বাবার পাশে গিয়ে বসলো। সে বসার পর আকবর বলতে লাগলেন, আহমেদ মালিক বলেছে শীঘ্রই আমি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো।

আমি প্রর্থনা করি এতো শীঘ্রই যেনো এমন কিছু না ঘটে, সেলিম বললো, অনুভব করলো এই কথাগুলি সে মন থেকে বলেছে। এতোদিন পরে যখন বহুপ্রতীক্ষিত রাজমুকুটটি তার অধিকারে এসে গেছে, বর্তমান পরিস্থিতিকে সে আরো উদার চিত্তে গ্রহণ করার সামর্থ অর্জন করেছে। তার বাবার কৃতিত্বের সঙ্গে সে, কি নিজেকে তুলনা করতে পারে? সেলিম আবার বলে উঠল, কিন্তু সত্যিই যদি তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হয় তাহলে আমি অনুরোধ করবো সেই আনন্দ এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে তুমি পৃথিবী থেকে বিদায় নাও যে তোমার মতো মহান কৃতিত্ব অর্জনকারী সম্রাট পৃথিবীতে কদাচিৎ জন্ম নেয়।

একজন ইউরোপীয় ধর্মযাজক আমাকে একবার বলেছিলো তাদের খ্রিস্টিয় ধর্মবিশ্বাসের গোড়া পত্তনের শত বছর পূর্বে একজন দার্শনিক জন্ম নিয়েছিলেন যিনি মৃত্যু সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর একটি মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন একজন মানুষকে সত্যিকার অর্থে সুখি বলা যাবে না যদি না সে শান্তিতে মৃত্যুবরণ করতে পারে। আমাদের সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎকে সুদৃঢ় করার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকা কালীন সময়ে আমি ঐ দার্শনিকটির বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পেয়েছি। আমি সেভাবেই এই সাম্রাজ্যকে সুগঠিত করার চেষ্টা করেছি যাতে আমার মৃত্যুর পরে এর সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত না হয়ে। এখন যখন আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে আমি শান্তিতে দেহত্যাগ করতে পিরবো যদি তুমি আমার কিছু বিদায়কালীন উপদেশ সত্যিকার গুরুত্ব সহকারে শ্রবণ করো।

নিশ্চয়ই বাবা। মাত্র কিছু সময় আগে তুমি যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাকে তোমার উত্তরসূরি হিসেবে মনোনীত করলে তখন এই বিশাল দায়িত্ব আমাকে আস্থার সঙ্গে প্রদান করায় আমি একাধারে আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ বোধ করেছি।

প্রথমত, সর্বদা মনে রাখবে সাম্রাজ্যকে কখনোও স্থবির হতে দিলে চলবে না। অপরাপর ঘটনা প্রবাহ দ্বারা যদি এর সমৃদ্ধি এবং পরিবর্তন সাধিত না হয় তাহলে তা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হবে।

আমি বুঝতে পেরেছি। আমি দাক্ষিণাত্যের সেনা অভিযান অব্যাহত রাখব। আমাদের সাম্রাজ্যের উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিম সীমান্ত নদী এবং পাহাড় দ্বারা সুরক্ষিত। বর্তমানে

দক্ষিণ দিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করাই আমদের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক এবং ফলপ্রসূ উদ্যোগ হবে।

দ্বিতীয়ত, সর্বদা বিদ্রোহ মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। এক মুহূর্তের জন্য সেলিমের মনে হলো বাবা তাকে এখনোও তিরস্কার করছেন কি না। কিন্তু তিনি যখন তার বক্তব্য অব্যাহত রাখলেন তখন সে সেরকম কোনো ইঙ্গিত পেলো না, আমার একজন ইতিহাসবিদ আমাকে জানিয়েছে আমি আমার শাসনামলে একশ পঞ্চাশটি বিদ্রোহ দমন করেছি। তখনই বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছে যখন সেনাবাহিনীর যুদ্ধাভিযান অথবা লুটের মালামাল প্রাপ্তির সুযোগ রহিত হয়েছে যা তাদের ষড়যন্ত্র করা থেকে বিরত রাখতে পারতো।

সেলিম মাথা ঝাঁকালো।

সকলের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করবে, তাদের মর্যাদা বা ধর্ম যাই হোক না কেনো এবং সর্বদা ক্ষমা প্রদর্শন করবে যদি সম্ভব হয়। এর ফলে প্রজাদের মাঝে ঐক্য বজায় থাকবে। কিন্তু তোমার ক্ষমাকে যখন দুর্বলতা ভাবা হবে অথবা কোনো গর্হিত অপরাধ সংঘটিত হবে, নির্দয় ভাবে চূড়ান্ত আঘাত হানবে যাতে তোমার ক্ষমতা সম্পর্কে সকলে অবহিত হতে পারে। আমার বাবা হুমায়ূন যে সব ভুল করেছিলেন সেগুলি এড়িয়ে চলবে। উদাহরণ সৃষ্টির জন্য আগেই অল্প মানুষের মৃত্যু হওয়া ভাল পরবর্তীতে অনেক বেশি প্রাণহানির তুলনায়।

আমি যখন কাউকে আক্রমণ করবো তখন কোনো দুর্বলতা প্রদর্শন করবো না বরং সুচিন্তিত এবং দৃঢ় ভাবে আগ্রাসন চালাবো, সেলিম প্রায় যান্ত্রিক ভাবে বললো। পিতার বক্তব্য সে স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পেরেছে এবং তা নতুন কিছু নয়। হয়তো আকবর তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে নিজেরই প্রশংসা করছেন সেলিমকে সহায়তা মূলক উপদেশ প্রদানের পরিবর্তে। কিন্তু তখন, সেলিমের মনোভাব বুঝতে পেরেই যেনো, আকবর বললেন, আমি আমার ভুল গুলি থেকে শিক্ষা নিয়েই কঠিন পথে বাস্তব সম্মত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

সেলিমের দেহ সামান্য আন্দোলিত হলো। এই প্রথম সে শুনলো তার পিতা নিজের ভুল ত্রুটি সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করছেন।

তোমার পরিবারের প্রতি মনোযোগ প্রদান করবে। বর্তমানে আমাদের সাম্রাজ্য যতোটা শক্তিশালী তাতে বাইরের শত্রুর কাছ থেকে আক্রমণের আশংকা তুলনামূলক ভাবে কম। আভ্যন্তরীণ কলহ বিবাদই বর্তমানে আমাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। আমার বাবা তার সভাইদের অতিরিক্ত প্রশ্রয় প্রদান করেছিলেন। কিন্তু আমি এই বাস্তবতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি যে ক্ষমতা কখনোও ভাগাভাগি করা যায় না এবং আমার কর্তৃত্বই চূড়ান্ত। আমি এখনোও বিশ্বাস করি সেটা সত্যি- এক শাসনামলে একজনই শাসন করতে পারে। যাইহোক, তুমি এবং তোমার ভাইয়েরা যখন বড় হলে, আমি আশা করলোম তোমাদের মাঝে আমার গুণাবলী গুলি বিকশিত হবে এবং প্রশ্নাতীত ভাবে তোমরা আমার নির্দেশনা মেনে চলবে। কিন্তু তোমাদের মাঝে আমি আমার আশার প্রতিফলন দেখতে পেলাম না। তবে একথা সত্যি যে, যদি আমার বাবা

বেঁচে থাকতেন তাহলে আমিও হয়তো তাঁর কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করতাম অথবা স্বাধীন ক্ষমতা দাবি করতাম।

সেলিম দেখলো আকবরের মুখ ব্যথায় কুঁচকে উঠলো, সেটা পেটের ব্যথার জন্য হতে পারে অথবা তার আচরণের স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ার কারণেও হতে পারে। সে বলে উঠলো, আমি আমার সন্তানদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিবেচনা করার চেষ্টা করবো, কিন্তু ইতোমধ্যেই আমি উপলব্ধি করা শুরু করেছি সেটা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

তোমাদের মধ্যে কে উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হতে পারে সেটা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে আমি একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছি যা কারো জন্যেই মঙ্গল বয়ে আনেনি। কিন্তু আমি যদি এমনটা নাও করতাম, সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এই বাস্তবতাই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠতো যে পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক কখনোই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। একজন পিতা তার পুত্রকে ভালোবাসার পাশাপাশি তার ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তা করে। কিন্তু পুত্র তার পিতার প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখে। পিতা যে দায়িত্ব সন্তানের উপর অর্পণ করে তাতে সে অসন্তুষ্ট হয় এবং স্বাধীন ভাবে সবকিছু করার চেষ্টা করে। সে মনে করতে থাকে তার সকল ব্যর্থতা, ত্রুটি এবং নৈরাশ্যের জন্য তার পিতাই দায়ী এবং তার সকল সাফল্য এবং সৎগুণাবলীর জনক সে নিজে। সে এটাও বিশ্বাস করতে থাকে যে সুযোগ পেলে সে তার পিতার তুলনায় অধিক সফল হতো।

আমি তোমার বক্তব্য এখন স্পষ্টই বুঝতে পারছি, সেলিম স্বীকার করলো, বর্তমানে আমার সন্তানরাও বড় হয়ে উঠছে। কিন্তু আমি তোমার বিরল এবং মহান কৃতিত্ব গুলির

জন্য তোমার প্রতি শ্রদ্ধাও অনুভব করেছি। সেই সব বৈশিষ্ট্যের জন্য নিজেকে তোমার তুলনায় তুচ্ছও মনে হয়েছে। যে কষ্ট আমি তোমাকে দিয়েছি তার জন্য আমি সত্যিই অত্যন্ত দুঃখিত।

এবং আমি তোমাকে যে কষ্ট প্রদান করেছি সেজন্য আমিও দুঃখিত। কিন্তু আমি তোমাকে বর্তমানে একটিই অনুরোধ করবো। অতীত থেকে শিক্ষা নাও কিন্তু তাকাও ভবিষ্যতের দিকে। কথা বলতে বলতে আকবর তার শীর্ণ হাতটি সেলিমের দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং সেলিম তা নিজের হাতের মাঝে জড়িয়ে ধরলো। শৈশবের পর এই প্রথম তার মনে হলো সে তার বাবার অত্যন্ত ঘনিষ্ট সান্নিধ্য লাভ করছে, সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার জন্য তাঁর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছে।

*

স্থান আগ্রা দুর্গের দরবার কক্ষ। ধীর লয়ে বেজে চলা নাকাড়ার(একপ্রকার ঢাক) শব্দের সঙ্গে সেলিম মার্বেল পাথরের মঞ্চের ধাপ পেরিয়ে তার জন্য অপেক্ষারত সিংহাসনটির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তার আঙ্গুলে তৈমুরের ব্যাঘ প্রতীক বিশিষ্ট আংটিটি শোভা পাচ্ছে। নয় দিন আগে সেটি তার মৃত পিতার আঙ্গুল থেকে কোমল ভাবে খুলে নিয়ে সে নিজের আঙ্গুলে পড়েছিলো। ঈগলের হাতল বিশিষ্ট আলমগীর তার কোমরের পাশে ঝুলছে। গলায় তিন স্তর বিশিষ্ট অকর্তিত পান্না এবং মুক্তা শোভিত মালা যেটি একসময় তার প্রপিতামহ বাবরের ছিলো। একটি বীরত্বপূর্ণ অতীতের ধারাবাহিকতার অনুভূতি সেলিমের হৃদয়কে গর্বে ভরে তুলেছে। সেলিমের মনে হচ্ছিলো তার সভাসদ এবং সেনাপতিদের

মধ্যে তার পূর্ব পুরুষেরাও উপস্থিত রয়েছেন এবং তারা তার সিংহাসনে আরোহণ প্রত্যক্ষ করছেন, যেই মসনদের জন্য তারা বহু লড়াই করেছেন এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং তাকে ভবিষ্যতে আরো নতুন বিজয় অর্জনের জন্য অনুরোধ করছেন।

সেলিম সিংহাসনের সোনারুপার কারুকাজখচিত সবুজ গদিতে আসন গ্রহণ করলো এবং সেটার রত্নখচিত সোনার হতলের উপর তার বাহু দুটি স্থাপন করলো। আমার শ্রদ্ধেয় পিতার মৃত্যুর কারণে আমি নয় দিন শোক পালন করেছি, তার দেহটি এখন তার প্রিয় সিকান্দ্রার বাগানে শায়িত আছে। সেখানে আমি তার মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করবো। মসজিদ গুলিতে গত শুক্রবারে আমার নামে খুতবা পাঠ করা হয়েছে এবং এখন সময় হয়েছে আপনাদের নতুন সম্রাট হিসেবে নিজেকে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করার।

সেলিম থামলো এবং তার সম্মুখে একাধিক সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিদের উপর নজর বুলালো, নিজ পিতাকে বহুবার সে এমনটা করতে দেখেছে। তার বর্তমান আসনটি থেকে সমগ্র পৃথিবীটাকে অন্য রকম মনে হচ্ছে। যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে কেবল তাদের ভাগ্যই নয় বরং সমগ্র সাম্রাজ্যের শত কোটি মানুষের ভাগ্য এখন তার অধীনস্থ। এটা একটি সীমাহীন, প্রায় ঈশ্বরপ্রতীম দায়িত্ব এবং উৎসাহব্যঞ্জকও। সেলিম তার মেরুদণ্ডটি আরো সোজা করে বসলো। তখন তার সঙ্গে সুলায়মান বেগের চোখাচোখি হলো, সে লম্বা চওড়া দেহের অধিকারী আব্দুল রহমানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার দুধভাই এর মুখে ফুটে থাকা মৃদু হাসি দেখে সে বুঝতে পারলো সেও তার বর্তমান অনুভূতি কিছুটা আঁচ করতে পারছে।

সেলিম তার পুত্রদের দিকে তাকালো, তারা মঞ্চের ঠিক নিচে তার ডান পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে। আঠারো বছর বয়সী খোসরুকে তার বেগুনি রেশমের জোব্বা এবং হীরক ঝলসানো পাগড়িতে চমৎকার দেখাচ্ছে। খোসরুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে তেরো বছর বয়সী খুররম, তার শীর্ণ মুখটিতে শোকের ছায়া ফুটে আছে, আকবরের মৃত্যু তাকে যতোটা গভীর ভাবে শোকার্ত করেছে সম্ভবত পরিবারের আর কাউকে ততোটা করেনি। ষোল বছর বয়সী পারভেজ তাদের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। তারা তিনজনই সুস্থ্য সবল সুন্দর তরুণ, কিন্তু খোসরুর উপরই সেলিমের দৃষ্টি বেশিক্ষণ নিবদ্ধ রইলো। তার অস্থির উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য তাকে ক্ষমা করতে হবে এবং তার সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় বের করতে হবে। তার সঙ্গে আন্তরিক হওয়ার কোনো না কোনো উপায় নিশ্চয়ই রয়েছে এবং খোসরুর মাঝে সৃষ্টি হওয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা জনিত হতাশা, ঈর্ষা এবং অনিশ্চয়তার ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করতে হবে যা আকবরের সঙ্গে তার সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলো।

সেলিম তার মনকে টেনে বর্তমানে ফিরিয়ে আনলো, তারপর আবার তার বক্তব্য শুরু করলো। আমি একটি নতুন নাম নির্বাচন করেছি যে নামে আমি আপনাদের সম্রাট হিসেবে পরিচিতি পেতে চাই। সেটা হলো জাহাঙ্গীর, এর অর্থ পৃথিবীর অধীশ্বর। আমি এই নাম গ্রহণ করলোম কারণ সম্রাটদের দায়িত্ব তাদের নিয়তিকে জয় করা এবং জগৎকে পরিচালনা করা। আমার পিতা আমাকে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য দিয়ে গেছেন। আপনারা, আমার বিশ্বস্ত প্রজাগণ, আপনাদের সহায়তায় আমি এই সাম্রাজ্যকে আরো অধিক শক্তিশালী করতে চাই।

সেলিম সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো এবং তার বাহু দুটি দুদিকে প্রসারিত করলো, যেনো দরবার কক্ষে উপস্থিত সকলকে সে আলিঙ্গন করছে। সেই মুহূর্তে সমগ্র কক্ষ জুড়ে একটি বাক্য ধ্বনিত হতে থাকল জাহাঙ্গীর দীর্ঘজীবি হোক! সেই ধ্বনি সেলিমের কানে বড়ই মধুর মনে হলো।

*

তোমরা এখন যেতে পারো, জাহাঙ্গীর তার কোষাধ্যক্ষ এবং পরিচারকদের আদেশ দিলো যারা তার সঙ্গে দীর্ঘ সিঁড়ি পথ বেয়ে লোহামোড়ান কাঠের দরজা বিশিষ্ট কোষাগার পর্যন্ত এসেছে। কোষাগারটি আগ্রাদুর্গের কোনো একটি আস্তাবলের নিচের গোপন জায়গায় অবস্থিত।

আপনি যখন আদেশ করেছেন আমরা নিশ্চয়ই চলে যাবো জাহাপনা। কিন্তু আলো জ্বালা না হলে কোষাগারের এই নিচ্ছিদ্র কক্ষটি সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে এবং এর মেঝে অত্যন্ত পিচ্ছিল।

তোমার চাবিটি আমাকে দাও এবং আমাকে একটি মশালও দিয়ে যাও। আমি একাই ভিতরে ঢুকতে চাই।

কোষাধ্যক্ষ চামড়ার ফালিতে বাধা একটি জটিল নকশার লোহার চাবি জাহাঙ্গীরের কাছে হস্তান্তর করলো এবং একজন পরিচারক তার হাতে একটি জ্বলন্ত মশাল দিলো। সকলের অপসৃয়মান পদশব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত জাহাঙ্গীর অপেক্ষা করলো এবং সেঁতসেঁতে, মাটির গন্ধ যুক্ত পাতাল সুরঙ্গে একা হয়ে পড়লো। সে এখনো নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছেনা যে বর্তমানে সে সীমাহীন ধনদৌলতের মালিক। রাজকীয় রত্নের যে তালিকা কোষাধ্যক্ষ তার জন্য প্রস্তুত করেছে তাতে প্রায় একশ আটান্ন কেজি ওজনের হীরা, মুক্তা, চুনি(ঘন লাল বর্ণের রত্ন) এবং পান্নার উল্লেখ রয়েছে। ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার রতির বেশি মহামূল্যবান রত্ন রয়েছে জাহাপনা, কোষাধ্যক্ষ তার দক্ষ আঙ্গুলের সাহায্যে সেলিমকে তালিকাটির একটি জায়গা নির্দেশ করে দেখানোর সময় বলেছিলো। এবং স্বল্পমূল্য রত্নে সংখ্যা এতো বেশি যে তা গণনা করা সম্ভব নয়, তাছাড়া সোনা এবং রুপার মোহর তো রয়েছেই।

যদিও বিষয়টি কিছুটা ছেলেমানুষী পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু জাহাঙ্গীর তার যে কোনো একটি কোষাগার পরিদর্শন করার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলো। সে সযত্নে তেল দেয়া মজবুত তালাটির ফুটোয় চাবি ঢুকিয়ে ঘোরালো, তারপর ধাক্কা দিয়ে ভারী দরজাটি খুলে মশালটি উঁচু করে ধরে ভেতরে উঁকি মারলো। কক্ষটি ভীষণ অন্ধকার ছিলো, কিন্তু জাহাঙ্গীর সেখানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মশালের আলোতে কিছু একটা ঝলসে উঠলো। সে মশালটি আরো উঁচু করে ধরলো এবং দেখতে পেলো দরজার বাম পাশের দেয়ালের সারিবদ্ধ কোটরে তেলের প্রদীপ রাখা আছে। সে মশালের আগুনের সাহায্যে প্রদীপগুলি প্রজ্জ্বলিত করে একটি মোমদানের ভিতর মশালটি গুঁজে দিলো। তারপর চারদিকে তাকালো। জাহাঙ্গীর যা অনুমান করেছিলো তার তুলনায় কক্ষটি বেশ বড় লম্বায় প্রায়

ত্রিশ ফুট এবং সেটার ছাদ কক্ষটির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সুদর্শন দুটি বালুপাথরের থামের উপর ভর দিয়ে আছে।

তবে যে জিনিস গুলি জাহাঙ্গীরে দৃষ্টি কাড়লো সেগুলি হলো চারটি বিশাল আকারের গম্বুজাকৃতির ঢাকনা বিশিষ্ট বাক্স। সেগুলি কক্ষের শেষ প্রান্তের দেয়ালের কাছে কাঠের কাঠামোর উপর স্থাপিত রয়েছে। ধীরে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে সে একটি বাক্সের ঢাকনা উন্মুক্ত করলো। সেটার ভিতর প্রায় হাসের ডিমের সমান আকারের রক্তলাল চুনি দেখতে পেল। সেগুলির এক মুঠো হাতে নিয়ে তার দিকে তাকালো। কতোই না চককার এই রত্নের রাণী নামে খ্যাত রত্ন গুলি। এক মুহূর্তের জন্য মেহেরুন্নেসার মুখটি তার মনে পড়লো যখন তার নেকাবটি ছুটে গিয়েছিলো। এই চুনি গুলি তাকে ভীষণ মানাবে এবং এখন যখন সে সম্রাট, সে তার পছন্দের যে কাউকে রত্ন উপহার দিতে পারে...যে কাউকে তার স্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করতে পারে...রত্নগুলি রেখে দিয়ে ঢাকনা আটকে সে আবার অগ্রসর হলো। পরের বাক্সটি বিভিন্ন আকারের গাঢ় সবুজ বর্ণের পান্নায় পরিপূর্ণ। সেগুলির কোনোটি কাটা হয়েছে কোনোটা অকর্তিত রয়েছে। পরের বাক্সটিতে রয়েছে নীলা এবং হীরা। পৃথিবীতে একমাত্র দাক্ষিণাত্যের গোলকোন্দার খনি গুলিতেই এই রত্ন পাওয়া যায়। চতুর্থ বক্সটি মুক্তায় ভরা। জাহাঙ্গীর মুক্তাগুলির মাঝে তার কনুই পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিলো এবং তার ত্বকে সেগুলির প্রলুব্ধকর শীতলতা অনুভব করলো।

জাহাঙ্গীর এই বাক্সগুলির ডান দিকে একাধিক খোলা বস্তার মধ্যে প্রবাল, টোপাজ, টোরকুইজ, অ্যামিথিস্ট এবং অন্যান্য স্বল্পমূল্যের পাথর অবহেলায় পড়ে থাকতে দেখলো। শুধুমাত্র এগুলি দিয়েই একটি সেনাবাহিনীর এক বছরের অর্থসংস্থান করা সম্ভব...হঠাৎ

সে উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করলো। এই কোষাগারে যা রয়েছে তা তার মোট সম্পদের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র- দিল্লী বা লাহোরের কোষাগারের তুলনায় এটুকু কিছুই নয়, কোষাধ্যক্ষ তাকে জানিয়েছে। হাসতে হাসতেই জাহাঙ্গীর মেঝে থেকে একটি বস্তা তুলে নিয়ে তার উপাদান মেঝেতে উপুর করে ঢেলে দিলো, তারপর আরেকটি, তারপর আরেকটি, বিভিন্ন রঙের পাথর গুলি নির্বিচারে খিচুড়ি পাকিয়ে ফেললো। সেগুলি বিশাল একটি স্তুপে পরিণত হওয়ার পর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং একপাশ থেকে অন্য পাশে গড়াতে লাগলো। সে এখন মহামান্য সম্রাট। একজন হিন্দু ঋষি লিখে গেছেন যে, কারো মনের সবচেয়ে আকাঙ্খিত বাসনাটি পূরণ হওয়ার মতো হতাশা জনক আর কিছুই নয়। জাহাঙ্গীর অনুভব করছে ঋষিটির মতামত ভুল ছিলো। সে একমুঠো রত্ন ছাদের দিকে ছুঁড়ে মারলো এবং প্রদীপের আলোতে সেগুলি জোনাকি পোকার মতো তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

এক ঘন্টা পরের ঘটনা, জাহাঙ্গীর এপ্রিলের উজ্জ্বল সূর্যালোকে বেরিয়ে এসে চোখ পিট পিট করছে। তার মস্তিষ্কটি এখনো অনেক হালকা বলে অনুভূত হচ্ছে। যেনো সে আকণ্ঠ সুরা পান করেছে কিম্বা অপিয়াম সেবন করেছে। কিন্তু সুলায়মান বেগকে তার দিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে এগিয়ে আসতে দেখে মনের হালকা চপলতাকে সে ঠেলে সরিয়ে দিলো।

কি ব্যাপার?

বিশ্বাসঘাতকতা, জাঁহাপনা!

কি বলছো তুমি? কার এতো বড় সাহস...?

আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র। আপনি জানেন, তিন দিন আগে যুবরাজ খোসরু আগ্রাদুর্গ ত্যাগ করেছেন?

নিশ্চয়ই জানি। সে আমাকে বলেছে কিছু দিনের জন্য সে সিকান্দ্রায় যেতে চায় এবং সেখানে বাবার স্মৃতিসৌধ নির্মাণ কাজ তদারক করতে চায়। স্থপতিদের কি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে তাও আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছি। তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন। সিকান্দ্রায় যাওয়া কখনোই তার উদ্দেশ্য ছিলো না। তিনি উত্তরে লাহোরের দিতে অগ্রসর হচ্ছেন। পথে তার সমর্থকরা তার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে এবং তিনি আরো বেশি লোককে ঘুষ দিয়ে দলে টানছেন। তিনি অবশ্যই কয়েক সপ্তাহ আগে সমস্ত পরিকল্পনা করেছেন। আজিজ কোকা তার সঙ্গে আছে। আমি এ সব জানতে পেরেছি কারণ আজিজ কোকা আপনার স্ত্রীর ভাই মান সিংকে তাদের বিদ্রোহে যোগ দেয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং আমাকে এই ষড়যন্ত্রের ঘটনা অবহিত করেন।

জাহাঙ্গীর সুলায়মান বেগের কথাগুলি আর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো না। তার মনে তখন দ্রুত বেগে ভাবনা চলছে। চেষ্টা করলে আমরা তাদের পিছনে ফেলে অগ্রসর হতে পারি। আমার একদল দ্রুতগামী অশ্বারোহী যোদ্ধাকে প্রস্তুত করো। আমি নিজে তাঁদের নেতৃত্ব দেবো। আমি বহু দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমার প্রাপ্য অধিকার অর্জন করতে পেরেছি। সেই

অধিকার আমি কাউকে ছিনিয়ে নিতে দেবো না। যে আমার বিরুদ্ধাচারণ করবে তাকে রক্তের বিনিময়ে এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে, সে যেই হোক না কেনো...

*

ঐতিহাসিক নোট

মহান মোগল সম্রাটদের নিয়ে আলোচনা করতে হলে সাধারণত মানুষ আকবরকে নিয়েই সার্বিক পর্যালোচনা করে। একথা সত্য এবং দৃঢ়তার সাথে বলা যায় তিনি হচ্ছেন প্রথম মোগল সম্রাট যার জন্ম এই হিন্দুস্তানে। তাঁর জীবন খুবই বিচিত্র। দীর্ঘ শাসনামলে এই মহান সম্রাট যেমন ছিলেন সফল তেমনভাবে তিনি তার সাম্রাজ্য এতোটাই প্রসারিত করেছিলেন যে ভারতীয় উপমহাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ করায়ত্ব করে ফেলেন। শুধু তাই নয় এই ভারত বর্ষের লক্ষ লক্ষ প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ধর্মের মূলবাণী নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন। বাবা হুমায়নের শাসনামলের শেষ ভাগে তার সাম্রাজ্যের কিছু অংশ শাহজাদা আকবরের নামে উপহার দেন।

আকবরের সাফল্য এতোটাই বিস্তৃত হয়েছিলো যে তার পরবর্তী বংশধর ও প্রজন্ম তার ভূলক্রটিগুলো গোপন রেখে বরং তার কীর্তিগাথা কাহিনী শুধু হিন্দুস্তানেই নয় সারা ভারতবর্ষে প্রচার করেছে। আকবরের কাজের ধারাবাহিকতা ছিলো নিখুঁত এবং অনন্য। তাঁর গুণ, মহত্ব ও কাজ সম্পর্কে বিস্ত রিত জানা যায় আবুল ফজলের আকবর নামা এবং আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ থেকে। এই দুটি গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে–যা

প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত। এই দুটি গ্রন্থে আকবরের শাসনামলের পূর্ণ ও বিস্তারিত বর্ণনা সুন্দর ও নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আকবরের শাসনামলের ঐতিহ্য, ক্ষমতা এবং সাংস্কৃতিক মিলনের যে সেতু বন্ধন রচিত হয়েছে তাই তুলে ধরা হয়েছে আবুল ফজলের আকবর নামা গ্রন্থে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং নিজের বাস্তব উপলব্ধি থেকে আবুল ফজল তার গ্রন্থে শুধু এটাই বর্ণনা করেন নি-যে কীভাবে সম্রাট আকবর তার শত্রুকে পরাস্থ করেছেন, তার সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছেন। সেই সাথে সাধারণ মানুষের জীবন-মান কতোটা উন্নত করেছেন সেই ব্যাপারেও বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। নিত্যপণ্যের দাম সর্বদা সাধারণ মানুষের সহনশীল পর্যায়ে রাখতেন। দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য তার বিশাল রাজপ্রাসাদে প্রতিনিয়ত খাবারের আয়োজন করা হতো। রান্না-বান্না হতো সারা দিন-রাত, হারাম-হালাল খাবারের জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। ১৬০২ সালে আবুল ফজল খুন হলে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন আসাদ বেগ। ঐ ব্যক্তিই আবুল ফজলকে সার্বিক সহায়তা করতেন, তিনি আকবরের জীবনের শেষ পরিণতির সময়ে গ্রন্থের পান্ডুলিপি নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন।

ভিকায়া গ্রন্থে আকবরের জীবনের শেষ দিককার সব কাহিনী তুলে ধরেন তিনি। আকবরের তীব্র সমালোচক বাদাউনী, মুনতাখাব আল-তারিখ-গ্রন্থে আকবরের জীবনের শেষ অংশে কি করুণ পরিণতি হয়েছিলো সেই অগণিত কথা বর্ণনা করেছেন।

আকবরের শাসনামলে ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমন ঘটতে থাকে। ব্যবসায়ী, ধর্ম প্রচারক এবং নিজের ভাগ্য উন্নতির জন্য বহু শ্রমিক ও পেশাজীবী মানুষ এই মোগল সাম্রাজ্যের দিকে ছুটতে থাকে। মহা মিলনমেলা রচিত হয়। ধর্ম প্রচারক ফাদার

এ্যান্টোনিও মনসেরাট অন্যতম প্রধান ধর্ম প্রচারক–যিনি আকবরের শাসনামলে প্রথম ভারত বর্ষ ভ্রমণ করেন। তিনি কমিউনিটি অন হিজ জার্নি টু দা কোর্ট অব আকবর প্রবন্ধে তার ধর্ম সম্পর্কে যে বিতর্কের সূচনা হয়েছিলো তা মানুষকে অবহিত করেন। আকবরের ইবাদত খানায় সব ধর্মের মানুষ মুক্ত আলোচনা করতো। রালফ ফিটস নামের একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী যিনি ১৮৫৪ খ্রি. প্রথম হিন্দুস্তানে এসে আগ্রা এবং ফতেহপুর শিক্রির বিস্ময়কর সৃষ্টি দেখে নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন।

আকবরের জীবন কাহিনী এবং তার কীর্তি বর্ণনা করা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। সেজন্য আমি (লেখক) যেসব স্থানে ভ্রমণ করতে চেয়েছিলাম-বাস্তবিক অর্থে দুইবার পরিদর্শন করতে হয়েছে। সে সব স্থান আকবরের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। আগ্রাতে আমি আকবরের সুন্দর বাগানে বসেছিলাম, শেষ বিকালের সূর্য অস্তমিত হচ্ছে, সেই সময় বাগানের রূপ আরো মোহময় হয়ে ফুটে উঠেছে। হাঁটতে হাঁটতে হুমায়ুনের সমাধিস্থলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এই সমাধিস্থল সুন্দরভাবে তৈরি করেছিলেন আকবর। বাবার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্যই তিনি এ কাজ করেছেন। কীর্তিগাথা এই সমাধিস্থল একেবারে দেখতে যেনো তাজমহলের মতো। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত এই সমাধিস্থলও পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। আগ্রাতে যখন ছিলাম প্রচণ্ড তাপমাত্রায় হাঁটাচলা করতে খুবই অসুবিধা হচ্ছিলো, আর এজন্যই মনে হয় এই অঞ্চলের মানুষ উটের পিঠে করে চলাচল করে। উট হচ্ছে তাদের প্রধান যানবাহন, এই কাজটি আকবর কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। মূলত যুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় পানি এবং খাদ্য সরবরাহ হতো এই উটের গাড়িতেই। উপরন্ত এই উটের বিশাল বহর দেখেই শক্তি ও ক্ষমতার প্রকাশ ফুটে উঠতো। ঝরোকা বেলকোনিতে দাঁড়িয়ে একটা কথাই ভাবছিলাম–আকবর প্রতিটি বিষয়

কীভাবে যাচাই বাছাই করে মূল্যায়ন করতেন। তিনি নিখুঁতভাবে নিজেকে প্রদর্শিত করতেন আর এই রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীর কূলে বসতেন তিনি।

আকবরের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং আত্মবিশ্বাস যা এই ফতেহপুর শিক্রির সুন্দর বাগান অবারিত সুখের সৃষ্টি করেছে। অথচ তিনিই এই বালুময় শহর ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। রাজ প্রাসাদের চারপাশে সুরম্য অট্টালিকা, মনোরম স্থান এবং আনন্দ উপভোগের জন্য হেরেমখানা তৈরি করেছেন। তবে এতো প্রাচীন এই রাজপ্রাসাদে কোনো অশরীরী আত্মা বা ভূত প্রেত নেই, হেরেমখানা এবং রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে নীল টালি দ্বারা আবৃত, ছাদ তৈরি হয়েছে ধূসর রঙ দিয়ে। আকবরের সময় নারীরা জানালার পাশে বসে থেকে তাদের দিনাতিপাত করতো। হেরেমখানার নারীদের কথা ভিন্ন।

আকরব নিজের তৈরি সুইমিং পুল অনূপতালাও এ বসে প্রকৃতির প্রেম-ভালোবাসার স্বাদ গ্রহণ করতেন। প্রচন্ড গরম, শুস্ক আবহাওয়া এবং মরু অঞ্চল তবুও এই সুইমিং পুলে বসে শরীর মন সতেজ করতেন আকবর। পুলের পাশেই শেখ সেলিম চিশতির মসজিদ এবং সেখানে মানুষ নামাজ আদায় করতে যায়। মসজিদটি সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি।

রাজস্থানে অম্বর এবং জোদপুরের বিধ্বস্ত রাজপ্রাসাদ-তাদের বর্ণানুযায়ী আকবরের ইচ্ছা ছিলো ঐ গোষ্ঠীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার, রাজপুত গোষ্ঠীকে তার মিত্রবাহিনী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চত্তিরগড়ের রাজপুত উপলব্ধি করলেন আকবর তাদের সাম্রাজ্যে আঘাত হানতে যাচ্ছে তখন তারা সতর্ক হলেন।

আকবরের রাজ প্রাসাদে পূর্ব দিক থেকে উপরে উঠছিলাম-সম্রাট আকবর নিজেও তার সৈন্য বাহিনীকে পূর্ব দিক থেকে উপরে উঠতে বলতেন। এর কারণ শত্রুপক্ষকে সহজেই ঘায়েল করা সম্ভব। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে পাথরের চিহ্ন দিয়ে একটি স্থান সংকুলান করে রাখা আছে, যা দিয়া বুঝানো হতো যে মোগলদের পরাজয় হতে পারে না। একই সাথে রাজপুত নারীরা নিজেদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলো, তারা যুদ্ধের সময় মশাল জ্বালিয়ে রাখতো, মোগলদের কর্তৃক পতন বা নির্যাতিত হওয়ার থেকে এই মশালের আগুনে পুড়ে মরে যাওয়া উত্তম মনে করতো তারা। একথা স্মরণযোগ্য যে, তার আমলে সমসময় অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল, নম্র আচরণ করা হতো। একই সময়ে এই মোগল সম্রাট তার শাসনামলে যতো সন্ত্রাসের জন্ম দিয়েছেন–তা ইতিহাসে বিরল। তিনি প্রতিপক্ষকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতেন।

মোগল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন নিয়ে যতো বই, দলিল-পত্র উপস্থাপিত হয়েছে তাতে রয়েছে সামরিক শাসন, তাদের ঔদ্ধত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, শাসন ক্ষমতা দখল। এ সবকিছুই রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড বইতে তুলে ধরা হয়েছে। আকবরের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ খুবই নাটকীয়। শ্বেত পাথরে নির্মিত রাজ প্রাসাদের বেলকনিতে সম্রাট হুমায়ুন প্রকৃতির নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে গিয়াছিলেন। তারপর তিনি যখন প্রাসাদের নিচে নামতে যান তখন সিঁড়িতে তার সুন্দর জুতায় ধাক্কা লাগে এবং পায়ে আঘাত পেয়ে একেবারে নিচে পড়ে যান। তার শরীর রক্তাক্ত হয়। বহু হাকিম বৈদ্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। কিন্তু এই পর্যায়ে কোনো কাজ হয়নি। তিনি পরলোক গমন করেন। সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুর ফলে তার স্ত্রী হামিদা খান চিন্তিত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি আশংকা করেন। কারণ সে সময় আকবরের বয়স ১৩ বছর। এ

সময় বৈরাম খান পরামর্শ দেন হুমায়ুনের মৃত্যুর খবর কাউকে জানানো যাবে না। এজন্য তারা পাথরের বেলকোনিতে এমন একজনকে দাঁড় করিয়ে রাখতো যা দূর থেকে হুমায়ুনের মতোই মনে হতো, কেউই বুঝতে পারত না যে হুমায়ুন মারা গেছে।

আকবরের দুগ্ধ ভ্রাতা আদম খান তাকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন তারই হেরেমখানায়। আকবর তার প্রতিপক্ষ হিমু এবং তার বাহিনীকে রাজস্থান, গুজরাট, বাংলা, কাশ্মির, সিন্ধু এবং দক্ষিণাঞ্চলের যুদ্ধে পরাজিত করে। ম্রাট আকবর বহু বিবাহ করেন এবং তার শতাধিক রক্ষিতা ছিলো। তার অনেক স্ত্রীর নামই কেউ কখনো জানতে পারেনি। জানা সম্ভবও ছিলো না। আকবরের জীবন এতোটাই সমৃদ্ধ ছিলো যে-তার পঞ্চাশ বছরের শাসনামলে যতো ঘটনা ঘটেছে তা এই স্বল্প পরিসরে বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আর ঐতিহাসিকদের কাছে থেকেও পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া গেছে এমনটা বলা যাবে না। এমন অনেক ঘটনা আছে যা বর্ণিত হয়নি।

এই বইয়ের প্রতিটি স্তরে আমি (লেখক) চেষ্টা করছি যে আকবর প্রকৃত অর্থে কেমন ছিলেন তা বর্ণনা করতে। বাস্তব তথ্য তুলে ধরার জন্যই এই বইটি লিখেছি। এই বই লেখার সময় বহু মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংকট সৃষ্টি হয়েছিলো, তারা আমাকে ঠিকমতো তথ্য দিচ্ছিলো না। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এমন একজনকে পেলাম যিনি আমাকে তথ্য-উপাত্তের জন্য সার্বিক সহায়তা করেছেন। এই বইয়ের প্রতিটি চরিত্র বাস্তব সত্য বটে–তারা হচ্ছে আকবরের মা হামিদা, ফুফু গুলবদন, তার দুধভাই আদম খান, দুধমাতা মাহাম আঙ্গা, তার নিকট আত্মীয় বৈরাম খান উপদেষ্টা, হিমু, শাহ দাউদ, রানা উদয় সিং, ছেলে সেলিম, মুরাদ, দানিয়েল এবং স্বর্গীয় সূফি শেখ সেলিম চিশতি–যাঁরা তাদের

জন্মের জন্য গর্বিত এবং তারা তাদের দাদাজান, পারস্যের গিয়াস বেগ- তাদের পরিবারের কাছে ঋণী। এছাড়াও জেসুইট পুরোহিত ফাদার এ্যান্টোনিও মনসেরেট, ফাদার ফ্রান্সিসকো হেনরিকস, উচ্চ পদস্থ ওলামা শেখ মোবারক, শেখ আহমেদ-তাদের প্রত্যেকের চরিত্র বইটিকে সমৃদ্ধি করছে।

.

আনুষাঙ্গিক

অধ্যায়-১ আকবর ছিলেন অশিক্ষিত–সেটাই সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। লেখাপড়া করতে বিশেষ করে অক্ষর বানান করতে সমস্যা ছিলো বলেই পড়ালেখা আর হয়নি তার। হুমায়নের মৃত্যু হয় ১৫৫৬ সনের জানুয়ারিতে। আকবরের জন্ম ১৯৪২ সনের ১৫ অক্টোবরে। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোন ১৫৫৬ সনে। তৈমুর, বর্বর তুর্কীদের সভ্যতার পথে নিয়ে আসেন। পাশ্চাত্য জগতে তাম্বুর লাইন নামেই তিনি পরিচিত লাভ করেন। ক্রিস্টোফার মারলোওয়েস স্কোর্জ অত্ গড গ্রন্থে তৈমুর দি লেম নামে একটা পর্ব লেখেন। আকবরই প্রথম মুসলিম বর্ষপঞ্জিকা প্রচলন করেন। কিন্তু এই বর্ষপঞ্জিকায় যেহেতু মুসলিম দিন-ক্ষণ-তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এটাকে রূপান্তরিত করে খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জিকার সাথে মিল রাখতে হয়েছে।

অধ্যায়-২ পানিপথের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৫৫৬ সনের নভেম্বরে।

অধ্যায়-৩ বৈরাম খানের পতন হয় ১৫৬০ সনে।

অধ্যায়–৪ ১৫৬১ সনে বৈরাম খান খুন হোন।

অধ্যায়-৫ আতগা খানকে হত্যা করে আদম খান এবং তিনি ১৫৬২ সনে আকবরকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। মাহাম আঙ্গা এর কিছুদিন পরে শারীরিক দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আকবর অর্থ সংগ্রহ করে তাদের জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। এই স্মৃতিসৌধ দক্ষিণ দিল্লীর কুতুব মিনারের পাশে মেরাওলিতে অবস্থিত।

অধ্যায়-৭ চিত্তিরগড় আন্দোলন সংঘটিত হয় ১৫৬৭-৬৮ সনে।

অধ্যায়-৮ আকবর অম্বরের জয়পুরের শাসক রাজপুতের কন্যাকে বিয়ে করেন। তিনি অবশ্য আকবরের প্রথম স্ত্রী ছিলেন না। তার নাম কখনোও জানা যায়নি, এমনকি তার সাথে আকবরের মূলত কি ধরনের সম্পর্ক ছিলো তাও পরিস্কারভাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে তিনি শাহজাদা সেলিমের মা ছিলেন।

অধ্যায়-৯ ১৫৬৮ সনে শেখ সেলিম চিশ্তির মাজারে ভ্রমণ করেন আকবর। আর তার ছেলে সেলিমের জন্ম হয় ১৫৬৯ সনের ৩০ আগস্ট। সূফি শব্দের অর্থ–যারা ঐশ্বরিক দর্শন ও মতবাদে বিশ্বাসী।

অধ্যায়-১০ ১৫৫১ সনের জানুয়ারিতে আবুল ফজল জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৭৪ সন থেকে আকবরের সেবায় নিয়োজিত হন। আকবর তাকে সেনাবাহিনীর কমান্ডার হিসাবে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি অফিসিয়াল ভাবে প্রথমে 'দশ সংখ্যা ব্যবহার করেন। নির্দিষ্ট সৈন্য সংখ্যার ক্ষেত্রে শূন্যকে ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়েছে। এই শূন্য আবিষ্কারক ভারতীয় গণিতবিদ। এই সম্পর্কে পরবর্তীতে ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের জ্ঞানী সমাজ জানতে পারে। আকবর পৃথিবীর মানুষকে জানালো কীভাবে ইটের দালান নির্মাণ করতে হয়।

অধ্যায়-১১ গুজরাট সম্পর্কিত প্রচার প্রচারণা শুরু হয় ১৫৭২ সনে।

অধ্যায়-১২ পাটনা সম্পর্কে প্রচার এবং বাংলা দখল হয় ১৫৭৪ সনে। ১৫৭৬ সনে শাহ। দাউদ মৃত্যুবরণ করেন।

অধ্যায়-১৩ ১৫৭০ সনের জুনে মুরাদ জন্মগ্রহণ করেন এবং তার দুই বছর পর ১৫৭২ সনের সেপ্টেম্বরে দানিয়েল জন্মগ্রহণ করেন। শিয়া এবং সুন্নীর লড়াই শুরু হয়। এটা ছিলো ইসলামের প্রথম শতাব্দীর ঘটনা। এই দুই সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বের কারণ উভয়েই দাবি করে তারাই মোহাম্মদ (সা:)-এর প্রকৃত উত্তরসূরি এবং তাঁর উত্তরসূরিরাই বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করবে। শিয়াদের দাবি মহানবীর উত্তরসূরি হিসাবে তারাই একমাত্র যোগ্য কারণ মোহাম্মদ (সা:) এর চাচাতো ভাই এবং পরবর্তীতে জামাতা আলী (রা:) শিয়াদের যোগ্য নেতা। শিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ 'দল' আর এই শব্দটা মূলত এসেছে প্রবাদ বাক্য "আলীর দল" থেকে। "সুন্নী শব্দের অর্থ যারা নিয়ম-রীতি মেনে চলে। এখানে মূলত মোহাম্মদ (সা:) এর নীতি, আদর্শ, আচরণকেই বুঝানো হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে এই

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনবরত বিরোধ বাধে। বিরোধের মূল কারণ ধর্মীয় রীতিনীতি নিয়ে। ১৫৮০ সনে আকবরের রাজপ্রাসাদের উপস্থিত হোন জেসুইট পুরোহিত ফাদার এ্যান্টিনিও মনসেরাট।

অধ্যায়-১৪ ১৫৭৭ সনে গিয়াস বেগের কন্যা মেহেরুন্নেসা জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় গিয়াস বেগ ভারত বর্ষে তার যাত্রা শুরু করেন।

অধ্যায়-১৬। ইংরেজ বণিক জন নিউবেরি ভারতে পৌঁছান, তাঁর সাথে ছিলেন রালফ ফিট। তারা আসেন ১৫৮৪ সনে। অনেক ইতিহাসবিদদের মতে, আকবর তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

অধ্যায়-১৮ ফতেহপুর শিক্রি ধ্বংসের পিছনে বহু কারণ রয়েছে। এর মধ্যে পানি সংকট একটা প্রধান কারন। আরেকটি কারণ যমুনা নদী থেকে বহু দুরে ফতেহপুর শিক্রি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতমানের ছিলো না। আকবর তার রাজধানী লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত ঘটান। ১৫৮৬ সনে কাশ্মির দখল করেন।

অধ্যায়-১৯। সিন্ধু প্রচারণা শুরু হয় ১৫৮৮-৯১।

সেলিম ১৫৮৫ সনে মান বাঈকে বিয়ে করেন।

১৫৮৭ সনের আগষ্ট মাসে খোসরুর জন্ম হয়।

অধ্যায়-২১ ১৫৯২ সনের ৫ জানুয়ারি খুররম লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন।

পারভেজ ভূমিষ্ঠ হয় ১৫৮৯ সনে। আবুল ফজল তার 'আকবর নামা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন আকবর তার সন্তানদের থেকেও নাতাঁকে বেশি ভালোবাসতেন। আকবর নিজের বাসগৃহে প্রিয়নাতী খুররমকে নিয়ে আসেন এবং তার দেখাশুনার ভার স্ত্রী রুকাইয়ার উপর অর্পণ করেন।

অধ্যায়-২২। ১৫৯৫ সনের মে মাসে কান্দাহারের পতন হয়।

অধ্যায়-২৩ সেলিমের আনারকলি কাহিনী–যা পরবর্তীতে ইংরেজ বণিক উইলিয়াম ফ্রিঞ্চ ১৬০৮ সনে এবং ১৬১১ সনে হিন্দুস্তান ভ্রমণ করে এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তুলে ধরেন। সেলিম যখন ভারতবর্ষের সম্রাট হোন তখন তিনি লাহোরে আনারকলির সমাধিস্থল নির্মাণ করেন আবার তার দ্বারাই এ সমাস্থিল ধ্বংস হয়। আনারকলির রোমান্স এবং বিচ্ছেদপূর্ণ কাহিনীর বাস্তবিক কোনো সত্যতা না থাকলেও ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে প্রেমিক প্রেমিকা হিসাবে আনারকলির প্রেম কাহিনী টিকে থাকবে, আনারকলির প্রেমকাহিনী নিয়ে মোগল সাম্রাজ্য যুগে সে সময়কার সাহিত্যকরা অসংখ্য সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন। আর এটা আমার একান্ত নিজস্ব ধারণা যে আনারকলি রূপক এবং পরী ছাড়া আর কিছুই না।

অধ্যায়-২৬। মদ, গাঁজা এবং আফিমে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন সেলিম। নেশাগ্রস্থ হওয়ার ফলে সেলিম সব সময় অসুস্থ থাকতো। তার হাত-পা কাঁপতো। এমন পর্যায় চলে গিয়েছিলো যে সে গ্লাসও হাতে ধরে রাখতে পারতো না। চিকিৎসকরা শেষ পর্যন্ত তাকে জানিয়ে দিয়েছিলো যদি নেশা ত্যাগ না করেন তাহলে ছয় মাসের বেশি বাঁচবেন না আর যদি নেশা ত্যাগ করেন তাহলে সুস্থ হতে ছয় মাস লাগবে।

অধ্যায়-২৭ ১৬০০ সনে শাহজাদা সেলিম এলাহাবাদ ত্যাগ করেন। আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন–জাহাঙ্গীর নামায় সেলিম লেখেছেন "বন্ধুহীন আমি"। ১৫৯৯ সনের মে মাসে মুরাদের মৃত্যু হয়। ১৬০৩ সনে এপ্রিলে সেলিম আগ্রায় ফিরে আসেন।

অধ্যায়-২৮ ১৬০৪ সনের আগষ্ট মাসে আকবরের মাতা হামিদার মৃত্যু হয় এবং আকবরের কনিষ্টপুত্র দানিয়েলের মৃত্যু হয় ১৬০৫ সনের মার্চ মাসে।

অধ্যায়-২৯ পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের মতে সম্রাট আকবর দ্বৈত চরিত্রের পুরুষ ছিলেন। তার মৃত্যু হয় ১৬০৫ সনের ১৫ অক্টোবর। পশ্চিমা বিশ্বের বর্ষপঞ্জিকা অনুসারে এটা ছিলো তাঁর ৬৩তম জন্মবার্ষিকী। আকস্মিকভাবে বিখ্যাত সমকালিন সাহিত্যিক উইলিয়াম সেক্সপিয়ার-এর জন্ম-মৃত্যু একই তারিখে হয়েছিলো। সেক্সপিয়ারের জন্ম ২৩ এপ্রিল ১৫৬৪ সালে এবং মৃত্যু ২৩ এপ্রিল ১৬১৬ সালে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৫২ বছর।